تفسير انوار القرآن

তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন

৩

[১১ তম থেকে ১৫ তম পারা পর্যন্ত]

রচনা ও সংকলনে

মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম

ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

তাফসীরে জালালাইন শরীফের অনুবাদক

লেখক, গবেষক ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা

সম্পাদনায়

মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন (৩য় খণ্ড)

রচনা ও সংকলনে ◈ মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম

প্রকাশক ◈ মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা
ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।

শব্দবিন্যাস ◈ ইসলামিয়া কম্পিউটার হোম
২৮/এ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।

মুদ্রণে ◈ ইসলামিয়া অফসেট প্রেস
২৮/ এ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

হাদিয়া ◈ ৫০০.০০ টাকা মাত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والعاقبة للمتقين. والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين امابعد! : فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم - "وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم ولعلهم يتفكرون" وقال رسول الله ﷺ : تركت فيكم امرين ماتمسكتم بهما لن تضلوا بعدى أبدا : كتاب الله وسنتى -

প্রথমে আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যিনি রহমান ও রহীম। যার দয়া অফুরন্ত ও অসীম। যিনি আমাদের উপর আপন অনুগ্রহে বেহিসাব নায-নিয়ামত দান করেছেন। বিশেষ করে অধম কে স্বীয় কালামে পাকের ব্যখ্যাগ্রন্থ 'তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন' রচনার তৌফিক দিয়েছেন।

আম্মা বাদ :

দুনিয়াবি ও উখরবি জিন্দেগিতে মানবতার শাশ্বত মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন যুগে যুগে বহু নিদর্শনাবলি পাঠিয়েছেন। হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন। কখনো বা পৃথিবীবাসীকে অপার দয়া-রহমত আবার কখনো বেদনাদায়ক আজাব-শাস্তির স্বাদ চাখিয়েছেন। কখনো বা নিজ কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে অতিপ্রাকৃত ঘটনাবলির অবলোকন করিয়েছেন। সময়ে সময়ে আদেশ-নিষেধ সম্বলিত সহীফা ও কিতাব অবতারণ করেছেন। এতসব কিছুর লক্ষ্য একটাই, মানুষের বিকার মস্তিষ্কে যেন বোধের উদয় ঘটে। দুনিয়া, নফস ও শয়তানের ফাঁদ এড়িয়ে এক ইলাহে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। মহিয়ান গরিয়ান রাব্বুল আ'লামীনের মানশা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে দুনিয়া ও আখেরাতে সিদ্ধকাম হতে পারে। কিন্তু কোনটি যে তামাম জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ– তা তো এই নগণ্য জিন ও ইনসান সম্প্রদায়ের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়! তাহলে এখন উপায় কী হবে? এরই ধারাবাহিকতায় আখেরি উম্মতের জন্য রাব্বানার পক্ষ থেকে উপঢৌকন স্বরূপ অবতীর্ণ করা হয় খোলাচিঠি 'আল-কুরআন'।

এই আল-কুরআনকে বলা হয় আদর্শ জীবন বিধান। এর মাঝে রয়েছে বৈচিত্রময় ও শতবাকধারী জীবনের পূর্ণাঙ্গ দিক-নির্দেশনা। বিশ্বাসগত, আধ্যাত্মিক, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক– সকল বিষয়ে রয়েছে সর্বযুগের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য মৌলিক নীতিমালা। এখানেই শেষ নয়, প্রতিটি যুগের সমসাময়িক সমস্যার সমাধানও তো কুরআনের মূলনীতি থেকেই উদ্ভাবিত হয়। তাছাড়া নামাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও কুরআন তেলাওয়াত ছাড়া শুদ্ধ হয় না। শুধু তাই না কুরআনের অনুকরণ ছাড়া জিন্দেগির সফলতাও সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে সারওয়ারে কায়েনাত হযরত মুহাম্মদ ﷺ বলেন– 'তোমাদের মাঝে আমি এমন দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা ধরে থাকলে আমার পরে কখনো তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নত।' (মুসনাদে আহমাদ : ৪/৫০)

✦ বলা বাহুল্য, আমল, আখলাক, কথাবার্তা, চাল-চলন তথা বৈষয়িক জীবনে অনুপম আদর্শে সাহাবায়ে কেরামের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধনের মূল হেতু কিন্তু এই আল কুরআনের অনুধাবন ও অনুকরণ। এ সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন–

كان الرجل منا اذا تعلم عشر ايات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن

"আমাদের মাঝে কেউ যখন দশটি আয়াত শিখতেন, তখন তিনি সেগুলোর অর্থ অনুধাবন ও নিজের জীবনে বাস্তবায়ন ব্যতীত সেগুলোকে অতিক্রম করতেন না। (তাফসীরে তাবারী : ১/ ২৭; বৈরুত : দারুল মা'আরিফ, ১৪০৬ হিজরি)। সাহাবায়ে কেরাম তো আখেরি নবীর সোহবত পেয়ে ধন্য হয়েছেন। সময়ে সময়ে কুরআনের আয়াত অবতারণের প্রেক্ষাপট ও দৃশ্যপট আলোকন করেছেন। তার উপর আবার অবোধগম্য বিষয়াবলি নিয়ে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে আলোচনা করে সমাধান করে নিতে পেরেছেন। কিন্তু আমরা কীভাবে কুরআনের মর্মবাণী অনুধাবন করব? সংকীর্ণ মেধাতে ইলাহী কালাম অনুধাবন করার সাধ্য কার? এর প্রেক্ষিতেই তাফসীর শাস্ত্রের বিকাশ। এর সূচনাটাও হয়েছে হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমে। প্রথমত হযরত মুহাম্মদ ﷺ তো ছিলেন কুরআনেরই জীবন্ত ব্যাখ্যাপুরুষ। তাঁর পবিত্র জীবনে এই কুরআনই তো নিখুঁতভাবে চিত্রায়িত হয়েছিল। তাই তো উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.) সাহাবাদের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন– 'তিনি তো সাক্ষাৎ কুরআন।' দ্বিতীয়ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে কুরআনকে মানুষের সামনে তুলে ধরা তো ছিল রাসূল ﷺ-এর গুরুদায়িত্বসমূহের অন্যতম। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم ولعلهم يتفكرون -

"আমি তোমার প্রতি এক স্মরণিকা (কিতাব) অবতীর্ণ করেছি, যেন তা তুমি মানুষের জন্য বয়ান তথা ব্যাখ্যা করে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দাও, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। (সূরা : নাহল; আয়াত : ৪৪; পারা : ১৪)

সারকথা, তাফসীর শাস্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমেই সূচিত হয়েছে এবং এটাও উপলব্ধ যে, তাফসীর হলো আল-কুরআনেরই বিশ্লেষিত রূপ। এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়া কুরআনের মর্ম মর্মে অনুধাবন করা অতঃপর তদনুযায়ী অনুকরণ, অনুসরণ সম্ভব নয়। তাই তো আল্লামা যারকাশী (র.) আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন (১/৩৩) গ্রন্থে তাফসীরের সংজ্ঞায় বলেন-

هو علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل علي نبيه محمد ﷺ وبيان معانيه واستخراج احكامه وحكمه -

অর্থাৎ, এটা এমন এক বিজ্ঞানের নাম, যার দ্বারা মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাব অনুধাবন, তার অর্থের ব্যাখ্যা ও আয়াতের বিধি-বিধান এবং এর রহস্য জানা যাবে।

আর ড. মুহাম্মদ হুসাইন যাহাবী (র.) আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসিসরূন (১/১৫-১৬; কায়রো : মাকতাবা ওয়াহাবা; ১৪১৬ হি.) গ্রন্থে তাফসীরের সংজ্ঞায় বলেন–بيان كلام الله او انه المبين لالفاظ القران ومفهوماتها অর্থাৎ (এটা) আল্লাহর কালামের ব্যাখ্যা অথবা এটা কুরআনের শব্দমালা ও ভাবসমূহের সুস্পষ্টকারী।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, মানব জীবনে দু'জাহানের শান্তি-সুখ ও সফলতা লাভের জন্য যতটুকু প্রয়োজন আল-কুরআনের, ঠিক তেমনি কুরআন অনুধাবনের জন্য তাফসীর শাস্ত্রে প্রয়োজন।

✦ ইসলামিয়া কুতুবখানা -এর উদ্যোগে ইতঃপূর্বে আনওয়ারুল কুরআন নামক পবিত্র কুরআনের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সূরা বাকারা, নিসা, মায়িদা, আন'আম, আ'রাফ, আনফাল ও তাওবা -এর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু সূরার সরল অনুবাদ, শাব্দিক অনুবাদ, ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ এবং শানে নুযূলসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এর আঙ্গিকে গ্রন্থটি সাজানো হয়েছিল। সহজ ও সরল পাঠে প্রয়োজনীয় তবে নির্ভুল তত্ত্বে উপস্থাপিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ আনওয়ারুল কুরআন পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। তাদের আকুলিত হৃদয়ের অনুভূতি ও অভিব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কুরআনের একটি যুগোপযোগী তাফসীর গ্রন্থ রচনার বিষয়টি সামনে আসে। এরই প্রেক্ষিতে ইসলামিয়া কুতুবখানার সত্ত্বাধিকারী আলহাজ মাওলানা মোস্তফা সাহেব (দা. বা.) কুরআনের খেদমত করার মনস্থ করত আমাকে আনওয়ারুল কুরআনের আদলে একটি তাফসীর গ্রন্থ রচনার অনুরোধ জানান। কিন্তু কুরআনের এত বড় খেদমত

করতে গিয়ে না জানি কলঙ্কের ছোঁয়া লাগে– এই ভয়ে আমি অনুরোধে সাড়া দিচ্ছিলাম না। কিন্তু মাওলানা সাহেবও খেদমত করার সুযোগ হাতছাড়া করার ব্যক্তি নন। অবশেষে তাঁর অনুরোধকে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্বাগত জানালাম। মূলত তাঁর দিলের তড়পেই আমি এ খেদমতে হাত লাগালাম। তাফসীর গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে আনওয়ারুল কুরআনের রচনা কাঠামোর আলোকে রচনার প্রয়াস চালানো হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে আশরাফ আলী থানবী (র.) -এর তরজমার অনুকরণ করা হয়েছে। এক আয়াতের সাথে অন্য আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে ইদ্রিস কান্ধলভী (র.) এর মা'আরিফুল কুরআন কে অনুসরণ করা হয়েছে। আর তাফসীরের ক্ষেত্রে মুফতী মুহাম্মদ শফী (র.) -এর মা'আরিফুল কুরআনকে সামনে রাখা হয়েছে। এছাড়াও তাফসীরে নূরুল কুরআন, তাফসীরে বায়যাভী, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে বয়ানুল কুরআন, তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে মাজেদী, ইবনে কাছীর ও তাফসীরে মাজহারীর গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক আলোচনাও সমভাবে উপাত্ত হয়েছে। দীর্ঘদিনের মেহনতের বদৌলতে তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন আজ প্রকাশের পথে, তাই এ আনন্দঘন মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি পাবলিকেশনের জগতে অনুকরণীয় আদর্শ আলেমে দীন আলহাজ মাওলানা মোস্তাফা সাহেব (দা. বা.) -এর জন্য দোয়া করি– 'আল্লাহ! হযরতকে সিহহাত ও আফিয়াতের সাথে দীর্ঘায়ু দান করুন। তাঁর সমস্ত দীনি খেদমত ও প্রকাশনী প্রতিষ্ঠানকে কবুল করুন।' এবং যারা আমাকে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা, মূল্যবান পরামর্শ, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আন্তরিকতা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের জন্যও দোয়া করি– 'হে আল্লাহ! তাদেরকে উত্তম জাযা ও খায়ের দান করুন এবং এই তাফসীর গ্রন্থের ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়ে সর্বস্তরের পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে কবুল করে নিন।' পরিশেষে কবিতার চরণে ইতি টানছি–

ওফাতের পরে আমি, জাহানের একক স্বামী,
তোমারি আদালতে, হাজির হব যবে।
হিসেবের খাতায় লিখে, রেখো গো যতন করে,
অধমের গ্রন্থখানি, হে দয়াময়! তবে।

মোহাম্মাদ আবুল কালাম মাসূম
৪১১দক্ষিণ, মনিপুর
মিরপুর, ঢাকা
২৩/০৭/২০১৩ ইং
১৩ রমাজানুল মুবারক

যাদের নিরলস প্রচেষ্টায় এ আনওয়ারুল কুরআনটি আলোর মুখ দেখেছে

- **মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা এম. এম**
  ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা
- **মাওলানা মোহাম্মদ আনওয়ারুল হক**
  সিনিয়র সম্পাদক, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা।
- **মাওলানা আব্দুল আলীম**
  উস্তাদ, আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া ইদারাতুল উলূম, আফতাব নগর, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ আকবর হুসাইন**
  ফাযেল দারুল উলূম হাটহাজারী চট্টগ্রাম।
- **মাওলানা রফিকুল ইসলাম সিরাজী**
  ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত।
  সাবেক উস্তাদ, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া
  ৩১২ দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ মাহমূদ হাসান**
  উস্তাদ, মাদরাসা উলূমে শরী'আহ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ এনামুল হাসান**
  উস্তাদ, মাদরাসা নূরুল কুরআন, ভিক্টোরিয়া পার্ক, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ সালাউদ্দিন**
  মুহাদ্দিস, জামিয়া ইসলামিয়া মোহাম্মাদিয়া মোহাম্মদনগর, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ কামরুল হাসান**
  ফাযেলে দারুল কুরআন শামসুল উলূম চৌধুরী পাড়া, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ মাহবুবুল হাসান**
  ফাযেলে জামেয়া আরাবিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা।
- **মাওলানা হাফেজ ইমাম উদ্দীন**
  ফাযেলে জামেয়া আরাবিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা।
- **মাওলানা মোহাম্মদ মোবারক হুসাইন**
  সাবেক শিক্ষক, আল ফারুক ইসলামিয়া একাডেমি চাটখিল, নোয়াখালী।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	১১ তম পারা - ১	
১.	সাহাবায়ে কেরাম জান্নাতী ও আল্লাহর সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত :	১১
২.	মসজিদে জেরার :	১৫
৩.	জিহাদের সর্বপ্রথম আয়াত :	১৮
৪.	দীনের ইলম হাসিল ও সংশ্লিষ্ট নিয়ম-নীতি :	২৬
৫.	ইলমে তাসাউফও ফরজে আইনের অন্তর্ভুক্ত :	২৭
৬.	ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব :	২৮
	সূরা ইউনুস - ৩২	
৭.	সূরা বিষয়সূচি :	৩৪
৮.	কাফের ও মুসলমান দু'টি পৃথক জাতি-বর্ণও দেশভিত্তিক জাতীয়তা অর্থহীন :	৪৯
	সূরা হূদ - ৯০	
৯.	সূরায়ে হূদ প্রসঙ্গ :	৯১
	১২ তম পারা - ৯৫	
১০.	রিজিক সম্পর্কে একটি প্রশ্ন ও তার জবাব :	৯৮
১১.	হযরত নূহ (আ.)-কে নৌকা তৈরি শিক্ষা দান :	১১৭
১২	যানবাহনে আরোহণের আদব :	১২২
১৩.	কাফের ও জালেমের জন্য দোয়া করা জায়েজ নয় :	১২৭
১৪.	ওয়াজ নসিহত ও দীনি দাওয়াতের পারিশ্রমিক :	১২৮
১৫.	সালামের সুন্নত :	১৩৯
১৬.	মাপে কম দেওয়া :	১৫২
১৭.	ইস্তেকামাতের তাৎপর্য, উপকারিতা ও মাসায়েল :	১৬২
১৮.	রাসূলে পাক ﷺ-এর মাহাত্ম্যের প্রতি ইঙ্গিত :	১৬৪
১৯.	মতবিরোধ : নিন্দনীয় ও প্রসংসনীয় দিক :	১৬৮
	সূরা ইউসুফ - ১৬৯	
২০.	সূরা ইউসুফ প্রসঙ্গে :	১৭২
২১.	স্বপ্নের তাৎপর্য স্তর ও প্রকারভেদ :	১৭৫
২২.	কাদিয়ানী দাজ্জালের একটি বিভ্রান্তি খণ্ডন :	১৭৬
২৩.	স্বপ্ন প্রত্যেকের কাছে বর্ণনা করা ঠিক নয় :	১৭৭
২৪.	হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইগণ :	১৮২
২৫.	গোনাহ থেকে বাঁচার প্রধান অবলম্বন স্বয়ং আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা :	১৯৩
২৬.	পয়গাম্বরসুলভ অনুকম্পার অভিনব দৃষ্টান্ত :	২০৬

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	১৩ তম পারা - ২১৩	
২৭.	নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করা :	২১৫
২৮.	মানব মন তিন প্রকার :	২১৬
২৯.	হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পদ প্রার্থনা বিশেষ রহস্যের উপর ভিত্তিশীল ছিল :	২১৮
৩০.	অমুসলিম রাষ্ট্রে সরকারি পদ গ্রহণ করা জায়েজ কি না :	২১৯
৩১.	হযরত ইউসুফ (আ.)-এর অবস্থা সম্পর্কে পিতাকে অবহিত না করার কারণ :	২২২
৩২.	কু-দৃষ্টির প্রভাব সত্য :	২২৯
৩৩.	আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনা :	২৩৪
৩৪.	ইউসুফের প্রতি হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর গভীর মহব্বতের কারণ :	২৪৩
৩৫.	সবর ও তাকওয়া সমস্ত বিপদের প্রতিকার :	২৫১
৩৬.	হযরত ইউসুফ (আ.) এর সবর ও শুকরিয়ার স্তর :	২৫৬
৩৭.	অদৃশ্যের সংবাদ ও অদৃশ্যের জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য :	২৬২
	সূরা রা'দ - ২৬৬	
৩৮.	সূরায়ে রা'দ প্রসঙ্গে :	২৬৮
৩৯.	হাদীসও কুরআনের মতো খোদায়ী ওহী :	২৬৯
৪০.	আকাশের দেহ দৃষ্টিগোচর হয় কি?	২৬৯
৪১	মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রমাণ :	২৭২
৪২.	কাফেরদের দ্বিতীয় সন্দেহ ছিল এই :	২৭৭
	সূরা ইবরাহীম - ৩০২	
৪৩.	সূরা ও তার বিষয়বস্তু :	৩০৩
৪৪.	কুরআন বুঝার ব্যাপারে কোনো কোনো ভ্রান্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ :	৩০৪
৪৫	কুরআন আরবি ভাষায় কেন?	৩০৫
৪৬.	আরবি ভাষার কতিপয় বৈশিষ্ট্য :	৩০৬
৪৭.	কাফেরদের দৃষ্টান্ত :	৩১৮
৪৮.	কবরের শাস্তি ও শান্তি কুরআন ও হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত :	৩২১
	সূরা হিজর : ১৪ তম পারা - ৩৩৭	
৪৯.	সূরা হিজর প্রসঙ্গ :	৩৩৯
৫০.	মামুনের দরবারের একটি ঘটনা :	৩৪০
৫১.	সৎকাজে এগিয়ে যাওয়া পিছিয়ে থাকার মধ্যে মর্তবার পার্থক্য :	৩৪৮
৫২.	মানবদেহে আত্মা সঞ্চারিত করা এবং তাকে ফেরেশতাদের সেজদাযোগ্য করা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা :	৩৪৮
৫৩.	জাহান্নামের সাতটি দরজা :	৩৫৪
৫৪.	আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কসম খাওয়া :	৩৫৮
৫৫.	হাশরে কি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হবে :	৩৬৪
	সূরা নাহল - ৩৬৬	
৫৬.	সূরা নাহল প্রসঙ্গে :	৩৬৯
৫৭.	কুরআনে রেল, মোটর ও বিমানের উল্লেখ :	৩৭১

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫৮.	উপমহাদেশেও আল্লাহর কোনো রাসূল আগমন করেছেন কি?	৩৮৪
৫৯.	দেশত্যাগ ও হিজরতের বিভিন্ন বিধি-বিধান :	৩৮৬
৬০.	মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণ করা :	৩৯০
৬১.	হাদীস অস্বীকার, কুরআন অস্বীকারের নামান্তর :	৩৯৩
৬২.	দুনিয়ার আজাবও এক প্রকার রহমত :	৩৯৪
৬৩.	কতিপয় বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় :	৪০৪
৬৪.	জীবিকার শ্রেণি-বিভেদ মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ :	৪০৬
৬৫.	সম্পদ পুঞ্জীভূত করার বিরুদ্ধে কুরআনের বিধান :	৪০৬
৬৬.	তিনটি বিষয়ের আদেশ ও তিনটি বিষয়ের নিষেধাজ্ঞা :	৪১৯
৬৭.	অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হারাম :	৪২১
৬৮.	উৎকোচের সংজ্ঞা :	৪২৫
৬৯.	'হায়াতে তাইয়েবা' কি?	৪২৬
৭০.	আল্লাহর প্রতি ঈমান ও ভরসা শয়তানের আধিপত্য থেকে মুক্তির পথ :	৪২৮
৭১.	জোর-জবরদস্তির সংজ্ঞা ও সীমা :	৪৩২
৭২.	উল্লিখিত চারের মধ্যেই হারাম বস্তু সীমাবদ্ধ নয় :	৪৩৬
৭৩.	যে গোনাহ বুঝে-সুঝে করা হয় এবং যে গোনাহ না বুঝে করা হয় সবই তওবা দ্বারা মাফ হতে পারে :	৪৩৯
৭৪.	দাওয়াত ও প্রচারের মূলনীতি এবং পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম :	৪৪০
৭৫.	দাওয়াতের মূলনীতি ও শিষ্টাচার :	৪৪১
৭৬.	আয়াতের শানে নুযূল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীদের পক্ষ থেকে নির্দেশ পালন :	৪৪২
	১৫ তম পারা : সূরা বনী ইসরাঈল - ৪৪৫	
৭৭.	পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক :	৪৪৭
৭৮.	কুরআন ও হাদীস থেকে দৈহিক মি'রাজের প্রমাণাদি ও ইজমা :	৪৪৮
৭৯.	মি'রাজের ঘটনা সম্পর্কে একজন অমুসলিমের সাক্ষ্য :	৪৪৯
৮০.	ইসরা ও মিরাজের তারিখ :	৪৫০
৮১.	মসজিদে-হারাম ও মসজিদে-আকসা :	৪৫১
৮২.	বনী-ইসরাঈলের ঘটনাবলি মুসলমানদের জন্য শিক্ষাপ্রদ। বায়তুল মোকাদ্দাসের বর্তমান ঘটনা এ ঘটনার পরম্পরার একটি অংশ :	৪৫৮
৮৩.	কাফের আল্লাহর বান্দা, কিন্তু প্রিয় বান্দা নয় :	৪৫৯
৮৪.	আমলানামা গলার হার হওয়ার মর্মার্থ :	৪৬০
৮৫.	ধনীদের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার :	৪৬১
৮৬.	বিদআত ও মনগড়া আমল যতই ভালো দেখা যাক- গ্রহণযোগ্য নয় :	৪৬৫
৮৭.	হাদীসের আলোকে পিতা-মাতার আনুগত্য ও সেবাযত্নের ফজিলত :	৪৬৬
৮৮.	পিতা-মাতার হক নষ্ট করার শাস্তি দুনিয়াতেও পাওয়া যায় :	৪৬৭
৮৯.	পিতা-মাতার সেবাযত্ন ও সদ্ব্যবহারের জন্য তাঁদের মুসলমান হওয়া জরুরি নয় :	৪৬৭
৯০.	সকল আত্মীয়ের হক দিতে হবে :	৪৬৯
৯১.	খরচ করার ব্যাপারে মধ্যবর্তিতার নির্দেশ :	৪৭০
৯২.	বিশৃঙ্খল খরচ নিষিদ্ধ :	৪৭১

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
৯৩.	কেসাস নেওয়ার অধিকার কার?	৪৭৬
৯৪.	এতিমদের মাল সম্পর্কে সাবধানতা :	৪৭৭
৯৫.	কম মাপ দেওয়া ও কম ওজন করার নিষেধাজ্ঞা :	৪৭৮
৯৬.	এই পনেরটি আয়াত সমগ্র তাওরাতের সারসংক্ষেপ :	৪৮০
৯৭.	পয়গম্বরের উপর জাদুর ক্রিয়া হতে পারে :	৪৮৬
৯৮.	শত্রুর দৃষ্টি থেকে গোপন থাকার একটি আমল :	৪৮৬
৯৯.	হাশরে কাফেররাও আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে উত্থিত হবে :	৪৯২
১০০.	কটুভাষা ও কড়া কথা কাফেরদের সাথেও জায়েজ নয় :	৪৯৩
১০১.	অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর আদম-সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব কেন?	৫০৩
১০২.	শত্রুদের দুরভিসন্ধি থেকে আত্মরক্ষার উত্তম প্রতিকার নামাজ :	৫০৫
১০৩.	তাহাজ্জুদ ফরজ না নফল?	৫০৭
১০৪.	শাফা'আতের মর্তবা অর্জনে তাহাজ্জুদ নামাজের বিশেষ প্রভাব :	৫০৮
১০৫.	গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যের জন্য মকবুল দোয়া :	৫০৯
১০৬.	শিরক ও কুফরের চিহ্ন মিটিয়ে দেওয়া ওয়াজিব :	৫১৩
১০৭.	রূহ বলে কি বুঝানো হয়েছে :	৫১৪
১০৮.	প্রশ্ন মক্কায় করা হয়েছিল না মদিনায় :	৫১৫
১০৯.	অসামঞ্জস্য প্রশ্নের পয়গম্বরসুলভ জবাব :	৫২১
১১০.	মানবের রাসূল মানবই হতে পারেন :	৫২১
	সূরা কাহফ - ৫৩০	
১১১.	সূরা কাহফের ফজিলত :	৫৩২
১১২.	আসহাবে কাহ্‌ফ ও রকীমের কাহিনী :	৫৩৫
১১৩.	আসহাবে কাহ্‌ফের স্থান ও কাল :	৫৪০
১১৪.	আধুনিক ইতহাসবিদদের গবেষণা :	৫৪২
১১৫.	আসহাবে কাহ্‌ফ এখনো জীবিত আছে কি?	৫৪৩
১১৬.	আসহাবে কাহ্‌ফের কুকুর :	৫৪৪
১১৭.	আসহাবে কাহ্‌ফের নাম :	৫৪৯
১১৮.	বিরোধপূর্ণ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা থেকে বিরত থাকা উচিত :	৫৫০
১১৯.	ভবিষ্যত কাজের জন্য ইনশাআল্লাহ্ বলা :	৫৫৪
১২০.	দাওয়াত ও তাবলীগের বিশেষ রীতি :	৫৫৫
১২১.	জান্নাতীদের অলংকার :	৫৫৯
১২২.	অহংকার পতনের মূল :	৫৬৪
১২৩.	ইবলীসের সন্তান-সন্ততি :	৫৭০
১২৪.	হযরত মূসা (আ.) ও খিযির (আ.)-এর কাহিনী :	৫৭৪
১২৫.	সফরের কতিপয় আদব এবং পয়গম্বরসুলভ সংকল্পের একটি নমুনা :	৫৭৬
১২৬.	হযরত খিযিরের সাথে সাক্ষাত এবং তাঁর নবুয়তের প্রশ্ন :	৫৮০
১২৭.	কোনো ওলীর পক্ষে শরিয়তের বহ্যিক নির্দেশ অমান্য করা জায়েজ নয় :	৫৮১
১২৮.	শরিয়ত বিরুদ্ধ কাজে নির্বিকার থাকা আলেমের পক্ষে জায়েজ নয় :	৫৮১

তাফহীমুল কুরআন

১১ তম পারা

يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ ۭ قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ۭ وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (٩٤)

৯৪. তারা তোমাদের (সকলের) নিকট ওজর পেশ করবে, যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসবে; আপনি বলে দিন, এ ওজর পেশ করো না, আমরা কখনো তোমাদেরকে সত্যবাদী বলে মনে করব না, আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের (জিহাদে না যাওয়ার) বৃত্তান্ত জানিয়ে দিয়েছেন; আর ভবিষ্যতেও আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল তোমাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করবেন, অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে এমন সত্তার নিকট যিনি অদৃশ্য এবং প্রকাশ্য সকল বিষয়ই অবগত আছেন, অনন্তর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা কিছু তোমরা করতে।

سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۭ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ۭ اِنَّهُمْ رِجْسٌ ۡ وَّمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۚ جَزَاۗءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (٩٥)

৯৫. হ্যাঁ, তারা তখনই তোমাদের সম্মুখে আল্লাহর শপথ করে বলবে, যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে আসবে, যেন তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর; অতএব, তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর; তারা হচ্ছে অতিশয় অপবিত্র, আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে দোজখ, সে সকল কর্মের বিনিময়ে যা তারা করত।

يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ (٩٦)

৯৬. তারা এজন্য শপথ করবে যেন তোমরা তাদের প্রতি রাজি হয়ে যাও, অনন্তর যদি তোমরা তাদের প্রতি রাজি হয়ে যাও, তবে আল্লাহ তো এমন দুষ্কর্মকারী লোকদের প্রতি রাজি হন না।

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৪. يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ তারা তোমাদের নিকট ওজর পেশ করবে اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ যখন তোমরা তাদের কাছে আসবে যাবে قُلْ আপনি বলে দিন لَا تَعْتَذِرُوْا এ ওজর পেশ করো না لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ আমরা কখনো তোমাদেরকে সত্যবাদী বলে মনে করব না قَدْ نَبَّاَنَا اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের বৃত্তান্ত জানিয়ে দিয়েছেন وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ আর ভবিষ্যতেও আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল তোমাদের কার্য কলাপ পর্যবেক্ষণ করবেন ثُمَّ تُرَدُّوْنَ অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ এক সত্তার নিকট যিনি অদৃশ্য এবং প্রকাশ্য সকল বিষয়ই অবগত রয়েছেন فَيُنَبِّئُكُمْ অনন্তর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ যা কিছু তোমরা করতে।

৯৫. سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ হ্যাঁ, তারা তখনই তোমাদের সম্মুখে আল্লাহ শপথ করে বলবে اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ যেন তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ অতএব তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও اِنَّهُمْ رِجْسٌ তারা হচ্ছে অতিশয় অপবিত্র وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে দোজখ جَزَاۗءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ সে সকল কর্মের বিনিময় যা তারা করত।

৯৬. يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ তারা এজন্য শপথ করবে لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ যেন তোমরা তাদের প্রতি রাজি হয়ে যাও فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ তবে আল্লাহ তো এমন দুষ্কর্মকারী লোকদের প্রতি রাজি হন না।

৯৭. পল্লীবাসী লোকেরা কুফর ও কপটতায় অতি কঠোর, আর তাদের এরূপ হওয়াই চাই যে, তাদের সে সমস্ত আহকামের জ্ঞান না হয়, যা আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি নাজিল করেছেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।	اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (٩٧)
৯৮. আর এ গ্রামবাসীদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে যে, তারা যা কিছু ব্যয় করে তাকে জরিমানা মনে করে এবং তোমাদের প্রতি (কালের) আবর্তনসমূহের প্রতীক্ষায় থাকে; (বস্তুত) অশুভ আবর্তন তাদের উপরই পতিত প্রায়; আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।	وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ؕ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (٩٨)
৯৯. আর গ্রামবাসীদের মধ্যে কতিপয় লোক এমনো রয়েছে; যারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং কিয়মাত দিবসের প্রতি (পূর্ণ) ঈমান রাখে, আর যা কিছু ব্যয় করে তাকে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের উপকরণ এবং রাসূলের দোয়া লাভের উপকরণরূপে গ্রহণ করে; স্মরণ রেখ, তাদের এ ব্যয় কার্য নিঃসন্দেহে তাদের জন্য (আল্লাহর) নৈকট্য লাভের কারণ; নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে নিজ রহমতে প্রবিষ্ট করে নিবেন; নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।	وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ؕ اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ؕ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٩٩)

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৭. اَلْاَعْرَابُ পল্লীবাসী লোকেরা اَشَدُّ অতি কঠোর كُفْرًا وَّنِفَاقًا কুফর ও কপটতায় وَّاَجْدَرُ আর তাদের এরূপ হওয়া চাই اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ তাদের সে সমস্ত আহকামের জ্ঞান না হয় مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ যা আল্লাহ নাজিল করেছেন عَلٰى رَسُوْلِهٖ তাঁর রাসূলের প্রতি وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাজ্ঞানী, অতি প্রজ্ঞাময়।

৯৮. وَمِنَ الْاَعْرَابِ আর এ গ্রামবাসীদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে যে, مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا তারা যা কিছু ব্যয় করে তাকে জরিমানা মনে করে وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ এবং তোমাদের প্রতি কালের আবর্তন সমূহের প্রতীক্ষায় থাকে عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ অশুভ আবর্তন তাদের উপরই পতিত প্রায় وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ আর আল্লাহ খুব শুনেন, খুব জানেন।

৯৯. وَمِنَ الْاَعْرَابِ আর গ্রামবাসীদের মধ্যে কতিপয় লোক এমনো রয়েছে مَنْ يُّؤْمِنُ যারা (পূর্ণ) ঈমান রাখে بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি وَيَتَّخِذُ আর গ্রহণ করে مَا يُنْفِقُ যা কিছু ব্যয় করে তাকে قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের উপকরণ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ এবং রাসূলের দোয়া লাভের উপরকরণরূপে اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ স্মরণ রেখ তাদের ই ব্যয় কার্য নিঃসন্দেহে তাদের জন্য (আল্লাহর) নৈকট্য লাভের কারণ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে নিজের রহমতে দাখেল করে নিবেন اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ নিশ্চয় আল্লাহ হচ্ছেন অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৯৬. আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত জুদ বিন কাইস, মা'তাব বিন কুশাইর এবং তর মুনাফিক সাথীদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে জুদ বিন কাইস ও মা'তাব বিন কুশাইর মুনাফিক নেতৃদ্বয়ের অনুসারী সহ ৮০ জন মুনাফিক যারা বিভিন্ন প্রকারের মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে তাবুক অভিযানে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। পরবর্তীতে মদিনায় ফিরে আসার পর তারা মিথ্যা শপথ করে আস্থা অর্জন করার পাঁয়তারা করে তারা ভবিষ্যতে এমন ভাবে আর কোনো অভিযানে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে না বলে প্রতিশ্রুতিও ব্যক্ত করবে। তাদের এহেন চরিত্র তুলে ধরে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার হুকুম দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। সুতরাং রাসূল ﷺ মুমিনদেরকে বলে দিলেন, তোমরা যখন মদিনায় ফিরে যাবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, কথা বলবে না। মুকাতিল কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত যে প্রেক্ষাপটে নাজিল হয়েছে তা হচ্ছে যে, আব্দুল্লাহ বিন উবাই রাসূল ﷺ-এর সাথে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হয়েছিল যে, সে ভবিষ্যতে আর কখনো পশ্চাতে থাকবে না। এ বলে সে রাসূল ﷺ-এর সন্তুষ্টতা অর্জন করতে চেয়েছিল, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতগুলো নাজিল করেন। −[রূহুল মাআনী-৪/৬/১১, বাহরে মুহীত্ব-৯৪/৫]

৯৭. আয়াতের শানে নুযূল : গ্রাম্য ও বস্তির লোকেরা স্বাভাবিক ভাবেই মূর্খ, অভদ্র, আদর্শহীন, চরিত্রহীন, রুক্ষ, হিংসাপরায়ণ ও অত্যাচারী হয়ে থাকে। যার কারণে ধর্ম কর্মের কিছুই থাকে না। এ সকল কারণে স্বভাবতই তারা খোদাদ্রোহী ও নাফরমান হয়ে থাকে। এ জাতীয় গোত্র হিসাবে যারা বসবাস করত, তারা হলো আসাদ, তামীম, গাতফান, জুহাইনা, মুজাইনা, আসলাম, গিফার ও আশজা'। এ সকল গোত্রের লোক জনের চরিত্রের বিবরণ দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। আল্লামা কালবীর মতে আসাদ ও গাতফান গোত্রদ্বয় সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

−[বাহরে মুহীত্ব-৯৪/৫, ফতহুল কাদীর-৩৯৭/২, দুররে মানছূর-২৯৬/৩, রূহুল মা'আনী-৫/৬/১১]

৯৮. আয়াতের শানে নুযূল : রাসূল ﷺ যখন মদিনায় হিজরত করে আসেন, তখন বহুরূপি মানুষ মুনাফিক সম্প্রদায় তাদের তো বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পূর্ণই ভিন্ন তর ছিল। বাহ্যিভাবে মুসলমান দেখা গেলেও ভিতরগতভাবে তারা ছিল প্রচণ্ডভাবে কুফরিতে লিপ্ত। আরো হলো বনূ আসাদ , গাতফান ও তামীম গোত্রের লোকজন। তারা যে সকল সদকা খায়রাত ও জাকাত প্রদান করত, সে গুলোকে তারা লৌকিকতা নিরাপত্তা বিধানকল্পে করত, সে গুলোকে তারা লৌকিকতা নিরাপত্তা বিধানকল্পে করত কিংবা করের মতো এক প্রকার জারিমানা বলে মনে করত। এ সকল গোত্র সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

−[বাহরে মুহীত-৯৪/৫, ফতহুল কাদীর-৩৯৭/২, রূহুল মা'আনী-৫.৬.১১]

৯৯. আয়াতের শানে নুযূল- ১ : মুজাহিদ বলেন, আলোচ্য আয়াত মুযাইনা গোত্রের বনূ মুকাররিন শাখার অধিবাসীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আব্দুর রহমান বিন মুগাফফাল বিন মুকাররিন বলেন, আমরা মুকাররিনের দশ সন্তান ছিলাম। আমাদের সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। যাহহাক বলেন, আব্দুল্লাহ বিন নাজ্জাশী ও একটি জামাত সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। কালবী (র.) বলেন আসলাম, গিতফান ও জুহাইনা গোত্র সম্পর্কে পঠিত আয়াত নাজিল হয়েছে। কালবী বলেন, বাখতারী বিন মুখতার আল আবদী বলেন যে, আব্দুর রহমান বিন মা'কাল বলেছেন যেত, আমরা মুকাররিনের পুত্র ছিলাম, আমাদের সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল- ২ : মুযাইনা গোত্রের মুকাররিন শাখার লোক যারা রাসূল ﷺ-এর নিকট আরোহী চেয়ে তারা না পেয়ে অশ্রুসজল হয়ে ফিরে যায়, যাদের সম্পর্কে আলোচ্য সূরারই ৯২ নং আয়াত وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ অবতীর্ণ হয়। তারাও গ্রাম্য ছিলেন। তাদের বৈশিষ্টতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। −[ফাতহুল কাদীর-৩৯৭/২, দুররে মানছূর-২৬৯/৩, তাবারী-৪৫২/৬, বাহরে মুহীত-৯৫/৫]

শানে নুযূল– ৩ : সায়্যেদ মাহমূদ আলুসী (র.) রূহুল মা'আনীতে ইবনে জারীর, ইবনে মুনযির, আবুশ শায়খ প্রমুখ মুজাহিদ এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, মুযাইনা গোত্রের মুকাররিনীদের সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। কালবী বলেন, আসলাম জুহাইনা ও গিফার সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। অন্য কারো মতে এর পূর্ববর্তী আয়াত বনূ আসাদ ও গিতফান এবং বনূ তামীম সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। আরো বর্ণিত রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত আব্দুল্লাহ বিন নাজ্জাদীন বিন নাহমুল মুযনী (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। -[রূহুল মা'আনী-৭/৬/১১]

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সেসব মুনাফিকের আলোচনা ছিল যারা গযওয়ায়ে তাবূকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে মিথ্যা অজুহাত দর্শিয়ে জিহাদে যাওয়া থেকে অপারগতা প্রকাশ করেছিল। উপরিউল্লিখিত আয়াতগুলোতে আলোচনা করা হচ্ছে সেসব লোকদের, যারা জিহাদ থেকে ফিরে আসার পর রাসূলে কারীম ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিজেদের জিহাদে অংশগ্রহণ না করার পক্ষে মিথ্যা ওজর-আপত্তি পেশ করছিল। এ আয়াতগুলো মদিনায় তাইয়্যেবায় ফিরে আসার পূর্বেই অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তাতে পরবর্তী সময়ে সংঘটিতব্য ঘটনার সংবাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, আপনি যখন মদিনায় ফিরে যাবেন, তখন মুনাফিকরা ওজর-আপত্তি নিয়ে আপনার নিকট আসবে। বস্তুতঃ ঘটনাও তাই ঘটে।

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তিনটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে– এক. যখন এরা আপনার কাছে ওজর-আপত্তি পেশ করার জন্য আসে, আপনি তাদেরকে বলে দিন যে খামাখা মিথ্যা ওজর পেশ করো না। আমরা তোমাদের কথাকে সত্য বলে স্বীকার করব না। কারণ আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে আমাদেরকে তোমাদের মনের গোপন ইচ্ছা প্রভৃতি সকলই বাতলে দিয়েছেন। ফলে তোমাদের মিথ্যাবাদিতা আমাদের কাছে প্রকৃষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই কোনো রকম ওজর-আপত্তি বর্ণনা করা অর্থহীন। তারপর বলা হয়েছে– وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ এতে তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হয়েছে, এখনো যেন তারা মুনাফিকী পরিহার করে সত্যিকার মুসলমান হয়ে যায়। কারণ এতে বলা হয়েছে যে, পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল ﷺ তোমাদের কার্যকলাপ দেখবেন যে, তা কি এবং কোন ধরনের হয়। যদি তোমরা তওবা করে নিয়ে সত্যিকার মুসলমান হয়ে যাও, তবে সে অনুযায়ীই ব্যবস্থা করা হবে, তোমাদের পাপ মাফ হয়ে যাবে। অন্যথা তা তোমাদের কোনো উপকারই সাধন করবে না।

৯৫ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, এসব লোক আপনার ফিরে আসার পর মিথ্যা কসম খেয়ে খেয়ে আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাইবে এবং তাতে তাদের উদ্দেশ্য হবে, لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ অর্থাৎ আপনি যেন তাদের জিহাদের অনুপস্থিতির বিষয়টি উপেক্ষা করেন এবং সে জন্য যেন কোনো ভর্ৎসনা না করেন। এরই প্রেক্ষিতে ইরশাদ হয়েছে যে, আপনি তাদের এই বাসনা পূরণ করে দিন। فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ অর্থাৎ আপনি তাদের বিষয় উপেক্ষা করুন। তাদের প্রতি ভর্ৎসনাও করবেন না কিংবা তাদের সাথে উৎফুল্ল সম্পর্কও রাখবেন না। কারণ ভর্ৎসনা করে কোনো ফায়দা নেই। তাদের মনে যখন ঈমান নেই এবং তার বাসনাও নেই, তখন ভর্ৎসনা করেই বা কি হবে। খামাখা কেন নিজের সময় নষ্ট করা।

৯৬ নং আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এরা কসম খেয়ে খেয়ে আপনাকে এবং মুসলমানদেরকে রাজি করাতে চাইবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত দান করেছেন যে, তাদের প্রতি রাজি হবেন না। সাথে সাথে একথাও বলে দিয়েছেন যে, আপনি রাজি হয়ে গেলেন বলে যদি ধরেও নেওয়া যায়, তবুও তাতে তাদের কোনো লাভ হবে না এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের প্রতি রাজি নন। তাছাড়াও তারা যখন নিজেদের কুফরি ও মুনাফেকির উপরই অটল থাকল, তখন আল্লাহ তা'আলা কেমন করে রাজি হবেন।

اَعْرَابٌ শব্দটি عَرَبٌ শব্দের বহুবচন নয়; বরং এটি একটি পদ বিশেষ যা শহরের বাইরের অদিবাসীদের বুঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়। এর একক করতে হলে اَعْرَابِىٌّ বলা হয়। যেমন, اَنْصَارٌ -এর একবচন اَنْصَارِىٌّ হয়ে থাকে।

তাদের অবস্থা আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, এরা কুফরি ও মুনাফেকির ব্যাপারে শহরবাসী অপেক্ষাও বেশি কঠোর। এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এরা ইলম ও আলেম তথা জ্ঞান ও জ্ঞানী লোকদের থেকে দূরে থাকার কারণে মূর্খতা, কঠোরতায় ভুগতে থাকার দরুন মনের দিক দিয়ে কঠোর হয়ে পড়ে। وَاَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ অর্থাৎ এসব লোকের পরিবেশই অনেকটা এমন যে, এরা আল্লাহ কর্তৃক

নাজিলকৃত সীমা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। কারণ না কুরআন তাদের সামনে আসে, না তার অর্থ-মর্ম ও বিধি বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে।

৯৮ নং আয়াতেও এ সমস্ত বেদুইনেরই একটি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এরা জাকাত প্রভৃতিতে যে অর্থ ব্যয় করে, তাকে এক প্রকার জরিমানা বলে মনে করে। তার কারণ তাদের অন্তরে তো ঈমান নেই, শুধু নিজেদের কুফরিকে লুকাবার জন্য নামাজও পড়ে নেয় এবং ফরজ জাকাতও দিয়ে দেয়। কিন্তু মনে এ কালিমা থেকেই যায় যে, এ অর্থ অনর্থক খরচ হয়ে গেল। আর সেজন্য অপেক্ষায় থাকে যে, কোনো রকমে মুসলমানদের উপর কোনো বিপদ নেমে আসুক এবং তারা পরাজিত হয়ে যাক; তাহলেই আমাদের এহেন অর্থদণ্ড থেকে মুক্তিলাভ হবে। اَلدَّوَائِرُ শব্দটা دَائِرَةٌ -এর বহুবচন। আরবি অভিধান অনুযায়ী دَائِرَةٌ (দায়েরাহ) এমন পরিবর্তনশীল অবস্থাকে বলা হয়, যাতে প্রথম ভালো অবস্থার পর মন্দে পরিণত হয়ে যায়। সেজন্যই কুরআন কারীম তাদের উত্তরে বলেছে عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ অর্থাৎ তাদের উপর মন্দ অবস্থা আসবে। আর এরা নিজেদের সেসব কাজ-কর্ম ও কথাবার্তার কারণে অধিকতর অপমানিত।

বেদুইন মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনার কুরআনি বর্ণনারীতি অনুযায়ী তৃতীয় আয়াতে সেসব বেদুইনের আলোচনা সঙ্গত মনে করা হয়েছে যারা সত্যিকার ও পাকা মুসলমান। আর তা এজন্য যাতে একথা প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, সব বেদুইনই এক রকম নয়। তাদের মধ্যেও নিঃস্বার্থ; নিষ্ঠাবান ও জ্ঞানী লোক আছে। তাদের অবস্থা হলো এই যে, তারা যে সদকা-জাকাত দেয়, তাকে তারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের উপায় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দোয়া প্রাপ্তির আশায় দিয়ে থাকে।

সদকা যে আল্লাহ তা'আলার কৈট্য লাভের উপায় তা সুস্পষ্ট। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দোয়া লাভের আশা এভাবে যে, কুরাআনে কারীমে যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মুসলমানদের কাছ থেকে জাকাতের মালামাল আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, জাকাত দানকারীদের জন্য আপনি দোয়াও করতে থাকুন। যেমন পরবর্তী এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সদকা উসূল করার সাথে সাথে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের জন্য দোয়াও করুন। এ নির্দেশটি এসেছে صَلٰوةٌ শব্দের মাধ্যমে। বলা হয়েছে, وَصَلِّ عَلَيْهِمْ এ কারণেই উল্লিখিত আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ -এর দোয়াকে صَلٰوةٌ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

لَاتَعْتَذِرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِذَارُ মূলবর্ণ (ع ـ ذ ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- কৈফিয়ত দান করা, ওজর পেশ করা, অপারগতা প্রকাশ করা।

تُرَدُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّدُّ মূলবর্ণ (ر ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- ফিরিয়ে দেওয়া, ফিরিয়ে আনা, জবাব দেওয়া, রদ করা, খণ্ডন করা, তাড়িয়ে দেওয়া।

اَلْاَعْرَابُ : আরবের বাসীন্দাগণ। মরুচারী। বহুবচন, একবচন اَلْاَعْرَابِىُّ

اَجْدَرُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব كَرُمَ মাসদার اَلْجَدَارَةُ মূলবর্ণ (ج ـ د ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- উপযুক্ত হওয়া, যোগ্য হওয়া।

حُدُوْدَ : সীমা। দণ্ড। বহুবচন, একবচন حَدٌّ অর্থ- হদ, আহকাম।

مَغْرَمًا : একবচন, বহুবচন مَغَارِمُ অর্থ- জরিমানা, জরুরি দণ্ড।

يَتَرَبَّصُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّرَبُّصُ মূলবর্ণ (ر ـ ب ـ ص) জিনস صحيح অর্থ- অপেক্ষা করা, থেমে যাওয়া।

اَلدَّوَائِرُ : বহুবচন, একবচন دَائِرَةٌ অর্থ- পরিবর্তন, চক্কর, ঘুর্ণন, যুগের বিবর্তন, পরাজয়।

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (١٠٠)

১০০. আর যে সকল মুহাজির এবং আনসার [ঈমান গ্রহণে] অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যে সব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা সকলে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে, আর আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন, যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে যাতে তারা চিরস্থায়ী হবে; এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা।

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ ؕ وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ؔ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ ۫ لَا تَعْلَمُهُمْ ؕ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ؕ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ (١٠١)

১০১. আর তোমাদের আশেপাশের লোকদের মধ্য হতে কতিপয় লোক এবং মদিনাবাসীদের মধ্য হতেও কতিপয় লোক এমন মুনাফিক রয়েছে যারা নেফাকের চরমে পৌঁছেছে। আপনি তাদেরকে জানেন না; আমিই তাদেরকে জানি; আমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করব, তৎপর [পরকালেও] তারা মহাশাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا ؕ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٠٢)

১০২. এবং আরো কতিপয় লোক রয়েছে যারা নিজেদের অপরাধসমূহ স্বীকার করেছে, যারা এক সৎকর্মের সাথে অপর অসৎকর্ম মিশ্রিত করেছে, আশা রয়েছে যে, আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা-দৃষ্টি করবেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

শাব্দিক অনুবাদ :

১০০. وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ আর সে সকল মুহাজির এবং আনসার (ঈমান গ্রহণে) অগ্রবর্তী এবং প্রথম وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ আর যে সব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি রাজি হয়েছেন وَرَضُوْا عَنْهُ এবং তারা সকলে তাঁর প্রতি রাজি হয়েছে وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ আর আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য এমন উদ্যান সমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ যার তলদেশে নহর সমূহ বইতে থাকবে خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا যাতে তারা চিরস্থায়ী হবে ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা।

১০১. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنٰفِقُوْنَ আর তোমাদের চতুর্দিকস্থ লোকদের মধ্যে কতিপয় এমন মুনাফিক রয়েছে وَمِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ এবং মদিনাবাসীদের মধ্য হতেও কতিপয় লোক مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ যারা নেফাকের চরমে পৌঁছেছে لَا تَعْلَمُهُمْ আপনি তাদেরকে জানেন না نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ আমিই তাদেরকে জানি سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ আমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করব ثُمَّ يُرَدُّوْنَ اِلٰى عَذَابٍ عَظِيْمٍ তৎপর তারা মহা শাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

১০২. وَاٰخَرُوْنَ এবং আরো কতগুলো লোক রয়েছে اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ যারা নিজেদের অপরাধসমূহ স্বীকার করেছে خَلَطُوْا عَمَلًا যারা মিশ্রিত আমল করেছিল صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا কিছু ভালো আর কিছু মন্দ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ আশা রয়েছে যে, আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা দৃষ্টি করবেন اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (١٠٣)

১০৩. আপনি তাদের ধনসম্পদ হতে সদকা গ্রহণ করুন, যা দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং তাদের জন্য দোয়া করুন, নিঃসন্দেহে আপনার দোয়া হচ্ছে তাদের জন্য শান্তির কারণ; আর আল্লাহ খুব শুনেন, খুব জানেন।

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (١٠٤)

১০৪. তারা কি এটা অবগত নয় যে, আল্লাহই নিজ বান্দাদের তওবা কবুল করেন, আর তিনিই সদকা গ্রহণ করেন, আর এটাও যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۗ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (١٠٥)

১০৫. আর আপনি বলে দিন যে, কাজ করতে থাক, অনন্তর তোমাদের কার্যকে অচিরেই দেখে নিবেন আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল এবং ঈমানদারগণ; আর নিশ্চয় তোমাদেরকে এমন সত্তার নিকট প্রত্যাবর্তিত হতে হবে, যিনি হচ্ছেন সকল অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞাতা, অতএব, তিনি তোমাদেরকে তোমাদের সকল কৃতকর্মগুলো জানিয়ে দিবেন।

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (١٠٦)

১০৬. এবং আরো কত লোক আছে, যাদের ব্যাপার স্থগিত রয়েছে– আল্লাহ তা'আলার আদেশ আসা পর্যন্ত, হয় তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন অথবা তাদের তওবা কবুল করবেন, আর আল্লাহ তা'আলা মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৩. خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً আপনি তাদের ধন-সম্পদ হতে সদকা গ্রহণ করুন تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا যা দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করে দেন وَصَلِّ عَلَيْهِمْ এবং তাদের জন্য দোয়া করুন اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ নিঃসন্দেহে আপনার দোয়া হচ্ছে তাদের জন্য শান্তির কারণ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ আর আল্লাহ খুব শুনেন, খুব জানেন।

১০৪. اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا তারা কি এটা অবগত নয় যে, اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ আল্লাহই নিজ বান্দাদের তওবা কবুল করেন وَيَاْخُذُ الصَّدَقٰتِ আর তিনিই সদকা খয়রাত কবুল করেন وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ আর এটাও যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১০৫. وَقُلِ আর আপনি বলে দিন যে اعْمَلُوْا কাজ করতে থাক فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ অনন্তর তোমাদের কার্যকে অচিরেই দেখে নিবেন আল্লাহ তা'আলা وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ তাঁর রাসূল এবং ঈমানদারগণ وَسَتُرَدُّوْنَ আর নিশ্চয় তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ এমন সত্তার নিকট যিনি হচ্ছেন সকল অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞাতা فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ অতএব, তিনি তোমাদেরকে তোমাদের সকল কৃত কর্মগুলো জানিয়ে দিবেন।

১০৬. وَاٰخَرُوْنَ এবং আরো কতক লোক আছে مُرْجَوْنَ যাদের ব্যাপার স্থগিত রয়েছে لِاَمْرِ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার আদেশ আসা পর্যন্ত اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ হয় তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন وَاِمَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ অথবা তাদের তওবা কবুল করবেন وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১০২. আয়াতের শানে নুযূল– ১ : সুনানে কুবরা ও বায়হাকী সাঈদ বিন মুসায়্যিব (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, বনূ কুরাইযার ইহুদি সম্প্রদায়রা হযরত আবূ লুবাবা (রা.) -এর মিত্র বা মৈত্রি চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। বনূ কুরাইযার ইহুদিরা যখন আবরুদ্ধ হলো তখন তাদের মিত্র হযরত আবূ লুবাবা (রা.) -এর নিকট পরামর্শ চায়। হযরত আবূ লুবাবা (রা.) মুখে কিছু না বলে গলায় হাত দিয়ে জবাই করার প্রতি ইশারা করে দিলেন। রাসূল ﷺ এ সম্পর্কে অবগত হয়ে তাঁকে বললেন, তুমি কি ধারণা করেছ যে, তুমি যখন গলায় হাত দিয়ে তাদেরকে ইঙ্গিত করেছিলে, তখন আল্লাহ তা'আলা তোমার এ কাজ সম্পর্কে অজ্ঞাত রয়েছেন? অবশেষে রাসূল ﷺ তাবুক যুদ্ধে চলে গেলেন এবং পশ্চাতে থেকে যাওয়া আরোও অন্যান্যদের মধ্যে আবূ লুবাবা (রা.) ও থেকে গেলেন। অতঃপর রাসূল ﷺ তাবূক যুদ্ধ হতে যখন ফিরে আসেন , তখন আবূ লুবাবা (রা.) রাসূল ﷺ কে সালাম দেন, রাসূল ﷺ তার সালামের জবাব দেননি। এতে আবূ লুবাবা (রা.) ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। সুতরাং আবূ লুবাবা উম্মে সালমাহ (রা.)-এর দরজার নিকটস্থ মসজিদে নববীর এক খুঁটির সাথে তাকে নিজে নিজেই রাত দিন এক সপ্তাহ পর্যন্ত প্রচন্ড গরমের মাঝে বেঁধে রাখেন। সে দিন গুলোতে আহার করছিল না এবং এক ফোটা পানীয়ও পান করছিলনা। বলা বাহুল্য এ প্রতিজ্ঞাও ব্যক্ত করছিলেন যে, আমরণ এ স্থানে থাকতে থাকব অথবা আল্লাহ আমার তওবাকে কবুল করে নিবেন। এদিকে রাসূল ﷺ ও সকাল-বিকাল তাকে দেখতেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার তওবা কবুল করেন। অতএব তার তওবা কবুল করা হয়েছে বলে জানানো হলো। পরক্ষণেই রাসূল ﷺ তাকে খুঁটির বাঁধ থেকে মুক্ত করে আনার জন্য লোক পাঠালেন। তিনি তখন রাসূল ﷺ ছাড়া অন্যের মুক্ত করে দেওয়াকে অস্বীকার করেন। অতঃপর রাসূল ﷺ নিজ হাতেই তাকে মুক্ত করে দেন। ছাড়িয়ে নেওয়ার সময় আবূ লুবাবা (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি আমার গোত্রীয় বাড়ি ছেড়ে দেব যে জায়গায় থেকে আমি গুনাহে লিপ্ত হয়েছি। আমি আপনার নিকট এসে বসবাস করব এবং আল্লাহ ও তদ্বীয় রাসূলের উদ্দেশ্যে আমার মাল থেকে দান করব। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি এক তৃতীয়াংশ মাল প্রদান করলেই চলবে। সুতরাং আবূ লুবাবা (রা.) নিজের গোত্রীয় বাড়ি ছেড়ে দিলেন, রাসূল ﷺ -এর নিকটতম স্থানে বসবাস করতে লাগলেন এবং তার এক তৃতীয়াংশ সম্পদ সদকা করে দিলেন। পরবর্তীতে তার জীবনে ইসলাম বিমুখী কোনো কর্মকাণ্ড পাওয়া যায়নি। প্রকৃত পক্ষে হযরত আবূ লুবাবা (রা.) মিত্রতার খাতিরে মুখে কিছু না বলে হাতে ইশারা করে একটি গোপন তথ্য প্রকাশ করার অপরাধ স্বীকার করে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করার পরিপ্রেক্ষিতে সেই তওবা কবুল হবার সু-সংবাদ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানছূর-২৭২/৩]

শানে নুযূল– ২ : হযরত ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, ইবনে আবী হাতেম, মারদুয়া ও বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, তাবুকের যুদ্ধে যারা অংশ গ্রহণ করেনি তারা ছিল দশজন। রাসূল ﷺ যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন করার সময় যখন ঘনিয়ে এলো, তখন তাদের মধ্য থেকে সাতজন মসজিদে নববীর খুঁটির সাথে নিজেদেরকে বেঁধে ফেলেন। রাসূল ﷺ প্রত্যাবর্তন করে মসজিদে প্রবেশ কালে তাদের প্রতি রাসূলের দৃষ্টি পতিত হয়। রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন, খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়েছে যাদেরকে তারা কারা? সাহাবায়ে কেরাম বললেন আবূ লুবাবাহ ও তার সাথীগণ যারা আপনার সাথে অভিযানে অংশ গ্রহণ করেনি। নিজেদেরকে খুঁটিতে বেঁধে শপথ গ্রহণ করেছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের বাঁধ খুলবেন ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য কারোও হাতে তারা বাঁধ খুলবে না এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত রাসূল তাদের ওজর গ্রহণ করবেন। রাসূল ﷺ বললেন, আমি শপথ গ্রহণ করছি যে আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের ছুটানোর ব্যবস্থা করবেন, তাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তা করতে পারব না। তারা

আমার থেকে বিমূখ হয়ে রয়েছে। এ সংবাদ যখন তারা শুনতে পারলেন তারা তখন বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের খোলার ব্যবস্থা না করলে আমরা নিজেদের এ বাঁধন থেকে খুলে নেব না। এহেন অনুতপ্ত হবার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। কোনো বর্ণনায় আসছে পশ্চাতে অবস্থানকারী আটজন ছিল। কারদম, মিরদাস, আবূ কুবাইস ও আবূ লুবাবা তাদেরই অন্তরগত ছিলেন। কোনো রেওয়ায়েত মতে তারা সাতজন ছিলেন। কোনো রেওয়ায়েত মতে ছয়জন ছিলেন। তাদের মধ্যে আবূ লুবাবাও ছিলেন। কারো মতে পাঁচজন ছিলেন। কারো মতে তিনজন ছিলেন। তারা হলেন, আবূ লুবাবা বিন আব্দুল মুনিযির, আউস বিন ছা'লাবা ও ওয়াদিআহ বিন খুযাম আনসারী। এ সকলের সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। কারো মতে একককভাবে হযরত আবূ লুবাবা (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। মোটকথা পশ্চাতে রয়ে যাওয়াদের সংখ্যায় যে কোনো মাতপার্থক্যতাই থাকুকনা কেন, আবূ লুবাবা যে ছিলেন এতে কারো কোনো দ্বিমত নেই।

–[দুররে মানছূর-২৭২/৬, বাহরে মুহীত-৯৮-৯৯/৫, কুরতুবী-২২১/৮, ইবনে কাছীর-৩৯৩/২, তাবারী-৮৬০/৬, রূহুল মা'আনী-১২/৬/১১, ফাতহুল কাদীর-৪০১/২]

১০৩. আয়াতের শানে নুযূল– ১ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), যায়েদ বিন আসলাম (রা.) , সাইদ বিন যুবায়ের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে, তারা বলেছেন যে, হযরত আবূ লুবাবা ও তার সাথীদের তওবাহ কবুল হওয়ার পর, হযরত রাসূল ﷺ যখন তাদের বাঁধন খুলে দিলেন, তখন তারা বাড়ি থেকে তাদের ধন-সম্পদ নিয়ে রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ সম্পদ আপনি গ্রহণ করে তা সদকা করে দিন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে পরিচ্ছন্ন করুন। রাসূল ﷺ বললেন, এ মাল গ্রহণ করতে আমি আদেশ প্রাপ্ত হইনি। আল্লাহ তা'আলার আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত আমি এ মাল গ্রহণ করব না, এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেছেন। রূহুল মা'আনীর বর্ণনা মতে পরক্ষণে রাসূল ﷺ সে সম্পদ হতে এক তৃতীয়াংশ গ্রহণ করেছিলেন। –[তাবারী-৪৬৩/৬, রূহুল মা'আনী-১৪/৬/১১, দুররে মানছূর-২৭২/৩, কুরতুবী-২২১-২২৩/৮]

শানে নুযূল– ২ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ আয়াত যখন নাজিল হয়, তখন রাসূল ﷺ হযরত আবূ লুবাবা ও তদ্বীয় সাথীদের মাল গ্রহণ করতঃ তা থেকে কীয়দাংশ সদকা করেন এবং আবূ লুবাবা ও তদ্বীয় সঙ্গিরা ছাড়া বাকি তিন জন রয়ে গেল। তারা তওবার উদ্দেশ্যে মসজিদের খুঁটির সাথে নিজেদেরকে বাঁধেনি এবং তাদের সম্পর্কে কিছু উল্লিখিতও হয়নি, তাদের কোনো অজুহাত সম্পর্কে কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। ফলে বিশাল পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে আসল। তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ সুতরাং মানুষেরা বলতে লাগল, তাদের সম্পর্কে কোনো বিধান নাজিল হয়নি সেহেতু তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গেল। অন্যরা বলতো, হয়ত আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। ফলে তাদের সম্পর্কীয় আদেশ আল্লাহর হুকুমের উপর স্থগিত বা মুলতবি হয়ে যাবার অন্তর্ভুক্ত হয়ে রাইল। অতঃপর لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ পর্যন্ত আয়াত নাজিল হয়। অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا তাদের তওবা সম্পর্কীয় আয়াত অবতীর্ণ হয়। ফলে তারা সকলেই তওবা গ্রহণ কৃতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। –[তাবারী-৪৬৮/৬]

১০৪. আয়াতের শানে নুযূল ; তাবুকের যুদ্ধে দশজন অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। তাদের মধ্য থেকে সাত জন তওবা করেছিলেন, কিন্তু তিনজন তাদের সাথে তওবা করা থেকে বিরত ছিল। রাসূল ﷺ -এর পক্ষ থেকে তাদের সাথে সকল প্রকার সম্পর্কচ্ছেদ করার নির্দেশ ছিল। তারা তাদের সম্পর্কে বলতেন যে, ওরাতো গতকালও আমাদের সাথে ছিল। তাদের সাথে কথা বলা হচ্ছে না। তাদের সাথে চলাচলও হচ্ছে না। তাদের বিষয়টি কি হলো? এ বয়কট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে।

–[দুররে মানছূর-২৭৫/৩, বাহরে মুহীত-১০০/৫]

১০৬. আয়াতের শানে নুযূল- ১ : হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, ইকরিমা, যাহহাক, কাতাদাহ ও ইবনে ইসহাক বলেন, তাবূক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে পশ্চাতে যারা ছিল, তাদের মধ্যে যে তিনজন তওবা করা থেকে বিরত ছিল, তারা হলো মুরারা বিন রবী, কা'আব বিন মালিক ও হলাল বিন উমাইয়্যাহঃ তারা গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা, পাকা ফসল সংগ্রহ করা ও অলসতা বসত তাবূক যুদ্ধ থেকে বিরত ছিল। কোনো প্রকারের সন্দেহ শংসয় ও নেফাক বসত বিরত ছিল না। হযরত আবূ লুবাবা ও তার সথীসহ সাতজন প্রকাশ্যে তওবা থেকে বিরত ছিল। তাদের সম্পর্কে, উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। পরবর্তীতে অবশ্য তারা তওবা করেছেন, তাদের তওবাও কবুল করা হয়েছে, পরবর্তী ১১৭ ও ১১৮ নং আয়াতে সে বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে।

-[ইবনে কাছীর-৩৯৫.২, বাহরে মুহীত-১০১/৫, তাবারী-৪৬৮/৬]

শানে নুযুল- ২ : উবাই যাহহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, তিনি বলেন- وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ দ্বারা যে তিনজন প্রকাশ্যভাবে তওবা করেন নি তারা, আবূ লুবাবাহ ও তদ্বীয় সঙ্গিরা ছড়া অন্যদেরকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তখনো তাদের ওজর সম্পর্কে কোনো নির্দেশ নাজিল করেননি। ফলে বিশাল এ পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে আসছিল। অপর দিকে তাদের বিষয়টি নিয়ে সাহাবায়ে কেরাম পরস্পরের মঝে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এক পক্ষের মন্তব্য ছিল তারা তো ধ্বংস প্রাপ্ত। কারণ আবূ লুবাবা ও তার সাথীদের সম্পর্কে যা নাজিল হয়েছে, তাদের সম্পর্কে তো তা নাজিল হয়নি। অপর পক্ষের মন্তব্য ছিল হয়তো আল্লাহ তা'আল তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আর তারা তো আল্লাহর হুকুমে শৈথিল্য ও অমনোযোগিতা প্রদার্শনকারী ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর দয়া ও ক্ষমা সম্পর্কীয় আয়াত অবতরণ করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন। لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ الخ ١١٧-١١٨

-[তাবারী-৪৬৯/৬]

اَلسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ বাক্যটিতে ব্যবহৃত مِنْ অব্যয়কে অধিকাংশ তাফসীরবিদগণ تَبْعِيْض -এর জন্য সাব্যস্ত করে মুহাজেরীন ও আনসারদের দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। ১. ঈমান গ্রহণে ও হিজরতে যারা অগ্রবর্তী এবং ২. অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম।

এমন করার ক্ষেত্রেও মতবিরোধ রয়েছে। কোনো কোনো মনিষী সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে اَلسّٰبِقِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ তাদেরকেই সাব্যস্ত করেছেন, যারা উভয় কেবলা (অর্থাৎ বায়তুল মাকদিস ও বায়তুল্লাহ) -এর দিকে মুখ করে নামাজ পড়েছেন। অর্থাৎ যারা কেবলা পরিবর্তনের পূর্বে মুসলমান হয়েছেন। তাদেরকে اَلسّٰبِقِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ গণ্য করেছেন। এমনটি হলো সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব ও কাতাদাহ (রা.) -এর। হযরত আ'তা ইবনে আবী রাবাহ বলেছেন যে, 'সাবেকীনে আওয়ালীন' হলেন সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম যারা গযওয়ায়ে বদরে অংশগ্রহণ করেছেন। আর ইমাম শা'বী (র.)-এর মতে যেসব সাহাবী হোদায়বিয়ার বাইয়াতে রেদওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তারাই 'সাবেকীনে আওয়ালীন'। বস্তুতঃ প্রতিটি মতানুযায়ী অন্যান্য সাহাবাগণ মুহাজির হোক বা আনসার সাবেকীনে আওয়ালীনের পর দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত।

-[কুরতুবী, মাযহারী]

তাফসীরে মাযহারীতে আরো একটি মত উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এ আয়াতে مِنْ অব্যয়টি আংশিককে বুঝাবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়নি; বরং বিবরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন এর মর্ম হবে এই যে, সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম অন্যান্য সমস্ত উম্মতের তুলনায় সাবেকীনে আওয়ালীন। আর اَلسّٰبِقِيْنَ الْاَوَّلِيْنَ হলো তার বিবরণ। বয়ানুল কুরআন থেকে তাফসীরের যে সার-সংক্ষেপ উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতেও এ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রথম তাফসীর অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরামদের দু'টি শ্রেণি সাব্যস্ত করা হয়েছে। একটি হলো সাবেকীনে আওয়ালীনের , আর দ্বিতীয়টি কেবলা পরিবর্তন কিংবা গযওয়ায়ে বদর অথবা বাইয়াতে রেদওয়ানের পরে যারা মুসলমান হয়েছেন তাদের; আর দ্বিতীয় তাফসীরের মর্ম হলো এই যে, সাহাবায়ে কেরামই হলেন মুসলমানদের মধ্যে সাবেকীনে আওয়ালীন। কারণ ঈমান আনার ক্ষেত্রে তারাই সমগ্র উম্মতের অগ্রবর্তী ও প্রথম।

وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ অর্থাৎ যারা আমল ও চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ের অগ্রবর্তী মুসলমানদের অনুসরণ করেছে পরিপূর্ণভাবে। প্রথম বাক্যের প্রথম তাফসীর অনুযায়ী তাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে রয়েছে সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম, যারা কেবলা পরিবর্তন কিংবা গযওয়ায়ে বদর অথবা বাইয়াতে হোদায়বিয়ার পর মুসলমান হয়ে সাহাবায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। দ্বিতীয় শ্রেণি হলো তাঁদের পরবর্তী সে সমস্ত মুসলমানদের যারা কেয়ামত অবধি ঈমান গ্রহণ, সৎকর্ম ও সচ্চারিত্রিকতার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের উপর চলবে এবং পরিপূর্ণভাবে তাঁদের অনুসরণ করবে।

আর দ্বিতীয় তাফসীর অনুযায়ী وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ বাক্যে সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী মুসলমানগণ অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে পরিভাষাগতভাবে تَابِعِىْ (তাবেয়ী) বলা হয়। এরপর পরিভাষাগত এই তাবেয়ীগণের পর কিয়ামত অবধি আগত সে সমস্ত মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত যারা ঈমান ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে সাহাবায়ে কেরামের আনুগত্য ও অনুসরণ করবে।

সাহাবায়ে কেরাম জান্নাতী ও আল্লাহর সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত : মুহাম্মদ ইবনে কা'আব কুরবী (রা.) -কে কোনো এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরামের সবাই জান্নাতবাসী হবেন– যদি দুনিয়াতে তাঁদের কারো দ্বারা কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েও থাকে তবুও । সে লোকটি জিজ্ঞেস করল, একথা আপনি কোথেকে বলছেন (এর প্রমাণ কি)? তিনি বললেন, কুরআন কারীমের আয়াত পড়ে দেখ। وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ– এতে শর্তহীনভাবে সমস্ত সাহাবা সম্পর্কেই বলা হয়েছে رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ অবশ্য তাবেয়ীনদের ব্যাপারে اِتِّبَاعٌ بِاِحْسَانٍ–এর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কেরামের সবাই কোনো রকম শর্তাশর্ত ছাড়াই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হবেন।

তাফসীরে মাযহারীতে এ বক্তব্যটি উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে যে, আমার মতে সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের জান্নাতী হওয়ার ব্যাপারে এর চাইতেও উৎকৃষ্ট প্রমাণ হলো– لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى আয়াতটি। এতে বিস্তারিতভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরাম প্রাথমিক পর্যায়ের হন কি পরবর্তী পর্যায়ের, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সবার জন্যই জান্নাতের ওয়াদা করেছেন।

তাছাড়া রাসূল ﷺ এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন যে, জাহান্নামের আগুন সে মুসলমানকে স্পর্শ করতে পারে না, যে আমাকে দেখেছে কিংবা আমাকে যারা দেখেছে তাদেরকে দেখেছে। –[তিরমিযী]

শব্দবিশ্লেষণ :

مَرَدُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمُرُوْدُ মূলবর্ণ (م ـ ر ـ د) জিনস صحيح অর্থ- সীমা অতিক্রম করা, জিদ করা।

اِعْتَرَفُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِعْتِرَافُ মূলবর্ণ (ع ـ ر ـ ف) জিনস صحيح অর্থ- স্বীকার করা, ঘোষণা করা।

ذُنُوْبٌ : গুনাহসমূহ। পাপসমূহ। বহুবচন, একবচন اَذْنَبُ

صَلِّ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّصْلِيَةُ মূলবর্ণ (ص ـ ل ـ ى) জিনস اجوف يائى অর্থ- নামাজ পড়া, দোয়া, করা, অনুগ্রহ পাঠানো।

سَكَنٌ : অর্থ– শান্তি, আরাম, নিরাপদ। প্রত্যেক ঐ জিনিস, যা দ্বারা প্রশান্তি ও অনুরাগ সৃষ্টি হয়। একবচন, বহুবচন اَسْكَانٌ

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَاۤ اِلَّا الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ (١٠٧)

১০৭. আর কেউ কেউ এমন আছে যারা এ উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করেছে, যেন তারা [ইসলামের] ক্ষতি সাধন করে এবং কুফরের কথাবার্তা বলে, আর মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, আর সেই ব্যক্তির অবস্থানের ব্যবস্থা করে, যে এর পূর্ব হতেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধী, আর তারা শপথ করে বলবে যে, সৎউদ্দেশ্য ভিন্ন আমাদের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই; আর আল্লাহ তা'আলা সাক্ষী আছেন যে, তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী।

لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ؕ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ؕ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ (١٠٨)

১০৮. আপনি কখনো তাতে [নামাজের জন্য] দাঁড়াবেন না, অবশ্যই যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাকওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে তা এরই উপযোগী যে, আপনি তাতে নামাজের জন্য দাঁড়ান, তাতে এমন সব লোক রয়েছে যারা উত্তমরূপে পাক হওয়াকে পছন্দ করে, আর আল্লাহ উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে পছন্দ করেন।

اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهٖ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (١٠٩)

১০৯. তবে কি এমন ব্যক্তি উত্তম, যে ব্যক্তি স্বীয় ইমারতের ভিত্তি আল্লাহভীতির উপর এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করেছে অথবা সেই ব্যক্তি, যে স্বীয় ইমারতের ভিত্তি স্থাপন করেছে কোনো গহ্বরের কিনারায়, যা ধসে পড়ার উপক্রম, অতঃপর তা তাকে নিয়ে দোজখের আগুনে পতিত হয়। আর আল্লাহ এমন জালেমদেরকে [ধর্মের] জ্ঞান দান করেন না।

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৭. وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا আর কেউ কেউ এমন আছে যারা এ উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করেছে ضِرَارًا যেন তারা ইসলামের ক্ষতি সাধন করে। وَّكُفْرًا এবং কুফরের কথাবার্তা বলে وَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ আর মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে وَاِرْصَادًا আর সেই ব্যক্তির অবস্থানের ব্যবস্থা করে لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধী مِنْ قَبْلُ এর পূর্ব হতেই وَلَيَحْلِفُنَّ আর তারা শপথ করে বলবে যে, اِنْ اَرَدْنَاۤ اِلَّا الْحُسْنٰى সৎউদ্দেশ্য ভিন্ন আমাদের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ আর আল্লাহ তা'আলা সাক্ষী আছেন যে, তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী।

১০৮. لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا আপনি কখনো তাতে দাঁড়াবেন না لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى অবশ্যই যে মসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ প্রথম দিন হতেই اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ তা এরই উপযোগী যে, আপনি তাতে নামাজের জন্য দাঁড়ান فِيْهِ رِجَالٌ তাতে এমন সব লোক রয়েছে يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا যারা উত্তমরূপে পাক হওয়াকে পছন্দ করে وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ আর আল্লাহ উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে পছন্দ করেন।

১০৯. اَفَمَنْ তবে কি এমন ব্যক্তি اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ যে ব্যক্তি স্বীয় ইমারতের ভিত্তি স্থাপন করেছে عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ আল্লাহ ভীতির উপর وَرِضْوَانٍ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর خَيْرٌ উত্তম اَمْ مَّنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهٗ অথবা সেই ব্যক্তি যে স্বীয় ইমারতের ভিত্তি স্থাপন করেছে عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ কোনো গহ্বরের কিনারায় যা ধ্বসে পড়ার উপক্রম فَانْهَارَ بِهٖ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ অতঃপর তা তাকে নিয়ে দোজখের আগুনে পতিত হয় وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ আর আল্লাহ এমন জালেমদেরকে জ্ঞান দান করেন না।

১১০. তাদের এ ইমারত যা তারা নির্মাণ করেছে, তা সর্বদা তাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করতে থাকবে, হ্যাঁ, যদি তাদের [সে] অন্তরই ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তো কথাই নেই; আর আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন, সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।	لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١١٠)
১১১. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের নিকট হতে তাদের জীবন ও তাদের ধন সম্পদসমূহকে এর বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তারা বেহেশত পাবে; [অর্থাৎ] তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে, যাতে তারা [কখনো] হত্যা করে এবং [কখনো] নিহত হয়ে যায়, এর [অর্থাৎ এ যুদ্ধের] দরুন [জান্নাত প্রদানের] সত্য অঙ্গীকার করা হয়েছে তাওরাতে এবং ইঞ্জিলে আর কুরআনে; আর কে আছে নিজের অঙ্গীকার পালনকারী আল্লাহ অপেক্ষা অধিক? অতএব, তোমরা আনন্দ করতে থাক তোমাদের এ ক্রয়-বিক্রয়ের উপর যা তোমরা সম্পাদন করেছ; আর এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা।	إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١١١)

শাব্দিক অনুবাদ :

১১০. لَا يَزَالُ সর্বদা بُنْيَانُهُمُ তাদের এ ইমারত الَّذِي بَنَوْا যা তারা নিমার্ণ করেছে رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ তা তাদের হৃদয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করে إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ হ্যাঁ যদি তাদের অন্তরই ধ্বংস হয়ে যায় তবে তো কথাই নেই وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ আর আল্লাহ হচ্ছে মহাজ্ঞানী বড় হেকমত ওয়ালা।

১১১. إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময় ক্রয় করে নিয়েছেন مِنَ الْمُؤْمِنِينَ মুসলমানদের নিকট হতে أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم তাদের প্রাণ ও তাদের ধন সমূহকে بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ যে, তারা জান্নাত পাবে يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে فَيَقْتُلُونَ যাতে তারা হত্যা করে وَيُقْتَلُونَ এবং নিহত হয়ে যায় وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا এর দরুন সত্য অঙ্গীকার করা হয়েছে فِي التَّوْرَاةِ তাওরাতে এবং وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ ইঞ্জিলে আর কুরআনে وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ আর কে আছে নিজের অঙ্গীকার পালনকারী আল্লাহ অপেক্ষা অধিক! فَاسْتَبْشِرُوا অতএব, তোমরা আনন্দ করতে থাক بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ তোমাদের এ ক্রয় বিক্রয়ের উপর যা তোমরা সম্পাদন করেছ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ আর এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১০৭. আয়াতের শানে নুযূল : মুফাসসিরীনগণ বলেন যে, বনূ আমর বিন আউফ কুবার মসজিদ নির্মাণ করতঃ রাসূল ﷺ-এর নিকট লোক পাঠালে রাসূল ﷺ শুভাগমন করে তাতে নামাজ আদায় করার মাধ্যমে সে মসজিদ উদ্বোধন করেন। বনূ গুনম বিন আউফের লোকজনের মাঝে এর দ্বারা ঈর্ষা জেগে উঠে। ফলে তারা বলল, আমরাও একটি মসজিদ নির্মাণ করে রাসূল ﷺ-কে দাওয়াত জানাব। তিনি আমাদের গোত্রীয় ভাইদের মসজিদে এসে যেরূপভাবে নামাজ আদায় করেছেন সেরূপভাবে আমাদের মসজিদে এসেও নামাজ আদায় করবেন। এমন কি আবূ আমেরও যখন সিরিয়া আসবে তিনি এতে নামাজ আদায় করবেন। সে উদ্দেশ্য নিয়েই তারা রাসূল ﷺ-এর নিকট আসল। রাসূল ﷺ তখন তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। তারা রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা পরিশ্রমী, অসুস্থ ও আধারে আচ্ছন্ন রাত্রীতে মুমিনদের নামাজ আদায় করার সুবিধার্থে একটি

মসজিদ নির্মাণ করেছি। আমাদের কামনা আপনি তাতে নামাজ আদায় করে বরকতের দোয়া করবেন। রাসূল ﷺ বললেন, আমি তো এখন সফরের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি, আমি যদি ফিরে আসি তাহলে তোমাদের সাথে এসে সেখানে নামাজ আদায় করব। রাসূল ﷺ তাবূক যুদ্ধ হতে যখন প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তারা রাসূল ﷺ -এর নিকট আসে। সে সময়ে তারা জুমার নামাজ এবং শনি ও রবিবারের নামাজ আদায় করেছিল। সুতরাং রাসূল ﷺ তাঁর জামা আনার জন্য বললেন, তা পরিধান করে ঐ মসজিদে যাবেন। এমন মুহূর্তেই সে মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত করণার্থে এবং সে বিষয়ে করণীয় নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। রাসূল ﷺ তৎক্ষণাৎ মালিক বিন দুখশান, মা'আন বিন আদী, আমের বিন সাজকান ও হামযা (রা.)-এর হত্যাকারী ওয়াহশীকে ডেকে বললেন, তোমরা এখনই এ মসজিদে গিয়ে তাকে ধ্বংস করে জালিয়ে পুরিয়ে দাও। সুতরাং তারা গেলেন এবং দুখশান নিজ গোত্র থেকে অগ্নি নিয়ে গেলেন। তারা তাকে ভেঙ্গে চুরে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেন। মসজিদে জেরার যে সকল লোকেরা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে নির্মাণ করেছিল তারা ছিল বারজন। ১. খিয়াম বিন খালেদ বনূ উবাইদ বিন যায়েদের অধিবাসী, ২. মা'তাব বিন কুশাইর, ৩. আবূ হাবীবা ইবনুল আযআর, ৪. আব্বাদ বিন হুনাইফ বনূ আমর বিন আউফের অধিবাসী সাহল বিন হুনাইফের ভাই, ৫. জারিয়া বিন আমের, ৬. মুজাম্মা বিন জারিয়া, ৭. যায়েদ বিন জারিয়া, ৮. নাবতাল ইবনুল হারেছ, ৯. বাহযাজ, ১০. বাজাদ বিন উছমান, ১১. ওয়াদিয়া বিন ছাবেত, ১২. ছা'লাবা বিন হাতেব। আবূ ওমর বিন আব্দুর রব বলেন যে, তাদের মধ্যে যে, ছা'লাবা বিন হাতেবের কথা উল্লেখ রয়েছে, সে ব্যাপারে কারো কারো মতবিরোধ রয়েছে। কারণ তাদের মতে ছা'লাবা বিন হাতেব হলো একজন বদরী সাহাবী। -[কুরতুবী-২৩২/৮]

তবে তাফসীরে ইবনে কাছীর ও তাবারী গ্রন্থের মধ্যেও এই বার জনের নামের মধ্যে কিছু কিছু মত পার্থক্য দেখা যায় বিধায় তাদের নাম গুলো উল্লেখ করে দেওয়া হলো। ছা'লাবা বিন হাতেবের কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তাতে ছা'লাবা বিন হাতেব বদরী ছিল কি না সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য নেই। ইবনে কাছীরে জারিয়া বিন আমের, মুজাম্মা বিন জারিয়া ও যায়েদ বিন হারেছার নাম উল্লিখিত রয়েছে। -[ইবনে কাছীর-৩৯৬/৬, রূহুল মা'আনী : পৃ১৮ খ.৬ পারা-১১, দুররে মানছূর-২৭৭/৩, ফাতহুল কাদীর-৪০৫/২, বাহরে মুহীত-১০১/৫]

মসজিদে জেরার সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য হচ্ছে রাসূল ﷺ মদিনায় আগমন করার পূর্বেই মদিনার খাযরাজ গোত্রেও আবূ আমের নামে এক লোক ছিল। সে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ফলে সে আহলে কিতাবদের কেথলিক রোমীয় ভাষায় পুরাতন ইঞ্জিল গ্রন্থ অধ্যয়ন করে সে খ্রিস্টান ধর্ম যাজক পাদ্রীত্বের মর্যাদায় অধিষ্টিত হয়। ফলে তৎকালে সে অভাবনীয় সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। পরবর্তীতে রাসূল ﷺ যখন মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করে চলে আসেন তখন রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে সে রাসূল ﷺ কে বিভিন্ন বিষয়ে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে। রাসূল ﷺ তাকে অত্যন্ত সু-নিপূণভাবে বুঝালেন, কিন্তু সে নরাধম মানতে প্রস্তুত হলো না। সুতরাং সে মন্তব্য করল যে, সর্বদাই আপনার বিপক্ষে আমি কাজ করে যাব। আপনার প্রতিপক্ষের সাথে যুক্ত হয়ে আপনার মোকাবিলায় যুদ্ধ করব। আমি দোয়া করি আপনি ও আমার মধ্যে যে মিথ্যুক সে যেন নিজের নিকট আত্মীয়দের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো দূরদেশে মৃত্যুবরণ করে। আহজাবের যুদ্ধের পূর্ববর্তী সকল যুদ্ধের সে আরব গোত্র গুলোর পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছে এবং কাফেরদেরকে রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছে। অবশেষে আহজাবের যুদ্ধকালে হাওয়াযেন গোত্রগুলোও যখন শোচনীয় ভাবে পরাজয়বরণ করে, তখন সে সম্পূর্ণভাবে নিরাশ হয়ে সিরিয়ার পথে কায়সারে রোমের নিকট পালিয়ে যায় এবং রোম সম্রাটকে মদিনায় মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার জন্য উৎসাহ যোগায়। রোম সম্রাটকে উৎসাহদান এবং স্থানীয়ভাবে সহযোগিতার জন্য শক্তি সঞ্চয়ের জন্য সে রোম থেকেই মুনাফিকদের সাথে যোগাযোগ করে মসজিদরূপি একটি গৃহ নির্মাণ করার পরামর্শ দেয়। সে জায়গায় গোপনীয়ভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের মোকাবিলায় ষড়যন্ত্র চালাবে এবং অস্ত্রশস্ত্রের যোগান রাখবে। রোম সম্রাট যখনই মুসলমানদের উপর আক্রমন করার জন্য অভিযান চালাবে উপস্থিত সময়ে যেন তার সহযোগিতা করতে সক্ষম হয়। তাদের এহেন দুরভিসন্ধি মূলক প্রস্তুতি সম্পর্কে মুসলমানেরা যাতে অবগত না হয়. সে জন্য মসজিদরূপী গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। মুসলমানরা যাতে করে সেদিক থেকে সম্পূর্ণরূপে আশঙ্কা মুক্ত থাকে, সে জন্য তারা রাসূল ﷺ -কে নিয়ে নামাজ আদায় করিয়ে বরকতের দোয়া করার একটি বাহানা করেছিল মাত্র। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা তাদের গোপনীয় সকল কুটচাল সম্পর্কে অবগত করার জন্যই

এবং এ সম্পর্কীয় করণীয় বিধি-বিধান সম্বলিতভাবেই আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। পরবর্তীতে আবূ আমের নরাধমও নিজ দোয়ার প্রতিফলন স্বরূপ নিজ আত্মীয় স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরদেশ রোম সম্রাজ্যে আল্লাহর অভিশপ্ত চির জাহান্নামের পথে পারি জমায়। -[ইবনে কাছীর-৩৯৫/২, রূহুল মা'আনী : পৃ.১৯৫ খ.৬ পারা-১১]

১০৮. আয়াতের শানে নুযূল : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, উক্ত আয়াতাংশটি কু'বা বাসীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তারা পেশাব ও পায়খানা করার পর পানি ব্যবহার করে পেশাব ও পায়খানার চিহ্নটুকু ধুয়ে ফেলত। তাদের এ ধরনের উত্তম পবিত্রতার প্রসংশা করেই আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতাংশটি নাজিল করেন। -[কুরতুবী-২৩৮/৮, ফাতহুল কাদীর-৪০৬/২, দুররে মানছূর-২৭৮/৩]

১০৯. আয়াতের শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত বায়াতে ছানিয়া তথা আকাবায়ে কুবরার বায়াত সংক্রান্ত বিষয়ে নাজিল হয়েছে। তৎকালে হজ মৌসুমে মদিনার পুরুষ আনসারগণ সত্তর জনেরও অধিক সাহাবী হজ পালনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে বয়সের দিক দিয়ে সকলের মধ্যে উকবা বিন আমের ছোট ছিলেন। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে মদিনার আনসারী সাহাবীগণ পর্বত ঘাটিতে রাসূল ﷺ-এর নিকট এক সাথে জমায়েত হয়ে ছিলেন। রাসূল ﷺ তাদের কাছ থেকে যখন বায়াত গ্রহণ করছিলেন, তখন আব্দুল্লাহ বিন রাওহা বলছিলেন যে, আপনি ইচ্ছানুযায়ী আপনার রব কে আপনার নিজের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বায়াত বা প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করুন। সুতরাং রাসূল ﷺ বললেন, আমি আমার রবের ব্যাপারে শর্তারোপ করছি যে, তোমরা একমাত্র তাকেই ইবাদত করবে। তার সাথে কোনো বস্তুকে শরিক নির্ধারণ করবে না। আর আমার ব্যাপারে শর্ত হচ্ছে তোমরা নিজের জন্য যে সকল বস্তু হতে নিজেদেরকে রক্ষা কর আমার ব্যাপারেও তোমরা তাই করবে। তা তোমাদের নিজেদের অস্তিত্বমূলক হোক কিংবা ধন-সম্পদ বিষয়ই হোক। উপস্থিত সাহাবীগণ তখন বললেন যে, আমাদের যা কিছু করণীয় এ সব কিছু যদি আমরা পালন করি তাহলে আমাদের জন্য কি প্রতিদান রয়েছে? রাসূল ﷺ বললেন (اَلْجَنَّةُ) বেহেশত। সাহবীগণ বললেন তা তো অত্যন্ত লাভজনক বাণিজ্য। আমরা কখনো তা ভঙ্গ করব না এবং তা ভঙ্গ করতে বলবও না। বায়াত গ্রহণ করার সময় রাসূল ﷺ ও সাহাবীগণের পরস্পরের মাঝে যে আলোচনা হয় সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

-[কুরতুবী-১৪৩/৮, তাবারী-৪৮২৩/৬, রূহুল মা'আনী : পৃ.২৭ খ.৬ পারা-১১, ফাতহুল কাদীর-৪০৯/২, দুররে মানছূর-২৮০/৩, ইবনে কাছীর-৩৯৯/২, বাহরে মুহীত-১০৪/৫]

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ যে দশ জন মুমিন বিনা ওজরে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে বিরত ছিলেন তাঁদের সাত জন মসজিদের খুঁটির সাথে নিজেরা নিজেদের বেঁধে নিয়ে মনের অনুতাপ-অনুশোচনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এদের উল্লেখ রয়েছে وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا আয়াতে। বাকি তিন জনের হুকুম রয়েছে وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ আয়াতে, যারা প্রকাশ্যে এভাবে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেননি। রাসূলে কারীম ﷺ তাঁদের সমাজচ্যুত করার, এমনকি তাঁদের সাথে সালাম আদান-প্রদান পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। এ ব্যবস্থা নেওয়ার পর তাদের অবস্থা শোধরে যায় এবং তারা ইখলাসের সাথে অপরাধ স্বীকার করে তওবা করে নেন। ফলে তাদের জন্য ক্ষমার আদেশ দেওয়া হয়। -[বুখারী, মুসলিম]

মসজিদে জেরার : মদিনায় আবূ আ'মের নামের এক ব্যক্তি জাহেলী যুগে খ্রিস্টান ধর্মগ্রহণ করে আবূ আ'মের পাদ্রী নামে খ্যাত হলো। তার পুত্র ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী হযরত হানযালা (রা.) যার মরদেহকে ফেরেশতাগণ গোসল দিয়েছিলেন। কিন্তু পিতা নিজের গোমরাহী ও খ্রিস্টবাদের উপর অবিচল ছিল।

হযরত নবী করীম ﷺ হিজরত করে মদিনায় উপস্থিত হলে আবূ আ'মের তাঁর সমীপে উপস্থিত হয় এবং ইসলামের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করে। মহানবী ﷺ তার অভিযোগের জবার দান করেন। কিন্তু তাতে সেই হতভাগার সান্ত্বনা আসল না। অধিকন্তু সে বলল, "আমরা দু'জনের মধ্যে যে মিথ্যুক সে যেন অভিশপ্ত ও আত্মীয় স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করে।" সে একথাও বলল যে, আপনার যে কোনো প্রতিপক্ষের সাহায্য আমি করে যাব। সে মতে হুনাইন যুদ্ধ পর্যন্ত সকল রণাঙ্গনে সে মুসলমানদের বিপরীতে অংশ নেয়। হাওয়াযেনের মতো বৃহৎ শক্তিশালী গোত্রও যখন মুসলমাদের কাছে পরাজিত হলো, তখন সে নিরাশ হয়ে সিরিয়ায় চলে গেল। কারণ তখন এটি ছিল খ্রিস্টানদের কেন্দ্রস্থল। আর সেখানে সে আত্মীয় স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল। সে যে দোয়া করেছিল, তা সে ভোগ করল। আসলে লাঞ্ছনা ভোগ কার অদৃষ্টে থাকলে সে এমনই করে এবং নিজের দোয়ায় নিজেই লাঞ্ছিত হয়।

তবে আজীবন সে ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। সে রোম সম্রাটকে মদিনায় অভিযান চালিয়ে মুসলমানদের উৎখাত করার প্ররোচনাও দিয়েছিল।

এ ষড়যন্ত্রের শুরুতে সে মদিনায় পরিচিত মুনাফিকদের কাছে চিঠি লিখে যে, "রোম সম্রাট কর্তৃক মদিনা অভিযানের চেষ্টায় আমি আছি। কিন্তু যথা সময় সম্রাটের সাহায্য হয় এমন কোনো সম্মিলিত শক্তি তোমাদের থাকা চাই। এর পন্থা হলো এই যে, তোমরা মদিনায় মসজিদের নাম দিয়ে একটি গৃহ নির্মাণ কর, যেন মুসলমানদের অন্তরে কোনো সন্দেহ না আসে। অতঃপর সে গৃহে নিজেদের সংগঠিত কর এবং যতটুকু সম্ভব যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে সেখানে রাখ এবং পারস্পরিক আলোচনা ও পরামর্শের পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে সতর্কপন্থা গ্রহণ কর।"

তার এ পত্রের ভিত্তিতে বার জন মুনাফিক মদিনায় কোবা মহল্লায়, যেখানে হুজুরে আকরাম ﷺ হিজরত কালে এসে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন– আরেকটি মসজিদের ভিত্তি রাখল। ইবনে ইসহাক (র.) প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ এ বার জনের নাম উল্লেখ করেছেন। সে যাহোক অতঃপর তারা মুসলমানদের প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত নিল যে, স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ -এর দ্বারা এক ওয়াক্ত নামাজ সেখানে পড়াবে। এতে মুসলমানগণ নিশ্চিত হবে যে, পূর্বনির্মিত মসজিদের মতো এটিও একটি মসজিদ।

এ সিদ্ধান্ত মতে তাদের এক প্রতিনিধি মহানবী ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করে যে, কোবার বর্তমান মসজিদটি অনেক ব্যবধানে রয়েছে। দুর্বল ও অসুস্থ লোকদের সে পর্যন্ত যাওয়া দুষ্কর। এছাড়া মসজিদটি এত প্রশস্তও নয় যে, এলাকার সকল লোকের সংকুলান হতে পারে। তাই আমরা দুর্বল লোকদের সুবিধার্থে অপর একটি মসজিদ নির্মাণ করেছি। আপনি যদি তাতে এক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন, তবে আমরা বরকত লাভে ধন্য হব।

রাসূলে কারীম ﷺ তখন তাবূক যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, এখন সফরের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত আছি। ফিরে এসে নামাজ আদায় করব। কিন্তু তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে যখন তিনি মদিনার নিকটবর্তী এক স্থানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন মসজিদে জেরার সম্পর্কিত এ আয়াতগুলো নাজিল হয়। এতে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেওয়া হলো। আয়াতগুলো নাজিল হওয়ার পর রাসূলে কারীম ﷺ কতিপয় সাহাবীকে– যাদের মধ্যে আমের বিন সকস এবং হযরত হামযা (রা.)-এর হন্তা ওয়াহশীও উপস্থিত ছিলেন– এ হুকুম দিয়ে পাঠালেন যে, এক্ষুণি গিয়ে কথিত মসজিদটি ধ্বংস কর এবং আগুন লাগিয়ে এসো।

আদেশমতে তারা গিয়ে মসজিদটি সমূলে ধ্বংস করে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে আসলেন। এসব ঘটনা তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী থেকে উদ্ধৃত।

তাফসীরে মাযহারীতে ইউসুফ বিন সালেহীর বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ মদিনায় পৌঁছে দেখেন যে, সে মসজিদের জায়গাটি ফাঁকা পড়ে আছে। তিনি আসেম বিন আ'দীকে সেখানে গৃহ নির্মাণের অনুমতি দান করেন। তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ যে জায়গা সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাজিল হয়েছে, সেই অভিশপ্ত স্থানে গৃহ নির্মাণ আমার পছন্দ নয়। তবে সাবেত বিন আকরামের ভোগদখলে জায়গাটি দিয়ে দিন। কিন্তু পরে দেখা যায় যে, সে ঘরে তারও কোনো সন্তান-সন্ততি হয়নি কিংবা জীবিত থাকেনি।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সে জায়গায় মানুষ তো দূরের কথা পাখীকূল পর্যন্ত ডিম ও বাচ্চা দেওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। তাই সেই থেকে আজ পর্যন্ত মসজিদে কোবা থেকে কিছু দূরত্বে অবস্থিত সে জায়গাটি বিরান পড়ে আছে।

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا যারা মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে মসজিদের নামে গৃহ নির্মাণ করেছে এরাও মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত।

এ আয়াতে উক্ত মসজিদ নির্মাণের তিনটি উদ্দেশ্য উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমত ضِرَارًا অর্থাৎ মুসলমানদের ক্ষতিসাধন। ضَرَرٌ ও ضِرَارٌ শব্দের অর্থ ক্ষতিসাধন। তবে ভাষাবিদগণ এ শব্দ দু'টির মধ্যে কিছু পার্থক্য করেছেন। তারা বলেন, ضَرَرٌ সেই ক্ষতিকে বলা হয়, যা ক্ষতি সাধনকারীর পক্ষে হয় লাভজনক, আর তার প্রতিপক্ষের জন্য হয় ক্ষতিকারক, আর ضِرَارٌ হলো যা ক্ষতি সাধনকারীর পক্ষেও মঙ্গলজনক হয় না। যেহেতু উক্ত মসজিদ নির্মাতাদের মঙ্গলের পরিবর্তে মারাত্মক ضِرَارًا-এর পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে, তাই আয়াতে ضِرَارًا শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, وَتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ অপর মসজিদ নির্মাণ দ্বারা মুসলমানদের মঝে বিভক্তি সৃষ্টি করা। একটি দল সে মসজিদে নামাজ আদায়ের জন্য পৃথক হয়ে যাবে, যার ফলে কোবার পুরাতন মসজিদের মুসল্লী হ্রাস পাবে।

তৃতীয় উদ্দেশ্য হলো, وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ অর্থাৎ সেখানে আল্লাহ ও রাসূলের শত্রুদের আশ্রয় মিলবে এবং তারা বসে বসে ষড়যন্ত্র পাকাতে পারবে।

এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হলো যে, যে মসজিদকে কুরআন মাজীদ 'মসজিদে জিরার' নামে অভিহিত করেছে এবং যাকে মহানবী ﷺ-এর আদেশে ধ্বংস ও ভস্মিভূত করা হয়েছে তা মূলতঃ মসজিদই ছিল না। তা নামাজ আদায়ের জন্য নির্মিত হয়নি। বরং তার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন যা কুরআন চিহ্নিত করে দিয়েছে। এ থেকে বুঝা গেল যে, বর্তমান যুগে কোনো মসজিদের মোকাবিলায় তার কাছাকাছি অন্য মসজিদ নির্মাণ করা হলে এবং এর পিছনে যদি মুসলমানদের বিভক্তিকরণ ও পূর্বতন মসজিদের মুসল্লী হ্রাস প্রভৃতি অসৎ নিয়ত থাকে, তবে এতে মসজিদ নির্মাতার ছওয়াব তো হবেই না, বরং বিভেদ সৃষ্টির অপরাধে সে গুনাহগার হবে। কিন্তু এ সত্ত্বেও শরিয়ত মতে সে জায়গাটিকে মসজিদই বলা হবে এবং মসজিদের আদব ও হুকুমগুলো এখানেও প্রযোজ্য হবে। একে ধ্বংস করা কিংবা আগুন লাগিয়ে ভস্ম করা জায়েজ হবে না। এধরনের মসজিদ নির্মাণ মূলতঃ গুনাহের কাজ হলেও যারা এতে নামাজ আদায় করবে, তাদের নামাজকে অশুদ্ধ বলা যাবে না। এ থেকে অপর একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কেউ যদি জিদের বশে বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোনো মসজিদ নির্মাণ করে, তবে যদিও মসজিদ নির্মাণের ছওয়াব সে পাবে না; বরং গুনাহগার হবে, কিন্তু একে আয়াতে উল্লিখিত 'মসজিদে যেরার' বলা যাবে না। অনেকে এ ধরনের মসজিদকে 'মসজিদে জেরার' নামে অভিহিত করে থাকে। কিন্তু তা ঠিক নয়। তবে একে 'মসজিদের জেরারের মতো' বলা যায়। তাই এর নির্মাতাকে এ প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত রাখা যেতে পারে। যেমন হযরত ওমর ফারূক (রা.) এক আদেশ জারি করেছিলেন যে, এক মসজিদের পার্শ্বে অন্য মসজিদ নির্মাণ করবে না, যাতে পূর্বতন মসজিদের জামাত ও সৌন্দর্য হ্রাস পায়। -[কাশশাফ]
উপরিউক্ত 'মসজিদে জিরার' সম্পর্কে ১০৮ নং আয়াতে মহানবী ﷺ-কে হুকুম করা হয় যে, لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا এখানে দাঁড়ানো অর্থ নামাজের উদ্দশ্যে দাঁড়ানো। অর্থাৎ আপনি এ তথাকথিত মসজিদে কখনো নামাজ আদায় করবেন না।

এ আয়াতে মহানবী ﷺ কে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, আপনার নামাজ সে মসজিদেই দুরস্ত হবে, যার ভিত্তি রাখা হয় প্রথমদিন থেকে তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতির উপর। আর সেখানে এমন লোকেরা নামাজ আদায় করে, যারা পাকপবিত্রতায় পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বনে উদগ্রীব। বস্তুতঃ আল্লাহ নিজেও এমনিতর পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন। আয়াতের বর্ণনাধারা থেকে বুঝা যায় যে, প্রশংসিত সে মসজিদটি হলো মসজিদে কোবা, যেখানে মহানবী ﷺ তখন নামাজ আদায় করতেন। হাদীসের কতিপয় রেওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। -[তাফসীরে মাযহারী]
فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا এ আয়াতে সেই মসজিদকে মহানবী ﷺ-এর নামাজের অধিকতর হকদার বলে অভিহিত করা হয়, যার ভিত্তি শুরু থেকেই তাকওয়ার উপর রাখা হয়েছে। সে হিসেবে মসজিদে কোবা ও মসজিদে নববী উভয়টিই এ মর্যাদায় অভিষিক্ত। সে মসজিদেরই ফজিলত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তথাকার মুসল্লিগণ সাধারণত এসব গুণেই গুণান্বিত ছিলেন।

১১১. আয়াতের শানে নুযূল : অধিকাংশ মুফাসসিরের ভাষ্যমতে এ আয়াতগুলো নাজিল হয়েছে 'বায়াতে আকাবায়' অংশ গ্রহণকারী লোকদের ব্যাপারে। এ 'বায়াত নেওয়া হয়েছিল মক্কায় মদিনার আনসারদের থেকে। তাই সূরাটি মদানী হওয়া সত্ত্বেও এ আয়াতগুলোকে মক্কী বলা হয়েছে।

'আকাবা' বলা হয় পর্বতাংশকে। এখানে আকাবা বলতে বুঝায় মিনার জামরায়ে আকাবার সাথে মিলিত পর্বতাংশকে। বর্তমানে হাজীদের সংখ্যাধিক্যের দরুন পর্বতের এ অংশটিকে শুধু জামরা বাদ দিয়ে মাঠের সমান করে দেওয়া হয়েছে। এখানে মদিনা থেকে আগত আনসারগণের তিন দফায় বায়াত নেওয়া হয়। প্রথম দফা নেওয়া হয় নবুয়তের একাদশ বর্ষে। তখন মোট ছয় জন লোক ইসলাম গ্রহণ করে বায়াত নিয়ে মদিনায় ফিরে যান। এতে মদিনার ঘরে ঘরে ইসলাম ও নবী করীম ﷺ -এর চর্চা শুরু হয়। পরবর্তী বছর হজের মৌসুমে বার জন লোক সেখানে একত্রিত হন। এদের পাঁচজন ছিলেন পূর্বের এবং সাত জন ছিলেন নতুন। তাঁরা সবাই মহানবী ﷺ -এর হাতে বায়াত নেন। এর ফলে মদিনায় মুসলমানদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ চল্লিশ জনেরও বেশি। তারা নবী করীম ﷺ-এর কাছে আবেদন জানান যে, তাঁদেরকে কুরআনের তালিম দানের উদ্দেশ্যে সেখানে কাউকে প্রেরণ করা হোক। তিনি হযরত মুসআব বিন ওমাইর (রা.) কে প্রেরণ করেন, যিনি তথাকার মুসলমানদের কুরআন পড়ান ও ইসলামের তালীম করেন। ফলে মদিনার বিরাট অংশ ইসলামের ছায়াতলে এসে যায়।

অতঃপর নবুয়তের ত্রয়োদশ বর্ষে সত্তর জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সেখানে একত্রিত হন। এ হলো তৃতীয় ও সর্বশেষ বায়াতে আকাবা। সাধারণত বায়াতে আকাবা বলতে একেই বুঝানো হয়। এ বায়াতটি ইসলামের মূল আকীদা ও আমল, বিশেষতঃ কাফেরদের সাথে জিহাদ এবং মহানবী ﷺ হিজরত করে মদিনা গেলে তাঁর হেফাজত ও সাহায্য

সহযোগিতার জন্য নেওয়া হয়। বায়াত গ্রহণকালে সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন অঙ্গীকার নেওয়া হচ্ছে : আপনার রব কিংবা আপনার সম্পর্কে কোনো শর্তারোপ করার থাকলে তা পরিষ্কার বলে দেওয়া হোক। হুজুর ﷺ বলেন, আল্লাহর ব্যাপারে শর্তারোপ করেছি যে, তোমরা সবাই তাঁরই ইবাদত করবে, তাঁকে ছাড়া কারো ইবাদত করবে না। আর আমার নিজের ব্যাপারে শর্ত হলো যে, তোমরা আমার হেফাজত করবে যেমন নিজের জান-মাল ও সন্তানদের হেফাজত কর। তাঁরা আরজ করলেন, এ শর্ত দু'টি পূরণ করলে এর বিনিময়ে আমরা কি পাব? তিনি বললেন, জান্নাত। তাঁরা পুলকিত হয়ে বললেন, আমরা এর জন্য রাজি, এমন রাজি যে, নিজেদের পক্ষ থেকে এ চুক্তি রহিত করার আবেদন কোনো দিনই পেশ করব না এবং রহিতকরণকে পছন্দও করব না।

জিহাদের সর্বপ্রথম আয়াত : মাহনবী ﷺ-এর মক্কা শরীফে অবস্থানকালে এ পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কিত কোনো হুকুম নাজিল হয়নি। এটিই সর্বপ্রথম জিহাদ সংক্রান্ত আয়াত, যা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। তবে এর উপর আমল শুরু হয় হিজরতের পরে। এরপর দ্বিতীয় আয়াত নাজিল হয়- أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ [সূরা হজ-৩৯] মক্কায় কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের অগোচরে যখন বায়াতে আকাবা সম্পাদিত হয় তখনই মহানবী ﷺ মক্কার মুসলমানদের মদিনায় হিজরতের আদেশ দিয়ে দেন। অতঃপর ক্রমশঃ সাহাবায়ে কেরামের হিজরতের ধারা শুরু হয়ে যায়। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হিজরতের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তাঁকে নিজের সহযাত্রী করার মানসে তখনকার মতো নিবৃত রাখেন। -[মাযহারী]

يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ থেকে فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, জিহাদের হুকুম পূর্ববর্তী উম্মতগণের জন্যও সকল কিতাবে নাজিল হয়েছিল। ইঞ্জিলে (বাইবেলে) জিহাদের হুকুম নেই বলে যে কথা প্রচলিত রয়েছে, তা সম্ভবত এজন্য যে, পরবর্তী খ্রিস্টানরা ইঞ্জিলের যে বিকৃতি ঘটিয়েছে তার ফলে জিহাদের হুকুম সম্বলিত আয়াতগুলো খারিজ করে দিয়েছে- 'আল্লাহ সর্বজ্ঞ'। فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمْ বায়াতে আকাবায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যে অঙ্গীকার করা হয়, তা দৃশ্যতঃ ক্রয়-বিক্রয়ের মতো। তাই আয়াতের শুরুতে ক্রয় শব্দের ব্যবহার করা হয়। উপরিউক্ত বাক্যে মুসলমানদের বলা হচ্ছে যে, ক্রয়-বিক্রয়ের এই সওদা তোমাদের জন্য লাভজনক ও বরকতময়। কেননা এর দ্বারা অস্থায়ী জান-মালের বিনিময়ে স্থায়ী জান্নাত পাওয়া গেল। চিন্তা করার ব্যাপার যে, এখানে ব্যয় হলো শুধু মাল। কিন্তু আত্মা মৃত্যুর পরও বাকি থাকবে। চিন্তা করলে আরো দেখা যায় যে, মালামাল হলো আল্লাহরই দান। মানুষ শূন্য হাতেই জন্ম নেয়। অতঃপর আল্লাহ তাকে অর্থ-সম্পদের মালিক করেন এবং নিজের দেওয়া সে অর্থের বিনিময়েই বান্দাকে জান্নাত দান করবেন। তাই হযরত ওমর (রা.) বলেন, এ এক অভিনব বেচা-কেনা মাল ও মূল্য উভয়ই তোমাদিগকে দিয়ে দিলেন আল্লাহ। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, 'লক্ষ্য কর, এ কেমন লাভজনক সওদা, যা আল্লাহ সকল মুমিনের জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন।' তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দান করেছেন, তা থেকে কিছু কিছু ব্যয় করে জান্নাত ক্রয় করে নাও।

শব্দবিশ্লেষণ :

لَيَحْلِفُنَّ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ فعل مستقبل معروف در تاكيد ثقيله بانون লামতাকিদ বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْحِلْفُ মূলবর্ণ (ح.ل.ف) জিনস صحيح অর্থ- শপথ করা, কসম খাওয়া, হলফ করা।

شَفَا : কিনারা। একবচন। দ্বিবচন شَفَوَانِ বহুবচন اَشْفَاءُ

جُرُفٍ : পানি জমার জায়গা, বন্যায় ভেঙ্গে যাওয়া পাড়ি। বহুবচন اَجْرَافٌ এবং جُرُوْفٌ

اِنْهَارَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اَلْاِنْهِيَارُ মূলবর্ণ (ه.و.ر) জিনস اجوف واوى অর্থ- ভাঙন, পতন, ধ্বংস হওয়া, ক্ষয় হওয়া।

بَنَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبِنَاءُ এবং اَلْبُنْيَانُ মূলবর্ণ (ب.ن.ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- বানানো, তৈরি করা; ভিত্তি গড়া।

رِيْبَةً : অর্থ- সন্দেহ, সংশয়, অনিশ্চয়তা, অনুমান। একবচন, বহুবচন رَيْبٌ

اَوْفٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْفَاءُ মূলবর্ণ (و.ف.ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- পূর্ণ করা।

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّآئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ؕ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ (١١٢)

১১২. তারা হচ্ছে তওবাকারী, ইবাদতগুজার, শোকরগুজার, রোজা পালনকারী, রুকূ' ও সেজদাকারী, [অর্থাৎ নামাজ কায়েম রাখে] সৎকাজের নির্দেশদাতা এবং অসৎকাজের নিষেধকারী, আর আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহের [অর্থাৎ আহকামের] সংরক্ষণকারী; আর আপনি এমন [অর্থাৎ উক্ত গুণে গুণান্বিত] মুমিনদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ (١١٣)

১১৩. নবী এবং অন্যান্য মুসলমানদের পক্ষে জায়েজ নয় যে, মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন, একথা প্রকাশ হওয়ার পর যে, তারা দোজখী।

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ؕ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ (١١٤)

১১৪. আর ইবরাহীমের নিজ পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তা তো কেবল সে ওয়াদার কারণে ছিল, যে ওয়াদা তিনি তার সাথে করেছিলেন, অতঃপর যখন তাঁর নিকট এ বিষয় প্রকাশ পেল যে, সে [অর্থাৎ পিতা] আল্লাহ তা'আলার দুশমন, তখন তিনি তা হতে সম্পূর্ণরূপে বিছিন্ন হয়ে গেলেন; বাস্তবিকই ইবরাহীম ছিলেন অতিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল।

শাব্দিক অনুবাদ :

১১২. اَلتَّآئِبُوْنَ তারা হচ্ছে তওবাকারী الْعٰبِدُوْنَ ইবাদতগুজার الْحٰمِدُوْنَ শোকর গুজার السَّآئِحُوْنَ রোজা পালনকারী الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ রুকূ' ও সেজদাকারী الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ সৎ কাজের নির্দেশদাতা وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ এবং অসৎ কাজের নিষেধকারী وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ আর আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহের সংরক্ষণকারী وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ আপনি এমন মুমিনদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

১১৩. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا নবী এবং অনান্য মুসলমানদের পক্ষে জায়েজ নয় اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ যে, মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ একথা প্রকাশ হওয়ার পর যে, اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ তারা দোজখী।

১১৪. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ আর ইবরাহীমের নিজ পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ اِيَّاهُ তা তো কেবল সেই ওয়াদার কারণে ছিল, যে ওয়াদা তিনি তার সাথে করেছিলেন فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ অতঃপর যখন তার নিকট এ বিষয় প্রকাশ পেল যে, اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ সে আল্লাহ তা'আলার দুশমন تَبَرَّاَ مِنْهُ তখন তিনি তা হতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ বাস্তবিকই ইবরাহীম ছিলেন অতিশয় কোমল হৃদয় সহনশীল।

১১৫. আর আল্লাহ তা'আলা এরূপ নন যে, তিনি কোনো জাতিকে হেদায়েত করার পর পথভ্রষ্ট করে দেন, যে পর্যন্ত না তাদেরকে সে সকল বিষয় পরিষ্কারভাবে বলে দেন, যা হতে তারা বেঁচে থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন সকল বিষয়ে অবহিত।	وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (١١٥)
১১৬. নিশ্চয় আল্লারই রাজত্ব রয়েছে আসমানসমূহে এবং জমিনে, তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন, আর তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত না কোনো বন্ধু আছে আর না কোনো সাহায্যকারী।	اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۭ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ (١١٦)
১১৭. আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ-দৃষ্টি করলেন নবীর অবস্থার প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের অবস্থার প্রতিও, যারা নবীর অনুগামী হয়েছিল এমনি সংকট মুহূর্তে, এর পর যে, তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বিচলিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তৎপর আল্লাহ তা'আলা তাদের অবস্থার প্রতি অনুগ্রহ-দৃষ্টি করলেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের সকলের উপর অতিশয় স্নেহশীল করুণাময়।	لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (١١٧)

শাব্দিক অনুবাদ :

১১৫. وَمَا كَانَ اللّٰهُ আর আল্লাহ তা'আলা এরূপ নন যে لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ কোনো জাতিকে হেদায়েত করার পর পথভ্রষ্ট করে দেন حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ যে পর্যন্ত না তাদেরকে সে সকল বিষয় পরিষ্কার ভাবে বলে দেন যা হতে তারা বেঁচে থাকবে اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ নিশ্চয় আল্লাহ হচ্ছেন সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

১১৬. اِنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ নিশ্চয় আল্লাহরই রাজত্ব রয়েছে আসমান সমূহে এবং জমিনে يُحْيٖ তিনিই জীবন দান করেন وَيُمِيْتُ এবং মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন وَمَا لَكُمْ আর না তোমাদের জন্য আছে مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত مِنْ وَّلِيٍّ কোনো বন্ধু وَّلَا نَصِيْرٍ আর না কোনো সাহায্যকারী।

১১৭. لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ দৃষ্টি করলেন عَلَى النَّبِيِّ নবীর অবস্থার প্রতি وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ এবং মুহাজির ও আনসারগণের অবস্থার প্রতিও الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ যারা নবীর অনুগামী হয়েছিল فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ এমন সংকট মুহূর্তে مِنْۢ بَعْدِ এর পর যে, مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বিচলিতি হওয়ার উপক্রম হয়েছিল ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ তারপর আল্লাহ তাদের অবস্থার প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি দিলেন اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের সকলের উপর অতিশয় স্নেহশীল, করুণাময়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১১৩. আয়াতের শানে নুযূল– ১ : আবূ জা'ফর মুহাম্মদ বিন জারীর তাবারী (র.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। কারো মতে আলোচ্য আয়াত রাসূল ﷺ-এর চাচা খাজা আবূ তালেব সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। কারো মতে রাসূল মাতার জন্য ইস্তেগফার করার ইচ্ছা করছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তা

হতে নিষেধ করার জন্য مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ .... اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ আয়াত নাজিল করেন। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহর খলিফা তাঁর পিতার জন্য তো ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। রাসূল ﷺ -এর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ আয়াতটি নাজিল করেন।

শানে নুযূল- ২ : মুসলমানেরা তাদের মুশরিক মৃত আত্মীয়দের জন্য দোয়া করা সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে বলে যারা বলে থাকেন, তারা বলেন যে, হে আল্লাহর নবী! আমাদের বাপ-দাদা পিতৃপুরুষেরা উত্তম ব্যক্তি ছিলেন। তারা আত্মীয়তা স্থাপন করতেন, দুস্থ ও দুর্দশাগ্রস্থদের উদ্ধার করতেন, আমানত যথাযথভাবে রক্ষা করতেন। আমরা কি তাদের জন্য ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করব না? তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ'। আমি আমার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি, হযরত ইবরাহীম (আ.) যে রূপভাবে তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছিলেন। সে মুহূর্তে مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا আয়াত নাজিল হয়।

-[তাবারী-৪৮৮-৪৮৯/৬, কুরতুবী ২৪৮-২৫০/৬, ফাতহুল কাদীর-৪১১/২, দুররে মানছূর-২৮২-২৮৩/৩, ইবনে কাছীর-৪০১-৪০২/২, বাহরে মুহীত-১০৭-১০৮/৫, রূহুল মা'আনী : পৃ.৩৩-৩৪ খ.৬ পারা-১১]

১১৫. আয়াতের শানে নুযূল- ১ : হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, ইসলামের ফারায়েজসমূহ অবতীর্ণ হবার পূর্বে কোনো কোনো সাহাবী ইন্তেকাল করেছেন। তখন মুসলমানেরা রাসূল ﷺ -এর নিকট এই কথা বলে তাদের ব্যাপারে জানতে চান যে, হে আল্লাহর রাসূল ! আমাদের যে সকল ভাইয়েরা ফারায়েজসমূহ নাজিল হবার পূর্বেই ইন্তেকাল করেছেন, তদের মর্যাদা ও তাদের অবস্থা কি? তখন তাদের সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল- ২ : মুকাতিল ও কালবী কর্তৃক বর্ণিত তারা বলেন যে, কতিপয় সাহাবায়ে কেরাম (রা.) মদ হারাম হাবার পূর্বে এবং কেবলা পরিবর্তন হবার পূর্বে রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে আবার নিজ গোত্রে চলে যান। পরবর্তী সময়ে তাঁদের অজান্তেই মদ হারাম হয় এবং পূর্ববর্তী কেবলা হতে কা'বার দিকে কেবলা পরিবর্তন হয়। অতঃপর বেশ কিছুকাল অতিক্রম হবার পর তারা মদিনায় এসে মদ হারাম এবং কেবলা পরিবর্তনের সংবাদ জানতে পারে। সুতরাং তারা বললেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তো ধর্মের উপরই ছিলাম। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[রূহুল মা'আনী : পৃ.৩৯ খ.৬ পারা-১১, বাহরে মুহীত-১০৯/৫]

শানে নুযূল- ৩ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর বরাত দিয়ে ইবনে মারদুয়া বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, বন্দি মুশরিকদের থেকে যখন ফিদিয়া বা মুক্তিপণ গ্রহণ করা হয়েছিল, তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। -[ফাতহুল কাদীর-৪১৪/২]

শানে নুযূল- ৪ : ঈমানদারগণ যখন তাদের মৃত মুশরিক আত্মীয় স্বজনদের জন্য ইস্তেগফার করতে ছিল, তখন তাদেরকে তা থেকে বিরত থাকার জন্য আলোচ্য আয়াত আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন।

-[ইবনে কাছীর-৪০৪/২, দুররে মানছূর-২৮৬/৩]

১১৭. আয়াতের শানে নুযূল : মুজাহিদ বলেন, তাবুক যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম কঠিন দুর্ভিক্ষের কবলে এবং গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতার মাঝে সহায় সম্বলহীন অবস্থার মাঝে রাসূল ﷺ -এর সাথে তাবুক অভিযানে বের হয়ে যান। সে আত্মত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -[ইবনে কাছীর-৪০৪/২]

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ এ সকল গুণাবলি হলো সেসব মুমিনের যাদের সম্পর্কে পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে- 'আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জান-মাল ক্রয় করে নিয়েছেন।' আয়াতটি নাজিল হয়েছিল বায়াতে আকাবায় অংশগ্রহণকারী একটি বিশেষ জামাত সম্পর্কে। তবে আল্লাহর রাহে জিহাদকারী সবাই এ আয়াতের মর্মভুক্ত। আর اَلتَّآئِبُوْنَ থেকে শেষ পর্যন্ত যে গুণাবলির উল্লেখ হয়েছে, তা শর্তরূপে নয়। কারণ আল্লাহর রাহে কেবল জিহাদের বিনিময়েই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। তবে এ গুণাবলি উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে, যারা জান্নাতের উপযুক্ত, তারা এ সকল গুণের অধিকারী হয়। বিশেষতঃ বায়াতে আকাবায় অংশ গ্রহণকারী সাহাবাদের এ সকল গুণ ছিল।

অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে اَلسَّائِحُوْنَ এর অর্থ اَلصَّائِمُوْنَ রোজাপালনকারী। শব্দটি سِيَاحَتْ (দেশ ভ্রমণ) থেকে উদ্ভূত। ইসলাম পূর্বযুগে খ্রিস্ট ধর্মে দেশভ্রমণকে ইবাদত মনে করা হতো। অর্থাৎ মানুষ পরিবার-পরিজন ও ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে ধর্ম প্রচার করার উদ্দেশ্যে দেশ-দেশান্তর ঘুরে বেড়াত। ইসলাম ধর্মে একে বৈরাগ্যবাদ বলে অভিহিত করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং এর পরিবর্তে রোজা পালনের ইবাদতকে এর স্থলভিষিক্ত করা হয়েছে। কারণ দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্য সংসার ত্যাগ। অথচ রোজা এমন এক ইবাদত, যা পালন করতে গিয়ে যাবতীয় পার্থিব বাসনা ত্যাগ করতে হয় এবং এরই ভিত্তিতে কতিপয় রেওয়ায়েতে জিহাদকেও দেশ ভ্রমণের অনুরূপ বলা হয়। এ হাদীসটি ইবনে মাজাহ, হাকেম ও বায়হাকী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হুজুরে আকরাম ﷺ ইরশাদ করেছেন, سِيَاحَةُ أُمَّتِىْ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ 'আমার উম্মতের দেশভ্রমণ হলো জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।'
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কুরআন মাজীদে ব্যবহৃত سَائِحِيْنَ শব্দের অর্থ রোজাদার। হযরত ইকরিমা (রা.) سَائِحِيْنَ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এরা হলো ইলমে দীনের শিক্ষার্থী, যারা ইলম হাসিলের জন্য ঘর-বাড়ি ছেড়ে বের হয়ে পড়ে।

আলোচ্য আয়াতে মুমিন-মুজাহিদের সাতটি গুণ যথা: اَلتَّائِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ উল্লেখ করে অষ্টমগুণ হিসেবে বলা হয়েছে وَالْحٰفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ এতে রয়েছে উপরিউক্ত সাতটি গুণের সমাবেশ। অর্থাৎ সাতটি গুণের মধ্যে যে তাফসীল রয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত সার হলো এই যে, এরা নিজেদের প্রতিটি কর্ম ও কথায় আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা তথা শরিয়তের হুকুমের অনুগত ও তার হেফাজতকারী।

وَفِىْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ কুরআন মাজীদ তাবূক যুদ্ধের সময়টিকে 'সঙ্কটময় মুহূর্ত' বলে অভিহিত করেছে। কারণ সে সময় মুসলমানগণ বড় অভাব-অনটনে ছিলেন। হযরত হাসান বসরী (র.) সে অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, সে সময় দশ জনের জন্য ছিল একটি মাত্র বাহন, যার উপর পালা করে তাঁরা আরোহণ করতেন। তদুপরি সফরের সম্বলও ছিল নিতান্ত অপ্রতুল। অন্যদিকে ছিল গ্রীষ্মকাল, পানিও ছিল পথের মাত্র কয়েকটি স্থানে এবং তাও অতি অল্প পরিমাণে।

مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ আয়াতের এ বাক্যে যে, কিছু লোকের অন্তরের বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার অর্থ ধর্মান্তর নয়; বরং এর অর্থ হলো, কড়া গ্রীষ্ম ও সম্বলের স্বল্পতা হেতু সাহস হারিয়ে ফেলা এবং জিহাদ থেকে গা বাঁচিয়ে চলা। হাদীসের রেওয়ায়েতগুলোও এ অর্থেরই সমর্থক। এই ছিল তাঁদের অপরাধ। যে জন্য তাঁরা তওবা করেন এবং তা কবুল ও হয়।

শব্দবিশ্লেষণ :

اَلسَّائِحُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلسِّيَاحَةُ মূলবর্ণ (س . ى . ح) জিনস اجوف يائى অর্থ– রোজা রাখা।

تَبَرَّاَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ اثبات فعل ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّبَرُّءُ মূলবর্ণ (ب . ر . ء) জিনস مهموز لام অর্থ– পৃথক হওয়া, সম্পর্কচ্ছেদ করা।

اَوَّاهٌ : অধিক কোমল প্রাণ, অধিক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিলাপকারী। অনেক ক্ষমা প্রার্থনাকারী। মাসদার

لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ : فَعَّالٌ এর ওযনে মুবালাগার সীগাহ حَلِيْمٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ صفت مشبه বাব كَرُمَ মাসদার اَلْحِلْمُ থেকে فَعِيْلٌ-এর ওযনে মূলবর্ণ (ح . ل . م) জিনস صحيح অর্থ– সবর করা, ধৈর্য ধারণ করা।

قَدْ تَابَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى قريب معروف বাব نَصَرَ মাসাদর اَلتَّوْبَةُ মূলবর্ণ (ت . و . ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তওবা করা, ক্ষমা চাওয়া।

১১৮. আর সেই তিন ব্যক্তির অবস্থার প্রতিও [অনুগ্রহ করলেন] যাদের ব্যাপার স্থগিত রাখা হয়েছিল, এ পর্যন্ত যে, যখন ভূপৃষ্ঠ নিজ প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাদের প্রতি সঙ্কীর্ণ হতে লাগল এবং তারা নিজেরা নিজেদের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়ল, আর তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহ [-র পাকড়াও] হতে কোথাও আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে না তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করা ব্যতীত; তৎপর তাদের অবস্থার প্রতিও অনুগ্রহ-দৃষ্টি করলেন, যাতে তারা ভবিষ্যতেও [আল্লাহর দিকে] স্থির থাকে; নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْۤا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۱۸﴾

১১৯. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং [কাজেকর্মে] সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۱۱۹﴾

১২০. মদিনার অধিবাসীদের এবং তাদের আশেপাশে যে সমস্ত পল্লীবাসীগণ রয়েছে, তাদের পক্ষে এটা উচিত ছিল না যে, রাসূলুল্লাহর সঙ্গি না হয়, আর এটাও [উচিত ছিল] না যে, নিজেদের জীবন তাঁর জীবন অপেক্ষা প্রিয় মনে করে; এর [অর্থাৎ রাসূলের সঙ্গী হওয়ার প্রয়োজনীয়তার] কারণ এই যে, আল্লাহর পথে তাদের যে পিপাসা দেখা দেয়, আর যে ক্লান্তি স্পর্শ করে, আর যে ক্ষুধা পায়, আর তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের ক্রোধের কারণ হয়ে থাকে, আর দুশমনদের হতে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়– এটার প্রত্যেকটির বিনিময়ে তাদের জন্য এক একটি নেক আমল লিপিবদ্ধ হয়ে যায়; নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীল লোকদের শ্রমফল [ছওয়াব] বিনষ্ট করেন না।

مَا كَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۲۰﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১১৮. وَعَلَى الثَّلٰثَةِ আর সেই তিন ব্যক্তির অবস্থার প্রতিও الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا যাদের ব্যাপার স্থগিত রাখা হয়েছিল حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ এ পর্যন্ত যে,যখন ভূপৃষ্ঠ তাদের প্রতি সঙ্কীর্ণ হতে লাগল بِمَا رَحُبَتْ নিজ প্রশস্ততা সত্ত্বেও وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ এবং তারা নিজেরা নিজেদের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়ল وَظَنُّوْۤا আর তারা বুঝতে পারল যে, اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ আল্লাহ (-র পাকড়াও) হতে কোথাও আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে না তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করা ব্যতীত ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ তৎপর তাদের অবস্থার প্রতিও অনুগ্রহ দৃষ্টি করলেন لِيَتُوْبُوْا যাতে তারা ভবিষ্যতেও স্থির থাকে اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন অতিশয় অনুগ্রহকারী, করুণাময়।

১১৯. يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا হে ঈমানদারগণ اتَّقُوا اللّٰهَ আল্লাহকে ভয় কর وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ এবং সত্য বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।

১২০. مَا كَانَ এটা উচিত ছিল না যে, لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ মদিনাবাসীদের পক্ষে وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ এবং তাদের আশে পাশে যে সমস্ত পল্লীবাসীগণ রয়েছে তাদের পক্ষে اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ রাসূলুল্লাহর সঙ্গি না হয় وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَّفْسِهٖ আর এটাও না যে, নিজেদের প্রাণ তাঁর প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় মনে করে ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ এর কারণ এই যে لَا يُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ তাদের যে পিপাসা দেখা দেয় وَلَا نَصَبٌ আর যে ক্লান্তি স্পর্শ করে وَلَا مَخْمَصَةٌ আর যে ক্ষুধা পায় فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আল্লাহর পথে وَلَا يَطَـُٔوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ আর তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের ক্রোধের কারণ হয়ে থাকে وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا আর দুশমন হতে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয় اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ এর প্রত্যেকটির বিনিময় তাদের জন্য একটি নেক আমল লিপিবদ্ধ হয়ে যায় اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীল লোকদের পুণ্যফল বিনষ্ট করেন না।

وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (١٢١)

১২১. আর ছোট বড় যা কিছু ব্যয় করেছে, আর যত প্রান্তর তাদের অতিক্রম করতে হয়েছে, তৎসমুদয়ও তাদের অনুকূলে লিখিত হয়েছে, যেন আল্লাহ তা'আলা তাদের কৃতকর্মসমূহের অতি উত্তম বিনিময় প্রদান করেন।

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ (١٢٢)

১২২. আর মুসলমানদের এটা (-ও) সমীচীন নয় যে, (জিহাদের জন্য) সকলেই একত্রে বের হয়ে পড়ে; সুতরাং এমন কেন করা হয় না যে, তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে এক একটি ছোট দল (জিহাদে) বের হয়, যাতে অবশিষ্ট লোক ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে থাকে, আর যাতে তারা নিজ কওম (অর্থাৎ জিহাদে যোগদানকারীদের)-কে (নাফরমানি হতে) ভয় প্রদর্শন করে যখন তারা এদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে, যেন তারা সতর্ক হয়।

শাব্দিক অনুবাদ :

১২১. وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً আর ছোট বড় যা কিছু তারা ব্যয় করেছে وَلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا আর যত প্রান্তর তাদের অতিক্রম করতে হয়েছে اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ তৎসমুদয়ও তাদের নামে লিখিত হয়েছে لِيَجْزِيَ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ যেন আল্লাহ তা'আলা তাদের কৃতকর্ম সমূহের অতি উত্তম বিনিময় প্রদান করেন।

১২২. وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ আর মুসলমানদের এটা সমীচীন নয় যে, لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً সকলেই একত্রে বের হয়ে পড়ে فَلَوْلَا نَفَرَ সুতরাং এমন কেন করা হয় না যে, বের হয় مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে একটি ছোট দল لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ যাতে অবশিষ্ট লোক ধর্ম জ্ঞান অর্জন করতে থাকে وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ আর যাতে তারা নিজ কওমকে ভয় প্রদর্শন করে اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ যখন তারা এদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ যেন তারা সতর্ক করে চলে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১১৮. আয়াতের শানে নুযূল : হযরত রাসূল ﷺ যখন তাবুক যুদ্ধে যান, তখন যে সকল লোকেরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল, তাদের থেকে ৮০ জন লোক, রাসূল ﷺ-এর সঙ্গ থেকে ফিরে আসার পর মিথ্যা কসম খেয়ে এবং বিভিন্ন প্রকারের কৌশল অবলম্বন করে ওজর পেশ করে। সুতরাং রাসূল ﷺ তাদের আন্তরিক অবস্থা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে বাহ্যিক দৃষ্টিকোণে তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। তবে কা'ব বিন মালেক, মুরারা বিন রবী এবং হেলাল বিন উমাইয়্যা উপস্থিত হয়ে সত্য কথা প্রকাশ করল যে, আমরা একমাত্র নিজেদের অলসতার দরুন তাবুক অভিযানে অংশ গ্রহণ করিনি। তাছাড়া আর অন্য কোনো কারণ নেই। তাদের ব্যাপারটি রাসূল ﷺ ওহী আসার অপেক্ষা করে সে বিষয়টি মুলতবি রাখেন। এমন কি সকল সাহাবায়ে কেরামকে তাদের সাথে সকল প্রকারের সম্পর্ক ছেদন করতে নির্দেশ দেন। স্ত্রীদেরকে তাদের থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দেন। হেলাল বিন উমাইয়্যার স্ত্রীই কেবল রাসূল ﷺ-এর অনুমতি সাপেক্ষে তার বার্ধক্যতা জনিত কারণে কেবল মাত্র সেবা শুশ্রূষা করে দিতেন। কোনো মানুষই তাদের সাথে কথা বলত না। যার দরুন তাদের জীবন অত্যন্ত দুর্বিসহ ও বিস্বাদ হয়ে পড়ে। সারা দুনিয়া তাদের সামনে তমসাচ্ছন্ন মনে হতে লাগল। পৃথিবী বিশাল হওয়া সত্ত্বেও সংকীর্ণ হয়ে আসছিল। এমনিভাবে যখন পূর্ণ ৫০ দিন অতিবাহিত হয়ে গেল তখন তাদের তাওবা কবুলের সু-সংবাদ প্রদান করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[নূরুল কুলূব]

১২০. আয়াতের শানে নুযূল– ১ : মুনাফিক সম্প্রদায় তাবূক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার কারণে রাসূল ﷺ যখন তাদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা এবং অবমাননাকে বর্ণনা করতে লাগলেন, তখন মুসলমানেরা বলল, আল্লাহর কসম আমরা কখনো রাসূল ﷺ এবং কোনো অভিযান থেকে পশ্চাতে থাকব না। তাবূ হতে প্রত্যাবর্তন করার পরপরই রাসূল ﷺ একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করেন। সে অভিযানে রাসূল ﷺ-কে একা রেখে সকলেই অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তখন সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[তালীকাতে জাদীদা জালালাইন-১৬৮]

শানে নুযূল– ২ : মদিনাবাসীদের হতে যারা তাবূক অভিযানে অংশগ্রহণ করেনি এবং মদিনার আস-পাশের গোত্রগুলো যথা মুযাইনা, জুহাইনা, আশজা, আসলাম ও গিফারের লোকজন তাবূক অভিযানে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। তাদের সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। –[বাহরে মুহীত-১১৪/৫]

১২২. আয়াতের শানে নুযূল : রাসূল ﷺ যখন বনী মুদারদের কতক বৎসরের দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হওয়ার জন্য বদদোয়া করেন, তখন তারা ক্ষুধা ও অভাব অনটনের শিকার হয়। সুতরাং তারা জীবিকার জন্য মদিনায় আসে। তারা অশান্তি বিস্তার করত। তাদের আকীদা ছিল সম্পূর্ণই ভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষই তাদেরকে মদিনায় নিয়ে আসে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। –[বাহরে মুহীত-১১৬/৫]

وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا এখানে خُلِّفُوْا অর্থ যাদের পিছনে রাখা হয়েছে। তবে মর্মার্থ হলো, যাঁদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হলো। এরা তিন জন হলেন হযরত কা'ব ইবনে মালেক , মুরারা ইবনে রবি এবং হেলাল ইবনে উমাইয়্যা (রা.) তাঁরা তিনজনই ছিলেন আনসারের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি যারা ইতিপূর্বে বায়াত আকাবা ও মহানবী ﷺ-এর সাথে বিভিন্ন জিহাদে শরিক হয়েছিলেন। কিন্তু এ সময় ঘটনাচক্র তাঁদের বিচ্যুতি ঘটে যায়। অন্যদিকে যে মুনাফিকরা কপটতার দরুন এ যুদ্ধে শরিক হয়নি, তারা তাঁদের কুপরামর্শ দিয়ে দুর্বল করে তুলল। অতঃপর যখন রাসূলে আকরাম ﷺ জিহাদ থেকে ফিরে আসলেন, তখন মুনাফিকরা নানা অজুহাত দেখিয়ে ও মিথ্যা শপথ করে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চাইল আর মহানবী ﷺ-ও তাদের গোপন অবস্থাকে আল্লাহর সোপর্দ করে তাদের মিথ্যা শপথেই আশ্বস্ত হলেন, ফলে তারা দিব্যি আরামে সময় অতিবাহিত করে চলে আর ঐ তিন বুযুর্গ সাহাবীকে পরামর্শ দিতে লাগল যে, আপনারাও মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে রাসূল ﷺ-কে আশ্বস্ত করুন। কিন্তু তাদের বিবেক সায় দিল না। কারণ, প্রথম অপরাধ ছিল জিহাদ থেকে বিরত থাকা, দ্বিতীয় অপরাধ আল্লাহর রাসূলের সামনে মিথ্যা বলা, যা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই তাঁরা পরিষ্কার ভাষায় নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিলেন, যে অপরাধের সাজাস্বরূপ তাদের সমাজচ্যুতির আদেশ দেওয়া হয়। আর এদিকে কুরআন মাজীদ সকল গোপন রহস্য উদঘাটন এবং মিথ্যা শপথ করে অজুহাত সৃষ্টিকারীদের প্রকৃত অবস্থাও ফাঁস করে দেয়। অত্র সূরার ৯৪ থেকে ৯৮ নং আয়াত يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ .... عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ পর্যন্ত রয়েছে এদের অবস্থা ও নির্মম পরিণতির বর্ণনা। কিন্তু যে তিন জন সাহাবী মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে অপরাধ স্বীকার করেছেন, অত্র আয়াতটি নাজিল হয় তাঁদের তওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারে। ফলে দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন এহেন দুর্বিসহ অবস্থা ভোগের পর তারা আবার আনন্দিত মনে রাসূলে কারীম ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের সাথে মিলিত হন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জিহাদ থেকে বিরত থাকার যে ত্রুটি কতিপয় নিষ্ঠবান সাহাবীদের দ্বারাও সংঘটিত হয়ে গেল এবং পরে তাঁদের তওবা কবুল করা হলো, এ ছিল তাঁদের তাকওয়া ও আল্লাহভীতিরই ফলশ্রুতি। তাই এ আয়াতের মাধ্যমে সমস্ত মুসলমানকে তাকওয়ার হেদায়েত দান করা হয়েছে। আর وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ (তোমরা সবাই সত্যবাদীদের সাকে থাক।) বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সত্যবাদীদের সাহচর্য এবং তাদের অনুরূপ আমলের মাধ্যমেই তাকওয়া লাভ হয়। এখানে এমনো ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, ঐ সকল সাহাবীর পদস্খলনের মধ্যে মুনাফিকদের সাথে উঠাবসা ও তাদের পরামর্শেরও একটা দখল ছিল। তাই নাফরমানদের সাহচর্য ত্যাগ করে সত্যবাদীদের সাহচর্য অবলম্বন করা প্রয়োজন। কুরআনের এ আয়াতে আলেম ও সালেহগণের পরিবর্তে 'সাদেকীন' শব্দ ব্যবহার করে আলেম ও সালেহ -এর প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ সে ব্যক্তিই যথার্থ সালেহ বা নেককার যে ভিতরে ও বাহিরে সমান এবং নিয়ত ও ইচ্ছায় এবং কথা ও কর্মে সমান সত্য হয়।

দীনের ইলম হাসিল ও সংশ্লিষ্ট নিয়ম-নীতি : ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এ আয়াতটি দীনের ইলম হাসিলের মৌলিক দলিল। চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, এতে দীনি ইলমের এক সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচি এবং ইলেম হাসিলের পর আলেমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি হবে তাও বলে দেওয়া হয়েছে। এখানে বিষয়টির কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

দীনি ইলমের ফজিলত : দীনি ইলমের অগণিত ফজিলত ও ছওয়াব সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম ছোট বড় অনেক কিতাব লিখেছেন। এখানে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত হাদীস পেশ করা হলো। তিরমিযী শরীফে আবুদ্দারদা (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন যে, রাসূলে করীম ﷺ-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্যে কোনো পথ দিয়ে চলে, আল্লাহ এই চলার ছওয়াব হিসেবে তার রাস্তাকে জান্নাতমুখী করে দিবেন। আল্লাহর ফেরেশতাগণ দীনি জ্ঞান আহরণকারীর জন্য নিজেদের পালক বিছিয়ে রাখেন। আলেমের জন্য আসমান-জমিনের সমস্ত সৃষ্টি এবং পানির মৎস্যকুল দোয়া ও মাগফেরাত কামনা করে। অধিক হারে নফল ইবাদতকারী লোকের উপর আলেমের ফজিলত অপরাপর তারকারাজির উপর পূর্ণিমা চাঁদেরই অনুরূপ। আলেম সমাজ নবীগণের ওয়ারিশ। নবীগণ স্বর্ণ, রূপার মিরাশ রেখে যান না। তবে ইলমের মিরাশ রেখে যান। তাই যে ব্যক্তি ইলমের মিরাশ পায়, সে যেন মহা-সম্পদ লাভ করল। -[কুরতুবী]

ইমাম দারেমী (র.) স্বীয় 'মুসনাদ' গ্রন্থে এ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন যে, জনৈক সাহাবী নবী করীম ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন : বনী-ইসলাঈলের দু'জন লোক ছিলেন, যাদের একজন ছিলেন আলেম। তিনি শুধু নামাজ ও লোকদের দীনি তা'লীম দানে ব্যস্ত থাকতেন। অপরজন সারাদিন রোজা রাখতেন এবং সারারাত ইবাদতে নিয়োজিত থাকতেন। এ দু'জনের মধ্যে কার ফজিলত বেশি?' হুজুর ﷺ বলেন, সেই আলেমের ফজিলত আবেদের উপর এমন, যেমন আমার ফজিলত তোমাদের সাধারণ মানুষের উপর। -[কুরতুবী]

রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেন, শয়তানের মোকাবিলায় একজন ফিকহবিদ এক হাজার আবেদের চাইতেও শক্তিশালী ও ভারি। -[তিরমিযী, মাযহারী] তিনি আরো বলেন, মানুষের মৃত্যু হলে তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমলের ছওয়াব মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে। ১. সদকায়ে জারিয়া- যেমন মসজিদ, মাদরাসা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। ২. ইলম যার দ্বারা লোকেরা উপকৃত হয়। যেমন শাগরিদ রেখে গিয়ে ইলমে দীনের চর্চা জারি রাখা বা কোনো কিতাব লিখে যাওয়া। ৩. নেককার সন্তান- যে তার পিতার জন্য দোয়া করে এবং ছওয়াব পাঠাতে থাকে। -[কুরতুবী]

দীনি ইলম ফরজে আইন অথবা ফরজে কেফায়া হওয়ার বিবরণ : ইবনে আ'দী ও বায়হাকী বিশুদ্ধ সনদে হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন- طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ 'প্রত্যেক মুসলমানের উপর ইলম শিক্ষা করা ফরজ।' বলাবাহুল্য, এ হাদীসও উপরিউক্ত অপরাপর হাদীসে উল্লিখিত 'ইলম' শব্দের অর্থ দীনের ইলম তবে অন্যান্য বিষয়ের মতো দুনিয়াবি জ্ঞান-বিজ্ঞানও মানুষের জন্য জরুরি। কিন্তু হাদীসসমূহে সে সবের ফজিলত বর্ণিত হয়নি। অতঃপর দীনি ইলম বলতে একটি মাত্র বিষয়ই বুঝায় না; বরং তা বহু বিষয়েরই উপর পরিব্যাপ্ত এক বিরাট ব্যবস্থা। সুতরাং সমস্ত বিষয়ই একা আয়ত্ত করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই উল্লিখিত হাদীসে প্রত্যেক মুসলমানদের উপর যে ইলম তলব ফরজ করা হয়েছে, তার অর্থ হবে এই যে, সমস্ত মুসলমানদের জন্য দীনি ইলমের শুধু সে অংশটি আয়ত্ত করাই ফরজ করা হয়েছে, যা ঈমান ও ইসলামের জন্য জরুরি এবং যার অবর্তমানে মানুষ না পারে ফরজসমূহ আদায় করতে, আর না পারে হারাম বিষয় থেকে বাচতে। এ ছাড়া অন্যান্য বিষয়; কুরআন-হাদীসের মাসআলা মাসায়েল, কুরআন-হাদীস থেকে আহরিত শরিয়তের হুকুম-আহকাম ও তার অসংখ্য শাখা প্রশাখা আয়ত্তে আনা সকল মুসলমানের পক্ষে সম্ভবও নয় এবং ফরজে আইনও নয়। তবে গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্য তা ফরজে কেফায়াহ। তাই প্রতেকটি শহরেই যদি শরিয়তের উপরিউক্ত ইলম ও আইন কানুনের একজন সুদক্ষ আলেম থাকেন, তবে অন্যান্য মুসলমান এ ফরজের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে। কিন্তু যদি শহর বা পল্লীতে একজনও অভিজ্ঞ আলেম না থাকেন তবে তাদের কাউকেই আলেম বানানো বা অন্যখান থেকে কোনো আলেমকে ডেকে এনে এখানে রাখার ব্যবস্থা করা স্থানীয় লোকের পক্ষে ফরজ, যাতে করে যে কোনো প্রয়োজনীয় মাসআলা মাসায়েল সম্পর্কে তার কাছ থেকে ফতোয়া নিয়ে সেমতো আমল করা যায়। দীনি ইলম সম্পর্কে ফরজে আইন ও ফরজে কেফায়ার তাফসীল নিম্নরূপ :

ফরজে আইন : ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদাসমূহের জ্ঞান হাসিল করা, পাকী-নাপাকীর হুকুম-আহকাম জানা, নামাজ-রোজা ও অন্যান্য ইবাদত বা শরিয়ত যেসব বিষয় ফরজ বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর জ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হওয়া প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজ। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি নেসাবের মালিক, তার জন্য জাকাতের মাসআলা-মাসায়েল জানা, যে হজ্জ আদায় করতে সমর্থ তার পক্ষে তার আহকাম ও মাসায়েল জেনে নেওয়া, যে ব্যবসা-বাণিজ্য, কেনা বেচা বা শিল্প-কারখানায় নিয়োজিত , তার পক্ষে সংশ্লিষ্ট হুকুম-আহকাম জেনে রাখা এবং যে বিয়ের উদ্যোগ নিচ্ছে, তার পক্ষে বিয়ে ও তালাকের মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অবগত হওয়া ফরজ। এক কথায় শরিয়ত মানুষের উপর যেসব কাজ ফরজ বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর হুকুম-আহকাম ও মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান হাসিল করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরজ।

ইলমে তাসাউফ ও ফরজে আইনের অন্তর্ভুক্ত : শরিয়তের জাহেরী হুকুম তথা নামাজ-রোজা প্রভৃতি যে ফরজে-আইন তা সর্বজনবিদিত। তাই সেগুলোর ইলম রাখাও ফরজে আইন। হযরত কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) তফসীরে মাযহারীতে এ আয়াতের টীকায় লিখেছেন যে, যেহেতু বাতেনী আমলও সকলের জন্য ফরজে আইন, তাই বাতেনী আমল ও বাতেনী হারাম বস্তুর ইলম যাকে পরিভাষায় ইলমে তাসাউফ বলা হয়, তা হাসিল করাও ফরজে আইন।

অধুনা বিভিন্ন ইলম, তত্ত্বজ্ঞান, কাশফ ও আত্মোপলব্ধির সম্মিলিত রূপকে ইলমে তাসাউফ বলা হয়। তবে এখানে ফরজে আইন বলতে বাতেনী আমলের শুধু সে অংশকেই বুঝায় যা ফরজ-ওয়াজিবের তফসীল। যেমন, বিশুদ্ধ আকীদা, যার সম্পর্ক বাতেন তথা অন্তরের সাথে অথবা সবর, শোকর ও তাওয়াক্কুল প্রভৃতি এক বিশেষ স্তর পর্যন্ত ফরজ, কিংবা গর্ব অহংকার, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, কৃপণতা ও দুনিয়ার মোহ প্রভৃতি কুরআন ও হাদীস মতে হারাম। এগুলোর গতি-প্রকৃতি, অথবা সেগুলো হাসিল করার কিংবা হারাম থেকে বেঁচে থাকার নিয়ম-নীতি জেনে রাখাও সকল মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ। এ সকল বিষয়র উপরই হলো ইলমে তাসাউফের আসল ভিত্তি, যা ফরজে আইন।

ফরজে কেফায়া : পূর্ণ কুরআন মাজীদের অর্থ ও মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে অবহিত হওয়া, সমুদয় হাদীসের মর্ম বুঝা, বিশুদ্ধ ও দুর্বল হাদীস সম্পর্কে ওয়াকেফহাল থাকা, কুরআন ও হাদীস থেকে নির্গত আহকাম ও মাসায়েলের জ্ঞান অর্জন এবং এ সমস্ত ব্যাপারে সাহাবা, তাবেয়ীন ও মুজতাহিদ ইমামগণের ভাষ্য ও আমল থেকেও এ সম্পর্কিত পূর্ণ জ্ঞান হাসিল করা দুঃসাধ্য। তাই শরিয়ত একে ফরজে কেফায়া রূপে সাব্যস্ত করেছে। অর্থাৎ কিছু লোক যদি প্রয়োজনমতো এগুলোর জ্ঞান হাসিল করে নেয়, তবে অন্যান্যরাও দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

দীনি ইলমের সিলেবাস : কুরআন মাজীদ আলোচ্য আয়াতের একটি মাত্র শব্দে দীনি ইলমের প্রকৃতি ও তার পাঠ্যক্রম কি হবে তা ব্যক্ত করে দিয়েছে। বলা হয়েছে : لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ অথচ يَتَعَلَّمُوْنَ الدِّيْنَ (যেন দীনের জ্ঞান হাসিল করে) ও বলা যেত। কিন্তু কুরআন এখানে تَعَلُّمْ -এর স্থলে تَفَقُّهْ শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করেছে যে, নিছক দীনের ইলম 'পাঠ' করাই যথেষ্ট নয়। কারণ ইহুদি ও খ্রিস্টানেরাও তা পাঠ করে, আর শয়তান তো এক্ষেত্রে তাদের সকলের আগে: বরং ইলমে দীনের উদ্দেশ্য হলো দীনকে অনুধাবন করা কিংবা তাতে বিজ্ঞতা অর্জন করা। تَفَقُّهْ শব্দের অর্থও তাই। এটি فِقْه থেকে উদ্ভূত। فِقْه অর্থ বুঝা, অনুধাবন করা। উল্লেখ্য যে, কুরআন মাজীদ এ আয়াতে صِيْغَهْ مُجَرَّدْ ব্যবহার করে لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ (যেন তারা দীনকে বুঝে নেয়) বলেনি; বরং একে بَابْ تَفَعُّلْ এ নিয়ে لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ বলেছে। ফলে এতে পরিশ্রম ও সাধনাও শামিল হয়ে গেছে। সেমতে বাক্যের মর্ম হবে "তারা যেন দীন অনুধাবনের জন্য কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে তাতে দক্ষতা হাসিল করে।" বলাবহুল্য, পাকী-নাপাকী, নামাজ-রোজা ও হজ্জ-জাকাতের মাসআলা-মাসায়েল জানাকেই দীনকে অনুধাবন করা বলা যাবে না; বরং দীনের সত্যিকার অনুধাবন হলো, তাকে বুঝে তার প্রতিটি কথা ও কর্ম এবং যাবতীয় গতিবিধির হিসাব দিতে হবে রোজ হাশরে; দুনিয়ার এ জীবন তাকে কিরূপে অতিবাহিত করতে হবে– মূলতঃ এ চিন্তাই হলো দীন অনুধাবন। এজন্য ইমাম আবূ হানীফা (র.) 'ফিকহ' -এর যে সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন তা হলো এই যে, "ফিকহ সে শাস্ত্রকে বলা হয়, যাতে মানুষ নিজের করণীয় কাজকে বুঝে নেয় এবং সে সকল কাজকেও বুঝে নেয় যা' থেকে বেঁচে থাকা তার জন্য জরুরি " অধুনা মাসআলা-মাসায়েলের

বিস্তারিত জ্ঞানকেই যে, 'ইলমে ফিকহ' বলা হয় তা পরবর্তী যুগের পরিভাষা। কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী ফিকহের তাৎপর্য তাই যা ইমাম আবূ হানিফা (র.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি দীনের সমস্ত কিতাব পাঠ করে নিল, কিন্তু দীনকে পুরোপুরি বুঝতে পারল না, সে কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় আদৌ আলেম নয়।

এ তত্ত্ব থেকে বুঝা গেল যে, কুরআনের পরিভাষায় দীনের ইলম হাসিল করার অর্থ হলো, দীন সম্পর্কে প্রজ্ঞা অর্জন করা। তা কিতাবের মাধ্যমে বা আলেমগণের সাহায্যে যে কোনো উপায়েই হোক সবই একই সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত।

ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব : দীনের জ্ঞান হাসিলের পর ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব কি হবে তার পূর্ণ বিবরণ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ (যেন তারা জাতিকে আল্লাহর নাফরমানি থেকে ভয় প্রদর্শন করে) বাক্যটিতে। উল্লেখ্য যে, এখানে আলেমগণের দায়িত্ব বলা হয়েছে اِنْذَارٌ বা ভয়প্রদর্শন। এটি اِنْذَارٌ-এর শাব্দিক অর্থ, যথাযথ মর্মার্থ নয়। বস্তুতঃ ভয় প্রদর্শন বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের ভীতিপ্রদর্শন হলো, চোর-ডাকাত, শত্রু, হিংস্র জন্তু ও বিষাক্ত প্রাণী থেকে ভয় প্রদর্শন করা। অন্য ধরনের হলো, পিতা স্নেহবশে আপন ছেলেকে আগুন, বিষাক্ত প্রাণী ও অন্যান্য কষ্টদায়ক বস্তু থেকে যে ভয় প্রদর্শন করে। এর মূলে থাকে প্রগাঢ় মমতা, স্নেহবোধ। এ ভয় প্রদর্শনের কলাকৌশলও ভিন্ন। আরবিতে একেই বলা হয় اِنْذَارٌ- এজন্য নবী-রাসূলগণ نَذِيْرٌ উপাধীতে ভূষিত। আলেমগণের উপর জাতিকে ভয় প্রদর্শনের যে দায়িত্ব রয়েছে, তা মূলতঃ নবীগণের আংশিক মিরাশ-যা হাদীসমতে ওলামায়ে কেরাম লাভ করেছেন।

তবে এখানে উল্লেখ্য যে, নবীগণ بَشِيْر ও نَذِيْرٌ উভয় উপাধিতেই ভূষিত। نَذِيْر-এর অর্থ উপরে জানা গেল। আর بَشِيْر অর্থ সুসংবাদ দানকারী। সুতরাং নবীগণের উপর দায়িত্ব হলো সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ দান করা। আলোচ্য আয়াতে যদিও শুধু ভয় প্রদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু অন্য দলিলের দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, আলেমগণের অন্যতম দায়িত্ব হলো নেককার বান্দাদেরকে সুসংবাদ দেওয়া। তবে এখানে শুধু ভয় প্রদর্শনের উল্লেখ থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মানুষের আসল কাজ দু'টি। ১. দুনিয়া ও আখেরাতে যা কল্যাণকর, তা অবলম্বন করা এবং ২. অকল্যাণ ও অনিষ্টকর কাজ থেকে বেঁচে থাকা। আলেমও দার্শনিকদের ঐকমত্যে শেষোক্ত কাজটিই গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

শব্দবিশ্লেষণ :

خُلِّفُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّخْلِيْفُ মূলবর্ণ (خ . ل . ف) জিনস صحيح অর্থ– পিছনে ফেলা।

ضَاقَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلضِّيْقُ মূলবর্ণ (ض . ى . ق) জিনস اجوف يائى অর্থ– সংকীর্ণ হওয়া।হ্রাস পাওয়া।

رَحُبَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব كَرُمَ মাসদার اَلرُّحْبُ মূলবর্ণ (ر . ح . ب) জিনস صحيح অর্থ– প্রসারিত হওয়া।

لَايَطَئُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوَطْئُ মূলবর্ণ (و . ط . ى) জিনস لفيف معروف অর্থ– চলা, অতিক্রম করা।

لَايَنَالُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلنَّيْلُ মূলবর্ণ (ن . ى . ل) জিনস اجوف يائى অর্থ– পাওয়া, কৃতকার্য হওয়া।

يَتَفَقَّهُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّل মাসদার اَلتَّفَقُّهُ মূলবর্ণ (ف . ق . ه) জিনস صحيح অর্থ– বুঝ হওয়া, বুদ্ধি হওয়া, জ্ঞান হওয়া।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا۟ فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ (١٢٣)

১২৩. হে ঈমানদারগণ! সে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের আশেপাশে অবস্থান করে, আর যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা পায়, আর দৃঢ়বিশ্বাস রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন।

وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنًا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (١٢٤)

১২৪. আর যখনই কোনো সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন কোনো কোনো মুনাফিক বলে, তোমাদের মধ্যে এ সূরা কার ঈমান বৃদ্ধি করল? অনন্তর যেসকল লোক ঈমান এনেছে এ সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত করেছে এবং তারাই আনন্দ লাভ করছে।

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ كَٰفِرُونَ (١٢٥)

১২৫. আর যাদের অন্তরসমূহে রোগ রয়েছে, এ সূরা তাদের মধ্যে তাদের মলিনতার সাথে আরো মলিনতা বর্ধিত করেছে, আর তারা কুফরের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছে।

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِى كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ (١٢٦)

১২৬. আর তারা কি দেখে না যে, তারা প্রত্যেক বৎসর একবার অথবা দুবার কোনো না কোনো বিপদে পতিত হয়ে থাকে? তবুও তারা প্রত্যাবর্তন করে না, আর না তারা কিছু বুঝে।

وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَىٰكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ ٱنصَرَفُوا۟ ۚ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ (١٢٧)

১২৭. আর যখনই কোনো সূরা নাজিল করা হয়, তখন তারা একে অন্যের দিকে তাকাতে থাকে; [এবং ইঙ্গিতে বলে যে,] তোমাদেরকে কেউ লক্ষ্য করছে কি? অতঃপর চলে যায়, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরগুলোকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, কারণ তারা হচ্ছে নির্বোধ সম্প্রদায় মাত্র।

শাব্দিক অনুবাদ :

১২৩. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ হে ঈমানদারগণ! قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ সেই কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের আশে পাশে অবস্থান করে وَلْيَجِدُوا۟ فِيكُمْ غِلْظَةً আর যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা পায় وَٱعْلَمُوٓا۟ আর দৃঢ় বিশ্বাস রাখ যে أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ আল্লাহ তা'আলা, পরহেজগারদের সাথে আছেন।

১২৪. وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ আর যখনই কোনো সূরা অবতীর্ণ হয় فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ তখন কোনো কোনো মুনাফিক বলে أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنًا তোমাদের মধ্যে এ সূরা কার ঈমান বৃদ্ধি করল فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ অনন্তর যে সকল লোক ঈমান এনেছে فَزَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا এ সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত করেছে وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ এবং তারাই আনন্দ লাভ করছে।

১২৫. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ আর যাদের অন্তরসমূহে রোগ রয়েছে فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ এ সূরা তাদের মধ্যে মলিনতার সাথে আরো মলিনতা বৃদ্ধি করেছে وَمَاتُوا۟ وَهُمْ كَٰفِرُونَ আর তারা কুফরের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।

১২৬. أَوَلَا يَرَوْنَ আর তারা কি দেখে না যে, أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ তারা কোনো না কোনো বিপদে পতিত হয়ে থাকে فِى كُلِّ عَامٍ প্রত্যেক বৎসর مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ একবার অথবা দুবার ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ তবুও তারা প্রত্যাবর্তন করে না وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ আর না তারা কিছু বুঝে।

১২৭. وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ আর যখন কোনো সূরা নাজিল করা হয় نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ তখন তারা একে অন্যের দিকে তাকাতে থাকে هَلْ يَرَىٰكُم مِّنْ أَحَدٍ তোমাদেরকে কেউ লক্ষ্য করছে কি? ثُمَّ ٱنصَرَفُوا۟ অতঃপর চলে যায় صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم আল্লাহ তাদের অন্তর গুলোকে ফিরিয়ে দিয়েছেন بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ কারণ তারা হচ্ছে নির্বোধ সম্প্রদায় মাত্র।

১২৮. অবশ্যই তোমাদের নিকট আগমন করেছেন তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন পয়গাম্বর, যাঁর নিকট তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয়, যিনি হচ্ছেন তোমাদের অতিশয় হিতাকাঙ্ক্ষী, মুমিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণাপরায়ণ।	لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (١٢٨)
১২৯. অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আপনি বলে দিন যে, আমার জন্য তো আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কেউই উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয়: আমি তাঁরই উপর নির্ভর করেছি, আর তিনি হচ্ছেন অতি বড় আরশের মালিক।	فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ (١٢٩)

শাব্দিক অনুবাদ :

১২৮. لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ অবশ্যই তোমাদের নিকট আগমন করেছেন এমন একজন পয়গাম্বর مِّنْ اَنْفُسِكُمْ তোমাদেরই মধ্যকার عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ যার নিকট তোমাদের ক্ষতির বিষয় অতি কষ্টকর মনে হয় حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ যিনি হচ্ছেন তোমাদের অতিশয় হিতাকাঙ্ক্ষী بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ মুমিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণাপরায়ণ।

১২৯. فَاِنْ تَوَلَّوْا অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় فَقُلْ তবে আপনি বলে দিন যে, حَسْبِيَ اللّٰهُ আমার জন্য তো আল্লাহ তা'আলা যথেষ্ট لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তিনি ব্যতীত কেউই উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয় عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ আমি তাঁরই উপর নির্ভর করেছি وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ আর তিনি হচ্ছেন অতি বড় আরশের মালিক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১২৩. আয়াতের শানে নুযূল : বর্ণিত রয়েছে যে, কাফের সম্প্রদায়কে ব্যাপক ভাবে হত্যা করার নির্দেশ নাজিল হবার পূর্বে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। তবে এ অভিমত অত্যন্তই দুর্বল। কারণ আলোচ্য আয়াত শেষের দিকে নাজিল হয়েছে। অনেক মুফাসসিরীনের মতে আলোচ্য আয়াত সিরিয়ার পথে রোম বর্তমান ইউরোপ অভিযানের প্রতি ইঙ্গিত করে নাজিল করা হয়েছে। -[বাহরে মুহীত-১১৭/৫]

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ছিল জিহাদের প্রেরণা। আলোচ্য ১২৩ তম আয়াত থেকে ১২৭ তম আয়াতের প্রথম আয়াতে يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوْا-এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হচ্ছে যে, কাফেররা দুনিয়ার সর্বত্রই রয়েছে। তবে কোন নিয়মে তাদের সাথে জিহাদ করা হবে? এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী, প্রথমে তাদের সাথে জিহাদ করবে। নিকটবর্তী দু'রকমের হতে পারে। ১. অবস্থানের দিক দিয়ে অর্থাৎ যারা তোমাদের নিকটে অবস্থানকারী, প্রথমে তাদের সাথে জিহাদ কর। ২. গোত্র, আত্মীয়তা ও সম্পর্কের দিক দিয়ে যারা নিকটবর্তী অন্যান্যদের আগে তাদের সাথে জিহাদ চালিয়ে যাও। কারণ ওদের কল্যাণ সাধনই ইসলামি জিহাদের উদ্দেশ্য। আর কল্যাণ সাধনের বেলায় আত্মীয়-স্বজন অগ্রগণ্য। যেমন, কুরআনে রাসূলে কারীম ﷺ কে আদেশ দেওয়া হয়েছে- وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ অর্থাৎ "হে রাসূল! নিজের নিকটাত্মীয়গণকে আল্লাহর আজাবের ভয় প্রদর্শন করুন।" তাই তিনি এ আদেশ পালনে সর্বাগ্রে স্বগোত্রীয়দের সমবেত করে আল্লাহর বাণী শুনিয়ে দেন। অনুরূপ, তিনি স্থান হিসেবে প্রথমে মদিনার আশ-পাশের কাফের তথা বনূ-কুরাইযা, বনূ-নযীর ও খায়বরবাসীদের সাথে বুঝা পড়া করেন। তারপর দূরবর্তী লোকদের সাথে জিহাদ করেন এবং সবশেষে রোমানদের সাথে জিহাদের আদেশ আসে, যার ফলে তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

غِلْظَةٌ : قوله وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً অর্থ- কঠোরতা, শক্তিমত্তা। বাক্যের মর্ম হলো, কাফেরদের সাথে এমন ব্যবহার কর, যাতে তোমাদের কোনো দুর্বলতা তাদের চোখে ধরা না পড়ে। فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا বাক্য থেকে বুঝা

যায়, কুরআনের আয়াতের তেলাওয়াত, চিন্তা-ভাবনা এবং সে অনুযায়ী আমল করার ফলে ঈমানের উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ঘটে। অর্থাৎ ঈমানের নূর ও আস্বাদ বৃদ্ধি পায়। ফলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফরমাবরদারী সহজ হয়ে উঠে। ইবাদতে স্বাদ পায়, গুনাহের প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণা জন্মে ও কষ্টবোধ হয়।

হযরত আলী (রা.) বলেন, ঈমান যখন অন্তরে প্রবেশ করে, তখন একটি নূরের শ্বেতবিন্দুর মতো দেখায়। অতঃপর যতই ঈমানের উন্নতি হয়, সেই শ্বেতবিন্দু সম্প্রসারিত হয়ে উঠে। এমনকি শেষ পর্যন্ত গোটা অন্তর নূরে ভরপুর হয়ে যায়। তেমনি গুনাহ ও মুনাফিকীর ফলে প্রথমে অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। অতঃপর পাপাচার ও কুফরির তীব্রতার সাথে সাথে সে কালো দাগটিও বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত গোটা অন্তর কালো হয়ে যায়। –[মাযহারী] এজন্য সাহাবায়ে কেরাম একে অন্যকে বলতেন : আস, কিছুক্ষণ একত্রে বসি এবং দীন ও পরকাল সম্পর্কে আলোচনা করি, যাতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।

يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ বাক্যে মুনাফিকদের সতর্ক করা হয়েছে যে, তাদের কপটতা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ প্রভৃতি অপরাধের পরিণতিতে প্রতিবছরই তারা কখনো একবার, কখনো দু'বার নানা ধরনের বিপদে পতিত হয়। যেমন, কখনো তাদের কাফের মিত্ররা পরাজিত হয়, কখনো তাদের গোপন অভিসন্ধি ফাঁস হয়ে যাওয়ার ফলে তারা দিবানিশি-মর্মপীড়া ভোগ করে। এখানে এক বা দু'বার বলতে কোনো বিশেষ সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়; রবং বলা হচ্ছে যে, তাদেরই এ দুর্ভোগের পালা শেষ হওয়ার নয়। এ সত্ত্বেও কি তারা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ .... وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ এ দু'টি আয়াত সূরা তওবার সর্বশেষ আয়াত, তাতে বলা হয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ সকল সৃষ্টির উপর, বিশেষতঃ মুসলমানদের উপর বড় দয়াবান ও স্নেহশীল। সর্বশেষ আয়াতে তাঁকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনার যাবতীয় চেষ্টা-তাদবীরের পরও যদি কিছু লোক ঈমান গ্রহণে বিরত থাকে, তবে ধৈর্য ধরুন এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন।

সূরা তওবার শেষে একথা বলার সঙ্গত কারণ হলো এই যে, এর সর্বত্র রয়েছে কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও যুদ্ধ জিহাদের বর্ণনা, যা আল্লাহর প্রতি আহ্বানের সর্বশেষ পন্থা রূপে বিবেচিত। আর এ পন্থা তখনই অবলম্বন করা হয়, যখন মৌখিক দাওয়াত ও ওয়াজ তবলীগে হেদায়েতের সকল আশা তিরোহিত হয়। তবে নবীগণের সমস্ত কাজ হলো স্নেহ-মমতা ও হামদর্দির সাথে আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকা, তাদের পক্ষ থেকে অবজ্ঞা ও যাতনার সম্মুখীন হলে, তা আল্লাহর প্রতি সোপর্দ করা এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখা। এখানে 'আরশে আযীমের অধিপতি' বলার উদ্দেশ্য একথা বুঝানো যে, তাঁর অনন্ত কুদরত সমগ্র জগতের উপর পরিব্যাপ্ত। হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.)-এর মতে এ দু'টি আয়াত হলো কুরআন মাজীদের সর্বশেষ আয়াত। এরপর আর কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। এ অবস্থায় নবী করীম ﷺ-এর ইন্তেকাল হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও এ মতই পোষণ করেন। –[কুরতুবী]

শব্দবিশ্লেষণ :

يَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْوَلْىُ মূলবর্ণ (و . ل . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– কাছে আসা, নিকটতর হওয়া।

يَسْتَبْشِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِبْشَارُ মূলবর্ণ (ب . ش . ر) জিনস صحيح অর্থ– খুশি হওয়া, আনন্দিত হওয়া।

رِجْسًا : নাপাকী, নর্দমা, আবর্জনা। একবচন, বহুবচন اَرْجَاسٌ

يُفْتَنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْفِتَنُ মূলবর্ণ (ف . ت . ن) জিনস صحيح অর্থ– বাছাই করা, শাস্তি দেওয়া, জ্বালানো।

مَا عَنِتُّمْ : শুরুর مَا টি মাসদারিয়্যাহ। عَنِتُّمْ সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْعَنَتُ মূলবর্ণ (ع . ن . ت) জিনস صحيح অর্থ– কষ্টে পড়া, দুঃখে পড়া, বিপদে পড়া।

سُوْرَةُ يُوْنُسَ

সূরা ইউনুস

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত- ১০৯, রুকূ'- ১১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

الٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ (١)

১. আলিফ-লাম-রা। এগুলো হচ্ছে অতি সূক্ষ্মতত্ত্বপূর্ণ কিতাবের আয়াতসমূহ।

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ (٢)

২. মানুষের জন্য এটা কি আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তাদের মধ্য হতে একজনের নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যে, আপনি সকলকে ভয় প্রদর্শন করেন এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে এ সুসংবাদ দেন যে, তারা তাদের পরওয়ারদেগারের নিকট পূর্ণ মর্যাদা লাভ করবে; কাফেররা বলতে লাগল যে, এ ব্যক্তি তো নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য জাদুকর।

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ (٣)

৩. নিশ্চয় আল্লাহই হচ্ছেন তোমাদের প্রতিপালক, যিনি আসমানসমূহকে এবং জমিনকে সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন, তিনি প্রত্যেক কাজ পরিচালনা করে থাকেন। কোনো সুপারিশকারী নেই, কিন্তু তার অনুমতির পর এমন আল্লাহ হচ্ছেন তোমাদের পরওয়ারদেগার। অতএব, তোমরা তাঁর ইবাদত কর। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

শাব্দিক অনুবাদ :

১. الٓرٰ আলিফ-লাম-রা- تِلْكَ এটা হচ্ছে اٰيٰتُ আয়াত সমূহ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ সূক্ষ্মতত্ত্বপূর্ণ কিতাবের।

২. اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا মানুষের জন্য কি এটা বিস্ময়কর হয়েছে যে, اَنْ اَوْحَيْنَا اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ আমি তাদের মধ্য হতে একজনের নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যে, اَنْ اَنْذِرِ النَّاسَ আপনি সকলকে ভয় প্রদর্শন করেন وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে এ সুসংবাদ দেন যে, قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ তারা তাদের পরওয়ারদেগারের নিকট পূর্ণ মর্যাদা লাভ করবে قَالَ الْكٰفِرُوْنَ কাফেররা বলতে লাগল যে, اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ مُّبِيْنٌ এ ব্যক্তি তো নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য জাদুকর।

৩. اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ নিশ্চয় আল্লাহই হচ্ছেন তোমাদের প্রতিপালক الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ যিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ছয় দিনে ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন يُدَبِّرُ الْاَمْرَ তিনি প্রত্যেক কাজ পরিচালনা করে থাকেন مَا مِنْ شَفِيْعٍ কোনো সুপারিশকারী নেই اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اِذْنِهٖ কিন্তু তার অনুমতির পর ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ এমন আল্লাহ হচ্ছেন তোমাদের পরওয়ারদেগার فَاعْبُدُوْهُ অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত কর اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না।

৪. তোমাদের সকলকে আল্লাহরই দিকে ফিরে যেতে হবে; আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা সত্য। নিশ্চয় তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনিই পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। যাতে এরূপ লোকদের যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তাদেরকে ইনসাফ মতো প্রতিফল প্রদান করেন; আর যারা কুফরি করেছে তারা পান করার জন্য উত্তপ্ত পানি পাবে এবং যন্ত্রণাদায়ক আজাব হবে তাদের কুফরি আচরণের কারণে।	إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (٤)
৫. আল্লাহ এমন, যিনি সূর্যকে দীপ্তিমান বানিয়েছেন এবং চন্দ্রকে আলোকময় বানিয়েছেন এবং তার [গতির] জন্য মঞ্জিলসমূহ নির্ধারিত করেছেন, যাতে তোমরা বৎসরসমূহের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার; আল্লাহ এ সমস্ত বস্তু অযথা সৃষ্টি করেননি, তিনি এ প্রমাণাদি বিশদভাবে বর্ণনা করছেন সে সকল লোকদের জন্য যারা জ্ঞানবান।	هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥)
৬. নিঃসন্দেহে রাত্র ও দিনের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ যা কিছু আসমানসমূহে ও জমিনে সৃষ্টি করেছেন তৎসমুদয়ের মধ্যে প্রমাণসমূহ রয়েছে সেই লোকদের জন্য যারা [আল্লাহর] ভয় পোষণ করে।	إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ (٦)

শাব্দিক অনুবাদ :

৪. إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا তোমাদের সকলকে আল্লাহরই দিকে ফিরে যেতে হবে وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা সত্য إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ নিশ্চয় তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন ثُمَّ يُعِيدُهُ অতঃপর তিনিই পুনর্বারও সৃষ্টি করবেন لِيَجْزِيَ যাতে এরূপ লোকদের প্রতিফল প্রদান করেন الَّذِينَ آمَنُوا যারা ঈমান আনয়ন করেছে وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ এবং নেক কাজ করেছে بِالْقِسْطِ ইনসাফ মতো وَالَّذِينَ كَفَرُوا আর যারা কুফরি করেছে لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ তারা পান করার জন্য উত্তপ্ত পানি পাবে وَعَذَابٌ أَلِيمٌ এবং যন্ত্রণাদায়ক আজাব হবে بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ তাদের কুফরি আচরণের কারণে।

৫. هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً আল্লাহ এমন যিনি সূর্যকে দীপ্তিমান বানিয়েছেন وَالْقَمَرَ نُورًا এবং চন্দ্রকে আলোকময় বানিয়েছেন وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ এবং তার জন্য মঞ্জিলসমূহ নির্ধারণ করেছেন لِتَعْلَمُوا যাতে তোমরা জানতে পার عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ বৎসর সমূহের সংখ্যা ও হিসাব مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ আল্লাহ এ সমস্ত বস্তু অযথা সৃষ্টি করেননি يُفَصِّلُ الْآيَاتِ তিনি এ প্রমাণাদি বিশদভাবে বর্ণনা করছেন لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ সে সকল লোকদের জন্য যারা জ্ঞানবান।

৬. إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ নিঃসন্দেহে রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনে وَمَا خَلَقَ اللَّهُ এবং আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তৎসমূদ্বয়ের মধ্যে فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আসমান সমূহে ও জমিনে لَآيَاتٍ প্রমাণসমূহ রয়েছে لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ সেই লোকদের জন্য যারা (আল্লাহর) ভয় পোষণ করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. আয়াতের শানে নুযূল– ১ : মক্কার কাফের মুশরিক সম্প্রদায়ের লোকজন বলাবলি করত যে, আল্লাহ যদি মানুষ হতেই রাসূল বানাতে ইচ্ছা করছিলেন, তাহলে তিনি আবূ তালিবের এ এতিম ছাড়া আর অন্য কাউকে কি পাননি? তাদের এ সকল কটু মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এ সূরায়ে ইউনুস নাজিল করেছেন।–[বাহরে মুহীত-১২৫/৫

শানে নুযূল–২ : ইবনে জারীর (র.) বলেন যে, আরবের লোকেরা তাদের মধ্য হতেই যে একজনকে রাসূল বানানো হলো, তাতে তারা আশ্চর্য বোধ করতে লাগল। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য সূরাকে নাজিল করেন্ –[বাহরে মুহীত-১২/৫]

সূরা বিষয়সূচি : আলোচ্য সূরায় পাঁচটি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ১. একত্ববাদের প্রসঙ্গ ২. রেসালাত প্রসঙ্গ ৩. কুরআন প্রসঙ্গ ৪. পুনরুত্থান প্রসঙ্গ ৫ কোনো ঘটনা বহুল দ্বারা ভীতি প্রদর্শন ও সতর্ক করা প্রসঙ্গ।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিষয়টির সাথে রেসালাত সংক্রান্ত অলিকভাবে উত্থাপি সন্দেহ-সংশয় ও তার নিরসন। ৩য় বিষয়টির সাথে কুরআনকে অমান্যকারীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব। ৪র্থ বিষয়টির সাথে কর্মফলের প্রতিফল ও শাস্তি এবং দুনিয়া ও তার ধ্বংস সম্বন্ধীয় আলোচনা এবং ৫ম বিষয়টিতে কোনো কোনো সন্দেহের অবসান ও রাসূল ﷺ -কে প্রশান্তি দান প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হবে। –[বয়ানুল কুরআন-৩/৫]

২. আয়াতের শানে নুযূল : ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, আবুশ শায়খ ও ইবনে মারদুভিয়া প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ-কে যখন রাসূল বানিয়ে পাঠান, তখন আরবের লোকেরা তাঁকে মেনে নিতে অস্বীকার করল। আর যারা মেনে নিতে অস্বীকার জ্ঞাপন করল, তারা বলল যে, আল্লাহ এমন একজন মানুষকে রাসূল হিসেবে পাঠাবার নন। তখন সে প্ররিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[দুররে মানছুর-২৯৯/৩]

নামকরণ : যেহেতু এ সূরায় হযরত ইউনুস (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তাই সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সূরাটি 'সূরায়ে ইউনুস' নামে খ্যাতি লাভ করে। অনেক সূরার নাম তার বিশেষ অংশের কারণে রাখা হয়েছে, এ সূরাটি তন্মধ্যে অন্যতম। এ সূরা হিজরতের পূর্বে মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছে। এ সূরার তিনটি আয়াত মদিনা শরীফে নাজিল হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরা তওবায় মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের এবং মোনাফিকদের অবমাননার কথা বর্ণিত হয়েছে। মুশরিক এবং মোনাফিকরা প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তকে অস্বীকার করে। তাঁর প্রতি যে আল্লাহর ওহী নাজিল হয় সে কথা তারা মেনে নিতে রাজি হয়নি। তৌহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদে তারা বিশ্বাস করতো না। এজন্য এ সূরায় তৌহিদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদ, রাসূল ﷺ -এর রিসালাত এবং কিয়ামত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাকের একত্ববাদ এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর রিসালাত সম্পর্কে তাদের মনে যে সন্দেহ ছিল তা খণ্ডন করা হয়েছে। আল্লাহর কিতাবকে অস্বীকার করার ব্যাপারে মুশরিক এবং মুনাফিকরা ছিল একমত এবং একে অন্যের সহযোগী। তাই তাদের উভয়ের ভ্রান্ত মত ও পথের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে এ সূরায়।

সূরায়ে তওবার শেষে একথা ইরশাদ হয়েছে, যখনই কুরআনে কারীমের কোনো আয়াত নাজিল হতো তখনই মুনাফিকরা এ ব্যাপারে বিদ্রূপ করত। আর মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ -এর রিসালাত সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করত। তারা একথাও বলত, আবূ তালেবের এতিম ভ্রাতুষ্পুত্র ব্যতীত আল্লাহ পাক নবুয়তের জন্য আর কোনো লোক পাননি। (নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক)

এজন্য সূরায়ে ইউনুসের শুরুতেই "কিতাবে হাকিমের" উল্লেখ রয়েছে। যে হেকমতপূর্ণ গ্রন্থের তথা মহান গ্রন্থপবিত্র কুরআন সম্পর্কে মুনাফিকরা বিদ্রূপ করত তারই আলোচনা দিয়ে শুরু হয়েছে সূরা ইউনুস। এরপর মুশরিকদের বিস্ময়ের জবাব দেওয়া হয়েছে এভাবে– اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَآ اِلٰى رَجُلٍ مِّنْهُمْ অর্থাৎ

এটি কি মানুষের নিকট বিস্ময়ের কারণ হয়েছে? যে, আমি তাদেরই মধ্য থেকে এক ব্যক্তির নিকট ওহী নাজিল করেছি। এখানে স্মরণযোগ্য যে, সূরায়ে তওবার শেষ আয়াতে– لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত দ্বারা যেন একথা বলা হয়েছে যে, এমন গুণাবলির অধিকারী মহান রাসূলের রিসালাতকে অস্বীকার করা বোকামি ব্যতীত আর কিছুই নয়; যিনি তোমাদের কল্যাণ সাধনের জন্য থাকেন উদগ্রীব, তোমাদের কষ্ট যাঁর নিকট দুঃসহ, যিনি তোমাদের জন্য অত্যন্ত দয়াবান, অতীব মেহেরবান এমন রাসূলকে অস্বীকার করা এবং তাঁর প্রতি বিদ্রূপ করা শুধু বোকামিই নয়; বরং হতভাগা হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এখানে আরো একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য তা হলো সূরায়ে তওবার শেষ আয়াতের সর্বশেষ অংশে ছিল তৌহিদের বয়ান। لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (আল্লাহ পাক ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, আমি তাঁর প্রতিই ভরসা রাখি, আর তিনি মহান আরশের মালিক) ঠিক এভাবে আলোচ্য সূরার শুরুতেও প্রাথমে প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়ত ও রিসালাতের কথা বর্ণিত হয়েছে। এরপর আল্লাহ পাকের একত্ববাদ এবং তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি নৈপুন্যের ও অনন্ত অসীম শক্তির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে– إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ। (নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ পাক, যিনি ছয় দিনে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন)

এরপর মানুষের কর্মফল তথা আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর কথা ইরশাদ হয়েছে। এভাবে সূরার শেষ পর্যন্ত আলোচ্য তিনটি বিষয়ের উপরও আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, যে সব সূরা মদিনা শরীফে নাজিল হয়েছে ঐ সূরাসমূহে বিশেষভাবে ইসলামের বিধি-নিষেধ বর্ণিত হয়েছে যেমন, নিকাহ, তালাক, উত্তরাধিকার, কেসাস, জিহাদ এবং হালাল হারাম প্রভৃতি। পক্ষান্তরে, যে সব সূরা হিজরতের পূর্বে তথা মক্কায় নাজিল হয়েছে সেগুলোতে ইসলামের মূলনীতি যথা তৌহিদ রিসালাত এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের কথা বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু এ সূরাও মক্কায় অবতীর্ণ, তাই এ সূরায় তৌহিদ রিসালাত এবং আখেরাতের কথা বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত, সূরায়ে তওবায় মুনাফিকদের অবস্থা, কথাবার্তা এবং পরিণাম সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। আর এ সূরায়ও কাফের এবং মুশরিকদের অবস্থা, কথাবার্তা এবং পরিণাম সম্পর্কে ঘোষণা রয়েছে।

তাছাড়া এ পর্যায়ে আরো একটি কথা প্রণিধানযোগ্য, তা হলো যেহেতু এ সূরা মক্কায় নাজিল হেয়েছে তাই মক্কাবাসী কাফের মুশরিকদের উদ্দেশ্যে এতে রয়েছে বিশেষ নসিহত। এ প্রসঙ্গে হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায় যথা সময়ে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছে বলে এ ঈমান তাদের জন্য উপকারী হয়েছে। হে মক্কাবাসী! যদি তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি ও তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর প্রতি ঈমান আন তবে তা তোমাদের জন্য হবে উপকারী।

আল্লামা আলূসী (র.) পূর্ববর্তী সূরার সাথে এ সূরার সম্পর্কের ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, সূরায়ে তওবা শেষ করা হয়েছে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর সম্পর্কে বর্ণনা দ্বারা, আর এই সূরা শুরু করা হয়েছে হুজুর ﷺ-এর আলোচনার মাধ্যমে।

দ্বিতীয়ত " সূরায়ে তওবায় ইরশাদ হয়েছে, যখন কুরআনে কারীমের কোনো সূরা নাজিল হতো তখন মুনাফিকরা কি বলত? আর এ সূরায় ইরশাদ হয়েছে, যখন পবিত্র কুরআনের কোনো সূরা নাজিল হতো তখন কাফেররা কি বলত? সূরায়ে তওবায় মুনাফিকদের অন্যায় আচরণের বিবরণ স্থান পেয়েছে, আর এ সূরায় কাফেরদের নিন্দনীয় কর্মের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

সূরা ইউনুস মক্কায় অবতীর্ণ। কেউ কেউ এ সূরার মাত্র তিনটি আয়াতকে মদনী বলে উল্লেখ করেছেন, যা মদিনায় হিজরত করার পর নাজিল হয়েছে। এ সূরার মধ্যেও কুরআন পাক এবং ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্যাবলি-তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাত ইত্যাদি বিষয়ের যথার্থতা বিশ্বচরাচর এবং তার মধ্যকার পরিবর্তন-পরিবর্ধনশীল ঘটনাবলির মাধ্যমে প্রমাণ দেখিয়ে ভালো করে বোধগম্য করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাথে প্রমাণ দেখিয়ে ভালো করে বোধগম্য করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাথে সাথে কিছু উপদেশমূলক, ঐতিহাসিক ঘটনাবলি এবং কাহিনীর অবতারণা বহর সে সমস্ত লোকদের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার এসব প্রকাশ্য

নিদর্শনসমূহের উপর একটুও চিন্তা করে না। এতদসঙ্গে অংশীবাদের খণ্ডন এবং তৎসম্পর্কিত কিছু সন্দেহেরও উত্তর দেওয়া হয়েছে। এ সূরার বিষয়বস্তু ও তাই এ সূরার বিষয়বস্তুর প্রতি নিবিড়ভাবে চিন্তা করলে পূর্ববর্তী সূরা তওবা আর এ সূরার মধ্যে যে যোগসূত্র রয়েছে তাও সহজেই বুঝা যায়। সূরা তওবায় এসব উদ্দেশ্যাবলি (তাওহীদ রিসালাত, আখেরাত ইত্যাদি) হাসিল করার জন্যই অবিশ্বাসী কাফেরদের সাথে জিহাদ করা এবং কুফর ও শিরকের শক্তিকে সাধারণ উপরণের মাধ্যমে পরাস্ত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ সূরা যেহেতু জিহাদের হুকুম নাজিল হওয়ার পূর্বে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, তাই উপরিউল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলিকে মক্কী জিন্দিগীর রীতি অনুযায়ী শুধু দলিল দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে।

الٓرٰ এগুলোকে হুরূফে 'মোকাত্তাআহ' বলা হয়, যা কুরআন মাজীদের অনেক সূরার শুরুতে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, الٓمٓ، عٓسٓقٓ، قٓ، حٰمٓ ইত্যাদি। এ সমস্ত শব্দের অর্থ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাফসীরকারকগণ অনেক কিছু লিখেছেন। এ ধরনের সমস্ত হরূফে মোকাত্তাআহ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন এবং অধিকাংশ বুযুর্গানে কেরামের অভিমত হলো এই যে, এগুলো বিশেষ কিছু গুপ্ত কথা, যার অর্থ হয়তো বা হুজুর ﷺ -কে বলা হয়েছিল, কিন্তু তিনি সাধারণ উম্মতকে শুধু সে সমস্ত জ্ঞান জ্ঞাতব্য সম্বন্ধেই অবহিত করেছেন, যা তারা বহন করতে পারবে এবং যা না হলে তাদের কাজকর্মে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারত। আর হুরূফে মোকাত্তাআর গূঢ় তত্ত্ব এমন কোনো জ্ঞাতব্য বিষয় নয় যে, তা না জানলে উম্মতের ঈমান ও আমলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে, কিংবা এমনও নয় যে, এগুলোর তত্ত্বকথা না জানলে উম্মতের কোনো ক্ষতি হতে পারে। এ জন্যই রাসূল ﷺ ও এগুলোর অর্থ উম্মতের জন্য অপ্রয়োজনীয় মনে করে বর্ণনা করেননি। এতএব, আমাদের পক্ষেও এগুলোর অর্থ বের করার পিছনে সময় ব্যয় করা উচিত হবে না। কারণ এটাতো সত্য কথা যে, এসব শব্দের অর্থ জানার মধ্যে যদি আমাদের কোনো রকম মঙ্গল নিহিত থাকত, তাহলে রহমতে আমল ﷺ অন্তর এগুলোর অর্থ বিশ্লেষণে কোনো রকম কার্পণ্য করতেন না।

দ্বিতীয় আয়াতে রয়েছে মুশরিকদের একটি সন্দেহ ও প্রশ্নের উত্তর। সন্দেহটি ছিল এই যে, কাফেররা তাদের মূর্খতার দরুন সাব্যস্ত করে রেখেছিল যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যে নবী বা রাসূল আসবেন তিনি মানুষ হবেন না; বরং তিনি মানুষ না হয়ে ফেরেশতা হওয়াটাই উচিত। কুরআন পাক বিভিন্ন জায়গায় তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার উত্তর বিভিন্ন প্রকারে দিয়েছে।

এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে : قُلْ لَوْ كَانَ فِى الْاَرْضِ مَلٰٓئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُوْلًا। "জমিনের উপর যদি ফেরেশতারা বাস করত, তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান হতে কোনো ফেরশতাকেই রাসূল বানিয়ে পাঠাতাম।" যার মূল কথা হলো এই যে, রিসালাতের উদ্দেশ্য ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না রাসূল এবং যাদের মধ্যে রাসূল পাঠানো হচ্ছে এই দুয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে। বস্তুতঃ ফেরেশতার সম্পর্ক থাকে ফেরেশতাদের সাথে আর মানুষের সম্পর্ক থাকে মানুষের সাথে। যখন মানুষের জন্য রাসূল পাঠানোটাই উদ্দেশ্য, তখন কোনো মানুষকেই রাসূল বানানো উচিত।

এ আয়াতে এ বিষয়টিই অন্যভাবে বলা হয়েছে যে, এ কারণে এসব লোকের বিস্মিত হওয়া যে, মানুষকে কেন রাসূল বানানো হলো এবং সে মানুষকেই বা কেন নাফরমান ব্যক্তিদেরকে আল্লাহর আজাবের ভীতি প্রদর্শন করার জন্য এবং যারা আল্লাহর ফরমাবরদার তাদেরকে ছওয়াবের সুসংবাদ শুনিয়ে দেওয়ার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হলো? এ বিস্ময় প্রকাশই একটি বিস্ময়ের বিষয়। কারণ মানুষের কাছে মানুষকে রাসূল করে পাঠানোই তো বুদ্ধিমত্তার কাজ। আশ্চর্য হওয়ার কারণ তখনই হতো যদি মানুষের কাছে মানুষ না পাঠিয়ে ফেরেশতা বা অন্য কাউকে পাঠানো হতো।

اِنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ বাক্যের দ্বারা সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। এখানে قَدَمْ অর্থ পা। যেহেতু পা-ই মানুষের চেষ্টা-তদবীর এবং উন্নতির চাবিকাঠি হয়ে থাকে, সেহেতু ভাবার্থ হিসেবে উচ্চমর্যাদাকে আরবিতে 'কদম' (পদমর্যাদা) বলে দেওয়া হয়। আর 'সত্যের পা' বলে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, এ উচ্চমর্যাদা যা তাঁরা পাবে তা সত্য ও সুনিশ্চিত এবং তা চিরকাল থাকার মতো প্রতিষ্ঠিতও বটে। পৃথিবীর পদমর্যাদার মতো নয়। যে,

কোনো কাজের বিনিময়ে প্রথমত সে সম্মান পাবার কোনো নিশ্চয়তাই থাকে না, আর যদিও বা পাওয়া যায় তবুও তা চিরকাল থাকার কোনো নিশ্চয়তা নেই। বরং সেই সম্মান বা পদমর্যাদা শেষ হয়ে গিয়ে ধূলোয় মিশে যাওয়াটাই বেশি বিশ্বাসযোগ্য। অনেক সময় দেখা যায়, তার জীবিত অবস্থায়ই তা শেষ হয়ে যায়, আর মৃত্যুর সময় তো পৃথিবীর সমস্ত পদমর্যাদা এবং ধন-সম্পদ থেকে মানুষ খালি হাত হয়ে যায়ই।

মোটকথা, صِدْق শব্দ ব্যবহার করে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, আখেরাতের পদমর্যাদা যেমন সত্য-সঠিক, তেমনি পরিপূর্ণ এবং চিরস্থায়ীও বটে। অতএব, বাক্যের অর্থ দাঁড়াল এই যে, ঈমানদারদেরকে এ সুসংবাদ দিয়ে দিন যে, তাঁদের জন্য তাঁদের পালনকর্তার কাছে অনেক বড় সম্মানিত মর্যাদা রয়েছে যা তাঁরা নিশ্চিতই পাবে এবং পাওয়ার পর কখনো তা শেষ হয়ে যাবে না অর্থাৎ, চিরকালই তারা সেই সম্মানিত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবে। কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, এক্ষেত্রে صِدْق শব্দ প্রয়োগের মাঝে এমন ইশারাও করা উদ্দেশ্য যে, বেহেশতের এসব উচ্চমর্যাদা একমাত্র সত্য নিষ্ঠা ও এখলাসের কারণেই পাওয়া যাবে। শুধু মৌখিকভাবে ঈমানের বাক্য উচ্চারণ করাই যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না মুখ এবং অন্তর উভয়টির মাধ্যমে নিষ্ঠার সাথে ঈমান আনবে। যার অনিবার্য ফলাফল হলো নেক কাজের উপর পাবন্দি করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা।

তৃতীয় আয়াতে তাওহীদকে এমন অনস্বীকার্য বাস্তবতার দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, আসমান ও জমিনকে সৃষ্টি করার মধ্যে অতঃপর সমস্ত কাজ-কর্ম পরিচালনার মধ্যে যখন আল্লাহ তা'আলার কোনো শরিক-অংশীদার নেই, তখন ইবাদত-বন্দেগি এবং হুকুম পালনের ক্ষেত্রে অন্য কেউ কি করে শরিক হতে পারে? বরং এতে (ইবাদতে) অন্য কাউকে শরিক করা একান্তই অবিচার এবং সীমালঙ্ঘনের শামিল। এ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে যে, আসমানও জমিনকে (আল্লাহ পাক) মাত্র ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু আমাদের পরিভাষায় সময়ের সে পরিমাণকেই দিন বলা হয়, যা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সীমিত। আর এটা প্রকাশ্য যে, আসমান-জমিন ও তারকা-নক্ষত্রের সৃষ্টির পূর্বে সূর্যের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। তাহলে সূর্য উঠা এবং সূর্য ডুবার হিসেব কি করে হবে? কাজেই (দিন বলত) এখানে ঐ পরিমাণ সময় উদ্দেশ্য যা এ পৃথিবীতে সূর্য উঠা এবং ডুবার মাঝখানে হয়ে থাকে।

এই ছয় দিনের সামান্য সময়ে এতো বড় বিশ্ব যা আসমান, জমিন, তারকারাজি এবং এই বিশ্বে যত কিছু আছে সমস্তকে তৈরি করে দেওয়া একমাত্র সে পবিত্র 'যাতে-খোদা-ওয়ান্দীর পক্ষেই সম্ভব ছিল যিনি সমস্ত কিছুর উপরে কুদরত রাখেন। তাঁর সৃষ্টিকার্যের জন্য না আগে থেকে কোনো উপকরণের প্রয়োজন, না কোনো কারিগর বা খাদেমের প্রয়োজন; বরং আল্লাহ পাকের পরিপূর্ণ কুদরতের এমনই শান যে, যখনই তিনি কোনো কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তখন কোনো বস্তু বা কারো সাহায্য ছাড়াই এক মুহূর্তে তৈরি করে ফেলেন। এই ছয় দিনের অবকাশও হয়তো কোনো বিশেষ হেকমত এবং মঙ্গলের জন্যই গ্রহণ করা হয়েছিল। না হয় তিনি এই আসমান, জমিন এবং বিশ্বের সমস্ত কিছু এক মুহূর্তে তৈরি করে দিতে পারতেন। তারপর বলেছেন, ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ। অর্থাৎ আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কুরআন এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আল্লাহ পাকের আরশ এমন এক সৃষ্টি যা সমস্ত আসমান, জমিন এবং সমগ্র বিশ্ব-জাহানকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। গোটা সৃষ্টিজগত তারই বেষ্টনীর মধ্যে আবর্তিত।

এ তিনটি আয়াতে সমগ্র সৃষ্টজগতের বহু নিদর্শন উল্লিখিত হয়েছে, যা আল্লাহ জাল্লাশানুহুর পূর্ণ কুদরত ও পরিপূর্ণ হেকমতের স্বাক্ষর বহন করে এবং এ দাবির প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে যে, আল্লাহ পাক বিশ্বকে ধ্বংস করে গুড়িয়ে দিতে সক্ষম এবং পরে পুনরায় সেই কণাসমূহকে একত্রিত করে একেবারে নতুন অবস্থায় জীবিত করে হিসাব-নিকাশের পর পুরস্কার কিংবা শাস্তির আইন-জারি করবেন (আর এটাই বিবেক ও জ্ঞানের চাহিদা)। এ ব্যবস্থাও পরিচালনার একটি অংশ হলো- هُوَالَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاۤءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا এখানে ضِيَاۤءٌ এবং نُوْرٌ উভয়টির অর্থই জ্যোতি ও ঔজ্জ্বল্য।

সে জন্যই বিশিষ্ট অভিধানবিদগণ এ দু'টি শব্দকে একই অর্থবোধক শব্দ বলে উল্লেখ করেছেন; কিন্তু আল্লামা যমখশরী এবং তায়েবী প্রমুখ বলেছেন যে, যদিও উভয় শব্দের মাঝেই জ্যোতি অর্থ বিদ্যমান, তথাপি نُوْرٌ শব্দটি

ব্যাপক। দুর্বল-সবল, ক্ষীণ-তীক্ষ্ম যে, কোনো জ্যোতিকেই নূর বলা যায়। কিন্তু ضَوْءٌ এবং ضِيَاءٌ যে আলোতে তীক্ষ্মতা বিদ্যমান শুধু তাকেই বলা হয়। আর মানুষের উভয় রকমের আলোরই প্রয়োজন রয়েছে। সাধারণ কাজকর্মের জন্য দিনের প্রখর আলোর প্রয়োজন, আর ছোট ছোট কাজের জন্য রাতের ক্ষীণ আলোই বেশি পছন্দনীয়। যদি দিনের বেলায়ও শুধু চাঁদের অনুজ্জ্বল আলোই থাকত, তাহলে কাজকর্মে অসুবিধার সৃষ্টি হতো। পক্ষান্তরে যদি রাতের বেলাও সূর্যের তীক্ষ্ম আলো থাকত তাহলে ঘুম এবং রাতের উপযুক্ত কাজে অসুবিধা হতো। কাজেই আল্লাহ পাক দু'ধরনের আলোর ব্যবস্থাই এমনভাবে করেছেন যে, সূর্যের আলোকে ضَوْءٌ (যাও) এবং ضِيَاءٌ (যিয়া)-এর পর্যায়ে রেখেছেন। কাজকর্মের সময়ে তারই বিকাশের ব্যবস্থা করেছেন। আর চাঁদকে হালকা এবং মৃদু আলো দিয়ে বানিয়েছেন এবং রাতে তার প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। সূর্য এবং চাঁদের আলোর পার্থক্যের কথা কুরআন একাধিক জায়গায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে।

সূর্য ও চন্দ্রের পরিচালনা ব্যবস্থার মাঝে স্রষ্টার মহান নিদর্শনাবলির মধ্য থেকে আরেকটি নিদর্শন হচ্ছে- وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ - قَدَّرَ শব্দটি تَقْدِيرٌ শব্দ থেকে ঘটিত। تَقْدِيرٌ অর্থ হলো কোনো বস্তুকে স্থান কাল অথবা গুণাবলি অনুযায়ী একটা বিশেষ পরিমাণের উপর স্থাপন করা।

مَنَازِلُ শব্দটি مَنْزِلٌ-এর বহুবচন। এর প্রকৃত অর্থ নাজিল হওয়ার জায়গা। আল্লাহ পাক চন্দ্র-সূর্য উভয়ের চলার জন্য বিশেষ সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যার প্রত্যেকটিকেই এককে مَنْزِلٌ বলা হয়। চাঁদ যেহেতু প্রতি মাসে তার নিজস্ব পরিক্রমণ সমাপ্ত করে ফেলে, সেহেতু তার মনযিল হলো ত্রিশ অথবা উনত্রিশটি। অথবা যেহেতু চাঁদ প্রতিমাসে কমপক্ষে একদিন লুক্কায়িত থাকে সেজন্য সাধারণতঃ চাঁদের মনিজিল আটাশটি বলা হয় আর সূর্যের পরিক্রমণ বছরান্তে পূর্ণ হয় বলে তার মনজিল হলো তিনশ ষাট অথবা পয়ষট্টি। আরবের প্রাচীন জাহেলিয়াত যুগে এবং জ্যোতির্বিদদের মতেও এই মনজিলগুলোর বিশেষ বিশেষ নাম সেসব নক্ষত্রের সাথে মিলিয়ে রাখা হয়েছে যেগুলো সে সব মনজিলের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। কুরআন কারীম সমস্ত প্রচলিত নামের বহু উর্ধ্বে। বস্তুতঃ কুরআনের উদ্দেশ্য হলো শুধুমাত্র ঐটুকু দুরত্ব বুঝানো, যা চন্দ্র-সূর্য বিশেষ বিশেষ দিনগুলোতে অতিক্রম করে থাকে।

শব্দবিশ্লেষণ :

آيَاتٌ : آيَةٌ-এর বহুবচন। নিদর্শনাবলি, আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি।

اَنْذِرْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْذَارُ মূলবর্ণ (ن . ذ . ر) জিনস صحيح অর্থ- সতর্ক করা। ভীতি প্রদর্শন করা।

مُبِيْنٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِبَانَةُ মূলবর্ণ (ب . ى . ن) জিনস اجوف يائى অর্থ- প্রকাশ করা। বয়ান করা।

اِسْتَوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِوَاءُ মূলবর্ণ (س . و . ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- সে ইচ্ছা করল। সে স্থির হল। সে দাঁড়াল। এখানে দাঁড়ানোর অর্থ হবে।

لِيَجْزِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব : ضَرَبَ মাসাদর اَلْجَزَاءُ মূলবর্ণ (ج . ز . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- প্রতিদান দেওয়া।

حَمِيْمٌ : অধিক গরম পানি। প্রিয় বন্ধু। মূলত: প্রচণ্ড গরম পানিকে حَمِيْمٌ বলা হয়। এ হিসেবে এমন ঘনিষ্ট বন্দুকে حَمِيْمٌ বলা হয়, যে তার বন্ধুর সাহায্যে গরম ও ব্যতিব্যস্ত হয়ে যায়। প্রথম অর্থ হিসেবে বহুবচন আসে حَمَائِمُ, দ্বিতীয় অর্থ হিসেবে বহুবচন আসে اِحِمَّاءُ।

إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ﴿٧﴾

৭. নিশ্চয় যাদের আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার চিন্তা নেই এবং তারা পার্থিব জীবনের প্রতিই পরিতুষ্ট হয়ে গেছে, আর তাতেই মন লাগিয়ে রেখেছে এবং যারা আমার আয়াতসমূহ হতে সম্পূর্ণরূপে গাফেল রয়েছে।

اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨﴾

৮. এরূপ লোকদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম তাদের কার্যকলাপের কারণে।

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيْمَانِهِمْ ۚ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٩﴾

৯. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে লক্ষ্যস্থলে [অর্থাৎ জান্নাতে] পৌছাবেন তাদের ঈমানের কারণে, শান্তির উদ্যানসমূহে তাদের [বাসস্থানের] তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে।

دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۚ وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠﴾

১০. তথায় তাদের বাক্য হবে সুবহানাল্লাহ এবং পরস্পরের সালাম হবে– আসসালামু আলাইকুম, আর তাদের শেষ বাক্য হবে আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ ۖ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١١﴾

১১. আর যদি আল্লাহ মানবের উপর ত্বরিত ক্ষতি ঘটাতেন, যেমন তারা ত্বরিত উপকার লাভ করতে আগ্রহ রাখে, তবে তাদের অঙ্গীকার কবেই পূর্ণ হয়ে যেত, অনন্তর আমি সে লোকদেরকে যারা আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার চিন্তাই করে না, ছেড়ে দেই তাদের অবস্থার উপর, যেন তারা তাদের অবাধ্যতার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৭. اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا নিশ্চয় যাদের আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার চিন্তা নেই وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا এবং তারা পার্থিব জীবনের প্রতিই পরিতুষ্ট হয়ে গেছে وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا আর তাতেই মন লাগিয়ে রেখেছে وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ এবং যারা আমার আয়াতসমূহ হতে সম্পূর্ণরূপে গাফেল রয়েছে।

৮. اُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ এরূপ লোকদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ তাদের কার্যকলাপের কারণে।

৯. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করেছে يَهْدِيْهِمْ رَبُّهُمْ তাদের প্রতিপালক তাদেরকে লক্ষ্যস্থলে পৌছাবেন بِاِيْمَانِهِمْ তাদের ঈমানের কারণে تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهٰرُ তাদের (বাসস্থানের) তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ শান্তির উদ্যানসমূহে।

১০. دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا তথায় তাদের বাক্য হবে سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ সুবহানাল্লাহ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ এবং পরস্পরের সালাম হবে আসসালামু আলাইকুম وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ আর তাদের শেষ বাক্য হবে اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

১১. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ আর যদি আল্লাহ মানবের উপর ত্বরিত ক্ষতি ঘটাতেন اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ যেমন তারা ত্বরিত উপকার লাভ করতে আগ্রহ রাখে لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ তবে তাদের অঙ্গীকার করেই পূর্ণ হয়ে যেত فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا অনন্তর আমি সেই লোকদেরকে যারা আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার চিন্তাই করে না ছেড়ে দেই তাদের অবস্থার উপর فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ যেন তারা তাদের অবাধ্যতার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে।

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖۤ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَاۤ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (١٢)

১২. আর যখন মানুষকে কোনো দুঃখকষ্ট স্পর্শ করে তখন আমাকে ডাকতে থাকে শুয়ে, বসে এবং দাঁড়িয়েও, অতঃপর যখন আমি সে কষ্ট তার থেকে দূর করে দেই, তখন সে নিজের পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসে, যে কষ্ট তাকে স্পর্শ করেছিল, তা মোচন করার জন্য সে যেন আমাকে কখনো ডাকেইনি। এ সীমালঙ্ঘনকারীদের কার্যকলাপ তাদের নিকট এরূপই পছন্দনীয় মনে হয়।

وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا ۙ وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ (١٣)

১৩. আর আমি তোমাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি যখন তারা জুলুম করেছিল, অথচ তাদের নিকট তাদের পয়গাম্বরগণও আগমন করেছিলেন প্রমাণাদিসহ, আর তারা কখনোই ঈমান আনার জন্য প্রস্তুত ছিল না, আমি অপরাধপরায়ণ লোকদেরকে এরূপেই শাস্তি দিয়ে থাকি।

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ (١٤)

১৪. অতঃপর আমি ভূমণ্ডলে তাদের পর তোমাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করলাম, যেন আমি প্রত্যক্ষ করে নেই যে, তোমরা কিরূপ কাজ কর।

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ আর যখন মানুষকে কোনো দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করে دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖۤ তখন আমাকে ডাকতে থাকে শুয়েও اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا বসেও এবং দাঁড়িয়েও فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ অতঃপর যখন আমি সে কষ্ট তার হতে দূর করে দেই مَرَّ তখন সে নিজের পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَا তা মোচন করার জন্য সে যেন আমাকে কখনো ডাকেইনি اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ যে কষ্ট তাকে স্পর্শ করেছিল كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ এ সীমালঙ্ঘনকারীদের কার্যকলাপ তাদের নিকট এরূপই পছন্দনীয় মনে হয়।

১৩. وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ আর আমি বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি مِنْ قَبْلِكُمْ তোমাদের পূর্বে لَمَّا ظَلَمُوْا যখন তারা জুলুম করেছিল وَجَآءَتْهُمْ অথচ তাদের নিকট আগমন করেছিলেন رُسُلُهُمْ তাদের পয়গম্বরগণও بِالْبَيِّنٰتِ প্রমাণাদিসহ وَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا আর তা কখনোই বা এরূপ ছিল যে, ঈমান আনয়ন করত كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ আমি অপরাধ পরায়ণ লোকদেরকে এরূপেই শাস্তি দিয়ে থাকি।

১৪. ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ অতঃপর আমি তাদের স্থলে তোমাদেরকে আবাদ করলাম ভূমণ্ডলে مِنْۢ بَعْدِهِمْ তাদের পর لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ যেন আমি প্রত্যক্ষ করে নেই যে, তোমরা কিরূপ কাজ কর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১১. আয়াতের শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত নযর বিন হারিছ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র.) তদীয় তাফসীরে কুরতুবীতে ইবনে ইসহাক ও মুকাতিল (র.) -এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তারা দু'জন বলেন যে, একদা নযর বিন হারিছ দোয়া করে যে, হে আল্লাহ! (মুহাম্মদের আনীত) এ ধর্ম যদি তোমার পক্ষ থেকে সত্যিই আগত হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের উপর তুমি আসমান থেকে পাথরের বারী বর্ষণ কর। নযর বিন হারিছের এই ধ্বংসাত্মক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় উক্ত আয়াত। -[ফতহুল কাদির-২/৪১৩, রূহুল মাআনী-৬/৭৮]

শানে নুযূলের ব্যাপকতার প্রেক্ষিতে নিজের অকল্যাণকামী সকল মানুষ এরই আওতাধীন রয়েছে। মুজাহিদ বলেন, যে ব্যক্তি নিজের জান-মাল, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদির ধ্বংসের জন্য বদদোয়া করে, তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দেন যে, আল্লাহ তা'আলা যদি মানুষের ধ্বংসাত্মক দোয়াকে কবুল করেন, যেরূপভাবে মানুষেরা সার্বিক কল্যাণ কামনায় প্রত্যাশী। তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তাদের ধ্বংস করে দিতেন। -[বাহরে মুহীত-৫/১৩২]

১২. আয়াতের শানে নুযূল : আয়াতের বাহ্যিক দৃষ্টি কোণে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এ আয়াত কোনো ব্যক্তি বিশেষের শানে নাজিল হয়নি। যেমন কথিত আছে তা নাজিল হয়েছে আবু হুজাইফা হাশিম ইবনুল মুগীরা বিন আব্দুল্লাহ আল-মাখযূমী। ইবনে আব্বাস ও মুকাতিলের মতে, উকবা বিন বরীআ, কারো মতে ওয়ালীদ বিন মুগীরাহ তাদের শানে এ আয়াত নাজিল হয়েছে। কারো মতে, নজর বিন হারিছ, আবার কারো মতে আয়াতের শানে নুযূল ব্যাপক মানুষ কাফের হোক কিংবা অ-কাফের হোক সকলেই -এর আওতাধীন। -[বাহরে মুহীত : ৫/১৩৩]

যখনই মানুষ যে কোনো বিপদের সম্মুখীন হয়, তখনই তারা আল্লাহর নিকট সর্বাবস্থায় প্রার্থনা করতে আরম্ভ করে, বিপদমুক্ত হয়ে গেলে আবারো পূর্বাবস্থায় ফিরে চলে। সে প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে মহান পরওয়ারদেগার আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি-নৈপুণ্যের বিশেষ বিশেষ প্রকাশক্ষেত্র আসমান-জমিন ও চন্দ্র-সূর্য প্রভৃতি সৃষ্টির বিষয় আলোচনা করে তাওহীদ ও আখেরাতের আকীদা ও বিশ্বাসকে এক সালঙ্কার ভঙ্গিতে প্রমাণ করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের প্রথম তিনটিতে বলা হয়েছে যে, বিশ্ব-জাহানের এমন মুক্ত, পরিচ্ছন্ন, নির্দশন ও প্রমাণসমূহের পরে মানবকূল দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে গেছে। ১. সে শ্রেণি যারা কুদরতের এসব নিদর্শনের প্রতি আদৌ মনোনিবেশ করেনি। না চিনেছে নিজেদের সৃষ্টিকর্তা মালিককে, না এ সম্পর্কে কোনো চিন্তা-ভাবনা করেছে যে, আমরা দুনিয়ার সাধারণ জীব-জন্তুর মতোই কোনো জীব নই আল্লাহ তা'আলা যখন আমাদেরকে পৃথিবীর সমস্ত জীব-জন্তু আপেক্ষা বহুগুণ বেশি চেতনানুভূতি ও জ্ঞান-বুদ্ধি দান করেছেন এবং সমগ্র সৃষ্টিকে যখন আমাদেরই সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন, তখন হয়তো বা আমাদের প্রতিও কিছু দায়-দায়িত্ব অর্পণ করে থাকবেন এবং সে সবের জন্য হিসাব-নিকাশ ও দিতে হবে। আর সেজন্য একটা হিসাবের দিন বা প্রতিদান দিবসেরও প্রয়োজন। কুরআনের পরিভাষায় যাকে কিয়ামত ও হাশর-নাশর বলে অভিহিত করা হয়েছে- বরং তারা নিজেদের জীবনকে সাধারণ জীব জানোয়ারের পর্যায়েই রেখে দিয়েছে। প্রথম দুই আয়াতে এ শ্রেণির লোকদের বিশেষ লক্ষণ বর্ণনা করার পর তাদের পরকালীন শাস্তির কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে। 'আমার নিকট আসার ব্যাপারে যেসব লোকের মনে কোনো ধারণা-কল্পনাও নেই তাদের অবস্থা হলো এই যে, তারা আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবন ও তার অনন্ত অসীম সুখ-দুঃখের কথা ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেছ।'

দ্বিতীয়ত : 'পৃথিবীতে তারা এমন নিশ্চিত হয়ে বসেছে যেন এখান থেকে আর কোথাও যেতেই হবে না; চিরকালই যেন এখানে থাকবে। কখনো তাদের একথা মনে হয় না যে, এ পৃথিবী থেকে প্রত্যেকটি লোকের বিদায় নেওয়া এমন বাস্তব বিষয় যে, এতে কখনো কোনো সন্দেহ হতে পারে না। তাছাড়া এখান থেকে নিশ্চিতই যখন যেতে হবে, তখন যেখানে যেতে হবে, সেখানকার জন্যও তো খানিকট প্রস্তুতি নেওয়া কর্তব্য ছিল।'

তৃতীয়ত : "এসব লোক আমার নিদর্শনাবলি ও আয়াতসমূহের প্রতি ক্রমাগত গাফেলতি করে চলেছে। এরা যদি আসমান-জমিন কিংবা এ দুয়ের মধ্যবর্তী সাধারণ সৃষ্টি অথবা, নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে একটুও চিন্তা-ভাবনা করত, তাহলে বাস্তব সত্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া কঠিন হতো না এবং তাতে করে তারা এহেন মূর্খজনোচিত গাফেলতীর গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পারত।"

এ সমস্ত লোক যাদের এসব লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে আখেরাতে তাদের শাস্তি হলো এই যে, এদের ঠিকানা হবে জাহান্নামের আগুন। আরও শাস্তি স্বয়ং তাদের কৃতকর্মেরই পরিণতি।

পরিতাপের বিষয় যে, কুরআন করীম কাফের ও মুনাফিকদের যেসব লক্ষণ বর্ণনা করেছে, আজকের দিনে আমাদের মুসলমানদের অবস্থা তার ব্যতিক্রম নয়। আমাদের জীবন ও আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক কার্যকলাপ ও চিন্তা-কল্পনার প্রতি লক্ষ্য করলে একথা কেউ বলতে পারবে না যে, আমাদের মাঝেও এ দুনিয়া ছাড়া অন্য কোনো ভাবনা বিদ্যমান

রয়েছে। অথচ, এতদসত্ত্বেও আমরা নিজেদেরকে সত্য ও পাকা মুসলমান প্রতিপন্ন করে চলেছি। পক্ষান্তরে সত্য ও পাকা মুসলমান ছিলেন আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ, তাঁদের চেহারা দেখার সাথে সাথে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়ে যেত এবং মনে হতো, এর মনে অবশ্যই কোনো মহান সত্তার ভয় এবং কোনো হিসাব-কিতাবের চিন্তা বিদ্যমান। অন্যদের কথা তো বলাই বাহুল্য স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ -এর যাবতীয় পাপপঙ্কিলতা থেকে মাসুম হওয়া সত্ত্বেও এমনি অবস্থা ছিল। শামায়েলে তিরমিযীতে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি অধিকাংশ সময় বিষণ্ন ও চিন্তান্বিত থাকতেন।

পরবর্তী আয়াতে সে সমস্ত ভাগ্যবান লোকদেরও আলোচনা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ তা'আলার কুদরত তথা মহাশক্তির নিদর্শনাবলি সম্পর্কে গভীর মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা-ভাবনা করেছে এবং সেগুলোকে চিনেছে, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং ঈমানের চাহিদা মোতাবেক সৎকর্ম সম্পাদনে প্রতি নিয়ত নিয়োজিত রয়েছে।

কুরআন কারীম সেসব মহান ব্যক্তিদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে যে যে কল্যাণকর প্রতিদান নির্ধারণ করেছে তার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছে أُولَٰئِكَ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ অর্থাৎ তাদের পরওয়াদেগার তাদেরকে তাদের ঈমানের কারণে মনজিলে মাকসূদ বা উদ্দিষ্ট লক্ষ্য জান্নাতের পথ দেখিয়েছেন যেখানে সুখ ও শান্তিময় কাননকুঞ্জে প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে।

এতে 'হেদায়েত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত অর্থ হলো পথপ্রদর্শন এবং রাস্তা দেখানো। আবার কখনো উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছে দেওয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে এ অর্থই উদ্দেশ্য। আর মনজিলে মাকসূদ বা উদ্দিষ্ট লক্ষ্য বলতে জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে, যার বিশ্লেষণ করা হয়েছে পরবর্তী শব্দে। প্রথম শ্রেণির লোকদের শাস্তি যেমন তাদের কৃতকর্মের জন্য ছিল, তেমনিভাবে দ্বিতীয় এই মু'মিন শ্রেণির প্রতিদান সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এই উত্তম প্রতিদান তারা তাদের ঈমানের জন্য পাবেন। আর যেহেতু ঈমানের সাথে সাথে সৎকর্মের কথাও আলোচিত হয়েছে কাজেই এখানে ঈমান বলতে সে ঈমানকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যার সাথে সৎকর্মও বিদ্যমান থাকবে। ঈমান ও সৎকর্মের প্রতিদানই ছিল সুখ-শান্তির আলয় জান্নাত।

دَعْوٰىهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ এখানে دَعْوٰى শব্দটি তার নির্ধারিত দাবি অর্থে ব্যবহৃত হয়নি যা কোনো বাদী তার প্রতি পক্ষের বিরুদ্ধে করে থাকে; বরং এখানে دَعْوٰى অর্থ হলো দোয়া। সুতরাং এর মর্মার্থ হলো এই যে, জান্নাতে পৌছার পর জান্নাতবাসীদের দোয়া বা প্রার্থনা হবে এই যে, তারা 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' অর্থাৎ তারা আল্লাহ জাল্লাশানুহুর পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকবে।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, সাধারণ পরিভাষায় তো 'দোয়া' বলা হয় কোনো বিষয়ের আবেদন এবং কোনো উদ্দেশ্যে যাত্রা করাকে, কিন্তু سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ সুবহানাকাল্লাহুম্মা-তে কোনো আবেদন কিংবা কোনো কিছুর প্রার্থনা, নেই একে দোয়া বলা যায় কেমন করে?

এর উত্তর এই যে, এ বাক্যের দ্বারা এ কথাই বুঝানো উদ্দেশ্য যে, জান্নাতবাসীরা জান্নাতে যাবতীয় আরাম-আয়েশ ও যাবতীয় চাহিদা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পেতে থাকবেন; কোনো কিছুর জন্য প্রার্থনা করতে কিংবা চাইতে হবে না। কাজেই বাসনা-প্রার্থনা ও প্রচলিত দোয়ার অনুরূপ বাক্য তাদের মুখে আবৃত হতে থাকবে। অবশ্য তাও পার্থিব জীবনের মতো আবশ্যকরণীয় কোনো ইবাদত হিসেবে নয়; বরং তারা এ বাক্যের জপ করে স্বাদ অনুভব করবেন এবং সানন্দ চিত্তে সুবহানাকাল্লাহুম্মা বলতে থাকবেন। এছাড়া এক হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন 'যে বান্দা আমার প্রশংসাকীর্তনে সতত নিয়োজিত থাকে এবং এমনকি নিজের প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনা করার সময় পর্যন্ত তার থাকে না, আমি তাকে সমস্ত প্রার্থনাকারী অপেক্ষা উত্তম বস্তু দান করব, বিনা প্রার্থনায় তার যাবতীয় কাজ পূর্ণ করে দেব।' এ হিসেবেও সুবহানাকাল্লাহুম্মা বাক্যটিকে দোয়া বলা যেতে পারে

এ অর্থেই বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর সামনে যখনই কোনো কষ্ট কিংবা পেরেশানি উপস্থিত হতো, তখন তিনি এ দোয়া পড়তেন।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ - لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ - لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

আর ইমাম তাবারী (র.) বলেছেন যে, পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ একে 'দোয়ায়ে কারব' তথা বিপদের দোয়া বলে অভিহিত করতেন এবং যে কোনো বিপদাপদ ও মানসিক পেরেশানির সময় এ বাক্যগুলো পড়ে দোয়া প্রার্থনা করতেন। -[তাফসীরে কুরতুবী]

ইমাম ইবনে জারীর ও ইবনে মানযার প্রমুখ এমন এক রেওয়ায়েতও উদ্ধৃত করেছেন যে, জান্নাতবাসীদের যখন কোনো জিনিসের প্রয়োজন কিংবা বাসনা হবে, তখন তারা 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' বলবেন এবং এ বাক্যটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতাগণ তাদের আরাধ্য বস্তু এনে উপস্থিত করে দেবেন। 'বস্তুতঃ সুবহানাকাল্লাহুম্মা বাক্যটি যেন জান্নাতবাসীদের একটি পরিভাষা হবে, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের বাসনা প্রকাশ করে থাকবেন আর ফেরেশতাগণ প্রতিবারই তা পূরণ করে দেবেন। -[রূহুল মা'আনী, কুরতুবী] সুতরাং এ হিসেবেও 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা' বাক্যটিকে দোয়া বলা যেতে পারে।

জান্নাতবাসীদের দ্বিতীয় অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ প্রচলিত অর্থে تَحِيَّةٌ বলা হয় এমন শব্দ বা বাক্যকে যার মাধ্যমে কোনো আগন্তুক কিংবা অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। অর্থাৎ যেমন, সালাম, স্বাগতম, খোশ আমদেদ, কিংবা আহলান ওয়া সাহলান প্রভৃতি। সুতরাং এ আয়াতের মাধ্যমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা অথবা ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে জান্নাতবাসীদেরকে سَلَامٌ -এর মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানানো হবে। অর্থাৎ এ সুসংবাদ দেওয়া হবে যে, তোমরা যে কোনো রকম কষ্ট ও অপছন্দনীয় বিষয় থেকে হেফাজতে থাকবে। এ সালাম স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেও হতে পারে।

যেমন, সূরা ইয়াছীনে রয়েছে- سَلٰمٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيمٍ আবার ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও হতে পারে। যেমন,অনত্র ইরশাদ হয়েছে وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ ফেরেশতাগণ প্রতিটি দরজা দিয়ে 'সালামুন আলাইকুম' বলতে বলতে জান্নাতবাসীদের কাছে আসতে থাকবেন। আর এ দু'টি বিষয়ে বিরোধ-বৈপরীত্ব নেই যে, কখনো সরাসরি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এবং কখনো ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে সালাম আসবে। 'সালাম' শব্দটি যদিও পৃথিবীতে দোয়া হিসেবেই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু জান্নাতে পৌছে যখন যাবতীয় উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যাবে, তখন এ বাক্যটি দোয়ার পরিবর্তে সুসংবাদের বাক্য হিসেবে ব্যবহার হবে। -[রূহুল মা'আনী]

জান্নাতবাসীদের তৃতীয় অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে وَاٰخِرُ دَعْوٰىهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ জান্নাতবাসীদের সর্বশেষ দোয়া হবে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা জান্নাতে পৌছার পর আল্লাহ তা'আলার মা'রেফাত বা পরিচয়ের ক্ষেত্রে (বিপুল) উন্নতি লাভ করবে। যেমন, হযরত শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (র.) তাঁর এক পুস্তিকায় বলেছেন যে, জান্নাতে পৌছে সাধারণ জান্নাতবসীদের জ্ঞান ও মা'রেফাতের এমন স্তর লাভ হবে, যেমন পার্থিব জীবনে ওলামাদের হয়ে থাকে। আর ওলামাগণ সে স্তরে উন্নীত হবেন, যা এখানে নবী রাসূলগণের হতো। আর নবী রাসূলগণ স্তর প্রাপ্ত হবেন, যা পৃথিবীতে সাইয়িদুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ পেয়েছিলেন। হয়তো বা এই স্তরের নামই হবে 'মাকামে মাহমূদ' যার জন্য আযানের পর তিনি দোয়া করতে বলেছেন।

সারকথা হলো এই যে, জান্নাতবাসীদের প্রাথমিক দোয়া হবে سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ আর সর্বশেষ দোয়া হবে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ এতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের গুণ-বৈশিষ্ট্যের দু'টি প্রকারভেদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একটি 'সিফাতে জালালী' তথা পরাক্রম ও মহত্ব গুণ যাতে যাবতীয় দোষত্রুটি হতে আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতার কথা ব্যক্ত হয়েছে এবং দ্বিতীয়টি হলো 'সিফাতে করম' যাতে তাঁর মহানুভবতা, পরিপূর্ণতা ও পরাকাষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে। কুরআন কারীমের تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ আয়াতে এতদুভয় প্রকার বৈশিষ্ট্যের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, সুবহানত্ব' আল্লাহ তা'আলার জালালী গুণের অন্তর্ভুক্ত। আর তা'রীফ প্রশংসার অধিকারী হওয়া মহানুভবতা সংক্রান্ত গুণের অন্তর্ভুক্ত। স্বাভাবিক বিন্যাস অনুযায়ী জালালী বৈশিষ্ট্য করুণা ও মহানুভবতা গুণের অগ্রবর্তী। সে কারণেই জান্নাতবাসীরা প্রথমে তার জালালী গুণ سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ বাক্যে বর্ণনা করবেন এবং সর্বশেষে মহানুভবতা গুণ প্রকাশ করবেন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলে। -[রূহুল মা'আনী]

দোয়া প্রার্থনাকারীর পক্ষে দোয়া শেষে وَاٰخِرُ دَعْوٰىنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলা মোস্তাহাব। এতদসঙ্গে সূরা সাফফাতের শেষ আয়াতগুলো অর্থাৎ سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ - وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ পড়ে দেওয়া অধিকতর উত্তম।

উল্লিখিত আয়াতগুলোর মধ্যে প্রথমটির সম্বন্ধ সেসব লোকের সাথে যারা আখেরাতে অবিশ্বাসী। সে জন্যই যখন তাদেরকে আখেরাতের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করা হয়, তখন; বিদ্রূপচ্ছলে বলতে থাকে যে, যদি তুমি সত্যবাদীই হয়ে থাক, তবে এখনই এ আজাব ডেকে আন। অথবা বলে, এ আজাব শীঘ্র কেন আসে না? যেমন, নজর ইবনে হারেছ বলেছিল : 'হে আল্লাহ! একথা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে আকাশ থেকে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করুন কিংবা এর চেয়েও কোনো কঠিন আজাব পঠিয়ে দিন।'

১১ নং আয়াতে এরই উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তো সর্ববিষয়েই ক্ষমতাশীল, প্রতিশ্রুত সে আজাব এক্ষণেই নাজিল করতে পারেন। কিন্তু তিনি তাঁর মহান হেকমত ও দয়া-করুণার দরুন এ মূর্খরা নিজের জন্য যে বদদোয়া করে এবং বিপদ ও অকল্যাণ কামনা করে তা নাজিল করেন না। যদি আল্লাহ তা'আলা তাদের বদদোয়া গুলোও তেমনিভাবে যথাশীঘ্র কবুল করে নিতেন, যেভাবে ভালো দোয়াগুলো কবুল করেন, তাহলে এরা সবাই ধ্বংস হয়ে যেত।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, কল্যাণ ও মঙ্গলের শুভ দোয়া প্রার্থনার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার রীতি হচ্ছে যে, অধিকাংশ সময় তিনি সেগুলো শীঘ্র কবুল করে নেন। অবশ্য কখনো কোনো হেকমত ও কল্যাণের কারণে কবুল না হওয়া এর পরিপন্থি নয়। কিন্তু মানুষ যে কখনো নিজেদের অজান্তে এবং কখনো দুঃখ-কষ্ট ও রাগের বশে নিজের কিংবা নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য বদদোয়া করে বসে, অথবা আখেরাতের প্রতি অস্বীকৃতির দরুন আজাবকে প্রহসন মনে করে নিজের জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানাতে থাকে সেগুলো তিনি সঙ্গে সঙ্গে কবুল করেন না; বরং অবকাশ দেন, যাতে অস্বীকারকারীরা বিষয়টি চিন্তা-ভাবনা করে নিজেদের অস্বীকৃতি থেকে ফিরে আসার সুযোগ পায় এবং কোনো সাময়িক দুঃখ-কষ্ট, রাগ-রোষ কিংবা যদি মনোবেদনার কারণে বদদোয়া করে বসে, তাহলে সে যেন নিজের কল্যাণ-অকল্যাণ, ভালো-মন্দ লক্ষ্য করে, তার পরিণতি বিবেচনা করে তা থেকে বিরত হওয়ার অবকাশ পেতে পারে।

ইবনে জারীর তাবারী (র.) হযরত কাতাদাহ (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে এবং বুখারী ও মুসলিম মুজাহিদ (র.)-এর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করেছেন যে, এক্ষেত্রে বদদোয়ার মর্ম এই যে, কোনো কোনো সময় কেউ কেউ রাগতঃ নিজের সন্তান-সন্ততি কিংবা অর্থ-সম্পদ ধ্বংসের বদদোয়া করে বসে কিংবা বস্তু-সামগ্রীর প্রতি অভিসম্পাত করতে আরম্ভ করে– আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণা ও মহানুভবতাবশতঃ সহসাই এসব দোয়া কবুল করেন না। এ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন 'আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানিয়েছি, যেন তিনি কোনো বন্ধু-স্বজনের বদদোয়া তার বন্ধু-স্বজনের ব্যাপারে কবুল না করেন।' আর শাহর ইবনে হাওশাব (র.) বলেছেন, আমি কোনো কোনো কিতাবে পড়েছি যেসব ফেরেশতা মানুষের প্রয়োজন সম্পাদনে নিয়োজিত রয়েছেন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণায় তাদেরকে এ নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন যে, আমার বান্দা দুঃখ-কষ্টের দরুন কিংবা রাগবশতঃ কোনো কথা বলে ফেললে তা লিখবে না। –[কুরতুবী]

তারপরেও কোনো কোনো সময় এমন কবুলিয়ত বা মঞ্জুরীর সময় আসে, যখন মানুষের মুখ থেকে যে কোনো কথা বের হয়, তা সঙ্গে সঙ্গে কবুল হয়ে যায়। সেজন্য রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, নিজের সন্তান-সন্ততি ও অর্থ-সম্পদের জন্য কখনো বদদোয়া করো না। এমন যেন না হয় যে সে সময়টি হয় মঞ্জুরীর সময় এবং দোয়া সাথে সাথে কবুল হয়ে যায়। আর পরে তোমাদেরকে অনুতাপ করতে হয়। সহীহ মুসলিমে এ হাদীসটি হযরত জাবের (রা.)-এর রেওয়াতেক্রমে গযওয়ায়ে 'বাওয়াত' -এর ঘটনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে একত্ববাদ ও আখেরাত অস্বীকারকারী লোকদেরকে আরেক অপরূপ সালঙ্কার ভঙ্গিতে স্বীকার করানো হয়েছে। তা হলো এই যে, সাধারণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় এরা আল্লাহ ও আখেরাতের বিরুদ্ধে যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হয়, অন্যান্যদেরকে আল্লাহর শরিক সাব্যস্ত করে এবং তাদেরই কাছে উদ্দেশ্য সিদ্ধি আশা করে; কিন্তু যখন কোনো বিপদে পড়ে তখন এরা নিজেরাও আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত লক্ষ্যস্থলের প্রতি নিরাশ হয়ে গিয়ে শুধু

আল্লাহকেই ডাকতে আরম্ভ করে। শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে সর্বাবস্থায় একমাত্র তাকেই ডাকতে বাধ্য হয়। অথচ তারই সাথে তাদের অনুগ্রহ বিমুখতার অবস্থা হলো এই যে, যখনই আল্লাহ তা'আলা তাদের বিপদাপদ দূর করে দেন, তখনই আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে এমন মুক্ত-নিশ্চিত হয়ে যায়, যেন কখনো তাকে ডাকেইনি, তার কাছে যেন কোনো বাসনাই প্রার্থনা করেনি। এতে বুঝা যাচ্ছে, মানুষের বাসনা পূরণে আল্লাহ তা'আলার সাথে যারা অপর কাউকে শরিক করে তারা নিজেও তাদের সে বিশ্বাসের অসারতা উপলব্ধি করে। কিন্তু একান্ত বিদ্বেষ ও জেদের বসেই সে বাতিল বিশ্বাসে অটল থাকে।

তৃতীয় আয়াতে ও দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুরই অধিকতর বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, কেউ যেন আল্লাহ তা'আলার অবকাশ দানের কারণে এমন ধারণা করে না বসে যে, পৃথিবীতে আজাব আসতেই পারে না। বিগত জাতি-সম্প্রদায়ের ইতিহাস এবং তাদের ঔদ্ধত্য ও কৃতঘ্নতার শাস্তিস্বরূপ বিভিন্ন রকম আজাব এ পৃথিবীতেই এসে গেছে। আল্লাহ তা'আলা নবীকুল শিরমণি হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর দৌলতে এ ওয়াদা করে নিয়েছেন যে, কোনো সাধারণ ব্যাপক আজাব এ উম্মতের উপর আসবে না। ফলে আল্লাহ তা'আলার এহেন করুণা, অনুগ্রহ এসব লোককে এমন নির্ভয় করে দিয়েছে যে, তারা একান্ত দুঃসাহসের সাথে আল্লাহর আজাবকে আমন্ত্রণ জানাতে এবং তার দাবি করতে তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ তা'আলার আজাব সম্পর্কে এ নিশ্চিন্ততা কোনো অবস্থাতেই তাদের জন্য সমীচীন ও কল্যাণকর নয়। কারণ গোটা উম্মত এবং সমগ্র বিশ্বের উপর ব্যাপক আজাব না পাঠাবার প্রতিশ্রুতি থাকলেও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের উপর আজাব নেমে আসা অসম্ভব কিছু নয়।

ثُمَّ جَعَلْنٰكُمْ خَلٰٓئِفَ فِى الْاَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ অতঃপর পূর্ববর্তী জাতি-সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার পর আমি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছি এবং পৃথিবীর খেলাফত তথা প্রতিনিধিত্ব তোমাদের হাতে অর্পণ করে দিয়েছি। কিন্তু তাই বলে একথা মনে করো না যে, পৃথিবীর খেলাফত (শুধু) তোমাদের ভোগ-বিলাসের জন্যই তোমাদের হাতে অর্পণ করা হয়েছে; বরং এ মর্যাদা ও সম্মান দানের পিছেনে আসল উদ্দেশ্য হলো তোমাদের পরীক্ষা নেওয়া যে, তোমরা কেমন কার্যকলাপ অবলম্বন কর– বিগত উম্মতদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের অবস্থার সংশোধন কর, নাকি রাষ্ট্র ও ধন-দৌলতের নেশায় উন্মত্ত হয়ে পড়।

এতে প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, পৃথিবীর সাম্রাজ্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কোনো গর্ব-অহংকারের বিষয় নয়; বরং একটি ভারি বোঝা, যাতে রয়েছে বহু দায়-দায়িত্ব।

শব্দবিশ্লেষণ :

لَقُضِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসাদর اَلْقَضَاءُ মূলবর্ণ (ق ـ ض ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অবশ্যই পূর্ণ করে দেওয়া হবে।

لَايَرْجُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّجَاءُ মূলবর্ণ (ر ـ ج ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আশা করা। কামনা করা।

يَعْمَهُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসাদর عَمُوْهَةً ـ عَمُوْةً ـ عَمْهًا ـ عَمْهَانًا মূলবর্ণ (ع ـ م ـ ه) জিনস صحيح অর্থ– তারা পেরেশান হয়ে ঘুরে। তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে। পথহারা হয়ে ফিরে।

لَمْ يَدْعُنَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم درفعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّعَاءُ মূলবর্ণ (د ـ ع ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– দোয়া করা। আহ্বান করা।

زُيِّنَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসাদর اَلتَّزْيِيْنُ মূলবর্ণ (ز ـ ى ـ ن) জিনস اجوف يائى অর্থ– সৌন্দর্য মণ্ডিত করা। অলংকৃত করা। সজ্জিত করা।

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا بَيِّنٰتٍ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ اَوْ بَدِّلْهُ ؕ قُلْ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ ۚ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (١٥)

১৫. আর যখন তাদের সম্মুখে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়- যা অতি সুস্পষ্ট, তখন সে সকল লোক যাদের আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার চিন্তা নেই-এরূপ বলে যে, এটা ছাড়া অন্য কোনো কুরআন আনয়ন করুন অথবা এতেই কিছু পরিবর্তন করে দিন, আপনি এটা বলে দিন যে, আমার দ্বারা এটা সম্ভব নয় যে, আমি নিজের পক্ষ হতে এটাতে পরিবর্তন করে দিই, আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করব, যা ওহীযোগে আমার নিকট পৌছেছে, যদি আমি নিজ প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি, তবে আমি এক অতি ভীষণ দিনের শাস্তির আশঙ্কা রাখি।

قُلْ لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (١٦)

১৬. আপনি বলে দিন, যদি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হতো, তবে না আমি তোমাদেরকে এটা পাঠ করে শুনাতাম, আর না আল্লাহ তোমাদেরকে এটা জানাতেন, কেননা আমি এটার পূর্বেও তো জীবনের এক দীর্ঘ সময় তোমাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছি; তবে কি তোমরা এতটুকু জ্ঞান রাখ না?

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ (١٧)

১৭. অতএব, সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক জালিম কে হবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যারোপ করে, অথবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যাচার করে? নিঃসন্দেহে এমন পাপাচারীদের কিছুতেই মঙ্গল হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৫. وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيَاتُنَا আর যখন তাদের সম্মুখে আমার আয়াত সমূহ পাঠ করা হয় بَيِّنٰتٍ যা অতি সুস্পষ্ট قَالَ তখন যে সকল লোক এরূপ বলে যে, الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا যাদের আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার চিন্তা নেই ائْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَآ এটা ছাড়া অন্য কোনো কুরআন আনয়ন করুন اَوْ بَدِّلْهُ অথবা এটাতেই কিছু পরিবর্তন করে দিন قُلْ আপনি এটা বলে দিন যে, مَا يَكُوْنُ لِيْ আমার দ্বারা এটা সম্ভব নয় যে, اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَآئِ نَفْسِيْ নিজের পক্ষ হতে এতে কোনো পরিবর্তন করে দেই اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰٓى اِلَيَّ আমি তো কেবল তারই অনুসরণ করব যা ওহী যোগে আমার নিকট পৌছেছে اِنِّيْٓ اَخَافُ তবে আমি আশঙ্কা রাখি اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ যদি আমি নিজ রবের নাফরমানি করি عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ এক অতি ভীষণ দিনের শাস্তির।

১৬. قُلْ আপনি বলে দিন لَّوْ شَآءَ اللّٰهُ যদি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হতো مَا تَلَوْتُهٗ عَلَيْكُمْ তবে না আমি তোমাদেরকে এটা পাঠ করে শুনাতাম وَلَآ اَدْرٰىكُمْ بِهٖ আর না আল্লাহ তোমাদেরকে তা জানাতেন فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ কেননা আমি তোমাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছি عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ এর পূর্বেও জীবনের এক দীর্ঘ সময় اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ তবে কি তোমরা এতটুকু জ্ঞান রাখ না।

১৭. فَمَنْ اَظْلَمُ অতএব, সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক জালেম কে হবে مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা আরোপ করে اَوْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِهٖ অথবা তার আয়াত সমূহকে মিথ্যা ঠাওরায় اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُوْنَ নিঃসন্দেহে এমন পাপাচারীদের কিছুতেই মঙ্গল হবে না।

وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ قُلْ اَتُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ ۚ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (١٨)

১৮. আর এরা আল্লাহ ভিন্ন এমন বস্তুসমূহেরও ইবাদত করে, যারা তাদের কোনো অপকারও করতে পারে না এবং তাদের কোনো উপকারও করতে পারে না, আর তারা বলে, এরা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিকট আমাদের সুপারিশকারী; আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহ তা'আলাকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন, না আসমানে, আর না জমিনে, তিনি পবিত্র ও অনেক উর্ধ্বে তাদের শিরকি কার্যকলাপ হতে।

وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ (١٩)

১৯. আর সকল মানুষ (প্রথম) এক উম্মতই ছিল, অতঃপর তারা মতভেদ সৃষ্টি করল, আর যদি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক নির্দেশবাণী প্রথমে সাব্যস্ত হয়ে না থাকত, তবে যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে তার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যেত।

وَيَقُوْلُوْنَ لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۚ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ فَانْتَظِرُوْا ۚ اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ (٢٠)

২০. আর এরা এরূপ বলে যে, তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোনো মু'জিযা কেন নাজিল হলো না। সুতরাং আপনি বলে দিন যে, অদৃশ্যের খবর কেবলমাত্র আল্লাহই জানেন, অতএব, তোমরাও প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রইলাম।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আর এরা আল্লাহ ভিন্ন এমন বস্তু সমূহের ও ইবাদত করে مَا لَا يَضُرُّهُمْ যারা তাদের কোনো অপকারও করতে পারে না وَلَا يَنْفَعُهُمْ এবং তাদের কোনো উপকারও করতে পারে না وَيَقُوْلُوْنَ আর তারা বলে هٰٓؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ তারা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার সুপারিশকারী قُلْ আপনি বলে দিন اَتُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ তোমরা কি আল্লাহ তা'আলাকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ بِمَا لَا يَعْلَمُ যা তিনি অবগত নন فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ না আসমানে আর না জমিনে سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ তিনি পবিত্র ও অনেক উর্ধ্বে তাদের মুশরিকি কার্যকলাপ হতে।

১৯. وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلَّآ اُمَّةً وَّاحِدَةً আর সকল মানুষ এক উম্মতই ছিল فَاخْتَلَفُوْا অতঃপর তারা মতভেদ সৃষ্টি করল وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ আর যদি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক নির্দেশবাণী প্রথমে সাব্যস্ত না হয়ে থাকত لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ فِيْمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ তবে যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে তার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যেত।

২০. وَيَقُوْلُوْنَ তারা এরূপ বলে যে, لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ তার প্রতি কেন নাজিল হলো না اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোনো মু'জিযা فَقُلْ সুতরাং আপনি বলে দিন যে, اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ গায়েবের খবর কেবলমাত্র আল্লাহই জানেন فَانْتَظِرُوْا অতএব, তোমরাও প্রতীক্ষায় থাক اِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রইলাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১৬. আয়াতের শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও কালবী এর মতে মক্কার কুরআন নিয়ে বিদ্রূপ কারীদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –[বাহরে মুহীত : ৫/১৩৫]

তারা বলল, হে মুহাম্মদ! কুরআন ছাড়া অন্য একটি কিতাব আন, আমরা যা কামনা করি। মুজাহিদ ও কাতাদাহর মতে মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে উল্লিখিত আয়াত নাজিল হয়েছে।

মুকাতিল এর অন্য এক মতানুসারে উক্ত আয়াত পাঁচ ব্যক্তি সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, তারা হলো, আব্দুল্লাহ বিন উমাইয়া মাখজুমী, ওয়ালীদ বিন মুগীরাহ, মুকাররাজ বিন হাফস, আমর বিন আব্দুল্লাহ বিন আবী কাইস আমেরী ও আস বিন ওয়ায়েল। কারো মতে পাঁচজন হলো ওয়ালীদ, আসী, আসওয়াদ বিন মুত্তালিব, আসওয়াদ বিন আব্দে ইয়াগুছ ও হারিছ বিন হাঞ্জালা প্রমুখ। আর তা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে।

আল্লামা জমখশরী (র.) বলেন যে, পবিত্র কুরআনের মধ্যে প্রতিমা গুলোর পূজা সম্পর্কে যে সমালোচনা ও মুশরিকদের প্রতি যেভাবে কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ্য রয়েছে বিধায় তারা ক্রোধান্বিত। সুতরাং তারা বলতে লাগল যে, অপর এক কুরআন নিয়ে আস। যার মধ্যে আমাদের অপছন্দনীয় কোনো কিছু উল্লেখ নেই। তা হলেই আমরা তোমার অনুসরণ করে যাব। -[বাহরে মুহীত-৫/১৩৫]

ইবনে আতিয়া (র.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াত কুরাইশদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। কুরাইশের কোনো কোনো কাফের বলল, হে মুহাম্মদ! আমাদের প্রতি সহজতর বিধান দাও, যা হারাম করেছ তা হালাল করে দাও, তুমি যে গুলোকে হালাল বলে ঘোষণা দিয়েছ তা হারাম করে দাও, তাহলেই তো আমাদের সকল কাজে ঐক্যতা গড়ে উঠবে। তাদের এ বিভ্রান্তিকর দাবির প্রেক্ষাপটেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -[বাহরে মুহীত-৫/১৩৬]

১৮. আয়াতের শানে নুযূল : ইবনে আবী হাতেম ইকরামার বরাত দিয়ে বলেন যে, নজর বিন হারিছ বলেছিল, যখন কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন লাত ও উযযা আমার জন্য সুপারিশ করবে। তার ভ্রান্ত আকীদার জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন। -[দুররে মানছূর-৩/৩০২, ফাতেহ-২/৪৩৩]

১৫ থেকে ১৮ এ চার আয়াতে আখেরাতের পদ্ধতি অস্বীকারকারীদের একটি ভ্রান্ত ধারণা এবং অন্যায় আবদারের খণ্ডন করা হয়েছে এসব লোক না জানত আল্লাহ তা'আলার মা'রেফাত, না ওহী ও রেসালাত সম্পর্কিত কোনো পরিচয়। নবী রাসূলগণকেও সাধারণ মানুষের মতো মনে করত। যে কুরআন কারীম রাসূল ﷺ-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে পৌঁছেছে তার সম্পর্কে এদের ধারণা ছিল এই যে, এটি স্বয়ং তাঁরই রচনা তারই কালাম। এ ধারণার প্রেক্ষিতেই মহানবী ﷺ-এর কাছে দাবি জানায় যে, কুরআন এটি তো আমাদের বিশ্বাস ও মতবাদের বিরোধী: যে মূর্তি-বিগ্রহকে আমাদের পিতা-পিতামহ সতত সম্মান করে এসেছে এবং এগুলোকে সিদ্ধি দাতা হিসেবে মান্য করে এসেছে, কুরআন সে সমুদয়কে বাতিল ও পরিত্যাজ্য সাব্যস্ত করে। তদুপরি কুরআন আমাদের বলে যে, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হতে হবে এবং সেখানে হিসাব-নিকাশ হবে। এসব বিষয় আমাদের বুঝে আসে না। আমরা এসব মানতে রাজি নই। সুতরাং হয় আপনি এ কুরআনের পরিবর্তে অন্য কুরআন তৈরি করে দিন যাতে এসব বিষয় থাকবে না, আর না হয় অন্ততঃ এতেই সংশোধন করে সে বিষয়গুলো বাদ দিয়ে দিন।

কুরআন কারীম প্রথমে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করার লক্ষ্যে মহানবী ﷺ-কে হেদায়েত দান করেছে যে, আপনি তাদের বলে দিন : এটি আমার কালামও নয় এবং নিজের ইচ্ছা মতো আমি এতে কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধনও করতে পারি না। আমি তো শুধুমাত্র আল্লাহর ওহীর তাবেদার। আমি আমার ইচ্ছা মতো এতে যদি সামান্যতম পরিবর্তনও করি, তাহলে অতি কঠিন গুনাহগার হয়ে পড়ব এবং নাফরমানদের জন্য যে আজাব নির্ধারিত রয়েছে, আমি তার ভয় করি। কাজেই আমার পক্ষে এমনটি অসম্ভব।

তারপর বললেন, আমি যাই কিছু করি আল্লাহর নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে করি। আমাদেরকে এ কালাম শুনানো না হতো এটাই যদি আল্লাহ তা'আলা চাইতেন, তাহলে না আমি শুনাতাম, না আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে তোমাদেরকে অবহিত করতেন। সুতরাং তোমাদেরকে এ কালাম শুনানো হোক এটাই যখন আল্লাহর অভিপ্রায়, তখন কার এমন সাধ্য আছে যে, এতে কোনো রকম কম-বেশি করতে পারে?

অতঃপর কুরআন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ঐশী কালাম তা এক প্রকৃষ্ট দলিলের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ অর্থাৎ তোমরা এ বিষয়টিও তো একটু চিন্তা কর যে, কুরআন নাজিল হওয়ার পূর্বে আমি তোমাদের মাঝে সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর কাটিয়েছি। এ সময়ের মধ্যে তোমরা কখনো আমার কাছ থেকে কাব্য-কবিতা বলতে কিংবা কোনো কথিকা প্রবন্ধ রচনা করতে শোননি। যদি আমি নিজের পক্ষ থেকে এমন কালাম বলতে পারতাম, তবে এই চল্লিশ বছরের মধ্যে কিছু না কিছু তো বলতাম। তাছাড়া চল্লিশ বছরের এই সুদীর্ঘ জীবনে তোমরা আমার চাল-চলনের বিশ্বস্ততাও প্রত্যক্ষ করে নিয়েছ। সারা

জীবনেই যখন কখনো মিথ্যা কথা বলিনি, তখন আজ চল্লিশ বছর পর মিথ্যা বলার কি এমন হেতু থাকতে পারে। এতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, মহানবী ﷺ সত্য ও বিশ্বস্ত। কুরআনে যা কিছু রয়েছে সেসব আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে আগত তাঁরই কালাম।

কাফের ও মুসলমান দু'টি পৃথক জাতি-বর্ণও দেশভিত্তিক জাতীয়তা অর্থহীন : وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً অর্থাৎ সমস্ত আদম সন্তান প্রথমে একত্ববাদে বিশ্বাসী একই উম্মত ও একই জাতি ছিল। শিরক ও কুফরের নামও ছিল না। পরে একত্ববাদে মতবিরোধ সৃষ্টি করে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে যায়।

একই উম্মত এবং সবার মুসলমান থাকার সময়কাল কত দিন এবং কবে ছিল? হাদীস ও সীরাতের বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, হযরত নূহ (আ.)-এর যুগ পর্যন্ত এমনি অবস্থা ছিল। হযরত নূহ (আ.)-এর যুগে এসেই কুফর ও শিরক আরম্ভ হয়, যার ফলে হযরত নূহ (আ.)-কে এর মোকাবিলা করতে হয়। –[তাফসীরে মাযহারী]

একথাও সুবিদিত যে, হযরত আদম থেকে হযরত নূহ (আ.) -এর যুগ পর্যন্ত এক সুদীর্ঘ সময়ে পৃথিবীতে মানব বংশ ও জনপদ যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এ সমুদয় মানুষের মাঝে বর্ণ ও আকার-অবয়ব এবং জীবন ধারণ পদ্ধতিতে পার্থক্য সৃষ্টি হওয়াও একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। তাছাড়া বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যাওয়ার পর রাষ্ট্রগত পার্থক্য সৃষ্টি হওয়াও নিশ্চিত। আর হয়তো কথাবার্তায় ভাষাগতও কিছু পার্থক্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কুরআন কারীম এই বংশগত, অঞ্চলগত, বর্ণগত ও রাষ্ট্রগত পার্থক্যকে যা একান্তই স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক– উম্মতের ঐক্যের অন্তরায় বলে সাব্যস্ত করেনি এবং এই পার্থক্যের কারণে আদম সন্তানদেরকে বিভিন্ন জাতি কিংবা বিভিন্ন উম্মতও বলেনি; বরং 'উম্মতে ওয়াহেদাহ' তথা একই জাতি বলে অভিহিত করেছে।

অবশ্য যখন ঈমানের বিরুদ্ধে কুফর ও শিরক বিস্তার লাভ করে তখন কাফের ও মুশরিককে পৃথক জাতি, পৃথক সম্প্রদায় সাব্যস্ত করে বলেছে। فَاخْتَلَفُوْا কুরআন কারীমের هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ আয়াত এ বিষয়টিকে অধিকতর স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট আদম সন্তানদিগকে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করার বিষয় শুধু ঈমান ও ইসলাম বিমুখতা। বংশগত ও রাষ্ট্রীয় বন্ধনের দরুন জাতিসমূহ পৃথক হয় না। ভাষা, দেশ কিংবা গোত্র-বর্ণের ভিত্তিতে মানুষকে বিভিন্ন সম্প্রদায় সাব্যস্ত করা মুর্খতার একটা নয়া দৃষ্টান্ত যা আধুনিক প্রগতির সৃষ্টি। আজকের বহু লেখা-পড়া জানা লোক এই ন্যাশনালিজম তথা জাতীয়তাবাদের পিছনে লেগে আছে। অথচ এরা হাজার রকমের দাঙ্গা বিশৃঙ্খলায় জড়িয়ে রয়েছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

تُتْلٰى : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلتِّلَاوَةُ মূলবর্ণ (ت . ل . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– পড়া। তেলাওয়াত করা।

يُوْحٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْحَاءُ মূলবর্ণ (و . ح . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– প্রত্যাদেশ করা। ওহী পাঠানো। ঢেলে দেওয়া। ايحاء মূলত : اوحاء ছিল। واو বর্ণটি ياء হয়ে গেছে।

اَخَافُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَوْفُ মূলবর্ণ (خ . و . ف) জিনস اجوف واوى অর্থ– ভয় করা।

اَتُنَبِّئُوْنَ : শুরুতে হামযায়ে ইস্তেফহাম। تُنَبِّئُوْنَ সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّنْبِئَةُ মূলবর্ণ (ن . ب . أ) জিনস مهموز لام অর্থ– সতর্ক করা। সংবাদ দেওয়া। বলে দেওয়া।

فَانْتَظِرُوْا : فاء হরফে আতফ। اِنْتَظِرُوْا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِنْتِظَارُ মূলবর্ণ (ن . ظ . ر) صحيح অর্থ– অপেক্ষা করা। পথ দেখা।

وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِيْٓ اٰيَاتِنَا ۚ قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا ۚ اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ (٢١)

২১. আর যখন আমি মানুষকে কোনো নিয়ামতের স্বাদ উপভোগ করাই তাদের উপর কোনো বিপদ পতিত হওয়ার পর, তখনই তারা আমার আয়াতসমূহ সম্বন্ধে দুরভিসন্ধি করতে থাকে, আপনি বলে দিন যে, আল্লাহ তা'আলা অতিসত্ত্বর এ দুরভিসন্ধির শাস্তি প্রদান করবেন, নিশ্চয় আমার ফেরেশতাগণ তোমাদের সকল দুরভিসন্ধি লিপিবদ্ধ করছে।

هُوَ الَّذِيْ يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۖ حَتّٰىٓ اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ ۚ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُوْا بِهَا جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ وَّجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ (٢٢)

২২. তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে ও জলভাগে পরিভ্রমণ করান, এমনকি যখন তোমরা নৌকায় অবস্থান কর, আর সে নৌযানগুলো লোকদেরকে নিয়ে অনুকূল বায়ুর সাহায্যে চলতে থাকে, আর তারা তাতে আনন্দিত হয়, [হঠাৎ] তাদের উপর এক প্রচণ্ড [প্রতিকূল] বায়ু এসে পড়ে এবং প্রত্যেক দিক থেকে তাদের উপর তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে এবং তারা মনে করে যে, তারা [বিপদে] বেষ্টিত হয়ে পড়েছে, [তখন] সকলে খাঁটি বিশ্বাসের সাথে আল্লাহকে ডাকতে থাকে, [হে আল্লাহ!] যদি আপনি আমাদেরকে এটা হতে রক্ষা করেন, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

শাব্দিক অনুবাদ :

২১. وَاِذَآ اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً আর যখন আমি মানুষকে কোনো নিয়ামতের স্বাদ উপভোগ করাই مِّنْۢ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ তাদের উপর কোনো বিপদ পতিত হওয়ার পর اِذَا لَهُمْ مَّكْرٌ فِيْٓ اٰيَاتِنَا তখনই তারা আমার আয়াতসমূহ সম্বন্ধে দুরভিসন্ধি করতে থাকে قُلِ আপনি বলে দিন যে, اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا আল্লাহ তা'আলা অতিসত্ত্বরই এ দুরভিসন্ধির শাস্তি প্রদান করবেন اِنَّ رُسُلَنَا নিশ্চয় আমার ফেরেশতাগণ يَكْتُبُوْنَ লিপিবদ্ধ করছেন مَا تَمْكُرُوْنَ তোমাদের সকল দুরভিসন্ধি।

২২. هُوَ الَّذِيْ يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ তিনি এমন যিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে ও জলভাগে পরিভ্রমণ করান حَتّٰىٓ اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ এমনকি যখন তোমরা নৌকায় অবস্থান কর وَجَرَيْنَ بِهِمْ আর সেই নৌযান গুলো লোকদেরকে নিয়ে চলতে থাকে بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ অনুকূল বায়ুর সাহায্যে وَّفَرِحُوْا بِهَا আর তারা তাতে আনন্দিত হয় جَآءَتْهَا رِيْحٌ عَاصِفٌ (হঠাৎ) তাদের উপর এক প্রচণ্ড (প্রতিকূল) বায়ু এসে পড়ে وَّجَآءَهُمُ الْمَوْجُ এবং তাদের উপর তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে مِنْ كُلِّ مَكَانٍ প্রত্যেক দিক হতে وَّظَنُّوْٓا এবং তারা মনে করে اَنَّهُمْ اُحِيْطَ بِهِمْ তারা (বিপদে) বেষ্টিত হয়ে পড়ছে دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ (তখন) সকলে খাঁটি বিশ্বাসের সাথে আল্লাহকে ডাকতে থাকে لَئِنْ اَنْجَيْتَنَا مِنْ هٰذِهٖ (হে আল্লাহ) যদি আপনি আমাদেরকে এটা হতে রক্ষা করেন لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ হয়ে যাব।

فَلَمَّآ اَنۡجٰىهُمۡ اِذَا هُمۡ يَبۡغُوۡنَ فِى الۡاَرۡضِ بِغَيۡرِ الۡحَقِّ ؕ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا بَغۡيُكُمۡ عَلٰٓى اَنۡفُسِكُمۡ ۙ مَّتَاعَ الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا ثُمَّ اِلَيۡنَا مَرۡجِعُكُمۡ فَنُنَبِّئُكُمۡ بِمَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ (٢٣)

২৩. অনন্তর যখনই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উদ্ধার করে নেন, তখনই তারা ভূপৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করতে থাকে: হে লোক সকল! [শুনে রেখ] তোমাদের এ বিদ্রোহাচরণ তোমাদেরই [জীবনের] জন্য বিপদ হবে, পার্থিব জীবনে [এটা দ্বারা কিছু] ফল ভোগ করছ, তৎপর আমারই পানে তোমাদের ফিরে আসতে হবে, অতঃপর আমি তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্ম তোমাদেরকে জানিয়ে দিব।

اِنَّمَا مَثَلُ الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا كَمَآءٍ اَنۡزَلۡنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخۡتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الۡاَرۡضِ مِمَّا يَاۡكُلُ النَّاسُ وَالۡاَنۡعَامُ ؕ حَتّٰٓى اِذَاۤ اَخَذَتِ الۡاَرۡضُ زُخۡرُفَهَا وَازَّيَّنَتۡ وَظَنَّ اَهۡلُهَاۤ اَنَّهُمۡ قٰدِرُوۡنَ عَلَيۡهَاۤ ۙ اَتٰٮهَاۤ اَمۡرُنَا لَيۡلًا اَوۡ نَهَارًا فَجَعَلۡنٰهَا حَصِيۡدًا كَاَنۡ لَّمۡ تَغۡنَ بِالۡاَمۡسِ ؕ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الۡاٰيٰتِ لِقَوۡمٍ يَّتَفَكَّرُوۡنَ (٢٤)

২৪. বস্তুত পার্থিব জীবনের অবস্থা তো এরূপ, যেমন আমি আসমান হতে পানি বর্ষণ করলাম, তৎপর তা [অর্থাৎ পানি] দ্বারা উৎপন্ন হয় জমিনের উদ্ভিদগুলো অতিশয় ঘন হয়ে, যা মানুষ এবং পশুরা ভক্ষণ করে, এমনকি যখন সে জমিন নিজের সুদৃশ্যতার পূর্ণরূপ ধারণ করল এবং তা শোভনীয় হয়ে উঠল এবং তার মালিকেরা মনে করল যে, এখন আমরা তার পূর্ণ অধিকারী হয়েছি, তখন দিবসে অথবা রজনীতে তার উপর আমার পক্ষ হতে কোনো আপদ এসে পড়ল, সুতরাং আমি তাকে এমন নিশ্চিহ্ন করে দিলাম, যেন গতকল্য এর অস্তিত্বই ছিল না: এরূপেই আয়াতগুলোকে আমি বিশদরূপে বর্ণনা করি এমন লোকদের জন্য যারা ভেবে দেখে।

وَاللّٰهُ يَدۡعُوۡۤا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ ؕ وَيَهۡدِىۡ مَنۡ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ (٢٥)

২৫. আর আল্লাহ [তোমাদেরকে] স্থায়ী নিবাসের দিকে আহ্বান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে চলার ক্ষমতা দান করেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৩. فَلَمَّآ اَنۡجٰىهُمۡ অনন্তর যখনই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উদ্ধার করে নেন اِذَا هُمۡ يَبۡغُوۡنَ তখনই তারা বিদ্রোহাচরণ করতে থাক فِى الۡاَرۡضِ ভূপৃষ্ঠে بِغَيۡرِ الۡحَقِّ অন্যায়ভাবে يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ হে লোক সকল! اِنَّمَا بَغۡيُكُمۡ তোমাদের এই বিদ্রোহাচরণ عَلٰٓى اَنۡفُسِكُمۡ তোমাদেরই জন্য বিপদ হবে مَّتَاعَ الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا পার্থিব জীবনে ফল ভোগ করছ ثُمَّ اِلَيۡنَا مَرۡجِعُكُمۡ তৎপর আমারই পানে তোমাদের ফিরে আসতে হবে فَنُنَبِّئُكُمۡ بِمَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ অতঃপর আমি তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্ম তোমাদেরকে জানিয়ে দিব।

২৪. اِنَّمَا مَثَلُ الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا বস্তুত পার্থিব জীবনের অবস্থা তো এরূপ كَمَآءٍ اَنۡزَلۡنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ যেমন আমি আসমান হতে পানি বর্ষণ করলাম فَاخۡتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الۡاَرۡضِ তৎপর তা দ্বারা উৎপন্ন হয় জমিনের উদ্ভিদ গুলো অতিশয় ঘন হয়ে مِمَّا يَاۡكُلُ النَّاسُ وَالۡاَنۡعَامُ যা মানুষ এবং পশুরা ভক্ষণ করে حَتّٰٓى اِذَاۤ اَخَذَتِ الۡاَرۡضُ زُخۡرُفَهَا এমন কি যখন সেই জমিন নিজের সুদৃশ্যতার পূর্ণরূপ ধারণ করল وَازَّيَّنَتۡ এবং তা শোভনীয় হয়ে উঠল وَظَنَّ اَهۡلُهَاۤ এবং তার মালিকেরা মনে করল যে, اَنَّهُمۡ قٰدِرُوۡنَ عَلَيۡهَاۤ এখন আমরা তার পূর্ণ অধিকারী হয়েছি اَتٰٮهَاۤ اَمۡرُنَا لَيۡلًا اَوۡ نَهَارًا তখন দিবা কালে অথবা রাত্রিকালে তার উপর আমার পক্ষ থেকে কোনো বিপদ এসে পড়ল فَجَعَلۡنٰهَا حَصِيۡدًا সুতরাং আমি তাকে এমন নিশ্চিহ্ন করে দিলাম كَاَنۡ لَّمۡ تَغۡنَ بِالۡاَمۡسِ যেন গতকাল এর অস্তিত্বই ছিল না كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الۡاٰيٰتِ এরূপেই আমি আয়াত গুলোকে বিশদরূপে বর্ণনা করি لِقَوۡمٍ يَّتَفَكَّرُوۡنَ এমন লোকদের জন্য যারা ভেবে দেখে।

২৫. وَاللّٰهُ يَدۡعُوۡۤا আর আল্লাহ তোমাদেরকে আহবান করেন اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ স্থায়ী নিবাসের দিকে وَيَهۡدِىۡ مَنۡ يَّشَآءُ এবং যাকে ইচ্ছা চলার ক্ষমতা দান করে اِلٰى صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ সরল পথে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

২১. আয়াতের শানে নুযূল : হযরত নবী করীম ﷺ যখন (মক্কাবাসীদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েন, তখন) মক্কাবাসীর জন্য দুর্ভিক্ষ চেয়ে বদদোয়া করেন। তাদের উপর সাত বৎসর খড়া ও দুর্ভিক্ষ নেমে আসল। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আবূ সুফিয়ান রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে বলল যে, আমাদের ফসলাদি উৎপন্ন হয়ে দুর্ভিক্ষ বিদূরিত হবার জন্য দোয়া করুন। তখন রাসূল ﷺ আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের মঙ্গল কামনা করে দোয়া করলেন। অতঃপর বৃষ্টি বর্ষিত হলো অথচ তারা ঈমান গ্রহণ করেনি। -[বাহরে মুহীত-৫/১৪০]

রুহুল মা'আনীর বর্ণনা অনুযায়ী বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা মক্কাবাসীদের উপর সাত বৎসরের দুর্ভিক্ষ নির্ধারিত করে দিলেন, এতে তারা ধ্বংসের কবলে পড়ে গেল। তারা রাসূল ﷺ -এর নিকট দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তির জন্য দোয়া কামনা করে এবং ঈমান গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতিও দান করে। অতঃপর যখন তাদের জন্য দোয়া করেন আল্লাহ তা'আলাও তাদের প্রতি বৃষ্টি ও শ্যামলতা দান করে দুর্ভিক্ষ বিদূরিত করেন তখন তারা আল্লাহর এ আয়াত ও নিদর্শনের প্রতি বিদ্রূপ ও কটূক্তি করতে থাকে এবং রাসূল ﷺ-এর বিরোধিতায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পাড়ে। -[রূহুল মা'আনী-৬/৯৩]

মক্কার কাফের সম্প্রদায়ের সাত সৎসর দুর্ভিক্ষ থেকে মুক্তি পেয়ে শুকর গুজারী করার পরিবর্তে এ ধরনের অকৃতজ্ঞতা করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন :

قُلِ اللّٰهُ اَسْرَعُ مَكْرًا আরবি অভিধান অনুসারে مَكْر বলা হয় গোপন পরিকল্পনাকে, যা ভালো হতে পারে এবং মন্দও হতে পারে। উর্দূ (কিংবা বাংলা) পরিভাষার দরুন ধোকা খাওয়া উচিত নয় যে, উর্দূ (কিংবা বাংলায়) مَكْر বলা হয় ধোকা, প্রতারণা, ফেরেববাজী প্রভৃতি অর্থে, যা থেকে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র।

اِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ অর্থাৎ তোমাদের অন্যায়-অনাচারের বিপদ তোমাদেরই উপর পড়ছে। এতে বুঝা যাচ্ছে, জুলুমের কারণে বিপদ অবশ্যম্ভাবী এবং দুনিয়াতেও তা ভোগ করতে হয়।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলে ﷺ বলেছেন যে, আল্লাহ আত্মীয়-বাৎসল্য ও অনুগ্রহের বদলাও শীঘ্রই দান করেন। (আখেরাতের পূর্বে পৃথিবীতেই এর বরকত পরিলক্ষিত হতে আরম্ভ করে। তেমনিভাবে) অন্যায় অত্যাচার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার বদলাও শীঘ্রই দান করেন। (দুনিয়াতেই তা ভোগ করতে হয়। এ হাদীসটি তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ নির্ভরযোগ্য সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।) অন্য এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন প্রকার পাপ এমন রয়েছে, যার অশুভ পরিণতি তার কর্তার উপরই পতিত হয়। তা হলো জুলুম, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ ও ধোঁকা-প্রতারণা।

-[আবুশ শায়খ ইবনে মারদুভিয়াহ কর্তৃক তাঁর তাফসীরে বর্ণিত ও মাযহারী থেকে উদ্ধৃত।]

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শান্তির আলয়ের দিকে আহ্বান করেন। অর্থাৎ এমন গৃহের প্রতি আমন্ত্রণ জানান যাতে রয়েছে সর্বাধিক নিরাপত্তা ও শান্তি। না আছে তাতে কোনো রকম দুঃখ-কষ্ট, না আছে ব্যথা-বেদনা, না আছে রোগ-তাপের ভয় আর নাইবা আছে ধ্বংস।

'দারুসসালাম' -এর মর্মার্থ হলো জান্নাত। একে 'দারুসসালাম' বলার এক কারণ হলো এই যে, প্রত্যেকেই এখানে সর্বপ্রকার নিরাপত্তা ও প্রশান্তি লাভ করবে। দ্বিতীয়তঃ কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, জান্নাতের নাম দারুসসালাম এজন্য রাখা হয়েছে যে, এতে বসবাসকারীদের প্রতি সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এবং ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও সালাম পৌঁছাতে থাকবে; বরং সালাম শব্দই হবে জান্নাতবাসীদের পরিভাষা, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের মনোবাসনা ব্যক্ত করবেন এবং ফেরেশতাগণ তা সরবরাহ করে দিবেন। যেমন, পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছে।

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মা'আয (রা.) এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে নসিহত হিসেবে জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন– হে আদম সন্তানগণ, তোমাদেরকে আল্লাহ দারুসসালামের দিকে আহ্বান করেছেন, তোমরা এ খোদায়ী আহ্বানে কবে এবং কোথা থেকে সাড়া দেবে? ভালো করে জেনে রাখ, এ আহ্বান গ্রহণ করার জন্য যদি তোমরা পৃথিবী থেকেই চেষ্টা করতে আরম্ভ কর, তাহলে সফলকাম হবে এবং তোমরা দারুসসালামে পৌঁছে যাবে। পক্ষান্তরে যদি তোমরা পার্থিব এ বয়স নষ্ট করার পর মনে কর যে, কবরে পৌঁছে এ আহ্বানের প্রতি চলতে আরম্ভ করব, তাহলে তোমাদের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হবে। তখন সেখান থেকে আর এক ধাপও এগুতে পারবে না। কারণ তা কর্মস্থল নয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, 'দারুসসালাম' হলো জান্নাতের সাতটি নামের একটি। –[তাফসীরে কুরতুবী]

এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, দুনিয়াতে কোনো ঘরের নাম 'দারুসসালাম' রাখা সমীচীন নয়। যেমন, জান্নাত কিংবা ফেরদৌস প্রভৃতি নাম রাখা জায়েজ নয়।

অতঃপর উল্লিখিত আয়াতে ইরশাদ হয়েছে وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা সরল পথে পৌঁছে দেন।

এর মর্মার্থ হলো যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দারুসসালামের দাওয়াত সমগ্র মানবজাতির জন্যই ব্যাপক। এ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে হেদায়েতও ব্যাপক। কিনম্ভ হেদায়েতের বিশেষ প্রকার– সরল-সোজা পথে তুলে দেওয়া এবং তাতে চলার তৌফিক লাভ করা বিশেষ বিশেষ লোকদের ভাগ্যেই জোটে।

শব্দবিশ্লেষণ :

اَذَقْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِذَاقَةُ মূলবর্ণ (ذ . و . ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– আস্বাদন করানো।

اَسْرَعُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব كَرُمَ মাসদার اَلسُّرْعَةُ মূলবর্ণ (س . ر . ع) জিনস صحيح অর্থ– তাড়াহুড়া করা। দ্রুত করা।

اُحِيْطَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحَاطَةُ মূলবর্ণ (ح . و . ط) জিনস اجوف واوى অর্থ– বেষ্টন করে নেওয়া। ঘিরে নেওয়া।

دَعَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف মাসদার اَلدُّعَاءُ বাব نَصَرَ মূলবর্ণ (د . ع . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– ডাকা। আহ্বান করা। دَعَوْا মূলত: فَعَلُوْا এর ওযনে دَعَيُوْا ছিল।

اَزَّيَّنَتْ : সীগাহ واحد مونث غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّزَيُّنُ মূলবর্ণ (ز . ى . ن) জিনস اجوف يائى অর্থ- অলংকৃত হওয়া। اَزَّيَّنَتْ মূলত تَزَايَنَتْ ছিল। تاء কে زاء দ্বারা বদল করে زاء কে زاء এর মধ্যে ইদগাম করে দেওয়া হয়েছে এবং শুরুতে হামযায়ে ওসল নিয়ে আসা হয়েছে। ফলে اَزَّيَّنَتْ হয়ে গেছে।

حَصِيْدًا : সিফাত মুশাব্বাহ। فَعِيْلٌ এর ওযনে مفعول এর অর্থে অর্থাৎ مَحْصُوْدًا। (জালালাইন) অর্থ– কর্তিত ফসল। সমূলে কর্তিত।

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ۚ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهَهُمْ قَتَرٌ وَّلَا ذِلَّةٌ ۚ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٢٦)

২৬. যারা নেক কাজ করেছে [অর্থাৎ ঈমান এনেছে], তাদের জন্য উত্তম বস্তু [অর্থাৎ বেহেশত] রয়েছে, আর তদুপরি [আল্লাহর দীদার]-ও, আর না তাদের মুখমণ্ডলের উপর মলিনতা আচ্ছন্ন করবে, আর না অপমান, এরাই হচ্ছে বেহেশতের অধিবাসী, তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।

وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍۭ بِمِثْلِهَا ۙ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَآ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٢٧)

২৭. পক্ষান্তরে যারা মন্দ কাজ করেছে তারা তাদের মন্দ কাজের শাস্তি পাবে তার অনুরূপ এবং অপমান তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নিবে; তাদেরকে আল্লাহ [-এর আজাব] হতে কেউই রক্ষা করতে পারবে না, যেন তাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করে দেওয়া হয়েছে অন্ধকার রাত্রির পরতসমূহ দ্বারা; এরা হচ্ছে দোজখের অধিবাসী, তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا مَكَانَكُمْ اَنْتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُمْ مَّا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ (٢٨)

২৮. আর সে দিনটিও উল্লেখযোগ্য- যেদিন আমি তাদের সকলকে একত্র করব, অতঃপর মুশরিকদেরকে বলব, তোমরা এবং তোমাদের মনোনীত শরিকরা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান কর, অনন্তর আমি তাদের মধ্যে পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি করে দিব এবং তাদের সে শরিকরা বলবে, তোমরা তো আমাদের ইবাদত করতে না।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৬. لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا যারা নেক কাজ করেছে (ঈমান এনেছে) الْحُسْنٰى তাদের তাদের জন্য উত্তম বস্তু রয়েছে وَزِيَادَةٌ আর তদুপরি (আল্লাহর দীদার)-ও وَلَا يَرْهَقُ আর না আচ্ছন্ন করবে قَتَرٌ وُجُوْهَهُمْ তাদের মুখমণ্ডলের উপর মলিনতা وَلَا ذِلَّةٌ আর না অপমান اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ এরাই হচ্ছে বেহেশতের অধিবাসী هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।

২৭. وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاٰتِ পক্ষান্তরে যারা মন্দ কাজ করেছে جَزَآءُ سَيِّئَةٍۭ بِمِثْلِهَا তারা তাদের মন্দ কাজের শাস্তি পাবে তার অনুরূপ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ এবং অপমান তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নিবে مَالَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ তাদেরকে আল্লাহ (-এর আজাব) হতে কেউই রক্ষা করতে পারবে না كَاَنَّمَآ اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ যেন তাদের মুখমণ্ডলকে আচ্ছাদিত করে দেওয়া হয়েছে قِطَعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا অন্ধকার রাত্রির পরত সমূহ দ্বারা اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ এরা হচ্ছে দোজখের অধিবাসী هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।

২৮. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا আর সে দিনটি ও উল্লেখযোগ্য যেদিন আমি তাদের সকলকে একত্রিত করব ثُمَّ نَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا অত:পর মুশরিকদেরকে বলব مَكَانَكُمْ স্বঃস্ব স্থানে অবস্থান কর اَنْتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ তোমরা এবং তোমাদের মনোনীত শরিকরা فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ অনন্তর আমি তাদের মধ্যে পরস্পর বিভেদ সৃষ্টি করে দিব وَقَالَ شُرَكَآؤُهُمْ এবং তাদের সে শরিকরা বলবে مَا كُنْتُمْ اِيَّانَا تَعْبُدُوْنَ তোমরা তো আমাদের ইবাদত করতে না।

فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ (٢٩)

২৯. বস্তুত আমাদের ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই হচ্ছেন যথোপযুক্ত সাক্ষী যে, আমরা তোমাদের ইবাদত সম্বন্ধে অবহিত ছিলাম না।

هُنَالِكَ تَبْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّآ اَسْلَفَتْ وَرُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۠ (٣٠)

৩০. তথায় প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় পূর্ব কৃতকর্মগুলো পরীক্ষা করে নিবে এবং তাদেরকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে, যিনি তাদের প্রকৃত মালিক, আর যেসব মা'বূদ উদ্ভাবিত করে রেখেছিল সকলেই তাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ۚ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ (٣١)

৩১. আপনি বলুন, তিনি কে, যিনি তোমাদেরকে আসমান ও জমিন হতে রিজিক পৌছিয়ে থাকেন? অথবা তিনি কে, যিনি কর্ণ ও চক্ষুসমূহের উপর পূর্ণ অধিকার রাখেন? আর তিনি কে? যিনি জীবন্তকে প্রাণহীন হতে বের করেন, আর প্রাণহীনকে জীবন্ত হতে বের করেন, আর তিনি কে? যিনি সকল কাজ পরিচালনা করেন, তখন অবশ্যই তারা এটাই বলবে যে, আল্লাহ, অতএব, আপনি বলুন যে, তবে কেন তোমরা (শিরক হতে) নিবৃত্ত থাকছ না।

فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ (٣٢)

৩২. সুতরাং তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ, যিনি তোমাদের প্রকৃত প্রতিপালক, অতএব, সত্যের পর গোমরাহি ব্যতীত আর কি থাকবে? তবে তোমরা (সত্যকে ছেড়ে) কোথায় ফিরে যাচ্ছ?

শাব্দিক অনুবাদ :

২৯. فَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا বস্তুত আল্লাহই হচ্ছেন যথোপযুক্ত সাক্ষী بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে اِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغٰفِلِيْنَ যে, আমরা তোমাদের ইবাদত সম্বন্ধে অবহিত ছিলাম না।

৩০. هُنَالِكَ تَبْلُوْا তথায় পরীক্ষা করে নিবে كُلُّ نَفْسٍ প্রত্যেক ব্যক্তি مَّآ اَسْلَفَتْ স্বীয় পূর্ব কৃত কর্মগুলো وَرُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ এবং তাদেরকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ যিনি তাদের প্রকৃত মালিক وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ আর যে সব মা'বূদ গড়ে রেখেছিল সকলেই তাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

৩১. قُلْ আপনি বলুন مَنْ يَّرْزُقُكُمْ তিনি কে যিনি তোমাদেরকে রিজিক পৌছিয়ে থাকেন مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিন হতে اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ অথবা তিনি কে যিনি কর্ণ ও চক্ষু সমূহের উপর পূর্ণ অধিকার রাখেন وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ আর তিনি কে যিনি জীবন্তকে প্রাণহীন হতে বের করেন وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ আর প্রাণহীনকে জীবন্ত হতে বের করেন وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ আর তিনি কে যিনি সকল কাজ পরিচালনা করেন فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ তখন অবশ্যই তারা এটাই বলবে যে, আল্লাহ فَقُلْ অতএব, আপনি বলুন যে, اَفَلَا تَتَّقُوْنَ তবে কেন তোমরা (শিরক হতে) নিবৃত্ত থাকছ না।

৩২. فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ সুতরাং তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ رَبُّكُمُ الْحَقُّ যিনি তোমাদের প্রকৃত প্রতিপালক فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ অতএব, সত্যের পর গোমরাহী ব্যতীত আর কি রইল فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ তবে তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ অর্থাৎ ইনিই হলেন সে মহান সত্তা যাঁর গুণ-পরাকাষ্ঠার বিবরণ এইমাত্র বর্ণিত হলো, তার পরে পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কি থাকতে পারে? অর্থাৎ যখন আল্লাহ তা'আলার নিশ্চিত উপাস্য হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন সে নিশ্চিত সত্যকে পরিহার করে অন্যান্যদের প্রতি মনোনিবেশ করা কঠিন নির্বুদ্ধিতার কাজ।

এ আয়াতের জ্ঞাতব্য বিষয় ও মাসায়েলসমূহের মধ্যে স্মরণ রাখার যোগ্য যে, আয়াতে فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلٰلُ বাক্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সত্য ও মিথ্যার মাঝে কোনো সংযোগ নেই। যা সত্য ও ন্যায় হবে না তাই মিথ্যা ও পথভ্রষ্টতার অন্তর্ভুক্ত হবে। এমন কোনো কাজ থাকতে পারে না, যা না হবে সত্য, না হবে পথভ্রষ্টতা। আবার এমনো হতে পারে না যে, দু'টি বিপরীতধর্মী বস্তুই সত্য হবে। আকায়েদের সমস্ত নীতিশাস্ত্রে একথা সর্বজন স্বীকৃত। অবশ্য আনুষঙ্গিক মাসআলা-মাসায়েল ও ফিকহ সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। কোনো কোনো মনীষীর মতে ইজতেহাদী মাসায়েলের ক্ষেত্রে উভয়পক্ষকেই সত্য ও সঠিক বলা হবে। আর অধিকাংশ ওলামা এ ব্যাপারে একমত যে, ইজতেহাদী মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপারে প্রতিপক্ষকে পথভ্রষ্ট গোমরাহ বলা যাবে না।

শব্দবিশ্লেষণ :

حُسْنٰى : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم تفضيل বাব كَرُمَ মাসদার اَلْحُسْنُ মূলবর্ণ (ح . س . ن) জিনস صحيح অর্থ- ভালো। উত্তম। সুন্দর। তরজমায়ে থানভী (র.)।

قَتَرٌ : ইসমে ফে'ল। অর্থ- কৃপণতা। মূলবর্ণ (ق . ت . ر) জিনস صحيح অর্থ- খুব অল্প খরচ।

اُغْشِيَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغْشَاءُ মূলবর্ণ (غ . ش . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- ঢেকে দেওয়া। আচ্ছাদিত করা।

زَيَّلْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّزْيِيْلُ মূলবর্ণ (ز . ى . ل) জিনস اجوف يائى অর্থ- পৃথক করে দেওয়া।

تَبْلُوْا : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَلَاءُ মূলবর্ণ (ب . ل . و) জিনস ناقص واوى অর্থ- পরীক্ষা নেওয়া। পরীক্ষা করা। বাব سَمِعَ থেকেও পুরনো/পঁচা-বাসি হওয়ার অর্থে আসে।

رُدُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার رَدًّا , مَرْدُوْدًا ও مَرَدًّا মূলবর্ণ (ر . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- ফিরিয়ে আনা। প্রত্যাবর্তন করানো।

اَلْحَىُّ : জীবিত। حَيَاةٌ থেকে উদ্ভূত। ছিফাতে মুশাব্বাহর সীগাহ।

كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (٣٣)

৩৩. এভাবে সমস্ত অবাধ্য লোকদের সম্পর্কে আপনার প্রতিপালকের এ বাণী সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, তারা ঈমান আনবে না।

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ (٣٤)

৩৪. আপনি বলুন যে, তোমাদের (নিরূপিত) শরিকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি? যে প্রথমবারেও সৃষ্টি করে, আবার পুনর্বারও সৃষ্টি করে; আপনি বলে দিন, আল্লাহ তা'আলাই প্রথমবারও সৃষ্টি করেন, তৎপর তিনিই পুনর্বারও সৃষ্টি করবেন, অতএব, তোমরা [সত্য হতে] কোথায় ফিরে যাচ্ছ?

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَّنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ ؕ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ ؕ اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى ۚ فَمَا لَكُمْ ۗ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ (٣٥)

৩৫. আপনি বলুন, তোমাদের শরিকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি? যে সত্য বিষয়ের সন্ধান দেয়; আপনি বলে দিন যে, আল্লাহই সত্য বিষয়ের পথপ্রদর্শন করেন; তবে কি যে ব্যক্তি সত্য বিষয়ের পথপ্রদর্শন করেন তিনিই অনুসরণ করার সমধিক যোগ্য? অথবা সে ব্যক্তি, যে অন্যের পথ প্রদর্শন করা ব্যতীত নিজেই পথ প্রাপ্ত হয় না, তবে তোমাদের কি হলো? তোমরা কিরূপে সিদ্ধান্ত করে থাক?

وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا ؕ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ (٣٦)

৩৬. আর তাদের অধিকাংশ লোক কেবল অলীক কল্পনার পিছনে চলছে, নিশ্চয় অলীক কল্পনা বাস্তব ব্যাপারে মোটেই ফলপ্রসু নয়, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সবই জানেন, যা কিছু তারা করছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৩. كَذٰلِكَ এভাবে حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ আপনার প্রতিপালকের এই কথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْٓا সমস্ত অবাধ্য লোকদের সম্পর্কে اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ যে তারা ঈমান আনবে না।

৩৪. قُلْ আপনি বলুন যে, هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ তোমাদের শরিকদের মধ্যে এমনে কেউ আছে কি مَنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ যে প্রথমবারও সৃষ্টি করে ثُمَّ يُعِيْدُهٗ আবার পুনর্বারও সৃষ্টি করে قُلْ আপনি বলে দিন اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ আল্লাহ তা'আলাই প্রথমবারও পয়দা করেন তৎপর তিনিই পুনর্বার ও সৃষ্টি করবেন فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ অতএব, তোমরা (সত্য হতে) কোথায় ফিরে যাচ্ছ।

৩৫. قُلْ আপনি বলুন هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ তোমাদের শরিকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি مَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ যে সত্য বিষয়ের সন্ধান দেয় قُلْ আপনি বলে দিন اللّٰهُ يَهْدِيْ لِلْحَقِّ আল্লাহ্ সত্য বিষয়ের পথ প্রদর্শন করেন اَفَمَنْ يَّهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ তবে কি যে ব্যক্তি সত্য বিষয়ের পথ প্রদর্শন করেন اَحَقُّ اَنْ يُّتَّبَعَ তিনিই অনুসরণ করার সমধিক যোগ্য اَمَّنْ لَّا يَهِدِّيْٓ اِلَّآ اَنْ يُّهْدٰى অথবা সে ব্যক্তি যে অন্যের পথ প্রদর্শন করা ব্যতীত নিজেই পথ প্রাপ্ত হয় না فَمَا لَكُمْ তবে তোমাদরে কি হলো كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ তোমরা কিরূপ সিদ্ধান্ত করে থাক।

৩৬. وَمَا يَتَّبِعُ اَكْثَرُهُمْ اِلَّا ظَنًّا আর তাদের অধিকাংশ লোক কেবল অলীক কল্পনার পিছনে চলছে اِنَّ الظَّنَّ নিশ্চয় অলীক কল্পনা لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا বাস্তব ব্যাপারে মোটেই ফলপ্রসু নয় اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَفْعَلُوْنَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সবই জানেন যা কিছু তারা করছে।

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭. আর এ কুরআন কল্পনাপ্রসূত নয় যে, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে; বরং এটা তো সে কিতাবসমূহের সত্যতা প্রমাণকারী যা এটার পূর্বে (নাজিল) হয়েছে এবং আবশ্যকীয় বিধানসমূহের বিশদ বর্ণনাকারী, [এবং] এতে কোনো সন্দেহ নেই, [এটা] রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে [নাজিল] হয়েছে।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٣٨﴾

৩৮. তারা কি এরূপ বলে যে, এটা আপনার স্বরচিত? আপনি বলে দিন, তবে তোমরা এটার অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাদেরকে নিতে পার ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

بَلْ كَذَّبُوْا بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ ؕ كَذٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٣٩﴾

৩৯. বরং তারা এমন বিষয়কে মিথ্যা সাব্যস্ত করছে যাকে নিজ জ্ঞানের বেষ্টনে আনয়ন করেনি; আর এখনো তাদের প্রতি তার পরিণাম [আজাব] পৌঁছেনি, এরূপভাবে তারাও মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল, যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে, অতএব, দেখুন সে জালিমদের পরিণাম কি হলো?

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ ؕ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿٤٠﴾

৪০. আর তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা এটার প্রতি ঈমান আনবে এবং এমন কিছু লোকও রয়েছে যে, এটার প্রতি ঈমান আনবে না; আর আপানার প্রতিপালক অশান্তি সৃষ্টিকারীদেরকে ভালোরূপে জানেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৭. وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى আর এ কুরআন কল্পনা প্রসূত নয় যে, مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ বরং এটা তো সে কিতাব সমূহের সত্যতা প্রমাণকারী যা এর পূর্বে (নাজিল) হয়েছে وَتَفْصِيْلَ الْكِتٰبِ এবং আবশ্যকীয় বিধানসমূহের তফসিল বর্ণনাকারী لَا رَيْبَ فِيْهِ এতে কোনো সন্দেহ নেই مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে (নাজিল) হয়েছে।

৩৮. اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ তারা কি এরূপ বলে যে, এটা আপনার স্বরচিত قُلْ আপনি বলে দিন فَاْتُوْا তবে তোমরা আনয়ন কর بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ এর অনুরূপ একটি সূরা وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাদেরকে নিতে পার ডেকে নাও اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৩৯. بَلْ كَذَّبُوْا বরং তারা এমন বিষয়কে মিথ্যা সাব্যস্ত করছে بِمَا لَمْ يُحِيْطُوْا بِعِلْمِهٖ যাকে নিজ জ্ঞানের বেষ্টনে আনয়ন করেনি وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَاْوِيْلُهٗ আর এখনো তাদের প্রতি তার পরিণাম পৌঁছেনি كَذٰلِكَ كَذَّبَ এরূপভাবে তারাও মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে فَانْظُرْ অতএব দেখুন كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ সে জালেমদের পর্ণিাম কি হলো।

৪০. وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهٖ আর তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা এটার প্রতি ঈমান আনবে وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهٖ এবং এমন কতক লোকও আছে যে, এটার প্রতি ঈমান আনবে না وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ আর আপনার প্রতি পালক অশান্তি সৃষ্টি কারীদেরকে ভালোরূপে জানেন।

وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ (٤١)

৪১. আর [এতদসত্ত্বেও] যদি তারা আপনাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে থাকে, তবে বলে দিন, আমার কর্মফল আমি পাব, আর তোমাদের কর্মফল তোমরা পাবে, আমি যা করি সে বিষয়ে তোমরা দায় মুক্ত এবং তোমরা যা কর সে বিষয়ে আমিও দায় মুক্ত।

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ (٤٢)

৪২. আর তাদের কিছু এমন [-ও] আছে যারা আপনার [কথার] প্রতি কান পেতে রাখে; তবে কি আপনি বধিরদেরকে শুনাচ্ছেন? যদিও তাদের বোধশক্তি না থাকে।

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ (٤٣)

৪৩. আর তাদের কিছু এমন [-ও] আছে যারা আপনাকে দেখছে, তবে কি আপনি অন্ধকে পথ দেখাতে চাচ্ছেন? যদিও তাদের অন্তর্দৃষ্টি না থাকে।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٤٤)

৪৪. এটা স্থির নিশ্চিত যে, আল্লাহ মানুষের প্রতি জুলুম করেন না, পরন্তু মানুষ নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করছে।

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۚ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (٤٥)

৪৫. আর সেই দিনটি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিন, যেদিন আল্লাহ তাদেরকে এরূপ অবস্থায় একত্র করবেন, যেন তারা পূর্ণ দিবসের মুহূর্তকাল মাত্র অবস্থান করেছিল এবং তারা পরস্পর একে অপরকে চিনবে, বাস্তাবিক ক্ষতিগ্রস্ত হলো সে সকল লোক যারা আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়াকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তারা হেদায়েত প্রাপ্ত ছিল না।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪১. وَاِنْ كَذَّبُوْكَ আর যদি তারা আপনাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে থাকে فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ তবে বলে দিন আমার কর্মফল আমি পাব وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ তোমাদের কর্মফল তোমরা পাবে اَنْتُمْ بَرِيْئُوْنَ مِمَّا اَعْمَلُ তোমরা তো আমার কৃতকর্মের জবাবদিহি নও وَاَنَا بَرِيْءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ আর আমিও তোমাদরে কর্মের জবাবদিহি নই।

৪২. وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ আর তাদের কিছু এমনও আছে যারা আপনার প্রতি কান পেতে রাখে اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ তবে আপনি কি বধিরদেরকে শুনাচ্ছেন وَلَوْ كَانُوْا لَا يَعْقِلُوْنَ যদিও তাদের বোধ শক্তি না থাকে।

৪৩. وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْظُرُ اِلَيْكَ আর তাদের কিছু এমন আছে যারা আপনাকে দেখছে اَفَاَنْتَ تَهْدِى الْعُمْىَ তবে কি আপনি অন্ধকে পথ দেখাতে চান وَلَوْ كَانُوْا لَا يُبْصِرُوْنَ যদিও তাদের অন্তর্দৃষ্টি না থাকে।

৪৪. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا এটা স্থির নিশ্চিত যে, আল্লাহ মানুষের প্রতি জুলুম করেন না وَلٰكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ পরন্তু মানুষ নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করছে।

৪৫. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ আর সেদিনটি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিন, যেদনি আল্লাহ তাদেরকে এরূপ অবস্থায় একত্রিত করবেন كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ যেন তারা পূর্ণ দিবসের মুহূর্ত কাল মাত্র অবস্থান করেছিল يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ তারা পরস্পর একে অপরকে চিনবে قَدْ خَسِرَ বাস্তবিক ক্ষতিগ্রস্থ হলো সে সকল লোক الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللّٰهِ যারা আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়াকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ এবং তারা হেদায়েত প্রাপ্ত ছিল না।

৪৬. আমি তাদের সাথে যে শাস্তির অঙ্গীকার করছি, যদি তার সামান্য অংশও আপনাকে দেখিয়ে দেই, অথবা আপনাকে মৃত্যু দান করি, সর্বাবস্থায় তাদেরকে আমারই পানে আসতে হবে, আর আল্লাহ তাদের সকল কৃতকর্মেরই খবর রাখেন।	وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ (٤٦)
৪৭. আর প্রত্যেক উম্মতের জন্য এক একজন রাসূল রয়েছেন, সুতরাং তাদের সে রাসূল যখন এসে পড়েন [তখন] তাদের মীমাংসা করা হয় ন্যায়ভাবে, আর তাদের প্রতি অবিচার করা হয় না।	وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ (٤٧)
৪৮. আর তারা বলে, (আজাবের) এ অঙ্গীকার কখন [সংঘটিত] হবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।	وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (٤٨)
৪৯. আপনি বলে দিন, আমি তো আমার নিজের জন্যও কোনো উপকার বা ক্ষতির অধিকারী নই; কিন্তু যতটুকু আল্লাহ চান, প্রত্যেক উম্মতের [আজাবের] জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় আছে; যখন তাদের সে নির্দিষ্ট সময় এসে পৌছে, তখন তারা মুহূর্তকাল না পশ্চাদপদ হতে পারবে আর না অগ্রসর হতে পারবে।	قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۚ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ ۚ اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ (٤٩)

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৬. وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ আর আমি তাদের সাথে যে শাস্তির অঙ্গীকার করছি, যদি তার সামান্য অংশও আপনাকে দেখিয়ে দেই اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ অথবা আপনাকে মৃত্যু দান করি فَاِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ সর্বাবস্থায় তাদেরকে আমারই পানে আসতে হবে ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ আর আল্লাহ তাদের সকল কৃতকর্মেরই খবর রাখেন।

৪৭. وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ আর প্রত্যেক উম্মতের জন্য এক একজন রাসূল রয়েছেন فَاِذَا جَآءَ رَسُوْلُهُمْ সুতরাং তাদের সেই রাসূল যখন এসে পড়েন قُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ (তখন) তাদের মীমাংসা করা হয় ন্যায়ভাবে وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ আর তাদের প্রতি অবিচার করা হয় না।

৪৮. وَيَقُوْلُوْنَ আর তরা বলে مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ এ অঙ্গীকার কখন হবে اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

৪৯. قُلْ আপনি বলে দিন لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ আমি তো আমার নিজের জন্যও অধিকারী নই ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا কোনো উপকার বা ক্ষতির اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ কিন্তু যতটুকু আল্লাহ চান لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ প্রত্যেক উম্মতের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় আছে اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ যখন তাদের সেই নির্দিষ্ট সময় এসে পৌছে فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً তখন তারা মুহূর্তকাল না পশ্চাদপদ হতে পারবে وَلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ আর না অগ্রসর হতে পারবে।

৫০. আপনি বলে দিন, বল তো, যদি তোমাদের উপর আল্লাহর আজাব রজনীতে অথবা দিবসে এসে পড়ে, তবে আজাবের মধ্যে এমন কোন জিনিস রয়েছে যে, অপরাধীগণ তাকে তাড়াতাড়ি চাচ্ছে?	قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُهٗ بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ (٥٠)
৫১. তবে কি যখন তা এসেই পড়বে তখন তা বিশ্বাস করবে? [বলা হবে] হাঁ, এখন মানলে, অথচ তোমরা তার তাড়া করছিলে।	اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ ؕ آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ (٥١)
৫২. অতঃপর জালিমদেরকে বলা হবে, চিরস্থায়ী আজাব গ্রহণ করতে থাক, তোমরা তো তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল পেয়েছ।	ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ (٥٢)

শাব্দিক অনুবাদ :

৫০. قُلْ আপনি বলে দিন اَرَءَيْتُمْ বলতো اِنْ اَتٰىكُمْ عَذَابُهٗ যদি তোমাদের উপর আল্লাহর আজাব এসে পড়ে بَيَاتًا اَوْ نَهَارًا রাত্রিকালে অথবা দিবাভাগে مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ তবে আজাবের মধ্যে এমন কোন জিনিস রয়েছে যে, অপরাধীগণ তাকে তাড়াতাড়ি চাচ্ছে।

৫১. اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ তবে কি যখন তা এসেই পড়বে তখন তা বিশ্বাস করবে? آٰلْـٰٔنَ (বলা হবে) হ্যাঁ, এখন মানলে وَقَدْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ অথচ তোমরা তার তাড়া করছিলে।

৫২. ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا অতঃপর জালেমদেরকে বলা হবে ذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ চিরস্থায়ী আজাব গ্রহণ করতে থাক هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ তোমরাতো তোমাদেরই কৃত কর্মফল পেয়েছ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৪৯. আয়াতের শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত মক্কার সে সকল কাফের মুশরিকদের ভ্রান্ততার জবাবে অবতীর্ণ হয়েছে যারা এর পূর্ববর্তী আয়াত وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ .... وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ পর্যন্ত নাজিল হয়। তখন তারা কুরআন ও কুরআন কর্তৃক আল্লাহ তা'আলার শাস্তি ও ধ্বংসের হুশিয়ারি সম্পর্কীয় সত্যতাকে অস্বীকার করে বলছিল যে, এ সকল প্রতিশ্রুতি কখন যে বাস্তবায়িত হবে সে সম্পর্কে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। শাস্তি যদি অনতি বিলম্বে দেখাতে পার তাহলেই আমরা ঈমান নিয়ে আসব। -[নূরুল কুলূব]

তাদের এহেন কটূক্তি ও প্রতারণামূলক মন্তব্যের জবাবে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাজিল করেন।

وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيْلُهٗ এখানে- تَأْوِيْل -এর মর্মার্থ হলো প্রতিফল ও শেষ পরিণতি অর্থাৎ এরা নিজেদের গাফিলতি ও নির্লিপ্ততার দরুন কুরআন সম্পর্কে কোনো চিন্তা-ভাবনা করেনি। ফলে এর প্রতি মিথ্যারোপে লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু মৃত্যুর পরই সত্য ও বাস্তবতা প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং নিজেদের কৃতকর্মের অশুভ পরিণতি চিরকালের জন্য গলার ফাঁস হয়ে যাবে।

يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ কিয়ামতে যখন মৃতদেহকে কবর থেকে উঠানো হবে, তখন একে অপরকে চিনতে পারবে এবং মনে হবে দেখা-সাক্ষাত হয়নি তা যেন খুব একটা দীর্ঘ সময় নয়।

ইমাম বগভী (র.) এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন, এ পরিচয় হবে প্রথমদিকে। পরে কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলি সামনে চলে আসলে পরে এসব পরিচয় ছিন্ন হয়ে যাবে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে তখনো পরিচয় থাকবে, কিন্তু ভয়-সন্ত্রাসের দরুন কথা বলতে পারবে না। -[মাযহারী]

أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ اٰمَنْتُمْ بِهٖ اٰلْـٰٔنَ অর্থাৎ তোমরা কি তখন ঈমান আনবে, যখন তোমাদের উপর আজাব পতিত হয়ে যাবে? চাই তা মৃত্যুর সময়েই হোক কিংবা তার পূর্বে। কিন্তু তখন তোমাদের ঈমানের উত্তরে কি বলা হবে- اٰلْـٰٔنَ এতক্ষণে ঈমান আনলে, যখন ঈমানের সময় চলে গেছে। যেমন, জলমগ্ন হবার সময় ফেরাউন যখন বলল, اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْۤ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْۤا اِسْرَآءِیْلَ (অর্থাৎ আমি ঈমান আনছি, নিশ্চয় কোনো উপাস্য নেই তাঁকে ছাড়া যাঁর উপর ঈমান এনেছে বনী ইসরাঈলরা।) উত্তরে বলা হয়েছিল- اٰلْـٰٔنَ (অর্থাৎ এতক্ষণে ঈমান আনলে?) বস্তুতঃ তার ঈমান কবুল করা হয়নি। এক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বান্দার তওবা কবুল করেন যতক্ষণ না তার মৃত্যুকালীন উর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যায়। অর্থাৎ মৃত্যুকালীন গরগরা বা উর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যাবার পর ঈমান ও তওবা আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিভাবে দুনিয়াতে আজাব সংঘটিত হওয়ার পূর্বাহ্নে তওবা কবুল হতে পারে। কিন্তু আজাব এসে যাবার পর আর তওবা কবুল হয় না। সূরার শেষাংশে ইউনুস (আ.)-এর কওমের সে ঘটনা আসছে যে, তাদের তওবা কবুল করে নেওয়া হয়েছিল, তা এই মূলনীতির ভিত্তিতেই হয়েছিল। কারণ তারা দূরে থেকে আজাব আসতে দেখেই বিশুদ্ধ-সত্য মনে কেঁদে কেঁদে তওবা করে নিয়েছিল। তাই আজাব সরে যায়। যদি আজাব তাদের উপর পতিত হয়ে যেত, তবে আর তওবা কবুল হতো না।

শব্দবিশ্লেষণ :

تُؤْفَكُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ : মাসদার اِفْكٌ মূলবর্ণ (ا . ف . ك) জিনস مهموز فاء অর্থ- তোমাদেরকে উল্টানো হয়। তোমাদেরকে ঘুরানো হবে। এর অর্থ কোনো বস্তু তার প্রকৃত অবস্থান থেকে সরে যাওয়া। এখানে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হক থেকে বাতিলের দিকে এবং কথার ক্ষেত্রে সত্য থেকে মিথ্যার দিকে সরে আসা উদ্দেশ্য।

يُفْتَرٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِفْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ف . ر . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- বানানো হবে। গঠন করা হবে।

لَمْ يُحِيْطُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব افعال মাসদার الاحاطة মূলবর্ণ (ح . و . ط) জিনস اجوف واوى অর্থ- বেষ্টন করা। ঘিরে নেওয়া।

نَتَوَفَّيَنَّكَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف بانون ثقيله বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَفِّىْ মূলবর্ণ (و . ف . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- পুরাপুরি নেওয়া। আত্মা কবজ করা। অর্থাৎ শরীরসমূহ থেকে রূহ কবজ করা অথবা শুধু রূহ কবজ উদ্দেশ্য।

قُضِىَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْقَضَاءُ মূলবর্ণ (ق . ض . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- ফায়সালা করা।

تُجْزَوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْجَزَاءُ মূলবর্ণ (ج . ز . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- প্রতিদান দেওয়া। বদলা দেওয়া।

وَيَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ۖ قُلْ اِىْ وَرَبِّىْٓ اِنَّهٗ لَحَقٌّ ۚ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ (٥٣)

৫৩. আর তারা আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করে যে, আজাব কি সত্য? আপনি বলে দিন যে, হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের কসম! তা নিশ্চিত সত্য; আর তোমরা কিছুতেই আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না।

وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ ۗ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ ۚ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ (٥٤)

৫৪. আর যদি প্রত্যেক মুশরিকের নিকট এ পরিমাণ [মাল] থাকে যে, সমগ্র পৃথিবীর সমপরিমাণ হয়ে যায়, তবে সে তা দান করেও নিজের জীবন রক্ষা করতে উদ্যত হবে: এবং যখন তারা আজাব দেখতে পাবে তখন [নিজেদের] মনস্তাপকে গোপন রাখবে, আর তাদের ফয়সালা করা হবে ন্যায়ভাবে এবং তাদের উপর অবিচার করা হবে না।

اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اَلَآ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (٥٥)

৫৫. স্মরণ রেখ যে, সবই আল্লাহর স্বত্ব যা কিছু আসমানসমূহে এবং জমিনে রয়েছে, স্মরণ রেখ যে, আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করে না।

هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (٥٦)

৫৬. তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান, আর তোমরা সকলে তাঁরই পানে প্রত্যাবর্তিত হবে।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (٥٧)

৫৭. হে মানবজাতি! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এমন এক বস্তু সমাগত হয়েছে যা হচ্ছে নসিহত এবং অন্তরসমূহের সকল রোগের আরোগ্যকারী; আর তা মুমিনদের জন্য পথপ্রদর্শক ও রহমত।

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ۗ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ (٥٨)

৫৮. আপনি বলে দিন যে, আল্লাহর এ দান ও রহমতের প্রতি সকলেরই আনন্দিত হওয়া উচিত; তা এটা [অর্থাৎ পার্থিব সম্পদ] হতে বহু গুণে উত্তম যা তারা সঞ্চয় করছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৩. وَيَسْتَنْۢبِـُٔوْنَكَ আর তারা আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করে যে, اَحَقٌّ هُوَ আজাব কি সত্য قُلْ আপনি বলে দিন যে, اِىْ وَرَبِّىْ হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের কসম اِنَّهٗ لَحَقٌّ তা নিশ্চিত সত্য وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ আর তোমরা কিছুতেই আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না।

৫৪. وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ আর যদি প্রত্যেক মুশরিকের নিকট এ পরিমাণ (মাল) থাকে যে, ظَلَمَتْ مَا فِى الْاَرْضِ সমগ্র পৃথিবীর পরিমাণ হয়ে যায় لَافْتَدَتْ بِهٖ তবে সে তা দান করেও নিজের প্রাণ রক্ষা করতে উদ্যত হবে। وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ এবং তখন (নিজেদের) মনস্তাপ গোপন রাখবে لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ যখন তারা আজাব দেখতে পাবে وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ আর তাদের ফয়সালা করা হবে ন্যায়ভাবে وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ এবং তাদের উপর অবিচার করা হবে না।

৫৫. اَلَآ اِنَّ لِلّٰهِ স্মরণ রেখ যে, সবই আল্লাহর স্বত্ব مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ যা কিছু আসমান সমূহ ও জমিনে রয়েছে اَلَآ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ স্মরণ রেখ যে, আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করে না।

৫৬. هُوَ يُحْىٖ তিনিই জীবন দান করেন وَيُمِيْتُ এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ আর তোমরা সকলে তারই পানে প্রত্যাবর্তিত হবে।

৫৭. يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ হে মানব জাতি قَدْ جَآءَتْكُمْ তোমাদের নিকট এমনি এক বস্তু সমাগত হচ্ছে مَّوْعِظَةٌ যা হচ্ছে নসিহত مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ এবং অন্তর সমূহের সকল রোগের আরোগ্যকারী وَهُدًى আর তা পথ প্রদর্শক وَّرَحْمَةٌ ও রহমত لِّلْمُؤْمِنِيْنَ মুমিনদের জন্য।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا ۚ قُلْ آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ (٥٩)

৫৯. আপনি বলুন, এটা বল তো আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু রিজিক পাঠিয়েছেন, অতঃপর তোমরা তার কিছু অংশ হারাম এবং কিছু অংশ হালাল সাব্যস্ত করে নিলে, আপনি জিজ্ঞেস করুন যে, আল্লাহ কি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, নাকি তোমরা আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করছ?

وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ (٦٠)

৬০. আর যারা আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করে তাদের কিয়ামত দিবস সম্বন্ধে কি ধারণা? বাস্তবিক মানুষের উপর আল্লাহ তা'আলার অতিশয় অনুগ্রহ রয়েছে; কিন্তু অধিকাংশ লোকই অকৃতজ্ঞ।

وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَآ اَكْبَرَ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ (٦١)

৬১. আর আপনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, আর সে অবস্থাগুলোর অন্তর্গত এটাও যে, আপনি [রাসূল] যে কোনো স্থান হতে কুরআন পাঠ করুন, আর তোমরা [অন্যান্য লোক] যে কাজই কর, আমার সব কিছুরই খবর থাকে, যখন তোমরা সে কাজ করতে আরম্ভ কর, আর কণা পরিমাণও কোনো বস্তু আপনার প্রতিপালকের [জ্ঞানের] অগোচর নয়, না জমিনে আর না আসমানে, আর না কোনো বস্তু তা হতে ক্ষুদ্রতর আর না তা হতে বৃহত্তর, কিন্তু এ সমস্তই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৮. قُلْ আপনি বলে দিন যে, بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ আল্লাহর এ দান ও রহমতের প্রতি فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا সকলেরই আনন্দিত হওয়া উচিত هُوَ خَيْرٌ তা এটা হতে বহু গুণে উত্তম مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ যা তারা সঞ্চয় করছে।

৫৯. قُلْ اَرَءَيْتُمْ আপনি বলুন, এটা বল তো مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقٍ আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু রিজিক পাঠিয়েছিলেন فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَّحَلٰلًا অতঃপর তোমরা তার কিছু অংশ হারাম এবং কিছু অংশ হালাল সাব্যস্ত করে নিলে قُلْ আপনি জিজ্ঞাসা করুন যে, آٰللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ আল্লাহ কি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ নাকি তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করছ।

৬০. وَمَا ظَنُّ الَّذِيْنَ আর তাদের কি ধারণা যারা يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা আরোপ করে يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবস সম্বন্ধে اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ বাস্তবিক মানুষের উপর আল্লাহ তা'আলার অতিশয় অনুগ্রহ রয়েছে وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ লোকই অকৃতজ্ঞ।

৬১. وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَاْنٍ আর আপনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন وَمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ আর সেই অবস্থা গুলোর অন্তর্গত এটাও যে, আপনি যে কোনো স্থান হতে কুরআন পাঠ করুন وَلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ আর তোমরা যে কাজই কর اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا আমার সব কিছুরই খবর থাকে اِذْ تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ যখন তোমরা সে কাজ করতে আরম্ভ কর وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ আর কণা পরিমাণ ও কোনো বস্তু আপনার প্রতিপালকের অগোচরে নয় فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ না জমিনে না আসমানে وَلَآ اَصْغَرَ مِنْ ذٰلِكَ আর না কোনো বস্তু তা হতে ক্ষুদ্রতর وَلَآ اَكْبَرَ আর না তা হতে বৃহত্তর اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ কিন্তু এ সমস্ত কিতাবে মুবীনে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৫৩. আয়াতের শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত মদিনার হুয়াই বিন আখতাব নামক ইহুদি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। হুয়াই বিন আখতাব ইহুদি মদিনার একজন বণিক ছিল। সে একদা ব্যবসা করার সুবাদে মক্কা নগরীতে আসে। তৎকালে ইসলামের দাওয়াত মক্কায় ছড়িয়ে পড়ে। তখন সে রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বিদ্রূপাত্মক ভাবেই রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করল যে, হে মুহাম্মদ! আপনি যে বাণী আবৃত্তি করছেন তা কি সত্যই? হতভাগা এ ইহুদির বিদ্রূপাত্মক উক্তির জবাবে আল্লাহ তা'আলা অবতরণ করেন উক্ত আয়াত। —[নূরুল কুলূব]

এখানে কুরআন কারীমের চারটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। ১. مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ - مَوْعِظَةٌ ও وَعْظٌ - এর প্রকৃত অর্থ হলো এমন বিষয় বর্ণনা করা, যা শুনে মানুষের অন্তর কোমল হয় এবং আল্লাহর প্রতি প্রণত হয়ে পড়ে। পার্থিব গাফলতির পর্দা ছিন্ন হয়ে মনে আখেরাতের ভাবনা উদয় হয়। কুরআন কারীম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই 'মাওয়ায়েজে হাসনাহ' -এর অত্যন্ত সালঙ্কার প্রচারক। এর প্রতিটি জায়গায় ওয়াদা-প্রতিশ্রুতির সাথে সাথে ভীতি-প্রদর্শন, ছওয়াবের সাথে সাথে আজাব, পার্থিব জীবনের কল্যাণ ও কৃতকার্যতার সাথে সাথে ব্যর্থতা ও পথভ্রষ্টতা প্রভৃতির এমন সংমিশ্রিত আলোচনা করা হয়েছে, যা শোনার পর পাথরও পানি হয়ে যেতে পারে। তদুপরি কুরআন কারীমের অন্যান্য বর্ণনা-বিশ্লেষণও এমন যা মনের পটপরিবর্তন করে দিতে অদ্বিতীয়।

مَوْعِظَةٌ -এর সাথে مِّنْ رَّبِّكُمْ বলে কুরআনি ওয়াজের মর্যাদাকে অধিকতর উচ্চ করে দিয়েছে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, এ ওয়াজ নিজেদেরই মতো কোনো দুর্বল মানুষের পক্ষ থেকে নয় যার হাতে কারো ক্ষতি-বৃদ্ধি, কিংবা পাপ-পুণ্য কিছু নেই; বরং এ হলো মহান পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে, যার কোথাও ভুল-ভ্রান্তির কোনো সম্ভাবনা নেই এবং যার প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি ও ভীতি প্রদর্শনে কোনো দুর্বলতা কিংবা আপত্তি ওজরের আশঙ্কা নেই।

কুরআন কারীমের দ্বিতীয় গুণ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। شِفَاءٌ অর্থ রোগ নিরাময় হওয়া আর صُدُوْرٌ হলো صَدْرٌ -এর বহুবচন; যার অর্থ বুক। আর মর্মার্থ অন্তর।

সারার্থ হচ্ছে যে, কুরআন কারীম অন্তরের ব্যধিসমূহের জন্য একান্ত সফল চিকিৎসা ও সুস্থতা এবং রোগ নিরাময়ের অব্যর্থ ব্যবস্থাপত্র। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন যে, কুরআনের এ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, এটি বিশেষতঃ অন্তরের রোগের শেফা; দৈহিক রোগের চিকিৎসা নয়। —[রূহুল মা'আনী]

কিন্তু অন্যান্য মনীষীবৃন্দ বলেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে কুরআন সর্ব রোগের নিরাময়, তা অন্তরের রোগই হোক কিংবা দেহেরই হোক তবে আত্মিক রোগের ধ্বংসকারিতা মানুষের দৈহিক রোগ অপেক্ষা বেশি মারাত্মক এবং এর চিকিৎসাও যে কারো সাধ্যের ব্যাপারে নয়। সে কারণেই এখানে শুধু আন্তরিক ও আধ্যাত্মিক রোগের উল্লেখ করা হয়েছে। এতে একথা প্রতীয়মান হয় না যে, দৈহিক রোগের জন্য এটি চিকিৎসা নয়।

হাদীসের বর্ণনা ও উম্মতের আলেম সম্প্রদায়ের অসংখ্য অভিজ্ঞতাই এর প্রমাণ যে, কুরআন কারীম যেমন আন্তরিক ব্যাধির জন্য অব্যর্থ মহৌষধ, তেমনি দৈহিক রোগ-ব্যাধির জন্যও উত্তম চিকিৎসা।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম ﷺ -এর খেদমতে এসে নিবেদন করল যে, আমার বুকে কষ্ট পাচ্ছি। মহানবী ﷺ বললেন, কুরআন পাঠ কর। কারণ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন— وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ অর্থাৎ কুরআন সে সমস্ত রোগের জন্য আরোগ্য যা বুকের মাঝে হয়ে থাকে। —[রূহুল মা'আনী-ইবনে মার্দুবিয়াহ থেকে]

এমনিভাবে হযরত ওয়াসেলাহ ইবনে আসকা' (র.)-এর রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে এসে জানলো যে, আমার গলায় কষ্ট হচ্ছে। তিনি তাকেও একথাই বললেন যে, কুরআন পড়তে থাক।

قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ অর্থাৎ মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহ তা'আলার রহমত ও অনুগ্রহকেই প্রকৃত আনন্দের বিষয় মনে করা এবং একমাত্র তাতেই আনন্দিত হওয়া। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ধন-সম্পদ, আরাম আয়েশ ও মান-সম্ভ্রম কোনটাই প্রকৃতপক্ষে আনদের বিষয় নয়। কারণ একে তো কেউ যত অধিক পরিমাণেই তা অর্জন করুক না কেন, (সবই) অসম্পূর্ণ হয়ে থাক; পরিপূর্ণ হয় না। দ্বিতীয়তঃ সততই তার পতনাশঙ্কা লেগে থাকে। তাই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে- هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ অর্থাৎ আল্লাহর করুণা-অনুগ্রহ সে সমস্ত ধন-সম্পদও সম্মান-সম্রাজ্য অপেক্ষা উত্তম, যেগুলোকে মানুষ নিজেদের সমগ্র জীবনের ভরসা বিবেচনা করে সংগ্রহ করে।

এ আয়াতে দু'টি বিষয়কে আনন্দ-হরষের উপকরণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। একটি হলো فَضْل 'ফজল', অপরটি رَحْمَة 'রহমত'। এতদুভয়ের মর্ম কি? এ সম্পর্কে হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর 'ফজল' -এর মর্ম হলো কুরআন, আর রহমত -এর মর্ম হলো এই যে, তোমাদেরকে কুরআন অধ্যয়ন এবং সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করেছেন। -[রূহুল মা'আনী, ইবনে মারদুয়া থেকে]

এ বিষয়টি হযরত বারা' ইবনে আযেব (রা.) এবং হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকেও বর্ণিত রয়েছে। তাছাড়া অনেক তফসীরকার মনীষী বলেছেন যে, 'ফজল' অর্থ কুরআন; আর রহমত হলো ইসলাম। বস্তুতঃ এর মর্মার্থও তাই যা উল্লিখিত হাদীসের দ্বারা বুঝা যায় যে, রহমতের মর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদিগকে কুরআনের শিক্ষা দান করেছেন। কারণ ইসলামও এ তথ্যেরই শিরোনাম।

শব্দবিশ্লেষণ :

لَافْتَدَتْ : لام হরফে তাকীদ। সীগাহ اِفْتَدَتْ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِفْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ف . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- নিজের প্রাণের বিনিময়ে মুক্তিপণ তথা বদলা দেওয়া।

رَأَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر . أ . ى) জিনস مركب (ناقص يائى ও مهموز عين) অর্থ- দেখা। মূলত: رَأَيُوْا ছিল। ওয়াওকে الف দ্বারা পরিবর্তন করে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে।

قُلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق . و . ل) জিনস اجوف واوى অর্থ- বলা। মূলত: قُلْ -এর ওযনে اُنْصُرْ ছিল اُقْوُلْ। তা'লীল হয়ে قل হয়েছে।

فَلْيَفْرَحُوْا : فاء হরফে আতফ। ل লাম আমর। সীগাহ يفرحوا جمع مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব سَمِعَ ; মাসদার اَلْفَرَحُ মূলবর্ণ (ف . ر . ح) জিনস صحيح অর্থ- খুশি হওয়া।

تَفْتَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَال মাসদার اِفْتِرَاءٌ মূলবর্ণ (ف . ر . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- অপবাদ আরোপ করা।

شَأْنٌ : ইসম। একবচন, বহুবচন شُئُوْنٌ আসে। অর্থ- অবস্থা, চিন্তা, ধান্দা, কাজ। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অথব অবস্থা, ভালো হোক বা খারাপ, তাকে شَأْن বলে।

تُفِيْضُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِفَاضَةُ মূলবর্ণ (ف . ى . ض) জিনস اجوف يائى অর্থ- তোমরা ছড়িয়ে পড়ছ, তোমরা লেগে থাক। যখন কথা বা উক্তি সম্পর্কে اِفَاضَة ব্যবহার হয়, তখন কথায় ঢুকে পড়া ও লিপ্ত হওয়া অর্থ দেয়। এখানে اِفَاضَة এ অর্থেই ব্যবহৃত।

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢)

৬২. মনে রেখ! আল্লাহর বন্ধুদের না কোনো আশঙ্কা আছে, আর না তারা বিষণ্ন হবে।

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ (٦٣)

৬৩. তারা হচ্ছে, সেই লোক যারা ঈমান এনেছে এবং [গুনাহ হতে] পরহেজ করে থাকে।

لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (٦٤)

৬৪. তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে এবং পরকালেও, আল্লাহর বাক্যসমূহে কোনো পরিবর্তন হয় না; এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা।

وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٦٥)

৬৫. আর আপনাকে যেন তাদের উক্তিগুলো বিষণ্ন না করে। সকল ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলারই জন্য। তিনি শুনেন, জানেন।

أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (٦٦)

৬৬. মনে রেখ! যত কিছু আসমানসমূহে আছে এবং যত কিছু জমিনে আছে এ সমস্তই আল্লাহর; আর যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য শরিকদের ইবাদত করে তারা কোন বস্তুর অনুসরণ করছে? কেবল খেয়ালেরই অনুসরণ করে চলছে এবং শুধু অনুমানপ্রসূত কথা বলছে।

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (٦٧)

৬৭. তিনি এমন যিনি তোমাদের জন্য রজনীকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাতে স্বস্তি লাভ কর, আর দিবসকেও এভাবে সৃষ্টি করছেন যেন, তাতে দেখাশুনা কর, তাতে [তাওহীদের] প্রমাণসমূহ রয়েছে তাদের জন্য যারা শুনে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬২. أَلَآ মনে রেখ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ আল্লাহর বন্ধুদের لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ না কোনো আশঙ্কা আছে وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ আর না তারা বিষণ্ন হবে।

৬৩. ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ তারা হচ্ছে সে সকল লোক যারা ঈমান এনেছে وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ এবং পরহেজ করে থাকে।

৬৪. لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ পার্থিব জীবনে এবং পরকালেও لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ আল্লাহর বাক্য সমূহে কোনো পরিবর্তন হয় না ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা।

৬৫. وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ আর আপনাকে যেন তাদের উক্তি গুলো বিষণ্ন না করে إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا সকল ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলারই জন্য هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ তিনি শুনেন, জানেন।

৬৬. أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ মনে রেখ! এ সমস্তই আল্লাহর مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ যত কিছু আসমান সমূহে আছে এবং যত কিছু জমিনে আছে وَمَا يَتَّبِعُ আর তারা কোন বস্তুর অনুসরণ করছে ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءَ যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য শরিকের ইবাদত করে إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ কেবল অবাস্তব খেয়ালের অনুসরণ করে চলছে وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ এবং শুধু অনুমান প্রসূত কথা বলছে।

৬৭. هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ তিনি এমন যিনি তোমাদের জন্য রজনীকে বানিয়েছেন لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ যেন, তোমরা তাতে স্বস্তি লাভ কর وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا আর দিবসকেও এভাবে সৃষ্টি করেছেন যেন, তাতে দেখা শোনা কর إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ তাতে (তাওহীদের) প্রমাণসমূহ রয়েছে لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ তাদের জন্য যারা শুনে।

৬৮. তারা বলে, আল্লাহ তা'আলার সন্তান আছে, সুবহানাল্লাহ! তিনি তো কারো মুখাপেক্ষী নন, তাঁরই স্বত্বে রয়েছে যা কিছু আসমানসমূহে এবং যা কিছু জমিনে আছে, তোমাদের নিকট তার [উক্ত দাবির] কোনো প্রমাণ [-ও] নেই; আল্লাহ তা'আলার সম্বন্ধে কি তোমরা এমন কথা আরোপ করছ যা তোমাদের জানা নেই?	قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ۭ هُوَ الْغَنِيُّ ۭ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍۢ بِهٰذَا ۭ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (٦٨)
৬৯. আপনি বলে দিন, যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে তারা সফলকাম হবে না।	قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ (٦٩)
৭০. এটা দুনিয়ার সামান্য আয়েশ-আরাম মাত্র, তৎপর আমারই দিকে তাদের আসতে হবে, তখন আমি তাদেরকে তাদের কুফরের বিনিময়ে কঠিন শাস্তি ভোগ করাব।	مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ (٧٠)

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৮. قَالُوا তারা বলে اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا আল্লাহ তা'আলার সন্তান আছে سُبْحٰنَهٗ সুবহানাল্লাহ! هُوَ الْغَنِيُّ তিনি তো কারো মুখাপেক্ষী নন لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ তারই স্বত্বে রয়েছে যা কিছু আসমান সমূহে এবং যা কিছু জমিনে আছে اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍۢ بِهٰذَا তোমাদের নিকট এর কোনো প্রমাণ নেই اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ আল্লাহ তা'আলার সম্বন্ধে কি তোমরা এমন কথা আরোপ করছ যা তোমাদের জানা নেই।

৬৯. قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে لَا يُفْلِحُوْنَ তারা সফলকাম হবে না।

৭০. مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا এটা দুনিয়ার সামান্য আয়েশ মাত্র ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ তৎপর আমারই দিকে তাদের আসতে হবে نُذِيْقُهُمُ তখন আমি তাদেরকে ভোগ করা الْعَذَابَ الشَّدِيْدَ কঠিন শাস্তি بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ তাদের কুফরের বিনিময়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহর ওলীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, তাদের প্রশংসা ও পরিচয় বর্ণনার সাথে সাথে তাদের প্রতি আখেরাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– যারা আল্লাহর ওলী তাদের না থাকবে কোনো অপছন্দনীয় বিষয়ের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা, আর না থাকবে কোনো অপছন্দনীয় বিষয়ের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা, আর না থাকবে কোনো উদ্দেশ্য ব্যর্থতার গ্লানি। আর আল্লাহর ওলী হলেন সে সমস্ত লোক যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া-পরহেজগারী অবলম্বন করেছে। এদের জন্য পার্থিব জীবনেও সুসংবাদ রয়েছে এবং আখেরাতেরও।

এতে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। ১. আল্লাহর ওলীগণের উপর ভয় ও শঙ্কা না থাকার অর্থ কি? ২. ওলী আল্লাহর সংজ্ঞা ও লক্ষণ কি? ৩. দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁদের জন্য সুসংবাদের মর্ম কি?

প্রথম বিষয় 'আল্লাহর ওলীদের কোনো ভয়-শঙ্কা থাকবে না' অর্থ এও হতে পারে যে, আখেরাতের হিসাব-নিকাশের পর যখন তাদেরকে তাদের মর্যাদায় জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তখন ভয় ও আশঙ্কা থেকে চিরতরে

তাদের মুক্ত করে দেওয়া হবে। না থাকবে কোনো রকম কষ্ট ও অস্থিরতার আশঙ্কা, আর না থাকবে কোনো প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত বস্তুর হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা, আর না থাকবে কোনো প্রিয় ও কাঙ্ক্ষিত বস্তুর হাতছাড়া হয়ে যাবার দুঃখ; বরং তাদের প্রতি জান্নাতের নিয়ামতরাজি হবে চিরস্থায়ী, অনন্ত। এ অর্থে আয়াতের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন ও আপত্তির কারণই নেই। কিন্তু এ প্রশ্ন অবশ্যই সৃষ্টি হয় যে, এতে শুধু ওলীগণের কোনো বিশেষত্ব নেই, সমস্ত জান্নাতবাসী যারা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে, তাদের সবাই এ অবস্থায়ই থাকবে। তবে একথা বলা যায় যে, যারা শেষ পর্যন্ত জান্নাতে পৌঁছবে তাদের সবাইকে ওলীআল্লাহ বলা হবে। পৃথিবীতে তাদের কার্যকলাপ যেমনই থাকুক না কেন, জান্নাতে প্রবেশ করার পর সবাই ওলীআল্লাহর তালিকায় গণ্য হবে।

কিন্তু অনেক তাফসীরকার বলেছেন, ওলীআল্লাহদের জন্য দুঃখ-ভয় না থাকা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপক। আর ওলীআল্লাহদের বৈশিষ্ট্যও তাই যে, পৃথিবীতেও তারা দুঃখ-ভয় থেকে মুক্ত থাকবে। এছাড়া আখেরাতে তাদের মনে কোনো চিন্তা-ভাবনা থাকবে না থাকা তো সবারই জানা। এতে সমস্ত জান্নাতবাসী অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু এতে অবস্থা ও বাস্তবতার দিক দিয়ে প্রশ্ন হলো এই যে, পৃথিবীতে তো এ বিষয়টি বাস্তবতার পরিপন্থি দেখা যায়। কারণ ওলী আল্লাহর তো কথাই নাই, স্বয়ং নবী-রাসূলগণও এ পৃথিবীতে ভয় ও আশঙ্কা থেকে মুক্ত নন বা ছিলেন না বরং তাদের ভয়-ভীতি অন্যান্যদের তুলনায় বেশিই ছিল। যেমন, কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا অর্থাৎ ওলামাগণই পরিপূর্ণভাবে আল্লাহকে ভয় করেন। অন্যত্র ওলীআল্লাহগণের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُوْنَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُوْنٍ অর্থাৎ এরা সর্বক্ষণ আল্লাহর আজাবের ভয় করে। কারণ তাদের পালনকর্তার আজাব এমন বিষয় যার সম্পর্কে কেউ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না।

আর ঘটনাপ্রবাহও তাই। যেমন, শামায়েলে তিরমিযী গ্রন্থে বর্ণিত এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ -কে অধিকাংশ সময় বিষণ্ন-চিন্তান্বিত দেখা যেত। তিনি নিজেই বলেছেন, আমি আল্লাহকে তোমাদের সবার চেয়ে বেশি ভয় করি।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত ওমর ফারূক (রা.) সহ অন্যান্য সমস্ত সাহাবী, তাবেয়ীন ও ওলী আল্লাহগণের কাঁদা-কাটির ঘটনাবলি ও আখেরাতের ভয়-ভীতি-সন্ত্রস্ত থাকার অসংখ্য ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে।

তাই রূহুল মা'আনীতে আল্লামা আলূসী (র.) বলেছেন, পার্থিব জীবনে ওলী আল্লাহগণের ভয় ও দুশ্চিন্তা থেকে নিরাপদ থাকা হলো এ হিসেবে যে, পৃথিবীবাসী সাধারণতঃ যেসব ভয় ও দুশ্চিন্তার সম্মুখীন পার্থিব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, আরাম-আয়েশ, মান-সম্ভ্রম ও ধন-সম্পদের সামান্য ক্ষতিতেই যে তারা মুষড়ে পড়ে এবং সামান্য কষ্ট ও অস্থিরতার ভয়ে তা থেকে বাঁচার তদবীরে রাত-দিন মজে থাকে। আল্লাহর ওলীগণের স্থান হয়ে থাকে এ সবের বহু উর্ধ্বে। তাঁদের দৃষ্টিতে না পার্থিব ক্ষণস্থায়ী মান-সম্ভ্রম ও আরাম-আয়েশের কোনো গুরুত্ব আছে যা অর্জন করার জন্য সদা পরিব্যস্ত থাকতে হবে, আর না এখানকার দুঃখ-কষ্ট-পরিশ্রম কোনো লক্ষ্য করার মতো বিষয় যা প্রতিরোধ করতে গিয়ে অস্থির হয়ে উঠতে হবে।

দ্বিতীয় বিষয়টি আল্লাহর ওলীগণের সংজ্ঞা ও তাদের লক্ষণ সংক্রান্ত। 'আওলিয়া' শব্দটি ওলী শব্দের বহুবচন। আরবি ভাষায় 'ওলী' অর্থ নিকটবর্তীও হয় এবং দোস্ত-বন্ধুও হয়। আল্লাহ তা'আলার প্রেম ও নৈকট্যের একটি সাধারণ স্তর এমন রয়েছে যে, তার আওতা থেকে পৃথিবীর কোনো মানুষ, কোনো জীবজন্তু এমনকি কোনো বস্তু-সামগ্রীই বাদ পড়ে না। যদি এ নৈকট্য না থাকে, তবে সমগ্র বিশ্বের কোনো একটি বস্তুও অস্তিত্ব লাভ করতে পারত না। সমগ্র বিশ্বের অস্তিত্বের প্রকৃত উপকরণ হলো সেই সংযোগ যা আল্লাহ তা'আলার সাথে রয়েছে। যদিও

এ সংযোগের তাৎপর্য কেউ বুঝেনি বা বুঝতে পারেও না, তথাপি এ অশরীরী সংযোগ অপরিহার্য ও নিশ্চিত। কিন্তু 'আওলিয়া' শব্দের নৈকট্যের ঐ স্তরের কথা বলা উদ্দেশ্য নয়; বরং নৈকট্য, প্রেম ও ওলিত্বের দ্বিতীয় আরেকটি পর্যায় বা স্তর রয়েছে যা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ বিশেষ বন্দাদের জন্য নির্দিষ্ট। সে নৈকট্যকে মুহাব্বত বা প্রেম বলা হয়। যারা নৈকট্য লাভ করতে সমর্থ হন, তাদেরকেই বলা হয় ওলীআল্লাহ তথা আল্লাহর ওলী। যেমন এক হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন : "আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। এমনকি আমি নিজেও তাকে ভালোবাসতে আরম্ভ করি। আর যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমিই তার কান হয়ে যাই, সে যা কিছু শোনে, আমার মাধ্যমেই শোনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা কিছু সে দেখে, আমার মাধ্যমেই দেখে। আমিই তার হাত-পা হয়ে যাই, যা কিছু সে করে আমার দ্বারাই করে।" এর মর্ম হলো এই যে, তার কোনো গতি-স্থিতি ও অন্য যে কোনো কাজ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধ হয় না।

বস্তুত এই বিশেষ ওলীত্ব বা নৈকট্যের স্তর অগণিত ও অশেষ। এর সর্বোচ্চ স্তর নবী রাসূলগণের প্রাপ্য। কারণ প্রত্যেক নবীরই ওলী হওয়া অপরিহার্য। আর এর সর্বোচ্চ-স্তর হলো সায়্যিদুল আম্বিয়া নবী কারীম ﷺ-এর এবং এ বেলায়েতের সর্বনিম্ন স্তর হলো সুফী সাধকগণের পরিভাষায় 'দরজায়ে ফানা' তথা আত্মা বিলুপ্তির স্তর বলা হয়। এর মর্ম হলো এই যে, মানুষের অন্তরাত্মা আল্লাহর স্মরণে এমনভাবে ডুবে যায় যে, পৃথিবীতে কারো মায়া-ভালোবাসাই এর উপর প্রবল হতে পারে না। সে যাকে ভালোবাসে, আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, যার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে তাও আল্লাহর জন্য করে। এক কথায় তার প্রেম ও ঘৃণা, ভালোবাসা ও শত্রুতা কোনোটাই নিজের ব্যক্তিগত কোনো কারণে হয় না। এরই অবশ্যাম্ভাবী পরিণতি হলো যে তাঁর দেহ মন, ভেতর বাহির সবই আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্বেষায় নিয়োজিত থাকে। তখন সে প্রত্যেক এমন কাজ থেকে বিরত থাকে যা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে পছন্দ নয়। এ অবস্থার লক্ষণই হলো জিকিরের আধিক্য ও আনুগত্যের সার্বক্ষণিকতা। অর্থাৎ আল্লাহকে অধিক স্মরণ করা এবং সর্বক্ষণ, সর্বাবস্থায় তাঁর হুকুম আহকামের অনুগত থাকা। এ দু'টির গুণ যার মধ্যে বিদ্যামান থাকে তাকেই ওলী বলা হয়। যার মধ্যে এ দু'টির কোনো একটিও না থাকে সে এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়। পক্ষান্তরে যার মধ্যে এ দু'টিই উপস্থিত থাকে তার স্তরের নিম্নতা উচ্চতার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এ সব স্তরের দিক দিয়েই ওলিআল্লাহগণের মর্যাদার বেশ কম হয়ে থাকে।

এক হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হয় যে, এ আয়াতে 'আওলিয়াল্লাহ' (আল্লাহর ওলীগণ) বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? তিনি বললেন, সে সমস্ত লোককে যারা একান্তভাবে আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা পোষণ করে, কোনো পার্থিব উদ্দশ্য এর মাঝে থাকে না। [ইবনে মারদুয়া থেকে মাযহারী] আর একথা সুস্পষ্ট যে, এ অবস্থা সে সমস্ত লোকেরই হতে পারে যাদের কথা উপরে আলোচনা করা হয়েছে।

এখানে আরো একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, বেলায়েতের এ স্তর লাভের উপায় কি?

হযরত কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) তাফসীরে মাযহারীতে বলেছেন, উম্মতের লোকদের এ স্তর রাসূলে কারীম ﷺ-এরই সংসর্গের মাধ্যমে লাভ হতে পারে। এভাবেই আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক সেরূপ যা মহানবী ﷺ পেয়েছিলেন, স্বীয় যোগ্যতা অনুপাতে তার অংশবিশেষ উম্মতের ওলীগণ পেয়ে থাকেন। বস্তুত মহানবী ﷺ-এর সংসর্গের ফজিলত সাহাবায়ে কেরাম পেয়েছিলেন সরাসরি। আর সে কারণেই তাদের বেলায়েতের দরজা উম্মতের সমস্ত ওলী কুতাব অপেক্ষা বহু উর্ধ্বে। পরবর্তী লোকেরা এ ফজিলতই এক বা একাধিক মাধ্যমে অর্জন করেন। মাধ্যম যত বাড়তে থাকে ব্যবধানও সে পরিমাণেই বাড়তে থাকে। এই মাধ্যম শুধুমাত্র সে সমস্ত লোকই

হতে পারেন, যারা রাসূলে কারীম ﷺ-এর রঙে রঞ্জিত হতে পেরেছেন, তাঁর সুন্নতের হুবহু অনুসরণ করেছেন। এ ধরনের লোকদের সান্নিধ্য ও সংসর্গের সাথে সাথে যখন তাদের নির্দেশের আনুগত্য এবং আল্লাহর জিকরেও আধিক্য ঘটে তখনই তা লাভ হয়। বেলায়েতের স্তর প্রাপ্তির এটিই পন্থা যা তিনটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত। ১. কোনো ওলীর সংসর্গ, ২. তাঁর আনুগত্য ও ৩. আল্লাহর অধিক জিকির। কিন্তু শর্ত হলো এই যে, এ জিকির সুন্নত তরিকা অনুযায়ী হতে হবে। কারণ, অধিক জিকিরের দ্বারা যখন অন্তরের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়, তখন সে নূর বেলায়েতের প্রতিফলনের যোগ্য হয়ে উঠে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রতিটি বস্তুর জন্য শিরিশ বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পন্থা রয়েছে, অন্তরের শিরিশ হলো আল্লাহর জিকির। এ কথাই হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বায়হাকীও উদ্ধৃত করেছেন।

আর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন যে, (একবার) এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম (সা.)-এর কাছে প্রশ্ন করলেন যে, আপনি সে ব্যক্তি সম্পর্কে কিবলেন, যে কোনো বুযুর্গ ব্যক্তির সাথে মুহাব্বত রাখে কিন্তু আমলের দিক দিয়ে তাঁর স্তরে পৌঁছাতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ অর্থাৎ, প্রতিটি লোক তার সাথেই হবে যাকে সে ভালোবাসে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ওলী আল্লাহগণের সংসর্গ ও তাদের প্রতি মহব্বত রাখা মানুষের জন্য বেলায়েত বা আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যমে। ইমাম বায়হাকী 'শো'আবুল ঈমান' গ্রন্থে হযরত রাযীন (রা.)-এর এক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে কারীম ﷺ হযরত রাযীন (রা.)-কে বললেন যে, তোমাকে দীনের এমন নীতিমালা বলে দিচ্ছি যাতে করে তুমি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও কৃতকার্যতা লাভ করতে পারবে-তা হলো এই যে, যারা আল্লাহর স্মরণ করে তাদের মজলিস ও সংসর্গকে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নেবে এবং যখন একা থাকবে, তখন যত বেশি সম্ভব আল্লাহর জিকিরে নিজের জিহ্বা নাড়তে থাকবে। যার সাথে মুহাব্বত রাখবে– আল্লাহর জন্য রাখবে, যার প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে, আল্লাহর জন্য করবে।

–[মাযহারী]

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, সাধারণ মানুষ যে কাশফ কারামত ও গায়বি বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়াকে ওলীর লক্ষণ ধরে নিয়েছে, তা একান্ত ভুল ও ধোকা। হাজার হাজার ওলীআল্লাহ এমন ছিলেন এবং রয়েছেন যাদের দ্বারা এ ধরনের কোনো বিষয় সংঘটিত হয়নি। পক্ষান্তরে এমন লোকের দ্বারাও কাশফ ও গায়বি সংবাদ কথিত হয়েছে যার ঈমান পর্যন্ত ঠিক নেই।

শব্দবিশ্লেষণ :

مَا يَتَّبِعُ : সীগাহ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَنْفِىْ مَعْرُوْف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِتِّبَاعُ মূলবর্ণ (ت ـ ب ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– অনুসরণ ও অনুকরণ করা। পিছনে পিছনে চলা।

يَدْعُوْنَ : সীগাহ جَمْع مُذَكَّرْ غَائِبْ বহছ مُضَارِعْ مَعْرُوْف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّعَاءُ মূলবর্ণ (د ـ ع ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আহ্বান করা।

اِتَّخَذَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (أ ـ خ ـ د) জিনস مهموز فاء অর্থ– সে মনোনীত করল, সে পছন্দ করল।

مَرْجِعُهُمْ : مَرْجِعُ মাসদার মুযাফ। هُمْ যমীরে মুযাফ ইলাইহি। অর্থ– তাদের প্রত্যাবর্তন।

نُذِيْقُهُمْ : نُذِيْقُ সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِذَاقَةُ মূলবর্ণ (ذ ـ و ـ ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– আস্বাদন করানো, দানশীল হওয়া, কোনো কাজের বদলা দেওয়া। এখানে আস্বাদন করানোর অর্থে ব্যবহৃত।

۞ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ نُوْحٍ ۘ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِيْ وَتَذْكِيْرِيْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ (٧١)

৭১. আর আপনি তাদেরকে নূহের ইতিবৃত্ত পড়ে শুনান। যখন তিনি নিজের কওমকে বললেন, হে আমার কওম! যদি তোমাদের নিকট দুঃসহ মনে হয় আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আদেশাবলির নসিহত করা, তবে আমার তো আল্লাহরই উপর ভরসা, সুতরাং তোমরা তোমাদের [কল্পিত] শরিকদের সঙ্গে নিয়ে নিজেদের তদবীর মজবুত করে নাও, অতঃপর তোমাদের সে তদবীর যেন তোমাদের দুশ্চিন্তা [গোপন ষড়যন্ত্র]-এর কারণ না হয়, তারপর আমার সাথে [যা করতে চাও] করে ফেল, আর আমাকে [মোটেই] অবকাশ দিও না।

فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۙ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ (٧٢)

৭২. তৎপরও যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে থাক, তবে আমি তো তোমাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক চাইনি: আমার পারিশ্রমিক তো কেবল আল্লাহরই জিম্মায় রয়েছে, আর আমাকে হুকুম করা হয়েছে যে, আমি যেন অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত থাকি।

فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنٰهُمْ خَلٰٓئِفَ وَاَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ (٧٣)

৭৩. অনন্তর তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে, অতএব, আমি তাঁকে আর যারা তাঁর সঙ্গে নৌকায় ছিল তাদেরকে মুক্তি দিলাম এবং তাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করলাম, আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল তাদেরকে নিমজ্জিত করে দিলাম, অতএব, দেখ! কি পরিণাম হয়েছিল তাদের, যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল।

শাব্দিক অনুবাদ :

৭১. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ আর আপনি তাদেরকে পড়ে শুনান نَبَاَ نُوْحٍ নূহের ইতিবৃত্ত اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ যখন তিনি নিজের কওমকে বললেন يٰقَوْمِ হে আমার কওম! اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ যদি তোমাদের নিকট দুর্বহ মনে হয় مَّقَامِيْ আমার অবস্থান وَتَذْكِيْرِيْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ আল্লাহরই উপর ভরসা فَاَجْمِعُوْٓا اَمْرَكُمْ সুতরাং তোমরা নিজেদের তদবীর মজবুত করে নাও وَشُرَكَآءَكُمْ তোমাদরে (কল্পিত) শরিকদেরকে সঙ্গে নিয়ে ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً অতঃপর তোমাদের সে তদবীর যেন তোমাদের দুশ্চিন্তার কারণ না হয় ثُمَّ اقْضُوْٓا اِلَيَّ আর আমাকে (মোটেই) অবকাশ দিও না।

৭২. فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ তৎপরও যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে থাক فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِّنْ اَجْرٍ তবে আমি তো তোমাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক চাই নি اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ আমার পারিশ্রমিক তো কেবল আল্লাহরই জিম্মায় রয়েছে وَاُمِرْتُ আর আমাকে হুকুম করা হয়েছে اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ আমি যেন অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত থাকি।

৭৩. فَكَذَّبُوْهُ অনন্তর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে থাকে فَنَجَّيْنٰهُ অতএব, আমি তাঁকে নাজাত দিলাম وَمَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ আর যারা তার সাথে নৌকায় ছিল তাদেরকে وَجَعَلْنٰهُمْ خَلٰٓئِفَ এবং তাদরেকে আবাদ করলাম وَاَغْرَقْنَا আর তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا যারা আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল فَانْظُرْ অতএব, দেখ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ কি পরিণাম হয়েছিল তাদের যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ (٧٤)

৭৪. আবার আমি নূহের পরে অপর নবীদেরকে তাদের কওমের নিকট প্রেরণ করলাম, সুতরাং তারা তাদের নিকট মু'জিযাসমূহ নিয়ে আসলেন, এতদসত্ত্বেও এটা হলো না যে, তারা যে বস্তুকে পূর্বে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল, পরে তা মেনে নেয়, এভাবেই আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের অন্তরসমূহের উপর মোহর লাগিয়ে দেন।

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهٖ بِاٰيٰتِنَا فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ (٧٥)

৭৫. অতঃপর আমি এ রাসূলগণের পর মূসা ও হারূনকে আমার মু'জিযাসমূহ সহকারে ফেরাউন ও তার প্রধানদের নিকট পাঠালাম, অনন্তর তারা অহঙ্কার করল, আর সে লোকগুলো ছিল অপরাধী সম্প্রদায়।

فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْۤا اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ (٧٦)

৭৬. অতঃপর যখন তাদের প্রতি আমার সন্নিধান হতে প্রমাণ পৌছল, তখন তারা বলতে লাগল, নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট জাদু।

قَالَ مُوْسٰۤى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ؕ اَسِحْرٌ هٰذَا ؕ وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ (٧٧)

৭৭. মূসা বললেন, তোমরা কি এই যথার্থ প্রমাণ সম্পর্কে এমন কথা বলছ, যখন তা তোমাদের নিকট পৌছল, এটা কি জাদু? অথচ জাদুকররা তো সফলকাম হয় না।

قَالُوْۤا اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِى الْاَرْضِ ؕ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ (٧٨)

৭৮. তারা বলতে লাগল, তুমি কি আমাদের নিকট এজন্য এসেছ যে, আমাদেরকে সরিয়ে দাও সে তরিকা হতে যাতে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি, আর পৃথিবীতে তোমাদের দুজনের আধিপত্য স্থাপিত হয়ে যায়? আর আমরা তোমাদের দুজনকে কখনো মানব না।

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৪. ثُمَّ بَعَثْنَا আবার আমি প্রেরণ করলাম مِنْ بَعْدِهٖ নূহের পরে رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ অপর নবীগণকে তাদের কওমের নিকট فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ সুতরাং তারা তাদের নিকট মু'জিযাসমূহ নিয়ে আসলেন فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا بِهٖ এতদসত্ত্বেও এটা হলো না যে, তারা যে বস্তুকে পূর্বে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল পরে তা মেনে নেয় مِنْ قَبْلُ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلٰى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ এভাবেই আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের অন্তরসমূহের উপর মোহর লাগিয়ে দেন।

৭৫. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُّوْسٰى وَهٰرُوْنَ অতঃপর আমি এ রাসূলগণের পর মূসা ও হারূন কে পাঠালাম اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهٖ ফেরাউন ও তার প্রধানদের নিকট بِاٰيٰتِنَا আমার মু'জিযাসমূহ সহকারে فَاسْتَكْبَرُوْا অনন্তর তারা অহংকার করল وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ আর সেই লোক গুলো ছিল অপরাধী সম্প্রদায়।

৭৬. فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا অতঃপর যখন তাদের প্রতি আমার সন্নিধান হতে প্রমাণ পৌছল। قَالُوْۤا তখন তারা বলতে লাগল اِنَّ هٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট জাদু।

৭৭. قَالَ مُوْسٰى মূসা বললেন اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ তোমরা কি এই যথার্থ প্রমাণ সম্পর্কে এমন কথা বলছ لَمَّا جَآءَكُمْ যখন তা তোমাদের নিকট পৌছল اَسِحْرٌ هٰذَا এটা কি জাদু وَلَا يُفْلِحُ السّٰحِرُوْنَ অথচ জাদুকররা তো সফলকাম হয় না।

৭৮. قَالُوْۤا তারা বলতে লাগল اَجِئْتَنَا তুমি কি আমাদের নিকট এজন্য এসেছ যে, لِتَلْفِتَنَا আমাদেরকে সরিয়ে দাও সেই তরিকা হতে عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا যাতে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيَآءُ فِى الْاَرْضِ আর পৃথিবীতে তোমাদের দু'জনের আধিপত্য স্থাপিত হয়ে যায় وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ আর আমরা তোমাদের দু'জনকে কখনো মানব না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এখানে হযরত মূসা ও হারূন (আ.) এবং বনী ইসরাঈল ও ফেরাউন সম্প্রদায়ের কিছু অবস্থা এবং সে প্রসঙ্গে কিছু বিধি-বিধান আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম আয়াতে একটি নির্দিষ্ট ঘটনা সম্পর্কিত হুকুম রয়েছে। তা'হলো এই যে, বনী ইসরাঈল দ্বারা হযরত মূসা (আ.)-এর দীনের উপর আমল করত তাদের সবাই নিয়মিত নিজেদের নির্ধারিত উপসনালয়েই নামাজ আদায় করত। তাছাড়া পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য নির্দেশও ছিল তাই। তাদের নামাজ ঘরে পড়লে আদায় হতো না। তবে এই বিশেষ সুবিধা মহানবী ﷺ-এর উম্মতকেই দান করা হয়েছে যে, তারা যে কোনোখানে ইচ্ছা নামাজ আদায় করে নিতে পারে। সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর ছয়টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটিও উল্লেখ করেছেন যে, আমার জন্য গোটা জমিনকে মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সব জায়গাতেই নামাজ আদায় হয়ে যায়। তবে এটা আলাদা কথা যে, ফরজ নামাজসমূহ মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করা সুন্নতে মু'আক্কাদাহ সাব্যস্ত করা হয়েছে। নফল নামাজ ঘরে আদায় করা উত্তম। স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ-এরই উপর আমল করতেন। তিনি শুধু ফরজ নামাজই মসজিদে পড়তেন। সুন্নত ও নফলসমূহ ঘরে গিয়ে আদায় করতেন। যা হোক, বনী ইসরাঈলরা তাদের মাযহাব বা ধর্মমত অনুসারে নিজেদের উপাসনালয়ে গিয়ে নামাজ আদায়ে বাধ্য ছিল। এদিকে ফেরাউন যে, তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারের কষ্ট দিত এবং তাদের উপর অত্যাচার করত , সে বিষয়টি লক্ষ্য করে তাদের সমস্ত উপাসনালয় ভেঙ্গে চুরমার করে দিল ; যাতে এরা নিজেদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী নামাজ পড়তে না পারে। এরই কারণে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের উভয় পয়গাম্বর হযরত মূসা ও হারূন (আ.)-কে নির্দেশ দান করলেন যা আয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, মিসরে বনী ইসরাঈলদের জন্য নতুন গৃহ নির্মাণ করা হোক যা কেবলামুখী হবে, যাতে করে তারা এসব আবাসিক ঘরেই নামাজ আদায় করতে পারে।

শব্দবিশ্লেষণ :

لَايَكُنْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكَوْنُ ও اَلْكَيْنُوْنَةُ মূলবর্ণ (ك ـ و ـ ن) জিনস اجو واوى অর্থ– হওয়া, থাকা।

غُمَّةٌ : অর্থ– অন্ধকার, সন্দেহপূর্ণ, গোপন, কঠিন, জটিল।

اِقْضُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ ; মাসদার اَلْقَضَاءُ মূলবর্ণ (ق ـ ض ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– বিচার করা, ফয়সালা করা।

تَوَلَّيْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّوَلِّىْ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– মুখ ফিরানো, বিমুখ হওয়া।

فَنَجَّيْنَهُ : فاء হরফে আতফ। نَجَّيْنَا সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার التنجية মূলবর্ণ (ن ـ ج ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– নাজাত দেওয়া।

اَجِئْتَنَا : শুরুতে হামযায়ে ইস্তেফহাম। جِئْتَ সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ ; মাসদার اَلْمَجِيْئَةُ মূলবর্ণ (ج ـ ى ـ أ) জিনস مركب (ناقص يائى ও مهموزلام) আসা। যখন مجيئة এর ছিলা باء আসে, তখন নিয়ে আসা অর্থ দেয়। যেমন, جَاءَ بِالْحَقِّ সে হক নিয়ে এসেছে।

لِتَلْفِتَنَا : لام টি মাকসূর। تَلْفِتَ সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع منصوب بلام كَىْ বাব ضَرَبَ ; মাসদার اَللَّفْتُ মূলবর্ণ (ل ـ ف ـ ت) জিনস صحيح অর্থ– ফিরিয়ে দেওয়া।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِيْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ (٧٩)

৭৯. এবং ফেরাউন বলল, আমার নিকট সমস্ত সুদক্ষ জাদুকরদেরকে উপস্থিত কর।

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ (٨٠)

৮০. অনন্তর যখন তারা আসল, মূসা তাদেরকে বললেন, নিক্ষেপ কর যা কিছু তোমরা নিক্ষেপ করতে চাও।

فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ (٨١)

৮১. অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল, তখন মূসা বললেন, এ সমস্ত যা কিছু তোমরা আনলে, জাদু; নিশ্চয় আল্লাহ এখন এটাকে বাতিল করে দিবেন, [কেননা] আল্লাহ এমন অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কাজ সম্পন্ন হতে দেন না।

وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ (٨٢)

৮২. আর আল্লাহ তা'আলা সঠিক প্রমাণকে স্বীয় অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত করে দেন, যদিও পাপাচারীরা যতই অপ্রীতিকর বোধ করে।

ع ٨ ١٢

فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰٓى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ؕ وَاِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ ۚ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ (٨٣)

৮৩. বস্তুত মূসার প্রতি তাঁর স্বগোত্রীয় লোকদের মধ্যে [প্রথমে] কেবল অল্প সংখ্যক লোকই ঈমান আনল, তাও ফেরাউন ও তার প্রধানবর্গের এ ভয়ে যে, তারা তাদেরকে নির্যাতন করে, আর বাস্তবিকপক্ষে ফেরাউন সে দেশে [রাজ-] ক্ষমতা রাখত, আর এটাও ছিল যে, সে [ন্যায়ের] সীমাতিক্রম করে ফেলত।

وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ (٨٤)

৮৪. আর মূসা বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান রাখ, তবে তাঁর উপরই নির্ভর কর, যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হয়ে থাক।

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৯. وَقَالَ فِرْعَوْنُ এবং ফেরাউন বলল اٰئْتُوْنِيْ আমার নিকট উপস্থিত কর بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ সমস্ত সুদক্ষ জাদুকরকে।

৮০. فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ অনন্তর যখন তারা আসল قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى মূসা তাদেরকে বললেন اَلْقُوْا নিক্ষেপ কর مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ যা কিছু তোমরা নিক্ষেপ করতে চাও।

৮১. فَلَمَّآ اَلْقَوْا অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল قَالَ مُوْسٰى তখন মূসা বললেন مَا جِئْتُمْ بِهِ এ সমস্ত যা কিছু তোমরা আনলে السِّحْرُ জাদু এটাই اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ নিশ্চয় আল্লাহ এখনই একে বানচাল করে দিবেন اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ আল্লাহ এমন অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কাজ সম্পন্ন হতে দেন না।

৮২. وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ আর আল্লাহ তা'আলা সঠিক প্রমাণকে স্বীয় অঙ্গীকার অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত করে দেন وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ যদিও পাপাচারীরা যতই অপ্রীতিকর বোধ করে।

৮৩. فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰٓى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ বস্তুত ঃ মূসার প্রতি তাঁর স্বগোত্রীয় লোকদের মধ্যে (প্রথমে) কেবল অল্প সংখ্যক লোকই ঈমান আনল عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهِمْ তাও ফেরাউন ও তার প্রধান বর্গের এই ভয়ে যে, اَنْ يَّفْتِنَهُمْ তারা তাদেরকে নির্যাতন করে وَاِنَّ فِرْعَوْنَ বাস্তবিক পক্ষে ফেরাউন لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ সে দেশে ক্ষমতা রাখত وَاِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ আর এটাও ছিল যে, সে (ন্যায়ের) সীমাতিক্রম করে ফেলত।

৮৪. وَقَالَ مُوْسٰى আর মূসা বললেন يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায় اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ যদি তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান রাখ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْٓا তবে তারই উপর নির্ভর কর اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হয়ে থাক।

৮৫. তারা আরজ করল, আমরা আল্লাহরই উপর নির্ভর করলাম, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে এ জালিমদের নির্যাতনের লক্ষ্যস্থল বানাবেন না।	فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ (٨٥)
৮৬. আর আমাদেরকে নিজ রহমতে এ কাফেরদের [কবল] হতে মুক্তি দিন।	وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ (٨٦)
৮৭. আর আমি মূসা ও তাঁর ভ্রাতার প্রতি ওহী প্রেরণ করলাম যে, তোমরা উভয়ে তোমাদের এ লোকদের জন্য মিসরে [-ই] বাসস্থান বহাল রাখ, আর [নামাজের সময়] তোমরা সকলে নিজেদের সে গৃহগুলোকে নামাজ পড়ার স্থানরূপে গণ্য কর এবং নামাজকে কায়েম কর, আর আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন।	وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ (٨٧)
৮৮. আর মূসা আরজ করলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি ফেরাউন ও তার প্রধানবর্গকে দান করেছেন জাঁকজমকের সামগ্রী এবং বিভিন্ন রকমের সম্পদ পার্থিব জীবনে, হে আমাদের প্রতিপালক! যার কারণে তারা আপনার পথ হতে [মানবমণ্ডলীকে] বিভ্রান্ত করে, হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের সম্পদগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিন এবং তাদের অন্তরসমূহকে কঠিন করে দিন, যাতে তারা ঈমান না আনতে পারে এ পর্যন্ত যে, তারা যন্ত্রণাময় আজাবকে দেখে নেয়।	وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ (٨٨)

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৫. فَقَالُوْا তারা আরজ করল عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا আমরা আল্লাহর উপর নির্ভর করলাম- رَبَّنَا হে আমাদের পরওয়ারদেগার لَا تَجْعَلْنَا আমাদের বানাবেন না فِتْنَةً লক্ষ্যস্থল لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ এ জালেমদের নির্যাতনের।

৮৬. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ আমাদেরকে নিজ রহমতে নাজাত দিন مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ এ কাফেরদের (কবল) হতে।

৮৭. وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰى وَاَخِيْهِ আর আমি মূসা ও তাঁর ভ্রাতার প্রতি ওহী প্রেরণ করলাম যে, اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا তোমরা উভয়ে তোমাদের এ লোকদের জন্য মিসরে (-ই) বাসস্থান বহাল রাখ وَاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً আর তোমরা সকলে নিজেদের সেই গৃহ গুলোকে নামাজ পড়ার স্থানরূপে গণ্য কর وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ এবং নামাজ কায়েম কর وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ আর আপনি মুসলমানদেরকে খোশ খবর জানিয়ে দিন।

৮৮. وَقَالَ مُوْسٰى আর মূসা আরজ করলেন رَبَّنَآ হে আমাদের প্রতিপালক اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ আপনি ফেরাউন ও তার প্রধানবর্গকে দান করেছেন زِيْنَةً জাঁকজমকের সামগ্রী وَّاَمْوَالًا এবং বিভিন্ন রকমের সম্পদ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনে رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ হে আমাদের প্রতিপালক যার কারণে তারা আপনার পথ হতে (মানব মণ্ডলীকে) বিভ্রান্ত করে رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ হে আমাদের প্রতিপালক তাদের সম্পদ গুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিন وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ এবং তাদের অন্তর সমূহকে কঠিন করে দিন। فَلَا يُؤْمِنُوْا যাতে তারা ঈমান আনতে না পারে حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ এ পর্যন্ত যে, তারা যন্ত্রণাময় আজাবকে দেখে নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এতে বুঝা যাচ্ছে, উম্মতের জন্য যদিও এ নির্দেশ ছিল যে, তাদেরকে শুধুমাত্র নির্ধারিত উপাসনালয়েই নামাজ পড়তে হবে, কিন্তু এই বিশেষ বাধার পরিপ্রেক্ষিতে বনী ইসরাঈলদের জন্য নিজেদের ঘরে নামাজ আদায় করে নেওয়ার সাময়িক অনুমতি দেওয়া হয় এবং তাদের ঘরের দিকটা কেবলার দিকে সোজা করে নিতে বলা হয়। তাছাড়া এমনও বলা যেতে পারে, এই বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও তাদেরকে নির্ধারিত সে ঘরেই নামাজ পড়ার কথা বলা হয়েছিল, যা কেবলামুখী করে নির্মাণ করা হয়েছিল। সাধারণ ঘরে কিংবা সাধারণ জায়গায় নামাজ পড়ার অনুমতি তখনো ছিল না, যেমনটি মহানবী ﷺ-এর উম্মতের জন্য রয়েছে যে, যে কোনো শহরে কিংবা মাঠে যে কোনো স্থানে নামাজ আদায় করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। –[রূহুল মা'আনী]

এখানে এ প্রশ্নটি লক্ষ্য করার মতো যে, এ আয়াতে বনী ইসরাঈলদেরকে যে কেবলার প্রতি মুখ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে তা কোন কেবলা ছিল, কা'বা ছিল না বায়তুল মুকাদ্দাস ? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, এতে কা'বাই উদ্দেশ্য এবং কা'বাই ছিল হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর আসহাবের কেবলা। –[কুরতুবী, রূহুল মা'আনী]

বরং কোনো কোনো ওলামা এমনো বলেছেন যে, পূর্ববর্তী সমস্ত নবী রাসূলের কেবলাই ছিল কা'বা শরীফ।

আর যে হাদীসে বলা হয়েছে যে, ইহুদিরা নিজেদের নামাজে 'সাখরায়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে'র দিকে মুখ করত, তাকে সে সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, যখন হযরত মূসা (আ.) মিসর ছেড়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। এটা মিসরে অবস্থানকালে তাঁর কেবলা রায়তুল্লাহ হওয়ার পরিপন্থি নয়।

শব্দবিশ্লেষণ :

اِئْتُونِيْ : انتوا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْإِتْيَانُ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস مركب (مهموز فاء ও ناقص يائى) অর্থ- আসা।

اَوْحَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব افعال মাসদার اَلْإِيْحَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ح ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- ওহী পাঠানো। اِيْحَاءٌ মূলত: اِوْحَاءٌ ছিল। وَاوْ কে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করা হলো।

تَبَوَّاٰ : সীগাহ تثنيه مذكرحاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّبَوُّءُ মূলবর্ণ (ب ـ و ـ ء) জিনস مركب (مهموز لام ও اجوف واوى) অর্থ- দাঁড় করানো। জায়গা তৈরি করা। ان এর কারণে تَتَبَوَّا শেষে نون اعرابى পড়ে গেছে। তাই تَبَوَّا হয়ে গেছে।

اَقِيْمُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ- প্রতিষ্ঠিত করা, সঠিক করা।

لِيُضِلُّوا : لام মাজরূর। يُضِلُّوْا সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার الاضلال মূলবর্ণ (ض ـ ل ـ ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- পথভ্রষ্ট করা, রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া।

اِطْمِسْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার طَمْسٌ মূলবর্ণ (ط ـ م ـ س) জিনস صحيح অর্থ- নিশ্চিহ্ন করা, মুছে ফেলা।

اُشْدُدْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلشَّدُّ মূলবর্ণ (ش ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاهى অর্থ- শক্ত ও মজবুত করা। اُشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ তাদের অন্তরসমূহ শক্ত করে দিন। অনুবাদ হযরত থানভী (র.)।

৮৯. আল্লাহ বললেন যে, তোমাদের উভয়ের দোয়া কবুল করা হলো। অতএব, তোমরা দৃঢ় থাক, আর তাদের পথ অনুসরণ করো না, যাদের জ্ঞান নেই।	قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (٨٩)
৯০. আর আমি বনী ইসরাঈলদেরকে সমুদ্র পার করে দিলাম, অতঃপর ফেরাউন তার সৈন্যদলসহ তাদের পশ্চাদানুসরণ করল জুলুম ও নির্যাতনের উদ্দেশ্যে; এমন কি যখন সে নিমজ্জিত হতে লাগল, তখন বলতে লাগল, আমি ঈমান আনছি যে, বনী ইসরাঈল যাঁর উপর ঈমান এনেছে, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মা'বূদ নেই এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।	وَجٰوَزْنَا بِبَنِىٓ إِسْرَآءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُۥ بَغْيًا وَعَدْوًا ۖ حَتّٰىٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلٰهَ إِلَّا الَّذِىٓ اٰمَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓا إِسْرَآءِيلَ وَأَنَا۠ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٩٠)
৯১. এখন ঈমান আনছ? অথচ পূর্ব [মুহূর্ত] পর্যন্ত অমান্য করছিলে এবং অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।	آٰلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (٩١)
৯২. অতএব, আজ আমি তোমার দেহকে রক্ষা করব, যেন তুমি তোমার পরবর্তী লোকদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হয়ে থাক, আর প্রকৃতপক্ষে অনেক লোক আমার উপদেশাবলি হতে গাফেল রয়েছে।	فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُونَ (٩٢)

রুকু ৯

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৯. قَالَ আল্লাহ বললেন যে, قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا তোমাদের উভয়ের দোয়া কবুল করা হলো فَاسْتَقِيمَا অতএব তোমরা দৃঢ় থাক وَلَا تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ আর তাদের পথ অনুসরণ করো না الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ যাদের জ্ঞান নেই।

৯০. وَجٰوَزْنَا بِبَنِىٓ إِسْرَآءِيلَ الْبَحْرَ আর আমি বনী ইসরাঈলদেরকে সমুদ্র পার করে দিলাম فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُۥ অতঃপর ফেরাউন তার সৈন্যদল সহ তাদের পশ্চাদানুসরণ করল بَغْيًا وَعَدْوًا জুলুম ও নির্যাতনের উদ্দেশ্যে حَتّٰىٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ এমন কি যখন সে নিমজ্জিত হতে লাগল قَالَ তখন বলতে লাগল اٰمَنتُ আমি ঈমান আনছি যে, أَنَّهُۥ لَآ إِلٰهَ إِلَّا الَّذِىٓ اٰمَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓا إِسْرَآءِيلَ বনী ইসরাঈল যার উপর ঈমান এনেছে তিনি ব্যতীত অন্য কোনো মা'বূদ নেই وَأَنَا۠ مِنَ الْمُسْلِمِينَ এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।

৯১. آٰلْـٰٔنَ এখন ঈমান আনছ وَقَدْ عَصَيْتَ অথচ পূর্ব (মুহূর্ত) পর্যন্ত অমান্য করছিলে وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ এবং অশান্তি সৃষ্টিকরীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৯২. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ অতএব, আজ আমি তোমার দেহকে রক্ষা করব لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً যেন তুমি তোমার পরবর্তী লোকদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হয়ে থাক وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ আর প্রকৃত পক্ষে অনেক লোক عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُونَ আমার উপদেশাবলি হতে গাফেল রয়েছে।

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْا حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ (٩٣)

৯৩. আর আমি বনী ইসরাঈলকে থাকার জন্য অতি উত্তম বাসস্থান প্রদান করলাম, আর আমি তাদেরকে আহার করার জন্য উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ দান করলাম, সুতরাং তারা মতভেদ করেনি এ পর্যন্ত যে, তাদের নিকট [আহকামের] জ্ঞান পৌছল, [অতঃপর তারা মতভেদ করল]. নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক কিয়ামত দিবসে তাদের মধ্যে সে সব বিষয়ের মীমাংসা করবেন যাতে তারা মতভেদ করছিল।

فَإِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ (٩٤)

৯৪. অতঃপর যদি আপনি এ [কিতাব] সম্পর্কে সন্দিহান হন যা আমি আপনার নিকট পাঠিয়েছি, তবে আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, যারা আপনার পূর্বেকার কিতাবসমূহ পাঠ করে, নিঃসন্দেহে আপনার নিকট এসেছে আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে সত্য কিতাব, সুতরাং আপনি কখনোই সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (٩٥)

৯৫. আর সে সমস্ত লোকদেরও অন্তর্ভুক্ত হবেন না। যারা আল্লাহর আয়াতগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, যেন আপনি ধ্বংস হয়ে না যান।

إِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ (٩٦)

৯৬. নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে আপনার প্রতিপালকের বাণী সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে, তারা কখনো ঈমান আনবে না।

وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيْمَ (٩٧)

৯৭. যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণাদি পৌছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রণাময় আজাব দেখে নেয় (কিন্তু তখন ঈমান আনা বৃথা)।

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৩. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ আর আমি বনী ইসরাঈলদেরকে থাকার জন্য প্রদান করলাম مُبَوَّأَ صِدْقٍ অতি উত্তম বাসস্থান وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ আর আমি তাদেরকে আহার করার জন্য উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ দান করলাম فَمَا اخْتَلَفُوْا সুতরাং তারা মতভেদ করেনি حَتّٰى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ এ পর্যন্ত যে, তাদের নিকট (আহকামের) জ্ঞান পৌছল إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক তাদের মধ্যে সে সব বিষয়ে মীমাংসা করবেন يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ যাতে তারা মতভেদ করছিল।

৯৪. فَإِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ অতঃপর যদি আপনি এ (কিতাব) সম্পর্কে সন্দিহান হন مِّمَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ যা আমি আপনার নিকট পাঠিয়েছি فَسْئَلِ তবে আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ যারা আপনার পূর্বেকার কিতাবসমূহ পাঠ করে لَقَدْ جَآءَكَ নিঃসন্দেহে আপনার নিকট এসেছে الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ আপনার রবের পক্ষ হতে সত্য কিতাব فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ সুতরাং আপনি কখনোই সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

৯৫. وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ আর সে সমস্ত লোকদেরও অন্তর্ভুক্ত হবেন না যারা كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ আল্লাহর আয়াতগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে فَتَكُوْنَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ যেন আপনি ধ্বংস হয়ে না যান।

৯৬. إِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে সাব্যস্ত হয়ে গেছে كَلِمَةُ رَبِّكَ আপনার প্রতিপালকের বাণী لَا يُؤْمِنُوْنَ তারা কখনো ঈমান আনবে না।

৯৭. وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণাদি পৌছে যায় حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيْمَ যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রণাময় আজাব দেখে নেয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ ৮৯নং আয়াতের দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, নামাজ পড়ার জন্য কেবলামুখী হওয়ার শর্তটি পূর্ববর্তী নবীগণের সময়েও বিদ্যমান ছিল। তেমনিভাবে পূর্ববর্তী সমস্ত নবী রাসূলের শরিয়তেই নামাজের জন্য পবিত্র ও আবরু ঢাকা যে শর্ত ছিল, তাও নির্ভরযোগ্য রেওয়েতের দ্বারা প্রমাণিত হয়।

এ আয়াতে দোয়া কবুল হওয়ার সংবাদটি উভয় পয়গাম্বরকেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু তাদেরকে সামান্য পরীক্ষা করা হয়েছে যে, দোয়া কবুল হওয়ার লক্ষণ আল্লামা বগভীর মতে চল্লিশ বছর পর প্রকাশিত হয়। সে কারণেই এ আয়াতে দোয়া কবুল হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করার সাথে সাথে উভয় নবীকে এ হেদায়েতও দেওয়া হয়েছে যে, فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ অর্থাৎ, নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে নিয়োজিত থাকুন, দোয়া কবুল হওয়ার প্রতিক্রিয়া যদি দেরিতেও প্রকাশ পায়, তবুও জাহেলদের মতো তাড়াহুড়া করবেন না।

৯০নং আয়াতে হযরত মূসা (আ.)-এর মু'জিযা সাগর পাড়ি দেওয়া এবং ফেরাউনের ডুবে মরার বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে - حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ। অর্থাৎ যখন তাকে জলডুবিতে পেয়ে বসল তখন বলে উঠল, আমি ঈমান এনেছি যে, যে আল্লাহর উপর বনী ইসরাঈলরা ঈমান এনেছে তাকে ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আর আমি তারই আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পক্ষ থেকে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ। অর্থাৎ কি এতক্ষণে ঈমান এনেছ? অথচ ঈমান আনার এবং ইসলাম গ্রহণের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

এতে প্রমাণিত হয় যে, ঠিক মৃত্যুকালে ঈমান আনা শরিয়ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। বিষয়টির আরো বিস্তারিত বিশ্লেষণ সে হাদীসের দ্বারাও হয়, যাতে মহানবী ﷺ বলেছেন আল্লাহ তা'আলা বান্দার তওবা ততক্ষণ পর্যন্তই কবুল করতে থাকেন যতক্ষণ না মৃত্যুর উর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যায়। -[তিরমিযী]

মৃত্যুকালীন উর্ধ্বশ্বাস বলতে সে সময়কে বুঝানো হয়েছে, যখন জান কবজ করার সময় ফেরেশতা সামনে এসে উপস্থিত হন। তখন কর্মজগত পৃথিবীর জীবন সমাপ্ত হয়ে আখেরাতের হুকুম আহকাম আরম্ভ হয়ে যায়। কাজেই সে সময়কার কোনো আমল গ্রহণযোগ্য নয়। ঈমানও নয় এবং কুফরও নয়। এমন সময়ে যে লোক ঈমান গ্রহণ করে, তাকেও মুমিন বলা যাবে না এবং কাফন-দাফনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অনুরূপ ব্যবহার করা যাবে না। যেমন, ফেরাউনের এ ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের ঐকমত্যে ফেরাউনের মৃত্যু কুফরি অবস্থায় হয়েছে। তাছাড়া কুরআনের প্রকৃষ্ট নির্দেশেও এটাই সুস্পষ্ট। তাই যারা ফেরাউনের এই ঈমানকে গ্রহণযোগ্য বলে অভিহিত করছেন, হয় তার কোনো ব্যাখ্যা করতে হবে, না হয় তাকে ভুল বলতে হবে। -[রূহুল মা'আনী]

এমনিভাবে খোদানাখাস্তা এমনি মুমূর্ষ অবস্থায় যদি কারো মুখ দিয়ে কুফরি বাক্য বেরিয়ে যায়, তবে তাকে কাফেরও বলা যাবে না; বরং তার জানাযার নামাজ পড়ে তাকে মুসলমানদের মতো দাফন করতে হবে এবং তার সে কুফরি বাক্যের রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে। যেমন, কোনো কোনো ওলী আল্লাহর অবস্থার দ্বারা ও তার সমর্থন পাওয়া যায় যে, এমন বাক্য তাঁদের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল মানুষ যাকে কুফরি বাক্য মনে করে

ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পরে যখন তাঁরি কিছুটা সংজ্ঞা ফিরে আসে এবং সে বাক্যে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলে দেন, তখন সবাই নিশ্চিত হয় যে, তা সাক্ষাৎ ঈমানী বাক্যই ছিল।

সারকথা এই যে, যখন রূহ বেরোতে থাকে এবং অন্তিম অবস্থায় উপস্থিত হয়, তখন সে সময়টি পার্থিবজীবনে গণ্য হয় না। তখনকার কোনো আমল বা কার্যকলাপ শরিয়ত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুত এর পূর্বেকার যাবতীয় আমলই ধর্তব্য হয়ে থাকে। কিন্তু উপস্থিত দর্শকদের এ ব্যাপারে প্রচুর সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। কারণ এ বিষয়টির সঠিক অনুমান করতে গিয়ে ভুলভ্রান্তি হতে পারে যে, বাস্তবিকই এ সময়টি তার রূহ বেরোবার কিংবা উর্ধ্বশ্বাসের সময় কি বা তার পূর্ব মুহূর্ত।

এখানে ফেরাউনকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, জলমগ্নতার পর আমি তোমার লাশ পানি থেকে বের করে দেব যাতে তোমার এই মৃতদেহটি তোমার পরবর্তী জনগোষ্ঠীর জন্য আল্লাহ তা'আলার মহাশক্তির নিদর্শন ও শিক্ষণীয় হয়ে থাকে।

ঘটনাটি এই যে, সাগর পাড়ি দেবার পর হযরত মূসা (আ.) যখন বনী ইসরাঈলদেরকে ফেরাউনের নিহত হবার সংবাদ দেন, তখন তারা ফেরাউনের ব্যাপারে এতই ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল যে, তা অস্বীকার করতে লাগল এবং বলতে লাগল যে, ফেরাউন ধ্বংস হয়নি। আল্লাহ তা'আলা তাদের সঠিক ব্যাপার প্রদর্শন এবং অন্যান্যদের শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে একটি ঢেউয়ের মাধ্যমে ফেরাউনের মৃতদেহটি তীরে এনে ফেলে রাখলেন, যা সবাই প্রত্যক্ষ করল। তাতে তার ধ্বংসের ব্যাপারে তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস এলো এবং তার এ লাশ সবার জন্য নিদর্শন হয়ে রইল। তারপর এ লাশের কি পরিণতি হয়েছিল তা জানা যায় না। যেখানে ফেরাউনের লাশটি পাওয়া গিয়েছিল আজও সে স্থানটি 'জাবালে ফেরাউন' নামে পরিচিত।

কিছুকাল পূর্বে পত্রিকায় খবর বেরিয়েছিল যে, ফেরাউনের লাশ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে, সাধারণ লোকেরাও তা প্রত্যক্ষ করেছে এবং আজ পর্যন্ত তা কায়রোর জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, এ ফেরাউনই সে ফেরাউন, যার সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর মোকাবিলা হয়েছিল, নাকি অন্য কোনো ফেরাউন। কারণ ফেরাউন শব্দটি কোনো একক ব্যক্তির নাম নয়; সে যুগে মিসরের সব বাদশাহকেই ফেরাউন পদবী দেওয়া হতো।

কিন্তু এটাও কোনো বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, আল্লাহ তা'আলা যেভাবে জলমগ্ন লাশকে শিক্ষামূলক নিদর্শন হিসেবে সাগর তীরে এনে ফেলেছিলেন, তেমনিভাবে সেটিকে আগত বংশধরদের শিক্ষার জন্য পচাগলা থেকেও রক্ষা করে থাকবেন এবং এখনো তা বিদ্যমান থাকবে।

পরবর্তী আয়াতে ফেরাউনের করুণ পরিণতির মোকাবিলায় সে জাতির ভবিষ্যৎ দেখানো হয়েছে, যাদেরকে ফেরাউন হীন ও পদদলিত করে রেখেছিল। বলা হয়েছে, আমি বনী ইসরাঈলদেরকে উত্তম আবাস দান করেছি। একদিকে তারা মিসর রাষ্ট্রের আধিপত্য লাভ করেছে এবং অপরদিকে জর্দান ও ফিলিস্তীনের পবিত্র ভূমিও তারা পেয়ে গেছে যাকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় খলীল ইবরাহীম ও তাঁর সন্তানবর্গের জন্য মীরাশ বানিয়ে দিয়েছিলেন। উত্তম আবাসকে কুরআন কারীমে مُبَوَّأَ صِدْقٍ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে صِدْقٍ অর্থ কল্যাণজনক ও উপযোগী। অর্থাৎ এমন আবাসভূমি তাদেরকে দান করা হয়েছে যা তাদের জন্য সর্বদিক দিয়েই কল্যাণকর ও উপযোগী ছিল। অতঃপর বলা হয়েছে– আমি তাদেরকে হালাল ও পবিত্র বস্তু সামগ্রীর মাধ্যমে আহার্য দান করেছি। অর্থাৎ দুনিয়ার যাবতীয় সুস্বাদু বস্তু-সামগ্রী ও আরাম আয়েশ তাদের দিয়ে দিয়েছি।

আয়াতের শেষাংশে আবার তাদের কুটিলতা ও ভ্রান্ত আচরণের উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যেও বহু লোক ক্ষমতাপ্রাপ্তির পর আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহের মর্যাদা দেয়নি এবং তাঁর আনুগত্যে বিমুখতা অবলম্বন করেছে। এরা রাসূলে কারীম ﷺ সম্পর্কে তাওরাতে যেসব নিদর্শন পাঠ করত, তাতে তাঁর আগমনের সর্বাগ্রে তাদেরই ঈমান আনা উচিত ছিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, মহানবী ﷺ-এর আবির্ভাবের পূর্বে তো এরা শেষ নবীর উপর বিশ্বাস পোষণ করত, তার নিদর্শনসমূহ ও তার আগমনের সময় নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ লোকদেরকে বলত, নিজেরাও দোয়া করতে গিয়ে শেষ জমানার নবীর অসিলা দিয়ে দোয়া করত, কিন্তু যখন শেষ জমানার নবী ﷺ তাঁর যাবতীয় প্রমাণাদি এবং তাওরাতের বাতলানো নিদর্শনসহ আগমন করলেন, তখন এরা পারস্পরিক মতবিরোধ করতে লাগল এবং কিছু লোক ঈমান আনলেও অন্যান্য সবাই অস্বীকার করল। এ আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ-এর আগমনকে جَاءَ هُمُ الْعِلْمُ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে عِلْم বলতে 'নিশ্চিত বিশ্বাস'ও উদ্দেশ্য হতে পারে। তাহলে অর্থ হবে এই যে, যখন প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথে বিশ্বাসের উপকরণসমূহও সংযোজিত হয়ে গেল, তখন তারা মতবিরোধ করতে লাগল।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ একথাও বলেছেন যে, এখানে عِلْم অর্থ مَعْلُوْم অর্থাৎ যখন সে সত্তা সামনে এসে উপস্থিত হলো, যা তাওরাতের ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে পূর্বাহ্নেই জানা ছিল, তখন তারা মতবিরোধ করতে আরম্ভ করল।

শব্দবিশ্লেষণ :

اُجِيْبَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِجَابَةُ মূলবর্ণ (ج . و . ب) জিনস اجوف واوى অর্থ- কবুল করা, গ্রহণ করা।

اِسْتَقِيْمَا : সীগাহ تثنيه مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِقَامَةُ অর্থ- অটল থাকা, জমে থাকা।

لَاتَتَّبِعَانِّ : সীগাহ تثنيه مذكر حاضر বহছ مضارع معروف بانون ثقيله বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّبَاعُ মূলবর্ণ (ت . ب . ع) জিনস صحيح অর্থ- অনুসরণ করা। আনুগত্য করা।

قَدْعَصَيْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى قريب معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعِصْيَانُ ও اَلْمَعْصِيَةُ মূলবর্ণ (ع . ص . ى) জিনস ناقص يائ অর্থ- আনুগত্য থেকে বের হওয়া, নাফরমানি করা।

بَوَّاْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْوِيَةُ মূলবর্ণ (ب . و . ا) জিনস مركب (اجوف واوى ও مهموز لام) অর্থ- থাকার জায়গা, ঠিকানা দেওয়া।

مُبَوَّاً : এটি اسم ظرف মুযাফ, মাসদার تَبْوِيَة অর্থ- সঠিক জায়গা, আবাস্থল, বাসস্থান, সঠিক স্থান।

يَرَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّوْيَةُ মূলবর্ণ (ر . أ . ى) জিনস مركب (ناقص يائى ও مهموزلام) অর্থ- দেখা।

৯৮. সুতরাং এমন কোনো জনপদই ঈমান আনেনি যে, তাদের ঈমান আনয়ন উপকারী হয়েছে ইউনুসের কওম ব্যতীত, যখন তারা ঈমান আনল, তখন আমি তাদের হতে পার্থিব জীবনে অপমানজনক শাস্তি বিদূরিত করে দিলাম এবং তাদেরকে সুখ স্বাচ্ছন্দে থাকতে দিলাম এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত।	فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ۚ لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ (٩٨)
৯৯. আর যদি আপনার প্রতিপালক চাইতেন, তবে সমগ্র বিশ্বের সকল লোকই ঈমান আনত, তবে আপনি কি মানুষের উপর জবরদস্তি করতে পারেন– যাতে তারা ঈমান আনয়নই করে?	وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ۚ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ (٩٩)
১০০. অথচ আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কারো ঈমান আনা সম্ভব নয়, আর আল্লাহ নির্বোধ লোকদের উপর (কুফরির) অপবিত্রতা স্থাপন করে দেন।	وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ (١٠٠)
১০১. আপনি বলে দিন যে, তোমরা ভেবে দেখ, কি কি বস্তু রয়েছে আসমানসমূহে এবং জমিনে আর যারা ঈমান আনয়ন করে না, তাদেরকে প্রমাণাদি ও ভয় প্রদর্শন কোনো উপকার সাধন করতে পারে না।	قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِى الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ (١٠١)

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৮. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ সুতরাং এমন কোনো জনপদই ঈমান আনেনি যে, فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ তাদের ঈমান আনয়ন উপকারী হয়েছে اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ ইউনুসের কওম ব্যতীত لَمَّآ اٰمَنُوْا যখন তারা ঈমান আনল كَشَفْنَا عَنْهُمْ তখন আমি তাদের থেকে বিদূরিত করে দিলাম عَذَابَ الْخِزْيِ অপমানজনক শাস্তি فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনে وَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ এবং তাদেরকে সুখ স্বাচ্ছন্দে থাকতে দিলাম এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত।

৯৯. وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ আর যদি আপনার প্রতিপালক চাইতনে لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا তবে সমগ্র বিশ্বের সকল লোকই ঈমান আনত اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ তবে আপনি কি মানুষের উপর জবরদস্তি করতে পারেন حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ যাতে তারা ঈমান আনয়নই করে।

১০০. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ অথচ কারো ঈমান আনা সম্ভব নয় اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ আর আল্লাহ (কুফরির) অপবিত্রতা স্থাপন করে দেন عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ নির্বোধ লোকদের উপর।

১০১. قُلِ আপনি বলে দিন যে انْظُرُوْا তোমরা ভেবে দেখ مَاذَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ কি কি বস্তু রয়েছে আসমানসমূহে ও জমিনে وَمَا تُغْنِى الْاٰيٰتُ وَالنُّذُرُ আর তাদেরকে প্রমাণাদি ও ভয় প্রদর্শনে কোনো উপকার সাধন করতে পারে না عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ যারা ঈমান আনয়ন করে না।

فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَانْتَظِرُوْٓا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ (١٠٢)

১০২. অতএব, তারা কেবল সে লোকদের অনুরূপ ঘটনাবলির প্রতীক্ষা করছে, যারা এদের পূর্বে গত হয়ে গিয়েছে, আপনি বলে দিন, আচ্ছা, তবে তোমরা (তার) প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারতদের মধ্যে রইলাম।

ثُمَّ نُنَجِّيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ۚ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ (١٠٣)

১০৩. পরন্তু আমি স্বীয় রাসূলদেরকে এবং ঈমানদারদেরকে উদ্ধার করি। এরূপেই আমি ঈমানদারদেরকে নাজাত দিয়ে থাকি, এটাই হচ্ছে আমার দায়িত্ব।

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ دِيْنِيْ فَلَآ اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ ۚ وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (١٠٤)

১০৪. আপনি বলে দিন, হে লোকসকল! যদি তোমরা আমার দীন সম্বন্ধে সন্দিহান হও, তবে আমি সে মা'বূদদের ইবাদত করি না আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত কর, কিন্তু আমি সে মা'বূদের ইবাদত করি, যিনি তোমদের জীবন কবজ করেন, আর আমার প্রতি এ আদেশ হয়েছে যে, আমি যেন ঈমান আনয়নকারীদের দলভুক্ত থাকি।

وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (١٠٥)

১০৫. আর এটাও যে, নিজকে নিজে এ ধর্মের প্রতি এভাবে নিবিষ্ট করে রাখবে, যেন অন্যান্য সকল তরিকা হতে পৃথক হয়ে যাও, আর কখনো মুশরিক হয়ো না।

শাব্দিক অনুবাদ :

১০২. فَهَلْ يَنْتَظِرُوْنَ অতএব, তারা কেবল সে লোকদের অনুরূপ ঘটনাবলির প্রতীক্ষা করছে اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ যারা এদের পূর্বে গত হয়ে গেছে قُلْ আপনি বলে দিন فَانْتَظِرُوْا আচ্ছা তবে তোমরা প্রতীক্ষায় থাক اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারতদের সাথে রইলাম।

১০৩. ثُمَّ نُنَجِّيْ পরন্তু আমি বাঁচিয়ে রাখতাম رُسُلَنَا স্বীয় রাসূলগণকে وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এবং ঈমানদারদেরকে كَذٰلِكَ এরূপেই حَقًّا عَلَيْنَا এটা হচ্ছে আমার দায়িত্ব نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ আমি ঈমানদারদেরকে নাজাত দিয়ে থাকি।

১০৪. قُلْ আপনি বলে দিন يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ হে লোকসকল! اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ যদি তোমরা সন্দিহান হও مِّنْ دِيْنِيْ আমার দীন সম্বন্ধে فَلَآ اَعْبُدُ তবে আমি সেই মা'বূদদের ইবাদত করি না الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত কর وَلٰكِنْ اَعْبُدُ الَّذِيْ يَتَوَفّٰىكُمْ কিন্তু আমি সেই মা'বূদের ইবাদত করি যিনি তোমাদের জান কবজ করেন وَاُمِرْتُ আর আমার প্রতি এ আদেশ হয়েছে اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ আমি যেন ঈমান আনয়নকারীদের দলভুক্ত থাকি।

১০৫. وَاَنْ اَقِمْ وَجْهَكَ আর নিজেকে এভাবে নিবিষ্ট করে রাখবে لِلدِّيْنِ এ ধর্মের প্রতি حَنِيْفًا যেন অন্যান্য সকল তরিকা হতে পৃথক হয়ে যাও وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ আর কখনো মুশরিক হয়ো না।

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ (١٠٦)	১০৬. আর আল্লাহকে ছেড়ে এমন বস্তুর ইবাদত করো না, যা না তোমার কোনো উপকার করতে পারে আর না অপকার করতে পারে, বস্তুতঃ যদি এরূপ কর, তবে তুমি এমতাবস্থায় হক বিনষ্টকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।
وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ؕ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (١٠٧)	১০৭. আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো কষ্টে নিপতিত করেন, তবে তিনি ব্যতীত কেউ তা মোচনকারী নেই, আর যদি তিনি তোমার প্রতি কোনো শান্তি পৌঁছাতে চান, তবে তাঁর অনুগ্রহের কোনো অপসারণকারী নেই, তিনি স্বীয় অনুগ্রহ নিজের বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু।
قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ (١٠٨)	১০৮. আপনি বলে দিন, হে লোকসকল! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সত্য (ধর্ম) এসেছে, অতএব, যে ব্যক্তি সঠিক পথে আসবে, বস্তুত সে নিজের জন্যই সঠিক পথে আসবে, আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট থাকবে, তার পথভ্রষ্টতা তারই উপর বর্তাবে, আর আমাকে (রাসূলকে) তোমাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি।
وَاتَّبِعْ مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ (١٠٩)	১০৯. আর আপনি আপনার প্রতি প্রেরিত ওহীর অনুসরণ করুন, আর ধৈর্য ধরুন এ পর্যন্ত যে, আল্লাহ ফয়সালা করে দেন এবং তিনিই সর্বোত্তম বিধানকর্তা।

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৬. وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আর আল্লাহকে ছেড়ে এমন বস্তুর ইবাদত করো না مَا لَا يَنْفَعُكَ যা না তোমার কোনো উপকার করতে পারে وَلَا يَضُرُّكَ আর না অপকার করতে পারে فَاِنْ فَعَلْتَ বস্তুত যদি এরূপ কর فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ তবে তুমি এমতাবস্থায় হক বিনষ্টকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

১০৭. وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো কষ্টে নিপতিত করেন فَلَا كَاشِفَ لَهٗۤ اِلَّا هُوَ তবে তিনি ব্যতীত কেউ তা মোচনকারী নেই وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ আর যদি তিনি তোমার প্রতি কোনো শান্তি পৌঁছাতে চান فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ তবে তাঁর অনুগ্রহের কোনো অপসারিণকারী নেই يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ তিনি স্বীয় অনুগ্রহ যাকে চান দান করেন مِنْ عِبَادِهٖ নিজের বান্দাদের মধ্য হতে وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ এবং তিন অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু।

১০৮. قُلْ আপনি বলে দিন يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ হে লোক সকল! قَدْ جَآءَكُمُ তোমাদের নিকট এসেছে الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য (ধর্ম) فَمَنِ اهْتَدٰى অতএব, যে ব্যক্তি সঠিক পথে আসবে فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ বস্তুতঃ সে নিজের জন্যই সঠিক পথে আসবে وَمَنْ ضَلَّ আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট থাকবে فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا তার পথভ্রষ্টতা তার উপরই বর্তাবে وَمَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ আর আমাকে (রাসূলকে) তোমাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি।

১০৯. وَاتَّبِعْ আর আপনি অনুসরণ করুন مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ আপনার প্রতি প্রেরিত ওহীর وَاصْبِرْ আর ধৈর্য ধরুন حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ এ পর্যন্ত যে, আল্লাহ মীমাংসা করে দেন وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ এবং তিনিই উত্তম বিধান কর্তা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৯৯. আয়াতের শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াতটি আবূ তালিব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আবূ তালিব যখন মুত্তালিবী আদর্শের উপর ইন্তেকাল করে, হযরত রাসূলে কারীম ﷺ তখন অনুতপ্ত হলেন। আবূ তালিবের ঈমান আনার প্রতি তিনি অত্যন্ত প্রত্যাশী ও অধীর আগ্রহী ছিলেন। পক্ষান্তরে রাসূল ﷺ তার ঈমান গ্রহণ করার প্রতি অধিক অগ্রহান্বিত ছিলেন। সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন। -[বাহরে মুহীত-৫/১৯২]

এক্ষেত্রে সমকালীন কোনো কোনো লোকের কঠিন বিভ্রান্তি ঘটে গেছে। তারা হযরত ইউনুস (আ.)-এর প্রতি রেসালাতের দায়িত্ব পালনে শৈথিল্যকে যুক্ত করে দেন এবং পয়গাম্বরের শৈথিল্যতাকেই সম্প্রদায়ের উপর থেকে আজাব সরে যাবার কারণ বলে সাব্যস্ত করেন। তদুপরি এ শৈথিল্যতাকেই আল্লাহর রোষের কারণ বলেও সাব্যস্ত করে। সূরা আম্বিয়া ও সূরা সাফফাতে এ বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। তা এরূপ "কুরআনের ইঙ্গিত এবং ইউনুস (আ.)-এর গ্রন্থের বিস্তারিত বিশ্লেষণের প্রতি লক্ষ্য করলে বিষয়টি পরিষ্কার জানা যায় যে, হযরত ইউনুস (আ.)-এর দ্বারা রেসালতের দায়িত্ব পালনে যৎসামান্য ক্রটি হয়ে গিয়েছিল এবং হয়তো তিনি অধৈর্য হয়ে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই নিজের অবস্থান ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেজন্য আজাবের লক্ষণাদি দেখেই যখন তাঁর সঙ্গি-সাথিগণ তওবা-এস্তেগফার আরম্ভ করে দেয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। কুরআনে আল্লাহ তা'আলার যেসব মূল রীতিনীতির কথা বলা হয়েছে, তাতে একটি নির্দিষ্ট ধারা এও রয়েছে যে, আল্লাহ কোনো জাতি সম্প্রদায়কে ততক্ষণ পর্যন্ত আজাবে লিপ্ত করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের উপর স্বীয় প্রমাণাদি পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেন। সুতরাং নবীর দ্বারা যখন রেসালতের দায়িত্ব পালনে ক্রটি হয়ে যায় এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তিনি নিজেই যখন স্থান ত্যাগ করেন, তখন আল্লাহর ন্যায়নীতি তাঁর সম্প্রদায়কে সেজন্য আজাব দান করতে সম্মত হয়নি। -[তাফহীমুল কুরআন : পৃষ্ঠা ৩১২/২]

এখানে সর্বপ্রথম লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের পাপ থেকে মা'সূম হওয়ার বিষয়টি এমন একটি সর্বসম্মত বিশ্বাস, যার উপর সমগ্র উম্মতের ঐকমত্য বিদ্যমান। এর বিশ্লেষণে কিছু আংশিক মতবিরোধও রয়েছে যে, এই নিষ্পাপত্ব কি সগীরা কবীরা সর্বপ্রকার গোনাহ থেকেই , না শুধু কবীরা গুনাহ থেকে। তাছাড়া এ নিষ্পাপত্বে নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বেকার সময়ও অন্তর্ভুক্ত কিনা? কিন্তু এতে কোনো সম্প্রদায় বা ব্যক্তি কারোই কোনো মতবিরোধ নেই যে, নবী-রাসূলগণের কেউই রেসালাতের দায়িত্ব পালনে কোনো রকম শৈথিল্য করতে পারেন না। তার কারণ, নবী রাসূলগণের জন্য এর চাইতে বড় পাপ আর কিছুই হতে পারে না যে, যে দায়িত্বের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নির্বাচন করেছেন, তারা নিজেই তাতে শৈথিল্য করে বসবেন। এটা সে মর্যাদাগত দায়িত্বের প্রকাশ্য খেয়ানত, যা সাধারণ শালীনতা সম্পন্ন মানুষের পক্ষেও সম্ভব নয়। এহেন ক্রটি থেকেও যদি নবীগণ নির্দোষ না হবেন, তবে অন্যান্য পাপের বেলায় নিষ্পাপ হলেই বা কি লাভ।

কুরআন ও সুন্নাহ সমর্থিত মূলনীতি ও নবীগণের নিষ্পাপত্ব সম্পর্কে সর্বসম্মত বিশ্বাসের পরিপন্থি বাহ্যিক কোনো কথা যদি কুরআন হাদীসের মাঝেও কোনোখানে দেখা যায়, তবে সর্বসম্মত মূলনীতির ভিত্তিতে তার এমন ব্যাখ্যা ও অর্থ অনুসন্ধান করা কর্তব্য ছিল, যাতে তা কুরআন হাদীসের অকাট্য প্রামাণ্য মূলনীতির বিরোধী না হয়।

কিন্তু এখানে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, উল্লিখিত গ্রন্থকার মহোদয় যে বিষয়টি কুরআন কারীম ও হযরত ইউনুস (আ.)-এর সহীফার বিশ্লেষণের উদ্ধৃতিক্রমে উপস্থাপন করেছেন, তা সহীফায়ে-ইউনুসে থাকলেও থাকতে পারে; কিন্তু মুসলমানদের নিকট তার কোনো গুরুত্ব বা গ্রাহ্যতা নেই; তবে এ ব্যাপারে কুরআনি ইঙ্গিত একটি ও নেই।

বরং ব্যাপারটি হলো এই যে, কয়েকটি প্রেক্ষিত জড়ো করে তা থেকে এই সিদ্ধান্ত বের করা হয়েছে একান্তই জবরদস্তিমূলকভাবে।

প্রথমে তো ধরে নেওয়া হয়েছে যে, হযরত ইউনুস (আ.)-এর কওমের উপর থেকে আজাব রদ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি আল্লাহ তা'আলার সাধারণ রীতি বিরুদ্ধ হয়েছে। অথচ এমন মনে করা স্বয়ং এ আয়াতের পূর্বাপর ধারাবাহিকতারও সম্পূর্ণ বিরোধী। তদুপরি তাফসীরশাস্ত্রের গবেষক ইমামগণের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেরও পরিপন্থি। তারপর এর সাথে একথাও ধরে নেওয়া হয়েছে যে, ঐশীরীতি এ ক্ষেত্রে এ কারণে লজ্ঘন করা হয়েছে যে, স্বয়ং নবী দ্বারা রেসালাতের দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য হয়ে গিয়েছিল, তৎসঙ্গে একথাও ধরে নেওয়া হয়েছে যে, পয়গাম্বরের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত স্থান ত্যাগ করার জন্য একটি বিশেষ সময় নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তিনি নির্ধারিত সে সময়ের পূর্বেই দীনের প্রতি আহ্বান করার দায়িত্ব ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

সামান্যতম বিচার বিবেচনায়ও যদি করা যায়, তবে একথা প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, কুরআন ও সুন্নাহর কোনো ইঙ্গিত এসব মনগড়া প্রতিপাদ্যের পক্ষে খুঁজে পাওয়া যায় না।

স্বয়ং কুরআনের আয়াতে বর্ণনাধারার প্রতি লক্ষ্য করুন, আয়াতে বলা হয়েছে- فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ এর পরিষ্কার মর্ম এই যে, পৃথিবীর সাধারণ জনপদের অধিবাসীদের সম্পর্কে আফসোসের প্রকাশ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা কেনই বা এমন হলো না যে, এমন সময়ে ঈমান নিয়ে আসত যে সময় পর্যন্ত ঈমান আনলে তা লাভজনক হতো। অর্থাৎ আজাব কিংবা মৃত্যুতে পতিত হওয়ার আগে আগে যদি ঈমান নিয়ে আসত, তবে তাদের ঈমান কবুল হয়ে যেত। কিন্তু ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায় তা থেকে স্বতন্ত্র। কারণ তারা আজাবের লক্ষণাদি দেখে আজাবে পতিত হওয়ার পূর্বেই যখন ঈমান নিয়ে আসে, তখন তাদের ঈমান ও তওবা কবুল হয়ে যায়।

আয়াতের এই প্রকৃষ্ট মর্ম প্রতীয়মান করে যে, এখানে কোনো ঐশীরীতি লজ্ঘন করা হয়নি। বরং একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার নিয়ম অনুযায়ী তাদের ঈমানও তওবা কবুল করে নেওয়া হয়েছে।

অধিকাংশ তাফসীরকার যেমন বাহরে মুহীত, কুরতুবী, যখমশরী, মাযহারী, রূহুল মা'আনী প্রমুখ এ আয়াতের এ মর্মই লিখেছেন যাতে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায়ের তওবা কবুল হওয়ার বিষয়টি সাধারণ খোদায়ী রীতির আওতায়ই হয়েছে।

তাবারী প্রমুখ তাফসীরকারও এ ঘটনাকে হযরত ইউনুস (আ.) -এর সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের কেউই একথা বলেননি যে, এ বৈশিষ্ট্যের কারণ ছিল ইউনুস (আ.)-এর ত্রুটিসমূহ; বরং সে সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধ মনে তওবা করা ও আল্লাহর জ্ঞানে তার নিঃস্বার্থ হওয়া প্রভৃতিকেই কারণ বলে লিখেছেন।

সুতরাং যখন একথা জানা গেল যে, ইউনুস (আ.)-এর সম্প্রদায়ের আজাব রহিত হয়ে যাওয়া সাধারণ খোদায়ী রীতির পরিপন্থি নয়; বরং একান্তভাবেই তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তখন এ বিতর্কের ভিত্তিই শেষ হয়ে গেছে। তেমনিভাবে কুরআনের কোনো বক্তব্যে একথা প্রমাণিত নেই যে, আজাবের দুঃসংবাদ শুনানোর পর হযরত ইউনুস (আ.) আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ছাড়াই তাঁর সম্প্রদায় থেকে আলাদা হয়ে যান; বরং আয়াতের ধারাবাহিকতা ও তাফসীরসংক্রান্ত রেওয়ায়েতের দ্বারা একথাই বুঝা যায় যে, সাবেক সমস্ত উম্মতের সাথে যে ধরনের আচরণ চলে আসছিল অর্থাৎ তাদের উম্মতের উপর আজাব আসার সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলাও তাঁর পয়গম্বারগণকে এবং তাদের সঙ্গিদেরকে সেখান থেকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে দিতেন-

যেমন হযরত লূত (আ.)-এর ঘটনা সম্পর্কে কুরআনে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে– তেমনিভাবে এখানেও আল্লাহ তা'আলার সে নির্দেশ যখন হযরত ইউনুস (আ.)-এর মাধ্যমে তাদেরকে পৌঁছে দেওয়া হয় যে, তিন দিন পর আজাব আসবে, হযরত ইউনুস (আ.)-এর সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার দ্বারা স্পষ্টতঃ এ কথাই বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হয়েছে।

অবশ্য পয়গাম্বরসুলভ মর্যাদার দিক দিয়ে হযরত ইউনুস (আ.)-এর দ্বারা একটি পদস্খলন হয়ে যায় এবং সে ব্যাপারে সূরা আম্বিয়াও সূরা সাফফাতের আয়াতসমূহে যে ভর্ৎসনাসূচক শব্দ এসেছে এবং তারই ফলে যে তার মাছের পেটে অবস্থান করার ঘটনা ঘটেছে। তা এজন্য নয় যে, তিনি রেসালাতের দায়িত্বে শিথিলতা প্রদর্শন করেছিলেন; বরং ঘটনাটি তাই যা উপরে প্রামাণ্য তাফসীর গ্রন্থের উদ্ধৃতিসহকারে লেখা হয়েছে; তাহলো এই যে, হযরত ইউনূস (আ.) যখন আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক তিন দিন পর আজাব আসার দুঃসংবাদ শুনিয়ে দেন এবং ঐশী নির্দেশে নিজের অবস্থান ত্যাগ করে বাইরে চলে যান, কিন্তু পরে প্রমাণিত হয় যে, আজাব আসেনি, তখন ইউনুস (আ.)-এর মনে এ ভাবনা চেপে বসল যে, আমি সম্প্রদায়ের মাঝে ফিরে গেলে তারা আমাকে মিথ্যুক বলে সাব্যস্ত করবে। তাছাড়া এ সম্প্রদায়ে নিয়ম প্রচলিত রয়েছে যে, কারো মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে হত্যা করে ফেলা হয়। কাজেই এ সময় সম্প্রদায়ের মাঝে ফিরে যাওয়ায় প্রাণের আশঙ্কা রয়েছে। অতএব, এ সময় এ দেশ থেকে হিজরত করে চলে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথই ছিল না। কিন্তু নবী রাসূলগণের রীতি হলো এই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো দিকে হিজরত করার নির্দেশ না আসা পর্যন্ত নিজের ইচ্ছা মতো তাঁরা হিজরত করেন না। সুতরাং এক্ষেত্রে হযরত ইউনুস (আ.) -এর পদস্খলনটি ছিল এই যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমোদন আসার পূর্বেই হিজরতের উদ্দেশ্যে নৌকায় আরোহণ করে বসেন। বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে কোনো পাপ না হলেও নবী রাসূলগণের রীতির পরিপন্থি ছিল। কুরআনের আয়াতের শব্দ গুলোর প্রতি লক্ষ্য করলেও দেখা যায়, হযরত ইউনুস (আ.) -এর পদস্খলন রেসালাতের দায়িত্ব সম্পাদনে ছিল না; বরং তিনি যে সম্প্রদায়ের অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য অনুমতি আসার পূর্বেই হিজরত করেছেন, এছাড়া আর কোনো কিছুই প্রামণিত হবে না। সূরা সাফফাতের আয়াতে এ বিষয়বস্তুর ব্যাপারে প্রায় সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ বিদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ এতে হিজরতের উদ্দেশ্যে নৌকায় আরোহণ করাকে اَبَقَ শব্দ ভর্ৎসনা আকারে বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো স্বীয় মনিবের অনুমতি ব্যতীত কোনো ক্রীতদাসের পালিয়ে যাওয়া। আর সূরা আম্বিয়ার আয়াতে রয়েছে– وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ এতে স্বভাবজাত ভীতির কারণে সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করে হিজরত করাকে কঠিন ভর্ৎসনার সুরে ব্যক্ত করা হয়েছে। আর এসবই রেসালাতের সমস্ত দায়িত্ব পালনের পর, তখন সংঘটিত হয়েছিল, যখন স্বীয় সম্প্রদায়ের মাঝে ফিরে আসায় জীবনাশঙ্কা দেখা যায়। রূহুল মা'আনী গ্রন্থে এ বিষয়টি নিম্নরূপে বর্ণনা করা হয়েছে– "ইউনুস (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে এজন্য চলে যাচ্ছিলেন যে, তিনি সম্প্রদায়ের কঠিন বিরোধিতা এবং কুফরির উপর হঠকারিতা সত্ত্বেও সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত রেসালাতের আহবান জানাতে থাকার ফলাফল প্রত্যক্ষ করে নিয়েছিলেন।"

বস্তুতঃ তাঁর এ সফর ছিল হিজরত হিসেবেই। অথচ তখনো তিনি হিজরতের অনুমতি লাভ করেননি।

এতে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর প্রতি ভর্ৎসনা আসার কারণ রেসালাত ও দাওয়াতের দায়িত্বে শৈথিল্য প্রদর্শ ছিল না; বরং অনুমতির পূর্বে হিজরত করাই ছিল ভর্ৎসনার কারণ। উল্লিখিত সমকালীন তাফসীরকারকে কোনো কোনো ওলামা তাঁর এই ভুলের ব্যাপারে অবহিত করলে তিনি সূরা সাফফাতের স্বীয় মতবাদের সমর্থনে অনেক তাফসীরবিদের বক্তব্যও উদ্ধৃত করেছেন, যেগুলোর মধ্যে ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ প্রমুখের ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহ ছাড়া অন্য কোনোটির দ্বারাই তাঁর এ মতবাদের সমর্থন প্রমাণিত হয় না যে, হযরত ইউনুস (আ.)-এর দ্বারা (মা'আযাল্লাহ) রেসালাতের দায়িত্ব সম্পাদনে শৈথিল্য হয়ে গিয়েছিল।

তাছাড়া জ্ঞানবান বিজ্ঞ লোকদের একথা অজানা নেই যে, তাফসীরবিদগণ নিজেদের তাফসীরে এমন সব ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহও উদ্ধৃত করে দিয়েছেন, যেগুলোর ব্যাপারে তাদের সবাই একমত যে, এসব রেওয়ায়েত প্রামাণ্য কিংবা গ্রহণযোগ্য নয়। শরিয়তের কোনো হুকুমকে এগুলোর উপর নির্ভরশীল করা যায় না। ইসরাঈলী রেওয়ায়েত মুসলিম তাফসীরবিদদের গ্রন্থেই থাক বা হযরত ইউনুস (আ.)-এর সহীফাতেই থাক, শুধু এসবের উপর নির্ভর করেই হযরত ইউনুস (আ.) -এর উপর এহেন মহা অপবাদ আরোপ করা যেতে পারে না যে, তাঁর দ্বারা রেসালাতের দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য হয়েছে। ইসলামের কোনো তাফসীরকার এহেন কোনো মত গ্রহণও করেননি।

শব্দবিশ্লেষণ :

حِيْنٌ : সময়, কাল, যুগ। একবচন, বহুবচন اَحْيَانٌ ; حِيْن কোনো জিনিসের পৌঁছা ও অর্জনের সময়ের নাম। এর অর্থের মধ্যে যখন কোনো অস্পষ্টতা থাকে, তখন একে মুযাফ ইলাইহি দ্বারা তাখসীস করা হয়।

اَلرِّجْسَ : অপবিত্র, মল, কদর্যতা, দোজখের শাস্তি। رِجْس এর বহুবচন اَرْجَاسٌ আসে। এর কয়েকটি সুরত আছে। ১. স্বভাবগত দিক থেকে। ২. জ্ঞানের দিক থেকে। ৩. শরঈ দিক থেকে। ৪. উপরিউক্ত তিন দিক থেকেই। রিজসে শরঈ জুয়া, মদ। জ্ঞানগত রিজস হলো, শিরক, শুকরের গোশত ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা সবগুলোর জন্য رِجْس শব্দ ব্যবহার করেছেন।

مَا تُغْنِىْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع منفى বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغْنَاءُ মূলবর্ণ (غ ـ ن ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– সম্পদশালী বানানো, কাজে আসা।

خَلَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ ; মাসদার اَلْخُلُوُّ মূলবর্ণ (خ ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– তারা অতিক্রম করছে, তারা প্রথমে হয়েছে।

نُنْجِ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْجَاءُ ; মূলবর্ণ (ن ـ ج ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– মুক্তিলাভ করা। মূলত ঃ نُنْجِىْ ছিল।

اَقِمْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ ; মাসদার اَلْاِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ– প্রতিষ্ঠা করা, ঠিক রাখা।

لَا تَدْعُ : সীগাহ واحد مذكرحاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّعَاءُ মূলবর্ণ (د ـ ع ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- ডাকা শুরুতে لام نهى আসার কারণে হরফে ইল্লত واو পড়ে গেছে।

اِنْ يُرِدْكَ : اِنْ হরফে শর্ত। يُرِدْ সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجزوم بحرف شرط বাব اِفْعَالٌ মাসদার - الارادة মূলবর্ণ (ر ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ– চাওয়া, ইচ্ছা করা।

رَادَّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ ; মাসদার اَلرَّدُّ মূলবর্ণ (ر ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– রদকারী। প্রত্যাবর্তনকারী। প্রতিহতকারী। ফিরানো। এটি মূলত رادد ছিল।

يَشَاءُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش ـ ى ـ ء) জিনস مركب (اجوف يائى ও مهموزلام) অর্থ– চাওয়া। ইচ্ছা করা।

يُوْحٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْحَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ح ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– প্রত্যাদেশ করা।

سُوْرَةُ هُوْدٍ

সূরা হূদ

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-১২৩, রুকূ'-১০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

الٓرٰ قف كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ (١)

১. আলিফ-লাম-রা। এটা [কুরআন] এমন কিতাব যার আয়াতগুলো [প্রমাণাদি দ্বারা] মজবুত করা হয়েছে, অতঃপর বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে প্রজ্ঞাময়, মহা জ্ঞাতা [আল্লাহ]-এর পক্ষ হতে।

اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ط اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ (٢)

২. এ [উদ্দেশ্যে] যে, আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করো না, আমি আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শনকারী এবং সুসংবাদদাতা।

وَاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ط وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ (٣)

৩. আর এ [উদ্দেশ্যে] যে, তোমরা নিজেদের রবের নিকট হতে গুনাহ মাফ করাও, তৎপর তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তন কর, তিনি তোমাদেরকে সুখ সম্ভোগ দান করবেন নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত এবং প্রত্যেক অধিক আমলকারীকে অধিক ছওয়াব দিবেন, আর যদি তোমরা মুখ ফিরাতেই থাক, তবে আমি তোমাদের জন্য মহাদিবসের আজাবের আশঙ্কা করি।

শাব্দিক অনুবাদ :

১. الٓرٰ আলিফ-লাম-রা كِتٰبٌ اُحْكِمَتْ اٰيٰتُهٗ এটা এমন কিতাব যার আয়াত গুলো মজবুত করা হয়েছে ثُمَّ فُصِّلَتْ অতঃপর বিশদ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞাতা এর পক্ষ হতে।

২. اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ এ (উদ্দেশ্যে) যে, আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করো না اِنَّنِيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ وَّبَشِيْرٌ আমি আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদরেকে ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দাতা।

৩. وَاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ আর এ (উদ্দেশ্যে) যে, তোমরা নিজেদের রবের নিকট হতে গুনাহ মাফ করাও ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ তৎপর তাঁর প্রতি নিবিষ্ট থাক يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا তিনি তোমাদেরকে সুখ সম্ভোগ দান করবেন اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِيْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ এবং প্রত্যেক অধিক আমলকারীকে অধিক ছওয়াব দিবেন وَاِنْ تَوَلَّوْا আর যদি তোমরা মুখ ফিরাতেই থাক فَاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ তবে আমি তোমাদের জন্য আশঙ্কা করি عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيْرٍ ভীষণ দিনের আজাবের।

৪. আল্লাহরই নিকট তোমাদের যেতে হবে এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।	إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٤)
৫. স্মরণ রেখ! তারা কুঞ্চিত করে নিজেদের বক্ষকে, যেন নিজেদের কথাগুলো আল্লাহ হতে লুকাতে পারে, স্মরণ রেখ! তারা যখন নিজেদের কাপড় [নিজেদের দেহে] জড়ায়, তিনি তখনো সব জানেন যা কিছু চুপে চুপে আলাপ করে এবং যা কিছু প্রকাশ্যে আলাপ করে, নিশ্চয় তিনি তো অন্তরের কথাগুলোও জানেন।	أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ ۙ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٥)

শাব্দিক অনুবাদ :

৪. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ আল্লাহরই নিকট তোমাদের যেতে হবে وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতা বান।

৫. أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ স্মরণ রেখ! তারা কুঞ্চিত করে নিজেদের বক্ষকে لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ যেন নিজেদের কথা গুলো আল্লাহ হতে লুকাতে পারে أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ স্মরণ রেখ; তারা যখন নিজেদের কাপড় (নিজেদের দেহে) জড়ায় يَعْلَمُ তখনো তিনি সব জানেন مَا يُسِرُّونَ যা কিছু চুপে চুপে আলাপ করে وَمَا يُعْلِنُونَ এবং যা কিছু প্রকাশ্যে আলাপ করে إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ নিশ্চয় তিনি তো অন্তরের কথা গুলোও জানেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরায়ে হূদ প্রসঙ্গ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং কাতাদা (র.) বলেছেন, সূরায়ে হূদ মক্কায় নাজিল হয়েছে, শুধু একটি আয়াত তথায় নাজিল হয়নি আর তা হলো- وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ

হযরত আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন কারণে আপনার বার্ধক্য এসেছে? তিনি ইরশাদ করলেন সূরায়ে হূদ, সূরায়ে ওয়াকেয়াহ, সূরায়ে নাবা এবং সূরা তাকবীর আমাকে বৃদ্ধ করে ফেলেছে।

বায়হাকী শোআবুল ঈমানে আবি আলী আসসতরীর বর্ণনা সংকলন করেছেন। তিনি স্বপ্নে প্রিয়নবী ﷺ -এর দীদার লাভ করেছিলেন, তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বর্ণিত আছে যে, আপনি বলেছেন, সূরায়ে হূদ আমাকে বৃদ্ধ করেছে। সূরা হুদের কোন কথাটি আপনাকে বৃদ্ধ করেছে? তিনি ইরশাদ করলেন : فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ অর্থাৎ আপনাকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তার উপর সুদৃঢ় থাকুন।

সূরায়ে হূদে আল্লাহ তা'আলা চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

১. কাফের সম্প্রদায়ের ধ্বংস সম্পর্কে বর্ণনা।

২. মু'মিনদের মুক্তি লাভ সম্পর্কে আলোচনা।

৩. মু'মিনদেরকে সফলতা দানের প্রতিশ্রুতি দান।

৪. কাফেরদের প্রতি ধ্বংশের হুশিয়ারি প্রদান।

৫. আয়াতের শানে নুযূল : বুখারী শরীফের বর্ণনানুসারে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত ঐ সকল মুসলমানদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে, যারা আকাশের নিচে পায়খানা করতে ও স্ত্রী সহবাস করতে লজ্জা বোধ করত। অন্য বর্ণনা মতে তারা স্ত্রী মিলন ও পায়খানা করার জন্য কাপড় দ্বারা আবেষ্টনি করে নিত। –[দুররে মানছুর : ৩/৩৩০]

অপর এক বর্ণনা মতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে শরীকের পুত্র আখনাছ সম্পর্কে। সে ছিল মক্কার মুনাফিকদের একজন। সে দেখতে ভালো দেখাত। সে যখন রাসূল ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হতো, তখন রাসূল ﷺ-কে ভালোবাসার বাক্যালাপ মুখ দিয়ে প্রকাশ করত; কিন্তু তার অন্তরের মাঝে কুফরি প্রচণ্ডাকারে বদ্ধমূল করে বসেছিল। –[বাহরে মুহীত-৫/২০৩]

অন্য এক বর্ণনামতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে একদল কাফের সম্প্রদায় সম্পর্কে, যারা বলত যে, আমরা যখন আমাদের দরজাগুলো বন্ধ করে দিব, আমাদের পর্দা ঝুলিয়ে নেব, আমরা যখন কাপড় দ্বারা আমাদেরকে ঢেকে নেব এবং তারই শত্রুতায় আমাদের বক্ষদেশ আবৃত করে নেব, তখন আল্লাহ তা'আলা আমাদের সম্পর্কে কিরূপভাবে জানতে পারবেন? –[বাহরে মুহীত-৫/২০৩]

অন্য এক বর্ণনামতে এক কাফের ছিল, যখনই সে নরাধম নিজ ঘরে গমন করত। তখন পর্দা ঝুলিয়ে দিত ও নিজেকে নিজে কাপড়ে আচ্ছাদিত করে নিত এবং চুপিসারে কুফরি মন্তব্য করত। এ সকল ধারণা সম্পূর্ণরূপেই ভ্রান্ত ছিল। তার জবাব দিচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত অবতরণের মাধ্যমে। –[প্রাগুক্ত]

সূরা হূদ ঐসব সূরার অন্যতম যাতে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের উপর আপতিত খোদায়ী গজব ও বিভিন্ন প্রকার কঠিন আজাবের এবং পরে কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলি এবং পুরস্কার ও শাস্তির কথা বিশেষ বর্ণনারীতির মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ কারণেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) একদিন হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর কিছু দাড়ি মোবারক পাকা দেখে বিচলিত হয়ে যখন জিজ্ঞেস করলেন– "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন।" তখন রাসূলে পাক ﷺ ইরশাদ করেছিলেন, "হ্যাঁ, সূরা হূদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।" কোনো কোনো রেওয়ায়েতে সূরা হূদের সাথে সূরা ওয়াকিয়া, মুরসালাত, নাবা ও সূরা তাকবীরের নামও উল্লেখ করা হয়েছে। –[আল-হাকেম ও তিরমিযী] উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত সূরাগুলোতে বর্ণিত বিষয়বস্তু অত্যন্ত ভয়াবহ ও ভীতিপ্রদ হওয়ার কারণে এসব সূরা নাজিল হওয়ার পর রাসূলে পাক ﷺ-এর পবিত্র চেহারায় বার্ধক্যের লক্ষণ দেখা দেয়।

অত্র সূরার প্রথম আয়াতে "আলিফ লা'ম" বলে শুরু করা হয়েছে। এগুলো সে সমস্ত বর্ণের অন্তর্ভুক্ত যার সঠিক মর্ম একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর মধ্যে গুপ্ত রহস্য। অন্য কাউকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি; বরং এ ব্যাপারে চিন্তা করতেও বারণ করা হয়েছে।

অতঃপর কুরআন মাজীদ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটি এমন একটি কিতাব যার আয়াতসমূহকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। مُحْكَمٌ শব্দটি اِحْكَامٌ হতে গৃহীত হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে কোনো বাক্যকে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সুবিন্যস্তভাবে প্রকাশ করা যার মধ্যে শব্দগত বা ভাবগত কোনো বিভ্রান্তির অবকাশ নেই। সেমতে আয়াতকে প্রতিষ্ঠিত করার মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহকে এমনভাবে তৈরি করেছেন যাতে শাব্দিক অথবা ভাবগত দিক দিয়ে কোনো ত্রুটি, বিচ্যুতি, অস্পষ্টতা বা অসারতার সম্ভাবনা নেই। –[কুরতুবী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন এখানে مُحْكَمٌ শব্দ مَنْسُوْخٌ-এর বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেমতে আয়াতের মর্ম হবে আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকের আয়াতসমূহকে সামগ্রিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, অপরিবর্তিতরূপে তৈরি করেছেন। তাওরাত, ইঞ্জিল ইত্যাদি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ পবিত্র কতুরআন নাজিলের ফলে যেভাবে 'মানসূখ' বা রহিত হয়েছে কুরআন পাক নাজিল হওয়ার পর যেহেতু নবীর আগমন এবং ওহীর ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাব আর রহিত হবে না। –[কুরতুবী]

তবে কুরআনের এক আয়াত দ্বারা অন্য আয়াত রহিত হওয়া এর পরিপন্থি নয়।

আলোচ্য ১ম আয়াতেই ثُمَّ فُصِّلَتْ অতঃপর সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে বলে কুরআন পাকের আরেকটি মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। تَفْصِيْلٌ শব্দের আবিধানিক অর্থ দু'টি বস্তুর মাঝে পার্থক্য ও ব্যবধান করা। সে জন্যই সাধারণ গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন বিষয়বস্তু فَصْل - فَصْل শিরোনামে আলোচনা করা হয়। সে হিসেবে অত্র আয়াতের মর্ম হবে, আকায়েদ, ইবাদত, লেন-দেন, আচার-ব্যবহার ও নীতি-নৈতিকতার বিষয়বস্তুগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন আয়াতে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এর আরেক অর্থ হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তো পূর্ণ কুরআন মাজীদ একসাথে লওহে মাহফূজে অবতীর্ণ করা হয়েছিল, কিন্তু তারপর স্থান কাল পাত্র, পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনানুসারে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ হয়েছে। যাতে এর স্মরণ রাখা, মর্ম অনুধাবন করা এবং ক্রমান্বয়ে তদনুযায়ী আমল কারা সহজ হয়।

অতঃপর বলা হয়েছে مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرٍ অর্থাৎ এসব আয়াত এমন এক মহান সত্তার পক্ষ হতে আগত হয়েছে, যিনি মহা প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ, যার প্রতিটি কাজে বহু তাৎপর্য ও হিকমত বিদ্যমান যা মানুষ উপলব্ধি করতে অক্ষম। তিনি সৃষ্টি জগতের প্রতিটি অণু পরামাণুর ভূত ভবিষ্যত সম্পর্কে অবগত। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি যাবতীয় বিধি-নিষেধ নাজিল করেছেন। মানুষ যত বড় বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, জ্ঞানবান ও দূরদর্শী হোক না কেন, তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা এক নির্ধারিত সীমারেখার গণ্ডিতে আবদ্ধ। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ভিত্তিতে তাদের অভিজ্ঞতা গড়ে উঠে। ভবিষ্যৎকালে অবস্থার প্রেক্ষিতে অনেক সময়ই তা ব্যর্থ ও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইলম ও হেকমত কখনো ভুল হবার নয়।

দ্বিতীয় আয়াতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ তওহীদের উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহের বর্ণনা আরম্ভ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا اللّٰهَ অর্থাৎ "একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো বন্দেগি করবে না।" আলোচ্য আয়াতসমূহে যেসব বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে সর্বাধিক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত উপাসনা করবে না।

অতঃপর ইরশাদ করেছেন إِنَّنِيْ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيْرٌ وَبَشِيْرٌ নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা। অত্র আয়াতে বিশ্বনবী ﷺ-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তিনি সারা বশ্বিবাসীকে যেন জানিয়ে দেন যে, আমি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদ দানকারী। অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্য এবং নিজেদের অবৈধ কামনা-বাসনার অনুসারী, তাদেরকে আল্লাহর ভীতি প্রদর্শন করছি। অপরদিকে অনুগত, বাধ্যগত লোকদের দো-জাহানের শান্তি ও নিরাপত্তা এবং আখেরাতের অফুরন্ত নিয়ামতের সুসংবাদ দিচ্ছি।

نَذِيْرٌ শব্দের অর্থ করা হয়, "ভীতি প্রদর্শনকারী" কিন্তু এ শব্দটি ভীতি প্রদর্শনকারী শত্রু কিংবা হিংস্রজন্তু বা অন্য কোনো অনিষ্টকারীর জন্য ব্যবহৃত হয় না, বরং এমন ব্যক্তিকে "নাযীর" বলা হয় যিনি স্বীয় প্রিয়পাত্রগণকে সস্নেহে এমন সব বস্তু বা কার্য হতে বিরত রাখেন ও ভয় দেখান, যা তাদের জন্য দুনিয়া, আখেরাত অথবা উভয় কালেই ক্ষতিকারক।

শব্দবিশ্লেষণ :

تُوبُوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتَّوْبُ ও اَلتَّوْبَةُ মূলবর্ণ (ت ـ و ـ ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তওবা করা। তওবা কবুল করা।

يُمَتِّعْكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّمْتِيْعُ মূলবর্ণ (م ـ ت ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– উপকার পৌঁছানো।

مُسَمًّى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْمِيَةُ মূলবর্ণ (س ـ م ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- নির্ধারিত। আলামত, চিহ্ন। اِسْمٌ এর বহুবচন اَسْمَاءٌ ও اَسْمِيَةٌ নাম লওয়া, নাম রাখা। যেহেতু নাম রাখার দ্বারা জিনিসটি নির্ধারিত হয়ে যায়, এজন্য مُسَمًّى -এর অর্থ– নির্ধারিত করা।

يَثْنُونَ : সীগাহ جمع مذكرغائب বহছ مضارع معروف ; বাব ضَرَبَ মাসদার اَلثَّنْىُ মূলবর্ণ (ث ـ ن ـ ى) জিনস ناقص يائى এটি মূলত: يَثْنِيُوْنَ ছিল। يَضْرِبُوْنَ এর ওযনে। ياء ও واو এর মাঝে দু'সাকিন একত্রিত হওয়ায় ياء পড়ে গেছে। তাই يَثْنُوْنَ হয়ে গেছে। অর্থ– দ্বিগুণ করা।

لِيَسْتَخْفُوْا : সীগাহ جمع مذكرغائب বহছ فعل مضارع منصوب بلام كى বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِخْفَاءُ মূলবর্ণ (خ ـ ف ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– গোপন থাকা।

يَسْتَغْشُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِغْشَاءُ মূলবর্ণ (غ ـ ش ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– পর্দা দিয়ে ঢাকা। আচ্ছাদিত করা।

১২ তম পারা

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ؕ كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ (٦)

৬. আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকল প্রাণীর রিজিক আল্লাহর জিম্মায় রয়েছে, আর তিনি প্রত্যেকের দীর্ঘ অবস্থানের স্থান এবং অল্প অবস্থানের স্থানকে জানেন: সবকিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে [লওহে মাহফূযে] রয়েছে।

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَلَئِنْ قُلْتَ اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْۢ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ (٧)

৭. আর তিনি এমন যে, সমস্ত আসমান ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন ছয় দিবসে এবং সে সময় তাঁর আরশ পানির উপরে ছিল, যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করে নেন যে, তোমাদের মধ্যে উত্তম আমলকারী কে? আর যদি আপনি বলেন যে, নিশ্চয় তোমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করা হবে, তখন যে সকল লোক কাফের তারা বলে, এটা তো সুস্পষ্ট জাদু।

وَلَئِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلٰۤى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ لَّيَقُوْلُنَّ مَا يَحْبِسُهٗ ؕ اَلَا يَوْمَ يَاْتِيْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ (٨)

৮. আর যদি আমি কিছু দিনের জন্য তাদের থেকে আজাবকে মুলতবি করে রাখি, তবে তারা বলতে থাকে যে, সে আজাবকে কিসে আটকে রাখছে? স্মরণ রেখ! যেদিন তা তাদের উপর এসে পড়বে, তখন কারো নিবারণে কিছুতেই নিবারিত হবে না আর যা [যে আজাব] নিয়ে তারা উপহাস করছিল তা এসে তাদেরকে ঘিরে ফেলবে।

ع ٨

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী কোনো প্রাণী এমন নেই যে, اِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا তার রিজিক আল্লাহর জিম্মায় না রয়েছে وَيَعْلَمُ আর তিনি জানেন مُسْتَقَرَّهَا প্রত্যেকের দীর্ঘ অবস্থানের স্থান وَمُسْتَوْدَعَهَا এবং অল্প অবস্থানের স্থানকে كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ সবকিছুই কিতাবে মুবীনে (লওহে মাহফুযে) রয়েছে।

৭. وَهُوَ الَّذِيْ আর তিনি এমন যে, خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ সমস্ত আসমান ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ছয় দিনে وَكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَاءِ এবং সে সময় তাঁর আরশ পানির উপরে ছিল لِيَبْلُوَكُمْ যেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করে নেন যে, اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا তোমাদের মধ্য উত্তম আমলকারী কে? وَلَئِنْ قُلْتَ আর যদি আপনি বলেন যে, اِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ নিশ্চয় তোমাদেরকে জীবিত করা হবে مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ মৃত্যু পর لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا তখন সে সকল কাফেররা বলে اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ এটা তো সুস্পষ্ট জাদু।

৮. وَلَئِنْ اَخَّرْنَا আর যদি আমি মুলতবি করে রাখি عَنْهُمُ الْعَذَابَ তাদের থেকে আজাবকে اِلٰى اُمَّةٍ مَّعْدُوْدَةٍ কিছু দিনের জন্য لَيَقُوْلُنَّ তবে তারা বলতে থাকে যে, مَا يَحْبِسُهٗ সে আজাবকে কিসে আটকে রাখছে? اَلَا يَوْمَ يَاْتِيْهِمْ স্মরণ রেখ! যেদিন তা তাদের উপর এসে পড়বে لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمْ তখন কারো নিবারণে কিছুতেই নিবারিত হবে না وَحَاقَ بِهِمْ আর তা তাদেরকে ঘিরে নিবে مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ যা নিয়ে তারা উপহাস করতে ছিল।

৯. আর যদি আমি মানুষকে স্বীয় অনুগ্রহ আস্বাদন করিয়ে তাদের থেকে তা ছিনিয়ে নেই; তবে তারা নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।	وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ اِنَّهٗ لَيَئُوْسٌ كَفُوْرٌ (۹)
১০. আর যদি তাকে কোনো নিয়ামত আস্বাদন করাই কোনো কষ্টের পর যা তার উপর আপতিত হয়, তখন বলতে আরম্ভ করে যে, আমার সকল দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে গেল। [আর] সে গর্ব করতে থাকে, আত্মপ্রশংসা করতে থাকে;	وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّيْ ؕ اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ (۱۰)
১১. কিন্তু যারা ধীর স্বভাবের এবং নেক কাজ করে, তারা এরূপ হয় না; এমন লোকদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং বিরাট কর্মফল।	اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ (۱۱)
১২. ফলে হয়তো আপনি অংশ বিশেষ বর্জন করতে চান সে নির্দেশাবলি হতে যা আপনার প্রতি ওহীযোগে প্রেরিত হয়, আর আপনার মন সঙ্কুচিত হয় এ কথায় যে, তারা বলে তার প্রতি কোনো ধনভাণ্ডার কেন নাজিল হলো না? অথবা তাঁর সঙ্গে কোনো ফেরেশতা কেন আসল না? আপনি তো শুধু ভয় প্রদর্শক; আর আল্লাহই হচ্ছেন প্রত্যেক বস্তুর উপর পূর্ণ অধিকারী।	فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَآءَ مَعَهٗ مَلَكٌ ؕ اِنَّمَآ اَنْتَ نَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ (۱۲)

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ আর যদি আমি মানুষকে আস্বাদন করাই مِنَّا رَحْمَةً স্বীয় অনুগ্রহ ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ অনন্তর তা হতে তা ছিনিয়ে নেই اِنَّهٗ لَيَئُوْسٌ كَفُوْرٌ তবে সে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

১০. وَلَئِنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ আর যদি তাকে কোনো নিয়ামত আস্বাদন করাই بَعْدَ ضَرَّآءَ কোনো কষ্টের পর مَسَّتْهُ যা তার উপর আপতিত হয় لَيَقُوْلَنَّ তখন বলতে আরম্ভ করে ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ عَنِّيْ আমার সকল দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে গেল اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ সে গর্ব করতে থাকে, আত্ম প্রশংসা করতে থাকে।

১১. اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا কিন্তু যারা ধীর স্বভাবের وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেক কাজ করে اُولٰٓئِكَ তারা এরূপ হয় না لَهُمْ এরূপ লোকদের জন্য রয়েছে مَّغْفِرَةٌ ক্ষমা وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ এবং বিরাট কর্মফল।

১২. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ ফলে হয়তো আপনি অংশ বিশেষ বর্জন করতে চান সে নির্দেশাবলি হতে مَا يُوْحٰٓى اِلَيْكَ যা আপনার প্রতি ওহী যোগে প্রেরিত হয় وَضَآئِقٌۢ بِهٖ صَدْرُكَ আর আপনার মন সঙ্কুচিত হয় এ কথায় যে, اَنْ يَّقُوْلُوْا তারা বলে لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ তাঁর প্রতি কোনো ধন ভাণ্ডার কেন নাজিল হলো না اَوْ جَآءَ مَعَهٗ مَلَكٌ অথবা তাঁর সঙ্গে কোনো ফেরেশতা কেন আসল না? اِنَّمَآ اَنْتَ نَذِيْرٌ আপনি তো শুধু ভয় প্রদর্শক وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ আর আল্লাহই হচ্ছেন প্রত্যেক বস্তুর উপর পূর্ণ অধিকারী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৮. আয়াতের শানে নুযূল : হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো (মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন) অনেক মানুষ তখন কিয়ামতের ভয়ে গুনাহ ছেড়ে দিয়ে একেবারেই সাধু হয়ে গেল। কিন্তু কিছু দিন পর যখন দেখা গেল যে, কিয়ামত আসছে না, তখন পুনরায় মন্দ কাজে লিপ্ত হতে লাগল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাজিল করেন। −[ইবনে আবী হাতেম, লুবাব]

১২. আয়াতের শানে নুযূল : কুরাইশের কাফেরদের কতিপয় ভ্রান্ত দাবির পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এদের দাবি ছিল যে, মুহাম্মদ তুমি যদি আমাদের প্রতিমা দেব-দেবীদের মন্দাচারী বলা থেকে বিরত থাক, আমাদের পিতৃ পুরুষদের সমালোচনা বর্জন কর এবং এগুলো সম্বলিত ছাড়া কুরআন এনে দিতে পার, তাহলে আমরা তোমার সাথে বসব এবং তোমার অনুসরণ করব। তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। −[বাহরে মুহীত-৫/২০৭]

তারা আরো বলেছিল যে, যখন আমরা দেখতে পাব দুনিয়ার রাজা বাদশাহদের ন্যায় আপনার আয়ত্বেও বিশাল ধন ভাণ্ডার রয়েছে এবং তা থেকে আপনি সবাইকে দান করছেন। অথবা আসমান হতে কোনো ফেরেশতা আপনার সাথে সাথে থাকবেন এবং আপনার সমর্থন করে বলবেন যে, ইনি সত্যিই আল্লাহর রাসূল তখনই আমরা আপনার নবুওয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব।

তাদের এহেন অবান্তর ও অযৌক্তিক আবদার শুনে রাসূল ﷺ মনক্ষুণ্ন হয়ে পড়লেন এ মর্মে যে, তাদের যে, অযৌক্তিক আব্দার পূরণ করা সম্ভব নয়। তারা কুফুরিতে অটল থাকবে, তাও তিনি সহ্য করতে পারতেন না। কাজেই রাসূল ﷺ তাদের অযৌক্তিক ও অবান্তর আবদারে অত্যন্ত মর্মাহত ও মনক্ষুণ্ন হন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে শান্ত্বনা দান করার জন্য আলোচ্য আয়াত অবতরণ করেন।

دَابَّة (দাব্বাতুন) এমনসব প্রাণীকে বলে, যা ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে। পক্ষীকূলও এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ খাদ্য গ্রহণের জন্য তারা ভূ-পৃষ্ঠে অবতরণ করে থাকে এবং তাদের বাসস্থান ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন হয়ে থাকে। সামুদ্রিক প্রাণীসমূহও পৃথিবীর বুকে বিচরণশীল। কেননা সাগর মহাসাগরের তলদেশেও মাটির অস্তিত্ব রয়েছে। মোটকথা, সমুদয় প্রাণীকূলের রিজিকের দায়িত্বই তিনি নিজে গ্রহণ করেছেন এবং একথা এমনভাবে ব্যক্ত করেছেন যা দ্বারা দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ করা যায়। ইরশাদ করেছেন عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا 'তাদের রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর ন্যস্ত। একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলার উপর এহেন গুরুদায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার মতো কোনো ব্যক্তি বা শক্তি নেই; বরং তিনি নিজেই অনুগ্রহ করে গ্রহণ করে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন। আর এটা পরম সত্য, দাতা ও সর্বশক্তিমান সত্তার ওয়াদা যাতে নড়চড় হওয়ার অবকাশ নেই। সুতরাং নিশ্চয়তা বিধান করণার্থে এখানে عَلَى শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যা ফরজ বা অবশ্যকরণীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। অথচ আল্লাহর উপর কোনো কাজ ফরজ বা ওয়াজিব হতে পারে না, তিনি কারো হুকুমের তোয়াক্কা করেন না।

رِزْق রিজিকের আভিধানিক অর্থ এমন বস্তু যা কোনো প্রাণী আহার্যরূপে গ্রহণ করে, যার দ্বারা সে দৈহিক শক্তি সঞ্চয়, প্রবৃদ্ধি সাধন এবং জীবন রক্ষা করে থাকে। রিজিকের জন্য মালিকানা স্বত্ব শর্ত নয়। এমন অনেক জীব-জন্তু রিজিক ভোগ করে থাকে কিন্তু তারা তার মালিক হয় না। কারণ মালিক হওয়ার যোগ্যতাই ওদের নেই। অনুরূপভাবে ছোট শিশুরাও মালিক নয়; কিন্তু তাদের রিজিক অব্যাহতভাবে তাদের কাছে পৌঁছতে থাকে। রিজিকের এহেন ব্যাপক অর্থের দিকে লক্ষ্য করে ওলামায়ে কেরাম বলেন, রিজিক হালালও হতে পারে , হারামও হতে পারে। যখন কোনো ব্যক্তি অবৈধভাবে অন্যের মাল হস্তগত ও উপভোগ করে , তখন উক্ত বস্তু তার রিজিক

আলোচ্য আয়াতসমূহে রাসূলে কারীম ﷺ -এর রেসালাতের সত্যতা এবং এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণকারীদের জবাব দেওয়া হয়েছে। ৯ম থেকে তিন আয়াতে মানুষের একটি স্বভাবজাত বদভ্যাসের বর্ণনা এবং তা হতে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৯ম ও ১০ম আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষ জন্মগতভাবে চঞ্চল প্রাকৃতির ও ক্ষিপ্রতাবাদী। এতদসঙ্গে মানুষের বর্তমান নিয়ে বিভোর হতে অতীত ও ভবিষ্যতকে বিস্মৃত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ করেছেন, আমি মানুষেকে আমার কোনো নিয়ামতের স্বাদ-আস্বাদন করবার পর যদি তা ছিনিয়ে নেই, তবে তারা একেবারে হিম্মত-হারা, হতাশ ও না শোকর হয়ে যায়। আর তার উপর দুঃখ দুর্দশা আপতিত হওয়ার পর, যদি তা দূরীভূত করে সুখ-শান্তি দান করি, আহলে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলতে থাকে যে, আমার অমঙ্গল চিরতরে দূরীভূত হয়ে গেছে। সারকথা এই যে, মানুষ স্বভাবত ক্ষিপ্রতাবাদী বর্তমান অবস্থাকেই তারা সর্বস্ব মনে করে থাক। অতীত ও ভবিষ্যতের অবস্থা এবং ইতিহাস স্মরণ রেখে এবং চিন্তা করে শিক্ষা গ্রহণ করতে তারা অভ্যস্ত নয়। কাজেই, সুখ সমৃদ্ধির পর দুঃখ -কষ্টে পতিত হওয়া মাত্র অতীত নিয়ামতরাজির প্রতি নিমকহারামী করে এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যে মহান সত্তা প্রথমে সুখ সচ্ছলতা দান করেছিলেন, তিনি যে আবারও তা দিতে পারেন সে কথা তারা খেয়ালই করে না। অনুরূপভাবে দুঃখ-দৈন্যের পরে যদি সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করে, তখন পূর্বাবস্থা স্মরণ করে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করার পরিবর্তে হঠকারিতা ও অহংকার করতে থাকে। অতীতকে বিস্মৃত হয়ে তারা মনে করতে থাকে যে, এসব সুখ-সম্পদ আমারই যোগ্যতার পুরস্কার এবং অবশ্যম্ভাবী প্রাপ্য। এটা কখনো আমার হাতছাড়া হবে না। আত্মভোলা মানুষ এ কথা চিন্তা করে না যে, পূর্ববর্তী দুঃখ-দুর্দশা যেমন স্থায়ী হয়নি, তদ্রূপ বর্তমান সুখ স্বাচ্ছন্দ্য চিরস্থায়ী নাও হতে পারে।

১১তম আয়াতে এমনি ইনসানে কামেল বা সত্যিকার মানুষকে সাধারণ মানবীয় দুর্বলতা হতে পৃথক করার জন্য ইরশাদ করেছেন– إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ অর্থাৎ সাধারণ মানবীয় দুর্বলতার উর্ধ্বে এসব ব্যক্তি যাদের মাধ্যে দু'টি বিশেষ গুণ রয়েছে। একটি হচ্ছে ধৈর্য ও সহনশীলতা, দ্বিতীয়টি সৎকর্মশীলতা।

صَبْر সবর শব্দটি বাংলা ও উর্দুর চেয়ে আরবি ভাষায় অনেক ব্যপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। সবরের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বাধা দেওয়া, বন্ধন সৃষ্টি করা। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় অন্যান্য কার্য হতে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করাকে 'সবর' বলে। সুতরাং শরিয়তের পরিপন্থি যাবতীয় পাপকার্য হতে প্রবৃত্তিকে দমন করা যেমন সবরের অন্তর্ভুক্ত, তদ্রূপ ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মোস্তাহাব ইত্যাদি নেক কাজের জন্য প্রবৃত্তিকে বাধ্য করাও সবরের শামিল। সারকথা যারা আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ -এর প্রতি পূর্ণ ঈমান ও রোজ কিয়ামতের জবাবদিহির ভয়ে ভীত হয়ে আল্লাহ ও রাসূলের অপছন্দনীয় কার্যকলাপ হতে দূরে থাকে এবং সন্তুষ্টিজনক কার্যে মশগুল থাকে, তারাই পূর্ণ ঈমানদার ও সত্যিকার মানুষ নামের যোগ্য।

অত্র আয়াতেরই শেষ বাক্যে ধৈর্য ধারণকারী, সৎকর্মশীল, পূর্ণ ঈমানদারগণের প্রতিদান ও পুরস্কারের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ অর্থাৎ তাদের জন্য আল্লাহর ওয়াদা রয়েছে যে, তাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে এবং তাদের সৎকার্যসমূহের বিরাট প্রতিদান দেওয়া হবে।

এখানে বিশেষ লক্ষ্যণীয় যে, পার্থিব সুখ-দুঃখ উভয়কে আল্লাহ তা'আলা أَذَقْنَا "স্বাদ আস্বাদন করাই" বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, আসল সুখ-দুঃখ পরকালে হবে। পৃথিবীতে পুরোপুরি সুখ বা দুঃখ নেই; বরং মানুষের পক্ষে স্বাদ গ্রহণের জন্য নমুনাস্বরূপ যৎকিঞ্চিত সুখ-দুঃখ দেওয়া হয়েছে যেন, আখেরাতের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ করতে পারে। সুতরাং পার্থিব দুঃখ দুর্দশাও অত্যাধিক বিমর্ষ হওয়ার বিষয় নয়। বস্তুতঃ দুনিয়াকে আধুনিক পরিভাষা অনুসারে আখেরাতের একটা প্রদর্শনী স্বরূপ বলা যেতে পারে। যেখানে আখেরাতের সুখ দুঃখের নমুনা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১২তম আয়াত এক বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। তা হচ্ছে মক্কার মুশরিকরা মহানবী ﷺ সমীপে কতিপয় আবদার পেশ করেছিল। প্রথমত তারা বলল, এতে আমাদের দেব-দেবীকে নিন্দা করা হয়েছে। তাই আমরা এর প্রতি ঈমান আনতে পারছি না। অতএব আপনি হয়তো অন্য কুরআন নিয়ে আসুন। অথবা এর মধ্যে পরিবর্তন ও সংশোধন করুন। ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ "আপনি অন্য কুরআন নিয়ে আসুন অথবা এগুলো পরিবর্তন করুন।" -[তাফসীরে বগবী ও তাফসীরে মাযহারী]

দ্বিতীয়ত তারা আরো বলেছিল যে, "আমরা আপনার নবুয়তের প্রতি তখন বিশ্বাস স্থাপন করব, যখন দেখব যে, দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের মতো আপনার আয়ত্তে কোনো ধনভাণ্ডার রয়েছে এবং সেখান থেকে আপনি সবাইকে দান করেছেন। অথবা আসমান হতে কোনো ফেরেশতা অবতরণ করে আপনার সাথে সাথে থাকবেন এবং আপনার কথা সমর্থন করে বলবে যে, ইনি সত্যিই আল্লাহর রাসূল।"

তাদের এহেন অবান্তর ও অযৌক্তিক আবদার শুনে রাসূলে কারীম ﷺ মনঃক্ষুণ্ন হলেন। কারণ তাদের অযৌক্তিক আবদার পূরণ করা যেমন তার এখতিয়ার বহির্ভূত ছিল, তদ্রূপ তাদের কুফরি ও শিরকের অবস্থায় ছেড়ে দেওয়াও অসহনীয় ছিল, তাদের হেদায়েতের চিন্তা-ফিকির অন্তর হতে দূর করাও সম্ভবপর ছিল না। কেননা 'রাহমাতুল লিল আলামীন বা সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য রহমতস্বরূপ তিনি অবতরণ করেছিলেন।'

বস্তুত তাদের আবদার ছিল নিরেট মূর্খতা ও চরম অজ্ঞতা প্রসূত। কেননা সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য অসার মূর্তিপূজা ও অন্যান্য নিন্দনীয় কার্যকলাপের সমালোচনা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয়ত নবুয়তকে তারা বাদশাহীর সাথে তুলনা করেছিল। আসলে ধন-ভাণ্ডারের সাথে নবুয়তের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। অপর দিকে আল্লাহর ও এমন কোনো রীতি নেই যে, তিনি বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে মানুষকে দায়ে ঠেকিয়ে ঈমান আনতে বাধ্য করবেন। তাই যদি হতো, তবে নিখিল সৃষ্টিজগত তার অপার কুদরতের আওতায়ই রয়েছে। কার সাধ্য ছিল যে, তার অপছন্দনীয় কোনো কাজ করবে বা চিন্তাধারা পোষণ করবে? কিন্তু তার অফুরন্ত হেকমতের তাগিদে ইহজগতকে পরীক্ষাক্ষেত্র সাব্যস্ত করেছেন। এখানে সৎকার্য সম্পাদন অথবা, অন্যায় অসত্য থেকে বিরত রাখার জন্য বৈষয়িক দিক থেকে কাউকে বাধ্য করা হয় না।

তবে যুগে যুগে পয়গাম্বর প্রেরণ ও আসমানি কিতাব নাজিল করে ভালো মন্দের পার্থক্য এবং তার প্রতিফল সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। সৎকার্য করা ও অসৎকার্য থেকে দূরে থাকার জন্য অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মু'জিযাস্বরূপ সাথে সাথে যদি কোনো ফেরেশতা থাকতেন, তবে যখনই কেউ তাকে অমান্য করত, তৎক্ষণাৎ গজবে পতিত হয়ে ধ্বংস হতো। ফলে তা দায়ে ঠেকে ঈমান আনার পর্যায়ভুক্ত হতো। তাছাড়া ফেরেশতার সাক্ষ্যদানের পর ঈমান আনা হলে তা ঈমান বিল গায়ব বা গায়বের প্রতি ঈমান হতো না অথচ ঈমান বিল গায়ব হচ্ছে ঈমানের মূল প্রাণশক্তি। আর ঈমান না আনার এখতিয়ারও থাকত না। অথচ এই এখতিয়ারের উপরই যাবতীয় আমলের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ সমীপে তাদের এহেন অর্থহীন আবদার প্রমাণ করে, তারা নবী ও রাসূলের হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ ও জাহেল ছিল। তারা আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের মধ্যে কোনো পার্থক্য রাখে না; বরং আল্লাহর ন্যায় রাসূলকেও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করে। তাই রাসূলের কাছে তারা এমন আবদার করেছে যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ পূরণ করতে পারে না।

যা হোক, রাসূলে কারীম ﷺ তাদের এহেন অবান্তর আবদারে অত্যন্ত দুঃখিত ও মনঃক্ষুণ্ন হলেন। তখন তাকে সান্ত্বনা দান ও মুশরিকদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্য অত্র আয়াত অবতীর্ণ হলো।

যাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, আপনি কি তাদের কথায় হতোদ্যম হয়ে আল্লাহর প্রেরিত কুরআন পাকের কোনো কোনো আয়াত প্রচার ছেড়ে দিবেন, যার মধ্যে মূর্তির অসারতা ও অক্ষমতা বর্ণিত হয়েছে

বলে মুশরিকরা ঐ সব আয়াত অপছন্দ করেছে? এখানে لَعَلَّكَ শব্দ এজন্য প্রয়োগ করা হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কোনো আয়াত বাদ দিবেন বলে ধারণা করার অবকাশ ছিল: বরং এখানে তার পবিত্রতা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যে, মুশরিকদের মনোরঞ্জনের খাতিরে রাসূলে পাক ﷺ কুরআন কারীমের কোনো আয়াত গোপন রাখতে পারেন না। কারণ তিনি তো আল্লাহর পক্ষ হতে نَذِيْرٌ ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরিত হয়েছেন। সর্ব কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই গ্রহণ করেছেন। তিনি যখন ইচ্ছা করেন, তখনই নবীর মাধ্যমে মু'জিযা প্রদর্শন করেন। অতএব তাদের অন্যায় আবদারে আপনার মনঃক্ষুণ্ন হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

কাফের ও মুশরিকরা শুধু ভীতি প্রদর্শনের যোগ্য হওয়ার কারণে এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে نَذِيْرٌ নাযীর বলা হয়েছে। নতুবা তিনি একদিকে যেমন نَذِيْرٌ (ভীতি প্রদর্শনকারী) ছিলেন, অপরদিকে সৎকর্মশীলদের জন্য তদ্রূপ بَشِيْرٌ সুসংবাদদাতাও ছিলেন। অধিকন্তু 'নাযীর' এমন ব্যক্তিকে বলে যিনি স্নেহ-মমতার ভিত্তিতে স্বীয় প্রিয়জনকে অনিষ্ট ও ক্ষতিকর বস্তু থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করেন এবং রক্ষা করার চেষ্টা করেন। অতএব, নাযীর শব্দের মধ্যে 'বশীর' এর মর্মও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

عَرْشٌ : রাজসিংহাসন। ইমাম আবূ বকর সিজিসতানীরও এ মত। ইমাম রাগের (র.) বলেন, عَرْش মূলত: কারুকাজকৃত বস্তুকে বলে। এর বহুবচন عُرُوْشٌ।

لِيَبْلُوَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف منصوب بلام كى বাব نَصَرَ মাসাদর اَلْبَلَاءُ মূলবর্ণ (ب ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– যাতে সে পরীক্ষা নেয়। পরীক্ষা করা, নির্বাচন করা, পৃথক করা।

لَيَقُوْلَنَّ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله در فعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসাদর اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– অবশ্যই তারা বলছে। বলা।

اَذَقْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসাদর اَلْاِذَاقَةُ মূলবর্ণ (ذ ـ و ـ ق) জিনস اجوف واوى অর্থ– আমরা আস্বাদন করালাম। আস্বাদন করানো।

يُوْحٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসাদর اَلْاِيْحَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ح ـ ى) জিনস مثال واوى অর্থ– প্রত্যাদেশ করা হয়েছে। প্রত্যাদেশ করা। ওহী পাঠানো।

ضَائِقٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসাদর اَلضَّيْقُ মূলবর্ণ (ض ـ ي ـ ق) জিনস اجوف يائى অর্থ–সংকীর্ণ হওয়া। ضَيْقٌ শব্দটি وَسْعَتٌ তথা প্রশস্ততার বিপরীত। ضِيْقٌ ও ضَيْقٌ তথা যের-যবর উভয়টি দিয়ে বলা যায়। وَضَائِقٌ بِهٖ صَدْرُكَ (এবং এর দ্বারা আপনার মন সংকীর্ণ হবে।)

١٣. তবে কেন তারা এরূপ বলে যে, এটা আপনি নিজেই রচনা করেছেন? আপনি বলে দিন, তাহলে তোমরাও তার অনুরূপ রচিত দশটি সূরা আনয়ন কর এবং [নিজ সাহায্যার্থে] যে যে গায়রুল্লাহকে ডাকতে পার ডেকে আন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	اَمۡ یَقُوۡلُوۡنَ افۡتَرٰىهُ ؕ قُلۡ فَاۡتُوۡا بِعَشۡرِ سُوَرٍ مِّثۡلِهٖ مُفۡتَرَیٰتٍ وَّادۡعُوۡا مَنِ اسۡتَطَعۡتُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِیۡنَ (١٣)
১৪. অতঃপর এ কাফেররা যদি তোমাদের ফরমায়েশ পূর্ণ করতে না পারে, তবে তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস করবে যে, এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহরই জ্ঞান [ও ক্ষমতা] দ্বারা, আর এটাও যে, আল্লাহ ভিন্ন আর কোনো মা'বুদ নেই, তবে তোমরা এখন আত্মসমর্পণকারী হবে কি?	فَاِلَّمۡ یَسۡتَجِیۡبُوۡا لَكُمۡ فَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّمَاۤ اُنۡزِلَ بِعِلۡمِ اللّٰهِ وَاَنۡ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَهَلۡ اَنۡتُمۡ مُّسۡلِمُوۡنَ (١٤)
১৫. যারা কেবল পার্থিব জীবন ও এর জাঁকজমকতা কামনা করে, তবে আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মগুলো [-র ফল] দুনিয়াতেই পরিপূর্ণরূপে প্রদান করে দেই এবং দুনিয়াতে তাদের জন্য কিছুই কম করা হয় না।	مَنۡ كَانَ یُرِیۡدُ الۡحَیٰوۃَ الدُّنۡیَا وَزِیۡنَتَهَا نُوَفِّ اِلَیۡهِمۡ اَعۡمَالَهُمۡ فِیۡهَا وَهُمۡ فِیۡهَا لَا یُبۡخَسُوۡنَ (١٥)
১৬. এরা এমন লোক যে, তাদের জন্য আখেরাতে দোজখ ভিন্ন আর কিছুই নেই, আর তারা যা কিছু করেছিল, তা সমস্তই আখেরাতে অকেজো হবে এবং যা কিছু করছে তাও বিফল হবে।	اُولٰٓئِكَ الَّذِیۡنَ لَیۡسَ لَهُمۡ فِی الۡاٰخِرَۃِ اِلَّا النَّارُ ۫ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوۡا فِیۡهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ (١٦)

শাব্দিক অনুবাদ :

১৩. اَمۡ یَقُوۡلُوۡنَ افۡتَرٰىهُ তবে কেন তারা এরূপ বলে যে, এটা আপনি নিজেই রচনা করেছেন قُلۡ আপনি বলে দিন فَاۡتُوۡا بِعَشۡرِ سُوَرٍ مِّثۡلِهٖ مُفۡتَرَیٰتٍ তাহলে তোমরাও তার অনুরূপ রচিত্র দশটি সূরা আনয়ন কর وَّادۡعُوۡا مَنِ اسۡتَطَعۡتُمۡ এবং (নিজ সাহায্যার্থে) যে যে গায়রুল্লাহকে ডাকতে পার ডেকে আন مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ صٰدِقِیۡنَ اِنۡ كُنۡتُمۡ যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১৪. فَاِلَّمۡ یَسۡتَجِیۡبُوۡا لَكُمۡ অতঃপর এ কাফেররা যদি তোমাদের ফরমায়েশ পূর্ণ করতে না পারে فَاعۡلَمُوۡۤا তবে তোমরা দৃঢ় বিশ্বাস করবে যে, اَنَّمَاۤ اُنۡزِلَ بِعِلۡمِ اللّٰهِ এ কুরআন অবতীর্ন হয়েছে আল্লাহরই জ্ঞান দ্বারা وَاَنۡ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ আর এটাও যে, আল্লাহ ভিন্ন আর কোনো মা'বুদ নেই فَهَلۡ اَنۡتُمۡ مُّسۡلِمُوۡنَ তবে তোমরা এখন আত্মসমর্পণ কারী হবে কি?

১৫. مَنۡ كَانَ یُرِیۡدُ যারা কেবল কামনা করে الۡحَیٰوۃَ الدُّنۡیَا পার্থিব জীবন وَزِیۡنَتَهَا এবং তার জাকজমক نُوَفِّ اِلَیۡهِمۡ আমি তাদেরকে প্রদান করে দেই اَعۡمَالَهُمۡ فِیۡهَا তাদের কৃতকর্মগুলো (-রফল) দুনিয়াতেই وَهُمۡ فِیۡهَا لَا یُبۡخَسُوۡنَ এবং দুনিয়াতে তাদের জন্য কিছুই কম করা হয় না।

১৬. اُولٰٓئِكَ الَّذِیۡنَ এরা এমন লোক যে, لَیۡسَ لَهُمۡ فِی الۡاٰخِرَۃِ اِلَّا النَّارُ তাদের জন্য আখেরাতে দোজখ ভিন্ন আর কিছুই নেই وَحَبِطَ مَا صَنَعُوۡا فِیۡهَا আর তারা যা কিছু করেছিল তা সমস্তই আখেরাতে অকেজো হবে وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ এবং তারা যা কিছু করছে তাও বিফল হবে।

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (١٧)

১৭. কুরআন অমান্যকারী কি এমন ব্যক্তির সমান হতে পারে, যে কায়েম আছে কুরআনের উপর যা তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে এবং তার সঙ্গে এক সাক্ষী তো এতেই বিদ্যমান, আর তার পূর্বে মূসার কিতাব রয়েছে যা অগ্রণী এবং রহমতস্বরূপ এমন লোকেরাই এ কুরআনের প্রতি ঈমান রাখে, আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ব্যক্তি এ কুরআন অমান্য করবে, তবে দোজখ হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান, অতএব, তুমি কুরআন সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়ো না; নিঃসন্দেহে এটা সত্য কিতাব তোমার রবের পক্ষ হতে; কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (١٨)

১৮. আর সে ব্যক্তি হতে অধিক জালেম কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে? এরূপ লোকদেরকে পেশ করা হবে তাদের রবের সামনে এবং সাক্ষী ফেরেশতাগণ বলবে, এরা ঐ লোক যারা নিজেদের রব সম্বন্ধে মিথ্যা কথা আরোপ করেছিল, শুনে নাও, এমন জালেমদের উপর আল্লাহর লা'নত।

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (١٩)

১৯. যারা অপরকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত রাখত এবং এতে বক্রতা বের করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকত। আর তারা পরকালেরও অমান্যকারী ছিল।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৭. أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ কুরআন অমান্যকারী কি এমন ব্যক্তির সমান হতে পারে যে, কায়েম আছে কুরআনের উপর مِنْ رَبِّهِ যা তার রবের পক্ষ থেকে এসেছে وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ এবং তার এক সাক্ষী তো তাতেই বিদ্যমান وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ আর তার পূর্বে মূসার কিতাব রয়েছে إِمَامًا وَرَحْمَةً যা অগ্রণী এবং রহমত স্বরূপ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ এমন লোকেরাই এ কুরআনের প্রতি ঈমান রাখে وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ব্যক্তি এ কুরআন অমান্য করবে فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ তবে দোজখ হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ অতএব তুমি কুরআন সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়ো না إِنَّهُ الْحَقُّ নিঃসন্দেহে তা সত্য কিতাব مِنْ رَبِّكَ তোমরা রবের পক্ষ হতে وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না।

১৮. وَمَنْ أَظْلَمُ আর সে ব্যক্তি হতে অধিক জালেম কে হবে مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ এরূপ লোকদেরকে পেশ করা হবে তাদের রবের সামনে وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ এবং সাক্ষী ফেরেশতাগণ বলবে هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ এরা ঐ লোক যারা নিজেদের রবের সম্বন্ধে মিথ্যা কথা আরোপ করেছিল أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ শুনে নাও এমন জালেমদের উপর আল্লাহর লা'নত।

১৯. الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ যারা অপরকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত রাখত وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا এবং তাতে বক্রতা বের করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকত وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ আর তারা পরকালেও অমান্যকারী ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১৫. আয়াতের শানে নুযূল : উক্ত আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে অনেক মত পার্থক্যতা রয়েছে। হযরত মুজাহিদ (র.) বলেন উক্ত আয়াত কেবল মাত্র কাফের এবং মু'মিন রিয়াকারদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। কারণ সে সম্পর্কে সমর্থনও পাওয়া যায় সে সকল হাদীস দ্বারা যে, রাসূল ﷺ রিয়াকারদের সম্পর্কে যখনই কিছু বলতেন তখন তিনি আলোচ্য আয়াত গুলো পেশ করতেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে ইহুদি-খ্রিস্টানদের সম্পর্কে, কারো মতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে ঐসকল মুনাফিকদের সম্পর্কে যারা গনিমতের অংশ লাভ করার আশায় রাসূল ﷺ এর সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করত। তাদের জিহাদে অংশগ্রহণ করার মাঝে জাগতিক কল্যাণ অর্জন করাই মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল। পরজগতের কোনো উদ্দেশ্য তাদের সামনে ছিল না। –[বাহরে মুহীত-৫/২০০]

আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদের পক্ষ হতে বিশেষ ধরনের মু'জিযা দাবি করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পরতবর্তী আয়াতে তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, হযরত রাসূল ﷺ-এর মু'জিযা পাক কুরআন তোমাদের সম্মুখে রয়েছে, যার অলৌকিকত্ব তোমরা অস্বীকার করতে পার না। তোমরা যদি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সত্যতার প্রমাণস্বরূপ মু'জিযার দাবি করে থাক, তাহলে কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের দাবি পূরণ করা হয়েছে। সুতরাং নতুন কোনো মু'জিযা দাবি করার কোনো অধিকার তোমাদের নেই। আর যদি ধৃষ্টতার কারণে তোমরা মু'জিযার দাবি করে থাক, তাহলে তোমাদের মতো হঠকারী লোকেরা মু'জিযা দেখার পর ঈমান আনয়ন করবে এমন আশাও করা যায় না। সারকথা, কুরআন কারীম যে এক স্পষ্ট ও স্থায়ী মু'জিযা তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ ব্যাপারে কাফের ও মুশরিকরা যেসব অমুলক সন্দেহ সংশয়ের সৃষ্টি করেছিল পরবর্তী দুই আয়াতে তার জবাব এভাবে দেওয়া হয়েছে যে, তারা কি বলতে চায় যে, কুরআন মাজীদ আল্লাহর কালাম নয়; বরং হযরত রাসূল ﷺ স্বয়ং তা রচনা করেছেন? যদি তোমরা তাই মনে করে থাক যে, এরূপ বিস্ময়কর কালাম নবীয়ে উম্মী ﷺ নিজে রচনা করেছেন, তাহলে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা রচনা করে দেখাও। আর একই ব্যক্তির দশটি সূরা তৈরি করতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতাও নেই; বরং সারা দুনিয়ার পণ্ডিত, সাহিত্যিক, মানুষ ও জিন, তথা দেব দেবী সবাই মিলেই তা রচনা করে আন। কিন্তু তারা যখন দশটি সূরাও তৈরি করতে পারছে না, তাই আপনি বলুন যে, এ কুরআন যদি কোনো মানুষের রচিত কালাম হতো, তাহলে অন্য মানুষেরাও অনুরূপ কালাম রচনা করতে সক্ষম হতো। সকলের অপারগ হওয়াই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, এ কুরআন আল্লাহ্ পাকের ইলম ও কুদরতে অবতীর্ণ হয়েছে। এটা রচনা করা মানুষের সাধ্যাতীত। এর মধ্যে বিন্দুবিসর্গ হ্রাস-বৃদ্ধি করার অবকাশ নেই।

অত্র আয়াতে দশটি সূরা তৈরি করার জন্য চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। কিন্তু তা করতে যখন তারা অপারগ হলো, তখন তাদের অক্ষমতা আরো প্রকটভাবে প্রমাণ করার জন্য কুরআন কারীমের সূরা বাকারার আয়াতে মাত্র একটি সূরা তৈরি করার চ্যালেঞ্জ করা অর্থাৎ তোমরা পবিত্র কুরআনকে যদি মানুষের তৈরি কালাম বলে মনে করে থাক, তাহলে তোমরা বেশি নয় অনুরূপ একটি সূরা তৈরি করে আন। কিন্তু তাদের জন্য এতটা সহজ করে দেওয়া সত্ত্বেও কুরআন পাকের এই প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সক্ষম হলো না। অতএব, কুরআন মাজীদ আল্লাহর কালাম ও স্থায়ী মু'জিযা হওয়া সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো। তাই পরিশেষে বলা হয়েছে- فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ অর্থাৎ এখনো কি তোমরা মুসলমান ও আনুগত্যপরায়ণ হবে, নাকি সে গাফলতিতেই মজে থাকবে?

ইসলাম বিরোধীদের যখন আজাবের ভয় দেখানো হতো, তখন তারা নিজেদের দান-খয়রাত, জনসেবা ও জনহিতকর কার্যাবলিকে সাফাইরূপে তুলে ধরত। তারা বলত যে, সৎকার্য করা সত্ত্বেও আমাদের শাস্তি হবে কেন? আজকাল পাণ্ডিত্যের দাবিদার অনেক অজ্ঞ মুসলমানকেও এহেন সন্দেহে পতিত দেখা যায়। বাহ্যিকদৃষ্টিতে যেসব অমুসলমান সৎচরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ হয় এবং কোনো রাস্তা, পুল, হাসপাতাল, পানি সরবরাহ ইত্যাদি কোনো জনকল্যাণকর কাজ করে, তাদেরকে মুসলমানদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। ১৫তম এ আয়াতে সে মনোভাবেরই জবাব দেওয়া হয়েছে।

জবাবের সারকথা এই যে, প্রতিটি সৎকার্য গ্রহণযোগ্য ও পারলৌকিক মুক্তির কারণ হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে। সেটা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য তা রাসূলে আকরাম ﷺ -এর তরিকা মোতাবেক হতে হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রতি ঈমানই রাখে না, তার যাবতীয় কার্যকলাপ গুণ-গরিমা, নীতি-নৈতিকতা প্রাণহীন দেহের ন্যায়। যার বাহ্যিক আকৃতি অতি সুন্দর হলেও আখেরাতে তার কানাকড়িরও মূল্য নেই। তবে দৃশ্যতঃ আল্লাহ জাল্লাশানুহু এহেন তথাকথিত সৎকার্যকে সম্পূর্ণ বিফল ও বিনষ্ট করেন না; বরং এসব লোকের যা মুখ্য উদ্দেশ্য ও কাম্য ছিল যেমন তার সুনাম ও সম্মান বৃদ্ধি হবে, লোকে তাকে দানশীল, মহান ব্যক্তিরূপে স্মরণ করবে, নেতারূপে তাকে বরণ করবে ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইনসাফ ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে ইহজীবনেই দান করেন। অপরদিকে আখেরাতে মুক্তিলাভ করা যেহেতু তাদের কাম্য ছিল না এবং তাদের প্রাণহীন সৎকার্য আখেরাতের অপূর্ব ও অনন্ত নিয়ামতসমূহের মূল্য হওয়ার যোগ্য ছিল না, কাজেই আখেরাতে তারা কোনো প্রতিদানও লাভ করবে না; বরং নিজেদের কুফর, শিরক ও গুনাহের কারণে জাহান্নামের আগুনে চিরকাল তাদের জ্বলতে হবে। এই হলো ১৫তম আয়াতের সংক্ষিপ্ত সার।

আয়াতের শেষ বাক্যে বলা হয়েছে যে, "আখেরাতে তাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছু নেই।" এতে করে বুঝা যায় যে, অত্র আয়াত কাফেরদের সম্পর্কেই বলা হয়েছে। কেননা একজন মুসলমান যত বড় পাপীই হোক না কেন, তার গুনাহের শাস্তি ভোগ করার পর অবশেষে দোজখ থেকে মুক্তিলাভ করে বেহেশতে প্রবশে করবে এবং আরাম আয়েশ ও নিয়ামত লাভ করবে। এজন্য যাহহাক প্রমুখ মুফাসসিরগণের মতে অত্র আয়াত শুধু কাফেরদের উপর প্রযোজ্য।

কোনো কোনো মুফাসসিরের মতে অত্র আয়াতে ঐসব মুসলমানদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে– যারা সৎকার্যের বিনিময়ে শুধু পার্থিব জীবনে সুখ-শান্তি, যশ-খ্যাতি প্রত্যাশা করে। লোক দেখানো মনোভাব নিয়ে কাজ করে। এমতাবস্থায় অত্র আয়াতের মর্ম হবে এই যে, তারা নিজেদের পাপের শাস্তি ভোগ না করা পর্যন্ত দোজখের আগুন ছাড়া অন্য কিছু পাবে না। পরিশেষে পাপের শাস্তি ভোগান্তে অবশ্য তারাও সৎকাজের প্রতিদান লাভ করবে।

আয়াতের সবচেয়ে স্পষ্ট তাফসীর হচ্ছে এই যে, অত্র আয়াতে ঐসব লোকের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে যারা তাদের যাবতীয় সৎকার্য শুধু পার্থিব ফায়দা হাসিলের জন্য করে থাকে, চাই সে আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাসী কাফের হোক, অথবা নামধারী মুসলমান হোক, যে পরকালকে মৌখিক স্বীকার করেও কার্যতঃ সেদিকে কোনো লক্ষ্য রাখেনা; বরং পার্থিব লাভের দিকেই সম্পূর্ণ মগ্ন ও বিভোর থাকে। তাফসীরকার ইমামগণের মধ্যে হযরত মোয়াবিয়া (রা.) মায়মুন ইবনে মেহরান ও মুজাহিদ (র.) অত্র ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছেন।

রাসূলে কারীম ﷺ -এর প্রসিদ্ধ হাদীস إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ দ্বারাও তৃতীয় অভিমতটির সমর্থন পাওয়া যায় যে, নিজের কাজের মধ্যে যে ব্যক্তি যেমন নিয়ত রাখবে, তার কাজটি তদ্রূপ ধর্তব্য হবে এবং তদনুযায়ী প্রতিফল লাভ করবে। যে ব্যক্তি শুধু পার্থিব লাভ পেতে চায়, সে নগদ লাভই পায়, যে ব্যক্তি আখেরাতে পরিত্রাণ লাভ করতে চায়, সে আখেরাতের নিয়ামতই পাবে। আর যে ব্যক্তি উভয় জীবনের কল্যাণ কামনা করে, সে দো-

জাহানে কল্যাণ ও কামিয়াবি হাসিল করবে। নিয়তের উপর সর্বকাজের ভিত্তি একথা সর্ব ধর্মে স্বীকৃত এক সনাতন মূলনীতি। -[তাফসীরে কুরতুবী]

হযরত আবূ হোরায়রা (রা.) অত্র হাদীস বর্ণনা করে ক্রন্দনরত অবস্থায় বললেন, কুরআনের আয়াত مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا দ্বারা পূর্বোক্ত হাদীসের সমর্থন পাওয়া যায়।

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা কারো প্রতি জুলুম করেন না। সৎকর্মশীল মু'মিন ব্যক্তিরা দুনিয়াতে আংশিক প্রতিদান লাভ করবে। আর কাফেররা যেহেতু আখেরাতের কোনো ধ্যান ধারণাই রাখে না, তাই তাদের প্রাপ্য হিস্যা ইহজীবনেই তাদেরকে পুরোপুরি ভোগ করতে দেওয়া হয়। তাদের সৎকার্যাবলির প্রতিদানস্বরূপ তাদেরকে ধন-সম্পদ, আরাম-আয়েশ, বস্তুগত উন্নতি ও ভোগ-বিলাসের সামগ্রী দান করা হয়। অবশেষে যখন আখেরাতে উপস্থিত হবে, তখন সেখানে পাওয়ার মতো তাদের প্রাপ্তব্য কিছুই থাকবে না।

তাফসীরে মাযহারীতে আছে যে, মুমিন ব্যক্তি যদিও পার্থিব সাফল্য ও প্রত্যাশা করে, কিন্তু আখেরাতের আকাঙ্ক্ষাই তার প্রবলতর থাকে। সুতরাং দুনিয়ায় সে প্রয়োজন পরিমাণ পায় এবং আখেরাতে বিপুল প্রতিদান লাভ করে।

হযরত ওমর ফারূক (রা.) একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গৃহে হাজির হলেন। সারা ঘরে হাতেগনা কিছু আসবাবপত্র ছাড়া বেশি কিছু জিনিসপত্র দেখতে পেলেন না। তিনি আরজ করলেন- "ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! দোয়া করুন, আল্লাহ তা'আলা যেন আপনার উম্মতকে দুনিয়ায় সচ্ছলতা দান করেন। আমরা পারসিক ও রোমকদেরকে দেখেছি, তারা দুনিয়ায় অতি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে রয়েছে। অথচ তারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদতই করে না।" রাসূলুল্লাহ ﷺ এতক্ষণ তাকিয়ার সাথে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) -এর কথা শুনে তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন- হে ওমর! তুমি এখন পর্যন্ত এহেন চিন্তাধারা পোষণ করছ! এরা তো ঐসব লোক যাদের কাজের প্রতিফল ইহজীবনেই দান করা হয়েছে।

জামে তিরমিযী ও মুসনাদে আহমদে হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি তার আমলের বিনিময়ে আখেরাত লাভ করতে চায়, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে পরিতৃপ্ত ও বেনিয়াজ করে দেন এবং তার পার্থিব প্রয়োজনসমূহও পূরণ করে দেন, দুনিয়া তার কাছে নত হয়ে ধর্ণা দেয়। আর যে ব্যক্তি দুনিয়া হাসিল করতে চায়, আল্লাহ তা'আলা তাকে মুহতাজ ও পরমুখাপেক্ষী করে দেন। তার অভাব ও দৈন্য কখনো দূর হয় না। কারণ দুনিয়ার মোহ তাকে কখনো নিশ্চিন্তে বসার অবসর দেয় না। একটি প্রয়োজন পূরণ হওয়ার আগেই আরেকটি প্রয়োজন তার সামনে উপস্থিত হয়। আর অন্তহীন দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি তাকে পেয়ে বসে। অথচ শুধু ততটুকুই সে প্রাপ্ত হয়, যতটুকু আল্লাহ তা'আলা তার জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

আলোচ্য আয়াতের উপর প্রশ্ন হতে পারে যে, অত্র আয়াতে বলা হয়েছে, যারা পার্থিব জীবন কামনা করে, তাদেরকে দুনিয়াতেই পুরোপুরি প্রতিদান দেওয়া হয়, কোনো কমতি করা হয় না। কিন্তু বাস্তবে এমন অনেক লোক দেখা যায়, যারা শুধুমাত্র পার্থিব সুখ-সম্পদ হাসিল করতে চায় এবং এজন্য আপ্রাণ চেষ্টা-তদবিরও করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ হয় না। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা কিছুই পায় না। এর কারণ কি? জবাব এই যে, কুরআনুল কারীমের অত্র আয়াতে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এর তাফসীর সূরা বনি ইসরাঈলের এই আয়াতে নিম্নরূপ বর্ণনা করা হয়েছে :

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ অর্থাৎ যারা শুধু দুনিয়াতেই নগদ পেতে চায়, আমি তাদেরকে নগদই দান করি। তবে সেজন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। একটি শর্ত হচ্ছে- আমি যতটুকু ইচ্ছা করি, ততটুকুই দান করি, তাদের চেষ্টা বা চাহিদা মোতাবেক দান করা আবশ্যক নয়। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে- আমার

হেকমত অনুসারে যাকে সমীচীন মনে করি, শুধু তাকেই নগদ দান করি। সবাইকে দিতে হবে, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

১৭তম আয়াতে নবী করীম ﷺ এবং সত্যিকার মুমিনদের অবস্থা ঐসব লোকের মোকাবিলায় তুলে ধরা হয়েছে– যাদের চরম ও পরম লক্ষ্য হচ্ছে শুধু দুনিয়া হাসিল করা। যেন দুনিয়ার মানুষ বুঝতে পারেন যে, এই দু'টি শ্রেণি কখনো সমকক্ষ হতে পারে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশ্বমানবের জন্য রাসূল হওয়া এবং যে ব্যক্তি তাঁর প্রতি ঈমান না আনে, সে যত ভালো কাজই করুক না কেন, তার গোমরাহ ও জাহান্নামী হওয়া ব্যক্ত করা হয়েছে।

অত্র আয়াতে بَيِّنَةٍ বলে কুরআন পাককে বুঝানো হয়েছে। شَاهِدٌ শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরকার ইমামগণের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। বয়ানুল কুরআনে হযরত থানবী (র.) লিখেছেন যে, এখানে 'শাহেদ' অর্থ পবিত্র কুরআনের إِعْجَازٌ এ'জায বা মানুষের সাধ্যাতীত হওয়া যা কুরআনের প্রতিটি আয়াতের সাথে বর্তমান রয়েছে। সুতরাং আয়াতের মর্ম হচ্ছে, কুরআন অমান্যকারী কি এমন ব্যক্তির সমকক্ষ হতে পারে, যে কুরআনের প্রতিটি আয়াতের সাথে বর্তমান রয়েছে। সুতরাং আয়াতের মর্ম হচ্ছে, কুরআন অমান্যকারী কি এমন ব্যক্তির সমকক্ষ হতে পারে, যে কুরআনের উপর কায়েম রয়েছে? আর কুরআন সত্যতার একটি সাক্ষী তো স্বয়ং কুরআনের সাথেই বর্তমান রয়েছে। অর্থাৎ এর বিস্ময়করতা এবং মানুষের সাধ্যাতীত হওয়া এবং দ্বিতীয় সাক্ষী ইতিপূর্বে তাওরাতরূপে এসেছে, যা হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা'আলার রহমতস্বরূপ দুনিয়াবাসীর অনুসরণের জন্য নিয়ে এসেছিলেন। কেননা কুরআন যে আল্লাহ তা'আলার সত্য কিতাব এই সাক্ষ্য তাওরাতে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত ছিল।

শব্দবিশ্লেষণ :

اِفْتَرَاهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف ; বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِفْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ف . ر . ى) জিনস ناقص يائى ، যমীরে মাফউল। অর্থ– মিথ্যে অপবাদ দিল। মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।

فَأْتُوا : ف হরফে আতফ। اِئْتُوْا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (أ . ت . ى) জিনস مركب (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ– নিয়ে আসা। আনা।

مُفْتَرَيٰتٍ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم مفعول বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِفْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ف . ر . ى) জিনস ناقص يائى একবচন مُفْتَرَاةٌ অর্থ– নিজের বানানো, অলিক, মনগড়া।

مُوْسٰى : নাম, মারেফা, বনী ইসরাঈলের প্রসিদ্ধ রাসূল ছিলেন। তার সম্মানিত পিতার নাম ইমরান আর সম্মানিতা মাতার নাম ছিল ইউহানেছ। ইবরানী ভাষায় مُو অর্থ– পানি আর شى অর্থ– গাছ। আরবি ভাষায় ش কে س দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। তাই مُوْسٰى হয়ে গেছে। যেহেতু মূসা (আ.) কে জন্মের পর কাঠের বাক্সে ভরে নদীতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, এজন্য তার নাম মূসা হয়ে গেছে।

يُعْرَضُوْنَ : সীগাহ جمع مذكرغائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعَرْضُ মূলবর্ণ (ع . ر . ض) জিনস صحيح অর্থ– তাদের কাছে পেশ করা হয়েছে। সামনে আনা, পেশ করা।

يَبْغُوْنَهَا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبَغْىُ মূলবর্ণ (ب . غ . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– চাওয়া।

২০. এরা [সমগ্র] ভূপৃষ্ঠে আল্লাহকে অক্ষম করতে পারেনি, আর না তাদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত কেউ সহায়কও হলো। এরূপ লোকদের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি হবে; এরা [অবজ্ঞার কারণে বিধানসমূহ] না শুনতে পারছিল আর না তারা [সত্যপথ] দেখছিল।	أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ۘ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۚ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (٢٠)
২১. এরা সেই লোক যারা নিজেরা নিজেদের সর্বনাশ করে ফেলেছে, আর যে সমস্ত উপাস্য [দেবতা] তারা গড়ে রেখেছিল, তাদের হতে তারা সকলে উধাও হয়ে গেছে।	أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٢١)
২২. এটা সুনিশ্চিত যে, আখেরাতে এরাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।	لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (٢٢)
২৩. নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজগুলো সম্পন্ন করেছে, আর নিজ প্রতিপালকের প্রতি ঝুঁকেছে, এরূপ লোকেরাই হচ্ছে জান্নাতবাসী, [এবং] তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٣)
২৪. উভয় সম্প্রদায়ের অবস্থা এরূপ যেমন এক ব্যক্তি যে অন্ধ এবং বধির, আর এক ব্যক্তি যে দেখতেও পায় এবং শুনতেও পায়: এ দুই ব্যক্তি কি তুলনায় সমান হবে? [কখনো নয়] তবুও কি তোমরা বুঝ না?	مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (٢٤)

শাব্দিক অনুবাদ :

২০. أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ এরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারেনি فِي الْأَرْضِ ভূ-পৃষ্ঠে وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ আর না তাদের জন্য আল্লাহ ব্যতীত কেউ সহায়ক হলো يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ এরূপ লোকদের জন্য দ্বিগুণ শাস্তি হবে مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ এরা না শুনতেও পারছিল وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ আর না তারা দেখছিল

২১. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ এরা সেই লোক যারা নিজের নিজেদের সর্বনাশ করে ফেলেছে وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ আর যে সমস্ত উপাস্য তারা গড়ে রেখেছিল তাদের থেকে তারা সকলে উধাও হয়ে গেছে।

২২. لَا جَرَمَ এটা সুনিশ্চিত যে أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ আখেরাতে তারাই হবে هُمُ الْأَخْسَرُونَ সর্বাধক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২৩. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ এবং নেক কাজ গুলো সম্পন্ন করেছে وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ আর নিজ প্রতি পালকের প্রতি ঝুঁকেছে أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ এরূপ লোকেরাই হচ্ছে জান্নাতবাসী هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে।

২৪. مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ উভয় সম্প্রদায়ের অবস্থা এরূপ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ যেমন এক ব্যক্তি যে অন্ধ এবং বধির وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ, আর এক ব্যক্তি যে, দেখতেও পায় এবং শুনতেও পায় هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا এ দুই ব্যক্তি কি তুলনায় সমান হবে? أَفَلَا تَذَكَّرُونَ তবুও কি তোমরা বুঝ না।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ ۫ اِنِّیْ لَكُمْ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ (٢٥)

২৫. আর আমি নূহকে রাসূলরূপে তাঁর কওমের নিকট প্রেরণ করেছি, [নূহ বললেন] আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী।

اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّیْٓ اَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ یَوْمٍ اَلِیْمٍ (٢٦)

২৬. তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করো না; আমি তোমাদের উপর এক ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক দিনের আজাবের আশঙ্কা করছি।

فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِیْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِیَ الرَّاْیِ ۚ وَمَا نَرٰی لَكُمْ عَلَیْنَا مِنْ فَضْلٍۭ بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِیْنَ (٢٧)

২৭. অনন্তর তার সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সমস্ত প্রধানবর্গ কাফের ছিল তারা বলতে লাগল, আমরা তো তোমাকে আমাদেরই মতো মানুষ দেখতে পাচ্ছি, আর আমরা দেখছি যে, কেবল সে লোকেরাই তোমার অনুসরণ করছে যারা আমাদের মধ্যে নিতান্ত অধম, তাও আবার কেবল স্থূলবুদ্ধি অনুসারে, আর আমাদের উপর তোমাদের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব দেখছি না; বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করি।

قَالَ یٰقَوْمِ اَرَءَیْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰی بَیِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّیْ وَاٰتٰىنِیْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّیَتْ عَلَیْكُمْ ؕ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ (٢٨)

২৮. নূহ বললেন, হে আমার কওম! আচ্ছা বলতো, আমি যদি স্বীয় প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রমাণের উপর [প্রতিষ্ঠিত হয়ে] থাকি এবং তিনি আমাকে নিজের পক্ষ হতে রহমত [নবুয়ত] দান করে থাকেন, অতঃপর তা তোমাদের বোধগম্য না হয়; তবে কি আমরা তা তোমাদের গলদেশে জড়িয়ে দিব, অথচ তোমরা তা অবজ্ঞা করতে থাক।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৫. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا আর আমি রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি نُوْحًا নূহকে اِلٰى قَوْمِهٖ তাঁর কওমের নিকট اِنِّیْ لَكُمْ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী।

২৬. اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করো না اِنِّیْٓ اَخَافُ عَلَیْكُمْ আমি তোমাদের উপর আশঙ্কা করতেছি عَذَابَ یَوْمٍ اَلِیْمٍ এক ভীষণ যন্ত্রদায়ক দিনে আজাবের।

২৭. فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا অনন্তর যে সমস্ত প্রধান বর্গ কাফের ছিল তারা বলতে লাগল مِنْ قَوْمِهٖ তার সম্প্রদায়ের মধ্যে مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا আমরা তো তোমাকে আমাদের মতো মানুষ দেখতে পাচ্ছি وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِیْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا আর আমরা দেখতেছি যে, কেবল সে লোকেরা তোমার অনুসরণ করেছে যারা আমাদের মধ্যে নিতান্ত রযীল (ইতর) بَادِیَ الرَّاْیِ তাও আবার কেবল স্থূল বুদ্ধি অনুসারে وَمَا نَرٰی لَكُمْ عَلَیْنَا مِنْ فَضْلٍ আর আমরা তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয় আমাদের চেয়ে অধিক ও দেখতেছি না بَلْ نَظُنُّكُمْ كٰذِبِیْنَ বরং আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করি।

২৮. قَالَ নূহ বললেন یٰقَوْمِ হে আমার কওম اَرَءَیْتُمْ আচ্ছা বলতো اِنْ كُنْتُ عَلٰی بَیِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّیْ আমি যদি স্বীয় প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রমাণের উপর থাকি وَاٰتٰىنِیْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ এবং তিনি আমাকে নিজ পক্ষ হতে রহমত (নবুয়ত) দান করে থাকেন فَعُمِّیَتْ عَلَیْكُمْ অতঃপর তা তোমাদের বোধগম্য না হয় اَنُلْزِمُكُمُوْهَا তবে কি আমরা তা তোমাদের গলদেশে জড়িয়ে দিব وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ অথচ তোমরা তা অবজ্ঞা করতে থাক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হযরত নূহ (আ.) যখন তাঁর জাতিকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন, তখন জাতি তাঁর নবুয়ত ও রেসালাতের উপর কয়েকটি আপত্তি উথাপন করেছিল। হযরত নূহ (আ.) আল্লাহর হুকুম তাদের প্রতিটি উক্তির উপযুক্ত জবাব দান করেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ ধরনের একটি কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে। যার মাধ্যমে ধর্মীয় ও ব্যবহারিক জীবনের বহু মূলনীতি ও মাসায়েলের তা'লীম দেওয়া হয়েছে।

২৭ নং আয়াতে মুশরিকদের কতিপয় আপত্তি ও সন্দেহমূলক বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে।

হযরত নূহ (আ.)-এর নবুওয়ত ও রেসালাতের উপর তাদের প্রথম আপত্তি ছিল مَا نَرٰىكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا আমরা তো দেখি যে আপনিও আমাদের মতোই মানুষ মাত্র। আমাদের মতো পানাহার করেন, হাট-বাজারে যাতায়াত করেন, নিদ্রা যান জাগ্রত হন, সবকিছু স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও আপনি নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ও বার্তাবাহক বলে যে অস্বাভাবিক দাবি তুলেছেন, তা আমরা কিরূপে মানতে পার? তারা মনে করত যে, আল্লাহর পক্ষ হতে রাসূলরূপে কোনো মানুষের প্রেরিত হওয়া সমীচীন নয়; বরং ফেরেশতা হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেন তার বিশেষত্ব সবাই ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় মানতে বাধ্য হয়।

২৮নং আয়াতে এর জবাবে ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰىنِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كٰرِهُوْنَ.

এখানে বুঝানো হয়েছে যে, মানুষ হওয়া নবুওয়ত ও রেসালাতের পরিপন্থি নয়; বরং চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে মানুষের নবী মানুষ হওয়াই একান্ত বাঞ্ছনীয়। যেন মানুষ অনায়াসে তার কাছে দীন শিক্ষা করতে পারে, তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে পারে। মানুষ ও ফেরেশতার স্বভাব প্রকৃতির মধ্যেও আকাশ পাতাল ব্যবধান রয়েছে। যদি ফেরেশতাকে নবী করে পাঠানো হতো, তবে তাঁর কাছে ধর্মীয় আদর্শ শিক্ষা করা এবং তা পালন করা মানুষের জন্য দুষ্কর ও অসম্ভব হতো। কেননা ফেরেশতাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই, নিদ্রা-তন্দ্রার প্রয়োজন হয় না, রিপুর তাড়না নেই, মানবীয় প্রয়োজনের সম্মুখীন হন না। অতএব, তারা মানুষের দুর্বলতা উপলব্ধি করে যথাবিহিত তা'লীম দিতে পারেতন না এবং তাদের পূর্ণ তাবেদারী করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হতো না। এ প্রসঙ্গটি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে স্পষ্টভাবে বা ইশারা ইঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। এখানে তার পুনরুক্তি করার পরিবর্তে বলা হয়েছে যে, বুদ্ধি বিবেক প্রয়োগ করলে তোমরাও অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারবে যে, মানুষ আল্লাহর নবী হতে পারবে না- এমন কোনো কথা নেই। তবে আল্লাহর পক্ষ হতে তার কাছে এমন একটি অকাট্য প্রমাণ অবশ্যই থাকতে হবে- যা দেখে মানুষ সহজেই বুঝতে পারে যে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত পয়গাম্বর বা বার্তাবাহক। সাধারণ লোকের জন্য নবীর মু'জিযাই তার নবুয়তের সত্যতার অকাট্য প্রমাণ। এজন্যই হযরত নূহ (আ.) বলেছেন যে, আমি আল্লাহর পক্ষ হতে স্পষ্ট দলিল, অকাট্য প্রমাণ ও অনুগ্রহ নিয়ে এসেছি। সুষ্ঠুভাবে চিন্তা বিবেচনা করলে তোমরাও এটা অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু তোমাদের ঈর্ষা-বিদ্বেষ তোমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ও অন্ধ করেছে। তাই তোমরা অস্বীকার করে বসেছ এবং নিজেদের হঠকারিতার উপর অটল রয়েছ।

কিন্তু পয়গাম্বরগণের মাধ্যমে আগত আল্লাহর রহমত জোর জবরদস্তি মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার জিনিস নয়; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেরা সেদিকে আগ্রহান্বিত না হয়। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ঈমানের অমূল্য দৌলত যা আমি নিয়ে এসেছি, আমার যদি সাধ্য থাকত তবে তোমাদের অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও তোমাদেরকে তা দিয়েই দিতাম। কিন্তু এটি আল্লাহর চিরন্তন বিধানের পরিপন্থি। এ মূল্যবান সম্পদ জোর করে কারো মাথায় তুলে দেওয়া যায় না। এতদ্বারা আরো সাব্যস্ত হচ্ছে যে, জোর জবরদস্তি কাউকে মু'মিন বা মুসলমান বানানো কোনো নবীর যুগেই বৈধ ও অনুমোদিত ছিল না। তরবারির জোরে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে বলে যারা মিথ্যা দুর্নাম রটনা করে তাদের একথা অজানা নয়। তথাপি অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকদের অন্তরে সংশয় ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির আসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এহেন অপবাদ ছড়ানো হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্টতঃ বুঝা গেল যে, কোনো ফেরেশতাকে নবীরূপে পাঠানো হয়নি কেন? কারণ ফেরেশতারা অসাধারণ শক্তি ও ক্ষমতাসম্পন্ন। সর্বদিক থেকেই তাদের সত্তা মানুষের তুলনায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। সুতরাং তাদের দেখলে তো ঈমান আনা বাধ্যতামূলক কাজ হতো। নবীগণের সাথে যেরূপ ধৃষ্টতা ও হঠকারিতা করা হয়েছে, ফেরেশতাদের সামনে সেরূপ আচরণ করার কার সাধ্য ছিল? আর কোনো পরাক্রমশালী শক্তির প্রভাবে বাধ্য হয়ে ঈমান আনা হলে শরিয়তের দৃষ্টিতে তা ধর্তব্য ও গ্রহণযোগ্য নয়; বরং 'ঈমান বিল গায়ব' অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রবল পরাক্রমতা প্রত্যক্ষ না করেই তার প্রতি ঈমান আনয়ন করতে হবে।

শব্দবিশ্লেষণ :

يُضْعَفُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اَلْمُفَاعَلَةُ মাসদার اَلْمُضَاعَفَةُ মূলবর্ণ (ض ـ ع ـ ف) জিনস صحيح অর্থ– দ্বিগুণ করে দেওয়া। বাড়িয়ে দেওয়া।

اَعْمٰى : সিফতে মুশাব্বাহ। সীগাহ واحد مذكر বহছ صفت مشبه বাব سَمِعَ মাসদার اَلْعَمٰى মূলবর্ণ (ع ـ م ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– দৃষ্টিহীন, অন্ধ। বুদ্ধিমত্তা না থাকা, অন্তরের দৃষ্টিশক্তি অথবা চোখের দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়া উভয়টির জন্য عَمِىَ শব্দ ব্যবহার হয়। কুরআন মজীদের যেখানে অন্ধত্বের নিন্দা করা হয়েছে, সেখানে অর্ন্তদৃষ্টি চলে যাওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

اَصَمُّ : সিফাতে মুশাব্বাহ। সীগাহ واحد مذكر বহছ صفت مشبه বাব سَمِعَ মাসদার اَلصَّمُّ মূলবর্ণ (ص ـ م ـ م) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– বধির, বধির হওয়া।

مَا نَرَاكَ : "ما" নাফিয়া। نرى সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف : বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر ـ أ ـ ى) জিনস مركب (ناقص يائى ও مهموز عين) অর্থ– দেখা।

اَرَاذِلُنَا : আমাদের নীচু লোক, আমাদের নিম্ন শ্রেণীর লোক। اَرْذَلُ এর বহুবচন اَرَاذِلُ যা رَذَالَةٌ থেকে নির্গত। অর্থ– হীন হওয়া, নিকৃষ্ট হওয়া।

عُمِّيَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّعْمِيَةُ মূলবর্ণ (ع ـ م ـ ى) জিনস ناقص يائ অর্থ– গোপন করা, অন্ধ করে দেওয়া, দৃষ্টিশক্তির আড়াল করে দেওয়া।

২৯. আর হে আমার সম্প্রদায়! আমি এতে তোমাদের নিকট কোনো ধন-সম্পদ চাই না; আমার বিনিময় তো কেবল আল্লাহর জিম্মায়, আর আমি তো এ মুমিনদেরকে বের করে দিতে পারি না; তারা নিশ্চিতভাবে তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করবে, পরন্তু তোমাদেরকে দেখছি যে, তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।

وَيٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۭ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۭ اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ (٢٩)

৩০. আর হে আমার সম্প্রদায়! আমি যদি তাদেরকে বের করেই দেই, তবে আল্লাহর শাস্তি হতে কে আমাকে বাঁচাবে? তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?

وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ۭ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ (٣٠)

৩১. আর আমি তোমাদেরকে এ কথা বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর সকল ভাণ্ডার রয়েছে, আর না আমি সমস্ত গায়েবের কথা জানি, আর না এটাও বলি যে, আমি ফেরেশতা, আর যারা তোমাদের দৃষ্টিতে হীন, আমি তাদের সম্বন্ধে এটা বলতে পারি না যে, আল্লাহ তা'আলা কখনো তাদেরকে ছওয়াব দিবেন না; তাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা আল্লাহ তা'আলাই উত্তমরূপে জানেন, তাহলে আমি অবশ্যই জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হব।

وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَاۗىِٕنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّىْ مَلَكٌ وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِيْٓ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا ۭ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ښ اِنِّىْٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ (٣١)

শাব্দিক অনুবাদ :

২৯. وَيٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায় لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا আমি এতে তোমাদের নিকট কোনো ধন সম্পদ চাই না اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ আমার বিনিময় তো কেবল আল্লাহর জিম্মায় وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আর আমি তো এই ঈমানদারদেরকে বের করে দিতে পারি না اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ তারা নিজেদের প্রতিপালকের সমীপে গমনকারী وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ পরন্তু আমি তোমাদেরকে দেখছি যে, তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।

৩০. وَيٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! مَنْ يَّنْصُرُنِيْ কে আমাকে বাঁচাবে مِنَ اللّٰهِ আল্লাহর ধৃত হতে اِنْ طَرَدْتُّهُمْ আমি যদি তাদেরকে বের করে দেই اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ তোমরা কি এতটুকু বুঝ না।

৩১. وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ আর আমি তোমাদেরকে একথা বলি না যে, عِنْدِيْ خَزَاۗىِٕنُ اللّٰهِ আমরা নিকট আল্লাহর সকল ভাণ্ডার রয়েছে وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ আর না আমি সমস্ত গায়েবের কথা জানি وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّىْ مَلَكٌ আর না এটাও বলি যে আমি ফেরেশতা وَلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ আর আমি তাদের সম্বন্ধে এটা বলতে পারি না যারা تَزْدَرِيْٓ اَعْيُنُكُمْ তোমাদের চক্ষে হীন। لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا যে, আল্লাহ তা'আলা কখনো তাদেরকে ছওয়াব দিবেন না اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ তাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা আল্লাহ তা'আলাই উত্তমরূপে জানেন اِنِّىْٓ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ আমি তো এরূপ বললে অন্যায়ই করে ফেলব।

৩২. তারা বলল, হে নূহ! তুমি বিতর্ক অনেক বেশি করেছ, সুতরাং যে সম্বন্ধে তুমি আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ তা আমাদের সম্মুখে আন, যদি তুমি সত্যবাদী হও।	قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جٰدَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (٣٢)
৩৩. তিনি [নূহ] বললেন, তাতো আল্লাহ তোমাদের সম্মুখে আনয়ন করবেন তার ইচ্ছা হলে এবং তোমরা তাঁকে অক্ষম করতে পারবে না।	قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ (٣٣)
৩৪. আর আমার মঙ্গল কামনা [নসিহত] করা তোমাদের কাজে আসতে পারে না, আমি তোমাদের যতই মঙ্গল কামনা করতে চাই না কেন, যখন আল্লাহরই তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা হয়; তিনিই তোমাদের প্রতিপালক। আর তাঁরই নিকট তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।	وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْۤ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ ؕ هُوَ رَبُّكُمْ ۫ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (٣٤)
৩৫. তবে কি এরা [মক্কার কাফেরেরা] বলে মুহাম্মদ এ কুরআন নিজেই রচনা করে নিয়েছেন? আপনি বলে দিন, যদি আমি তা নিজে রচনা করে থাকি, তবে আমার এ অপরাধ আমার উপর বর্তিবে, আর আমি তোমাদের এ অপরাধ হতে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত।	اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَيَّ اِجْرَامِيْ وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ (٣٥) ع

শাব্দিক অনুবাদ :

৩২. قَالُوْا তারা বলল يٰنُوْحُ হে নূহ قَدْ جٰدَلْتَنَا তুমি আমাদের সাথে বিতর্ক করছ فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا অনন্তর সেই বিতর্ক অনেক বেশি করেছ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ সুতরাং যে সম্বন্ধে তুমি আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছ তা আমাদের সম্মুখে আন اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ যদি তুমি সত্যবাদী হও।

৩৩. قَالَ তিনি বললেন اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ তা তো আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সম্মুখে আনয়ন করবেন اِنْ شَآءَ তাঁর ইচ্ছা হলে وَمَاۤ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ এবং তোমরা তাকে অক্ষম করতে পারবে না।

৩৪. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْۤ আর আমার মঙ্গল কামনা করা তোমাদের কাজে আসতে পারে না اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ আমি তোমাদের যতই মঙ্গল কামনা করতে চাই না কেন? اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ যখন আল্লাহই তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা হয় هُوَ رَبُّكُمْ তিনিই তোমাদের প্রতিপালক وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ আর তাঁরই নিকট তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

৩৫. اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ তবে কি এরা বলে, মুহাম্মদ ﷺ এ কুরআন নিজেই রচনা করে নিয়েছেন قُلْ আপনি বলে দিন اِنِ افْتَرَيْتُهٗ যদি আমি তা নিজেই রচনা করে থাকি فَعَلَيَّ اِجْرَامِيْ তবে আমার এ অপরাধ আমার উপর বর্তিবে وَاَنَا بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ আর আমি তোমাদের এ অপরাধ হতে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত।

৩৬. আর নূহের প্রতি ওহী প্রেরিত হলো যে, যারা ঈমান এনেছে তারা ব্যতীত তোমার সম্প্রদায় হতে আর কেউই ঈমান আনবে না, অতএব যা তারা করছে তাতে মোটেই দুঃখ করো না।	وَاُوْحِيَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ (٣٦)
৩৭. আর তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার নির্দেশক্রমে নৌকা নির্মাণ করে নাও আর আমার নিকট সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্বন্ধে কোনো কথা বলো না, তাদের সকলকে নিমজ্জিত করা হবে।	وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ (٣٧)

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৬. وَاُوْحِيَ اِلٰى نُوْحٍ আর নূহের প্রতি ওহী প্রেরিত হলো যে, اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ আর কেউ ঈমান আনবে না مِنْ قَوْمِكَ তোমার কওম হতে اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ যারা ঈমান এনেছে তারা ব্যতীত فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ অতএব, যা তারা করছে তাতে মোটেই দুঃখ করো না।

৩৭. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ আর তুমি নৌকা নিমার্ণ করে নাও بِاَعْيُنِنَا আমার তত্ত্বাবধানে ও وَوَحْيِنَا আমার নির্দেশক্রমে وَلَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا আর আমার নিকট সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্পর্কে কোনো কথা বলো না اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ তাদের সকলকে নিমজ্জিত করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তাদের দ্বিতীয় আপত্তি ছিল– وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّاْيِ অর্থাৎ আমরা দেখছি যে আপনার প্রতি ঈমান আনয়নকারী এবং আপনার আনুগত্য ও অনুসরণকারী সবাই আমাদের সমাজের মধ্যে সবচেয়ে ইতর ও স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন। তাদের মধ্যে কোনো সম্ভ্রান্ত, মর্যাদাসম্পন্ন, ভদ্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তি দেখি না। এ উক্তির মধ্যে দু'টি দিক রয়েছে। এক হচ্ছে, আপনার দাবি যদি সত্য ও সঠিক হতো, তাহলে কওমের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গই তা সর্বাগ্রে গ্রহণ করত। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করছে; আর স্থূলবুদ্ধি ও স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরা তা মেনে নিচ্ছে। এমতাবস্থায় আপনার প্রতি ঈমান আনলে আমরা আহম্মকরূপে পরিচিত ও ধিকৃত হবো। দ্বিতীয় হচ্ছে– সমাজের নিকৃষ্ট, ইতর ও ছোট লোকগুলো আপনার আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছে। এক্ষণে আমরাও যদি আপনার আনুগত্য স্বীকার করি, তবে আমরাও মুসলমান ভাই হিসেবে তাদের সমকক্ষরূপে পরিগণিত হবো, নামাজের কাতারে ও অন্যান্য মজলিসে তাদের সাথে এক বরাবর উঠাবসা করতে হবে। ফলে আমাদের আভিজাত্য ও কুলীনতার হানি হবে। অতএব এ কাজ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়; বরং তাদের ঈমান কবুল করাটা আমাদের ঈমানের পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ। আপনি যদি তাদের নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনয়নের কথা বিবেচনা করতে পারি।

বাস্তবজ্ঞান বিবর্জিত কওমের জাহেল লোকেরা সমাজের দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণিকে ইতর ও ছোটলোক সাব্যস্ত করেছিল– যাদের কাছে পার্থিব ধন-সম্পদও বিষয় বৈভব ছিল না। মূলতঃ তা ছিল তাদের জাহেলী চিন্তাধারার ফল। বস্তুতঃপক্ষে ইজ্জত ও জিল্লতি, ধন-দৌলত বিদ্যা বুদ্ধির অধীন নয়। ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে,

সম্পদ এবং সম্মানের মোহ একটি নেশার মতো, যা অনেক সময় সত্য-ন্যায়কে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, সত্য ও ন্যায় হতে বিচ্যুত করে। দরিদ্র ও দুর্বলদের সম্মুখে যেহেতু এরূপ কোনো অন্তরায় থাকে না। কাজেই তারাই সর্বাগ্রে সত্য ন্যায়কে বরণ করতে এগিয়ে আসে। প্রাচীনকাল হতে যুগে যুগে দরিদ্র দুর্বলরাই সমসাময়িক নবীগণের উপর সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিল, পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহে তা স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন ঈমানের আহ্বান সম্বলিত রাসূলে পাক ﷺ-এর পবিত্র চিঠি লাভ করল, তখন গুরুত্ব সহকারে নিজেই এটার তদন্ত ও তাহকীক করতে মনস্থ করল। কেননা সে তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাব পাঠ করে সত্য নবীগণের আলামত ও লক্ষণাদি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পারদর্শী ছিল। কাজেই তৎকালে আরব দেশের যেসব ব্যবসায়ী সিরিয়ায় উপস্থিত ছিল, তাদের একত্রিত করে উক্ত আলামত ও লক্ষণাদি সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন করে। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল যে, তাঁর অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সমাজের দারিদ্র ও দুর্বল শ্রেণি ঈমান আনয়ন করছে, না ভিত্তশালী বড় লোকরা? জবাব ছিল, তারা দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণির। তখন হিরাক্লিয়াস মন্তব্য করল, এ তো সত্য রাসূল হওয়ার লক্ষণ। কেননা যুগে যুগে দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণির লোকেরা প্রথমে নবীগণের আনুগত্য স্বীকার করেছে।

মোটকথা দরিদ্র ও দুর্বল লোকদেরকে ইতর এবং হেয় মনে করা চরম মূর্খতা ও অন্যায়। প্রকৃতপক্ষে ইতর ও ঘৃণিত তারাই যারা স্বীয় সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা মালিককে চিনে না, তার নির্দেশ মেনে চলে না। হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, ইতর ও কমীনা কে? তিনি উত্তর দিলেন– যারা বাদশাহ ও রাজকর্মচারীদের খোশামোদ তোষামোদে লিপ্ত হয়, তারাই কমীনা ও ইতর। আল্লামা ইবনুল আরাবি (র.) বলেন, যারা দীন ধর্ম বিক্রি করে দুনিয়া হাসিল করে তারাই কমীনা। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো– সবচেয়ে কমীনা কে? তিনি জবাব দিলেন– যে ব্যক্তি অন্যের পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজের দীন ও ঈমানকে বরবাদ করে। হযরত ইমাম মালেক (র.) বলেন, যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর নিন্দা সমালোচনা করে, সেই ইতর ও অর্বাচীন। কারণ তারাই সমগ্র উম্মতের সর্বাপেক্ষা হিত সাধানকারী। তাদের মাধ্যমেই ঈমানের অমূল্য দৌলত ও শরিয়তের আহকাম সকলের কাছে পৌঁছেছে।

যাহোক, ৩৯ নং আয়াতে কওমের লোকদের মূর্খতা প্রসূত ধ্যান-ধারণা খণ্ডন করার জন্য প্রথমত বলা হয়েছে যে, কারো ধন-সম্পদের প্রতি নবী রাসূলগণ দৃষ্টিপাত করেন না। তারা নিজেদের খেদমত ও তা'লীম তাবলীগের বিনিময়ে কারো থেকে কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না। তাদের প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই দায়িত্বে। কাজেই তাদের দৃষ্টিতে ধনী-দরিদ্র এক সমান। তোমরা এমন অহেতুক আশঙ্কা পোষণ করো না যে, আমরা ধন-সম্পদশালীরা যদি ঈমান আনয়ন করি তবে হয়তো আমাদের বিত্ত-সম্পদে ভাগ বসানো হবে।

দ্বিতীয়ত তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা ঈমান আনার পূর্বশর্ত হিসেবে চাপ সৃষ্টি করছ যেন আমি ধনী-দরিদ্র ঈমানদারগণকে তাড়িয়ে দেই। কিন্তু আমার দ্বারা তা কখনো সম্ভবপর নয়। কারণ আর্থিক দিক দিয়ে তারা দরিদ্র হলেও আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে তাদের প্রবেশাধিকার ও উচ্চমর্যাদা রয়েছে। এমন লোকদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া অন্যায় অসঙ্গত।

হযরত নূহ (আ.) -এর দ্বিতীয় উক্তি ছিল : وَلَآ أَعْلَمُ الْغَيْبَ "আর আমি গায়েবও জানি না।" কেননা উক্ত জাহিলদের আরো বিশ্বাস ছিল যে, যারা সত্যিকার পয়গাম্বর, তারা নিশ্চিয় গায়বের খবর জানবেন। হযরত নূহ (আ.)-এর উক্তি দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে নবুয়ত ও রেসালতের জন্য গায়বের ইলম অপরিহার্য নয়। আর তা হবেই বা কি করে? গায়বের ইলম তো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বিশেষ সিফাত বা বৈশিষ্ট্য। কোনো নবী, ওলী

বা ফেরেশতা এটার অংশীদার হতে পারে না। তাদের অত্র গুণে গুণান্বিত মনে করা স্পষ্ট শিরক। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা তদীয় পয়গাম্বরগণের মধ্যে যাকে যতটুকু ইচ্ছা অদৃশ্য জগতের ইলম দান করেন। তা নবী ওলীগণের এখতিয়ারভুক্ত নয় যে, তারা যখন তখন যে কোনো বিষয় সম্পর্কে জানতে বা বলতে পারবেন। আল্লাহ তা'আলা যখন অবহিত করেন, তখন তাদের জন্য তা আর গায়ব থাকে না। অতএব, একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে আলেমুল গায়ব বলা হারাম ও শেরিক।

তাঁর তৃতীয় উক্তি হচ্ছে- وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّيْ مَلَكٌ "আর আমি একথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা।" এখানে তাদের এ ভ্রান্ত চিন্তাধারা বাতিল করা হয়েছে যে, নবী রাসূলরূপে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ফেরেশতা প্রেরণ করা বাঞ্ছনীয় ছিল।

পরিশেষে হযরত নূহ (আ.) বলেন, তোমদের মতো আমিও যদি দরিদ্র ঈমানদারগণকে লাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত মনে করি, তাহলে আমিও জালেমরূপে পরিগণিত হবো।

আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.) কে প্রায় এক হাজার বছরের দীর্ঘ জীবন দান করেছিলেন। সাথে সাথে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া ও দেশবাসীকে সুপথে পরিচালিত করার চিন্তা ভাবনা এবং পয়গাম্বরসুলভ উৎসাহ উদ্দীপনা এতদূর দান করেছিলেন নিজ সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে তিনি কঠিন কঠিন নির্যাতম নিপীড়নের সম্মুখীন হন, তাঁর উপর প্রস্তর বর্ষণ করা হয়; এমনকি তিনি অনেক সময় রক্তাক্ত অবস্থায় বেহুঁশ হয়ে পড়তেন। অতঃপর হুঁশ হলে পরে দোয়া করতেন- আয় আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন, তারা অজ্ঞ-মূর্খ, তারা জানে না, বুঝে না। তিনি এক পুরুষের পরে দ্বিতীয় পুরুষকে অতঃপর তৃতীয় পুরষকে শুধু এ আশায় দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন যে, হয়তো তারা ঈমান আনবে। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও তারা যখন ঈমান আনল না, তখন তিনি আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে তাদের সম্পর্কে ফরিয়াদ করলেন- اِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلًا وَّنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِيْٓ اِلَّا فِرَارًا অর্থাৎ 'নিশ্চয় আমি আমার জাতিকে দিবা-রাত্রি দাওয়াত দিয়েছি। কিন্তু আমার দাওয়াত তাদের শুধু সত্যপথ থেকে পলায়নের প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে।' -[সূরা নূহ]

সুদীর্ঘকাল যাবত অসহনীয় কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করার পর তিনি দোয়া করলেন- رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنَ হে আল্লাহ! আমার লাঞ্ছনার প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। কেননা ওরা আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে।

-[সূরা আল-মুমিনূন-৩৯]

দেশবাসীর জুলুম নির্যাতন, অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণ সীমা অতিক্রম করার পর আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা সম্বোধন করেন। -[বগভী ও মাযহারী]

৩৩নং আয়াতে হযরত নূহ (আ.)-কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আপনার কওমের মধ্যে যাদের ঈমান আনার যোগ্যতা ছিল, তাদের ঈমান আনার সৌভাগ্য হয়েছে। ভবিষ্যতে নতুন করে আর কেউ ঈমান আনবে না। ধৃষ্টতা ও হঠকারিতার কারণে তাদের অন্তর মোহরাঙ্কিত হয়ে গেছে। অতএব, আপনি তাদের জন্য চিন্তিত, দুঃখিত বা বিমর্ষ হবেন না।

৩৭নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, অচিরেই আমি এ জাতির উপর মহাপ্লাবন আকারে আজাব অবতীর্ণ করব। কাজেই আপনি একখানি নৌকা তৈরি করুন যার মধ্যে আপনার পরিবার পরিজনবর্গ, অনুসারীবৃন্দ ও প্রয়োজনীয় রসদপত্র ও উপকরণাদিসহ স্থান সঙ্কুলান হয়। যেন তাতে আরোহণ করে প্লাবনের দিনগুলো নিরাপদে অতিবাহিত করতে পারেন। হযরত নূহ (আ.) নৌকা তৈরি করলেন। অতঃপর প্লাবনের প্রাথমিক আলামত হিসেবে ভূমি হতে

পানি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে লাগল। হযরত নূহ (আ.) -কে নির্দেশ দেওয়া হলো সকল ঈমানদারগণকে নৌকায় আরোহণ করাবার জন্য। আর মানুষের প্রয়োজনীয় ঘোড়া গাধা, গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল, ইত্যাদি সর্বপ্রকার প্রাণীর এক এক জোড়া নৌকায় তুলে নেওয়ার আদেশ দেওয়া হলো। তিনি সেই আদেশ পালন করলেন।

পরিশেষে বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী ও নৌকায় আরোহণকারীরা সংখ্যায় অতি অল্প ছিল।

আলোচ্য আয়াতগুলোর সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু এতক্ষণ বলা হলো, এবার প্রত্যেক আয়াতের ব্যাখ্যা ও আনুষঙ্গিক মাসায়েল বর্ণনা করা হচ্ছে।

৩৬নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন– হযরত নূহ (আ.)-এর প্রতি ওহী নাজিল করা হয়েছিল যে, তার জাতির মধ্যে ভবিষ্যতে আর কেউ ঈমান আনবে না। তারা আপনার সাথে যেসব দুর্ব্যবহার করেছে আপনি তাতে চিন্তিত ও বিমর্ষ হবেন না। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত কারো সংশোধনের আশা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত চিন্তা-অস্থিরতা থাকে। নিরাশ হওয়ার মধ্যেও এক প্রকার শান্তি রয়েছে। অতএব, আপনি তাদের সংশোধনের আশা ত্যাগ করুন এবং তাদের পরিণতি দেখার অপেক্ষায় থাকুন।

৩৭নং আয়াতে তাদের শোচনীয় পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের সবাইকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হবে। এরূপ অবস্থায়ই হযরত নূহ (আ.)-এর মুখে তার কওম সম্পর্কে উচ্চারিত হয়েছিল– رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا অর্থাৎ হে পরওয়ারদেগার! এখন এই কাফেরদের মধ্যে পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী কাউকে রাখবেন না। যদি তাদের রাখেন, তবে তাদের ভবিষ্যত বংশধররাও অবাধ্য কাফের হবে। –[সূরা নূহ-২৬]

এই বদদোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হলো। যার ফলে সমস্ত কওম ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

হযরত নূহ (আ.)-কে নৌকা তৈরি শিক্ষা দান : হযরত নূহ (আ.)-কে যখন নৌকা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হলো, তখন তিনি নৌকাও চিনতেন না, তৈরি করতেও জানতেন না। তাই পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ করেছেন– وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَ وَحْيِنَا 'আর আপনি নৌকা তৈরি করুন আমার তত্ত্বাবধানে ও ওহী অনুসারে'। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, নৌকা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ও নির্মাণ কৌশল ওহীর মাধ্যমে হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত নূহ (আ.)-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি শাল কাঠ দ্বারা উক্ত নৌকা তৈরি করেছিলেন।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নৌকাখানি ৩০০গজ দীর্ঘ, ৫০গজ প্রস্থ, ৩০গজ উঁচু ও ত্রিতল বিশিষ্ট ছিল। তার দুই পার্শ্বে অনেকগুলো জানালা ছিল। এভাবে ওহীর মাধ্যমে হযরত নূহ (আ.)-এর হাতে নৌকা ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পের গোড়াপত্তন হয়েছিল। অতঃপর যুগে যুগে তার উন্নতি সাধিত হয়ে চলেছে।

প্রতিটি শিল্পকর্মের সূচনা ওহীর মাধ্যমে হয়েছে : হাফেজ শামসুদ্দীন যাহাবী রচিত "আত-তিববুন নববী" কিতাবে বর্ণিত আছে যে, মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার শিল্পকর্ম ওহীর মাধ্যমে কোনো না কোনো নবীর পবিত্র হস্তে শুরু হয়েছে। অতঃপর প্রয়োজন অনুসারে যুগে যুগে তার মধ্যে উন্নতি অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধন করা হয়েছে। সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি যেসব ওহী নাজিল করা হয়েছিল তার অধিকাংশ ছিল ভূমি আবাদ করা, কৃষিকার্য ও শিল্পসংক্রান্ত। পরিবহনের জন্য চাকা চালিত গাড়ি হযরত আদম (আ.)-ই সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছিলেন।

স্যার সৈয়দ আহমদ বলেন, কালের বিবর্তনে বিভিন্ন প্রকার গাড়ি আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু সব গাড়ির ভিত্তি চাকার উপর। গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি হতে শুরু করে মোটর ও রেলগাড়ি, সর্বত্র চাকার কারবার। কাজেই, যিনি সর্বপ্রথম চাকা আবিষ্কার করেছেন তিনিই সবচেয়ে বড় আবিষ্কারক। আর একথা আগেই বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নবী হযরত আদম (আ.)-ই ওহীর মাধ্যমে সর্বপ্রথম চাকার আবিষ্কার করেছিলেন।

এদ্বারা আরো বুঝা গেল যে, মানুষের প্রয়োজনীয় শিল্পকর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন। তাই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূলগণকে ওহীর সাহায্যে তা শিক্ষাদান করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে নৌকা নির্মাণপদ্ধতি ও কলা-কৌশল শিক্ষা দানের সাথে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আপনার কওমের উপর এক মহাপ্লাবন আসবে, তারা সবাই ডুবে মরবে, তখন আপনি স্নেহপরবশ হয়ে তাদের জন্য কোনো সুপারিশ যেন না করেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

مُلٰقُوْا : সীগাহ جمع مذكر اسم فاعل বহছ বাব مُفَاعَلَه মাসদার اَلْمُلَاقَاةُ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- এটি মূলত مُلَاقِيُوْنَ ছিল। প্রথমত যেরের পরে ياء এর উপর পেশ পড়া কঠিন। বিধায় قاف এর হরতক ফেলে দিয়ে ياء এর পেশ قاف কে দেওয়া হলো। এখন ياء ও واو এ দুই সকিন একত্রিত হওয়ায় ياء পড়ে গেল। তাই مُلَاقُوْنَ হয়ে গেল। পরে نون মুযাফ হওয়ার কারণে বিলুপ্ত করে দেওয়া হলো। তাই مُلَاقُوْ হয়ে গেল। অর্থ- সাক্ষাৎ করা, দেখা করা।

اَرٰكُمْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّوْيَةُ মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনস مركب (مهموز عين ও ناقص يائى) অর্থ- দেখা।

طَرَدْتُّهُمْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلطَّرْدُ মূলবর্ণ (ط - ر - د) জিনস صحيح অর্থ- হাঁকানো, ভাগানো।

خَزَائِنُ : এটি خَزِيْنَةٌ এর বহুবচন। অর্থ- ভাণ্ডার, খাযানা। ধনাগার।

تَزْدَرِىْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِزْدِرَاءٌ মূলবর্ণ (ز - ر - ى) জিনস (ناقص يائى) অর্থ- তুচ্ছ জ্ঞান করা। নিকৃষ্ট বুঝা।

جَادَلْتَنَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَه মাসাদর اَلْجِدَالُ ও اَلْمُجَادَلَةُ মূলবর্ণ (ج - د - ل) জিনস صحيح অর্থ- ঝগড়া করা।

يُغْوِيَكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغْوَاءُ মূলবর্ণ (غ - و - ى) জিনস مركب (اجوف واوى ও ناقص يائى) অর্থ- পথভ্রষ্ট হওয়া। বঞ্চিত হওয়া।

تُجْرِمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِجْرَامُ মূলবর্ণ (ج - ر - م) জিনস صحيح অর্থ- অপরাধ করা। গোনাহ করা। বাব اِفْتِعَالٌ ও سَمِعَ থেকেও এ অর্থে আসে।

لَا تَبْتَئِسْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসাদর اَلْاِبْتِئَاسُ মূলবর্ণ (ب - ء - س) জিনস مهموز عين অর্থ- বিরক্ত হওয়া। বিষণ্ন হওয়া।

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ ۗ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ ۗ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ (٣٨)	৩৮. আর তিনি নৌকা তৈরি করতে লাগলেন এবং যখনই তাঁর কওমের প্রধানদের কোনো দলের তাঁর নিকট দিয়ে যাতায়াত হতো, তখনই তাঁর সাথে উপহাস করত; তিনি বলতেন, যদি তোমরা আমাদেরকে উপহাস কর, তবে আমরাও তোমাদেরকে উপহাস করব, যেমন তোমরা আমাদেরকে উপহাস করছ।
فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ (٣٩)	৩৯. সুতরাং সত্বরই জানতে পারবে যে, সে কোন ব্যক্তি যার উপর এমন আজাব আসার উপক্রম হয়েছে যা তাকে লাঞ্ছিত করে দিবে এবং তার উপর চিরস্থায়ী আজাব আপতিত হবে।
حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ ؕ وَمَاۤ اٰمَنَ مَعَهٗۤ اِلَّا قَلِيْلٌ (٤٠)	৪০. অবশেষে যখন আমার ফরমান এসে পৌছল এবং জমিন হতে পানি উথলিয়ে উঠতে লাগল, আমি বললাম, প্রত্যেক শ্রেণি [-র প্রাণী] হতে এক একটি নর ও এক একটি মাদী অর্থাৎ দু'দুটি করে তাতে উঠিয়ে নাও এবং নিজ পরিবারবর্গকেও, তাকে ছাড়া যার সম্বন্ধে পূর্বে নির্দেশ হয়ে গিয়েছে এবং অন্যান্য ঈমানদারদেরকেও ; আর অল্প কতকজন ব্যতীত কেউই তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি।
وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٤١)	৪১. আর নূহ বললেন, এ নৌকায় আরোহণ কর, এর গতি ও এর স্থিতি আল্লাহরই নামে; নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, দয়াবান।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৮. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ আর তিনি নৌকা তৈরি করতে লাগলেন وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهٖ এবং যখনই তাঁর কওমের প্রধানদের কোনো দলের তাঁর নিকট দিয়ে যাতায়াত হতো سَخِرُوْا مِنْهُ তখনই তার সাথে উপহাস করত قَالَ তিনি বলতেন اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا যদি তোমরা আমাদেরকে উপহাস কর فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ তবে আমরা ও তোমাদেরকে উপহাস করব كَمَا تَسْخَرُوْنَ যেমন তোমরা আমাদেরকে উপহাস করছ।

৩৯. فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ সুতরাং সত্বরই জানতে পারবে যে, مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ সে কোন ব্যক্তি যার উপর এমন আজাব আসার উপক্রম হয়েছে যা তাকে লাঞ্ছিত করে দিবে وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ তার উপর চিরস্থায়ী আজাব আপতিত হবে।

৪০. حَتّٰۤى اِذَا جَآءَ اَمْرُنَا অবশেষে যখন আমার ফরমান এসে পৌছল وَفَارَ التَّنُّوْرُ এবং জমিন হতে পানি উথলে উঠতে লাগল قُلْنَا আমি বললাম احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ প্রত্যেক শ্রেণি হতে একটি নর ও একটি মাদী অর্থাৎ দু'টি দুটি করে তাতে উঠিয়ে নাও وَاَهْلَكَ এবং নিজ পরিবার বর্গকেও اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ তাকে ছাড়া যার সম্বন্ধে পূর্বে নির্দেশ হয়ে গেছে وَمَنْ اٰمَنَ এবং অন্যান্য ঈমানদার দেরকেও وَمَاۤ اٰمَنَ مَعَهٗۤ اِلَّا قَلِيْلٌ আর অল্প কতজন ব্যতীত কেউই তাঁর সাথে ঈমান আনেনি।

৪১. وَقَالَ আর নূহ বললেন ارْكَبُوْا فِيْهَا এ নৌকায় আরোহণ কর بِسْمِ اللّٰهِ আল্লাহর নামে مَجْرٖىهَا এর গতি وَمُرْسٰىهَا ও এর স্থিতি اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ নিশ্চয় আমার রব অতি ক্ষমাশীল, দয়াবান।

وَهِيَ تَجْرِىْ بِهِمْ فِىْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادٰى نُوْحُ ۨابْنَهٗ وَكَانَ فِىْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَىَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ (٤٢)

৪২. আর সে নৌকাখানা তাদেরকে নিয়ে পর্বততূল্য তরঙ্গের মধ্যে চলতে লাগল। আর নূহ স্বীয় পুত্রকে ডাকলেন এবং সে ছিল ভিন্ন স্থানে, হে আমার প্রিয় পুত্র! আরোহণ কর আমাদের সাথে এবং কাফেরদের সঙ্গে থেকো না।

قَالَ سَاٰوِىْۤ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِىْ مِنَ الْمَآءِ ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ (٤٣)

৪৩. সে বলল, আমি এখনই কোনো পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করব যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে; নূহ (আ.) বললেন, আজ আল্লাহর হুকুম হতে কেউই রক্ষাকারী নেই; কিন্তু যার প্রতি তিনি অনুগ্রহ করেন, আর তাদের উভয়ের মধ্যে একটি তরঙ্গ অন্তরাল হয়ে পড়ল, অতঃপর সে ডুবে গেল।

وَقِيْلَ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِىْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِىْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِىِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ (٤٤)

৪৪. আর আদেশ হলো, হে জমিন! স্বীয় পানি চুষে নাও এবং হে আসমান! থেমে যাও, তখন পানি কমে গেল ও ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটল, আর নৌকা জুদী [পাহাড়]-এর উপর এসে থামল, আর বলা হলো যে, কাফেররা রহমত হতে দূরে থাক!

وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِىْ مِنْ اَهْلِىْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ (٤٥)

৪৫. আর নূহ নিজ রবকে ডাকলেন এবং বললেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমার এ পুত্রটি আমার পরিবারবর্গেরই অন্তর্ভুক্ত, আর আপনার প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ সত্য এবং আপনি শ্রেষ্ঠ বিচারক"।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪২. وَهِيَ تَجْرِىْ بِهِمْ আর সে নৌকাখানা তাদেরকে নিয়ে চলতে লাগল فِىْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ পর্বত তুল্য তরঙ্গের মধ্যে وَنَادٰى نُوْحُ ابْنَهٗ আর নূহ স্বীয় পুত্রকে ডাকলেন وَكَانَ فِىْ مَعْزِلٍ আর সে ছিল ভিন্ন স্থানে يٰبُنَىَّ ارْكَبْ مَعَنَا হে আমার প্রিয়পুত্র সওয়ার হয়ে যাও আমাদের সাথে وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ এবং কাফেরদের সঙ্গে থেকো না।

৪৩. قَالَ সে বলল سَاٰوِىْۤ اِلٰى جَبَلٍ আমি এখনই কোনো পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করব يَّعْصِمُنِىْ مِنَ الْمَآءِ যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে قَالَ নূহ বললেন لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ আজ কেউ রক্ষাকারী নেই مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ আল্লাহ হুকুম হতে اِلَّا مَنْ رَّحِمَ কিন্তু যার প্রতি তিনি অনুগ্রহ করেন وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ আর তাদের উভয়ের মধ্যে একটি তরঙ্গ অন্তরাল হয়ে পড়ল فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ অতঃপর সে ডুবে গেল।

৪৪. وَقِيْلَ আর আদেশ হলো يٰۤاَرْضُ হে জমিন! ابْلَعِىْ مَآءَكِ স্বীয় পানি চুষে নাও وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِىْ এবং হে আসমান! থেমে যাও وَغِيْضَ الْمَآءُ তখন পানি কমে গেল وَقُضِىَ الْاَمْرُ ও ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটল وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِىِّ আর নৌকা জুদী (পাহাড়)-এর উপর এসে থামল وَقِيْلَ আর বলা হলো যে, بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ কাফেররা রহমত হতে দূরে থাক।

৪৫. وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ আর নূহ নিজ রবকে ডাকলেন فَقَالَ এবং বললেন رَبِّ اِنَّ ابْنِىْ مِنْ اَهْلِىْ হে আমার পরওয়ারদেগার! আমার এই পুত্রটি আমার পরিবার বর্গেরই অন্তর্ভুক্ত وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ আর আপনার প্রতিশ্রুতিও সম্পূর্ণ সত্য وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ, এবং আপনি শ্রেষ্ঠ বিচারক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৩৮ নং আয়াতে নৌকা তৈরিকালীন সময়ে হযরত নূহ (আ.)-এর কওমের উদাসীনতা, গাফলতি, অবজ্ঞা ও দুঃসাহস এবং এর শোচনীয় পরিণতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর আদেশক্রমে হযরত নূহ (আ.) যখন নৌকা নির্মাণ কার্যে ব্যস্ত ছিলেন, তখন তার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রমকালে কওমের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাকে জিজ্ঞেস করত, আপনি কি করছেন? তিনি উত্তর দিতেন, অনতিবিলম্বে এক মহাপ্লাবন হবে, তাই নৌকা তৈরি করছি। তখন তারা বলত "এখানে তো পান করার মতো পানিও দুর্লভ, আর আপনি ডাঙ্গা দিয়ে জাহাজ চালাবার ফিকিরে আছেন।" তদুত্তরে হযরত নূহ (আ.) বলতেন, যদিও আজ তোমরা আমাদের প্রতি উপহাস করছ, কিন্তু মনে রেখো, সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন আমরাও তোমাদের প্রতি উপহাস করব। অর্থাৎ তোমরা উপহাসের পাত্র হবে। বস্তুতঃ নবীগণ কখনো ঠাট্টা বিদ্রূপ করেন না। কাউকে উপহাস করা তাদের শান ও মর্যাদার পরিপন্থি; বরং হারাম। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে– لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ অর্থাৎ "এক সম্প্রদায় আরেক সম্প্রদায়কে উপহাস করবেন না। হতে পারে যে, উপহাসকারীদের চেয়ে যাদের উপহাস করা হচ্ছে (আল্লাহর কাছে) তারাই শ্রেষ্ঠতর।" –[সূরা হুজুরাত-১১]

সুতরাং পূর্বোক্ত আয়াতে উপহাস করার অর্থ কাজের মাধ্যমে জবাব দেওয়া। সেমতে 'আমরা তোমদেরকে উপহাস করব' বাক্যের অর্থ হচ্ছে– তোমরা যখন আজাবে পতিত হবে, তখন আমরা তোমাদেরকে বলব যে, 'এটা তোমাদের উপহাসের মর্মান্তিক পরিণতি।' যেমন ৩৯ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, "আচিরেই তোমরা জানতে পারবে যে, কাদের উপর লাঞ্ছনাজনক আজাব আসছে এবং চিরস্থায়ী আজাব কাদের উপর হয়।" প্রথম عَذَابٌ শব্দের দ্বারা দুনিয়ার আজাব এবং عَذَابٌ مُقِيمٌ দ্বারা আখেরাতের চিরস্থায়ী আজাব উদ্দেশ্য।

৪০ নং আয়াতে প্লাবন আরম্ভকালীন করণীয় ও আনুষঙ্গিক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– حَتّٰى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ অর্থাৎ 'অবশেষে যখন আমার ফয়সালা কার্যকর করার সময় হলো এবং উনূন হতে পানি উথলে উঠতে লাগল।'

اَلتَّنُّورُ তান্নুর শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। ভূপৃষ্ঠকেও তান্নুর বলা হয়, রুটি পাকানোর তন্দুরকেও তান্নুর বলে, জমিনের উঁচু অংশকেও তান্নুর বলে। তাই তাফসীরকার ইমামগণের কারো কারো মতে আলোচ্য আয়াতে তান্নুর অর্থ ভূ-পৃষ্ঠ। সমগ্র ভূপৃষ্ঠে ফাটল সৃষ্টি হয়ে পানি উথলে উঠেছিল। কেউ কেউ বলেন– এখানে তান্নুর বলে হযরত আদম (আ.)-এর রুটি পাকানো তন্দুরকে বুঝানো হয়েছে, যা সিরিয়ার عَيْنِ وَرْدَه 'আইনে আরদাহ' নামক স্থানে অবস্থিত। উক্ত তন্দুরের ভেতর থেকেই সর্বপ্রথম পানি উঠতে শুরু করেছিল। কেউ বলেন- এখানে হযরত নূহ (আ.) -এর তন্দুরকে বুঝানে হয়েছে যা কুফা শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত ছিল। হযরত হাসান বসরী, মুজাহিদ, শা'বী (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ অধিকাংশ মুফাসসিরীন এ অভিমতটি গ্রহণ করেছেন।

ইমাম শা'বী (র.) কসম করে বলেছেন যে, উক্ত তন্দুর কুফা শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত ছিল। কুফার বর্তমান মসজিদের মধ্যবর্তী স্থানে হযরত নূহ (আ.) তাঁর নৌকা তৈরি করেছিলেন। আর তন্দুব ছিল ঐ মসজিদের প্রবেশ দ্বার।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.)-কে মহাপ্লাবনের পূর্বাভাসস্বরূপ আগেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, যখন আপনার ঘরের উনূন ফেটে পানি উঠতে দেখবেন, তখন বুঝবেন যে, মহাপ্লাবন শুরু হয়েছে। –[তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী]

আল্লামা কুরতুবী (র.) বলেন, তান্নুর শব্দের ব্যাখ্যায় মতভেদ পরিলক্ষিত হলেও আসলে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কেননা প্লাবন যখন শুরু হয়েছে, তখন রুটি পাকানো তন্দুর হতেও পানি উঠেছে, সমতলভূমি হতেও উঠেছে আর উঁচু জমিন হতেও পানি উঠেছে। সিরিয়ার আইনুল আরদার তন্দুর হতেও উঠেছে এবং কুফার তন্দুর হতেও উঠেছে। অল্প সময়ে সব একাকার হয়েছে। যেমন কুরআন পাকের আয়াতে সুস্পষ্ট ইরশাদ হয়েছে– فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا অর্থাৎ 'অতঃপর আমি মুষলধারায় বর্ষণের সাথে সাথে আসমানের দ্বারসমূহ খুলে দিলাম এবং জমিনে প্রস্রবণরূপে প্রবহমান করলাম। –[সূরা আল কামার-১১]

ইমাম শা'বী (র.) আরো বলেছেন যে, কুফার এ জা'মে মসজিদটি মসজিদে হারাম, মসজিদে নব্বী ও মসজিদে আকসার পর বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বিশ্বের চতুর্থ মসজিদ।

তুফান শুরু হওয়া মাত্র হযরত নূহ (আ.) কে হুকুম দেওয়া হলো– احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ অর্থাৎ 'জোড়বিশিষ্ট প্রত্যেক প্রাণী এক এক জোড়া করে নৌকায় তুলে নিন।' এতদ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত নূহ (আ.)-এর জাহাজে সারা দুনিয়ার সব ধরনের প্রাণীর সমাবেশ করা হয়নি; বরং যেসব প্রাণী স্ত্রী পুরুষের মিলনে জন্ম হয় এবং পানির মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে না, শুধু সেসব পশু-পাখি উঠানো হয়েছিল। জলজ প্রাণী উঠানো হয়নি। ডাঙ্গার প্রাণীকূলের মধ্যে যেসব পোকা মাকড়, কীট-পতঙ্গ, পুরুষ-স্ত্রীর মিলন ছাড়াই জন্ম হয় তাও বাদ পড়েছে। শুধু গরু, ছাগল, ঘোড়া, গাধা ইত্যাদি গৃহপালিত ও অতীব প্রয়োজনীয় পশু-পাখী কিশতিতে উঠানো হয়েছিল। এতদ্বারা এ সন্দেহ দূরীভূত হলো যে, সারা দুনিয়ার সর্বপ্রকার প্রাণীকূলের স্থান সংকুলান এতটুকু কিশতিতে কিভাবে হলো?

অতঃপর হযরত নূহ (আ.)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বেঈমান কাফেরদের বাদ দিয়ে আপনার পরিজনবর্গকে এবং সমস্ত ঈমানদারগণকে কিশতিতে তুলে নিন। তবে তৎকালে ঈমানদারদের সংখ্যা অতি নগণ্য ছিল।

জাহাজে আরোহণকারীদের সঠিক সংখ্যা কুরআনে ও হাদীসে নির্দিষ্ট করে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। তবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তাদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ৮০ জন। যাদের মধ্যে হযরত নূহ (আ.)-এর তিন পুত্র হাম, সাম, ইয়াফেস এবং তাদের ৩জন স্ত্রীও ছিল। হযরত নূহ (আ.)-এর চতুর্থ পুত্র কেন'আন কাফেরদের সাথে থাকায় সে ডুবে মরেছিল।

যানবাহনে আরোহণের আদব : ৪১ নং আয়াতে নৌকা-জাহাজ ইত্যাদি জল-যানে আরোহণ করার আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ বলে আরোহণ করবে।

مَجْرًى মাজরে অর্থ চলা, গতিশীল হওয়া।

مُرْسَى 'মুরসা' অর্থ স্থিতি বা থামা। অর্থাৎ অত্র কিশতির গতি ও স্থিতি আল্লাহর নামে, এর চলা ও থামা আল্লাহ তা'আলার মর্জি ও কুদরতের অধীন।

প্রতিটি যানবাহনের গতি ও স্থিতি আল্লাহর কুদরতের অধীন : সামান্য চিন্তা করলেই মানুষ উপলব্ধি করতে পারত যে, জলযান, স্থলযান ও শূন্যযান অথবা কোনো জানদার সওয়ারী হোক, তা সৃষ্টি বা নির্মাণ করা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা মানুষের সাধ্যাতীত ব্যাপার। স্থূলদৃষ্টিতে মানুষ হয়তো এ বলে আস্ফালন করতে পারে যে, আমরা তা তৈরি করেছি, আমরা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করছি। অথচ প্রকৃতপক্ষে তার লোহা-লক্কড়, তামা-পিতল, এলুমিনিয়াম ইত্যাদি মূল উপাদান ও কাঁচামাল তারা সৃষ্টি করে না। এক তোলা লোহা বা এক ইঞ্চি কাঠ তৈরি করার ক্ষমতাও তাদের নেই। অধিকন্তু উক্ত কাঁচামাল দ্বারা রকমারি যন্ত্রাংশ তৈরি করার কলাকৌশল তাদের মস্তিষ্কে কে দান করেছেন? মানুষ শুধু নিজ বুদ্ধির জোরে যদি তা উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করতে পারত, তাহলে

দুনিয়ায় কোনো নির্বোধ লোক থাকত না। সবাই এরিস্টটল, প্লেটো, এডিসন বনে যেত। কোথাকার কাঠ, কোন খনির লোহা, আর কোন দেশের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে যানবাহনের কাঠামো তৈরি হয়। অতঃপর শত-শত টন, হাজার হাজার মণ মালামাল বহন করে জমিনের উপর দৌড়ানো বা হাওয়ার উপর উড়ার জন্য যে শক্তি অপরিহার্য তা পানি ও বায়ুর ঘর্ষণে বিদ্যুতরূপে হোক বা জ্বালানী তেল ইত্যাদি হোক সর্বাবস্থায় চিন্তা করে দেখেন, তন্মধ্যে কোনটি মানুষ সৃষ্টি করেছে? বায়ু বা পানি কি সে সৃষ্টি করেছে? তৈল বা পেট্রোল কি সে সৃষ্টি করেছে? তার অক্সিজেনও হাইড্রোজেন শক্তি কি মানুষ সৃষ্টি করেছে?

মানুষ যদি বিবেককে সামান্য কাজে লাগায়, তাহলে অনায়াসে অনুধাবন করতে পারে যে, বিজ্ঞানের এ চরম উন্নতিও বিস্ময়কর আবিষ্কারের যুগেও মানুষ একবারে অক্ষম ও অসহায়। আর এটি হেফাজত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কুদরতের অধীন।

আত্মভোলা মানুষ তাদের বাহ্যিক জোড়া তালির কার্যকলাপ যাকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নাম দিয়েছে তার উপর গৌরব ও অহংকারের নেশায় এমন মাতাল হয়েছে যে, মৌলিক সত্যটি তাদের চোখে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এহেন বিভ্রান্তির বেড়াজাল হতে মানুষকে মুক্ত করার জন্যই আল্লাহ পাক যুগে যুগে স্বীয় পয়গাম্বরগণকে প্রেরণ করেছেন। بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا একমাত্র আল্লাহর নামেই এর গতি ও স্থিতি বলে মৌল সত্যকে চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এটা মাত্র দুই শব্দবিশিষ্ট একটি বাক্য হলেও বস্তুতঃ এটা এমন একটা ধারণার প্রতি পথনির্দেশ করে, যাদ্বারা মানুষ বস্তুজগতে বসবাস করেও ভাবজগতের অধিবাসীতে পরিণত হয় এবং সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অনুপরমাণুতে সৃষ্টিকর্তার বাস্তব উপস্থিতি অবলোকন করতে সক্ষম হয়।

মু'মিনের দুনিয়াদারী ও কাফেরের দুনিয়াদারীর মধ্যে এখানেই স্পষ্ট ব্যবধান। যানবাহনে উভয়েই আরোহণ করে, কিন্তু মু'মিন যখন কোনো যানবাহনে আরোহণ করে, তখন সে শুধু জমিনের দুরত্বই অতিক্রম করে না; বরং আধ্যাত্মিক জগতেও পরিভ্রমণ করে থাকে।

৪২ ও ৪৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর পরিজনবর্গ কিশতিতে আরোহণ করল; কিন্তু 'কেন'আন' নামক একটি ছেলে বাইরে রয়ে গেল। তখন পিতৃসুলভ স্নেহবশতঃ হযরত নূহ (আ.) তাকে ডেকে বললেন, প্রিয় বৎস, আমাদের সাথে নৌকায় আরোহণ কর, কাফেরদের সাথে থেক না, তাহলে পানিতে ডুবে মরবে। কাফের ও দুশমনদের সাথে উক্ত ছেলেটির যোগ-সাজস ছিল এবং সে নিজেও কাফের ছিল। কিন্তু হযরত নূহ (আ.) তার কাফের হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে অবহিত ছিলেন না। পক্ষান্তরে যদি তিনি তার কুফরি সম্পর্কে অবহিত থেকে থাকেন, তাহলে তার আহ্বানের মর্ম হবে নৌকায় আরোহণের পূর্বশর্ত হিসেবে কুফরি হতে তওবা করে ঈমান আনার দাওয়াত এবং কাফেরদের সংসর্গ পরিত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু হতভাগা 'কেন'আন' তখনো প্লাবনকে অগ্রাহ্য করে বলছিল– আপনি চিন্তিত হবেন না। আমি পর্বতশীর্ষে আরোহণ করে প্লাবন হতে আত্মরক্ষা করব। হযরত নূহ (আ.) পুনরায় তাকে সতর্ক করে বললেন যে, আজকে কোনো উঁচু পর্বত বা প্রাসাদ কাউকে আল্লাহর আজাব হতে রক্ষা করতে পারবে না। আল্লাহর খাস রহমত ছাড়া বাঁচার অন্য কোনো উপায় নেই। দূর থেকে পিতা পুত্রের কথোকপথন চলছিল। এমন সময় সহসা এক উত্তাল তরঙ্গ এসে উভয়ের মাঝে অন্তরাল সৃষ্টি করল এবং কেন'আনকে নিমজ্জিত করল। ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায় যে, হযরত নূহ (আ.)-এর তুফানের সময় এক একটি ঢেউ বড় বড় পাহাড়ের চূড়া হতে ১৫গজ এবং কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় ৪০গজ উচ্চতা বিশিষ্ট ছিল।

আলোচ্য আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, জমিন ও আসমান হুকুম পালন করল, প্লাবন সমাপ্ত হলো, জূদী পহাড়ে নৌকা ভিড়ল আর বলে দেওয়া হলো যে, দুরাত্মা কাফেররা চিরকালের জন্য আল্লাহর রহমত হতে দূরীভূত হয়েছে।

জূদী পাহাড় বর্তমানেও ঐ নামেই পরিচিত। সেটি হযরত নূহ (আ.)-এর মূল আবাসভূমি। ইরাকের মোসেল শহরের উত্তরে ইবনে ওমর দ্বীপের অদূরে আর্মেনিয় সীমান্তে অবস্থিত।

বস্তুতঃ এটি একটি পর্বতমালার অংশবিশেষের নাম। এর অপর এক অংশের নাম আরারাত পর্বত। বর্তমান তাওরাতে দেখা যায় যে, হযরত নূহ (আ.) -এর কিশতি আরারাত পর্বতে ভিড়েছিল। উভয় বর্ণনার মধ্যে মৌলিক কোনো বিরোধ নেই। প্রাচীন ইতিহাসে প্রচলিত বর্ণনায়ও দেখা যায় যে, জুদী পাহাড়েই কিশতি ভিড়েছিল। প্রাচীন ইতিহাসে আরো উল্লেখ আছে যে, ইরাকের বিভিন্নস্থানে উক্ত কিশতির ভগ্ন টুকরা এখনো আছে অনেকের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে, যা বরকতের জন্য সংরক্ষিত হয় এবং রোগ ব্যাধিতে ব্যবহার করা হয়।

তাফসীরে তাবারী ও বগভীতে আছে যে, হযরত নূহ (আ.) ১০ই রজব কিশতিতে আরোহণ করেছিলেন : দীর্ঘ ৬মাস পর্যন্ত উক্ত কিশতি তুফানের মধ্যেই চলছিল। যখন কা'বা শরীফের পার্শ্বে পৌছল, তখন সাত বার কা'বা শরীফের তওয়াফ করল। আল্লাহ তা'আলা বায়তুল্লাহ শরীফকে পানির উপরে তুলে রক্ষা করেছিলেন। পরিশেষে ১০ই মুহাররম অর্থাৎ আশুরার দিন জুদী পাহাড়ে কিশতি ভিড়ল। হযরত নূহ (আ.) স্বয়ং সেদিন শোকরানার রোজা রাখলেন এবং সহযাত্রী সবাইকে রোজা পালনের নির্দেশ দিলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, কিশতিতে অবস্থানরত যাবতীয় প্রাণীও সেদিন রোজা পালন করেছিল। -[তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারী]

শব্দবিশ্লেষণ :

يُخْزِيْهِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসাদর اَلْاِخْزَاءُ মূলবর্ণ (خ ـ ز ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- অপমানিত করা। লাঞ্ছিত করা।

سَاٰوِىْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاَوْىُ মূলবর্ণ (أ ـ و ـ ى) জিনস مركب (لفيف مقرون ও مهموز فاء) অর্থ- অবতরণ করা।

اِبْلَعِىْ : সীগাহ واحد مؤنث حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْبَلْعُ মূলবর্ণ (ب ـ ل ـ ع) জিনস صحيح অর্থ- গিলে ফেলা, গলাধঃকরণ করা।

اَقْلِعِىْ : সীগাহ واحد مؤنث حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقْلَاعُ মূলবর্ণ (ق ـ ل ـ ع) জিনস صحيح অর্থ- থেমে যাওয়া।

غِيْضَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব ضَرَبَ মাসাদর اَلْغَيْضُ মূলবর্ণ (غ ـ و ـ ض) জিনস اجوف واوى অর্থ- জমি পানি চোষণ করা। পানি শুকানো।

اِسْتَوَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ; মাসদার اَلْاِسْتِوَاءُ মূলবর্ণ (س ـ و ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- স্থির হওয়া। যখন اِسْتِوَاء এর ব্যবহার عَلٰى এর সাথে হয়, তখন অর্থ হয় اِسْتِقْرَارٌ তথা স্থির হওয়া এবং اِرْتِفَاعٌ উঁচু হওয়া ও আরোহণ করা।

قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۫ۖ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنِّيْۤ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ (٤٦)

৪৬. আল্লাহ বললেন, "হে নূহ! এ ব্যক্তি তোমার পরিবারভুক্ত নয়, সে অসৎ কর্মপরায়ণ, অতএব আমার নিকট এমন বিষয়ের আবেদন করো না যে সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নেই; আমি তোমাকে নসিহত করছি যে, তুমি অজ্ঞ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"

قَالَ رَبِّ اِنِّيْۤ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ؕ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْۤ اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ (٤٧)

৪৭. তিনি আরজ করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট এমন বিষয়ের আবেদন করা হতে পানাহ চাচ্ছি যে সম্বন্ধে আমার ইলম নেই; আর যদি আপনি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমার প্রতি দয়া না করেন, তবে আমি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যাব।

قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰۤى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ ؕ وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٤٨)

৪৮. বলা হলো যে, হে নূহ! অবতরণ কর আমার পক্ষ হতে সালাম ও বরকতসমূহ নিয়ে যা তোমার উপর নাজিল হবে এবং সেই দলসমূহের উপর যারা তোমার সঙ্গে রয়েছে; আর অনেক দল এরূপও হবে যাদেরকে আমি কিছুকাল [দুনিয়ার] সুখ-স্বচ্ছন্দ্য দান করব, তৎপর তাদেরকে আমার পক্ষ হতে কঠোর শাস্তি স্পর্শ করবে।

تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَاۤ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَاۤ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۛؕ فَاصْبِرْ ۛؕ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ (٤٩)

ع

৪৯. তা গায়বি সংবাদসমূহের অন্তর্গত যা ওহী মারফত আপনাকে পৌঁছাই, ইতঃপূর্বে তা না আপনি জানতেন আর না আপনার সম্প্রদায় জানত; অতএব ধৈর্য ধরুন; নিশ্চয় শুভপরিণাম মুত্তাকীদের জন্যই।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৬. قَالَ يٰنُوْحُ আল্লাহ বললেন, হে নূহ! اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ এ ব্যক্তি তোমার পরিবারবর্গ হতে নয় اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ সে অসৎকর্ম পরায়ণ فَلَا تَسْـَٔلْنِ অতঃএব আমার নিকট এমন বিষয়ের আবেদন করো না مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ যে সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নেই اِنِّيْۤ اَعِظُكَ আমি তোমাকে নসিহত করছি যে, اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ তুমি অজ্ঞ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

৪৭. قَالَ رَبِّ তিনি আরজ করলেন, হে আমার প্রতিপালক اِنِّيْۤ اَعُوْذُ بِكَ আমি আপনার নিকট পানাহ চাচ্ছি اَنْ اَسْـَٔلَكَ এমন বিষয়ে আবেদন করা হতে مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ যে সম্বন্ধে তোমার জানা নেই وَاِلَّا تَغْفِرْ لِيْ আর যদি আপনি ক্ষমা না করেন وَتَرْحَمْنِيْ এবং আমার প্রতি দয়া না করেন اَكُنْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ তবে আমি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যাব।

৪৮. قِيْلَ يٰنُوْحُ বলা হলো হে নূহ! اهْبِطْ অবতরণ কর بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ আমার পক্ষ হতে সালাম ও বরকতসমূহ নিয়ে عَلَيْكَ যা তোমার উপর নাজিল হবে وَعَلٰۤى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ এবং সেই দলসমূহের উপর যারা তোমার সঙ্গে রয়েছে وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ আর অনেক দল এরূপ ও হবে যাদেরকে আমি কিছু কাল সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দান করব ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا তৎপর তাদের আমার পক্ষ হতে স্পর্শ করবে عَذَابٌ اَلِيْمٌ কঠোর শাস্তি।

৪৯. تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ তা গায়বি সংবাদ সমূহের অন্তর্গত نُوْحِيْهَاۤ اِلَيْكَ যা ওহী মারফত আপনাকে পৌঁছাই مِنْ قَبْلِ هٰذَا ইতঃপূর্বে مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَاۤ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ আর না আপনি জানতেন না আপনার সম্প্রদায়। فَاصْبِرْ অতএব, ধৈর্য ধরুন اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ নিশ্চয় শুভ পরিণাম মুক্তাকীদের জন্যই।

৫০. আর আ'দ [সম্প্রদায়]-এর প্রতি তাদের ভাই হূদকে [রাসূলরূপে] প্রেরণ করলাম; তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর তিনি ব্যতীত কেউ তোমাদের মা'বুদ নেই। তোমরা কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী।	وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۖ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ (٥٠)
৫১. হে আমার সম্প্রদায়! আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোনো বিনিময় চাই না; আমার বিনিময় কেবল তারই জিম্মায় রয়েছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন; তবুও কি তোমরা বুঝ না?	يَٰقَوْمِ لَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِىٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٥١)
৫২. আর হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজেদের পাপ নিজ প্রতিপালক হতে মাফ করিয়ে নাও, অতঃপর তাঁরই পানে নিবিষ্ট হও, তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং তোমাদেরকে আরো শক্তি প্রদান করে তোমাদের শক্তিকে বর্ধিত করে দিবেন। আর তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিও না পাপে লিপ্ত অবস্থায়।	وَيَٰقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا۟ مُجْرِمِينَ (٥٢)
৫৩. তারা উত্তর দিল, হে হূদ! আপনি আমাদের সম্মুখে কোনো প্রমাণ তো উপস্থাপিত করেননি এবং আমরা আপনার কথায় তো আমাদের উপাস্য দেবতাদেরকে বর্জন করতে পারি না এবং আমরা কিছুতেই আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী নই।	قَالُوا۟ يَٰهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِىٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (٥٣)

শাব্দিক অনুবাদ :

৫০. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا আর আ'দ (সম্প্রদায়)-এর প্রতি তাদের ভাই হূদকে প্রেরণ করলাম قَالَ তিনি বললেন يَٰقَوْمِ হে আমার কওম اعْبُدُوا اللَّهَ তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ তিনি ব্যতীত কেউ তোমাদের মাবুদ নেই إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ তোমরা কেবল মিথ্যা উদ্ভাবনকারী।

৫১. يَٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়! لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا আমি এটার জন্য তোমাদের নিকট কোনো বিনিময় চাই না إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي আমার বিনিময় কেবল তারই জিম্মায় রয়েছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন أَفَلَا تَعْقِلُونَ তবুও কি তোমরা বুঝ না।

৫২. وَيَٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায় اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ তোমরা নিজেদের পাপ নিজ প্রতিপালক হতে মাফ করিয়ে নাও ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ অতঃপর তারই পানে নিবিষ্ট হও يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ এবং তোমাদেরকে আরো শক্তি প্রদান করে তোমাদের শক্তিকে বর্ধিত করে দিবেন وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ আর তোমরা মুখ ফিরায়ো না পাপে লিপ্ত থেকে।

৫৩. قَالُوا তারা উত্তর করল يَٰهُودُ হে হূদ! مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ আপনি আমাদের সম্মুখে কোনো প্রমাণ তো উপস্থিত করেননি وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا আর আমরা তো আমাদের উপাস্য দেবতাদেরকে বর্জন করতে পারি না عَن قَوْلِكَ আপনার কথায় وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ এবং আমরা কিছুতেই আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী নই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৪৬নং আয়াতে আল্লাহর পক্ষ হতে হযরত নূহ (আ.) -এর প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, মন-মানসিকতার দিক দিয়ে এ ছেলেটি আপনার পরিবার পরিজনের অন্তর্ভুক্ত নেই। সে একজন দুরাত্মা কাফের। সুতরাং প্রকৃত অবস্থা না জেনে আমার কাছে কোনো আবেদন করা আপনার পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। ভবিষ্যতে অজ্ঞতা সুলভ কাজ না করার জন্য আমি আপনাকে নসিহত করছি।

আল্লাহ তা'আলার অত্র ফরমানের মধ্যে দু'টি বিষয় জানা গেল। প্রথম এই যে, হযরত নূহ (আ.) উক্ত পুত্রটির চূড়ান্ত কাফের হওয়া সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না; বরং তার মুনাফেকীর কারণে তিনি তাকে ঈমানদার মনে করেছিলেন। তাই তিনি তার জন্য দোয়া করেছিলেন। জানা থাকলে তিনি কিছুতেই এমন দোয়া করতেন না। কেননা আল্লাহ তা'আলা হযরত নূহ (আ.) কে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, وَلَا تُخَاطِبْنِى فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ 'অতঃপর মহাপ্লাবন যখন শুরু হবে, আপনি তখন কোনো অবাধ্য কাফেরের জন্য আমার কাছে সুপারিশ করবেন না।' এহেন স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের দুঃসাহস করা কোনো নবীর পক্ষে সম্ভব নয়। বস্তুতঃ পক্ষে এটি জরুরি অবস্থায় কেন'আনকে রক্ষা করার আবদার ছিল না বরং তাকে ঈমান দান করার জন্য আল্লাহর দরবারে আকুল আবেনদন ছিল; কিন্তু হযরত নূহ (আ.) -এর মতো একজন বিশিষ্ট নবী কর্তৃক ভালোমতো না জেনে শুনে এরূপ দোয়া করাকেও আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন নি; বরং এরূপ দোয়া তার জন্য অসমীচীন হয়েছে বলে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন এবং ভবিষ্যতের জন্য সতকর্ত করে দিয়েছেন। পয়গাম্বরের উচ্চ মার্যাদার পক্ষে এটি এমন একটি ত্রুটি যা পরবর্তীকালে তিনি কখনো ভুলতে পারেন নি। তাই হাশরের ময়দানে সমগ্র মানবজাতি যখন তার কাছে সুপারিশের অনুরোধ জানাবে, তখনো তিনি উক্ত ত্রুটিকে ওজর হিসেবে তুলে ধরে বলবেন যে, আমি এমন একটি ভুল করেছি, যার ফলে আজ সুপারিশ করার হিম্মত হয় না।

কাফের ও জালেমের জন্য দোয়া করা জায়েজ নয় : উপরিউক্ত বয়ান দ্বারা একটি মাসআলা জানা গেল যে, দোয়াকারীর কর্তব্য হচ্ছে যার জন্য ও যে কাজের জন্য দোয়া করা হবে– তা জায়েজ, হালাল ও ন্যায়সঙ্গত কি না তা জেনে নেওয়া। সন্দেহজনক কোনো বিষয়ের জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ হয়েছে। তাফসীরে বয়যাবীর উদ্ধৃতি দিয়ে রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতে যেহেতু সন্দেহজনক ক্ষেত্রে দোয়া করা নিষিদ্ধ হয়েছে, কাজেই জেনে শুনে অন্যায় ও অবৈধ কাজের পক্ষে দোয়া করা অধিকতর হারাম।

এতদ্বারা আরো জানা গেল যে, বর্তমানে অনেক পীর বুযুর্গানের নীতি হচ্ছে যে, কোনো ব্যক্তি যে কোনো দোয়ার জন্য তাদের কাছে আসে, পীর বুযুর্গান তাদের জন্যই হাত তোলেন, মকসুদ হাসিলের দোয়া করেন। অথচ অনেক ক্ষেত্রে তাদের জানা যে, এ ব্যক্তি জালেম ও অন্যায়কারী, অথবা যে মকসুদের জন্য দোয়া করাচ্ছে তা তার জন্য হালাল নয়। এমন কোনো চাকরি বা পদ লাভের জন্য দোয়া চায়, যার ফলে সে হারামে লিপ্ত হবে। অথবা কারো হক নষ্ট করে নিজে লাভবান হবে। জেনে শুনে এসব দোয়া করা তো হারাম বটেই, এমনকি সন্দেহজনক ব্যাপারেও প্রকৃত অবস্থা না জেনে দোয়ার জন্য হাত তোলাও সমীচীন নয়।

মু'মিন ও কাফেরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব হতে পারে না : এখানে আরো জানা গেল যে, মু'মিন ও কাফেরের মধ্যে যতই নিকটাত্মীয়ের সম্পর্ক থাক না কেন, ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে উক্ত আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য করা যাবে না। কোনো ব্যক্তি যতই সম্ভ্রান্ত বংশীয় হোক না কেন, যতই বড় বুযুর্গের সন্তান হোক না কেন, এমনকি সৈয়দ বংশীয়

হওয়ার গৌরব অর্জন করুক না কেন, কিন্তু যদি সে ঈমানদার না হয়, তবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে তার আভিজাত্য ও নবীর নিকটাত্মীয় হওয়ার কোনো মূল্য নেই। ঈমান, তাকওয়া ও যোগ্যতার ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হবে যার মধ্যে এসব গুণের সমাবেশ হয়েছে সে পর হলেও আপনজন। অন্যথা আপন আত্মীয় হলেও সে পর।

ধর্মীয় ক্ষেত্রেও যদি আত্মীয়তার লক্ষ্য রাখা হতো, তাহলে ভাইয়ের উপর ভাই কখনো তলোয়ার চালাতো না। বদর, ওহুদ, ও আহযাবের লড়াই তো একই বংশের লোকদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। যাতে করে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ও জাতীয়তা বংশ,বর্ণ, ভাষা বা আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে গড়ে উঠে না, বরং ঈমান, তাকওয়া ও সৎকর্মশীলতার ভিত্তিতে গড়ে উঠে। তারা যে কোনো বংশের, যে কোনো গোত্রের, যে কোনো বর্ণের, যে কোনো দেশের, যে কোনো ভাষ্যভাষী হোক না কেন, সবাই মিলে এক জাতি, একই ভ্রাতৃত্বের অটুট বন্ধনে আবদ্ধ। إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 'সকল মুসলমান ভাই ভাই' আয়াতের এটাই মর্মকথা অপরদিকে যারা ঈমান ও সৎকর্মশীলতা হতে বঞ্চিত, তারা ইসলামি ভ্রাতৃত্বের সদস্য নয়।

সূরা হূদের ৫০ হতে ৬০ পর্যন্ত ১১ আয়াতে বিশিষ্ট পয়গাম্বর হযরত হূদ (আ.)-এর আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর নামেই অত্র সূরার নামকরণ করা হয়েছে। অত্র সূরার মধ্যে হযরত নূহ (আ.) হতে হযরত মূসা (আ.) পর্যন্ত সাত জন আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) ও তদীয় উম্মতগণের কাহিনী কুরআন পাকের বিশেষ বাচনভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে, যা যে কোনো অনুভূতিশীল মানুষের অন্তরে ভাবান্তর সৃষ্টি না করে পারে না। তাছাড়া ঈমান ও সৎকর্মের বহু মূলনীতি এবং উত্তম পথনির্দেশ রয়েছে।

যদিও অত্র সূরার মধ্যে সাতজন পয়গাম্বরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সূরার নামকরণ করা হয়েছে হযরত হূদ (আ.)-এর নামে। যাতে বুঝা যায় যে, এখানে হযরত হূদ (আ.)-এর ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আল্লাহ পাক হযরত হূদ (আ.)-কে আদ জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরণ করেছিলেন। দৈহিক আকার আকৃতিতে ও শারীরিক শক্তি সামার্থ্যের দিক দিয়ে 'আদ জাতিকে মানব ইতিহাসে অনন্য বলে চিহ্নিত করা হয়। হযরত হূদ (আ.)-ও উক্ত জাতিরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যেমন- أَخَاهُمْ هُودًا 'তাদের ভাই হূদ' শব্দে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, এত বড় বীর ও শক্তিশালী জাতি তাদের বিবেক ও চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। নিজেদের হাতে তৈরি প্রস্তরমূর্তিকে তারা তাদের মা'বুদ সাব্যস্ত করেছিল।

হযরত হূদ (আ.) তার কওমের নিকট যে দীনি দাওয়াত পেশ করেন, তার তিনটি মূলকথা ৫০, ৫১ ও ৫২ এই তিন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমত : তাওহীদ বা একত্ববাদের আহ্বান এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো সত্তা বা শক্তিকে ইবাদত বা উপাসনার যোগ্য মনে করা বাতুলতা মাত্র। দ্বিতীয় হচ্ছে, আমি যে তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে এসেছি, এজন্য জীবন উৎসর্গ করছি। তোমরা চিন্তা করে দেখ তো, আমি এহেন কষ্ট ক্লেশের পথ কোন স্বার্থে অবলম্বন করেছি? আমি তো এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না। আমার বস্তুগত কোনো ফায়দা বা স্বার্থ হাসিল হচ্ছে না। এটা যদি আল্লাহর নির্দেশ এবং আমার দায়িত্ব না হতো, তাহলে তোমাদেরকে দাওয়াত দিতে ও সংশোধন করতে গিয়ে এত কষ্ট ক্লেশ বরণ করার কি প্রয়োজন ছিল?

ওয়াজ নসিহত ও দীনি দাওয়াতের পারিশ্রমিক : কুরআন শরীফে প্রায় নবী (আ.)-গণের যবানীতে এ উক্তি ব্যক্ত হয়েছে যে, "আল্লাহর দীনের দাওয়াত পৌছানোর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না" এতে বুঝা যায় যে, দীনি দাওয়াত ও তবলীগের কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হলে তা ফলপ্রসু হয় না। বাস্তব অভিজ্ঞতাও সাক্ষ্য দেয় যে, যারা ওয়াজ নসিহত করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে, তাদের কথা শ্রোতাদের অন্তরে কোনো তাছির করতে পারে না।

তৃতীয়ত কথা হচ্ছে, নিজেদের অতীত জীবনে কুফরি , শিরকী ইত্যাদি যত গুনাহ্ করেছ । সেসব থেকে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ভবিষ্যতের জন্য ঐসব গুনাহ্ হতে তওবা কর । অর্থাৎ দৃঢ় সংকল্প ও প্রতিজ্ঞা কর যে, আগামীতে আর কখনো এসবের ধারে কাছেও যাবো না । যদি তোমরা এরূপ সত্যিকার তওবা ও এস্তেগফার করতে পার, (তবে তার বদৌলতে পরকালের চিরস্থায়ী সাফল্য ও সুখময় জীবন তো লাভ করবেই) অধিকন্তু দুনিয়াতেও এটার বহু উপকারিতা দেখতে পাবে । দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির পরিসমাপ্তি ঘটবে, যথাসময়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে, যার ফলে তোমাদের আহার্য পানীয়ের প্রাচুর্য হবে, তোমাদের শক্তি সামার্থ্য বর্ধিত হবে ।

এখানে 'শক্তি' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । যার মধ্যে দৈহিক শক্তি এবং ধনবল ও জনবল সবাই অন্তর্ভুক্ত । এতদ্বারা জানা গেল যে, তওবা ও এস্তেগফারের বদৌলতে ইহজীবনেও ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদির মধ্যে বরকত হয়ে থাকে ।

হযরত হূদ (আ.)-এর আহ্বানের জবাবে তার দেশবাসী মূর্খতাসূলভ উত্তর দিল যে, আপনি তো আমাদেরকে কোনো মু'জিযা দেখালেন না । শুধু মুখের কথায় আমরা নিজেদের বাপ দাদার আমলের উপাস্য দেব দেবীগুলোকে বর্জন করব না এবং আপনার প্রতি ঈমানও আনব না; বরং আমরা সন্দেহ করছি যে, আমাদের দেবতাদের নিন্দাবাদ করার কারণে আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেছে । তাই আপনি এমন অসংলগ্ন কথা বলছেন ।

শব্দবিশ্লেষণ :

أَعِظُكَ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَعْظُ মূলবর্ণ (و . ع . ظ) জিনস معتل فاء অর্থ– নসিহত করা, উপদেশ দেওয়া ।

أَعُوْذُبِكَ : أَعُوْذُ সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَوْذُ মূলবর্ণ (ع . و . ذ) জিনস اجوف واوى অর্থ– অন্যের কাছে অনুরোধ করা এবং আশ্রয় চাওয়া, পানাহ চাওয়া ।

مُفْتَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِفْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ف . ر . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– মিথ্যা অপবাদ দেওয়া ।

تُوْبُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتَّوْبَةُ মূলবর্ণ (ت . و . ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তওবা করা । গোনাহ থেকে ফিরে আসা । তওবার তাওফীক দেওয়া । তাওবা কবুল করা ।

مِدْرَارًا : সীগায়ে মুবালাগাহ । অধিক বর্ণকারারী । বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ মাসদার اَلدَّرُّ ; মূলবর্ণ (د . ر . ر) জিনস مضاعف ثلاثى এর মূল অর্থ– দুধ অথবা দুধের আধিক্য হওয়া ।

جِئْتَنَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَجِيْئَةُ মূলবর্ণ (ج . ى . أ) জিনস مركب (اجوف يائ ও مهموز لام) অর্থ– আসা ।

اِنْ نَّقُوْلُ اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ؕ قَالَ اِنِّیْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّیْ بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ (٥٤)

৫৪. আমাদের কথা তো এই যে, আমাদের উপাস্য দেবতাদের মধ্য হতে কেউ আপনাকে দুর্দশায় ফেলে দিয়েছে; হূদ (আ.) বললেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাক, আমি ঐ সমস্ত বস্তুর প্রতি অসন্তুষ্ট যাদেরকে তোমরা শরিক সাব্যস্ত করছ।

مِنْ دُوْنِهٖ فَكِیْدُوْنِیْ جَمِیْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ (٥٥)

৫৫. আল্লাহকে ছেড়ে অনন্তর তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাও, অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশও দিও না।

اِنِّیْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّیْ وَرَبِّكُمْ ؕ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِیَتِهَا ؕ اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ (٥٦)

৫৬. আমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেছি যিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক; ভূপৃষ্ঠে যত বিচরণকারী আছে সকলের ঝুটিই তার মুষ্টিতে আবদ্ধ। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সরল পথে আছেন।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖٓ اِلَیْكُمْ ؕ وَیَسْتَخْلِفُ رَبِّیْ قَوْمًا غَیْرَكُمْ ۚ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَیْـًٔا ؕ اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ حَفِیْظٌ (٥٧)

৫৭. অতঃপর যদি তোমরা ফিরে থাক, তবে আমাকে যে পয়গাম দিয়ে তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছে, আমি তো তা তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি। আর আমার প্রতিপালক ভূপৃষ্ঠে তোমাদের স্থলে অন্য লোকদেরকে আবাদ করে দিবেন, এবং তোমরা তার কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না; নিশ্চয় আমার প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তু রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৪. اِنْ نَّقُوْلُ আমাদের কথা তো এই যে, اِلَّا اعْتَرٰىكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ, আমাদের উপস্যা দেবতাদের মধ্য হতে কেউ আপনাকে দুর্দশায় ফেলে দিয়েছে قَالَ হূদ (আ.) বললেন اِنِّیْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি وَاشْهَدُوْٓا এবং তোমরাও সাক্ষী থাক اَنِّیْ بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ আমি ঐ সমস্ত বস্তুর প্রতি অসন্তুষ্ট যাদেরকে তোমরা শরিক সাব্যস্ত করছ।

৫৫. مِنْ دُوْنِهٖ আল্লাহকে ছেড়ে فَكِیْدُوْنِیْ جَمِیْعًا অনন্তর তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাও ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশও দিও না।

৫৬. اِنِّیْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ আমি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেছি رَبِّیْ وَرَبِّكُمْ যিনি আমারও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক مَا مِنْ دَآبَّةٍ ভূপৃষ্ঠে যতবিরচণকারী আছে اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِیَتِهَا সকলের ঝুটিই তার মুষ্টিতে আবদ্ধ اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ নিশ্চয় আমার প্রতিপালক সরল পথে অবস্থিত।

৫৭. فَاِنْ تَوَلَّوْا অতঃপর যদি তোমরা ফিরে থাক فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ তবে আমি তো তা তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি। مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖٓ اِلَیْكُمْ আমাকে যে পয়গাম দিয়ে তোমাদের প্রতি পাঠানো হয়েছে وَیَسْتَخْلِفُ رَبِّیْ আর আমার প্রতিপালক ভূপৃষ্ঠে আবাদ করে দিবেন قَوْمًا غَیْرَكُمْ তোমাদের স্থলে অন্য লোকদেরকে وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَیْـًٔا এবং তোমরা তার কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ حَفِیْظٌ নিশ্চয় আমার প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন।

وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ (٥٨)

৫৮. আর যখন আমার [আজাবের] হুকুম এসে পৌঁছল, তখন আমি হূদকে এবং যারা তাঁর সঙ্গে ঈমানদার ছিল তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে রক্ষা করলাম, আর তাদেরকে বাঁচিয়ে নিলাম অতি কঠিন আজাব হতে।

وَتِلْكَ عَادٌ ۟ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهٗ وَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ (٥٩)

৫৯. আর এরা ছিল আ'দ সম্প্রদায়, যারা নিজেদের রবের নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করল এবং তাঁর রাসূলগণের কথা মানল না, পক্ষান্তরে তারা সম্পূর্ণরূপে এমন লোকদের কথা মতো চলতে লাগল যারা ছিল জালেম, হঠকারী।

وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اَلَآ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ۭ اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ (٦٠)

৬০. আর এ দুনিয়াতেও লা'নত তাদের সঙ্গে সঙ্গে রইল এবং কিয়ামতের দিনও। ভালোরূপে শুনে রাখ! আ'দ সম্প্রদায় তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করল; [আরো] শুনে রাখ, দূরে পড়ে গেল রহমত হতে আ'দ যারা হূদের সম্প্রদায় ছিল।

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ۭ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ۭ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ (٦١)

৬১. আর আমি ছামূদ [সম্প্রদায়] -এর নিকট তাদের ভ্রাতা সালেহকে নবীরূপে প্রেরণ করলাম। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত কেউ তোমাদের মা'বূদ নেই; তিনি তোমাদেরকে জমিন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে তাতে আবাদ করেছেন, অতএব তোমরা নিজেদের পাপ তা হতে মাফ করিয়ে নাও, অতঃপর মনোনিবেশ কর তাঁরই দিকে; নিশ্চয় আমার প্রতিপালক নিকটে আছেন, [আবেদন] গ্রহণকারী।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৮. وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا আর যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল نَجَّيْنَا তখন আমি রক্ষা করলাম هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ হূদকে এবং যারা তার সাথে ঈমানদার ছিল তাদেরকে بِرَحْمَةٍ مِّنَّا স্বীয় অনুগ্রহে وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ আর তাদেরকে বাঁচিয়ে নিলাম অতি কঠিন আজাব থেকে।

৫৯. وَتِلْكَ عَادٌ আর এরা ছিল আদ সম্প্রদায় جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ যারা নিজেদের রবের নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করল وَعَصَوْا رُسُلَهٗ এবং তাঁর রাসূলগণের কথা মানল না وَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ পক্ষান্তরে তারা সম্পূর্ণরূপে এমন লোকদের কথা মতো চলতে লাগল যারা ছিল জালেম হঠকারী।

৬০. وَاُتْبِعُوْا আর তাদের সঙ্গে সঙ্গে রইল فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا এ দুনিয়াতেও لَعْنَةً লা'নত وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ এবং কিয়ামতের দিনও اَلَآ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ স্মরণ রেখ আ'দ সম্প্রদায় প্রতিপালকের সঙ্গে কুফরি করল اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ (আরো) শুনে রাখ দূরে পড়ে গেল রহমত হতে আ'দ যারা হূদের কওম ছিল।

৬১. وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا আর আমি ছামূদ (সম্প্রদায়) -এর নিকট তাদের ভ্রাতা ছালেহকে নবী রূপে প্রেরণ করলাম قَالَ তিনি বললেন يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ তিনি ব্যতীত তোমাদের কোনো মাবূদ নেই هُوَ اَنْشَاَكُمْ তিনি তোমাদেরকে পয়দা করেছেন مِّنَ الْاَرْضِ জমিন হতে وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا এবং তোমাদেরকে তাতে আবাদ করেছেন فَاسْتَغْفِرُوْهُ অতঃএব, তোমরা নিজেদের পাপ হতে তা মাফ করিয়ে নাও ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ অতঃপর মনোনিবেশ কর তারই দিকে اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ নিশ্চয় আমার প্রতিপালক নিকটে আছেন مُّجِيْبٌ (আবেদন) গ্রহণকারী।

৬২. তারা বলল, হে সালেহ! তুমি তো ইতঃপূর্বে আমাদের মধ্যে আশা ভরসাস্থল ছিলে, তুমি কি আমাদেরকে ঐ বস্তু উপাসনা করতে নিষেধ করছ যাদের উপাসনা আমাদের পিতৃপুরুষরা করে আসছে? আর যে ধর্মের দিকে তুমি আমাদেরকে ডাকছ, বস্তুত আমরা তো তৎসম্বন্ধে গভীর সন্দেহে আছি। যা আমাদেরকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ফেলে রেখেছে।

قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَآ اَتَنْهٰىنَآ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ (٦٢)

শাব্দিক অনুবাদ :

৬২. قَالُوْا يٰصٰلِحُ তারা বলল হে সালেহ! قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا তুমি আমাদের মধ্যে আশা ভরসাস্থল ছিলে قَبْلَ هٰذَآ ইতঃপূর্বে اَتَنْهٰىنَآ তুমি কি আমাদেরকে নিষেধ করতেছ اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا ঐ বস্তুর উপাসনা করতে যাদের উপাসনা আমাদের পিতৃপুরুষেরা করে আসছে وَاِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ আর বস্তুতঃ আমরা তো তৎসম্বন্ধে গভীর সন্দেহে আছি مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ যে ধর্মের দিকে তুমি আমাদেরকে ডাকতেছ مُرِيْبٍ যা আমাদেরকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে রেখেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তদুত্তরে হযরত হূদ (আ.) পয়গাম্বরসুলভ নির্ভীক কণ্ঠে জবাব দিলেন, তোমরা যদি আমার কথা না মান, তবে শোন! আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সব অলীক উপাস্যদের প্রতি আমি রুষ্ট ও বিমুখ। এখন তোমরা ও তোমাদের দেবতারা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট সাধনের, আমার উপর আক্রমণের চেষ্টা করে দেখ, আমাকে বিন্দুমাত্র অবকাশ দিও না। এত বড় কথা আমি এজন্য বলছি যে, আমি আল্লাহ তা'আলার উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখি যিনি আমার এবং তোমাদের একমাত্র পালনকর্তা। ধরাধামে কেউ কারো কোনো ক্ষতি করতে পারে না। নিশ্চয় আমার পরওয়ারদেগার সরল পথে রয়েছেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সরল পথে চলবে, সে আল্লাহকে পাবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সাহায্য করবেন

সমগ্র জাতির মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে এমন নির্ভীক ঘোষণা ও তাদের দীর্ঘ দিনের লালিত ধর্মীয় ধ্যান ধারণায় আঘাত হানা সত্ত্বেও এত বড় সাহসী ও শক্তিশালী জাতির মধ্যে কেউ তার একটি কেশও স্পর্শ করতে পারল না। বস্তুত এটাও হযরত হূদ (আ.)-এর একটি মু'জিযা। এর দ্বারা একে তো তাদের এ কথার জবাব দেওয়া হয়েছে যে, আপনি কোনো মু'জিযা প্রদর্শন করেননি। দ্বিতীয়ত তারা যে বলত" আমাদের কোনো কোনো দেবতা আপনার মস্তিষ্ক নষ্ট করে দিয়েছে তাও বাতিল করা হলো। কারণ দেব দেবীর যদি কোনো ক্ষমতা থকাত, তবে এত বড় কথা বলার পর ওরা তাকে জীবিত রাখত না।

অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা যদি এভাবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে থাক, তবে জেনে রাখ, যে পয়গাম পৌঁছার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে, আমি তা যথাযথভাবে তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি। অতএব, তোমাদের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে যে, তোমাদের উপর আল্লাহর আজাব ও গজব আপতিত হবে, তোমরা সমূলে নিপাত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর আমার পরওয়ারদেগার তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে এ পৃথিবীতে আবাদ করবেন। তোমরা যা করছ তাতে তোমাদেরই সর্বনাশ করছ, আল্লাহ তা'আলার কোনো ক্ষতি করছ না আমার পালনকর্তা সর্বকিছু লক্ষ্য রাখেন, রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তোমাদের সব ধ্যান-ধারণা ও কার্য কলাপের তিনি খবর রাখেন।

কিন্তু হতভাগার দল হযরত হূদ (আ.)-এর কোনো কথায় কর্ণপাত করল না। তারা নিজেদের হঠকারিতা ও অবাধ্যতার উপর অবিচল রইল। অবশেষে প্রচণ্ড ঝড়-তুফান রূপে আল্লাহর আজাব নেমে এলো। সাত দিন আট রাত যাবত অনবরত ঝড় তুফান বইতে লাগল। বাড়ি ঘর ধ্বসে গেল, গাছ পালা উপড়ে পড়ল, গৃহ-ছাদ উড়ে গেল মানুষ ও সকল জীবজন্তু শূন্যে উত্থিত হয়ে সজোরে জমিনে নিক্ষিপ্ত হলো, এভাবেই সুঠাম দেহের অধিকারী শক্তিশালী একটি জাতি সম্পূর্ণ ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেল।

'আদ জাতির উপর যখন প্রতিশ্রুত আজাব নাজিল হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তার চিরন্তন বিধান অনুযায়ী হযরত হূদ (আ.) ও সঙ্গি ঈমানদারগণকে সেখান থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে আজাব হতে রক্ষা করেন।

'আদ জাতির কাহিনী ও আজাবের ঘটনা বর্ণনা করার পর অপরাপর লোকদের শিক্ষা ও সতর্কীকরণের জন্য ইরশাদ করেছেন যে, কওমে আদ আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে, আল্লাহর রাসূলগণকে অমান্য করেছে, হঠকারী পাপিষ্টদের কথামতো কাজ করেছে। যার ফলে দুনিয়াতে তাদের প্রতি গজব নাজিল হয়েছে এবং আখেরাতে অভিশপ্ত আজাবে নিক্ষিপ্ত হবে।

এখানে বুঝা যায় যে, 'আদ জাতি ঝড় তুফানের কবলে পতিত হয়েছিল। কিন্তু 'সূরা মু'মিনূন' -এর বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, ভয়ঙ্কর গর্জনে তারা ধ্বংস হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, হয়তো উভয় প্রকার আজাবই নাজিল হয়েছিল। প্রথমে ঝড় তুফান শুরু হয়েছিল, চরম পর্যায়ে ভয়ঙ্কর গর্জনে তারা ধ্বংস হয়েছিল।

৬১ থেকে ৬৮ পর্যন্ত ৮ আয়াতে হযরত সালেহ (আ.) -এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তিনি 'আদ জাতির দ্বিতীয় শাখা 'কওমে ছামূদ' এর প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনিও তার কওমকে সর্বপ্রথম তাওহীদের দাওয়াত দিলেন। দেশবাসী তা প্রত্যাখ্যান করে বলল– "এ পাহাড়ের প্রস্তরখণ্ড থেকে আমাদের সম্মুখে আপনি যদি একটি উষ্ট্রী বের করে দেখাতে পারেন, তাহলে আমরা আপনাকে সত্য নবী বলে মানতে রাজি আছি।" হযরত সালেহ (আ.) তাদেরকে এই বলে সতর্ক করলেন যে, তোমাদের চাহিদা মোতাবেক মু'জিযা প্রদর্শনের পরেও তোমরা যদি ঈমান আনতে দ্বিধা প্রকাশ কর, তাহলে কিন্তু আল্লাহ তা'আলার বিধান অনুসারে তোমাদের উপর আজাব নেমে আসবে, তোমরা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। এতদসত্ত্বেও তারা নিজেদের হঠকারিতা থেকে বিরত হলো না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অসীম কুদরতে তাদের চাহিদা মোতাবেরক মু'জিযা জাহির করলেন। বিশাল প্রস্তরখণ্ড বিদীর্ণ হয়ে তাদের কথিত গুণাবলি সম্পন্ন উষ্ট্রী আত্ম প্রকাশ করল। আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিলেন, যে এ উষ্ট্রীকে কেউ যেন কোনোরূপ কষ্ট ক্লেশ না দেয়। যদি এরূপ করা হয়। তবে তোমাদের প্রতি আজাব নাজিল হয়ে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু তারা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করল, উষ্ট্রীকে হত্যা করল। তখন আল্লাহ তা'আলা কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন। হযরত সালেহ (আ.) ও তার সঙ্গি ঈমানদারগণ নিরাপদে রক্ষা পেলেন। অন্য সবাই এক ভয়াবহ গর্জনে ধ্বংস হলো। অত্র ঘটনায় বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত সালেহ (আ.) -এর জাতি তাঁকে বলল قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا অর্থাৎ "তাওহীদের দাওয়াত ও প্রতিমা পূজা থেকে আমাদের বারণ করার পূর্ব পর্যন্ত আপনার সম্পর্কে আমরা উচ্চাশা পোষণ করতাম যে, আপনি আগামীতে আমাদের নেতৃত্ব দান করবেন।" এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা বাল্যকাল হতেই নবীগণকে যোগ্যতা ও উন্নত স্বভাব চরিত্রের অধিকারী করে থাকেন। যার ফলে সবাই তাদেরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হতো। যেমন হযরত মুহাম্মদ ﷺ নবুয়ত ঘোষণা করার পূর্বে সমগ্র আরববাসী তাঁকে সত্যবাদী ও বিশ্বাসী মনে করত এবং আল-আমীন উপাধিতে ভূষিত করেছিল। কিন্তু নবুয়তের দাবি ও মূর্তিপূজা থেকে বারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সেসব লোক তাঁর বিরোধিতা ও শত্রুতা শুরু করেছিল।

শব্দবিশ্লেষণ :

اِعْتَرَاكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ع ـ ر ـ ى) জিনস اجوف يائى অর্থ– কোনো বস্তুর ইচ্ছা করা। তার উপরে ছেয়ে যাওয়া।

كِيْدُوْنِىْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْكَيْدُ মূলবর্ণ (ك ـ ى ـ د) জিনস اجوف يائى অর্থ– গোপন তদবীর করা, ষড়যন্ত্র করা।

تَوَلَّوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّىُ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ ى) জিনস لفيف مفروق মূলত تَتَوَلَّوْا ছিল। সহজ করার জন্য এক ت বিলুপ্ত করা হয়েছে। অর্থ– মুখ ফিরানো, বিমুখ হওয়া।

عَصَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعِصْيَانُ ও اَلْمَعْصِيَةُ মূলবর্ণ (ع ـ ص ـ ى) জিনস ناقص يائى ; عَصَوْا মূলত عَصَيُوْا ছিল। তা'লীল হয়ে عَصَوْا হয়েছে। অর্থ– নাফরমানি করা। অবাধ্যতা করা।

اُتْبِعُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِتْبَاعٌ মূলবর্ণ (ت ـ ب ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– পিছনে লেগে যাওয়া। অনুসরণ করা।

تُوْبُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتَّوْبَةُ মূলবর্ণ (ت ـ و ـ ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– ফিরে আসা, তওবা করা।

مُرِيْبٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসাদর اَلْاِرَابَةُ মূলবর্ণ (ر ـ ى ـ ب) জিনস اجوف يائى অর্থ– পেরেশান করা। সন্দেহে নিপতিত করা।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰىنِيْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِيْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ (٦٣)	৬৩. তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আচ্ছা বল তো যদি আমি নিজ রবের পক্ষ হতে প্রমাণের উপর থাকি এবং তিনি আমার প্রতি নিজের রহমত [নবুয়ত] দান করে থাকেন, [অতএব] আমি যদি আল্লাহর কথা না মানি, তবে আমাকে আল্লাহ [-র আজাব] হতে কে রক্ষা করবে? তবে তো তোমরা কেবল আমার ক্ষতিই করছ।
وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ (٦٤)	৬৪. আর হে আমার সম্প্রদায়! এটা হচ্ছে আল্লাহর উটনী যা তোমাদের জন্য নিদর্শন, অতএব, তাকে ছেড়ে দাও, যেন আল্লাহ তা'আলার জমিনে চরে খায়, আর তাকে মন্দ উদ্দেশ্যে স্পর্শও করো না, অন্যথা তোমাদেরকে আকস্মিক আজাব এসে পাকড়াও করতে পারে।
فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ (٦٥)	৬৫. অনন্তর তারা তাকে মেরে ফেলল, তখন সালেহ (আ.) বললেন, তোমরা নিজেদের ঘরে আরো তিনটি দিন বাস করে নাও; তা এমন প্রতিশ্রুতি যাতে বিন্দুমাত্র মিথ্যা নেই।
فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ (٦٦)	৬৬. অতঃপর যখন আমার হুকুম এসে পৌছল, আমি সালেহকে এবং যারা তাঁর সঙ্গে ঈমানদার ছিল তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে রক্ষা করলাম আর বাঁচালাম সে দিনের বড় লাঞ্ছনা হতে; নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক শক্তিমান, পরাক্রমশালী।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৩. قَالَ তিনি বললেন يٰقَوْمِ হে আমার সম্প্রদায়: اَرَءَيْتُمْ অবস্থা বল তো اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ যদি আমি নিজ রবের পক্ষ থেকে প্রমাণের উপর থাকি وَاٰتٰىنِيْ مِنْهُ رَحْمَةً এবং তিনি আমার প্রতি রহমত দান করে থাকেন فَمَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ তবে আমাকে আল্লাহ (-র আজাব) হতে কে রক্ষা করবে اِنْ عَصَيْتُهٗ আমি যদি আল্লাহর কথা না মানি فَمَا تَزِيْدُوْنَنِيْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ তবে তো তোমরা কেবল আমার ক্ষতিই করছ।

৬৪. وَيٰقَوْمِ আর হে আমার কওম هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ এটা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার উটনী لَكُمْ اٰيَةً যা তোমাদের জন্য নিদর্শন فَذَرُوْهَا অতঃএব তাকে ছেড়ে দাও تَاْكُلْ فِيْ اَرْضِ اللّٰهِ যেন আল্লাহ তা'আলার জমিনে চরে খায় وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ আর তাকে মন্দ উদ্দেশ্যে সম্পর্শও করো না فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ অন্যথা তোমাদেরকে আকস্মিক আজাব এসে পাকড়াও করতে পারে।

৬৫. فَعَقَرُوْهَا অনন্তর তারা তাকে মেরে ফেলল فَقَالَ তখন ছালেহ (আ.) বললেন تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ তোমরা নিজেদের ঘরে আরো তিনটি দিন বাস করে নাও ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ এটা এমন ওয়াদা যাতে বিন্দুমাত্র মিথ্যা নেই।

৬৬. فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا অতঃপর যখন আমার হুকুম এসে পৌছল نَجَّيْنَا صٰلِحًا আমি সালেহকে রক্ষা করলাম وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ এবং যারা তার সঙ্গে ঈমনদার ছিল তাদেরকে بِرَحْمَةٍ مِّنَّا নিজ অনুগ্রহে وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ বাচালাম সে দিনের বড় লাঞ্ছনা হতে اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক শক্তিমান পরাক্রমশালী।

৬৭. আর সে জালেমদেরকে এক প্রচণ্ড ধ্বনি এসে আক্রমণ করল, যাতে তারা নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।	وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ (٦٧)
৬৮. যেন তারা সে গৃহগুলোতে কখনো বসবাসই করেনি। ভালোরূপে শুনে নাও, ছামূদ সম্প্রদায় নিজ প্রতিপালককে অস্বীকার করল; শুনে রাখ! ছামূদ সম্প্রদায় রহমত হতে দূর হয়ে পড়ল।	كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ۗ اَلَآ اِنَّ ثَمُوْدَاۡ كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ۗ اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ (٦٨)
৬৯. আর আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ ইবরাহীমের নিকট সুসংবাদ নিয়ে উপস্থিত হলো, [এবং] তারা সালাম করল; ইবরাহীমও সালাম করলেন, অনতিবিলম্বে তিনি একটি ভাজা গো-বৎস আনয়ন করলেন।	وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ۗ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ (٦٩)
৭০. অতঃপর যখন ইবরাহীম দেখলেন যে, তাদের হাত সে খাদ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে না, তখন তাদেরকে অদ্ভুত ভাবতে লাগলেন এবং মনে মনে তাদের থেকে শঙ্কিত হলেন; সে ফেরেশতাগণ বললেন, ভয় করবেন না, আমরা লূত সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।	فَلَمَّا رَاٰۤ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ۗ قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ (٧٠)

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৭. وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ আর সেই জালেমদেরকে এক প্রচণ্ড ধ্বনি এসে আক্রমণ করল فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ যাতে তারা নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

৬৮. كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا যেমন তারা সেই গৃহ গুলোতে কখনো বসবাস করেই নি اَلَآ اِنَّ ثَمُوْدَ ভালোরূপে শুনে নাও ছামূদ সম্প্রদায় كَفَرُوْا رَبَّهُمْ নিজ প্রতিপালকের সাথে কুফরি করল اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ শুনে রাখ ছামূদ সম্প্রদায় রহমত হতে দূর হয়ে পড়ল।

৬৯. وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ আর আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ উপস্থিত হলো اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى ইবরাহীমের নিকট সুসংবাদ নিয়ে قَالُوْا سَلٰمًا তারা সালাম করল قَالَ سَلٰمٌ ইবরাহীম ও সালাম করলেন فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ অনতিবিলম্বে তিনি আনয়ন করলেন بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ একটি ভাজা গো বৎস।

৭০. فَلَمَّا رَاٰۤ অতঃপর যখন ইবরাহীম দেখলেন যে, اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ তাদের হাত সে খাদ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে না نَكِرَهُمْ তখন তাদেরকে অদ্ভূত ভাবতে লাগলেন وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً এবং মনে মনে তাদের থেকে শঙ্কিত হলেন قَالُوْا সে ফেরেশতাগণ বললেন لَا تَخَفْ ভয় করবেন না اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ আমরা লূত সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।

৭১. আর ইবরাহীমের স্ত্রী দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনি হেসে উঠলেন, তখন আমি তাকে [ইবরাহীমের স্ত্রীকে] সুসংবাদ দান করলাম ইসহাকের এবং ইসহাকের পর ইয়াকূবের।	وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ (۷۱)
৭২. বলল, হায় কপাল! এখন আমি সন্তান প্রসব করব বৃদ্ধা হয়ে, আর এ আমার স্বামী অতি বৃদ্ধ: বাস্তবিকই এটা তো একটি তাজ্জব ব্যাপার।	قَالَتْ يٰوَيْلَتٰۤى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِيْ شَيْخًا ۭ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ (۷۲)

শাব্দিক অনুবাদ :

৭১. وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ আর ইবরাহীমের স্ত্রী দণ্ডায়মান ছিলেন فَضَحِكَتْ তিনি হেসে উঠলেন فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ তখন আমি তাকে সুসংবাদ দান করলাম ইসহাকের وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ এবং ইসহাকের পর ইয়াকূবের।

৭২. قَالَتْ يٰوَيْلَتٰى বলল, হায় কপাল! ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ এখন আমি সন্তান প্রসব করব বৃদ্ধা হয়ে وَهٰذَا بَعْلِيْ شَيْخًا আর এ আমার স্বামী অতি বৃদ্ধ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ বাস্তবিকই এটা তো এক তাজ্জব ব্যাপার।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ অর্থাৎ তারা যখন আল্লাহর নিষেধাজ্ঞালঙ্ঘন করে অলৌকিক উষ্ট্রীকে হত্যা করল, তখন তাদেরকে নির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, মাত্র তিন দিন তোমাদিগকে অবকাশ দেওয়া হলো, এ তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

তাফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত হয়েছে যে, এ অবকাশের তিন দিন ছিল বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার। রবিবার প্রত্যুষে তাদের উপর আজাব নাজিল হলো।

وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ অর্থাৎ ঐ পাপিষ্ঠদেরকে এক ভয়ঙ্কর গর্জন এসে পাকড়াও করল। এ ছিল হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর গর্জন, যা হাজার হাজার বজ্রধ্বনির সম্মিলিত শক্তির চেয়েও ভয়াবহ। যা সহ্য করার ক্ষমতা মানুষ বা কোনো জীবজন্তুর হতে পারে না। এরূপ প্রাণ কাঁপানো গর্জনেই সকলে মৃত্যুবরণ করেছিল।

অত্র আয়াতের মর্মার্থ থেকে বুঝা যায় যে, 'কওমে ছামূদ' ভয়ঙ্কর গর্জনে ধ্বংস হয়েছিল। অপর দিকে সূরা আ'রাফ' -এর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ 'অতঃপর ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করল।' এতে বুঝা যায় যে, ভূমিকম্পের ফলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন যে, উভয় আয়াতের মর্মার্থে কোনো বিরোধ নেই। হয়তো প্রথমে ভূমিকম্প শুরু হয়েছিল এবং তৎসঙ্গেই ভয়ঙ্কর গর্জনে সবাই ধ্বংস হয়েছিল।

...ন হযরত ইবরাহীম খলিলুল্লাহ (আ.)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে সন্তান লাভের ...বাদ দেওয়ার জন্য তার কাছে কতিপয় ফেরেশতাকে প্রেরণ করেছিলেন। কেননা হযরত ইবরাহীম (আ.) -র স্ত্রী বিবি সারা নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি সন্তানের জন্য একান্ত উদগ্রীব ছিলেন; কিন্তু উভয়ের বার্ধক্যের চরম সীমায় উপনীত হওয়ার কারণে দৃশ্যতঃ সন্তান লাভের কোনো সম্ভাবনা ছিলই না। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতার মাধ্যমে সুসংবাদ দান করলেন যে, তারা অচিরেই একটি পুত্র সন্তান লাভ করবেন। তার নামকরণ করা হলো ইসহাক। আরো অবহিত করা হলো যে, হযরত ইসহাক (আ.) দীর্ঘ জীবী হবেন, সন্তান লাভ করবেন, তার সন্তানের নাম হবে 'ইয়াকূব' (আ.)। উভয়ে নবুয়তের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন।

ফেরেশতাগণ মানবাকৃতিতে আগমন করায় হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদেরকে সাধারণ আগন্তুক মনে করে মেহমানদারীর আয়োজন করেন। ভুনা গোশত সামনে রাখলেন। কিন্তু তারা ছিলেন ফেরেশতা, পানাহারের

উর্ধ্বে। কাজেই সম্মুখে আহার্য দেখেও তারা সেদিকে হাত বাড়ালেন না। এটা লক্ষ্য করে হযরত ইবরাহীম (আ.) আতঙ্কিত হলেন যে, হয়তো এদের মনে কোনো দুরভিসন্ধি রয়েছে। ফেরেশতাগণ হযরত ইবরাহীম (আ.) কে - এর অমূলক আশঙ্কা আন্দাজ করে তা দূর করার জন্য স্পষ্টভাবে জানালেন যে, "আপনি শঙ্কিত হবেন না। আমরা আল্লাহর ফেরেশতা। আপনাকে একটি সুসংবাদ দান করা ও অন্য একটি বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য আমরা প্রেরিত হয়েছি। তা হচ্ছে হযরত লূত (আ.)-এর কওমের উপর আজাব নাজিল করা।" হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্ত্রী বিবি সারা পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিলেন। যখন বুঝতে পারলেন যে, এরা মানুষ নন, ফেরেশতা তখন পর্দার প্রয়োজন রইল না। বৃদ্ধকালে সন্তান লাভের সু-খবর শুনে হেসে ফেললেন এবং বললেন, এহেন বৃদ্ধ বয়সে আমার গর্ভে সন্তান জন্ম হবে। আর আমার এ স্বামীও তো অতি বৃদ্ধ। ফেরেশতাগণ উত্তর দিলেন, তুমি কি আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করছ? যার অসাধ্য কিছুই নেই। বিশেষ করে তোমরা নবী পরিবারের লোক। তোমাদের পরিবারের উপর আল্লাহ তা'আলার প্রভূত রহমত এবং অফুরন্ত বরকত রয়েছে। বাহ্যিক কার্য কারণের উর্ধ্বে বহু অলৌকিক ঘটনাবলি তোমরা নিজ চোখে অবলোকন করছ। তা সত্ত্বেও বিস্মিত হওয়ার কোনো কারণ আছে কি? এ হচ্ছে ঘটনার সংক্ষিপ্তসার। এবার আয়াতসমূহের বিস্তারিত আলোচনায় আসা যাক।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিকট কোনো সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন। এই সুসংবাদের বিবরণ সামনের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে- فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- ফেরেশতার দলে হযরত জিবরাঈল (আ.), হযরত মীকাঈল (আ.) ও হযরত ইস্রাফীল (আ.) এ তিন জন ফেরেশতা ছিলেন। -[কুরতুবী]

তারা মানবাকৃতিতে আগমন করে হযরত ইবরাহীম (আ.) কে সালাম করেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) যথারীতি সালামের জবাব দিলেন এবং তাদেরকে মানুষ মনে করে আতিথেয়তার আয়োজন করলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রথম ব্যক্তি, যিনি পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মেহমানদারীর প্রথা প্রবর্তন করেন। -[কুরতুবী] তার নিয়ম ছিল যে, মেহমান ছাড়া একাকী কখনো খানা খেতেন না। খাবার সময় খোঁজ করে মেহমান নিয়ে এসে সাথে খেতে বসতেন

তাফসীরে কুরতুবীতে ইসরাঈলী সূত্র উদ্ধৃত করে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) একদিন তার সাথে খানা খাওয়ার জন্য মেহমান তালাশ করছিলেন। এমন সময় জনৈক অচেনা লোকের সাথে তার সাক্ষাৎ হলো তিনি তাকে ঘরে নিয়ে এলেন। যখন খানা খেতে শুরু করবেন, তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) আগন্তুক মুসাফিরকে বললেন- "বিসমিল্লাহ, আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি বল"। সে বলল- "আল্লাহ কাকে বলে আমি জানি না।" হযরত ইবরাহীম (আ.) রাগান্বিত হয়ে তাকে দস্তরখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। যখন সে বের হয়ে গেল, তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরাঈল (আ.) উপস্থিত হলেন এবং জানালেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি তার কুফরি সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও সারা জীবন তাকে আহার্য পানীয় দিয়ে আসছি। আর আপনি একে এক বেলা খাবার দিতে পারলেন না। একথা শোনা মাত্র হযরত ইবরাহীম (আ.) ঐ লোকটির তালাশে ছুটলেন। অবশেষে তাকে ঘরে নিয়ে এলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি বেঁকে বসল এবং বলল, "আপনি প্রথমে আমাকে তাড়িয়ে দিলেন, পরে আবার সাধাসাধি করে আনতে গেলেন কেন? এ কারণ না জানা পর্যন্ত আমি খাদ্য স্পর্শ করব না।"

হযরত ইবরাহীম (আ.) ঘটনা বর্ণনা করলেন। কাফের লোকটির মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি হলো। সে বলল- যে মহান পালনকর্তা ফেরেশতা প্রেরণ করে আপনাকে একথা জানিয়েছেন, তিনি সত্যই পরম দয়ালু। আমি তার প্রতি ঈমান আনলাম। অতঃপর সে বিসমিল্লাহ বলে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর সাথে খানা খেতে আরম্ভ করল।

হযরত ইবরাহীম (আ.) তার আতিথেয়তার অভ্যাস অনুযায়ী আগন্তুক ফেরেশতাগণকে মানুষ মনে করে অনতিবিলম্বে একটি বাছুর গরু জবাই করলেন এবং উহা ভূনা করে মেহমান ফেরেশতাগণের আহারের জন্য তাদের সামনে রাখলেন।

৭০ তম আয়াতে বলা হয়েছে যে, আগন্তুক ফেরেশতাগণ যদিও মানবাকৃতিতে আগমন করেছিলেন এবং মানবসুলভ পানাহারের বৈশিষ্ট্য তাদেরকে দান করা যদিও সম্ভব ছিল। কিন্তু পানাহার না করার মধ্যেই হেকমত নিহিত ছিল, যেন তাদের ফেরেশতা হওয়া প্রকাশ পায়। কাজেই মানবাকৃতি সত্ত্বেও তাদের পানাহার না করায় 'ফেরেশতা স্বভাব' বজায় রাখা হয়েছিল। যার ফলে তারা আহার্যের দিকে হাত বাড়াননি।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, ফেরেশতাদের হাতে কিছু তীর ছিল। তারা উহার ফলক দ্বারা ভূনা গোশতা স্পর্শ করছিলেন। তাদের এহেন আচরণে হযরত ইবরাহীম (আ.) সন্ধিগ্ধ ও শঙ্কিত হলেন। কারণ সে দেশে নিয়ম ছিল যে, অসদুদ্দেশ্যে কেউ কারো বাড়িতে মেহমান হলে সেখানে পানাহার করত না। –[তাফসীরে কুরতুবী]

অবশেষে ফেরেশতাগণ প্রকাশ করে দিলেন যে, আপনি ভীত হবেন না। আমরা মানুষই নই; বরং আল্লাহর ফেরেশতা।

আহকাম ও মাসায়েল : আলোচ্য আয়াতসমূহে ইসলামি আচার ব্যবহার সম্পর্কে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত দেওয়া হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র.) তদীয় তাফসীরে যার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

সালামের সুন্নত : قَالُوا سَلٰمًا قَالَ سَلٰمٌ "তারা সালাম বললেন, তিনিও বললেন সালাম।" এতদ্বারা বুঝা যায় যে, মুসলমানদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ মোলাকাতের সময় পরস্পরকে সালাম করা কর্তব্য। আরো জানা গেল যে, আগন্তুক ব্যক্তি প্রথমে সালাম করবে, অন্যরা তার জবাব দেবে এটাই বাঞ্ছনীয়।

পারস্পরিক দেখা সাক্ষাৎকালে বিশেষ কোনো বাক্য উচ্চারণ করে একে অপরের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করার রীতি পৃথিবীর সকল জাতি ও ধর্মের মধ্যে দেখা যায়। তবে এ ব্যাপারেও ইসলামের শিক্ষা অনন্য ও সর্বোত্তম। কেননা সালামের সুন্নত সম্মত বাক্য اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ -এর মধ্যে সর্বপ্রথম 'আস-সালামু' আল্লাহর একটি গুণ বাচক নাম হওয়ার কারণে আল্লাহর জিকর করা হলো, সম্বোধিত ব্যক্তির জন্য সালামতি ও নিরাপত্তার দোয়া করা হলো, নিজের পক্ষ হতে তার জান-মাল ইজ্জতের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো।

এখানে কুরআন পাকে ফেরেশতাদের পক্ষ হতে سَلٰمًا 'সালামান' এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পক্ষ হতে শুধু سَلٰمٌ 'সালামুন' শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। সালাম ও জাবাবের পূর্ণ বাক্য উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করা হয়েছে। কার্যত অবশ্য এখানে উভয়ক্ষেত্রে সুন্নত মোতাবেক সালাম ও জবাবের পূর্ণ বাক্যই বুঝানো হয়েছে। হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ও নিজের আচরণের মাধ্যমে সালামের পূর্ণ বাক্য শিক্ষা দান করেছেন। অর্থাৎ প্রথম পক্ষ 'আস-সালামু আলাইকুম' বলবে, তদুত্তরে দ্বিতীয় পক্ষ 'ওয়া-আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলবে।

শব্দবিশ্লেষণ :

عَصَيْتُهٗ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعِصْيَانُ ও اَلْمَعْصِيَةُ মূলবর্ণ (ع ـ ص ـ ى) জিনস ناقص يائ অর্থ- নাফরমানি করা। অবাধ্য হওয়া।

تَزِيْدُوْنَنِىْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلزِّيَادَةُ মূলবর্ণ (ز ـ ى ـ د) জিনস اجوف يائى অর্থ- বৃদ্ধি করা, অতিরিক্ত করা।

فَذَرُوْهَا : فاء হরফে আতফ। ذَرُوْا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَذْرُ মূলবর্ণ (و ـ ذ ـ ر) জিনস معتل فاء অর্থ- ছেড়ে দেওয়া।

فَعَقَرُوْهَا : فاء হরফে আতফ। عقروا সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْعَقْرُ মূলবর্ণ (ع ـ ق ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- খুরসমূহ কাটা।

جٰثِمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ ও ضَرَبَ মাসদার اَلْجُثُوْمُ মূলবর্ণ (ج ـ ث ـ م) জিনস صحيح অর্থ- উপর মুখ হয়ে পড়া।

لَمْ يَغْنَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع منفى بلم مجزوم বাব نَصَرَ মাসদার اَلْغِنٰى মূলবর্ণ (غ ـ ن ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- অবস্থান করা। মূলত يَغْنَيُوْا ছিল।

لَاتَخَفْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার خَوْفٌ মূলবর্ণ (خ ـ و ـ ف) জিনস اجوف واوى অর্থ– ভয় পাওয়া।

ءَاَلِدُ : হামযায়ে ইস্তেফহাম, তায়াজ্জুব হিসাবে اَلِدُ সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوِلَادَةُ মূলবর্ণ (و ـ ل ـ د) জিনস مثل واوى অর্থ– সন্তান জন্ম দেওয়া।

قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ ۚ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (٧٣)	৭৩. ফেরেশতাগণ বললেন, তুমি কি আল্লাহর কাজে বিস্ময় বোধ করছ? [হে] এ পরিবারের লোকগণ! তোমাদের প্রতি তো আল্লাহ তা'আলার [খাছ] রহমত ও তাঁর [বিবিধ] বরকতসমূহ [নাজিল হয়ে আসছে] নিশ্চয় তিনি প্রশংসার যোগ্য, মহামহিমান্বিত।
فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ (٧٤)	৭৪. অতঃপর যখন ইবরাহীমের সে ভয় দূর হয়ে গেল এবং তিনি শুভসংবাদ প্রাপ্ত হলেন, তখন আমার [প্রেরিত ফেরেশতাগণের] সাথে লূতের সম্প্রদায় সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক [জোর সুপারিশ] করতে আরম্ভ করে দিলেন;
اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ (٧٥)	৭৫. বাস্তবিক ইবরাহীম ছিলেন বড় সহিষ্ণু প্রকৃতির, কোমল হৃদয় ও আল্লাহ অভিমুখী।
يٰٓاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۚ اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ (٧٦)	৭৬. হে ইবরাহীম! এ কথা ছেড়ে দিন, আপনার প্রভুর ফরমান এসে গেছে এবং তাদের উপর অবশ্যই এমন এক আজাব আসছে যা কিছুতেই টলার নয়।
وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ (٧٧)	৭৭. আর যখন আমার সেই ফেরেশতাগণ লূতের নিকট উপস্থিত হলেন তখন লূত তাদের কারণে চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন এবং সে কারণে অন্তরে সঙ্কুচিত হলেন এবং বললেন, আজকের দিনটি অতি কঠিন।

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৩. قَالُوْا ফেরেশতাগণ বললেন اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ তুমি কি আল্লাহর কাজে বিস্ময় বোধ করছ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার রহমত ও তার বরকত সমূহ (নাজিল হচ্ছে) اَهْلَ الْبَيْتِ (হে) এ পরিবারের লোকগণ اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ নিশ্চয় তিনি প্রশংসার যোগ্য মহিমান্বিত।

৭৪. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ অতঃপর যখন ইবরাহীমের সে ভয় দূর হয়ে গেল وَجَآءَتْهُ الْبُشْرٰى, এবং তিনি শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হলেন يُجَادِلُنَا তখন আমার (প্রেরিত ফেরেশতাগণের) সাথে তর্ক বিতর্ক করতে আরম্ভ করে দিলেন فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ লূত কওম সম্বন্ধে।

৭৫. اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ বাস্তবিক ইবরাহীম ছিলেন لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ বড় সহিষ্ণু প্রকৃতির দয়ালু স্বভাব ও আল্লাহ অভিমুখী।

৭৬. يٰٓاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا হে ইবরাহীম একথা ছেড়ে দিন اِنَّهٗ قَدْ جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ আপনার প্রভুর ফরমান এসে গেছে وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ এবং তাদের উপর অবশ্যই এমন এক আজাব আসছে যা কিছুতেই টলার নয়।

৭৭. وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا আর যখন আমার সেই ফেরেশতাগণ লূতের নিকট উপস্থিত হলেন سِيْٓءَ بِهِمْ তখন লূত তাদের কারণে চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا, এবং সে কারণে অন্তরে সঙ্কুচিত হলেন وَقَالَ, এবং বললেন هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ আজিকার দিনটি অনেক কঠিন।

وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ ؕ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ قَالَ يٰقَوْمِ هٰۤؤُلَآءِ بَنَاتِيْ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ ؕ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ (٧٨)

৭৮. আর তাঁর কওম তাঁর নিকট ছুটে আসল; আর তারা তো পূর্ব হতে কুকার্যসমূহ করেই আসছিল; লূত (আ.) বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! [তোমাদের ঘরে] আমার এসব কন্যাগণ রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য উত্তম, অতএব, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর এবং আমাকে আমার মেহমানদের সম্মুখে অপমানিত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউই সুবোধ লোক নেই?

قَالُوْا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ ۚ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ (٧٩)

৭৯. তারা বলতে লাগল যে, আপনি তো অবগত আছেন, আপনার এই কন্যাগুলোতে আমাদের কোনো আবশ্যকতা নেই, আর তাও আপনার জানা আছে যা আমাদের অভিপ্রায়।

قَالَ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِيْۤ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ (٨٠)

৮০. লূত (আ.) বললেন, কী উত্তম হতো, যদি তোমাদের উপর আমার কিছু ক্ষমতা চলত অথবা আমি কোনো দৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় নিতাম।

قَالُوْا يٰلُوْطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَّصِلُوْۤا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا امْرَاَتَكَ ؕ اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَاۤ اَصَابَهُمْ ؕ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ؕ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ (٨١)

৮১. ফেরেশতাগণ বললেন, হে লূত! আমরা তো আপনার প্রতিপালকের প্রেরিত, তারা কখনো আপনার নিকট পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না, অতএব, আপনি রাত্রির কোনো এক ভাগে নিজের পরিজনবর্গকে নিয়ে চলে যান, আর আপনাদের কেউ যেন পিছনের দিকে ফিরেও না দেখে, কিন্তু হ্যাঁ আপনার স্ত্রী যাবে না; তার উপরও সে আপদ আসবে যা অন্যান্যদের প্রতি আসবে তাদের [আজাবের] অঙ্গীকৃত সময় হচ্ছে প্রাতঃকাল; প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়?

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৮. وَجَآءَهٗ قَوْمُهٗ يُهْرَعُوْنَ اِلَيْهِ আর তাঁর কওম তার নিকট ছুটে আসল وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ এবং তারা তো পূর্ব হতে কুকার্য সমূহ করেই আসছিল قَالَ লূত বললেন يٰقَوْمِ হে আমার কওম هٰۤؤُلَآءِ بَنَاتِيْ আমার এ সব কন্যাগণ রয়েছে هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ এরা তোমাদের জন্য উত্তম فَاتَّقُوا اللّٰهَ অতঃএব আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ এবং আমাকে আমার মেহমানের সম্মুখে অপমানিত করো না اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ তোমাদের মধ্যে কি কেউই সুবোধ লোক নেই।

৭৯. قَالُوْا তারা বলতে লাগল যে, لَقَدْ عَلِمْتَ আপনি তো অবগত আছেন مَا لَنَا فِيْ بَنٰتِكَ مِنْ حَقٍّ আপনার এই কন্যাগুলোতে আমাদের কোনো আবশ্যক তা নেই وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ আর তাও আপনার জানা আছে যা আমাদের অভিপ্রায়।

৮০. قَالَ লূত (আ.) বললেন لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً কি উত্তম হতো যদি তোমাদের উপর আমার কিছু ক্ষমতা চলত اَوْ اٰوِيْۤ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ অথবা আমি কোনো দৃঢ় স্তম্ভের আশ্রয় নিতাম।

৮১. قَالُوْا ফেরেশতাগণ বলল يٰلُوْطُ হে লূত اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ আমরা তো আপনার প্রতিপালকের প্রেরিত لَنْ يَّصِلُوْۤا اِلَيْكَ তারা কখনো আপনার নিকট পৌঁছতে পারবে না فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ অতএব আপনি নিজের পরিজনবর্গ নিয়ে চলে যান مِّنَ الَّيْلِ بِقِطْعٍ রাত্রির কোনো এক ভাগে وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ আর আপনাদের কেউ যেন পিছনের দিকে ফিরেও না দেখে اِلَّا امْرَاَتَكَ কিন্তু হ্যাঁ আপনার স্ত্রী যাবে না اِنَّهٗ مُصِيْبُهَا مَاۤ اَصَابَهُمْ তার উপরও সেই আপদ আসবে যা অন্যান্যদের প্রতি আসবে اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ তাদের অঙ্গীকৃত সময় হচ্ছে প্রাতঃ কাল اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়?

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা হূদে পূর্ববর্তী অধিকাংশ আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) ও তাদের উম্মতগণের কাহিনী ও নবীদের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার আসমানি আজাব অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত লূত (আ.) ও তাঁর দেশবাসীর অবস্থা ও দেশবাসীর উপর কঠিন আজাবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

হযরত লূত (আ.)-এর কওম একে তো কাফের ছিল, অধিকন্তু তারা এমন এক জঘন্য অপকর্ম ও লজ্জাকর অনাচারে লিপ্ত ছিল, যা পূর্ববর্তী কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায়নি, বন্য পশুরাও যা ঘৃণা করে থাকে অর্থাৎ পুরুষ কর্তৃক অন্য পুরুষের সাথে মৈথুন করা। ব্যভিচারের চেয়েও এটা জঘন্য অপরাধ। এ জন্যই তাদের উপর এমন কঠিন আজাব অবতীর্ণ হয়েছে, যা অন্য কোনো অপকর্মকারীদের উপর কখনো অবতীর্ণ হয়নি।

হযরত লূত (আ.) -এর ঘটনা যা অত্র আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে , তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.) সহ কতিপয় ফেরেশতাকে কওমে লূতের উপর আজাব নাজিল করার জন্য প্রেরণ করেন। যাত্রাপথে তারা ফিলিস্তীনে প্রথমে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর সমীপে উপস্থিত হন।

আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো জাতিকে আজাব দ্বারা ধ্বংস করেন, তখন তাদের কার্যকলাপের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ আজাবই নাজিল করে থাকেন। এ ক্ষেত্রেও ফেরেশতাগণকে নওজোয়ানরূপে প্রেরণ করেন। হযরত লূত (আ.) ও তাদেরকে মানুষ মনে করে তাদের নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন হলেন। কারণ মেহমানের আতিথেয়তা নবীর নৈতিক দায়িত্ব। পক্ষান্তরে দেশবাসীর কুস্বভাব তার অজানা ছিল না। উভয় সংকটে পড়ে তিনি স্বগতোক্তি করলেন- "আজকের দিনটি বড় সংকটময় দিন।"

আল্লাহ জাল্লা শানুহু এ দুনিয়াকে আজব শিক্ষাক্ষেত্র বানিয়েছেন। যার মধ্যে তার অসীম কুদরত ও অফুরন্ত হেকমতের ভুরি ভুরি নিদর্শন রয়েছে। মূর্তিপূজারী আজরের গৃহে আপন অন্তরঙ্গ বন্ধু ইবরাহীম খলিলুল্লাহ (আ.)-কে পয়দা করেছেন। হযরত লূত (আ.)-এর মতো একজন বিশিষ্ট পয়গাম্বরের স্ত্রী নবীর বিরুদ্ধাচরণ করে কাফেরদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করত। সম্মানিত ফেরেশতাগণ সুদর্শন নওজোয়ান আকৃতিতে যখন হযরত লূত (আ.) -এর গৃহে উপনীত হলেন, তখন তাঁর স্ত্রী সমাজের দুষ্ট লোকদেরকে খবর দিল যে, আজ আমাদের গৃহে এরূপ মেহমান আগমন করেছেন। -[কুরতুবী ও মাযহারী]

হযরত লূত (আ.) -এর আশঙ্কা যথার্থ প্রমাণিত হলো। যার বর্ণনা ৭৮ নং আয়াতে দেওয়া হয়েছে وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ "আর তার কওমের লোকেরা আত্মহারা হয়ে তার গৃহপানে ছুটে এলো। আর আগে থেকেই তারা কু-কর্মে অভ্যস্থ ছিল।"

এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জঘন্য কু-কর্মের প্রভাবে তারা এতদূর চরম নির্লজ্জ হয়েছিল যে, হযরত লূত (আ.)-এর একজন সম্মানিত পয়গাম্বরের গৃহ প্রকাশ্যভাবে অবরোধ করেছিল।

হযরত লূত (আ.) যখন দেখলেন যে, তাদেরকে প্রতিরোধ করা দুষ্কর, তখন তাদেরকে দুষ্কৃতি হতে বিরত রাখার জন্য তাদের সর্দারদের নিকট স্বীয় কন্যাদের বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন। তৎকালে কাফের পাত্রের সাথে মুসলিম পাত্রীর বিবাহ বন্ধন বৈধ ছিল। হুজুরে আকরাম ﷺ -এর প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত এ হুকুম বহাল ছিল। এ জন্যই হযরত ﷺ স্বীয় দুই কন্যাকে প্রথমে উতবা ইবনে আবূ লাহাব ও আবুল আস ইবনে রবীর কাছে বিবাহ

দিয়েছিলেন। অথচ তখন তারা উভয়ে কুফরির হালতে ছিল। পরবর্তীকালে ওহীর মাধ্যমে কাফেরের সাথে মুসলমান মেয়েদের বিবাহ হারাম ঘোষণা হয়। -[কুরতুবী]

কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে এখানে হযরত লূত (আ.) নিজের কন্যা দ্বারা সমসগ্র জাতির বধু কন্যাদের বুঝিয়েছেন। কেননা প্রত্যেক নবী নিজ উম্মতের জন্য পিতৃতুল্য এবং উম্মতগণ তার রূহানী সন্তানস্বরূপ। যেমন কুরআনের ২১ পারা সূরা আহযাবের ৬ষ্ঠ আয়াত اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ এর সাথে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) -এর কেরাতে وَهُوَ اَبٌ لَّهُمْ বাক্যও বর্ণিত আছে। যার মধ্যে হযরত রাসূল ﷺ কে সমগ্র "উম্মতের পিতা" বলে অভিহিত করা হয়েছে। অত্র তাফসীর অনুসারে হযরত লূত (আ.)-এর কথার অর্থ হলো, তোমরা নিজের কদাচার হতে বিরত হও এবং ভদ্রভাবে কওমের কন্যাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে বৈধভাবে স্ত্রীরূপে ব্যবহার কর।

অতঃপর হযরত লূত (আ.) তাদেরকে আল্লাহর আজাবের ভীতি প্রদর্শন করে বললেন فَاتَّقُوا اللّٰهَ "আল্লাহকে ভয় কর" এবং কাকুতি মিনতি করে বললেন- وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ "আমার মেহামানদের ব্যাপারে আমাকে অপমানিত করো না।" তিনি আরো বললেন- اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ "তোমাদের মাঝে কি কোনো ন্যায়নিষ্ঠ ভালো মানুষ নেই? আমার আকুল আবেদনে যার অন্তরে এতটুকু করুণার সৃষ্টি হবে।

কিন্তু তাদের মধ্যে শালীনতা ও মনুষত্বের লেশমাত্র ছিল না। তারা একযোগে বলে উঠল- "আপনি তো জানেনেই যে, আপনার বধূ কন্যাদের প্রতি আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আর আমরা কি চাই, তাও আপনি অবশ্যই জানেন।"

হযরত লূত (আ.) এক সংকটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন। তিনি স্বতঃস্ফুর্তভাবে বলে উঠলেন হায়! আমি যদি তোমাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী হতাম, অথবা আমার আত্মীয় স্বজন যদি এখানে থাকত যারা এই জালেমদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করত, তাহলে কত ভালো হতো।

ফেরেশতাগণ হযরত লূত (আ.)-এর অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করে প্রকৃত রহস্য ব্যক্ত করলেন এবং বললেন- আপনি নিশ্চিত থাকুন, আপনার দলই সুদৃঢ় ও শক্তিশালী। আমরা মানুষ নই; বরং আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশতা। তারা আমাদেরকে কাবু করতে পারবে না; বরং আজাব নাজিল করে দুরাত্মা দুরাচারদের নিপাত সাধনের জন্যই আমরা আগমন করেছি।

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত লূত (আ.)-এর উপর রহম করুন, তিনি নিরূপায় হয়ে সুদৃঢ় জামাতের আশ্রয় কামনা করেছিলেন। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত লূত (আ.) -এর পরবর্তী প্রত্যেক নবী সম্ভ্রান্ত ও শক্তিশালী বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। -[কুরতুবী] স্বয়ং রাসূলে কারীম ﷺ -এর বিরুদ্ধে কুরাইশ কাফেরগণ হাজার রকম অপচেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাঁর হাশেমী গোত্রের লোকেরা সম্মিলিতভাবে তাঁকে আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছে, যদিও ধর্ম মতের দিক দিয়ে তাদের অনেকেই ভিন্নমত পোষণ করত। এ জন্যই সম্পূর্ণ বনী হাশেম গোত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে শামিল ছিল। যখন কুরাইশ কাফেররা তাদের সাথে সকল সম্পর্কে ছিন্ন করে তাদের দানা-পানি বন্ধ করে দিয়েছিল।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, দুর্বৃত্তরা যখন হযরত লূত (আ.)-এর গৃহদ্বারে সমবেত হলো, তখন তিনি গৃহদ্বার রুদ্ধ করেছিলেন। ফেরেশতাগণ গৃহে অবস্থান করছিলেন। আড়াল হতে দুষ্টদের কথাবার্তা চলছিল। তারা দেয়াল টপকে ভিতরে প্রবেশ এবং কপাট ভাঙ্গতে উদ্যোগী হলো। এমন সঙ্গিন মুহূর্তে হযরত লূত (আ.) পূর্বোক্ত বাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন। ফেরেশতাগণ তাঁকে অভয় দান করলেন এবং

গৃহদ্বার খুলে দিতে বললেন। তিনি দুয়ার খুলে দিলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) ওদের প্রতি তাঁর পাখার ঝাপটা দিলেন। ফলে তারা অন্ধ হয়ে গেল এবং ভাগতে লাগল।

তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে হযরত লূত (আ.)-কে বললেন, আপনি কিছুটা রাত থাকতে আপনার লোকজনসহ এখান থেকে অন্যত্র সরে যান এবং সবাইকে সতর্ক করে দিন যে, তাদের কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়, তবে আপনার স্ত্রী ব্যতীত। কারণ অন্যদের উপর যে আজাব আপতিত হবে, তাকেও সে আজাব ভোগ করতে হবে।

এর এক অর্থ হতে পারে যে, তাকে পিছনে ফিরে চাইতে নিষেধ করবেন না। (অনুবাদক) আরেক অর্থ হতে পারে যে, সে আপনার হুশিয়ারি মেনে চলবে না।

কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, তাঁর স্ত্রীও সাথে যাচ্ছিল। কিন্তু পাপিষ্ঠদের উপর আজাব নাজিল হওয়ার ঘটনাটা শুনে পশ্চাতে ফিরে তাকাল এবং কওমের শোচনীয় পরিণতি দেখে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল। তৎক্ষণাৎ একটি প্রস্তরের আঘাতে সেও অক্কা পেল। −[কুরতুবী ও মাযহারী]

ফেরেশতাগণ আরো জানিয়ে দিলেন যে, إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ প্রত্যুষকালেই তাদের উপর আজাব আপতিত হবে। হযরত লূত (আ.) বললেন− "আমি চাই, আরো জলদি আজাব আসুক।" ফেরেশতাগণ জবাব দিলেন : أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ "প্রত্যুষকাল দূরে নয়; বরং সমাগত প্রায়।"

শব্দবিশ্লেষণ :

مُنِيْبٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব إِفْعَالٌ মাসদার الْإِنَابَةُ মূলবর্ণ (ن ـ و ـ ب) জিনস اجوف واوى অর্থ− আল্লাহমুখী হওয়া। একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর কাছে তওবা করা।

مَرْدُوْدٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার الرَّدُّ মূলবর্ণ (ر ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- প্রতিহত হওয়া। প্রত্যাবতর্ন করা। غَيْرُ مَرْدُوْدٍ অর্থ− অপ্রত্যাবর্তিত, অপ্রতিহত।

يُهْرَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব افعالٌ মাসদার الْإِهْرَاعُ মূলবর্ণ (ه ـ ر ـ ع) জিনস صحيح অর্থ− দ্রুত দৌড়ানো দৌড়ানো।

فَأَسْرِ : فاء হরফে আতফ। أَسْرِ সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার الْإِسْرَاءُ মূলবর্ণ (س ـ ر ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ− রাতে চলা।

مُصِيْبُهَا : مُصِيْبٌ ইসমে ফায়েল, মুযাফ। ها যমীর মুযাফ ইলাইহি। সীগাহ واحدمذكر বহছ اسم فاعل বাব افتعال মাসদার الْإِصَابَةُ মূলবর্ণ (ص ـ و ـ ب) জিনস اجوف واوى অর্থ− পৌঁছা। পেয়ে যাওয়া।

অনুবাদ	আয়াত
৮২. অতঃপর যখন আমার হুকুম এসে পৌছল, আমি সে ভূখণ্ডের উপরিভাগকে নীচ করে দিলাম এবং তার উপর ক্রমাগত ঝামা পাথর বর্ষণ করতে লাগলাম।	فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ۵ مَّنْضُوْدٍ (٨٢)
৮৩. যা বিশেষ চিহ্নিত করা ছিল আপনার প্রভুর নিকট; আর সে জনপদগুলো এ জালেমদের থেকে বেশি দূরে নয়।	مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ؕ وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ • (٨٣)
৮৪. আর আমি মাদইয়ানের [অধিবাসীদের] প্রতি তাদের ভ্রাতা শোয়াইবকে প্রেরণ করলাম; তিনি বললেন, হে আমার কওম! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত আর কেউ তোমাদের মা'বূদ নেই। আর তোমরা মাপে ও ওজনে কম করো না, আমি তোমাদেরকে সচ্ছল ও সমৃদ্ধশালী অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি, আর আমি তোমাদের প্রতি এক সর্বগ্রাসী দিবসের আজাবের আশঙ্কা করছি।	وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ وَّاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ (٨٤)
৮৫. আর হে আমার কওম! তোমরা মাপ ও ওজনকে পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন কর এবং লোকদেরকে তাদের দ্রব্যাদিতে [পরিমাণে কম দিয়ে] ক্ষতি করো না, আর ভূপৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াইও না।	وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ (٨٥)

শাব্দিক অনুবাদ :

৮২. فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا অতঃপর যখন আমার হুকুম এসে পৌছল جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا আমি সে ভূখণ্ডের উপরিভাগকে নীচে করে দিলাম وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا এবং তার উপর বর্ষণ করতে লাগলাম حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ ঝামা পাথর مَّنْضُوْدٍ যা ক্রমাগত ছিল।

৮৩. مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ যা বিশেষ চিহ্নিত করা ছিল আপনার প্রভুর নিকট وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ আর সে জনপদ গুলো এ জালেমদের থেকে বেশি দূরে নয়।

৮৪. وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا আর আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভ্রাতা শোয়াইব কে প্রেরণ করলাম قَالَ তিনি বললেন يٰقَوْمِ হে আমার কওম اعْبُدُوا اللّٰهَ তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ তিনি ব্যতীত আর কেউ তোমাদের মা'বূদ নেই وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ আর তোমরা মাপে ও ওজনে কম করো না اِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ আমি তোমাদেরকে সচ্ছল অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি وَّاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ আর আমি তোমাদের প্রতি এমন এক দিবসের আজাবের আশঙ্কা করছি যা নানাবিধ বিপদের সমষ্টি হবে।

৮৫. وَيٰقَوْمِ হে আমার কওম اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ তোমরা মাপ ও ওজনকে পুরোপুরি ভাবে সম্পন্ন কর وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ এবং লোকদেরকে তাদের দ্রব্যাদিতে ক্ষতি করো না وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ আর ভূপৃষ্ঠে ফ্যাসাদ করে বেড়াইও না।

৮৬. আল্লাহ্প্রদত্ত যা অবশিষ্ট থাকে তাই তোমাদের জন্য অতি উত্তম। যদি তোমাদের বিশ্বাস হয়, আর আমি তো তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই।	بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ (٨٦)
৮৭. তারা বলল, হে শোয়াইব! তোমার ধর্মনিষ্ঠা কি তোমাকে এ শিক্ষা দিচ্ছে যে, আমরা সেসব উপাস্য বর্জন করি, যাদের উপাসনা আমাদের পিতৃপুরুষগণ করে আসছেন? অথবা এটা বর্জন করতে যে, আমরা আমাদের নিজেদের মালে নিজেদের ইচ্ছানুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করি? বাস্তবিক আপনি হচ্ছেন বড় জ্ঞানবান, ধর্মপরায়ণ।	قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ؕ اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ (٨٧)
৮৮. শোয়াইব (আ.) বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আচ্ছা বল তো, যদি আমি স্বীয় প্রভুর পক্ষ থেকে প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি আমাকে নিজের পক্ষ হতে একটি উত্তম সম্পদ [নবুয়ত] দান করে থাকেন; তবে আমি কীরূপে প্রচার না করে পারি? আর আমি তা চাই না যে, আমি তোমাদের বিপরীত সেসব কাজ করি যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করছি; আমি তো সংশোধন করে দিতে চাচ্ছি যে পর্যন্ত আমার সাধ্যে হয়; আর আমার যা কিছু তৌওফিক হয়, তা কেবল আল্লাহরই সাহায্যে হয়ে থাকে। তাঁরই উপর ভরসা রাখি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি।	قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰكُمْ عَنْهُ ؕ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ؕ وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ (٨٨)

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৬. بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ আল্লাহ প্রদত্ত যা অবশিষ্ট থাকে তাই তোমাদের জন্য উত্তম اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ যদি তোমাদের বিশ্বাস হয় وَمَآ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ আর আমি তো তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই।

৮৭. قَالُوْا তারা বলল يٰشُعَيْبُ হে শুআইব اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ তোমার ধর্মনিষ্ঠা কি তোমাকে এ শিক্ষা দিচ্ছে যে, اَنْ نَّتْرُكَ আমরা সেসব উপাস্য বর্জন করি যাদের مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ উপাসনা আমাদের পিতৃ পুরুষগণ করে আসছে اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا অথবা এটা বর্জন করতে যে, আমরা আমাদের নিজেদের মালে নিজেদের ইচ্ছানুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করি اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ বাস্তবিক আপনি হচ্ছেন বড় জ্ঞানবান ধর্ম পরায়ণ।

৮৮. قَالَ يٰقَوْمِ শোয়াইব বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! اَرَءَيْتُمْ আচ্ছা বল তো اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ যদি আমি স্বীয় প্রভুর পক্ষ থেকে প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি وَرَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا এবং তিনি আমাকে নিজ সন্নিধান হতে একটি উত্তম সম্পদ (নবুয়ত) দান করে থাকেন তবে আমি কিরূপে প্রচার না করে পারি وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ আর আমি এটা চাই না যে, আমি তোমাদের বিপরীত সেই সমস্ত কাজ করি اِلٰى مَآ اَنْهٰكُمْ عَنْهُ যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করছি اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ আমি তো সংশোধন করে দিতে চাচ্ছি مَا اسْتَطَعْتُ যে পর্যন্ত আমার সাধ্যে হয় وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ আর আমার যা কিছু তৌফিক হয় তা কেবল আল্লাহরই সাহায্যে হয়ে থাকে عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ তাঁরই উপর ভরসা রাখি وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অতঃপর উক্ত আজাবের ধরন সম্পর্কে কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে, যখন আজাবের হুকুম কার্যকরী করার সময় হলো, তখন আমি তাদের বসতির উপরিভাগকে নীচে করে দিলাম এবং তাদের উপর অবিশ্রান্তভাবে এমন পাথর বর্ষণ করলাম, যার প্রত্যেকটি পাথর একজনের নামে চিহ্নিত ছিল।

বর্ণিত আছে যে, চারটি বড় বড় শহরে তাদের বসতি ছিল। ঐসব জনপদকেই কুরআন পাকের অন্য আয়াতে وَالْمُؤْتَفِكَتُ 'মুতাফিকাত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পাওয়া মাত্র হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর পাখা উক্ত শহর চতুষ্টয়ের জমিনের তলদেশে প্রবিষ্ট করতঃ এমনভাবে মহাশূন্যে উত্তোলন করলেন যে, সবকিছু নিজ নিজ স্থানে স্থির ছিল। এমনকি পানি ভর্তি পাত্র হতে এক বিন্দু পানিও পড়ল না বা নড়ল না। মহাশূন্য হতে কুকুর জানোয়ার ও মানুষের চিৎকার ভেসে আসছিল। ঐসব জনপদকে সোজাভাবে আকাশের দিকে তুলে উলটিয়ে যথাস্থানে নিক্ষেপ করা হলো। তারা আল্লাহর আইন ও প্রাকৃতিক বিধানকে উল্টিয়েছিল, তাই এটা ছিল তাদের উপযুক্ত শাস্তি।

হযরত লূত (আ.)-এর নাফরমান জাতির শোচনীয় পরিণতি বর্ণনা করার পর দুনিয়ার অপরাপর জাতিকে সতর্ক করার জন্য ইরশাদ হয়েছে- وَمَا هِيَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ প্রস্তর বর্ষণের আজাব বর্তমান কালের জালেমদের থেকেও দূরে নয়; বরং কুরাইশ কাফেরদের জন্য ঘটনাস্থল ও ঘটনাকাল খুবই কাছে এবং অন্যান্য পাপিষ্ঠরাও যেন নিজেদেরকে এহেন আজাব হতে দূরে মনে না করে। রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উম্মতের কিছু লোক কওমে লূতের অপকর্মে লিপ্ত হবে। যখন এরূপ হতে দেখবে, তখন তাদের উপরও অনুরূপ আজাব আসার অপেক্ষা কর।"

আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত শোয়াইব (আ.) ও তাঁর কওমের ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে। তারা কুফরি ও শিরকী ছাড়া ওজনে পরিমাপেও লোকদের ঠকাতো। হযরত শোয়াইব (আ.) তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন এবং ওজনে কম বেশি করতে নিষেধ করলেন। আল্লাহর আজাবের ভয় দেখালেন। কিন্তু তারা অবাধ্যতা ও না ফরমানির উপর অটল রইল। ফলে এক কঠিন আজাবে সমগ্র জাতি ধ্বংস হয়ে গেল।

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا 'আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোয়াইব (আ.) কে প্রেরণ করছি।' 'মাদইয়ান' আসলে একটি শহরের নাম। মাদইয়ান ইবনে ইবরাহীম এটার পত্তন করেছিলেন। সিরিয়ার বর্তমান مُعَانْ 'মোয়ান' নামক স্থানে তা অবস্থিত ছিল বলে ধারণা করা হয়। উক্ত শহরের অধিবাসীগণকে মাদইয়ানবাসী বলার পরিবর্তে শুধু "মাদইয়ান" বলা হতো। আল্লাহ তা'আলার বিশিষ্ট পয়গাম্বর হযরত শোয়াইব (আ.) উক্ত মাদইয়ান কওমের লোক ছিলেন তাই তাঁকে "তাদের ভাই" বলা হয়েছে। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বিশেষ অনুগ্রহ করে তাদের স্বজাতির এক ব্যক্তিকে তাদের কাছে পয়গাম্বর হিসেবে প্রেরণ করলেন, যেন তাঁর সাথে জানাশোনা থাকার কারণে সহজেই তার হেদায়েত গ্রহণ করে ধন্য হতে পারে।

قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ "তিনি বললেন- হে আমার জাতি। তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ভিন্ন তোমাদের মা'বূদ হওয়ার যোগ্য আর কেউ নেই। আর তোমরা ওজনে ও পরিমাপে কম দিও না।" এখানে হযরত শোয়াইব (আ.) নিজ জাতিকে প্রথমে একত্ববাদের প্রতি আহ্বান জানালেন। কেননা তারা ছিল মুশরিক, গাছাপালার পূজা করত। এজন্যই মাদইয়ানবাসীকে 'আসহাবুল আইকা' বা 'জঙ্গলওয়ালা' উপাধি দেওয়া হয়েছে। এহেন কুফরি ও শিরকির সাথে সাথে আরেকটি মারাত্মক দোষ ও জঘন্য অপরাধ ছিল যে, আদান প্রদান ও ক্রয় বিক্রয়কালে ওজনে পরিমাপে হেরফের করে লোকের হক আত্মসাৎ করত। হযরত শোয়াইব (আ.) তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন।

এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যে, কুফরি ও শিরকিই সকল পাপের মূল। যে জাতি ইহাতে লিপ্ত, তাদেরকে প্রথমই তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয়। ঈমান আনয়নের পূর্বে আমল ও কায়কারবারেরে প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় না।

দুনিয়াতে তাদের সফলতা অথবা ব্যর্থতাও শুধু ঈমান বা কুফরির ভিত্তিতে হয়ে থাকে, এ ব্যাপারে আমলের কোনো দখল থাকে না। কুরআন পাকে বর্ণিত পূর্ববর্তী নবীগণের ও তাদের জাতিসমূহের ঘটনাবলি এর প্রমাণ। তবে শুধু দুটি জাতি এমন ছিল, যাদের উপর আজাব নাজিল হওয়ার ব্যাপারে কুফরির সাথে সাথে তাদের বদআমলেরও দখল ছিল। প্রথম হযরত লূত (আ.) -এর জাতি যাদের কাহিনী ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের কুফরি ও গর্হিত অপকর্মের কারণে তাদের বসতিকে উলটিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় হযরত শোয়াইব (আ.)-এর কওম। যাদের উপর আজাব নাজিল হওয়ার জন্য কুফরি ও মাপে কম দেওয়াকে কারণ হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে।

এতে করে বুঝা যায় যে, পুংমৈথুন ও মাপে কম দেওয়া আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে জঘন্য ও মারাত্মক অপরাধ। কারণ এটা এমন দু'টি কার্য যার ফলে সমগ্র মানব জাতির চরম সর্বনাশ সাধিত এবং সারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা বিপর্যয় সৃষ্টি হয়।

ওজন পরিমাপে হের ফের করার হীন মানসিকতা দূর করার জন্য হযরত শোয়াইব (আ.) প্রথমে স্বীয় দেশবাসীকে পয়গাম্বরসুলভ স্নেহ ও দরদের সাথে বললেন إِنِّىٓ أَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ "বর্তমানে আমি তোমাদের অবস্থা খুব ভালো সচ্ছ দেখছি। তঞ্চকতার আশ্রয় গ্রহণ করার মতো কোনো কারণ দেখি না। তাই আল্লাহ তা'আলার এ অনুগ্রহে শোকর আদায় করার জন্য হলেও তোমাদের পক্ষে তার কোনো সৃষ্ট জীবকে ঠকানো উচিত নয়। তোমরা যদি আমার কথা না শোন, আমার নিষেধ অমান্য কর, তাহলে আমার ভয় হয় যে, আল্লাহর আজাব তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে। এখানে আখেরাতের আজাব বুঝানো হয়েছে, তন্মধ্যে সর্বনিম্ন আজাব হচ্ছে, তোমাদের স্বচ্ছলতা খতম হয়ে যাবে, তোমরা অভাবগ্রস্ত ও দুর্ভিক্ষ কবলিত হবে। যেমন রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– "যখন কোনো জাতি মাপে কম দিতে শুরু করে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুর্ভিক্ষ ও মূল্যবৃদ্ধিজনিত শাস্তিতে পতিত করেন।"

ওজন পরিমাপে কম দিতে নিষেধ করার মধ্যেই পরোক্ষভাবে যদিও সঠিক ওজন করার আদেশ হয়ে গেছে, তথাপি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য হযরত শোয়াইব (আ.) উদাত্ত আহ্বান জানালেন وَيٰقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ "হে আমার জাতি! ন্যায় নিষ্ঠার সাথে ঠিক ঠিকভাবে পরিমাণ কর ও ওজন দাও এবং লোকদের জিনিসপত্রেও কম দিও না আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।" অতঃপর তিনি মমতার সাথে আরো বললেন : بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ - وَمَآ أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ "মানুষের পাওনা ঠিকমতো ওজন করে পুরোপুরি দিয়ে দেওয়ার পর যে লভ্যাংশ উদ্বৃত থাকে, তোমাদের জন্য তা-ই উত্তম, পরিমাণে স্বল্প হলেও আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে বরকত দান করবেন, যদি তোমরা আমার কথা মান্য কর। আর যদি অমান্য কর, তবে মনে রেখ তোমাদের উপর কোনো আজাব অবতীর্ণ হলে, তা থেকে তোমাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমার নয়।"

হযরত শোয়াইব (আ.) সম্বন্ধে রাসূলে কারীম ﷺ মন্তব্য করেছেন যে, তিনি হচ্ছেন 'খতীবুল আম্বিয়া' বা নবীগণের মধ্যে প্রধান বক্তা। তিনি তাঁর সুললিত বয়ান ও অপূর্ব বাগ্মিতার মাধ্যমে স্বীয় জাতিকে বুঝানো এবং সৎপথে ফিরিয়ে আনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু এত কিছু শোনার পরেও তার কওমের লোকেরা পূর্ববর্তী বর্বর পাপিষ্ঠদের ন্যায় একই জবাব দিল। তারা নবীর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করতঃ আল্লাহর নবীকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে বলল : أَصَلٰوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَآ أَوْ أَنْ نَّفْعَلَ فِىٓ أَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ আপনার নামাজ কি আপনাকে শিখায় যে, আমরা আমাদের ঐসব উপাস্যের পূজা ছেড়ে দেই, আমাদের পূর্ব পুরুষেরা যার পূজা করে আসছে। আর আমাদের ধন সম্পদকে নিজেদের ইচ্ছামতো ব্যবহার করার অধিকারী না থাকি? কোনটা হালাল কোনটা হারাম তা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে করে সব কাজ করতে হবে?

হযরত শোয়াইব (আ.) সম্পর্কে সারাদেশে প্রসিদ্ধ ছিল যে, তিনি অধিকাংশ সময় নামাজ ও নফল ইবাদতে মগ্ন থাকেন। তাই তারা তার মূল্যবান নীতি বাক্যসমূহকে বিদ্রূপ করে বলতো আপনার নামাজ কি আপনাকে এসব আবোল তাবোল কথাবার্তা শিক্ষা দিচ্ছে?

ওদের এসব মন্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, এরা ধর্মকে শুধু কতিপয় আচার আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করতো ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধর্মকে কোনো দখল দিত না। তারা মনে করত, প্রত্যেকে নিজ নিজ ধন সম্পদ যেমন খুশি ভোগ দখল করতে পারে, এ ক্ষেত্রে কোনো বিধি নিষেধ আরোপ করা ধর্মের কাজ নয়। যেমন, বর্তমান যুগেও কোনো কোনো অবুঝ লোকের মধ্যে এহেন চিন্তাধারা পরিলক্ষিত হয়।

অকৃত্রিম দরদ, নিঃস্বার্থকল্যাণকামিতা ও সদুপদেশের জবাবে কওমের লোকেরা কত বড় রূঢ় মন্তব্য করল। কিন্তু হযরত শোয়াইব (আ.) -এর চরিত্রে ছিল নবীসুলভ সহনশীলতা। তাই উপহাস পরিহাসের পরেও তিনি দরদের সাথে তাদেরকে সম্বোধন করে বুঝাতে লাগলেন : قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَرَزَقَنِىْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا হে আমার জাতি! তোমরা বলতো, যদি আমার প্রভুর পক্ষ হতে আমার কথার সত্যতার সাক্ষ্য আমার কাছে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলা যদি আমাকে সর্বাধিক উত্তম রিজিক দান করে থাকেন, অর্থাৎ দেহের জন্য প্রয়োজনীয় বাহ্যিক রিজিকও দান করেছেন অধিকন্তু বুদ্ধি বিবেচনা তথা নবুয়তের দুর্লভ মর্যাদাও দান করেছেন, এতদসত্ত্বেও কি আমি তোমাদের মতো অন্যায় ও গোমরাহীর পথ অবলম্বন করব এবং সত্যের বাণী তোমাদেরকে পৌঁছাব না?

অতঃপর তিনি আরো বললেন : وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰكُمْ عَنْهُ তোমরা চিন্তা করে দেখ তো, আমি যে কাজ হতে তোমাদেরকে বাধা দেই, নিজেও তার কাছে কখনো যাই না। আমি যদি তোমাদেরকে নিষেধ করে নিজে সে কাজ করতাম তাহলে তোমাদের কথা বলার অবকাশ ছিল।

এতদ্বারা বুঝা গেল যে, ওয়াজ-নসিহত ও তবলীগকারীর কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা আপরিহার্য। অন্যথা তার কথায় শ্রোতাদের কোনো ফায়দা হয় না।

অতঃপর বলেন– اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ "আমার আপ্রাণ চেষ্টা এবং বার বার বুঝানোর একমাত্র উদ্দেশ্য তোমাদেরকে যথাসাধ্য সংশোধন করা। অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই। আর চেষ্টা সাধনাও নিজ বাহু বলে নয় বরং وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ "আমি যা কিছু করছি তা আল্লাহর মদদেই করছি। অন্যথা আমার চেষ্টা করারও সাধ্য ছিল না। তার উপরই আমি ভরসা রাখি এবং সর্বকাজে সর্বাবস্থায় তারই প্রতি রুজু হই।"

শব্দবিশ্লেষণ :

مَنْضُوْدٍ : সীগাহ اسم مفعول واحد مذكر বহছ ضَرَبَ বাব اَلنَّضْدُ মাসদার (ن . ض . د) মূলবর্ণ জিনস صحيح অর্থ– পরতে পরতে ভাঁজ করা।

مُسَوَّمَةً : সীগাহ اسم مفعول واحد مؤنث বহছ تَفْعِيْل বাব اَلتَّسْوِيْمُ মাসদার (س . و . م) মূলবর্ণ জিনস اجوف واوى অর্থ– পৃথককৃত। স্বতন্ত্র। নিদর্শনযুক্ত।

لَا تَعْثَوْا : সীগাহ نهى حاضر معروف جمع مذكر حاضر বহছ سَمِعَ বাব ; اَلْعَثْىُ মাসদার মূলবর্ণ (ع . ث . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– ফ্যাসাদ করা।

نَشٰٓؤُا : সীগাহ مضارع معروف جمع متكلم বহছ فَتَحَ বাব اَلْمَشِيْئَةُ মাসদার (ش . ى . ء) মূলবর্ণ জিনস اجوف يائى অর্থ– চাওয়া।

كُنْتُ : সীগাহ ماضى معروف واحد متكلم (فعل ناقص) বহছ نَصَرَ বাব اَلْكَوْنُ মাসদার মূলবর্ণ (ك . و . ن) জিনস اجوف واوى অর্থ– হওয়া।

اُنِيْبُ : সীগাহ مضارع معروف واحد متكلم বহছ اِفْعَالٌ বাব اَلْاِنَابَةُ মাসদার (ن . و . ب) মূলবর্ণ জিনস اجوف واوى অর্থ– প্রত্যাবর্তন করা। ফিরে আসা।

وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ؕ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ (٨٩)

৮৯. আর হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের জন্য আমার প্রতি বিরোধ যেন তার কারণ না হয়ে পড়ে যে, তোমাদের উপরও সেরূপ বিপদসমূহ এসে পড়ে। যেমন নূহ (আ.)-এর কওম অথবা হূদ (আ.)-এর কওম অথবা সালেহ (আ.)-এর কওমের উপর পতিত হয়েছিল। আর লূত (আ.)-এর কওম তো তোমাদের হতে দূর [দূরবর্তী যুগে] নয়।

وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ (٩٠)

৯০. আর তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট নিজেদের গুনাহ মাফ করিয়ে নাও। অতঃপর তাঁর দিকে মনোনিবেশ কর; নিশ্চয় আমার প্রতিপালক পরম দয়ালু, অতি প্রেমময়।

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ؗ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ (٩١)

৯১. তারা বলল, হে শোয়াইব! তোমার বর্ণিত অনেক কথা আমাদের বুঝে আসে না এবং আমরা নিজেদের মধ্যে তোমাকে দুর্বল দেখছি, আর যদি তোমার স্বজনবর্গের লক্ষ্য না হতো, তবে আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ করে ফেলতাম, আর আমাদের নিকট তোমার কোনোই মর্যাদা নেই।

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ؕ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ (٩٢)

৯২. শোয়াইব (আ.) বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! আমার পরিজনবর্গ কি তোমাদের নিকট আল্লাহ অপেক্ষাও অধিক মর্যাদাবান? আর তোমরা তাঁকে পশ্চাতে ফেলে রেখেছ। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপকে বেষ্টন করে আছেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৯. وَيٰقَوْمِ আর হে আমার সম্প্রদায়! لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ তোমাদের জন্য আমার প্রতি জিদ যেন এর কারণ না হয়ে পড়ে যে, اَنْ يُّصِيْبَكُمْ তোমাদের উপর ও সেরূপ বিপদসমূহ এসে পড়ে مِّثْلُ مَآ اَصَابَ যেমন পতিত হয়েছিল قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ নূহের কওম অথবা হূদের কওম অথবা সালেহের কওমের উপর وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ আর লূতের কওম তো তোমাদের থেকে দূর (যুগে) নয়।

৯০. وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ আর তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট নিজেদের গুনাহ মাফ করিয়ে নাও ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ অতঃপর তাঁর দিকে মনোনিবেশ কর اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ নিশ্চয় আমার প্রতিপালকের পরম দয়ালু অতি প্রেমময়

৯১. قَالُوْا يٰشُعَيْبُ তারা বলল, হে শুআইব مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ তোমার বর্ণিত অনেক কথা আমাদের বুঝে আসে না وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا এবং আমরা নিজেদের মধ্যে তোমাকে দুর্বল দেখছি وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ আর যদি তোমার স্বজনবর্গের লক্ষ্য না হতো তবে আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ করে ফেলতাম وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ আর আমাদের নিকট তোমার কোনোই মর্যাদা নেই।

৯২. قَالَ يٰقَوْمِ শুয়াইব বললেন, হে আমার কওম اَرَهْطِيْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ আমার পরিজনবর্গ কি তোমাদের নিকট আল্লাহ অপেক্ষাও অধিক মর্যাদাবান وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا আর তোমরা তাকে পশ্চাতে ফেলে রেখেছ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ নিশ্চয় আমার প্রতিপালক তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপ কে বেষ্টন করে আছেন।

وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ؕ سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ؕ وَارْتَقِبُوْۤا اِنِّىْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ (٩٣)

৯৩. আর হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজেদের অবস্থায় কাজ করতে থাক, আমিও [আমার] কাজ করছি; এখন সত্বরই তোমরা জানতে পারবে যে, কে সে ব্যক্তি যার উপর এমন আজাব আসন্ন যা তাকে অপমানিত করবে এবং কে সে ব্যক্তি যে মিথ্যাবাদী ছিল; আর তোমরা প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষায় রইলাম।

وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ (٩٤)

৯৪. [আল্লাহ বললেন] আর যখন আমার হুকুম এসে পৌছল, তখন আমি নাজাত দিলাম শোয়াইব (আ.) আর যারা তার সঙ্গে ঈমানদার ছিল তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে, আর সেই জালেমদেরকে আক্রমণ করল এক বিকট গর্জন, অতঃপর তারা নিজ নিজ গৃহের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ (٩٥)

৯৫. যেন তারা সেথায় কখনো বসবাসই করেনি। ভালোরূপে শুনে নাও, রহমত হতে দূরে সরে পড়ল মাদইয়ানবাসী, যেমন রহমত হতে দূর হয়েছিল ছামূদ [সম্প্রদায়]।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ (٩٦)

৯৬. আর মূসাকে আমি প্রেরণ করলাম আমার নিদর্শনাবলি এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে।

اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهٖ فَاتَّبَعُوْۤا اَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَاۤ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ (٩٧)

৯৭. ফেরাউন ও তার প্রধানবর্গের নিকট, অনন্তর তারা [-ও] ফেরাউনের মতানুসারে চলতে রইল এবং ফেরাউনের মত মোটেই ঠিক ছিল না।

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৩. وَيٰقَوْمِ আর হে আমার সম্প্রদায়! اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ তোমরা নিজেদের অবস্থা কাজ করতে থাক اِنِّىْ عَامِلٌ আমিও (আমার) কাজ করছি سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ এখন সত্বরই তোমরা জানতে পারবে যে, مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ কে সেই ব্যক্তি যার উপর আজাব আসন্ন يُّخْزِيْهِ যা তাকে অপমানিত করবে وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ এবং কে সেই ব্যক্তি যে মিথ্যাবাদী ছিল। وَارْتَقِبُوْا আর তোমরা প্রতীক্ষায় থাক اِنِّىْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ আমি তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষায় রইলাম।

৯৪. وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا আর যখন আমার হুকুম এসে পৌছল نَجَّيْنَا তখন আমি নাজাত দিলাম شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ শুয়াইবকে এবং যারা তার সঙ্গে ঈমানদার ছিল তাদেরকে بِرَحْمَةٍ مِّنَّا নিজ রহমতে وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ আর সেই জালেমদেরকে আক্রমণ করল এক বিকট গর্জন فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ অতঃপর তারা নিজ গৃহের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।

৯৫. كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا যেন তারা এ গুলোতে কখনো বসবাসই করেনি اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ ভালোরূপে শুনে নাও, রহমত হতে দূরে সরে পড়ল ময়দান كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ যেমন দূর হয়েছিল ছামূদ রহমত হতে।

৯৬. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا আর আমি প্রেরণ করলাম مُوْسٰى মূসাকে بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ আমার নিদর্শনাসমূহ এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে।

৯৭. اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۠ئِهٖ ফেরাউন ও তার প্রধানবর্গের নিকট فَاتَّبَعُوْۤا اَمْرَ فِرْعَوْنَ অনন্তর তারা ফেরাউনের মতানুসারে চলতে রইল وَمَاۤ اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ফেরাউনের মত মোটেই ঠিক ছিল না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নসিহত ও উপদেশ দান করে তিনি পুনরায় তাদেরকে আল্লাহর আজাব হতে সতর্ক করে বললেন– وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ হে আমার কওম! সাবধান। আমার সাথে বিদ্বেষ ও জিদ করে তোমরা নিজেদের উপর কওমে নূহ অথবা কওমে হূদ কিংবা সালেহ (আ.) -এর কওমের মতো বিপদ ডেকে আনবে না। আর হযরত লূত (আ.) এর জাতি ও তাদের শোচনীয় পরিণতি তো তোমাদের থেকে খুব দূরেও নয়। অর্থাৎ কওমে লূতের উল্টিয়ে দেওয়া জনপদগুলো মাদইয়ান শহরের আদূরেই অবস্থিত। তাদের উপর আজাব নাজিল হওয়ার ঘটনা তোমাদের সময় থেকে খুব আগের কোনো ব্যাপার নয়। অতএব, তা হতে শিক্ষা গ্রহণ কর এবং হঠকারিতা পরিত্যাগ কর।

কওমের লোকেরা একথা শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বলতে লাগল "আপনার গোষ্ঠী জাতির কারণে আমরা এতদিন আপনাকে কিছু বলিনি। নতুবা অনেক আগেই প্রস্তর আঘাতে আপনাকে হত্যা করে ফেলতাম।"

এরপরে হযরত শোয়াইব (আ.) তাদেরকে নসিহত করে বললেন– "তোমরা আমার আত্মীয় স্বজনকে ভয় কর, অথচ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করো না।"

শেষ পর্যন্ত কওমের লোকেরা যখন হযরত শোয়াইব (আ.)-এর কোনো কথা মানল না, তখন তিনি বললেন– 'ঠিক আছে, তোমরা এমন আজাবের অপেক্ষা করতে থাক।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর চিরন্তন বিধান অনুসারে হযরত শোয়াইব (আ.) কে এবং তাঁর সঙ্গিসাথি ঈমানদারগণকে উক্ত জনপদ হতে অন্যত্র নিরাপদে সরিয়ে নিলেন এবং হযরত জিবরাঈল (আ.) -এর এক ভয়ঙ্কর হাঁকে অবশিষ্ট সবাই এক নিমেষে ধ্বংস হলো।

আহাকাম ও মাসায়েল :

মাপে কম দেওয়া : আলোচ্য আয়াতসমূহে মাদইয়ানবাসী ধ্বংস হওয়ার অন্যতম কারণ নির্দেশ করা হয়েছে মাপে কম দেওয়াকে, আরবিতে যাকে 'তাতফীক' বলা হয়। কুরআন কারীমের– وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ আয়াতে তাদের জন্য কঠোর শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ওলামায়ে উম্মতের ইজমা বা সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে তা সম্পূর্ণ হারাম। ইমাম মালেক (র.) তদীয় 'মোয়াত্তা' কিতাবে হযরত ওমর ফারূক (রা.) -এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করে লিখেছেন যে, ওজনে পরিমাপে কম দেওয়ার কথা বলে, আসলে বুঝানো হয়েছে– কারো কোনো ন্যায্য পাওনা পুরোপুরি না দিয়ে কম দেওয়া; তা ওজন ও পরিমাপ করার বস্তু হোক অথবা অন্য কিছু হোক। কোনো বেতনভোগী কর্মচারী যদি তার নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে কম সময় কাজ করে, কোনো শিক্ষক যদি যত্ন সহকারে শিক্ষাদান না করে অথবা কোনো নামাজি ব্যক্তি যদি নামাজের সুন্নতগুলো পালনে অবহেলা করে তবে তারাও উক্ত তাতফীফের অপরাধীদের তালিকাভুক্ত হবে। (নাউজুবিল্লাহি মিনহু)

মাসআলা : তাফসীরে কুরতুবীতে আছে যে, মাদইয়ানবাসীর আরেকটি দুষ্কর্ম ছিল যে, তারা প্রচলিত স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার পার্শ্ব হতে স্বর্ণ রৌপ্য কেটে রেখে সেগুলো বাজারে চালিয়ে দিত। হযরত শোয়াইব (আ.) তাদেরকে এ কাজ থেকে নিষেধ করেছিলেন।

হাদীস শরীফে আছে যে, রাসূলে কারীম ﷺ মুসলিম রাষ্ট্রের মুদ্রা ভগ্ন করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। কুরআন পাকের ১৯ পারা, সূরাহ্ নমল ৪৮নং আয়াতে تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ- এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমামুল মুফাসসিরীন হযরত জায়েদ ইবনে আসলাম বলেন, মাদইয়ানবাসীরা দীনার ও দিরহাম কেটে তা থেকে স্বর্ণ রৌপ্য আত্মসাৎ করতো। যাকে কুরআন কারীমের ভাষায় মারাত্মক দুষ্কৃতি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের (র.) খেলাফত কালে এক ব্যক্তিকে এক দিরহাম কর্তনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। খলিফা তাকে দোররা মারা ও মস্তক মুণ্ডন করে শহরে প্রদক্ষিণ করাবার নির্দেশ দিলেন। –[তাফসীরে কুরতুবী]

শব্দবিশ্লেষণ :

لَا يَجْرِمَنَّكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مصارع معروف بانون ثقيله বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْجَرْمُ মূলবর্ণ (ج . ر . م) জিনস صحيح অর্থ- প্ররোচিত করা। অর্থাৎ لَا يَكْسِبَنَّكُمْ خِلَافِيْ আমার বিরোধিতা করে অর্জন করো না। (তরজমা শাইখুল হিন্দ) শাব্দিক তরজমা কখনো যেন আমার বিরোধিতা তোমাদেরকে প্ররোচিত না করে।

تُوْبُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتَّوْبَةُ মূলবর্ণ (ت . و . ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– তওবা করা। ফিরে আসা। প্রত্যাবর্তন করা।

رَهْطُكَ : অর্থ– তোমার গোত্র। তিন থেকে দশজনের দল যার মধ্যে মহিলা থাকে না, তাকে رَهْط বলা হয়। এ শব্দের একবচন আসে না। বহুবচন আসে اَرَاهِطُ . اَرْهُطٌ . اَرَاهِيطُ

اِرْتَقِبُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِرْتِقَابُ মূলবর্ণ (ر . ق . ب) জিনস صحيح অর্থ– অপেক্ষা করা। পথ দেখা।

جٰثِمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ ও ضَرَبَ মাসদার اَلْجُثُوْمُ মূলবর্ণ (ج . ث . م) জিনস صحيح অর্থ– বুক নিচে দিয়ে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে থাকা।

لَمْ يَغْنَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْغِنٰى মূলবর্ণ (غ . ن . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– কিয়াম করা। অবস্থান করা। বসবাস করা।

৯৮. কিয়ামতের দিন সে নিজ সম্প্রদায়ের আগে আগে থাকবে, অতঃপর তাদেরকে উপনীত করে দিবে দোজখে; আর তা অতি নিকৃষ্ট স্থান যাতে তারা উপনীত হবে।	يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۚ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ (٩٨)
৯৯. আর লা'নত তাদের সঙ্গে সঙ্গে রইল এ দুনিয়াতে [-ও] এবং কিয়ামত দিবসেও; তা হলো নিকৃষ্ট পুরস্কার যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।	وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ (٩٩)
১০০. এটা ছিল সে জনপদসমূহের কতিপয় অবস্থা যা আমি আপনার নিকট বর্ণনা করেছি, তাদের মধ্য হতে কোনো কোনো জনপদ তো বহাল রয়েছে এবং কোনো কোনোটির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেছে।	ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَّحَصِيْدٌ (١٠٠)
১০১. আর আমি তাদের প্রতি অত্যাচার করিনি; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে। বস্তুত তাদের কোনোই উপকার করেনি তাদের সে উপাস্যগুলো, আল্লাহকে ছেড়ে যাদের তারা উপাসনা করত, যখন এসে পৌছল আপনার প্রতিপালকের হুকুম বরং উল্টা তাদের ক্ষতি সাধন করল।	وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَمَآ اَغْنَتْ عَنْهُمْ اٰلِهَتُهُمُ الَّتِيْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ (١٠١)

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৮. يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামতের দিন সে নিজ সম্প্রদায়ের আগে আগে থাকবে فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ অতঃপর তাদেরকে উপনীত করে দিবে দোজখে وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ আর তা অতি নিকৃষ্ট স্থান যাতে তারা উপনীত হবে।

৯৯. وَاُتْبِعُوْا فِيْ هٰذِهٖ لَعْنَةً আর লা'নত তাদের সঙ্গে রইল এ দুনিয়াতে وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ এবং কিয়ামত দিবসেও بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ তা হলো নিকৃষ্ট পুরস্কার যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

১০০. ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى এটা ছিল সে জনপদসমূহের কতিপয় অবস্থা نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ যা আমি আপনার নিকট বর্ণনা করছি مِنْهَا قَآئِمٌ وَّحَصِيْدٌ কোনো কোনো জনপদ তো তাদের মধ্য হতে বহাল রয়েছে এবং কোনো কোনোটি সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেছে।

১০১. وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ আর আমি তাদের প্রতি অত্যাচার করিনি وَلٰكِنْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে فَمَآ اَغْنَتْ عَنْهُمْ বস্তুত তাদের কোনোই উপকার করেনি اٰلِهَتُهُمُ তাদের সে উপাস্য গুলো الَّتِيْ يَدْعُوْنَ যাদের তারা উপাসনা করত مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ আল্লাহকে ছেড়ে لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ যখন পৌছল আপনার পরওয়ারদেগারের হুকুম وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبٍ বরং উল্টা তাদের ক্ষতি সাধন করল।

১০২. আর আপনার প্রতিপালকের পাকড়াও এরূপই হয়ে থাকে, যখন তিনি কোনো জনপদের অধিবাসীদেরকে পাকড়াও করেন যখন তারা জুলুম করে। নিঃসন্দেহে তার পাকড়াও হচ্ছে অত্যন্ত যাতনাদায়ক, কঠিন।	وَكَذٰلِكَ اَخۡذُ رَبِّكَ اِذَاۤ اَخَذَ الۡقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ ؕ اِنَّ اَخۡذَهٗۤ اَلِيۡمٌ شَدِيۡدٌ (١٠٢)
১০৩. এ সমস্ত ঘটনায় সেই ব্যক্তির জন্য বড় উপদেশ রয়েছে। যে ব্যক্তি পরকালের আজাবকে ভয় করে; তা এমন এক দিন হবে যেদিন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে এবং তা হলো সকলের উপস্থিতির দিন।	اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنۡ خَافَ عَذَابَ الۡاٰخِرَةِ ؕ ذٰلِكَ يَوۡمٌ مَّجۡمُوۡعٌ ۙ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوۡمٌ مَّشۡهُوۡدٌ (١٠٣)
১০৪. আর আমি তা কেবল সামান্য কালের জন্য স্থগিত করে রেখেছি;	وَمَا نُؤَخِّرُهٗۤ اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعۡدُوۡدٍ (١٠٤)
১০৫. যখন সেদিন আসবে কোনো ব্যক্তি আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কথাও বলতে পারবে না, অনন্তর তাদের মধ্যে কতেক তো দুর্ভাগা হবে এবং কতেক ভাগ্যবান হবে।	يَوۡمَ يَاۡتِ لَا تَكَلَّمُ نَفۡسٌ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ۚ فَمِنۡهُمۡ شَقِىٌّ وَّسَعِيۡدٌ (١٠٥)
১০৬. অতএব, যারা দুর্ভাগা হবে তারা তো দোজখে এরূপ অবস্থায় থাকবে যে, তাতে তাদের চিৎকার ও আর্তনাদ হতে থাকবে।	فَاَمَّا الَّذِيۡنَ شَقُوۡا فَفِى النَّارِ لَهُمۡ فِيۡهَا زَفِيۡرٌ وَّشَهِيۡقٌ (١٠٦)

শাব্দিক অনুবাদ :

১০২. وَكَذٰلِكَ اَخۡذُ رَبِّكَ আর আপনার রবের পাকড়াও এরূপই হয়ে থাকে اِذَاۤ اَخَذَ الۡقُرٰى যখন তিনি কোনো জনপদের অধিবাসীদেরকে পাকড়াও করেন وَهِىَ ظَالِمَةٌ যখন তারা জুলুম করে اِنَّ اَخۡذَهٗۤ اَلِيۡمٌ شَدِيۡدٌ নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও হচ্ছে অত্যন্ত যাতনা দায়ক কঠিন।

১০৩. اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً এ সমস্ত ঘটনায় সেই ব্যক্তির জন্য বড় উপদেশ রয়েছে لِّمَنۡ خَافَ عَذَابَ الۡاٰخِرَةِ যে ব্যক্তি পরকালের আজাবকে ভয় করে ذٰلِكَ يَوۡمٌ তা এমন এক দিন হবে مَّجۡمُوۡعٌ لَّهُ النَّاسُ যেদিন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে وَذٰلِكَ يَوۡمٌ مَّشۡهُوۡدٌ এবং তা হলো সকলের উপস্থিতির দিন।

১০৪. وَمَا نُؤَخِّرُهٗۤ আর আমি তা স্থগিত করে রেখেছি, اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعۡدُوۡدٍ কেবল সামান্য কালের জন্য।

১০৫. يَوۡمَ يَاۡتِ যখন সেদিন আসবে لَا تَكَلَّمُ نَفۡسٌ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ কোনো ব্যক্তি আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কথাও বলতে পারবে না فَمِنۡهُمۡ شَقِىٌّ وَّسَعِيۡدٌ অনন্তর তাদের মধ্যে কতক তো দুর্ভাগা হবে এবং কতক ভাগ্যবান হবে।

১০৬. فَاَمَّا الَّذِيۡنَ شَقُوۡا অতএব, যারা দুর্ভাগা হবে فَفِى النَّارِ তারা দোজখে এরূপ অবস্থায় থাকবে যে, لَهُمۡ فِيۡهَا زَفِيۡرٌ وَّشَهِيۡقٌ তাতে তাদের চিৎকার ও আর্তনাদ হতে থাকবে।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ (١٠٧)

১০৭. তারা অনন্তকাল সেখানে থাকবে যে পর্যন্ত আসমান ও জমিন স্থায়ী থাকে, অবশ্য যদি আল্লাহরই ইচ্ছা হয়, তবে ভিন্ন কথা; আপনার প্রতিপালক যা কিছু চান তা পূর্ণরূপে সমাধা করতে পারেন।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ (١٠٨)

১০৮. আর পক্ষান্তরে যারা হয়েছে ভাগ্যবান, বস্তুত তারা থাকবে জান্নাতে, [এবং!] তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে যে, পর্যন্ত আসমান ও জমিন স্থায়ী থাকে; কিন্তু যদি আল্লাহরই ইচ্ছা হয়, তবে ভিন্ন কথা; তা অফুরন্ত দান হবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৭. خٰلِدِيْنَ فِيْهَا তারা অনন্তকাল সেখানে থাকবে مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ যে পর্যন্ত আসমান ও জমিন স্থায়ী থাকে الاماشاء ربك অবশ্য যদি আল্লাহরই ইচ্ছা হয় তবে ভিন্ন কথা اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ আপনার প্রতিপালক যা কিছু চান তা পূর্ণরূপে সমাধা করতে পারেন।

১০৮. وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا পক্ষান্তরে যারা হয়েছে ভাগ্যবান فَفِى الْجَنَّةِ বস্তুত তারা থাকবে জান্নাতে خٰلِدِيْنَ فِيْهَا তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে مَادَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ যে পর্যন্ত আসমান জমিন স্থায়ী থাকে الا ما شاء ربك কিন্তু যদি আল্লাহর ইচ্ছা হয় তবে ভিন্ন কথা عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ তা অফুরন্ত দান হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা হূদে হযরত নূহ (আ.) থেকে হযরত মূসা (আ.) পর্যন্ত বিশিষ্ট নবীগণ ও তাদের জাতিসমূহের ঘটনাবলি এক বিশেষ বর্ণনা শৈলীর মাধ্যমে বিবৃত করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বহু উপদেশ, হিকমত, আহকাম ও হোদায়েত বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর উক্ত ঘটনাবলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য রাসূলে কারীম ﷺ-কে সম্বোধন করে সামগ্র উম্মতে মুহাম্মদীকে আহ্বান জানানো হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْقُرٰى نَقُصُّهٗ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمٌ وَّحَصِيْدٌ অর্থাৎ এটা পূর্ববর্তী যুগের কতিপয় শহর ও জনপদের কাহিনী, আমি আপনার সামনে তুলে ধরছি, যার উপর আল্লাহর আজাব আপতিত হয়েছে তন্মধ্যে কোনো কোনো শহরের ধ্বংসাবশেষ এখনো বর্তমান আছে। আর কোনো কোনো জনপদকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে যেমন ক্ষেতের ফসল কর্তন করে তাকে সমান করার পর পূর্ববর্তী ফসলের কোনো চিহ্ন থাকে না।

অতঃপর বলেন যে, আমি তাদের উপর কোনো জুলুম করিনি; বরং তারাই নিজেদের প্রতি অবিচার করেছে। কেননা তারা নিজেদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা প্রভুকে পরিত্যাগ করে নিজেদের মনগড়া হাতে তৈরি মূর্তিকে বা অন্য কিছুকে মা'বূদ সাব্যস্ত করেছে। যার ফলে আল্লাহর আজাব যখন নেমে এলো, তখন ঐসব কাল্পনিক মা'বূদেরা তাদের কোনো সাহায্য করতে পারল না। আর আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো জনপদবাসীকে

আজাবের সাথে পাকড়াও করেন, তখন অত্যন্ত শক্ত ও নির্মমভাবে পাকড়াও করেন।[1] তখন আত্মরক্ষার জন্য কারো কোনো গত্যন্তর থাকে না।

অতঃপর সবাইকে আখেরাতের চিন্তায় মশগুল করার জন্য ইরশাদ করেন যে, এসব ঘটনাবলির মধ্যে ঐসব লোকের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত ও নিদর্শনাবলি রয়েছে, যারা পরকালের আজাবকে ভয় করে। যেদিন সমগ্র মানবজাতি একই ময়দানে সমবেত হবে, সেদিনটি এতই ভয়াবহ যে, কোনো ব্যক্তি আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারবে না।

শব্দবিশ্লেষণ :

فَاَوْرَدَهُمْ : فاء হরফে আতফ। সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْرَادُ মূলবর্ণ (و ـ ر ـ د) জিনস مثال واوى অর্থ- আনয়ন, উপস্থাপন, পরিবেশন, আমদানি।

اَلْمَوْرُوْدُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوُرُوْدُ ও اَلْوِرْدُ মূলবর্ণ (و ـ ر ـ د) জিনস مثال واوى অর্থ- আনা; পানির উপর আসা।

اَلْمَرْفُوْدُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব ضَرَبَ মাসাদর اَلرِّفْدُ মূলবর্ণ (ر ـ ف ـ د) জিনস صحيح অর্থ- পুরস্কার দেওয়া।

شَقِىٌّ : ছিফাতে মুশাব্বাহ। فَعِيْلٌ-এর ওযনে। হতভাগ্য, দুর্ভাগ্য। সীগাহ واحد مذكر বহছ صفت مشبة বাব سَمِعَ মাসাদর اَلشَّقَاوَةُ মূলবর্ণ (ش ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- হতভাগা হওয়া।

سَعِيْدٌ : ছিফাতে মুশাব্বাহ। فَعِيْلٌ-এর ওযনে অর্থ- সৌভাগ্যবান। সীগাহ واحد مذكر বহছ صفت مشبة বাব سَمِعَ মাসাদর اَلسَّعَادَةُ মূলবর্ণ (س ـ ع ـ د) জিনস صحيح অর্থ- সৌভাগ্যবান হওয়া।

شَقُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلشَّقَاوَةُ মূলবর্ণ (ش ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- দুর্ভাগা হওয়া। হতভাগা হওয়া। شَقُوْا মূলতঃ شَقِيُوْا ছিল। তা'লীল হয়ে شَقُوْا হয়েছে।

دَامَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ মাসদার اَلدَّوَامُ মূলবর্ণ (د ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ- স্থির থাকা। এক অবস্থায় অটল থাকা।

مَجْذُوْذٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসাদর اَلْجَذُّ মূলবর্ণ (ج ـ ذ ـ ذ) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- مَقْطُوْعٌ তথা কর্তিত। غَيْرُ مَجْذُوْذٍ অর্থাৎ غَيْرُمَقْطُوْعٍ ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন। ভেঙ্গে দেওয়া। টুকরা টুকরা করা।

فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هٰٓؤُلَآءِ ۚ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ ۚ وَاِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوْصٍ (۱۰۹)

১০৯. সুতরাং এরা যার উপাসনা করে তার সম্বন্ধে এতটুকুও সংশয় করো না। তারাও ঠিক সেরূপেই ইবাদত করছে যেরূপ তাদের পূর্বে তাদের পূর্বপুরুষগণ করত। আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের প্রাপ্য পুরোপুরি প্রদান করব, তাতে কিছু মাত্র কম দিব না।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ (۱۱۰)

১১০. নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, অনন্তর তাতে [-ও] মতভেদ করা হলো; আর যদি একটি উক্তি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে পূর্বেই স্থিরীকৃত হয়ে না থাকত, তবে তাদের [চূড়ান্ত] মীমাংসা হয়ে যেত; আর এ লোকেরা এর সম্বন্ধে এমন সন্দেহে [পতিত] আছে যা তাদেরকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে রেখেছে।

وَاِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ ۚ اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ (۱۱۱)

১১১. আর নিশ্চিতরূপে সকলেই এরূপ যে, আপনার প্রতিপালক তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ অংশ প্রদান করবেন: নিশ্চয় তিনি তাদের কার্যকলাপের পূর্ণ খবর রাখেন।

فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (۱۱۲)

১১২. অতএব, আপনি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছেন তাতে স্থির ও দৃঢ় থাকুন এবং সে লোকেরাও যারা কুফর হতে তওবা করে আপনার সঙ্গে আছে, আর সীমালঙ্ঘন করো না; নিশ্চয় তিনি তোমাদের কার্যকলাপ সম্যকভাবে প্রত্যক্ষ করেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৯. فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ সুতরাং এতটুকু ও সংশয় করো না مِّمَّا يَعْبُدُ هٰٓؤُلَآءِ এরা যার উপসনা করে তার সম্বন্ধে مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُهُمْ مِّنْ قَبْلُ তারাও ঠিক সেরূপেই ইবাদত করছে যেরূপে তাদের পূর্বে তাদের পূর্বপুরুষগণ করত وَاِنَّا لَمُوَفُّوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ এবং নিশ্চয় আমি তাদেরকে তাদের (শাস্তির) অংশ পূর্ণভাবে দিয়ে দিব غَيْرَ مَنْقُوْصٍ কিছুমাত্র কম না করে।

১১০. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম فَاخْتُلِفَ فِيْهِ অনন্তর তাতে মতভেদ করা হলো وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ আর যদি একটি উক্তি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পূর্বেই স্থিরিকৃত না হয়ে না থাকত لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ তবে তাদের (চূড়ান্ত) মীমাংসা হয়ে যেত وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ আর এই লোকেরা এর সম্বন্ধে এমন সন্দেহে (পতিত) আছে যা তাদেরকে দ্বিধা দ্বন্দ্বে রেখেছে।

১১১. وَاِنَّ كُلًّا لَّمَّا আর নিশ্চিতরূপে সকলেই এরূপ যে, لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ আপনার প্রতিপালক তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ অংশ প্রদান করবেন اِنَّهٗ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ নিশ্চয় তিনি তাদের কার্যকলাপের পূর্ণ খবর রাখেন।

১১২. فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ অতএব, আপনি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছেন দৃঢ় থাকুন وَمَنْ تَابَ مَعَكَ এবং সেই লোকেরাও যারা কুফর থেকে তওবা করে আপনার সঙ্গে আছে। وَلَا تَطْغَوْا আর (ধর্মের) গণ্ডি হতে একটুও বের হয়ো না اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ নিশ্চয় তিনি তোমাদের কার্যকলাপ সম্যকভাবে প্রত্যক্ষ করেন।

১১৩. আর জালেমদের প্রতি ঝুঁকিও না, অন্যথা তোমাদেরকে দোজখের অগ্নি স্পর্শ করবে, আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কেউ সহায় হবে না, অতঃপর তোমাদেরকে কোনো সাহায্যও করা হবে না।	وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۙ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ (١١٣)
১১৪. আর নামাজের পাবন্দি করুন দিবসের দুই প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশে; নিঃসন্দেহে সৎকার্যাবলি মুছে ফেলে মন্দ কার্যসমূহকে। তা হচ্ছে একটি [ব্যাপক] নসিহত, উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য।	وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ (١١٤)
১১৫. আর ধৈর্যধারণ করুন, কেননা আল্লাহ নেককারদের পুণ্যফলকে পণ্ড করেন না।	وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ (١١٥)
১১৬. বস্তুত যে সমস্ত উম্মতগণ তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে, তাদের মধ্যে এমন বুদ্ধিমান লোক হয় না যারা দেশে ফ্যাসাদ বিস্তার করতে বাধা প্রদান করত সামান্য কয়েকজন ব্যতীত, যাদেরকে আমি তাদের মধ্য হতে রক্ষা করেছিলাম। আর যারা অবাধ্য ছিল তারা যে আরাম আয়েশে ছিল তার পিছনেই পড়ে রইল এবং অপরাধপরায়ণ হয়ে পড়ল।	فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۚ وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَآ اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ (١١٦)

শাব্দিক অনুবাদ :

১১৩. وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا আর জালেমদের প্রতি ঝুঁকিও না فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ অন্যথা তোমাদেরকে দোজখের অগ্নি স্পর্শ করবে وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কেউ সহায় হবে না ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ অতঃপর তোমাদেরকে কোনো সাহায্যও করা হবে না।

১১৪. وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ আর নামাজের পাবন্দি করুন طَرَفَيِ النَّهَارِ দিবসের দুই প্রান্তে وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ও রাত্রির কিছু অংশে اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ নিঃসন্দেহে সৎকার্যাবলি মুছে ফেলে মন্দ কার্য সমূহকে ذٰلِكَ ذِكْرٰى এটা হচ্ছে একটি নসিহত لِلذّٰكِرِيْنَ উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য।

১১৫. وَاصْبِرْ আর ধৈর্য ধারণ করুন فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ কেননা আল্লাহ তা'আলা পণ্ড করেন না اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ নেককারদের পুণ্যফলকে।

১১৬. فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ বস্তুত যে সমস্ত উম্মতগণ গত হয়েছে তাদের মধ্যে হয়নি مِنْ قَبْلِكُمْ তোমাদের পূর্বে اُولُوْا بَقِيَّةٍ বুদ্ধিমান লোক يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ যারা দেশে ফ্যাসাদ বিস্তার করতে বাধা প্রদান করত اِلَّا قَلِيْلًا সামান্য কয়েকজন ব্যতীত مِّمَّنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ যাদেরকে আমি তাদের মধ্য হতে রক্ষা করেছিলাম وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَآ اُتْرِفُوْا فِيْهِ আর যারা অবাধ্য ছিল তারা যে আরাম আয়েশে ছিল তার পিছনেই পড়ে রইল وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ এবং অপরাধ পরায়ণ হয়ে রইল।

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ (١١٧)

১১৭. আর আপনার রব এমন নন যে, জনপদসমূহকে কুফরের কারণে ধ্বংস করে দেন, অথচ তার অধিবাসীরা সৎকাজে লিপ্ত রয়েছে।

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ (١١٨)

১১৮. আর যদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন, তবে তিনি সকল মানুষকে একই মতাবলম্বী করে দিতেন; [কিন্তু তিনি এরূপ করেননি] আর তারা সর্বদাই মতভেদ করতে থাকবে।

اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۚ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ (١١٩)

১১৯. কিন্তু যার প্রতি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ হয়; আর এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আর আপনার প্রতিপালকের এ বাণীও পূর্ণ হবে যে, আমি জাহান্নামকে পূর্ণ করব জিনদের ও মানবদের সকলের দ্বারা।

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ (١٢٠)

১২০. আর আমি রাসূলগণের ঘটনাবলি হতে এসব ঘটনা আপনার নিকট বর্ণনা করছি, যা দ্বারা আমি আপনার অন্তরকে সুদৃঢ় করি। আর এ সমস্ত ঘটনাবলিতে আপনার নিকট এমন সব বিষয়বস্তু পৌঁছেছে যা সত্য, আর মুমিনদের জন্য নসিহত ও স্মারকবাণী।

وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ ۚ اِنَّا عٰمِلُوْنَ (١٢١)

১২১. আর যারা ঈমান আনছে না, তাদেরকে বলে দিন যে, তোমরা নিজ রীতি অনুসারে কাজ করতে থাক; আমরাও [নিজ দস্তুর অনুযায়ী] কাজ করছি।

শাব্দিক অনুবাদ :

১১৭. وَمَا كَانَ رَبُّكَ আর আপনার রব এমন নন যে, لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ জনপদ সমূহকে কুফরের কারণে ধ্বংস করে দেন وَاَهْلُهَا مُصْلِحُوْنَ, অথচ তার অধিবাসীরা সৎকাজে লিপ্ত রয়েছে

১১৮. وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ আর যদি আপনার রবের ইচ্ছা হতো لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً তবে তিনি সকল মানুষকে একই মতাবলম্বী করে দিতেন وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ আর তারা সর্বদাই মতভেদ করতে থাকবে।

১১৯. اِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ কিন্তু যার প্রতি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ হয় وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ, আর এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ, আর আপনার প্রতিপালকের এ বাণী ও পূর্ণ হবে যে, لَاَمْلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ আমি জাহান্নামকে পূর্ণ করব مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ নিজে ও মাবনদের সকলের দ্বারা।

১২০. وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ, আর আমি এসব ঘটনা গুলো আপনার নিকট বর্ণনা করছি مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ রাসূলগণের ঘটনাবলি হতে مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ যা দ্বারা আমি আপনার অন্তরকে সবল করি وَجَآءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ আর এ সমস্ত ঘটনাবলিতে আপনার নিকট এমন সব বিষয়বস্তু পৌঁছেছে যা সত্য وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ আর মুসলমানদের জন্য নসিহত ও স্মারক বাণী।

১২১. وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ, আর যারা ঈমান আনছে না তাদেরকে বলে দিন যে, اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ তোমরা নিজ রীতি অনুসারে কাজ করতে থাক اِنَّا عٰمِلُوْنَ আমরাও কাজ করছি।

১২২. এবং তোমরা [-ও] অপেক্ষা করতে থাক, আমরাও অপেক্ষায় রইলাম।	وَانْتَظِرُوْا ۚ اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ (١٢٢)
১২৩. আর আসমান ও জমিনে যত গায়েবের বিষয় আছে, তার ইলম আল্লাহরই রয়েছে এবং সমস্ত বিষয় তাঁরই পানে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতএব, আপনি তাঁরই ইবাদত করুন এবং তাঁরই উপর নির্ভর করুন; আর আপনার প্রতিপালক সে সমস্ত কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনবহিত নন যা কিছু তোমরা করছ।	وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ (١٢٣)

ع ١٠

শাব্দিক অনুবাদ :

১২২. وَانْتَظِرُوْا এবং তোমরা অপেক্ষা করতে থাক اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ আমরাও অপেক্ষায় রইলাম।

১২৩. وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আর আসমান ও জমিনে যত গায়েবের বিষয় আছে তার ইলম আল্লাহরই রয়েছে وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ এবং সমস্ত বিষয় তাঁরই পানে প্রত্যাবর্তিত হবে فَاعْبُدْهُ অতএব, আপনি তাঁরই ইবাদত করুন وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ এবং তাঁরই উপর নির্ভর করুন وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ আর আপনার রব সেই সমস্ত কার্যকলাপ সম্বন্ধে গাফেল নন যা কিছু তোমরা করছ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১১৪. আয়াতের শানে নুযূল : তিরমিযী ও ইবনে মারদুয়ার বরাত দিয়ে দুররে মানছূর ও তাফসীরে কুরতুবী এবং জালালাইনের টীকায় বর্ণনা করা হয়েছে যে. আলোচ্য আয়াত হযরত আবুল ইয়াসার (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তিনি বলেন যে, একজন সুন্দরী রূপসী মহিলা আমার দোকানে খেজুর ক্রয় করার জন্য আসে। তার রূপে আমি আকৃষ্ট হয়ে তাকে বললাম যে, এর চেয়ে উন্নতমানের খেজুর ঘরের ভিতরে রয়েছে। সুতরাং সে যখন ভিতরে গেল, তখন তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে ফেলি। অতঃপর আমার অনুশোচনা আসলে আমি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নিকট এসে সে ঘটনার বিবরণ বর্ণনা করলাম। তিনি আমাকে বললেন যে, এ ঘটনা আর অন্য কারো নিকট প্রকাশ করো না। তা গোপন করে রাখ আর তওবা কর। পরক্ষণে হযরত ওমর (রা.)-এর নিকটও এঘটনা বললাম। তিনিও আমাকে বললেন যে, এ ঘটনা গোপন রেখে তওবা করতে থাক। অন্য কাউকে তা আর জানাবে না। তাতে আমি বিচলিত হয়ে পড়লাম। কাজেই এবার আমি সরাসরি হযরত রাসূল ﷺ-এর নিকট যা ঘটলো তা জানালাম। রাসূল ﷺ বললেন যে, আল্লাহর পথে নিবেদিত প্রাণ একজন গাজীর স্ত্রীর সাথে তুমি এমন আচরণ করলে? অতঃপর রাসূল ﷺ দীর্ঘক্ষণ নীরব থাকেন। এ সময় রাসূল ﷺ-এর প্রতি এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। ফলে রাসূল ﷺ আলোচ্য আয়াত পাঠ করে শোনালেন। তখন আমি আরজ করলাম যে, হে আল্লাহর রাসূল! এ বিধান ব্যক্তি বিশেষ সম্পর্কে নাকি ব্যক্তি নির্বিশেষে সকলের জন্য। রাসূল ﷺ বললেন যে, তা ঈমানদার সকলের জন্যই প্রযোজ্য।

-[কুরতুবী-৯/৯৫-৯৬, দুররে মানছূর-৩/৩৫২]

অতঃপর রাসূলে কারীম ﷺ-কে সম্বোধন করে পুনরায় ইরশাদ করেছেন- فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ অর্থাৎ আপনি দীনের পথে দৃঢ়ভাবে সোজা চলতে থাকুন, যেভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন। আর যারা কুফরি হতে তওবা করে আপনার সাথী হয়েছে, তারাও সোজা পথে চলুক এবং আল্লাহ তা'আলার নির্বাচিত সীমারেখা অতিক্রম করবে না। কেননা তিনি তোমাদের প্রতিটি কার্যকলাপ লক্ষ্য করেছেন।

ইস্তেকামাতের তাৎপর্য, উপকারিতা ও মাসায়েল : 'ইস্তেকামাতে'র আসল অর্থ হচ্ছে, কোনো দিক একটু পরিমাণ না ঝুঁকে একদম সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকা। বস্তুতঃ এটা কোনো সহজ কাজ নয়। কোনো লৌহদণ্ড বা পাথরের থাম একজন সুদক্ষ প্রকৌশলী হয়তো এমনভাবে দাঁড় করাতে পারে, কিন্তু কোনো প্রাণীর পক্ষে সর্বাবস্থায় সোজা দাঁড়িয়ে থাকা কত দুষ্কর তা কোনো সাধারণ বোধসম্পন্ন ব্যক্তির অজানা নয়।

হযরত রাসূলে কারীম ﷺ ও সকল মুসলমানকে তাদের সর্বকার্যে সর্বাবস্থায় ইস্তেকামাত অবলম্বন করার জন্য অত্র আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

'ইস্তেকামাত' শব্দটি ছোট হলেও এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কেননা সর্বাবস্থায় সোজা দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ হচ্ছে- আকায়েদ, ইবাদত, লেনদেন, আচার ব্যবহার, ব্যবসা বাণিজ্য, অর্থ উপার্জন ও ব্যয় তথা নীতি নৈতিকতার যাবতীয় ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমারেখার মধ্য থেকে তাঁরই নির্দেশিত সোজা পথে চলা। তন্মধ্যে কোনো ক্ষেত্রে, কোনো কার্যে এবং পরিস্থিতিতে গড়িমসি করা, বাড়াবাড়ি করা অথবা ডানে বামে ঝুঁকে পড়া ইস্তেকামাতের পরিপন্থি।

দুনিয়ার যত গোমরাহী ও পাপাচার দেখা যায়, তা সবই ইস্তেকামাত হতে সরে যাওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়। আকায়েদ অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইস্তেকামাত না থাকলে, মানুষ বিদ'আত হতে শুরু করে কুফর ও শিরক পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ, তাঁর পবিত্র সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ যে সুষ্ঠু ও সঠিক মূলনীতি শিক্ষা দিয়েছেন, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্ধন পরিবর্জনকারী পথভ্রষ্টরূপে আখ্যায়িত হবে, তা তার নিয়ত যতই ভালো হোক না কেন। অনুরূপভাবে নবী ও রাসূল (আ.) -গণের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার যে সীমারেখা নির্ধারিত হয়েছে, সে ব্যাপারে ত্রুটি করা স্পষ্ট ধৃষ্টতা ও পথভ্রষ্টতা।

তেমনি কোনো রাসূলকে খোদায়ী গুণাবলি ও ক্ষমতার মালিক বানিয়ে দেওয়াও চরম পথভ্রষ্টতা। ইহুদি ও খ্রিস্টানরা এহেন বাড়াবাড়ির কারণেই বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়েছে। ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্যলাভ করার জন্য কুরআনে কারীম ও রাসূলে কারীম ﷺ যে পথনির্দেশ করেছেন তার মধ্যে কোনোরূপ কমতি বা গাফলতি মানুষকে যেমন ইস্তেকমাতের আদর্শ হতে বিচ্যুত করে, অনুরূপভাবে তার মধ্যে নিজের পক্ষ হতে কোনো বাড়াবাড়ি বা পরিবর্ধনও মানুষকে বিদ'আতে লিপ্ত করে। সে কল্পনাবিলাসে বিভোর থাকে যে, আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করছি, অথচ সে ক্রমান্বয়ে আল্লাহ তা'আলার বিরাগভাজন হতে থাকে। এজন্যই হযরত রাসূলে কারীম ﷺ স্বীয় উম্মতকে বিদ'আত ও নিত্য নতুন সৃষ্ট প্রথা হতে অত্যন্ত জোরালোভাবে নিষেধ করেছেন এবং বিদ'আতকে চরম গোমরাহী বলে অভিহিত করেছেন। অতএব, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে, যখন কোনো কার্য সে আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর সন্তুষ্টি লাভের জন্য জন্য ইবাদত হিসেবে করতে চায়, তখন কাজ করার আগে পূর্ণ তাহকীক করে জানতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তার সাহাবায়ে কেরাম (রা.) উক্ত কার্য ঐভাবে করেছেন কি না? যদি না করে থাকেন, তবে উক্ত কাজে নিজের শক্তি ও সময়ের অপচয় করবে না।

অনুরূপভাবে আদান প্রদান, স্বভাবচরিত্র , আচার ব্যবহার তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরআন কারীমে নির্দেশিত মূলনীতিগুলোকে রাসূলে কারীম ﷺ বাস্তবে রূপায়িত করে একটা সুষ্ঠু সঠিক মধ্যপন্থার পত্তন করেছেন। যার মধ্যে বন্ধুত্ব, শত্রুতা ক্রোধ, ধৈর্য মিতব্যয় ও দানশীলতা, জীবিকা উপার্জন, বৈরাগ্য সাধনা, আল্লাহর উপর নির্ভরতা,সম্ভাব্য চেষ্টা তদ্বির করা, আবশ্যকীয় উপায় উপকরণ সংগ্রহ করা এবং ফলাফলের জন্য আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের প্রতি তাকিয়ে থাকা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে এক নজীরবিহীন মধ্যপন্থা দেখিয়ে দিয়েছেন। তা পুরোপুরি অবলম্বন করেই মানুষ সত্যিকার মানুষ হতে পারে। তা থেকে বিচ্যুত হলেই সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। সারকথা, জীবনের সর্বক্ষেত্রে দীনের অনুশাসন মেনে চলাই ইস্তেকামাতের তাফসীর।

হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ সাকাফী (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ সমীপে আরজ করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলাম সম্পর্কে আপনি আমাকে এমন একটি ব্যাপক শিক্ষা দান করুন যেন আপনার পরে আমার কারো কাছে কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন না হয়। তিনি বললেন قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ঈমান আন, অতঃপর ইস্তেকামাত অবলম্বন কর। -[মুসলিম শরীফ ও তাফসীরে কুরতুবী]

হযরত ওসমান ইবনে হাযের আযাদী (র.) বলেন– একবার আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম যে, "আপনি আমাকে একটি উপদেশ দান করুন। তদুত্তরে তিনি বললেন عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالْاِسْتِقَامَةِ اِتَّبِعْ وَلَا تَبْتَدِعْ অর্থাৎ তাকওয়া বা আল্লাহভীতি ও ইস্তেকামত অবলম্বন কর, যার পন্থা হচ্ছে ধর্মীয় ব্যাপাওের শরিয়তের অনুশাসন হুবহু মেনে চল, নিজের পক্ষ হতে হ্রাস বৃদ্ধি করতে যেয়ো না।
–[দারেমী ও কুরতুবী]

এ দুনিয়ায় ইস্তেকামাতই সবচেয়ে দুষ্কর কার্য। এজন্যই বুযুর্গানেদীন বলেন যে, কারামতের চেয়ে ইস্তেকামাতের মর্যাদা উর্ধ্বে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্বকার্যে ইস্তেকামাত অবলম্বন করে, যদি জীবনভর তার দ্বারা কোনো আলৌকিক ঘটনা সংঘটিত না হয়, তথাপি ওলীগণের মধ্যে তার মর্যাদা সবার উর্ধ্বে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– "পূর্ণ কুরআন পাকের মধ্যে অত্র আয়াতের চেয়ে কঠিন ও কষ্টকর কোনো হুকুম রাসূলে আকরাম ﷺ -এর উপর নাজিল হয়নি।" তিনি আরো বলেন– একবার সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাড়ি মোবারকের কয়েকগাছি পেকে গেছে দেখতে পেলেন, তখন আফসোস করে বললেন, আপনার দিকে দ্রুত গততিতে বার্ধক্য এগিয়ে আসছে। তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– "সূরা হূদ আমাকে বৃদ্ধ করেছে।" সূরা হূদে বর্ণিত পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতির উপর কঠোর আজাবের ঘটনাবলিও এর কারণ হতে পারে। তবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– 'ইস্তেকামাতের' নির্দেশই ছিল বার্ধক্যের মূল কারণ।

তাফসীরে কুরতুবীতে হযরত আবূ আলী সিরী হতে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি স্বপ্নে রাসূলে কারীম ﷺ -এর জেয়ারত লাভ করে জিজ্ঞেস করলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি একথা বলেছেন যে, "সূরা হূদ আমাকে বৃদ্ধ করেছে?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ"। পুনরায় প্রশ্ন করলেন উক্ত সূরায় বর্ণিত নবী (আ.)-গণের কাহিনী ও তাদের কওমসমূহের উপর আজাবের ঘটনাবলি কি আপনাকে বৃদ্ধ করেছে? তিনি জবাব দিলেন– "না– ; বরং فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ "ইস্তেকামাত অবলম্বন কর যেমন তোমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ আয়াতই আমাকে বৃদ্ধ করেছে।

একথা স্পষ্ট যে, রাসূলে কারীম ﷺ পরিপূর্ণ মানুষের বাস্তব নমুনারূপে এ জগতে সুভাগমন করেছিলেন। ইস্তেকামাতের উপর সুদৃঢ় থাকা ছিল তাঁর জন্মগত স্বভাব। তথাপি অত্র নির্দেশকে এতদূর গুরুভার মনে করার কারণ এই যে, অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শুধু সোজা পথে দৃঢ় থাকার নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হননি; বরং كَمَا اُمِرْتَ " যেভাবে আপনাকে আদেশ করা হয়েছে" বলে অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করা হয়েছে। নবী ও রাসূল (আ.) গণের অন্তরে অপরিসীম আল্লাহভীতি প্রবল প্রভাবের কথা কারো অজানা নয়। তাই পূর্ণ ইস্তেকামাতের উপর কায়েম থাকা সত্ত্বেও রাসূলে পাক ﷺ সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত ছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা যেরূপ ইস্তেকামাতের নির্দেশ দিয়েছেন, তা পুরোপুরি আদায় করা হচ্ছে কি না?

আরেকটি কারণ হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের ইস্তেকামাতের জন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলেন না। কেননা আল্লাহর ফজলে তা পূর্ণ মাত্রায় হাসিল ছিল। কিন্তু উক্ত আয়াতে সমগ্র উম্মতকে সোজা পথে সুদৃঢ় থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ উম্মতের জন্য এটা অতন্ত কঠিন ও কষ্টকর। তাই রাসূল ﷺ অতীব চিন্তিত ও শঙ্কিত ছিলেন।

ইস্তেকামাতের আদেশ দানের পর বলেন وَلَا تَطْغَوْا 'সীমালঙ্ঘন করো না। এটা طُغْيَانٌ শব্দ হতে গৃহীত। যার অর্থ সীমা অতিক্রম করা। এখানে সোজা পথে দৃঢ় থাকার আদেশ দান করেই শুধু ক্ষান্ত করা হয়নি। বরং তার নেতিবাচক দিকটিও স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে যে, আকায়েদ, ইবাদত, লেনদেন, ও নীতি নৈতিকতার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রাসূল ﷺ -এর নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করো না। কেননা এটাই পার্থিব ও ধর্মীয় সর্বক্ষেত্রে বিপর্যয় ও ফ্যাসাদের মূল কারণ।

১১৩নং আয়াতে মানুষকে ক্ষতি ও ধ্বংস হতে রক্ষার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে– وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ অর্থাৎ "ঐসব পাপিষ্ঠদের দিকে একটুও ঝুঁকবে না, তাহলে কিন্তু তাদের সাথে সাথে তোমাদেরকেও জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে।" "লা-তারকানূ" শব্দের মূল হচ্ছে رُكُوْنٌ যার অর্থ "কোনো দিকে সামান্যতম ঝোঁকা বা আকৃষ্ট হওয়া এবং তার প্রতি আস্থা বা সম্মতি জ্ঞাপন করা।" সুতরাং আয়াতের মর্ম হচ্ছে যে, পাপ পঙ্কিলতায় লিপ্ত হওয়াকে তো সবাই ইহকাল ও পরকালের জন্য ক্ষতিকর বলে বিশ্বাস করেই; অধিকন্তু পাপিষ্ঠদের প্রতি সামান্যতম ঝুঁকে পড়া, আকৃষ্ট হওয়া, অস্থা বা মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করাও সমান ক্ষতিকর।

এই ধোঁকা ও আকর্ষণের অর্থ সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের কয়েকটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে, যার মধ্যে পারস্পরিক কোনো বিরোধ নেই। বরং প্রত্যেকটি উক্তিই নিজ নিজ ক্ষেত্রে শুদ্ধ ও সঠিক।

"পাপিষ্ঠদের প্রতি মোটেই ঝুঁকবে না" এ কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত কাতাদা (রা.) বলেন- "পাপিষ্ঠদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না, তাদের প্রতি আদৌ আকৃষ্ট হবে না। হযরত আবুল আলিয়া (র.) বলেন- "তাদের কার্যকলাপও কথাবার্তা পছন্দ করো না।" [কুরতুবী] সুদ্দী (র.) বলেন- "তাদের অন্যায় কার্যে সম্মতি প্রকাশ বা নীরবতা অবলম্বন করবে না" ইকরিমা (র.) বলেন, তাদের সংসর্গে থাকবে না। কাযী 'বায়যাবী' (র.) বলেন - "বাহ্যিক আকৃতি প্রকৃতিতে, লেবাস পোশাকে, চাল চলনে তাদের অনুকরণও অত্র নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত।"

কাযী বায়যাবী (র.) আরো বলেন- পাপাচার অনাচারকে নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষণা করার জন্য এখানে এমন কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যার চেয়ে অধিকতর জোরালো ভাষা কল্পনা করা যায় না। কেননা পাপিষ্ঠদের সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ও গভীর সম্পর্ককেই শুধু নিষেধ করা হয়নি বরং তাদের প্রতি সামান্যতম আকৃষ্ট হওয়া, তাদের কাছে উপবেশন করা, তাদের কার্যকলাপের প্রতি মৌনতা অবলম্বনও নিষেধ করা হয়েছে।

ইমাম আওযায়ী (র.) বলেন, সমগ্র জগতে ঐ আলেমই আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ও অপছন্দনীয়- যে নিজের পার্থিব স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কোনো পাপিষ্ঠ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়। -[তাফসীরে মাযহারী]

তাফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত আছে যে, অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যায়-কাফের, মুশরিক, বিদআতী ও পাপিষ্ঠদের সংসর্গ হতে দূরে থাকা একান্ত কর্তব্য। বস্তুতঃ মানুষের ভালোমন্দ হওয়ার মধ্যে সংসর্গ ও পরিবেশের প্রভাবই সর্বাধিক। তবে একান্ত অপরিহার্য প্রয়োজনবশত অনন্যোপায় হয়ে তাদের কাছে যাওয়া জায়েজ।

হযরত হাসান বসরী (র.) আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের দু'টি শব্দ সম্পর্কে বলেন- আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ দীনকে দু'টি لَا হরফের মাঝে জমা করে দিয়েছেন। এক وَلَا تَطْغَوْا সীমালঙ্ঘন করবে না, দ্বিতীয় وَلَا تَرْكَنُوْا পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না। প্রথম আয়াতে শরিয়তের সীমারেখা অতিক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে খারাপ লোকদের সংস্পর্শে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। এটাই সমস্ত দীনদারীর সার সংক্ষেপ।

রাসূলে পাক ﷺ-এর মাহাত্ম্যের প্রতি ইঙ্গিত : সূরা হূদে পূর্ববর্তী নবীগণ ও তাদের জাতিসমূহের দৃষ্টান্তমূলক ঘটনাবলি বর্ণনা করার পর নবী করীম ﷺ ও উম্মতে মুহাম্মদীকে কতিপয় হোদায়েত দেওয়া হয়েছে। পূর্বোল্লেখিত فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ আয়াত হতে যার ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে।

কুরআন পাকের অপূর্ব বাচনভঙ্গি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ। এখানে যেসব আদেশ প্রদান করা হয়েছে, তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে এবং উম্মতকে পরোক্ষভাবে উক্ত হুকুমের আওতায় আনা হয়েছে। যেমন- فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ "আপনি সোজা পথে দৃঢ় থাকুন, যেমন আপনাকে আদেশ করা হয়েছে এবং যারা তওবা করে আপনার সাথী হয়েছে তারাও সোজাপথে চলতে থাকবে।" [১১২ নং আয়াত] ১১৪নং আয়াতে وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ "আপনি নামাজ কায়েম রাখুন।" ১১৫তম আয়াতে وَاصْبِرْ "আপনি ধৈর্য ধারণ করুন" ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যেসব কাজে নিষেধ করা হয়েছে এবং তা হতে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে সরাসরি উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে। যেমন ১১২তম আয়াতে وَلَا تَطْغَوْا "আর তোমরা সীমালঙ্ঘন করবে না" ১১৩নং আয়াতে وَلَا تَرْكَنُوْا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا "এবং তোমরা পাপীদের প্রতি ঝুঁকবে না" বলা হয়েছে।

অনুসন্ধান করলে সমগ্র কুরআন মাজীদে সাধারণত একই বাচনভঙ্গি পরিলক্ষিত হবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদেশ করা হয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে উদ্দেশ্য করে এবং নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে উম্মতের প্রতি সম্বোধন করে। যার মাধ্যমে রাসূলে কারীম ﷺ -এর মাহাত্ম্য ও উচ্চমর্যাদা প্রকাশ করা হয়েছে যে, নিন্দনীয় যত কাজ আছে,রাসূলে পাক ﷺ নিজেই তা বর্জন করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলাই তাকে এমন স্বভাব প্রকৃতি দান করেছেন যে, কোনো নিন্দনীয় প্রবৃত্তি বা পাপকার্যের প্রতি তার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ হয় না। এমনকি ইসলামের প্রাথমিক যুগে যেসব জিনিস জায়েজ ও হালাল ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়া আল্লাহ তা'আলার জানা ছিল, রাসূলে পাক ﷺ জীবনে কখনো সেগুলোর কাছেও যান নি। যেমন মদ, সুদ, জুয়া প্রভৃতি।

১১৪তম আয়াতে রাসূলে কারীম ﷺ-কে লক্ষ্য করে তাকে ও তার সমস্ত উম্মতকে নামাজ কায়েম রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওলামায়ে তাফসীর, সাহাবী ও তাবেয়ীগণ একমত যে, আলোচ্য আয়াতে সালাত অর্থ ফরজ নামাজ, [বাহরে মুহীত ও তাফসীরে কুরতুবী] এবং একামাতে সালাত অর্থ পূর্ণ পাবন্দির সাথে নিয়মিত ভাবে নামাজ আদায় করা । কোনো কোনো আলেমের মতে নামাজ কায়েম করার অর্থ সমুদয় সুন্নত ও মোস্তাহাবসহ নামাজ আদায় করা। কারো মতে এর অর্থ মোস্তাহাব ওয়াক্তে নামাজ পড়া وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে উপরিউক্ত তিনটি উক্তি পাওয়া যায়। মূলত এটা কোনো মতানৈক্য নয়। বস্তুতঃ আলোচ্য সবগুলোই একামতে সালাতের সঠিক মর্মার্থ।

নামাজ কায়েম করার নির্দেশ দানের পর সংক্ষিপ্তভাবে নামাজের ওয়াক্ত বর্ণনা করেছেন যে, "দিনের দু'প্রান্তে অর্থাৎ শুরুতে ও শেষভাগে এবং রাতেরও কিছু অংশে নামাজ কায়েম করবে।" দিনের দু' প্রান্তের নামাজের মধ্যে প্রথমভাগের নামাজ সম্পর্কে সবাই একমত যে, সেটি ফজরের নামাজ। কিন্তু শেষ প্রান্তের নামাজ সম্পর্কে কেউ বলেন, তা মাগরিবের নামাজ। কেননা দিন সম্পূর্ণ শেষ হওয়া মাত্র মাগিরবের নামাজ পড়া হয়। কেউ কেউ আসরের নামাজকেই দিনের শেষ নামাজ সাব্যস্ত করেছেন। কেননা এটিই দিনের সর্বশেষ নামাজ। মাগরিবের ওয়াক্ত দিনের অংশ নয়; বরং দিন সমাপ্ত হওয়ার পর পর রাতের প্রথম প্রান্তে মাগরিবের নামাজ পড়া হয় زُلَفًا শব্দ বহুবচন; তার একবচন زُلْفَةٌ যার অর্থ হচ্ছে অংশ বা টুকরা। وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ অর্থাৎ রাতের কিছু অংশের নামাজ সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী, মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইবনে কা'ব, কাতাদা, যাহহাক প্রমুখ অধিকাংশ তাফসীরকারের অভিমত হচ্ছে যে, সেটি মাগরিব ও এশার নামাজ। হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়, যাতে ইরশাদ হয়েছে যে, وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ মাগরিব ও এশার নামাজ। তাফসীরে ইবনে কাছীর অনুসারে طَرَفَيِ النَّهَارِ অর্থ ফজর ও আছরের নামাজ এবং وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ অর্থ মাগরিব ও এশার নামাজ। অতএব, অত্র আয়াতে চার ওয়াক্ত নামাজের বর্ণনা পাওয়া গেল। অবশিষ্ট রইল জোহরের নামাজ। তার ওয়াক্ত সম্পর্কে কুরআন পাকের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ "নামাজ কায়েম কর, যখন সূর্য ঢলে পড়ে"।

আলোচ্য আয়াতে নামাজ কায়েম করার নির্দেশ দানের সাথে সাথে তার উপকারিতাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ অর্থাৎ পুণ্যকার্য অবশ্যই পাপকে মিটিয়ে দেয়।' শ্রদ্ধেয় তাফসীরকারগণের মতে এখানে পুণ্যকার্য বলতে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, সদকা, সদ্ব্যবহার, উত্তম লেনদেন প্রভৃতি যাবতীয় পুন্যকার্য বুঝানো হয়েছে। তবে তন্মধ্যে নামাজ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাগ্রগণ্য। অনুরূপভাবে পাপকার্যের মধ্যে সগীরা ও কবীরা যাবতীয় গোনাহ শামিল রয়েছে। কিন্তু কুরআন মাজীদের অন্য এক আয়াত এবং রাসূলে কারীম ﷺ-এর বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে পাপকার্য দ্বারা সগীরা গোনাহ বুঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় আয়াতের মর্ম হচ্ছে, যাবতীয় নেক কাজ, বিশেষ করে নামাজ সগীরা গোনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে – إِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ অর্থাৎ তোমরা যদি বড় (করীরা) গোনাহসমূহ হতে বিরত থাক যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে আমি তোমাদের ছোট ছোট (সগীরা) গোনাহগুলো মিটিয়ে দেব।

মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, পাঞ্জেগানা নামাজ দ্বারা এক জুমা পরবর্তী জুমা পর্যন্ত এবং এক রমজান দ্বারা পরবর্তী রমজান পর্যন্ত মধ্যবর্তী যাবতীয় (সগীরা) গোনাহসমূহ মিঠিয়ে দেওয়া হয়, যদি সে ব্যক্তি কবীরা গোনাহ হতে বিরত থাকে। অর্থাৎ কবীরা গোনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না, কিন্তু সগীরা গোনাহ নামাজ, রোজা, দান খয়রাত ইত্যাদি পুণ্যকর্ম করার ফলে আপনা আপনিও মাফ হয়ে যায়। তবে "বাহরে মুহীত" নামক তাফসীরে উসূল শাস্ত্রের মোহাক্কেক আলেমগণের অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুণ্যকার্যের ফলে সগীরা গোনাহ মাফ হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হতে হবে, ভবিষ্যতে গোনাহ না করার সংকল্প থাকতে হবে। অন্যথা সগীরা গোনাহও মাফ হবে না। হাদীস শরীফের যেসব রেওয়ায়েতে গোনাহ মাফ হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, সেখানে সর্বত্র একই পাপকার্যে বারবার লিপ্ত না হওয়া, স্বীয় কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তা হতে দূরে থাকতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ার শর্ত রয়েছে। وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

হাদীস শরীফের প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েতসমূহে নিম্নবর্ণিত কাজগুলোকে কবীরা গুনাহ বলা হয়েছে : ১. আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা অথবা গুণাবলির মধ্যে অন্য কাউকে অংশীদার বা সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। ২. শরিয়তসম্মত ওজর ছাড়া উচ্ছাকৃতভাবে কোনো ফরজ নামাজ ছেড়ে দেওয়া। ৩. কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা। ৪. ব্যভিচার করা। ৫. চুরি করা। ৬. মদ্য পান করা। ৭. মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া। ৮. মিথ্যা কসম করা। ৯. মিথ্যা সাক্ষী দান করা। ১০. জাদু করা। ১১. সুদ খাওয়া। ১২. অবৈধভাবে এতিমের মাল আত্মসাৎ করা। ১৩. জেহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা। ১৪. সতী সাধ্বীনারীর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা। ১৫. অবৈধভাবে অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া। ১৬. অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। ১৭. আমানতের মাল খেয়ানত করা। ১৮. অন্যায়ভাবে কোনো মুসলমানকে গালি দেওয়া। ১৯. কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত করা ইত্যাদি। কবীরা ও সগীরা গোনাহসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করে উলামায়ে কেরাম অনেক কিতাব প্রণয়ন করেছেন।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো যে, নেক কাজ করার ফলেও অনেক গোনাহ মাফ হয়ে যায়। তাই রাসূলে কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, "তোমাদের থেকে কোনো মন্দ কাজ হলে পরে সাথে সাথে নেক কাজ কর, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।" তিনি আরো বলেছেন যে, মানুষের সাথে হাসি খুশি ব্যবহার কর। -[মুসনাদে আহমদ ও তাফসীরে ইবনে কাছীর]

হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সমীপে আরজ করলাম যে, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে একটি উপদেশ দান করুন।" তদুত্তরে তিনি বললেন, যদি তোমার থেকে কোনো গোনাহর কাজ হয়ে যায়, তবে পরক্ষণেই কোনো নেক কাজ কর, তাহলে গোনাহ মিটে যাবে।

প্রকৃতপক্ষে এসব হাদীসে গোনাহ হতে তওবা করার সুন্নত তরিকা ও প্রশংসনীয় পন্থা বাতলে দেওয়া হয়েছে। যেমন মুসনাদে আহমদে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যদি কোনো মুসলমান কোনো পাপকার্য করে বসে, তবে অজু করে তার দু'রাকাত নামাজ পড়া উচিত। তাহলে উক্ত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।" অত্র নামাজকে তওবার নামাজ বলে। -[ইবনে কাছীর]

ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ এখানে ذٰلِكَ অর্থাৎ "এটি শব্দ দ্বারা কুরআন মাজীদের প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে অথবা ইতিপূর্বে বর্ণিত বিধি নিষেধের প্রতিও ইশারা হতে পারে। সে মতে আয়াতের মর্ম হচ্ছে- এ কুরআন পাক অথবা এতে বর্ণিত হুকুম আহকামসমূহ ঐসব লোকের জন্য স্মরণীয় হোদায়েত ও নসিহত, যারা উপদেশ শুনতে ও মানতে প্রস্তুত। এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জেদী হঠকারী লোক যারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কোনো কথা চিন্তা বিবেচনা করতে সম্মত নয়; তারা সুপথ হতে বঞ্চিত থাকে।

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ "আপনি সবর অবলম্বন করুন, ধৈর্যধারণ করুন, অবিচল থাকুন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান কখনো বিনষ্ট করেন না।"

'সবর' শব্দের আভিধানিক অর্থ বাধা, বন্ধন করা। স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখাকেও সবর বলে। সৎকার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ এবং পাপকার্য হতে দমন রাখাও সবরের অন্তর্ভুক্ত। এখানে রাসূলে আকরাম ﷺ কে 'সবর' অবলম্বন ও ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ দানের এক উদ্দেশ্য হতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে আপনাকে ইস্তেকামাত ও নামাজ কায়েম করা ইত্যাদি যেসব হুকুম দেওয়া হয়েছে, আপনি তার উপর দৃঢ়ভাবে কায়েম থাকুন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধাচরণ ও জুলুম নির্যাতনে ধৈর্যাবলম্বন করুন। অতঃপর ইরশাদ হয়েছে, "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।" এখানে স্পষ্ট 'মুহসিনীন' বা কর্মশীল শব্দ ঐসব লোকের উপর প্রযোজ্য হবে যারা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিধি নিষেধের পূর্ণ অনুসারী, অর্থাৎ ধর্মীয় ব্যাপারে ইস্তেকামাতের উপর কায়েম এবং শরিয়তের সীমারেখা পরিপূর্ণ বজায় রেখে চলেন। পাপিষ্ঠ জালেমদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব বা অহেতুক সম্পর্ক রাখেন না, নামাজকে সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে আদায় করেন এবং শরিয়তের যাবতীয় অনুশাসন দৃঢ়তার সাথে মেনে চলেন।

মোটকথা, মুহসিনীনদের দলভুক্ত হতে হলে এমনভাবে সৎকার্য করতে হবে যা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ "ইহসান' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আনুগত্য ও ইবাদত এমনভাবে করবে, যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ অথবা অন্ততঃ এতটুকু ধারণা করবে যে, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তোমাকে দেখছেন। আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা ও মহান গুণাবলি সম্পর্কে যখন কোনো ব্যক্তির এ পর্যায়ের প্রত্যয় হাসিল হবে, তখনকার যাবতীয় কার্যকলাপই সুষ্ঠু সুন্দর হওয়া আবশ্যম্ভাবী। পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামের মধ্যে তিনটি বাক্য প্রচলিত ছিল, যা তারা প্রায়শই একে অপরকে লিখে পাঠাতেন। বাক্য তিনটি স্মরণ রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, যে ব্যক্তি আখেরাতের কাজে মগ্ন হয়, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তার পার্থিব কাজগুলো অনায়াসলব্ধ এবং সুসম্পন্ন করে দেন। দ্বিতীয় বাক্য হচ্ছে- যে ব্যক্তি তার অন্তরকে ঠিক রাখবে অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সব কিছুকেই অন্তর হতে বের করে দিয়ে অন্তরকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দিকে আকৃষ্ট করবে, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তার বহ্যিক অবস্থা ভালো করে দিবেন। তৃতীয় বাক্য হচ্ছে- যে ব্যক্তি আল্লাহতা'আলার সাথে তার সম্পর্ক ঠিক রাখবে, তার সাথে অন্যান্য সকলের সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং ঠিক করে দিবেন। -[রূহুল মা'আনী-১৩১/২]

১১৬ ও ১১৭তম আয়াতে পূর্ববর্তী জাতিগুলির উপর আজাব নাজিল হওয়ার কারণ বর্ণনা করে মানুষকে তা থেকে আত্মরক্ষার পথ নির্দেশ করা হয়েছে। ইরশাদ করেছেন : "আফসোস, পূর্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের মধ্যে দায়িত্বশীল বিবেকবান কিছু লোক কেন ছিল না, যারা জাতিকে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা হতে বিরত রাখত? তাহলে তো তারা সমূলে ধ্বংস হতো না। তবে মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছিল, যারা নবী (আ.)-গণের যথার্থভাবে অনুসরণ করেছে এবং তারাই আজাব হতে নিরাপদ ছিল। অবশিষ্ট লোকেরা পার্থিব ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে অপকর্মে মেতে উঠেছিল। অত্র আয়াতে সমঝদার বিবেকসম্পন্ন লোকদেরকে أُولُوا بَقِيَّةٍ বলা হয়েছে। بَقِيَّةٌ অবশিষ্ট বস্তুকে বলে। মানুষ তার সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তুকে নিজের জন্য সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করতে অভ্যস্ত। প্রয়োজনের মুহূর্তে অন্য সব জিনিস হাতছাড়া করেও সেটি ধরে রাখার চেষ্টা করে। এ জন্যই বিবেক বিবেচনা ও দুরদর্শিতাকে بَقِيَّةٌ বলা হয়। কেননা এটি সর্বাধিক প্রিয় ও মূল্যবান সম্পদ।

১১ তম আয়াতে ইরশাদ করেছেন যে, "আপনার পালনকর্তা জনপদগুলোকে অন্যায়ভাবে নিপাত করেননি এমতাবস্থায় যে, তার অধিবাসীরা সৎকর্মশীল ও আত্ম-সংশোধনরত ছিল।" এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অন্যায় অবিচারের কোনো সম্ভাবনা নেই। যেসব জাতিকে ধ্বংস করা হয়, তারা প্রকৃতপক্ষেই নিপাতযোগ্য, অপরাধী।

কোনো কোনো তাফসীরকারের মতে অত্র আয়াতে ظُلْم জুলুম অর্থ শিরক এবং مُصْلِحُوْنَ অর্থে ঐসব লোক যারা কাফের ও মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও তাদের লেনদেন, আচার-ব্যবহার, নীতি নৈতিকতা ভালো। যারা মিথ্যা কথা বলে না, ধোকাবাজী করে না, কারো কোনো ক্ষতি করে না। সেমতে অত্র আয়াতের অর্থ হচ্ছে, শুধু কাফের বা মুশরিক হওয়ায় দুনিয়ায় কোনো জাতির উপর খোদায়ী আজাব অবতীর্ণ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের কার্যকলাপ ও চাল চলন দ্বারা পৃথিবীতে ফেৎনা ফ্যাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি না করে। পূর্ববর্তী যতগুলো জাতি ধ্বংস হয়েছে তাদের বিশেষ বিশেষ অপকর্মই তজ্জন্য দায়ী। হযরত নূহ (আ.)-এর জাতি তাঁকে বিভিন্ন প্রকার কষ্ট ক্লেশ দিয়েছিল, হযরত শোয়াইব (আ.)-এর দেশবাসী ওজনে পরিমাপে হেরফের করে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল, হযরত লূত (আ.)-এর কওম জঘন্য যৌন অপকর্মে অভ্যস্ত হয়েছিল, হযরত মূসা ও ঈসা (আ.)-এর কওমের লোকেরা নিজেদের নবীগণের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করেছিল। তাদের এ সব কার্যকলাপই দুনিয়ায় তাদের উপর আজাব নাজিল হওয়ার মূল কারণ। শুধু কুফর বা শিরকের কারণে দুনিয়ায় আজাব আপতিত হয় না। কেননা তার শাস্তি তো দোজখের আগুনে চিরকাল ভোগ করবেই। এজন্যই কোনো কোনো আলেমের অভিমত হচ্ছে যে, কুফর ও শিরক লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াতে রাজত্ব বাদশাহী করা যেতে পারে, কিন্তু অন্যায় অবিচারে লিপ্ত হওয়ার পর তা বজায় থাকতে পারে না।

মতবিরোধ : নিন্দনীয় ও প্রসংসনীয় দিক : ১১৮তম আয়াতে ইরশাদ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যদি ইচ্ছা করেন, তবে সকল মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে পারেন। তাহলে সবাই মুসলমান হয়ে যেত, কোনো মতভেদ থাকত না। কিন্তু নিগূঢ় রহস্যের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা এ দুনিয়াতে কাউকে কোনো কাজের জন্য বাধ্য করেন না; বরং তিনি মানুষকে অনেকটা এখতিয়ার দান করেছেন। যার ফলে মানুষ ভালো মন্দ, পাপ পুণ্য উভয়টাই করতে পারে। মানুষের মন মানসিকতা বিভিন্ন হওয়ার কারেণে তাদের মত ও পথ ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। ফলে সর্বযুগেই কিছু লোক সত্য ন্যায়ের বিরোধিতা করে আসছে। তবে যাদের উপর আল্লাহ তা'আলা খাস রহমত নাজিল করেছেন অর্থাৎ যারা সত্যিকারভাবে নবীগণের শিক্ষাকে অনুসরণ করেছে, তারা কখনো সত্য বিচ্যুত হননি।

আলোচ্য আয়াতে যে মতবিরোধের নিন্দা করা হয়েছে, তা হচ্ছে নবীগণের শিক্ষা ও সত্য দীনের বিরোধিতা করা। পক্ষান্তরে ওলামায়ে দীন ও মুজতাহিদ আলেমগণের মধ্যে যে মতভেদ সাহাবায়ে কেরামের যুগ হতে চলে আসছে, তা আদৌ নিন্দনীয় এবং আল্লাহর রহমতের পরিপন্থি নয়; বরং সেটি একান্ত অবশ্যম্ভাবী, সাধারণ মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর এবং আল্লাহর রহমত স্বরূপ। অত্র আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে যারা মুহজতাহিদ ইমাম ও ফকীহগণের মতভেদকে বিভ্রান্তিকর ও ক্ষতিকর আখ্যা দিয়েছে, তাদের উক্তি অত্র আয়াতের মর্ম এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের আমলের পরিপন্থি।

শব্দবিশ্লেষণ :

مُرِيْبٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসাদর اَلْاِرَابَةُ মূলবর্ণ (ر . ى . ب) জিনস اجوف يائى অর্থ– সন্দেহ করা, সন্দেহ, ইতস্ত। এখানে পেরেশান করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

لَا تَطْغَوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব نَصَرَ ও سَمِعَ মাসদার اَلطُّغْيَانُ মূলবর্ণ (ط . غ . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– বিদ্রোহ করা, বাড়াবাড়ি করা।

طَرَفَيِ : দু'পার্শ্ব, طَرَف এর দ্বিবচন। মূলত طَرَفَيْنِ ছিল। নূন ইযাফতের কারণে পড়ে গেছে।

زُلَفًا : বহুবচন, একবচন زُلْفَةٌ ; زُلْفَةٌ শব্দটি ইসম। এটি واحد، تثنيه، جمع، مذكر، مؤنث হওয়ার ক্ষেত্রে সমান ব্যবহার হয়। অর্থ– রাতের সময় তাছাড়া زُلْفَةٌ শব্দটি কাছে, মর্যাদা ও স্তর অর্থেও আসে।

اُتْرِفُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِتْرَافُ মূলবর্ণ (ت . ر . ف) জিনস صحيح অর্থ– আরাম-আয়েশ করা। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে লালন-পালন করা।

مُجْرِمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِجْرَامُ মূলবর্ণ (ج . ر . م) জিনস صحيح অর্থ– অবাধ্যতা করা। অপরাধ করা।

لَايَزَالُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব سَمِعَ মাসাদর اَلزَّوَالُ মূলবর্ণ (ز . ى . ل) জিনস اجوف يائى অর্থ– স্থান থেকে সরে যাওয়া।

تَوَكَّلْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَكُّلُ মূলবর্ণ (و . ك . ل) জিনস مثال واوى অর্থ– নির্ভর করা। ভরসা করা।

سُوْرَةُ يُوْسُفَ

সূরা ইউসুফ

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-১১১, রুকূ'-১২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আলিফ-লাম-রা এগুলো হচ্ছে সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।	الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ (١)
২. আমি একে নাজিল করেছি কুরআনরূপে আরবি ভাষায়, যেন তোমরা বুঝতে পার।	اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ (٢)
৩. আমি এ কুরআন আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করে তা দ্বারা এক অতি উত্তম ঘটনা বর্ণনা করছি, যদিও আপনি তার পূর্বে [এ ঘটনা সম্বন্ধে] একেবারেই অনবহিত ছিলেন।	نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ ۖ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ (٣)
৪. সে সময়টি উল্লেখযোগ্য, যখন ইউসুফ (আ.) নিজ পিতার নিকট বললেন, আব্বা! আমি [স্বপ্নে] এগারটি তারকা এবং সূর্য ও চন্দ্রকে দেখেছি তাদেরকে দেখেছি আমার সম্মুখে সেজদা করতে।	اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰٓاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ (٤)

শাব্দিক অনুবাদ :

১. الٓرٰ আলিফ-লাম-রা تِلْكَ এগুলো হচ্ছে اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।

২. اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ আমি একে নাজিল করেছি قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا কুরআনরূপে আরবি ভাষায় لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ যেন তোমরা বুঝতে পার।

৩. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ আমি আপনার নিকট বর্ণনা করছি اَحْسَنَ الْقَصَصِ এক অতি উত্তম ঘটনা بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ আমি যে, আপনার প্রতি প্রেরণ করেছি هٰذَا الْقُرْاٰنَ এ কুরআন وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ যদিও আপনি এর পূর্বে (এ ঘটনা সম্বন্ধে) একেবারেই অনবহিত ছিলেন।

৪. اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ সে সময়টি উল্লেখযোগ্য যখন ইউসুফ (আ.) নিজ পিতার নিকট বললেন يٰٓاَبَتِ আব্বা! اِنِّيْ رَاَيْتُ আমি দেখেছি اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا এগারোটি তারকা وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ এবং সূর্য ও চন্দ্রকে رَاَيْتُهُمْ لِيْ سٰجِدِيْنَ তাদেরকে দেখেছি আমার সম্মুখে সেজদা করতে।

৫. তিনি বললেন, হে বৎস! তোমার এ স্বপ্ন নিজের ভাইদের নিকট ব্যক্ত করো না, অন্যথা তারা তোমার জন্য কোনো বিশেষ দুরভিসন্ধি করবে; নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।	قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰٓى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ (٥)
৬. আর এরূপেই তোমার রব তোমাকে [নবীরূপে] মনোনীত করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নতত্ত্ব জ্ঞান শিক্ষা দিবেন, আর স্বীয় নিয়ামতকে পূর্ণ করে দিবেন, তোমার উপর এবং ইয়াকূবের বংশধরের উপর, যেমন তার পূর্বে নিজ নিয়ামতকে পূর্ণ করে দিয়েছিলেন তোমার পিতামহ, প্রপিতামহ অর্থাৎ ইবরাহীম ও ইসহাকের উপর নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অসীম জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।	وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (٦)
৭. ইউসুফ ও তার ভাইদের ঘটনাতে [আপনার নবুয়তের] প্রমাণসমূহ রয়েছে ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যারা জিজ্ঞাসা করে।	لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖٓ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ (٧)
৮. সে সময়টি উল্লেখযোগ্য, যখন সেই ভাইয়েরা বলাবলি করতে লাগল, [দেখ!] ইউসুফ ও তার [সহোদর] ভাই আমাদের পিতার নিকট আমাদের চেয়ে অধিক প্রিয় অথচ আমরা হচ্ছি পূর্ণ একটি জামাত; বাস্তবিকই আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রমের মধ্যে রয়েছেন।	اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰٓى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ؕ اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنِ ۚ (٨)

শাব্দিক অনুবাদ :

৫. قَالَ তিনি বললেন يٰبُنَيَّ হে বৎস! لَا تَقْصُصْ ব্যক্ত করো না رُؤْيَاكَ তোমার এ স্বপ্ন عَلٰٓى اِخْوَتِكَ নিজের ভাইদের নিকট فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا অন্যথা তারা তোমার জন্য কোনো বিশেষ দুরভিসন্ধি করবে اِنَّ الشَّيْطٰنَ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

৬. وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ আর এরূপেই তোমার রব তোমাকে (নবীরূপে) মনোনীত করবেন وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ এবং তোমাকে স্বপ্নতত্ত্ব জ্ঞান শিক্ষা দিবেন وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ আর স্বীয় নিয়ামতকে পূর্ণ করে দিবেন عَلَيْكَ তোমার উপর وَعَلٰٓى اٰلِ يَعْقُوْبَ এবং ইয়াকূবের বংশধরের উপর كَمَآ اَتَمَّهَا যেমন নিজ নিয়ামতকে পূর্ণ করে দিয়েছিলেন عَلٰٓى اَبَوَيْكَ তোমার পিতামহ, প্রপিতামহ -এর উপর مِنْ قَبْلُ এর পূর্বে اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ অর্থাৎ ইবরাহীম ও ইসহাকের উপর اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অসীম জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

৭. لَقَدْ كَانَ রয়েছে فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖ ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের ঘটনাতে اٰيٰتٌ প্রমাণ সমূহ لِّلسَّآئِلِيْنَ ঐ সমস্ত লোকদের জন্য যারা জিজ্ঞাসা করে।

৮. اِذْ قَالُوْا সে সময়টি উল্লেখযোগ্য যখন সেই ভাইয়েরা বলাবলি করতে লাগল لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ (দেখ) ইউসুফ ও তার (সহোদর) ভাই اَحَبُّ اِلٰٓى اَبِيْنَا مِنَّا আমাদের পিতার নিকট আমাদের চেয়ে অধিক প্রিয় وَنَحْنُ عُصْبَةٌ অথচ আমরা হচ্ছি পূর্ণ একটি জামাত اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ বাস্তবিকই আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রমের মধ্যে রয়েছে।

اقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ (٩)

৯. হয়তো ইউসুফকে মেরে ফেল অথবা তাকে কোনো [দূরবর্তী] স্থানে ফেলে এসো, তাহলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের দিকে হয়ে যাবে এবং তোমাদের সকল উদ্দেশ্য সফল হয়ে যাবে।

قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ (١٠)

১০. তাদের মধ্য হতে একজন বলল, ইউসুফকে হত্যা করো না; বরং যদি তোমাদের কিছু করতে হয় তাকে কোনো অন্ধকূপে ফেলে দাও, হয়তো কোনো পাথিক তাকে তুলে নিয়ে যাবে।

قَالُوْا يٰۤاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ (١١)

১১. সকলে [সম্মিলিতভাবে পিতার নিকট] বলল, আব্বা! তার কারণ কী যে, ইউসুফ সম্বন্ধে আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না, অথচ আমরা তার হিতাকাঙ্ক্ষী।

اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ (١٢)

১২. আপনি আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। যাতে সে তৃপ্তি সহকারে খাবে ও খেলাধুলা করবে, আর আমরা পূর্ণরূপে তার হেফাজত করব।

قَالَ اِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيْۤ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ (١٣)

১৩. ইয়াকূব (আ.) বললেন, তা আমাকে চিন্তান্বিত করে তুলছে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে, আর আমি এ আশঙ্কা করছি যে, তাকে কোনো নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলে এবং তোমরা তার প্রতি অমনোযোগী থাকবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. اقْتُلُوْا يُوْسُفَ হয়তো ইউসুফকে মেরে ফেল اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا অথবা তাকে কোনো দূরবর্তী স্থানে ফেলে আস يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ তাহলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের দিকে হয়ে যাবে وَتَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ এবং তোমাদের সকল উদ্দেশ্য সফল হয়ে যাবে।

১০. قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ তাদের মধ্য হতে একজন বলল لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ ইউসুফ কে হত্যা করো না وَاَلْقُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ বরং তাকে কোনো অন্ধকূপে ফেলে দাও يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ হয়তো কোনো পথিক তাকে বের করে নিয়ে যাবে اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ যদি তোমাদের কিছু করতে হয়।

১১. قَالُوْا সকলে (সম্মিলিত ভাবে পিতার নিকট) বলল يٰۤاَبَانَا مَا لَكَ আব্বা! এটার কারণ কি যে, لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ ইউসুফ সম্বন্ধে আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ অথচ আমরা তার হিতাকাঙ্ক্ষী।

১২. اَرْسِلْهُ مَعَنَا আপনি তাকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। غَدًا আগামীকাল يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ যাতে সে তৃপ্তি সহকারে খাবে ও খেলাধুলা করবে وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ আর আমরা পূর্ণ রূপে তার হেফাজত করব।

১৩. قَالَ ইয়াকূব (আ.) বললেন اِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيْۤ এটা আমাকে চিন্তান্বিত করে তুলেছে যে, اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ তোমরা তাকে নিয়ে যাবে وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ আর আমি এই আশঙ্কা করছি যে, তাকে কোনো নেকড়ে খেয়ে ফেলবে وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ এবং তোমরা তার হতে অমনোযোগী থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা ইউসুফ প্রসঙ্গে : মক্কায় অবতীর্ণ এ সূরায় হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর এজন্যই তার নামেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। বিগত সূরায় কয়েকজন নবী রাসূলের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ সূরায় শুধু একজন নবীর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা অনেক ঘটনাকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.) -এর ঘটনাকে বার বার বর্ণনা করেননি। কেননা এ ঘটনা মানুষের ফরমায়েশের কারণে বর্ণিত হয়েছে। এ জন্য তা একই স্থানে একবারে বর্ণিত হয়েছে। এভাবে আসহাবে কাহাফ এবং জুলকারনাইনের ঘটনাও একবারই বর্ণিত হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : বিগত সূরা হুদে প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তের প্রমাণ এবং প্রিয়নবী ﷺ-এর সান্ত্ব -নার জন্য অতীত কালের ঘটনাবলির উল্লেখ করা হয়েছে। ঠিক এভাবেই সূরায়ে ইউসুফেও হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। কেননা এ ঘটনা ও প্রিয়নবী ﷺ-এর অবস্থার অনুরূপ। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ন্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়তের প্রারম্ভিক অবস্থায় ও সত্য স্বপ্ন দেখানো হয়। যেমন হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে- أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ প্রিয়নবী ﷺ-এর নিকট ওহী শুরু হয় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে [আল হাদীস] যেমন হযরত ইউসুফ (আ.) -এর নবুয়ত আরম্ভ হয় একটি সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। পবিত্র কুরআনেই রয়েছে তার বিবরণ।

إِنِّيْ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا .... (الاية) এমনিভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা তাকে হিংসা করেছে এবং চরম কষ্ট দিয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ.) চরম ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং মনের দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। অবশেষে আল্লাহ পাক তাকে সম্মান মর্যাদা এবং প্রাধান্য দান করেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও হযরত ইউসুফ (আ.) তার ভাইদের থেকে কোনো প্রকার প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি; বরং বলেছেন, পবিত্র কুরআনের ভাষায়- لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ক্ষমা করুন, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।" এমনকি হযরত ইউসুফ (আ.) কখনো তাদের বিরুদ্ধে মৌখিক অভিযোগও করেননি; বরং তাদেরকে অনেক দান দক্ষিণায় ধন্য করেছেন। ঠিক এ অবস্থাই হয়েছিল মক্কা মোয়াজ্জমায় প্রিয়নবী ﷺ-এর সঙ্গে। কুরাইশ গোত্রের লোকেরা তথা তাঁর আত্মীয় স্বজনরাই প্রিয়নবী ﷺ -কে চরম কষ্ট দিয়েছে। সূদীর্ঘ তেরটি বছর তিনি তাদের দ্বারা নির্যাতিত উৎপীড়িত হয়েছেন। তিনি আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক অসাধারণ সবর এবং এস্তেকামাতের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছেন। এমনকি, অবশেষে প্রিয়নবী ﷺ তাদের জুলুম অত্যাচারের কারণে মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনা শরীফ চলে গিয়েছেন। তারপরও তারা বারে বারে প্রাণের মদিনা আক্রমণ করেছে। অবশেষে অষ্টম হিজরিতে যখন মক্কা বিজয় হলো, তখন তিনি বললেন- لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ। আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ক্ষমা করুন, তিনি পরম দয়ালু। আরো বললেন : اِذْهَبُوْا أَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ তোমরা আজ মুক্ত।

এমনিভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ন্যায় তিনিও মক্কায় কুরাইশদেরকে যখন তারা ইসলাম কবুল করেছে, তখন হোনায়নের যুদ্ধের গনিমত থেকে প্রত্যেককে একশত করে উষ্ট্র দান করেছেন। যেভাবে হযরত ইউসুফ (আ.) তার জালিম ভাইদের সাথে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে প্রিয়নবী ﷺ ও মক্কার কুরাইশদের সাথে অসাধারণ মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন। যেভাবে হযরত ইউসুফ (আ.) -এর চরিত্র মাধুর্যের প্রমাণ রয়েছে এ ঘটনায় শয়তান কোনো ভাবেই তাকে কাবু করতে পারেনি, ঠিক এভাবে এর দ্বারা একথাও প্রমাণিত

হয়েছে যে, সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম সর্বাধিক উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং শয়তানের সকল চক্রান্ত থেকে তাঁরা থাকেন সম্পূর্ণ সংরক্ষিত এবং নিরাপদ।

যেভাবে হযরত নূহ (আ.) হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং হযরত মূসা (আ.) এর ঘটনাবলির বর্ণনা প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তের দলিল ছিল, ঠিক এমনিভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনাও পবিত্র কুরআনের আল্লাহর কিতাব হওয়া এবং প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়তের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এতদ্ব্যতীত, হযরত ইউসুফ (আ.) -এর এ ঘটনায় প্রিয়নবী ﷺ-এর জন্য রয়েছে সান্ত্বনা এ মর্মে যে, যেভাবে হযরত ইউসুফ (আ.) তার ভাইদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েও সবর অবলম্বন করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে হে রাসূল! আপনিও মক্কাবাসীর জুলুম অত্যাচারে সবর অবলম্বন করুন, সত্যের উপর অটল অবিচল থাকুন এবং পরিণামের অপেক্ষা করুন। –[তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন ইদ্রিস কান্ধলভী– ৪/১-২]

শানে নুযূল : এ সূরার শানে নুযূল সম্পর্কে একাধিক বিবরণ রয়েছে–

১. হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন পবিত্র কুরআন অনেক দিন থেকে প্রিয়নবী ﷺ-এর প্রতি নাজিল হয়ে আসছিল। প্রিয়নবী ﷺ পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে সাহাবায়ে কেরামকে শ্রবণ করাতেন। ঐ সময় তারা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি কোনো ঘটনা বর্ণনা করতেন, তবে ভালো হতো। তখন এ সূরা নাজিল হয়।

২. তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ সূরায় সান্ত্বনা রয়েছে প্রিয়নবী ﷺ-এর জন্য। কেননা মক্কায় কুরায়েশ বংশের লোকেরা তথা প্রিয়নবী ﷺ-এর আত্মীয় স্বজনরা তার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করেছিল, তাতে তাঁর মনক্ষুণ্ন হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা তাঁর সাথে যে দুর্ব্যবহার করেছে, সেই হৃদয় বিদারক ঘটনা সম্পর্কে অবগত হলে প্রিয়নবী ﷺ-এর মনেও সান্ত্বনা আসা স্বাভাবিক।

৩. এ পর্যায়ে একথাও বর্ণিত আছে যে, ইহুদিরা হযরত রাসূলে করীম ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে হযরত ইয়াকূব (আ.) ও তার পুত্র হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল। তখন এ সূরা নাজিল হয়।

৪. আর একথাও বর্ণিত আছে যে, ইহুদিরা মক্কার কাফেরদেরকে বলেছিল, যেন তারা প্রিয়নবী ﷺ-এর নিকট প্রশ্ন করে যে, বনী ইসরাঈলরা কেন সিরিয়া ত্যাগ করে মিশরে বসতি স্থাপন করেছিল এবং তারা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনাও জানতে চেয়েছিল, তখন এ সূরা নাজিল হয়।

–[তাফসীরে রূহুল মা'আনী-১২/১৭০, খোলাসাতুততাফাসীর-২/৩৯২]

এ সূরা সম্পূর্ণ মক্কা শরীফে নাজিল হয়েছে। কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ সূরাটি হিজরতের সময় মক্কা শরীফ ও মদিনা শরীফের মধ্যখানে নাজিল হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এ সূরার ৪টি আয়াত ব্যতীত আর সবই মক্কা মোয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে। অবশ্য নোহাস, আবুশ শেখ, ইবনে মারদুয়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরা মক্কা মোয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে। –[তাফসীরে ফতহুল কাদীর-৩/১]

১ নং আয়াতের শানে নুযূল : রূহুল মা'আনীতে বর্ণিত আছে যে, কিছু সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরজ করল যে, আপনি যদি আমাদেরকে কোনো ঘটনা শুনাতেন তাহলে খুব ভালো হতো। তখন উক্ত আয়াতগুলো নাজিল হয়। তাফসীরে সাবীতে আছে, ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলল, আপনি আমাদেরকে হযরত ইয়াকূব (আ.) ও তাঁর সন্তান হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে কিছু বলুন। তখন উক্ত আয়াতগুলো নাজিল হয়। –[ইবনে কাছীর উ.-১২/৪০]

চারটি আযাত ছাড়া সমগ্র সূরা ইউসুফ মক্কায় অবতীর্ণ। এ সূরায় হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনী ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ কাহিনীটি শুধুমাত্র এ সূরাতেই উল্লিখিত হয়েছে। সমগ্র কুরআনে কোথাও এর পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। এটা একমাত্র হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কিত কাহিনীরই বৈশিষ্ট্য। এছাড়া অন্য সব আম্বিয়া (আ.)-এর কাহিনী ও ঘটনাবলি সমগ্র কুরআনে প্রাসঙ্গিকভাবে খণ্ড খণ্ড ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব ইতিহাস এবং অতীত অভিজ্ঞতার মধ্যে মানুষের ভবিষ্যত জীবনের জন্য বিরাট শিক্ষা নিহিত থাকে। এসব শিক্ষার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মানুষের মন ও মস্তিষ্কের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার চাইতে অধিক গভীর ও অনায়াসলব্ধ হয়। এ কারণেই গোটা মানবজাতির জন্য সর্বশেষ নির্দেশনামা হিসেবে প্রেরিত কুরআন পাকে সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহের ইতিহাসের নির্বাচিত অধ্যায়সমূহ সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে, যা মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যত সংশোধনের জন্য অমোঘ ব্যবস্থাপত্র। কিন্তু কুরআন পাক বিশ্ব ইতিহাসের এসব অধ্যায়কে স্বীয় বিশেষ ও অনুপম রীতিতে এমনভাবে উদ্ধৃত করেছে যে, এর পাঠক অনুভবই করতে পারে না যে, এটি কেনো ইতিহাসগ্রন্থ; বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে কোনো কাহিনীর যতটুকু অংশ শিক্ষা ও উপদেশের জন্য অত্যাবশ্যক সেখানে ঠিক ততটুকু অংশই বিবৃত করা হয়েছে। অতঃপর অন্য কোনো ক্ষেত্রে এ অংশের প্রয়োজন অনুভূত হলে পুনর্বার তা বর্ণনা করা হয়েছে। এ কারণেই এসব কাহিনীর বর্ণনায় ঘটনার সাংঘটনিক ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। কোথাও কাহিনীর প্রথম অংশ পরে এবং শেষ অংশ আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই এসব কাহিনীর বর্ণনারীতিতে স্বতন্ত্র নির্দেশ এই যে, জগতের ইতিহাস ও অতীত ঘটনাবলি পরিবেশন করা পবিত্র কুরআনের লক্ষ্য নয়; বরং প্রত্যেক কাহিনী থেকেই কোনো না কোনো শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ আসল লক্ষ্য।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনাকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করার একটি সম্ভাব্য কারণ এই যে, ইতিহাস রচনাও একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র। এতে ইতিহাস রচয়িতাদের জন্য বিশেষ নির্দেশ রয়েছে যে, বর্ণনা এমন সংক্ষিপ্ত না হয় যাতে পূর্ণ বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে বর্ণনা এত দীর্ঘ হওয়াও সমীচীন নয়, যাতে তা পড়া ও স্মরণ রাখা কঠিন হয়।

দ্বিতীয় সম্ভাব্য কারণ এই যে, কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, ইহুদিরা পরীক্ষার্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেছিল যদি আপনি সত্যই আল্লাহর নবী হন, তবে বলুন ইয়াকূব পরিবার সিরিয়া থেকে মিসরে কেন স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা কি ছিল? প্রত্যুত্তরে ওহীর মাধ্যমে পূর্ণ কাহিনী অবতারণ করা হয়। এটি নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মু'জিযা ও তাঁর নবুয়তের একটি বড় প্রমাণ। কেননা তিনি ছিলেন নিরক্ষর এবং জীবনের প্রথম থেকেই মক্কায় বসবাসকারী। তিনি কারো কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেননি এবং কোনো গ্রন্থও পাঠ করেননি। এতদসত্ত্বেও তাওরাতে বর্ণিত আদ্যোপান্ত ঘটনাটি বিশুদ্ধরূপে বর্ণনা করে দেন।

বরং কিছু এমন বিষয় ও তিনি বর্ণনা করেন, যা তাওরাতে উল্লেখ ছিলনা। تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ অর্থাৎ এগুলো সে গ্রন্থের আয়াত, যা হালাল ও হারামের বিধি বিধান এবং প্রত্যেক কাজের সীমা ও শর্ত বর্ণনা করে। মানুষকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য একটি সুষম ও সরল জীবনব্যবস্থা দান করে। এগুলো অবতীর্ণ করার অঙ্গীকার তাওরাতে পাওয়া যায় এবং ইহুদিরা এ সম্পর্কে অবহিতও বটে।

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ আমি একে আরবি কুরআন হিসেবে নাজিল করেছি, হয়তো এতে তোমরা বুঝতে পারবে।

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনী সম্পর্কে যারা প্রশ্ন তুলেছিল, তারা ছিল আরবের ইহুদি। আল্লাহ তা'আলা তাদেরই ভাষায় এ কাহিনী নাজিল কেরেছেন, যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সততা ও সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কাহিনীতে বর্ণিত বিধান ও নির্দেশাবলিকে চলার পথের আলোকবর্তিকা হিসেবে গ্রহণ করে।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ অর্থাৎ আমি এ কুরআনকে ওহীর মাধ্যমে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করে আপনার কাছে সর্বোত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি। নিঃসন্দেহে আপনি ইতিপূর্বে এসব ঘটনা সম্পর্কে অনবগত ছিলেন।

এতে ইহুদিদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা আমার পয়গাম্বরের যেভাবে পরীক্ষা নিতে চেয়েছ, তাতেও তার গুণগত উৎকর্ষ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেননা তিনি পূর্ব থেকে নিরক্ষর এবং বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কে অনভিজ্ঞও ছিলেন সুতরাং তিনি এখন যে বিজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছেন, তার মাধ্যমে আল্লাহর শিক্ষা ও ওহী ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

إِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِأَبِيْهِ يَٰٓأَبَتِ إِنِّىْ الخ অর্থাৎ ইউসুফ (আ.) তার পিতাকে বললেন, পিতা আমি স্বপ্নে এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে দেখেছি। আরো দেখেছি যে, তারা আমাকে সেজদা করছে।

এটি ছিল হযরত ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্ন। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন এগারটি নক্ষত্রের অর্থ হচ্ছে ইউসুফ (আ.)-এর এগার ভাই, সূর্য ও চন্দ্রের অর্থ পিতা ও মাতা।

তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে : হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মাতা এ ঘটনার পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন এবং তার খালা তখন তার পিতার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। খালা এমনিতেও মায়ের সমতুল্য গণ্য হয়। বিশেষত যদি পিতার ভার্যা হয়ে যায়, তবে সাধারণত পরিভাষায় তাকে মা-ই বলা হবে।

قَالَ يَٰبُنَىَّ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ অর্থাৎ হে বৎস! তুমি এ স্বপ্ন ভাইদের কাছে বর্ণনা করো না। আল্লাহ না করুন, তারা এ স্বপ্ন শুনে তোমার মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত হয়ে তোমাকে বিপর্যস্ত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে পারে। কেননা শয়তান হলো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সে পার্থিব প্রভাব প্রতিপত্তি ও অর্থ কড়ির লোভ দেখিয়ে মানুষকে এহেন অপকর্মে লিপ্ত করে দেয়।

স্বপ্নের তাৎপর্য স্তর ও প্রকারভেদ : সর্বপ্রথম আলোচ্য বিধান হচ্ছে– স্বপ্নের স্বরূপ এবং তা থেকে যেসব ঘটনা ও বিষয় জানা যায়, সেগুলোর গুরুত্ব ও পর্যায়। তাফসীরে মাযহারীতে কাযী সানাউল্লাহ (র.) বলেন : স্বপ্নের তাৎপর্য এই যে, নিদ্রা কিংবা সংজ্ঞাহীনতার কারণে মানুষের মন যখন দেহের বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তখন সে কল্পনাশক্তির পথে কিছু কিছু আকার আকৃতি দেখতে পায়। এরই নাম স্বপ্ন। স্বপ্ন তিন প্রকার। তন্মধ্যে দু'প্রকার সম্পূর্ণ অবাস্তব ও ভিত্তিহীন। এগুলোর কোনো বাস্তবতা নেই। অবশিষ্ট একটির মৌলিকত্বের দিক দিয়ে নির্ভুল ও বাস্তব। কিন্তু এতে মাঝে মাঝে নানা উপসর্গ যুক্ত হয়ে এগুলোকেও অবান্তর এবং অবিশ্বাস্য করে দেয়।

এ উক্তির ব্যাখ্যা এই যে, কোনো কোনো সময় মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যেসব বিষয় ও ঘটনা প্রত্যক্ষ করে, সেগুলোই স্বপ্নে নানা আকার আকৃতি নিয়ে দৃষ্টিগোচর হয়। আবার কোনো কোনো সময় শয়তান আনন্দদায়ক ও ভয়াবহ উভয় প্রকার দৃশ্য ও ঘটনাবলি মানুষের স্মৃতিতে জাগিয়ে দেয়। বলাবাহুল্য, এ উভয় প্রকার স্বপ্নই ভিত্তিহীন ও অবান্তর। এগুলোর কোনো বাস্তব ব্যাখ্যা হতে পারে না। এতদুভয়ের প্রথম প্রকারকে حَدِيْثُ النَّفْسِ তথা মনের সংলাপ এবং দ্বিতীয় প্রকারকে تَسْوِيْلُ شَيْطَانْ শয়তানের বিভ্রান্তি বলা হয়।

তৃতীয় প্রকার স্বপ্ন সত্য ও বিশুদ্ধ। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একপ্রকার ইলহাম (খোদায়ী ইশারা) যা বান্দাকে আনন্দ অথবা সুসংবাদ দানের উদ্দেশ্যে করা হয়। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে কোনো কোনো বিষয় বান্দার মন ও মস্তিষ্কে জাগিয়ে দেন।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : মুমিন ব্যক্তির স্বপ্ন একটি সংযোগ বিশেষ। এর মাধ্যমে সে তার পালনকর্তার সাথে বাক্যালাপ করার গৌরব অর্জন করে। তাবারানী বিশুদ্ধ সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছে। –[মাযহারী]

সূফী বুযুর্গগণের বর্ণনা অনুযায়ী এর স্বরূপ এই যে, জগতে অস্তিত্ব লাভের পূর্বে প্রত্যেক বস্তুর একটি বিশেষ আকৃতি 'আলমে মিছাল' অর্থাৎ উপমাজগতে বিদ্যমান থাকে, তেমনি 'মা'আনী' তথা অবস্তুবাচক বিষয়দিরও বিশেষ আকার আকৃতি বিদ্যমান থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় মানুষের মন যখন বাহ্যিক দেহের ক্রিয়া কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে, তখন মাঝে মাঝে উপমা জগতের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়, এবং সেখানকার আকার অবয়ব সে দেখতে পায়। এছাড়া এসব আকার অবয়ব অদৃশ্য জগৎ থেকে দেখানো হয়। মাঝে মাঝে এগুলোতেও এমনসব উপসর্গ সৃষ্টি হয়ে যায় যে, আসল সত্যের সাথে কিছু কিছু অবাস্তব কল্পনাও মিশ্রিত হয়ে পড়ে। এ কারণে ব্যাখ্যাদাতাদের পক্ষেও এর সঠিক মর্ম উপলব্ধি করা কঠিন হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে উপরিউক্ত আকার অবয়ব যাবতীয় উপসর্গ থেকে পরিচ্ছন্ন থাকে। তখনই সেগুলো হয় আসল সত্য। কিন্তু এগুলোর মধ্যেও

কোনো কোনো স্বপ্ন থাকে ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কারণ তাতে বাস্তব ঘটনা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না। এমতাবস্থায়ও যদি ব্যাখ্যা ভ্রান্ত হয়, তবে ঘটনা ভিন্ন আকার ধারণ করে। তাই একমাত্র সে স্বপ্নই আল্লাহর তরফ থেকে প্রদত্ত ইলহাম ও বাস্তব সত্য বলে বিবেচিত হবে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে, তাতে কোনো উপসর্গের সংমিশ্রণ হবে না এবং ব্যাখ্যাও বিশুদ্ধ দেওয়া হবে।

পয়গাম্বরগণের সব স্বপ্ন ছিল এই পর্যায়ের তাই তাদের স্বপ্নও ওহীর সমপর্যায়ভুক্ত। সাধারণ মুসলমানদের স্বপ্নে নানাবিধ সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। তাই তা কারো জন্য প্রমাণ হয় না। তাদের স্বপ্নে কোনো কোনো সময় প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিগত আকার আকৃতির মিশ্রণ সংঘটিত হয়ে যায়, কোনো সময় পাপের অন্ধকার ও মালিন্য স্বপ্নকে আচ্ছন্ন করে দুর্বোধ্য করে দেয় এবং মাঝে মাঝে বিবিধ কারণে বিশুদ্ধ ব্যাখ্যায়ও উপনীত হওয়া যায় না।

স্বপ্নের বর্ণিত তিনটি প্রকারই রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : স্বপ্ন তিন প্রকার। এক প্রকার শয়তানি। এতে শয়তানের পক্ষ থেকে কিছু কিছু বিষয় মনে জাগ্রত হয়। দ্বিতীয় প্রকার স্বপ্ন হচ্ছে মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যা কিছু দেখে, নিদ্রায়ও তাই সামনে আসে। তৃতীয় প্রকার স্বপ্ন সত্য ও অভ্রান্ত। এটি নবুয়তের ৪৬তম অংশ অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম।

স্বপ্ন ও নবুয়তের অংশ -এর অর্থ ও ব্যাখ্যা : স্বপ্নের এ সত্য ও বিশুদ্ধ প্রকার সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত আছে। কোনো হাদীসে নবুয়তের ৪০তম অংশ, কোনো হাদীসে ৪৬তম অংশ এবং কোনো হাদীসে ৪৯তম, ৫০তম এবং ৭০তম অংশ হওয়ার কথাও বর্ণিত আছে। এসব হাদীস তাফসীরে কুরতুবীতে একত্রে সন্নিবেশিত করে ইবনে আব্দুল বারের বিশ্লেষণে এরূপ বর্ণিত আছে যে, এগুলোর মধ্যে কোনোরূপ পরস্পর বিরোধিতা নেই; বরং প্রত্যেকটি হাদীস স্ব-স্থানে বিশুদ্ধ ও সঠিক। যারা স্বপ্ন দেখে, তাদের অবস্থাভেদে বিভিন্নরূপ অংশ ব্যক্ত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি সততা, বিশ্বস্ততা, ধর্মপরায়ণতা ও পরিপূর্ণ ঈমান দ্বারা বিভূষিত, তার স্বপ্ন নবুয়তের ৪০তম অংশ হবে। পক্ষান্তরে যার মধ্যে এসব গুণ আরো কম তার স্বপ্ন নবুয়তের ৭০তম অংশ হবে।

এখানে এ বিষয়টি চিন্তসাপেক্ষ যে, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের অংশ -এর অর্থ কি? তাফসীরে মাযহারীতে এর তাৎপর্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে তেইশ বৎসর পর্যন্ত ওহী আগমন করতে থাকে; তন্মধ্যে প্রথম ছয়মাস স্বপ্নের আকারে এ ওহী আগমন করে। অবশিষ্ট পঁয়তাল্লিশ ষান্মাসিকে জিবরাঈলের মধ্যস্থতায় ওহী আগমন করে। এ হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের ৪৬তম অংশ। যেসব হাদীসে কম-বেশি সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোতে হয় কাছাকাছি হিসেবে বলা হয়েছে, না হয় সনদের দিক দিয়ে সেসব হাদীস ধর্তব্য নয়।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন : স্বপ্ন নবুয়তের অংশ হওয়ার তাৎপর্য এই যে, মানুষ মাঝে মাঝে স্বপ্নে এমন বিষয় দেখে যা তার সাধ্যাতীত। উদাহরণত কেউ দেখে যে, সে আকাশে উড়ছে। অথবা অদৃশ্য জগতের এমন কোনো বিষয় দেখে, যার জ্ঞান অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। অতএব, এরূপ স্বপ্নের মাধ্যমে খোদায়ী সাহায্য ও প্রেরণা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না, যা প্রকৃতপক্ষে নবুয়তের বৈশিষ্ট্য। তাই স্বপ্নকে নবুয়তের অংশ স্থির করা হয়েছে।

কাদিয়ানী দাজ্জালের একটি বিভ্রান্তি খণ্ডন : এ সম্পর্কে কিছু সংখ্যক লোক একটি অভিনব বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। তারা বলে : নবুয়তের অংশ যখন দুনিয়াতে অবশিষ্ট ও প্রচলিত রয়েছে। অথচ এটা কুরআনের অকাট্য আয়াত ও অসংখ্য সহীহ হাদীসের পরিপন্থি এবং সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের খতমে নবুয়ত সম্পর্কিত সর্বসম্মত বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা এ সহজ সত্যটি বুঝতে পারল না যে, কোনো বস্তুর একটি অংশ বিদ্যমান থাকলে বস্তুটি বিদ্যমান থাকা জরুরি হয়ে পড়ে না। যদি কোনো ব্যক্তির একটি নখ অথবা একটি চুল কোথাও বিদ্যমান থাকে তবে কেউ একথা বলতে পারে না যে, এখানে ঐ ব্যক্তি বিদ্যমান আছে। মেশিনের অনেক কল কব্জার মধ্য থেকে কোনো একটি কলকব্জা অথবা একটি স্ক্রু যদি কারো কাছে থাকে এবং সে দাবি করে বসে যে, তার কাছে অমুক মেশিনটি আছে, তবে বিশ্ববাসী তাকে হয় মিথ্যাবাদী, না হয় আস্ত আহাম্মক বলতে বাধ্য হবে।

হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সত্য স্বপ্ন অবশ্যই নবুয়তের অংশ, কিন্তু নবুয়ত নয়। নবুয়ত তো আখেরী নবী হযরত মোহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে।

সহীহ বুখারীর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ অর্থাৎ ভবিষ্যতে "মুবাশশিরাত" ব্যতীত নবুয়তের কোনো অংশ বাকি থাকবে না। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন : "মুবাশশিরাত" বলতে কি বুঝায়? উত্তর হলো সত্য স্বপ্ন। এতে প্রমাণিত হয় যে, নবুয়ত কোনো প্রকারে অথবা কোনো আকারেই অবশিষ্ট নেই। শুধুমাত্র এর একটি ক্ষুদ্রতম অংশ অবশিষ্ট আছে যাকে মুবাশশিরাত অথবা সত্য স্বপ্ন বলা হয়।

কাফের ও ফাসেক ব্যক্তির স্বপ্নও সত্য হতে পারে : মাঝে মাঝে পাপাচারী, এমন কি কাফের ব্যক্তিও সত্য স্বপ্ন দেখতে পারে। একথা কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং অভিজ্ঞতায় জানা। সূরা ইউসূফে হযরত উউসূফ (আ.)-এর দু'জন কারা-সঙ্গির স্বপ্ন সত্য হওয়া এবং মিসর সম্রাটের স্বপ্ন ও তা সত্য হওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে। অথচ তারা সবাই ছিল অমুসলমান। হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আবির্ভাব সম্পর্কে পারস্য সম্রাটের স্বপ্নের কথা বর্ণিত আছে, যা সত্যে পরিণত হয়েছে। অথচ পারস্য সম্রাট মুসলমান ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফুফু আতেকা কাফের থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে সত্য স্বপ্ন দেখেছিলেন। এ ছাড়া কাফের বাদশাহ বখতে নসরের স্বপ্ন সত্য ছিল, যার ব্যাখ্যা হযরত দানিয়াল (আ.) দিয়েছেন।

এতে বুঝা যায় যে, সত্য স্বপ্ন দেখা এবং তদনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া এতটুকু বিষয়ই কারো সৎ, ধার্মিক এমনকি মুসলমান হওয়ারও প্রমাণ নয়। তবে এটাই আল্লাহর সাধারণ রীতি। ফাসেক ও পাপচারীদের সাধারণত মনের সংলাপ ও শয়তানি প্ররোচনা ধরনের মিথ্যা স্বপ্ন হয়ে থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে এর বিপরীতও হওয়া সম্ভব।

মোটকথা, সত্য স্বপ্ন সাধারণ মুসলমানদের জন্য হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সুসংবাদ কিংবা হুঁশিয়ারীর চাইতে অধিক মর্যাদা রাখে না। এটা স্বয়ং তাদের জন্য কোনো ব্যাপারে প্রমাণরূপে গণ্য নয় এবং অন্যের জন্যও নয়। কোনো কোনো অজ্ঞ লোক এ ধরনের স্বপ্ন দেখে নানা রকম কুমন্ত্রণায় লিপ্ত হয়। কেউ একে নিজের ওলীত্বের লক্ষণ মনে করতে থাকে এবং কেউ স্বপ্নলব্ধ বিষয়াদিকে শরিয়তের নির্দেশের মর্যাদা দিতে থাকে। এসব বিষয় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন; বিশেষত যখন একথাও জানা হয়ে গেছে যে, সত্য স্বপ্নের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে প্রবৃত্তিগত অথবা শয়তানি অথবা উভয় প্রকার ধ্যান ধারণার মিশ্রণ আসতে পারে।

স্বপ্ন প্রত্যেকের কাছে বর্ণনা করা ঠিক নয় :

মাসআলা : قَالَ يٰبُنَيَّ আয়াতে ইয়াকূব (আ.)-কে স্বীয় স্বপ্ন ভাইদের কাছে বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, হিতাকাঙ্ক্ষী ও সহানুভূতিশীল নয় এরূপ লোকের কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করা উচিত নয়। এছাড়া স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে পারদর্শী নয় এমন ব্যক্তির কাছেও স্বপ্ন ব্যক্ত করা সঙ্গত নয়।

মাসআলা : এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কষ্টপদায়ক বিপজ্জনক স্বপ্ন কারো কাছে বর্ণনা করতে নেই। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এ নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র দয়া ও সহানুভূতির উপর ভিত্তিশীল আইনগত হারাম নয়। সহীহ হাদীসসমূহে বলা হয়েছে, ওহুদ যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার তরবারি 'যূলফাকার' ভেঙ্গে গেছে এবং আরো কিছু গাভীকে জবাই হতে দেখেছি। এর ব্যাখ্যা ছিল হযরত হামযা (রা.) -সহ অনেক মুসলমানের শাহাদাত বরণ। এটা একটা আশু মারাত্মক বিপর্যয় সম্পর্কিত ইঙ্গিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাহাবীদের কাছে এ স্বপ্ন বর্ণনা করেছিলেন। −[কুরতুবী]

মাসআলা : এ আয়াত থেকে আরো জানা যায় যে, মুসলমানকে অপরের অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য অপরের কোনো মন্দ অভ্যাস অথবা কুনিয়ত প্রকাশ করা জায়েজ। এটা গিবত তথা অসাক্ষাতে পরনিন্দার অন্তর্ভুক্ত নয়। উদহরণত কেউ জানতে পারল যে, যায়েদ বকরের গৃহে চুরি করার অথবা তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে।

এমতাবস্থায় বকরকে অবহিত করা তার কর্তব্য। এটা গিবতের মধ্যে গণ্য হবে না। আয়াতে হযরত ইয়াকূব (আ.) ইউসুফ (আ.)-কে বলে দিয়েছেন যে, ভাইদের পক্ষ থেকে তার প্রাণ নাশের আশঙ্কা রয়েছে।

ষষ্ঠ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে কতিপয় নিয়ামত দানের ওয়াদা করেছেন। প্রথম وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ অর্থাৎ আল্লাহ স্বীয় নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজির জন্য আপনাকে মনোনীত করবেন। মিসর দেশে রাজ্য, সম্মান ও ধন সম্পদ লাভের মাধ্যমে এ ওয়াদা পূর্ণতা লাভ করেছে। দ্বিতীয় وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيْلِ الْأَحَادِيْثِ এখানে اَحَادِيْث বলে মানুষের স্বপ্ন বুঝানো হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষা দিবেন। এতে আরো জানা গেল যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র, যা আল্লাহ তা'আলা কোনো কোনো ব্যক্তিকে দান করেন। সবাই এর যোগ্য নয়।

মাসআলা : তাফসীরে কুরতুবীতে শাদ্দাদ ইবনুল হাদের উক্তি বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা চল্লিশ বৎসর পর প্রকাশ পায়। এতে বুঝা যায় যে, তাৎক্ষণিকভাবে স্বপ্ন ফলে যাওয়া জরুরি নয়।

তৃতীয় ওয়াদা وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ অর্থাৎ আল্লাহ আপনার প্রতি স্বীয় নিয়ামতপূর্ণ করবেন। এতে নবুয়ত দানের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং পরবর্তী বাক্যসমূহেও এর প্রতি ইঙ্গিত আছে। كَمَآ اَتَمَّهَا عَلٰٓى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ অর্থাৎ যেভাবে আমি স্বীয় নবুয়তের নিয়ামত আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি ইতিপূর্বে পূর্ণ করেছি। এতে এদিকেও ইশারা হয়ে গেছে যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত শাস্ত্র যেমন হযরত ইউসুফ (আ.)-কে দান করা হয়েছিল, তেমনিভাবে হযরত ইবরাহীম ও ইসহাক (আ.) কেও শেখানো হয়েছিল।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ আপনার পালনকর্তা অত্যন্ত জ্ঞানবান, সুবিজ্ঞ কাউকে কোনো শাস্ত্র শেখানো তার পক্ষে কঠিন কিছু নয় এবং তিনি প্রত্যেককেই তা শেখান না; বরং বিজ্ঞতা অনুযায়ী বেছেবেছে কোনো কোনো ব্যক্তিকে এ কৌশল শিখিয়ে দেন।

উল্লিখিত আয়াতসমূহের ৭নং আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, এ সূরায় বর্ণিত হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনীকে শুধুমাত্র একটি কাহিনীর নিরিখে দেখা উচিত নয়; বরং এতে জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গের জন্য আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির বড় বড় নিদর্শন ও নির্দেশাবলি রয়েছে।

এর উদ্দেশ্য এরূপও হতে পারে যে, যেসব ইহুদি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নবী করীম ﷺ-কে এ কাহিনী জিজ্ঞেস করেছিল, তাদের জন্য এতে বড় বড় নিদর্শন রয়েছে। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সময় মক্কায় অবস্থানরত ছিলেন এবং তার সংবাদ মদিনায় পৌঁছেছিল, তখন মদিনার ইহুদিরা তাকে পরীক্ষা করার জন্য একদল লোক মক্কায় প্রেরণ করেছিল। তারা অস্পষ্ট ভঙ্গিতে এরূপ প্রশ্ন করেছিল যে, আপনি সত্য নবী হলে বলুন, কোন পয়গাম্বরের এক পুত্রকে সিরিয়া থেকে মিসরে স্থানান্তরিত করা হয় এবং তার বিরহ ব্যথায় ক্রন্দন করতে করতে পিতা অন্ধ হয়ে যায়?

জিজ্ঞাসার জন্য এ ঘটনাটি মনোনীত করার পিছনে কারণ ছিল এই যে, এ ঘটনা সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ ছিল না এবং মক্কার কেউ এ সম্পর্কে জ্ঞাতও ছিল না। তখন মক্কায় কিতাবী সম্প্রদায়ের কেউ বাস করত না যে, তা'ওরাত ও ইঞ্জিলের বরাতে তার কাছ থেকে এ ঘটনার কোনো অংশবিশেষ জানা যেত। বলাবাহুল্য, তাদের এ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই পূর্ণ সূরা ইউসুফ অবতীর্ণ হয়। এতে হযরত ইয়াকূব ও ইউসুফ (আ.)-এর সম্পূর্ণ কাহিনী এমন বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তাওরাত ও ইঞ্জিলেও তেমনটি হয়নি। তাই এর বর্ণনা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি প্রকাশ্য মু'জিযা।

আলোচ্য আয়াতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইউসুফসহ হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর বার জন পুত্র সন্তান ছিল। তাদের প্রত্যেকেরই সন্তান সন্ততি হয় এবং বংশ বিস্তার লাভ করে। হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর উপাধি ছিল 'ইসরাঈল'। তাই বারটি পরিবার সবাই 'বনী ইসরাঈল' নামে খ্যাত হয়

বারপুত্রের মধ্যে দশজন জ্যেষ্ঠপুত্র ইয়াকুব (আ.)-এর প্রথমা স্ত্রী লাইয়্যা বিনতে লাইয়্যানের গর্ভে জন্মলাভ করে। তার মৃত্যুর পর হযরত ইয়াকুব (আ.) লাইয়্যার ভগিনী রাহীলকে বিবাহ করেন। রাহীলের গর্ভে দু'পুত্র ইউসুফ ও বিনয়ামিন জন্মগ্রহণ করেন। তাই ইউসুফ (আ.) -এর একমাত্র সহোদর ভাই ছিলেন বিনয়ামিন এবং অবশিষ্ট দশজন বৈমাত্রেয় ভাই। ইউসুফজননী রাহীলও বিনয়ামিনের জন্মেরপর মৃত্যুমুখে পতিত হন। -[কুরতুবী]

৮নং আয়াত থেকে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনী শুরু হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতাগণ পিতা ইয়াকুব (আ.)-কে দেখল যে, তিনি ইউসূফের প্রতি অসাধারণ মহব্বত রাখেন। ফলে তাদের মনে হিংসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এটাও সম্ভবপর যে, তারা কোনোরূপে ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্নের বিষয়ও অবগত হয়েছিল, যদ্দরুন তারা ইউসুফ (আ.)-এর বিরাট মাহাত্ম্যের কথা টের পেয়ে তার প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠল। তারা পরস্পর বলাবলি করল : আমরা পিতাকে দেখি যে, তিনি আমাদের তুলনায় ইউসুফ ও তার অনুজ বিনয়ামিনকে অধিক ভালোবাসেন। অথচ আমরা দশজন এবং তাদের জ্যৈষ্ঠ হওয়ার কারাণে গৃহের কাজকর্ম করতে সক্ষম। তারা উভয়েই ছোট বালক বিধায় গৃহস্থালীর কাজ করার শক্তি রাখে না। আমাদের পিতার উচিত হলো এ বিষয় অনুধাবন করা এবং আমাদেরকে অধিক মহব্বত করা। কিন্তু তিনি প্রকাশ্য অবিচার করে যাচ্ছেন। তাই তোমরা হয় ইউসুফকে হত্যা কর, না হয় এমন দূরদেশে নির্বাসিত কর, যেখান থেকে সে আর ফিরে আসতে না পারে।

৯নং আয়াতে ভাইদের পরামর্শ বর্ণিত হয়েছে। কেউ মত প্রকাশ করেন যে, ইউসুফকে হত্যা করা হোক। কেউ বলল : তাকে কোনো অন্তকূপের গভীরে নিক্ষেপ করা হোক। যাতে মাঝখান থেকে এ কন্টক দূর হয়ে যায় এবং পিতার সমগ্র মনোযোগ তোমাদের প্রতিই নিবদ্ধ হয়ে যায়। হত্যা কিংবা কূপে নিক্ষেপ করার কারণে যে গোনাহ হবে, তার প্রতিকার এই যে, পরবর্তীকালে তওবা করে তোমরা সাধু হয়ে যেতে পারবে। আয়াতের وَتَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ বাক্যের এক অর্থ তাই বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফকে হত্যা করার পর তোমাদের অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। কেননা পিতার মনোযোগের কেন্দ্র শেষ হয়ে যাবে। অথবা অর্থ এই যে, হত্যার পর পিতা মাতার কাছে দোষ স্বীকার করে তোমরা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা যে পয়গাম্বর ছিল না, উপরিউক্ত পরামর্শ তার প্রমাণ। কেননা এ ঘটনায় তারা অনেকগুলো কবিরা গুনাহ করেছে। একজন নিরপরাধকে হত্যার সংকল্প, পিতার অবাধ্যতা ও তাকে কষ্ট প্রদান, চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ ও মিথ্যা চক্রান্ত ইত্যাদি। বিজ্ঞ আলেমগণের বিশ্বাস অনুযায়ী পয়গাম্বরগণ দ্বারা নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও এরূপ গুনাহ হতে পারে না।

১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে : ভ্রাতাদের মধ্যেই একজন সমস্ত কথাবার্তা শুনে বলল : ইউসুফকে হত্যা করো না। যদি কিছু করতেই হয় তবে, কূপের গভীরে এমন জায়গায় নিক্ষেপ কর, যেখানে সে জীবিত থাকে এবং পথিক যখন কূপে আসে, তখন তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। এভাবে একদিকে তোমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে এবং অপরদিকে তাকে নিয়ে তোমাদেরকে কোনো দূরদেশে যেতে হবে না। কোনো কাফেলা আসবে, তারা স্বয়ং তাকে সাথে করে দূর দূরান্তরে পৌছে দেবে।

এ অভিমত প্রকাশকারী ছিল তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহুদা। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, সবার মধ্যে রুবীল ছিল জ্যেষ্ঠ। সে এ অভিমত দিয়েছিল। এ ব্যক্তি সম্পর্কেই পরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিসরে যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ছোট ভাই বিনয়ামিনকে আটক করা হয়, তখন সে বলেছিল আমি ফিরে গিয়ে পিতাকে কিভাবে মুখ দেখাব? তাই আমি কেনানে ফিরে যাব না।

ইমাম কুরতুবী (র.) এ স্থলে لُقَطْ ও لَقِيْط -এর বিস্তারিত বিধানাবলি বর্ণনা করেছেন। এখানে সেগুলো বর্ণনা করার অবকাশ নেই। তবে এ সম্পর্কে একটি মৌলিক বিষয় বুঝে নেওয়া দরকার যে, ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবহার

সাধারণ মানুষের জান ও মালের হেফাজত পথ ঘাট ও সড়ক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ ইত্যাদি একমাত্র সরকারি বিভাগসমূহের দায়িত্ব নয়; প্রত্যেক ব্যক্তির স্কন্ধে এ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। পথে ঘাটে ও সড়কে দাড়িয়ে অথবা নিজের কোনো আসবাবপত্র ফেলে দিয়ে যারা পথিকদের চলার পথে অসুবিধা সৃষ্টি করে, তাদের সম্পর্কে হাদীসে কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে : যে ব্যক্তি মুসলমানদের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তার জিহাদ ও গ্রহণীয় নয়। এমনিভাবে রাস্তায় কোনো বস্তু পড়ে থাকার কারণে যদি অপরের কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা থাকে, যেমন- কাঁটা, কাঁচের টুকরো বা পাথর ইত্যাদি, তবে এগুলোকে সরানো শুধু ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষেরই দায়িত্ব নয়; বরং প্রত্যেক মুসলমানকেই এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং যারা এ কাজ করে, তাদের জন্য অশেষ প্রতিদান ও ছওয়াবের অঙ্গীকার করা হয়েছে।

এ মূলনীতি অনুযায়ীই কারো হারানো মাল পেলে তা আত্মসাৎ না করাই শুধু তার দায়িত্ব নয়; বরং এটাও তার দায়িত্ব যে, মালটি উঠিয়ে সযত্নে রেখে দেবে এবং ঘোষণা করে মালিকের সন্ধান নেবে। সন্ধান পাওয়া গেলে এবং লক্ষণাদি বর্ণনার পর যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এ মাল তারই ; তবে তাকে প্রত্যর্পণ করবে। পক্ষান্তরে ঘোষণা ও খোঁজাখুজি সত্ত্বেও যদি মালিক না পাওয়া যায় এবং মালের গুরুত্ব অনুযায়ী অনুমিত হয় যে, মালিক আর তালাশ করবে না, তবে প্রাপক নিঃস্ব দরিদ্র হলে নিজেই তা ভোগ করতে পারবে। অন্যথা ফকির মিসকিনকে দান করে দেবে। উভয় অবস্থায় সেটি প্রকৃত মালিকের পক্ষ থেকে দানরূপে গণ্য করা হবে। দানের ছওয়াব সেই পাবে; যেন পরকালের হিসাবে সেটি তার নামেই জমা করে দেওয়া হবে।

এগুলো হচ্ছে জনসেবা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মূলনীতি। এগুলোর দায়িত্ব মুসলিম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আফসোস! মুসলমানরা নিজেদের দীনকে বুঝলে এবং তা যথাযথ পালন করলে বিশ্ববাসীর চোখ খুলে যাবে। তারা দেখবে যে, সরকারের বড় বড় বিভাগ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে যে কাজ সম্পন্ন করতে পারে না, তা অনায়াসে কিভাবে হয়ে যায়।

১১ ও ১২নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, ভাইয়েরা পিতার কাছে এরূপ ভাষায় আবেদন পেশ করল : আব্বাজান! ব্যাপার কি? যে, আপনি ইউসুফ সম্পর্কে আমাদের প্রতি আস্থা রাখেন না, অথচ আমরা তার পুরোপুরি হিতাকাঙ্ক্ষী। আগামীকাল আপনি তাকে আমাদের সাথে প্রমোদ ভ্রমণে পাঠিয়ে দিন, যাতে সেও স্বাধীনভাবে পানাহার ও খেলাধুলা করতে পারে। আমরা সবাই তার পুরোপুরি দেখাশোনা করব।

তাদের এই আবেদন থেকেই বুঝা যায় যে, তারা ইতোপূর্বেও এ ধরনের আবেদন কোনো সময়ে করেছিল, যা পিতা অগ্রাহ্য করেছিলেন। তাই এবার কিঞ্চিৎ জোর ও পীড়াপীড়ি সহকারে পিতাকে নিশ্চিন্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এ আয়াতে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর কাছে প্রমোদ ভ্রমণ এবং স্বাধীনভাবে খেলাধুলার অনুমতি চাওয়া হয়েছে। হযরত ইয়াকূব (আ.) তাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেননি। তিনি শুধু ইউসুফকে তাদের সাথে দিতে ইতস্ততঃ করেছেন, যা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হবে। এতে বুঝা গেল যে, প্রমোদ ভ্রমণ ও খেলাধুলা বিধিবদ্ধ সীমার ভেতরে নিষিদ্ধ নয়; বরং সহীহ হাদীস থেকেও এর বৈধতা জানা যায়। তবে শর্ত এই যে, খেলাধুলায় শরিয়তের সীমালঙ্ঘন বাঞ্ছনীয় নয় এবং তাতে শরিয়তের বিধান লঙ্ঘিত হতে পারে এমন কোনো কিছুর মিশ্রণও উচিত নয়। -[কুরতুবী]

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা যখন আগামীকাল ইউসুফকে তাদের সাথে প্রমোদ ভ্রমণে প্রেরণের আবেদন করল, তখন ইয়াকূব (আ.) বললেন : তাকে প্রেরণ করা আমি দু'কারণে পছন্দ করি না। প্রথমত এ নয়নের মণি আমার সামনে না থাকলে আমি শান্তি পাই না ; দ্বিতীয়ত আশঙ্কা আছে যে, জঙ্গলে তোমাদের অসাবধনাতার মুহূর্তে তাকে বাঘে খেয়ে ফেলতে পারে।

বাঘে খাওয়ার আশঙ্কা হওয়ার কারণ এই যে, কেনানে বাঘের বিস্তর প্রাদুর্ভাব ছিল। কিংবা হযরত ইয়াকূব (আ.) স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি পাহাড়ের উপর আছেন। নীচে পাহাড়ের পাদদেশে ইউসুফ (আ.)। হঠাৎ দশটি বাঘ এসে তাকে ঘেরাও করে ফেলে এবং আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, কিন্তু একটি বাঘই এগিয়ে এসে তাকে মুক্ত করে দেয়। অতঃপর ইউসুফ (আ.) মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গা ঢাকা দেন।

এর ব্যাখ্যা এভাবে প্রকাশ পায় যে, দশটি বাঘ ছিল দশজন ভাই এবং যে বাঘটি তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে, সে ছিল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহুদা। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গা ঢাকা দেওয়ার অর্থ কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হওয়া।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এ স্বপ্নের ভিত্তিতে হযরত ইয়াকূব (আ.) স্বয়ং এ ভাইদের পক্ষ থেকেই আশঙ্কা করেছিলেন এবং তাদেরকেই বাঘ বলেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে ওদের কাছে এই কথা প্রকাশ করেননি। -[কুরতুবী]

ভ্রাতারা হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর কথা শুনে বলল : আপনার এ ভয়ভীতি অমূলক। আমাদের দশ জনের শক্তিশালী দল তার হেফাজতের জন্য বিদ্যমান রয়েছি। আমাদের সবার বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যদি বাঘেই তাকে খেয়ে ফেলে, তাহলে আমাদের অস্তিত্বই নিষ্ফল হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় আমাদের দ্বারা কোন কাজের আশা করা যেতে পারে?

হযরত ইয়াকূব (আ.) পয়গাম্বর সুলভ গাম্ভীর্যের কারণে পুত্রদের সামনে একথা প্রকাশ করলেন না যে, আমি স্বয়ং তোমাদের পক্ষ থেকেই আশঙ্কা করি। কারণ এতে প্রথমত তাদের মনোকষ্ট হতো, দ্বিতীয়ত পিতার এরূপ বলার পর ভ্রাতাদের শত্রুতা আরো বেড়ে যেতে পারত। ফলে এখন ছেড়ে দিলেও অন্য কোনো সময় কোনো ছলছুতায় তাকে হত্যা করার ফিকিরে থাকত। তাই তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন। কিন্তু ভাইদের কাছ থেকে অঙ্গীকারও নিয়ে নিলেন, যাতে ইউসূফের কোনোরূপ কষ্ট না হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুবীল অথবা ইয়াহুদার হাতে বিশেষ করে তাকে সোপর্দ করে বললেন : তুমি তার ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও অন্যান্য প্রয়োজনের ব্যাপারে দেখা শোনা করবে এবং শীঘ্র ফিরিয়ে আনবে। ভ্রাতারা পিতার সামনে ইউসুফকে কাধে তুলে নিল এবং পালাক্রমে সবাই উঠাতে লাগল। কিছুদূর পর্যন্ত হযরত ইয়াকূব (আ.) তাদেরকে বিদায় দেওয়ার জন্য গেলেন।

কুরতুবী ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, তারা যখন ইয়াকূব (আ.)-এর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, তখন ইউসুফ (আ.) যে ভাইয়ের কাঁধে ছিলেন, সে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। তখন ইউসুফ (আ.) পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন, কিন্তু অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে তাদের সাথে সাথে দৌড়াতে অক্ষম হয়ে অন্য একজন ভাইয়ের আশ্রয় নিলেন। সে কোনো রূপ সহানুভূতি প্রদর্শন না করায় তৃতীয়, চতুর্থ এমনিভাবে প্রত্যেক ভাইয়ের কাছে সাহায্য চাইলেন। কিন্তু সবাই উত্তর দিল যে, 'তুই যে এগারটি নক্ষত্র এবং চন্দ্র সূর্যকে সেজদা করতে দেখেছিস, তাদেরকে ডাক দে। তারাই তোকে সাহায্য করবে।'

কুরতুবী এর ভিত্তিতেই বলেন যে, এ থেকে জানা গেল, ভাইয়েরা কোনো না কোনো উপায়ে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর স্বপ্নের বিষয়বস্তু অবগত হয়েছিল। সে স্বপ্নই তাদের তীব্র ক্রোধ ও কঠোর ব্যবহারের কারণ হয়েছিল।

অবশেষে হযরত ইউসুফ (আ.) ইয়াহুদাকে বললেন : আপনি জ্যেষ্ঠ। আপনিই আমার দুর্বলতা ও অল্পবয়স্কতা এবং পিতার মনোকষ্টের কথা চিন্তা করে দয়ার্দ্র হোন। আপনি ঐ অঙ্গীকার স্মরণ করুন, যা পিতার সাথে করেছিলেন। একথা শুনে ইয়াহুদার মনে দয়ার সঞ্চার হলো এবং তাকে বলল, যতক্ষণ আমি জীবিত আছি এসব ভাই তোকে কোনো কষ্ট দিতে পারবে না।

ইয়াহুদার অন্তরে আল্লাহ তা'আলা দয়া ও ন্যায়ানুগ কাজ করার প্রেরণা জাগ্রত করে দিলেন। সে অন্যান্য ভাইকে সম্বোধন করে বলল, নিরপরাধকে হত্যা করা মহাপাপ। আল্লাহকে ভয় কর এবং বালককে তার পিতার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে চল। তবে তার কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়ে নাও যে, সে পিতার কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করবে না।

ভাইয়েরা উত্তর দিল : আমরা জানি, তোমার উদ্দেশ্য কি। তুমি পিতার অন্তরে নিজের মর্যাদার আসন সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চাও। শুনে রাখ, যদি তুমি আমাদের ইচ্ছার পথে প্রতিবন্ধক হও, তবে আমরা তোমাকেও হত্যা করব। ইয়াহুদা দেখল যে, নয় ভাইয়ের বিপরীতে সে একা কিছুই করতে পারবে না। তাই সে বলল : তোমরা যদি এ বালককে নিপাত করতে মনস্থ করে থাক, তবে আমার কথা শোন : নিকটেই একটি প্রাচীন কূপ রয়েছে। এতে অনেক ঝোপজঙ্গল গজিয়েছে। সর্প, বিচ্ছু ও হরেক রকমের ইতর প্রাণি এখান বাস করে। তোমরা তাকে কূপে ফেলে দাও। যদি কোনো সর্প ইত্যাদি দংশন করে তাকে শেষ করে দেয়, তবে তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ এবং নিজ হাতে হত্যা করার দোষ থেকে তোমরা মুক্ত হলে। পক্ষান্তরে যদি সে জীবিত থাকে, তবে হয়তো কোনো কাফেলা এখানে আসবে এবং পানির জন্য কূপে বালতি ফেলবে। ফলে সে বের হয়ে আসবে। তারা তাকে সাথে করে অন্য কোনো দেশে পৌঁছিয়ে দেবে। এমতাবস্থায়ও তোমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইগণ : হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইদের নাম হলো : ১. রুবেল (সকলের বড়) ২. শামাউন ৩. লাভী ৪. ইয়াহুদা (ইয়াহুযা) ৫. জিয়ালুন ৬. ইয়াশজার, তাদের মাতা হলো লাইয়্যা বিনতে লাইয়্যান, তিনি ছিলেন ইয়াকূব (আ.) -এর খালাত বোন। তাছাড়া ইয়াকূব (আ.) -এর দুবাদির গর্ভ থেকে ছিল চার সন্তান, তারা হলো : ১. দান ২. নাফতালী ৩. জাদ ৪. আশর। অতঃপর লাইয়্যা ইন্তিকাল করেন। তখন হযরত ইয়াকূব (আ.) তার বোন রাহীলকে বিবাহ করেন। তার গর্ভ থেকে জন্ম নেন ১. হযরত ইউসুফ (আ.) ২. বিনয়ামীন। ফলে হযরত ইয়াকূব (আ.) -এর সন্তান হলো বার জন। বিন ইয়ামীন ভূমিষ্ট হওয়ার পরপরই রাহীল (নেফাস অবস্থায়) ইন্তেকাল করেন। -[কুরতুবী-৯/১১৩]

শব্দবিশ্লেষণ :

اَوْحَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْحَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ح ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- ওহী অবতীর্ণ করা।

لَا تَقْصُصْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসাদার اَلْقَصَصُ মূলবর্ণ (ق ـ ص ـ ص) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- ঘটনা বর্ণনা করা।

يَجْتَبِيْكَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِجْتِبَاءُ মূলবর্ণ (ج ـ ب ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- নির্বাচিত করা। মনোনীত করা।

اَلْقُوْهُ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اَلْاِفْعَالُ মাসদার اَلْاِلْقَاءُ মূলবর্ণ (ل ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- নিক্ষেপ করা। اَلْقُوْا মূলত: اَلْقِيُوْا ছিল। যেরের পর ইয়ার উপর পেশ পড়া কঠিন বিধায় কাফ এর হরকত ফেলে দিয়ে ইয়া এর হরকত কাফকে দেওয়া হয়েছে। এখন ওয়াও এবং ইয়াতে দুই সাকিন একত্রিত হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী ইয়া পড়ে গেছে এবং اَلْقُوْا হয়ে গেছে।

لَيَحْزُنُنِيْ : لَ হরফে তাকিদ। يَحْزُنُ সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحُزْنُ মূলবর্ণ (ح ـ ز ـ ن) জিনস صحيح অর্থ- চিন্তায় ফেলা।

قَالُوْا لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّآ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ (١٤)

১৪. তারা বলল, যদি তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলে অথচ আমরা পূর্ণ একটি দল [বিদ্যমান] রয়েছি, তবে তো আমরা একেবারেই ক্ষতিগ্রস্ত হবো।

فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَاَجْمَعُوْٓا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ (١٥)

১৫. অনন্তর যখন তারা তাকে নিয়ে গেল এবং সকলে দৃঢ় সংকল্প করল যে, তাকে কোনো অন্ধকূপে ফেলে দিবে [অতঃপর তারা সংকল্পকে কাজে পরিণত করল], তখন আমি তাঁর নিকট ওহী পাঠালাম যে, তুমি [একদিন] তাদেরকে এ বিবরণ জানিয়ে দিবে অথচ তারা তোমাকে চিনতেও পারবে না।

وَجَآءُوْٓا اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ (١٦)

১৬. আর তারা নিজেদের পিতার নিকট এশার সময় কাঁদতে কাঁদতে এসে পৌছল;

قَالُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ (١٧)

১৭. তারা বলতে লাগল, হে আব্বা! আমরা তো সকলে পরস্পর দৌড়াদৌড়িতে লেগে গেলাম এবং ইউসুফকে আমাদের আসবাবপত্রের নিকট রেখে গিয়েছিলাম, ইত্যবসরে একটি নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলল, আর আপনি কেনইবা আমাদের কথায় বিশ্বাস করতে যাবেন, আমরা যতই সত্যবাদী হই না কেন।

وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ۗ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ۗ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ۗ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ (١٨)

১৮. আর তারা ইউসুফের জামা কাপড়ে মিছামিছি রক্তও মেখে এনেছিল। ইয়াকূব (আ.) বললেন যে, বরং তোমরা নিজেদের মন হতে একটি কথা বানিয়ে নিয়েছ; অতএব, সবরই করব, যাতে অভিযোগের নাম গন্ধও না থাকে এবং যে সমস্ত কথা তোমরা প্রকাশ করছ, তৎসম্বন্ধে আল্লাহই সাহায্য করুন।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৪. قَالُوْا তারা বলল لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ যদি তাকে নেকড়ে খেয়ে ফেলে وَنَحْنُ عُصْبَةٌ অথচ আমরা পূর্ণ একটি দল (বিদ্যমান) রয়েছি اِنَّآ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ তবে তো আমরা একেবারেই ক্ষতিগ্রস্ত সাব্যস্ত হবো।

১৫. فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ অনন্তর যখন তারা তাকে নিয়ে গেল وَاَجْمَعُوْٓا এবং সকলে দৃঢ় সংকল্প করল যে, اَنْ يَّجْعَلُوْهُ তাকে ফেলে দিবে فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ কোনো অন্ধকূপে وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ তখন আমি তাঁর নিকট ওহী পাঠালাম যে, لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا তুমি (একদিন) তাদেরকে এ বিবরণ জানিয়ে দিবে وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ অথচ তারা তোমাকে চিনতেও পারবে না।

১৬. وَجَآءُوْٓا আর তারা এসে পৌছল اَبَاهُمْ নিজেদের পিতার নিকট عِشَآءً এশার সময় يَّبْكُوْنَ কাঁদতে কাঁদতে।

১৭. قَالُوْا তারা বলতে লাগল يٰٓاَبَانَآ হে আব্বা! اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ আমরা তো সকলে পরস্পর দৌড়াদৌড়িতে লেগে গেলাম وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ এবং ইউসুফকে রেখে গিয়েছিলাম عِنْدَ مَتَاعِنَا আমাদের আসবাব পত্রের নিকট فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ ইত্যবসরে একটি নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলল وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا আর আপনি কেনই বা আমাদের কথায় বিশ্বাস করতে যাবেন وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ আমরা যতই সত্যবাদী হই না কেন।

১৮. وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ আর তারা ইউসুফের জামা কাপড়ে মেখে এনেছিল بِدَمٍ كَذِبٍ মিছামিছি রক্ত قَالَ ইয়াকূব (আ.) বললেন যে, بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا বরং তোমরা নিজেদের মন হতে একটি কথা বানিয়ে নিয়েছ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ অতএব, সবরই করব যাতে অভিযোগের নাম গন্ধও না থাকে وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ এবং যে সমস্ত কথা তোমরা প্রকাশ করছ তৎসম্বন্ধে আল্লাহই সাহায্য করুন।

১৯. আর [মিসরগামী] একটি কাফেলা এসে উপস্থিত হলো, তারা নিজেদের লোককে পানি আনার জন্য [উক্ত কূপের দিকে] পাঠাল এবং সে নিজের বালতি [কূপে] ফেলল; [তখন] বলতে লাগলো ওহো! কী আনন্দের কথা। এতো একটি উত্তম বালক! এবং তাকে পণ্যরূপে গোপন করে রাখল; আর আল্লাহ তাদের সকলের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন।	وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَأَدْلٰى دَلْوَهٗ ؕ قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ؕ وَأَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾
২০. অনন্তর [তার ভ্রাতাগণ] তাকে বিক্রয় করে ফেলল অতি নগণ্য মূল্যে, মাত্র কয়েকটি দেরহামের বিনিময়ে, আর তারা তো তাঁর মর্যাদা সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলই না।	وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ ﴿٢٠﴾
২১. আর মিসরে যে ব্যক্তি তাঁকে ক্রয় করেছিল, সে নিজের স্ত্রীকে বলল, একে সম্ভ্রমের সাথে রেখো বিচিত্র নয় যে, আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করব; এবং এরূপে আমি ইউসুফকে সেই ভূখণ্ডে [মিসরে] প্রতিষ্ঠিত করলাম। আর এ উদ্দেশ্যে যে, আমি তাঁকে স্বপ্নফল বর্ণনা শিক্ষা দিব। আর আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন নিজ কার্যে প্রবল; কিন্তু অধিকাংশ লোক অবগত নয়।	وَقَالَ الَّذِى اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖۤ اَكْرِمِىْ مَثْوٰىهُ عَسٰۤى اَنْ يَّنْفَعَنَاۤ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا ؕ وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ۫ وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ؕ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰۤى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢١﴾
২২. আর যখন তিনি স্বীয় যৌবনে পৌঁছলেন, আমি তাঁকে হেকমত ও ইলম দান করলাম। আর এরূপই আমি নেককারদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।	وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗۤ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٢٢﴾

ع

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ আর (মিসরগামী) একটি কাফেলা এসে উপস্থিত হলো فَأَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ তারা নিজেদের লোককে পানি আনার জন্য (উক্ত কূপের দিকে) পাঠাল فَأَدْلٰى دَلْوَهٗ এবং সে নিজেরে বালতি (কূপে) ফেলল قَالَ (তখন) বলতে লাগল يٰبُشْرٰى ওহো! কি আনন্দের কথা هٰذَا غُلٰمٌ এটা তো একটি উত্তম বালক! وَأَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً এবং তাকে পণ্যরূপে গোপন করে রাখল وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ আর আল্লাহ তাদের সকলের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন।

২০. وَشَرَوْهُ আনন্তর (তার ভ্রাতাগণ) তাঁকে বিক্রয় করে ফেলল بِثَمَنٍ بَخْسٍ অতি নগণ্য মূল্যে دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ মাত্র কয়েকটি দেরহামের বিনিময় وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ আর তারা তো তাঁর মর্যাদা সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলই না।

২১. وَقَالَ আর সে বলল الَّذِى اشْتَرٰىهُ مِنْ مِّصْرَ মিসরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিল لِامْرَاَتِهٖ নিজের স্ত্রীকে اَكْرِمِىْ مَثْوٰىهُ একে সম্ভ্রমের সাথে রেখ عَسٰى اَنْ يَّنْفَعَنَا বিচিত্র নয় যে, আমাদের উপকারে আসবে اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গণ্য করব وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ এবং এরূপে আমি ইউসুফকে সেই ভূখণ্ডে (মিসরে) শক্তি (রাজত্ব) দান করলাম وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ আর এ উদ্দেশ্যে যে, আমি তাঁকে স্বপ্নফল বর্ণনা শিক্ষা দিব وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰۤى اَمْرِهٖ আর আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন নিজ কার্যে প্রবল وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ লোক অবগত নয়।

২২. وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ আর যখন তিনি স্বীয় যৌবনে পৌছলেন اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا আমি তাকে হেকমত ও ইলম দান করলাম وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ, আর এরূপেই আমি নেককারদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এ প্রসঙ্গে ভাইয়েরা সবাই একমত হলো। এ বিষয়টি তৃতীয় আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে : فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهٖ وَاَجْمَعُوْٓا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِىْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ অর্থাৎ ভাইয়েরা যখন ইউসুফ (আ.)-কে জঙ্গলে নিয়ে গেল এবং তাকে হত্যা করার ব্যাপারে কূপের গভীরে নিক্ষেপ করতে সবাই ঐকমত্যে পৌছল, তখন আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আ.) কে সংবাদ দিলেন যে, একদিন আসবে, যখন তুমি ভাইদের কাছে তাদের এ কুকর্মের কথা ব্যক্ত করবে। তারা তখন কিছুই বুঝতে পারবে না।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এ ওহী সম্পর্কে দু'ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে-

১. কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তার সান্ত্বনা ও মুক্তির সুসংবাদ দানের জন্য এ ওহী আগমন করেছিল। ২. কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আ.)-কে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি বলে দিয়েছিলেন। এতে আরো বলে দিয়েছিলেন যে, তুমি এভাবে ধ্বংস হওয়ার কবল থেকে মুক্ত থাকবে এবং এমনি পরিস্থিতি দেখা দেবে যে, তুমি তাদের তিরস্কার করার সুযোগ পাবে; অথচ তারা তোমাকে চিনবেও না যে, তুমি তাদের ভাই ইউসুফ।

ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি শৈশবে অবতীর্ণ এ ওহী সম্পর্কে তাফসীর মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, এটা নবুয়তের ওহী ছিল না। কেননা নবুয়তের ওহী চল্লিশ বছর বয়ঃক্রমকালে অবতীর্ণ হয়; বরং এ ওহীটি ছিল এ ধরনের, যেমন হযরত মূসা (আ.)-এর জননীকে ওহীর মাধ্যমে জ্ঞাত করানো হয়েছিল। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি নবুয়তের ওহীর আগমন মিসর পৌছা ও যৌবনে পদার্পণের পর শুরু হয়েছিল। বলা হয়েছে وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম প্রমুখ একে ব্যতিক্রমধর্মী নবুয়তের ওহীই আখ্যা দিয়েছেন। যেমন হযরত ঈসা (আ.)-কে শৈশবেই নবুয়তের ওহী প্রদান করা হয়েছিল। -[মাযহারী]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন : মিসর পৌছার পর আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.) কে স্বীয় অবস্থা জানিয়ে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর নিকট খবর পাঠাতে ওহীর মাধ্যমে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। -[কুরতুবী] একারণেই হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মতো একজন পয়গাম্বর জেল থেকে মুক্তি এবং মিসরের রাজত্ব লাভ করার পরও বৃদ্ধ পিতাকে স্বীয় নিরাপত্তার সংবাদ পৌছিয়ে নিশ্চিত করার কোনো ব্যবস্থা করেননি।

এ কর্মপন্থার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কি কি রহস্য লুক্কায়িত ছিল, তা জানার সাধ্য কি? সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য যে কোনো কিছুর প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা রাখা যে আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নয়, এ বিষয়ে হযরত ইয়াকূব (আ.) কে সতর্ক করাও এর লক্ষ্য ছিল। এ ছাড়া শেষ পর্যন্ত যাচঞাকারীর বেশে ভাইদেরকেই হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সামনে উপস্থিত করে তাদেরকেও তাদের পূর্বকৃত দুষ্কর্মের কিছু শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

ইমাম কুরতুবী (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদগণ এস্থলে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে কূপে নিক্ষেপ করার ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : যখন ওরা তাকে কূপে নিক্ষেপ করতে লাগল, তখন তিনি কূপের প্রাচীর জড়িয়ে ধরলেন। ভাইয়েরা তার জামা খুলে তাদ্বারা হাত বেধে দিল। তখন ইউসুফ (আ.) পুনরায় তাদের কাছে দয়া ভিক্ষা চাইলেন। কিন্তু তখনো সেই একই উত্তর পাওয়া গেল যে, যে এগারটি নক্ষত্র তোকে সেজদা করে, তাদেরকে ডাক দে। তারাই তোর সাহায্য করবে। অতঃপর একটি বালতিতে রেখে তা কূপে ছাড়তে লাগল। মাঝপথে যেতেই উপর থেকে রশি কেটে দিল। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং ইউসুফের হেফাজত করলেন। পানিতে পড়ার কারণে তিনি কোনোরূপ আঘাত পাননি। নিকটেই একখণ্ড ভাসমান প্রস্তর দৃষ্টিগোচর হলো। তিনি সুস্থ ও বহাল তবিয়তে তার উপর বসে গেলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত জিবরাঈল (আ.) আল্লাহর আদেশ পেয়ে তাঁকে প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়ে দেন।

হযরত ইউসুফ (আ.) তিন দিন কূপে অবস্থান করলেন। ইয়াহুদা প্রত্যহ গোপনে তার জন্য কিছু খাদ্য আনত এবং বালতির সাহায্যে তার কাছে পৌছে দিত।

وَجَآءُوٓا أَبَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলায় তারা ক্রন্দন করতে করতে পিতার নিকট পৌছল। হযরত ইয়াকূব (আ.) ক্রন্দনের শব্দ শুনে বাইরে এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন : ব্যাপার কি? তোমাদের ছাগপালের উপর কেউ আক্রমণ করেনি তো? ইউসুফ কোথায়? তখন ভাইয়েরা বলল : قَالُوا يَٰٓأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَٰعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَٰدِقِينَ অর্থাৎ, পিতা আমরা দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলাম এবং ইউসুফকে আসবাবপত্রের কাছে রেখে দিলাম। ইতোমধ্যে বাঘ এসে ইউসুফকে খেয়ে ফেলেছে। আমরা যত সত্যবাদীই হই; কিন্তু আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না। ইবনে আরাবি 'আহকামুল কুরআনে' বলেন : পারস্পরিক (দৌড়) প্রতিযোগিতা শরিয়তসিদ্ধ এবং একটি উত্তম খেলা। এটা জিহাদেও কাজে আসে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং এ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। অশ্ব প্রতিযোগিতা করানো (অর্থাৎ ঘৌড়দৌড়) ও প্রমাণিত রয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সালামা ইবনে আকওয়া জনৈক ব্যক্তির সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন।

উল্লিখিত আয়াত ও রেওয়ায়েত দ্বারা আসল ঘোড়দৌড়ের বৈধতা প্রামাণিত হয়। এছাড়া ঘৌড়দৌড় ছাড়া দৌড়, তীরে লক্ষ্যভেদ ইত্যাদিতেও প্রতিযোগিতা করা বৈধ। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী পক্ষকে তৃতীয় পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করাও জায়েজ। কিন্তু পরস্পর হার জিতে কোনো টাকার অংশ শর্ত করা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত যা কুরআন পাকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। আজকাল ঘৌড়দৌড়ের যত প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, তার কোনোটিই জুয়া থেকে মুক্ত নয়। তাই এগুলো হারাম ও নাজায়েজ।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা পারস্পরিক আলোচনার পর অবশেষে তাকে একটি অন্ধকূপে ফেলে দিল এবং পিতাকে এসে বলল যে, তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে অতঃপর কাহিনী এভাবে বর্ণিত হয়েছে : وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِۦ بِدَمٍ كَذِبٍ অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা তার জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে এনেছিল, যাতে পিতার মনে বিশ্বাস জন্মাতে পারে যে, বাঘই তাকে খেয়ে ফেলেছে।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের মিথ্যা ফাঁস করে দেওয়ার জন্য তাদেরকে একটি জরুরি বিষয় থেকে গাফেল করে দিয়েছিলেন। তারা যদি রক্ত লাগানের সাথে সাথে জামাটিও ছিন্ন ভিন্ন করে দিত, তবে ইউসুফকে বাঘে খাওয়ার কথাটা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারত। কিন্তু তারা অক্ষত ও আস্ত জামায় ছাগল ছানার রক্ত লাগিয়ে পিতাকে ধোঁকা দিতে চাইল। হযরত ইয়াকূব (আ.) অক্ষত ও আস্ত জামা দেখে বললেন : বাছারা, এ বাঘ কেমন বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ছিল যে, ইউসুফকে তো খেয়ে ফেলেছে; কিন্তু জামার কোনো অংশ ছিন্ন হতে দেয়নি।

এভাবে হযরত ইয়াকূব (আ.) -এর কাছে তাদের জালিয়াতি ফাঁস হয়ে গেল। তিনি বললেন : قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ অর্থাৎ ইউসুফকে বাঘে খায়নি; বরং তোমাদেরই মন একটি বিষয় খাড়া করেছে। এখন আমার জন্য উত্তম এই যে, ধৈর্যধারণ করি এবং তোমরা যা বল, তাতে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করি।

মাসআলা : হযরত ইয়াকূব (আ.) জামা অক্ষত হওয়া দ্বারা ইউসুফ ভ্রাতাদের মিথ্যা প্রমাণ করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, বিচারকের উচিত, উভয় পক্ষের দাবি ও যুক্তি প্রমাণের সাথে সাথে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আলামতের প্রতিও লক্ষ্য রাখা।

মাওয়ারদি বলেন : হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জামাও কিছু আশ্চর্যজনক বিষয়াদির স্মারক হয়ে রয়েছে। তিনটি বিরাট ঘটনা এ জামার সাথেই জড়িত রয়েছে। প্রথম ঘটনা হলো, রক্ত রঞ্জিত করে পিতাকে ধোঁকা দেওয়া এবং জামার সাক্ষ্য দ্বারাই তাদের মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া; দ্বিতীয় যুলায়খার ঘটনা। এতেও ইউসুফ (আ.)-এর জামাটিই

সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। তৃতীয় ইয়াকূব (আ.)-এর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসার ঘটনা। এতেও তার জামাটিই মু'জিযার প্রতীক প্রমাণিত হয়েছে।

ঘটনাচক্রে একটি কাফেলা এ স্থানে এসে যায়। তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে : এ কাফেলা সিরিয়া থেকে মিসর যাচ্ছিল। পথ ভুলে এ জনমানবহীন জঙ্গলে এসে উপস্থিত হয়। তারা পানি সংগ্রহকারীদের কূপে প্রেরণ করল।

মিসরীয় কাফেলার পথ ভুলে এখানে পৌঁছা এবং এই অন্ধকার কূপের সম্মুখীন হওয়া সাধারণ দৃষ্টিতে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হতে পারে। কিন্তু যারা সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, তারা জানে যে, এসব ঘটনা একটি পরস্পর সংযুক্ত ও অটুট ব্যবস্থাপনার মিলিত অংশ। ইউসুফের স্রষ্টাই রক্ষকই কাফেলাকে পথ থেকে সরিয়ে এখানে নিয়ে এসছেন এবং কাফেলার লোকদেরকে এই অন্ধ কূপে প্রেরণ করেছেন। সাধারণ মানুষ যেসব ঘটনাকে আকস্মিক ব্যাপারাধীন মনে করে, সেগুলোর অবস্থাও তদ্রূপ। দার্শনিকরা এগুলোকে দৈবাধীন ঘটনা আখ্যা দিয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, এটা প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টজগতের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক। নতুবা সৃষ্টি পরম্পরায় দৈবাৎ কোনো কিছু হয় না। আল্লাহ তা'আলার অবস্থা হচ্ছে فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ (তিনি যা ইচ্ছা, তাই করেন।) তিনি গোপন রহস্যের অধীনে এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দেন যে, বাহ্যিক ঘটনাবলির সাথে তার কোনো সম্পর্ক বুঝা যায় না। মানুষ একেই দৈব ঘটনা মনে করে বসে।

মোটকথা, কাফেলার মালেক ইবনে দোবর নামে জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে কথিত আছে, তিনি এই কূপে পৌঁছলেন এবং বালতি নিক্ষেপ করলেন। ইউসুফ (আ.) বালতির রশি শক্ত করে ধরলেন। পানির পরিবর্তে বালতির সাথে একটি সমুজ্জ্বল মুখমণ্ডল দৃষ্টিতে ভেসে উঠল। এ মুখমণ্ডলের ভবিষ্যৎ মাহাত্ম্য থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেও উপস্থিত ক্ষেত্রেও অনুপম সৌন্দর্য ও গুণগত উৎকর্ষের নিদর্শনাবলি তার মহত্ত্বের কম পরিচায়ক ছিল না। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে কূপের তলদেশ থেকে ভেসে উঠা এই অল্পবয়স্ক, অপরূপ ও বুদ্ধিদীপ্ত বালককে দেখে মালেক সোল্লাসে চীৎকার করে উঠল : يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ আরে, আনন্দের কথা এ তো বড় চমৎকার এক কিশোর বের হয়ে এসেছে। সহীহ মুসলিমের মিরাজ রজনীর হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আমি ইউসুফ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের পর দেখলাম যে, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের রূপ সৌন্দর্যের অর্ধেক তাঁকে দান করেছেন এবং অবশিষ্ট অর্ধেক সমগ্র বিশ্বে বন্টন করা হয়েছে।

وَاَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً অর্থাৎ তারা তাকে একটি পণ্যদ্রব্য মনে করে গোপন করে ফেলল। উদ্দেশ্য এই যে, শুরুতে তো মালেক ইবনে দো'বর এ কিশোরকে দেখে অবাক বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল : কিন্তু পরে চিন্তা ভাবনা করে স্থির করল যে, এটা জানাজানি না হওয়া উচিত এবং গোপন করে ফেলা দরকার, যাতে একে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ লাভ করা যায়। সমগ্র কাফেলার মধ্যে এ বিষয় জানাজানি হয়ে গেলে সবাই এতে অংশীদার হয়ে যাবে।

এরূপ অর্থও হতে পারে যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতারা বাস্তব ঘটনা গোপন করে তাকে পণ্যদ্রব্য করে নিল, যেমন কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে, ইয়াহুদা প্রত্যহ ইউসুফ (আ.)-কে কূপের মধ্যে খানা পৌঁছানোর জন্য যেত। তৃতীয় দিন তাকে কূপের মধ্যে না পেয়ে সে ফিরে এসে ভাইদের কাছে ঘটনা বর্ণনা করল : অতঃপর সব ভাই একত্রে সেখানে পৌঁছল এবং অনেক খোঁজাখুঁজির পর কাফেলার লোকদের কাছ থেকে ইউসুফকে বের করল। তখন তারা বলল : এই ছেলেটি আমাদের গোলাম। পলায়ন করে এখানে এসেছে। তোমরা একে কব্জায় নিয়ে খুব খারাপ কাজ করেছ। একথা শুনে মালেক ইবনে দোবরও তার সঙ্গিরা ভীত হয়ে গেল যে, তাদেরকে চোর সাব্যস্ত করা হবে। তাই ভাইদের সাথে তাকে ক্রয় করার ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে লাগল।

এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই হবে যে, ইউসুফ ভ্রাতারা নিজেরাই ইউসুফকে পণ্যদ্রব্য স্থির করে বিক্রি করে দিল। وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ তাদের সব কর্মকাণ্ড আল্লাহ তা'আলার জানা ছিল।

উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ ভ্রাতারা কি করবে এবং তাদের কাছ থেকে ক্রেতা কাফেলা কি করবে সব আল্লাহ তা'আলার জানা ছিল। তিনি তাদের সব পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেওয়ারও শক্তি রাখতেন। কিন্তু বিশেষ কোনো রহস্যের কারণেই আল্লাহ তা'আল এসব পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করেননি; বরং নিজস্ব পথে চলতে দিয়েছেন।

ইবনে কাসীর বলেন ঃ এ বাক্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্যও নির্দেশ রয়েছে যে, আপনার কওম আপনার সাথে যা কিছু করছে অথবা করবে, তা সবই আমার জ্ঞান ও শক্তির আওতাধীন রয়েছে। আমি ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে সব বানচাল করে দিতে পারি কিন্তু আপাতত তাদেরকে শক্তি পরীক্ষার সুযোগ দেওয়াই হিকমতের চাহিদা। পরিণামে আপনাকে বিজয়ী করে সত্যের বিজয় নিশ্চিত করা হবে। যেমন ইউসুফ (আ.) -এর সাথে করা হয়েছে।

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ আরবি ভাষায় شِرَاءٌ শব্দ ক্রয় করা ও বিক্রয় করা উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলেও উভয় অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। যদি সর্বনামকে ইউসুফ ভ্রাতাদের দিকে ফিরানো হয়, তবে বিক্রয় করার অর্থ হবে এবং কাফেলার লোকদের দিকে ফেরানো হলে ক্রয় করার অর্থ হবে। উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ ভ্রাতারা বিক্রয় করে দিল কিংবা কাফেলার লোকেরা ইউসুফকে খুব সস্তা মূল্যে অর্থাৎ নামে মাত্র কয়েকটি দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করল।

কুরতুবী বলেন : আরব বণিকদের অভ্যাস ছিল, তারা মোটা অঙ্কের লেনদেন পরিমাপের মাধ্যমে করত এবং চল্লিশের উর্ধ্বে নয়, এমন লেনদেন গণনার মাধ্যমে করত। তাই دَرَاهِمُ শব্দের সাথে مَعْدُوْدَةٍ (গুণাগুনতি) শব্দের প্রয়োগ থেকে বুঝা যায় যে, দিরহামের পরিমাণ চল্লিশের কম ছিল। ইবনে কাছীর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েতে লেখেন : বিশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছিল এবং দশ ভাই দুই দিরহাম করে নিজেদের মধ্যে তা বন্টন করে নিয়েছিল।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হযরত ইউসুফ (আ.) -এর প্রাথমিক জীবন বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ কাফেলার লোকেরা যখন তাকে কূপ থেকে উদ্ধার করল, তখন ভ্রাতারা তাকে নিজেদের পলাতক ক্রীতদাস আখ্যা দিয়ে গুটিকতক দিরহামের বিনিময়ে তাঁকে বিক্রি করে দিল। প্রথমত এ কারণে তাদের আসল লক্ষ্য তাঁর দ্বারা টাকা পয়সা উপার্জন করা ছিল না; বরং পিতার কাছ থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়াই ছিল মূল লক্ষ্য। তাই শুধু বিক্রি করে দিয়েই তারা ক্ষান্ত হয়নি; বরং তারা আশঙ্কা করছিল যে, কাফেলার লোকেরা তাকে এখানেই ছেড়ে যাবে এবং সে কোনো রকমে পিতার কাছে পৌঁছে আগাগোড়া চক্রান্ত ফাঁস করে দেবে। তাই তাফসীরবিদ মুজাহিদের বর্ণনা অনুযায়ী, তারা কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করল। যখন কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেল, তখন তারা কিছুদূর পর্যন্ত কাফেলার পিছনে পিছনে গেল এবং তাদেরকে বলল : দেখ, এর পলায়নের অভ্যাস রয়েছে। একে মুক্ত ছেড়ে দিও না; বরং বেঁধে রাখ। এ অমূল্য নিধির মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ কাফেলার লোকেরা তাঁকে এমনিভাবে মিসরে নিয়ে গেল। -[ইবনে কাছীর]

এর পরবর্তী ঘটনা আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত রয়েছে। কুরআনের নিজস্ব সংক্ষিপ্তকরণ পদ্ধতি অনুযায়ী কাহিনীর যতটুকু অংশ আপনা আপনি বুঝা যায়, তার বেশি উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় মনে করা হয়নি; উদাহরণত কাফেলার বিভিন্ন মনযিল অতিক্রম করে মিসর পর্যন্ত পৌঁছা, সেখানে পৌঁছে হযরত ইউসুফ (আ.) -কে বিক্রি করে দেওয়া ইত্যাদি।

এগুলো ছেড়ে দিয়ে অতঃপর বলা হয়েছে : وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি হযরত ইউসুফ (আ.) -কে মিসরে ক্রয় করল, সে তার স্ত্রীকে বলল, ইউসুফের বসবাসের সুবন্দোবস্ত কর।

তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে- কাফেলার লোকেরা তাকে মিসর নিয়ে যাওয়ার পর বিক্রয়ের কথা ঘোষণা করতেই ক্রেতারা প্রতিযোগিতামূলকভাবে দাম বলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ওজনের সমান স্বর্ণ, সমপরিমাণ মৃগণাভি এবং সমপরিমাণ রেশমী বস্ত্র দাম সাব্যস্ত হয়ে গেল।

আল্লাহ তা'আলা এ রত্ন আজীজে মিসরের জন্য অবধারিত করেছিলেন। তিনি বিনিময়ে উল্লিখিত দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে ক্রয় করে নিলেন।

কুরআনের পূর্ববর্তী বক্তব্য থেকে জানা গেছে যে, এগুলো কোনো দৈবাৎ ঘটনা নয়; বরং বিশ্বপালকের রচিত অটুট ব্যবস্থাপনার অংশমাত্র। তিনি মিসরে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে ক্রয় করার জন্য এ দেশের সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তিকে মনোনীত করেছিলেন। ইবনে কাছীর (র.) বলেন, যে ব্যক্তি হযরত ইউসুফ (আ.)-কে ক্রয় করেছিলেন, তিনি মিসরের অর্থমন্ত্রী। তাঁর নাম কিতফীর কিংবা ইতফীর বলা হয়ে থাকে। তখন মিসরের সম্রাট ছিলেন আমালেকা জাতির জনৈক ব্যক্তি রাইয়ান ইবনে ওসায়দ। তিনি পরবর্তীকালে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর হাতে মুসলমান হয়েছিলেন এবং তাঁরই জীবদ্দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন।-[মাযহারী] ক্রেতা আযীযে মিসরের স্ত্রীর নাম ছিল রাঈল কিংবা যুলায়খা। আযীযে মিসর 'কিতফীর' ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে স্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন : তাকে বসবাসের উত্তম জায়গা দাও। ক্রীতদাসের মতো রেখো না এবং তাঁর প্রয়োজনাদির সুবন্দোবস্ত কর।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন : দুনিয়াতে তিন ব্যক্তি অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং চেহারা দেখে শুভাশুভ নিরূপণকারী প্রমাণিত হয়েছেন। প্রথম আযীযে মিসর। তিনি স্বীয় নিরূপণ শক্তি দ্বারা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর গুণাবলি অবহিত হয়ে স্ত্রীকে উপরিউক্ত নির্দেশ দিয়ে ছিলেন। দ্বিতীয় হযরত শোয়াইব (আ.)-এর ঐ কন্যা,যে হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে পিতাকে বলেছিল : يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ পিতা, 'তাকে চাকর রেখে দিন। কেননা উত্তম চাকর ঐ ব্যক্তি, যে সবল, সুঠাম ও বিশ্বস্ত হয়।' তৃতীয় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.), যিনি ফারূককে আযম (রা.)-কে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করেছিলেন। -[ইবনে কাছীর]

وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى ٱلْأَرْضِ অর্থাৎ এমনিভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠা দান করলাম। এতে ভবিষ্যৎ ঘটনার সুসংবাদ রয়েছে যে, যে ইউসুফ এখন ক্রীতদাসের বেশে আযীযে মিসরের গৃহে প্রবেশ করেছে, অতি সত্বর সে মিসরের সর্বপ্রধান ব্যক্তি হবে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করবে।

وَلِنُعَلِّمَهُۥ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ -এখানে শুরুতে وَاوْ -কে عَطْف এর অর্থে নিলে এ অর্থেরই একটি বাক্য উহ্য মেনে নেওয়া হবে। অর্থাৎ আমি ইউসুফ (আ.)-কে রাজত্ব দান করেছি যাতে সে পৃথিবীতে ন্যায় ও সুবিচারের মাধ্যমে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করে এবং দেশবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে পারে এবং তাকে আমি বাক্যাদির পরিপূর্ণ মর্ম অনুধাবনের পদ্ধতি শিক্ষা দেই। উপরিউক্ত কথাটি ব্যাপক অর্থবহ। ওহী যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করা, তাকে বাস্তবে রূপায়িত করা , যাবতীয় জরুরি জ্ঞান অর্জিত হওয়া স্বপ্নের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمْرِهِۦ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কর্মে প্রবল ও শক্তিমান। যাবতীয় বাহ্যিক কারণ তার ইচ্ছা অনুযায়ী সংঘটিত হয়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো কাজ করার ইচ্ছা করেন, তখন দুনিয়ার সব উপকরণ তার জন্য প্রস্তুত করে দেন।

وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সত্য বুঝে না। তারা বাহ্যিক উপকারণাদিকেই সবকিছু মনে করে এগুলোর চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে এবং উপকরণ সৃষ্টিকারী ও সর্বশক্তিমানের কথা ভুলে যায়।

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥٓ ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا অর্থাৎ যখন ইউসুফ (আ.) পূর্ণ শক্তি ও যৌবনে পদার্পণ করলেন, তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও বুৎপত্তি দান করলাম।

'শক্তি ও যৌবন, কোন বয়সে অর্জিত হলো, এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ (রা.) বলেন, তখন বয়স ছিল তেত্রিশ বছর। যাহহাক বিশ বছর এবং হাসান বসরী চল্লিশ বছর বর্ণনা করেছেন। তবে এ বিষয়ে সবাই একমত যে, প্রজ্ঞা ও বুৎপত্তি দান করার অর্থ এ স্থলে নবুয়ত দান করা।

এতে আরো জানা গেল যে, হযরত ইউসুফ (আ.) মিসর পৌছারও অনেক পরে নবুয়ত লাভ করেছিলেন। কূপের গভীরে যে ওহী তার কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল, তা নবুয়তের ওহী ছিল না; বরং আভিধানিক 'ওহী' ছিল, যা পয়গাম্বর নয় এমন ব্যক্তির কাছেও প্রেরণ করা যায় যেমন হযরত মূসা (আ.) -এর জননী এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর মাতা মরিয়ম (আ.) সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে।

كَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ আমি সৎকর্মশীলদেরকে এমনিভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকি। উদ্দেশ্য এই যে, নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে মুক্তি দিয়ে রাজত্ব ও সম্মান পর্যন্ত পৌছানো ছিল হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সদাচরণ, আল্লাহ ভীতি ও সৎকর্মের পরিণতি। এটা শুধু তারই বৈশিষ্ট্য নয়, যে কেউ এমন সৎকর্ম করবে, সে এমনিভাবে আমার পুরস্কার লাভ করবে।

শব্দবিশ্লেষণ :

يَبْكُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبُكَاءُ মূলবর্ণ (ب ـ ك ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- কান্না করা এবং সুর ধরা। যদি متعدى হয় অথবা مفعول এর মধ্যে عَلٰى বিশিষ্ট হয়, তবে অর্থ হবে, গুণাগুণ বর্ণনা করে শোক করা। যেমন بَكَاهُ অর্থ তাকে কাঁদিয়েছে। بَكَا عَلَيْهِ অর্থ- তার জন্য শোক কান্না করেছে।

ذِئْبٌ : শব্দটি একবচন; বহুবচন ذُؤْبَانٌ ,اَذْؤُبٌ এবং ذِئَابٌ অর্থ- বাঘ, নেকড়ে।

تَصِفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَصْفُ মূলবর্ণ (و ـ ص ـ ف) জিনস مثال واوى অর্থ- কোনো জিনিসকে তার বৈশিষ্ট্য ও গুণের সঙ্গে বর্ণনা করা, সে গুণ কখনো সত্য হয় আবার কখনো মিথ্যা। এখানে মিথ্যা গুণ উদ্দেশ্য।

وَارِدُهُمْ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوُرُوْدُ মূলবর্ণ (و ـ ر ـ د) জিনস مثال واوى অর্থ- অবতরণ করা, প্রবেশ করা।

اَدْلٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِدْلَاءٌ মূলবর্ণ (د ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- বালতি ঝুলানো। বলতি টানা।

شَرَوْهُ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلشِّرَاءُ মূলবর্ণ (ش ـ ر ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- বেচাকেনা করা। তবে এর ব্যবহার অধিকাংশ সময় নিছক বিক্রয় অর্থেই হয়।

بَخْسٍ : بَخْس বা ناقص বা দোষী। ত্রুটিপূর্ণ। নিচুমানের (জালালাইন) ثَمَنٍ بَخْسٍ অর্থাৎ, কম মূল্যে। অর্থ- ناقص তথা জুলুমের দ্বারা কোনো জিনিসকে কমিয়ে দেওয়া এবং গোপন করে দেওয়া।

اِشْتَرَاهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف ; বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِشْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ش ـ ر ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- খরিদ করা, বিক্রয় করা।

২৩. আর যে রমণীর [যুলায়খার] গৃহে ইউসুফ অবস্থান করছিলেন, সে তাঁর নিকট হতে নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁকে ফুসলাতে লাগল এবং সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিল, আর বলতে লাগল, এসো! তোমাকেই বলছি। ইউসুফ বললেন, আল্লাহ রক্ষা করুন, তিনি [তোমার স্বামী] আমার মুরুব্বী, আমাকে কত উত্তমভাবে রেখেছেন; এমন অকৃতজ্ঞদের সাফল্য লাভ হয় না।	وَرَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ؕ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّىْۤ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ (٢٣)
২৪. আর সে মহিলার অন্তরে তো তার বাসনা বদ্ধমূল হচ্ছিল এবং তাঁরও সেই রমণীর খেয়াল কিছু কিছু হচ্ছিল, যদি না তিনি নিজ প্রতিপালকের দলিল প্রত্যক্ষ করতেন, তবে অধিক বাসনা হওয়া বিচিত্র ছিল না; আমি এরূপেই তাঁকে জ্ঞান দান করলাম, যেন আমি তাঁর হতে সগীরা ও কবীরা গুনাহসমূহকে দূরে রাখি: তিনি আমার বিশুদ্ধ চিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।	وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَاۤ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ؕ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ؕ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ (٢٤)
২৫. তারা উভয়ে আগে পিছে হয়ে দরজার দিকে দৌড়াল এবং সে রমণী তাঁর জামার পিছন দিক হতে ছিঁড়ে ফেলল এবং উভয়ে সেই রমণীর স্বামীকে দরজার নিকট দাঁড়ানো অবস্থায় পেল; স্ত্রীলোকটি বলল, যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর সাথে অপকর্মের ইচ্ছা করে, তার শাস্তি এ ছাড়া আর কী হতে পারে যে, তাকে কারাগারে পাঠানো হয় অথবা অন্য কোনো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া হয়।	وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ وَّاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ؕ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءًا اِلَّاۤ اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٢٥)

শাব্দিক অনুবাদ :

২৩. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا আর যে রমণীর গৃহে ইউসুফ অবস্থান করছিলেন সে তাঁকে ফুসলাতে লাগল عَنْ نَّفْسِهٖ তার নিকট হতে নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ এবং সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিল وَقَالَتْ আর বলতে লাগল هَيْتَ لَكَ এসো তোমাকেই বলছি قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ ইউসুফ বললেন, আল্লাহ রক্ষা করুন اِنَّهٗ رَبِّىْ তিনি (তোমার স্বামী) আমার মুরব্বী; اَحْسَنَ مَثْوَاىَ আমাকে কত উত্তমভাবে রেখেছেন اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ এমন অকৃজ্ঞদের সাফল্য লাভ হয় না।

২৪. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ আর সে মহিলার অন্তরে তো তার বাসনা বদ্ধমূল হচ্ছিল وَهَمَّ بِهَا আর তাঁরও এই রমণীর খেয়াল কিছু কিছু হচ্ছিল لَوْلَاۤ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ যদি না তিনি নিজ পরওয়ারদেগারের দলিল প্রত্যক্ষ করতেন। তবে অধিক বাসনা হওয়া বিচিত্র ছিল না كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ আমি এরূপেই তাকে জ্ঞান দান করলাম যেন আমি তা হতে সগীরা ও কবীরা গুনাহসমূহকে দূরে রাখি اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ তিনি আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

২৫. وَاسْتَبَقَا الْبَابَ আর উভয়ে আগে পিছে হয়ে দরজার দিকে দৌড়ল وَقَدَّتْ قَمِيْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ এবং সে রমণী তার জামার পিছন দিক হতে ছিঁড়ে ফেলল وَّاَلْفَيَا سَيِّدَهَا এবং উভয়ে সেই রমণীর স্বামীকে দাঁড়ানো অবস্থায় পেল لَدَا الْبَابِ দরজার নিকট قَالَتْ স্ত্রী লোকটি বলল مَا جَزَآءُ তার শাস্তি এছাড়া আর কি হতে পারে مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءًا যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর সাথে অপকর্মের ইচছা করে اِلَّاۤ اَنْ يُّسْجَنَ তাকে কারাগারে পাঠানো হয় اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ অথবা অন্য কোনো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া হয়।

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ (٢٦)

২৬. ইউসুফ বললেন, সে-ই তো আমার থেকে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাকে ফুসলাচ্ছিল। আর [এ অবস্থায়] সে রমণীর পরিজনবর্গের জনৈক সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, যদি তার জামাটি সম্মুখ দিক হতে ছেঁড়া থাকে তবে রমণী সত্যবাদিনী, আর তিনি মিথ্যাবাদী।

وَاِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (٢٧)

২৭. আর যদি সে জামাটি পশ্চাৎদিক হতে ছেঁড়া থাকে তবে স্ত্রী লোকটি মিথ্যাবাদিনী, আর তিনি সত্যবাদী।

فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ ۚ اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ (٢٨)

২৮. অতঃপর যখন [আযীয] তাঁর জামাটি পশ্চাৎদিক হতে ছেঁড়া দেখল, বলতে লাগল, তা তো তোমাদের স্ত্রী জাতির ছলনা; নিশ্চয় তোমাদের ছলনাও অতি ভয়ংকরই হয়ে থাকে।

يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ٜ وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ ۚ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِـِٕيْنَ (٢٩)

২৯. হে ইউসুফ! এ প্রসঙ্গটা ছেড়ে দাও, আর হে রমণী, তুমি নিজ নিজ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তুমিই [আগাগোড়া] অপরাধিনী।

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰىهَا عَنْ نَّفْسِهٖ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۚ اِنَّا لَنَرٰىهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (٣٠)

৩০. আর কতিপয় স্ত্রীলোক যারা নগরে বাস করত, একথা বলল যে, আযীযের স্ত্রী স্বীয় যুবক দাসকে ফুসলাচ্ছে, তা হতে স্বীয় [অবৈধ] কামনা সিদ্ধির জন্য, সে গোলামের প্রেম তার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে পড়েছে; আমরা তাকে তো স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৬. قَالَ ইউসুফ বললেন هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ সে-ই তো আমা হতে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাকে ফুসলাচ্ছিল وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا এবং (এ অবস্থায়) সেই রমণীর পরিজন বর্গের জনৈক সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ যদি তার জামাটি সম্মুখ দিক থেকে ছেঁড়া থাকে فَصَدَقَتْ তবে রমণী সত্যবাদিনী وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ আর তিনি মিথ্যাবাদী।

২৭. وَاِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ আর যদি সে জামাটি পশ্চাৎ দিক হতে ছেঁড়া থাকে فَكَذَبَتْ তবে স্ত্রী লোকটি মিথ্যা বাদিনী وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ আর তিনি সত্যবাদী।

২৮. فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ অতঃপর যখন (আজীজ) তাঁর জামাটি পশ্চাৎ দিক হতে ছেঁড়া দেখল قَالَ বলতে লাগল اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ এটা তো তোমাদের স্ত্রী জাতির চক্রান্ত اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ নিশ্চয় তোমাদের চক্রান্তও অতি ভয়ঙ্করই হয়ে থাকে।

২৯. يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا হে ইউসুফ! এ প্রসঙ্গটা ছেড়ে দাও وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ, আর হে রমণী! তুমি নিজে পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِـِٕيْنَ নিশ্চয় তুমিই (আগাগোড়া) অপরাধিনী।

৩০. وَقَالَ نِسْوَةٌ, আর কতিপয় স্ত্রীলোক একথা বলল যে, فِي الْمَدِيْنَةِ যারা নগরে বাস করত امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ আজীজের স্ত্রী تُرَاوِدُ فَتٰىهَا স্বীয় যুবক দাস কে ফুসলাচ্ছে عَنْ نَّفْسِهٖ তা হতে স্বীয় (অবৈধ) কামনা সিদ্ধির জন্য قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا সে গোলামের প্রেম তার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়েছে اِنَّا لَنَرٰىهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ আমরা তাকে তো স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ অর্থাৎ যে মহিলার গৃহে ইউসুফ (আ.) থাকতেন, সে তাঁর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ল এবং তাঁর সাথে কুবাসনা চরিতার্থ করার জন্য তাঁকে ফুসলাতে লাগল । সে গৃহের সব দরজা বন্ধ করে দিল এবং তাকে বলল : শীঘ্র এসে যাও, তোমাকেই বলছি ।

প্রথম আয়াতে জানা গিয়েছিল যে, এ মহিলা ছিল আযীযে মিসরের স্ত্রী । কিন্তু এ স্থলে কুরআন 'আযীয পত্নী' এই সংক্ষিপ্ত শব্দ ছেড়ে 'যার গৃহে সে ছিল' এ শব্দ ব্যবহার করেছে । এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) -এর গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এ কারণে আরো অধিক কঠিন ছিল যে, তিনি তারই গৃহে তারই আশ্রয়ে থাকতেন । তার আদেশ উপেক্ষা করা তার পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না ।

গোনাহ থেকে বাঁচার প্রধান অবলম্বন স্বয়ং আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা : এর বাহ্যিক কারণ ঘটে এই যে, ইউসুফ (আ.) যখন নিজেকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টিত দেখলেন, তখন পয়গাম্বরসুলভ ভঙ্গিতে সর্বপ্রথমে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করলেন । قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ তিনি শুধু নিজ ইচ্ছা ও সংকল্পের উপর ভরসা করেননি এটা জানা কথা যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর আশ্রয় লাভ করে, তাকে কেউ বিশুদ্ধ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না । অতঃপর তিনি পয়গাম্বরসুলভ বিজ্ঞতা ও উপদেশ প্রয়োগ করে স্বয়ং যুলায়খাকে উপদেশ দিতে লাগলেন যে, তারো উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং মন্দ বাসনা থেকে বিরত থাকা । তিনি বললেন : اِنَّهٗ رَبِّيْ اَحْسَنَ مَثْوَايَ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ। তিনি আমার পালনকর্তা । তিনি আমাকে সুখে রেখেছেন । মনে রোখো, অত্যাচারীরা কল্যাণপ্রাপ্ত হয় না ।

বাহ্যিক অর্থ এই যে তোমার স্বামী আযীযে মিসর আমাকে লালন পালন করেছেন, আমাকে উত্তম জায়গা দিয়েছেন । অতএব, তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহকারী । আমি তাঁর ইজ্জতে হস্তক্ষেপ করব । এটা জঘন্য অনাচার, অথচ অনাচারীরা কখনো কল্যাণপ্রাপ্ত হয় না । এভাবে তিনি যেন স্বয়ং যুলায়খাকেও এ শিক্ষা দিলেন যে, আমি কয়েকদিন লালন পালনের কৃতজ্ঞতা যখন এতটুকু স্বীকার করি, তখন তোমাকে আরো বেশি স্বীকার করা দরকার ।

এখানে ইউসুফ (আ.) আযীযে মিসরকে স্বীয় 'রব' পালন কর্তা বলেছেন । অথচ এ শব্দটি আল্লাহ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা বৈধ নয় । কারণ এ ধরনের শব্দ শিরকের ধারণা সৃষ্টিকারী এবং মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করার কারণ হয়ে থাকে । এ কারণেই ইসলামি শরিয়তে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ । সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে কোনো দাস স্বীয় প্রভুকে 'রব' বলতে পারবে না এবং কোনো প্রভু স্বীয় দাসকে 'বান্দা' বলতে পারবে না । কিন্তু এ হচ্ছে ইসলামি শরিয়তের বৈশিষ্ট্য । এতে শিরক নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে এমন বিষয়বস্তুকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা শিরকের উপায় হওয়ার সম্ভাবনা রাখে । পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের শরিয়তে শিরককে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হলেও কারণ এবং উপায়াদির উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা ছিল না । এ কারণে পূর্ববর্তী শরিয়তসমূহে চিত্র নির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল না । কিন্তু ইসলামি শরিয়ত কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে বিধায় একে শিরক থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত রাখার কারণে শিরকের উপায়াদি তথা চিত্র ও শিরকর ধারণা সৃষ্টিকারী শব্দাবলিও নিষিদ্ধ করা হয়েছে । মোটকথা, ইউসুফ (আ.)-এর اِنَّهٗ رَبِّيْ 'তিনি আমার পালনকর্তা' বলা স্বস্থানে ঠিকই ছিল ।

পক্ষান্তরে اِنَّهٗ শব্দের সর্বনামটি আল্লাহর দিকে ফেরানোও সম্ভবপর । অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) আল্লাহকেই 'রব' বলেছেন । বসবাসের উত্তম জায়গাও প্রকৃতপক্ষে তিনিই দিয়েছেন । সেমতে তাঁর অবাধ্যতা সর্ববৃহৎ জুলুম । এরূপ জুলুমকারী কখনো সফল হয় না ।

সুদ্দী ইবনে ইসহাক প্রমুখ তাফসীরবিদ বর্ণনা করেন যে, এ নির্জনতায় যুলায়খা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে আকৃষ্ট করার জন্য তাঁর রূপ ও সৌন্দর্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগল । সে বলল : তোমার মাথার চুল কত সুন্দর । হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন : মৃত্যুরপর এই চুল সর্বপ্রথম আমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে । এরপর

যুলায়খা বলল : তোমার নেত্রদ্বয় কতই না মনোহর। হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন : মৃত্যুর পর এগুলো পানি হয়ে আমার মুখমণ্ডলে প্রবাহিত হবে। যুলায়খা আরো বলল : তোমার মুখমণ্ডল কতইনা কমনীয়। হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন : এগুলো সব মৃত্তিকার খোরাক হবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনে পরকালের চিন্তা এত বেশি প্রবল করে দেন যে, ভরা যৌবনেও জগতের যাবতীয় ভোগ বিলাস তাঁর দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে যায়। সত্য বলতে কি পরকালের চিন্তাই মানুষকে সর্বত্র সব অনিষ্ট থেকে নির্লিপ্ত রাখতে পারে।

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বিরাট পরীক্ষা উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, আযীযে মিসরের স্ত্রী যুলায়খা গৃহের সব দরজা বন্ধ করে তাঁকে পাপকাজের দিকে আহ্বান করতে সচেষ্ট হলো এবং নিজের প্রতি আকৃষ্ট ও প্রবৃত্ত করার সব উপকরণ উপস্থিত করে দিল, কিন্তু ইজ্জতের মালিক আল্লাহ এ সৎযুবককে এহেন অগ্নিপরীক্ষায় দৃঢ়পদ রাখলেন। এর আরো বিবরণ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, যুলায়খা তো পাপকাজের কল্পনায় খুবই বিভোরই ছিল, হযরত ইউসুফ (আ.) -এর মনেও মানবিক স্বভাববশতঃ কিছু কিছু অনিচ্ছাকৃত ঝোঁক সৃষ্টি হতে যাচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ঠিক সেই মুহূর্তে স্বীয় যুক্তি প্রমাণ ইউসুফ (আ.)-এর সামনে তুলে ধরেন, যদ্দরুন সেই অনিচ্ছাকৃত ঝোঁক ক্রমবর্ধিত হওয়ার পরিবর্তে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল এবং তিনি মহিলার নাগপাশ ছিন্ন করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলেন।

এ আয়াতে هَمَّ শব্দটি (কল্পনা অর্থে) যুলায়খা ও ইউসুফ (আ.) উভয়ের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে : وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا একথা সুনিশ্চিত যে, যুলায়খার কল্পনা ছিল পাপকাজের কল্পনা। এতে হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কেও এ ধরনের ধারণা হতে পারত। অথচ মুসলিম সম্প্রদায়ের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী এটা নবুয়ত ও রোসালতের পরিপন্থি। কেননা সকল মুসলিম মনীষীই এ বিষয়ে একমত যে, পয়গাম্বরগণ সর্বপ্রকার সগীরা ও কবীরা গুণাহ থেকে পবিত্র থাকেন। তাদের দ্বারা কবীরা গুনাহ ইচ্ছা, অনিচ্ছা বা ভুলবশতঃ কোনোরূপেই হতে পারে না। তবে সগীরা গুনাহ অনিচ্ছা ও ভুলবশতঃ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাদেরকে এর উপরে সক্রিয় থাকতে দেওযা হয় না; বরং সতর্ক করে তা থেকে সরিয়ে আনা হয়।

পয়গাম্বরগণের পবিত্রতার এ বিষয়টি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রামাণিত হওয়া ছাড়াও তাঁদের যোগ্যতার প্রশ্নেও জরুরি। কেননা যদি পয়গাম্বরগণের দ্বারা গোনাহ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাদের আনীত ধর্ম ও ওহীর প্রতি আস্থার কোনো উপায় থাকে না। এবং তাঁদেরকে প্রেরণ ও তাদের প্রতি গ্রন্থ অবতারণের কোনো উপকারিতাও অবশিষ্ট থাকে না। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক পয়গাম্বরকেই গোনাহ থেকে পবিত্র রেখেছেন।

সহীহ বুখারীর হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের এমন পাপচিন্তা ও কল্পনা ক্ষমা করে দিয়েছেন, যা সে কার্যে পরিণত করে না। -[কুরতুবী]

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলেন : আমার বান্দা যখন কোনো সৎকাজের ইচ্ছা করে, তখন শুধু ইচ্ছার কারণে তার আমলনামায় একটি নেকী লিখে দাও। যদি সে সৎকাজটি সম্পন্ন করে, তবে দশটি নেকী লিপিবদ্ধ কর। পক্ষান্তরে যদি কোনো পাপকাজের ইচ্ছা করে, অতঃপর আল্লাহর ভয়ে তা পরিত্যাগ করে, তখন পাপের পরিবর্তে তার আমলনামায় একটি নেকী লিখে দাও এবং যদি পাপকাজটি করেই ফেলে তবে একটি গোনাহই লিপিবদ্ধ কর। -[ইবনে কাছীর]

মোটকথা এই যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর অন্তরে যে কল্পনা অথবা ঝোঁক সৃষ্টি হয়েছিল, তা নিছক অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল। এটা গোনাহর অন্তর্ভুক্ত নয়। অতঃপর এ ধারণার বিপক্ষে কাজ করার দরুন আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর মর্যাদা আরো বেড়ে গেছে।

لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ অংশটি পরে উল্লেখ কারা হলেও তা আসলে অগ্রে রয়েছে। অতএব, আয়াতের অর্থ এই যে, হযরত ইউসুফ (আ.) -এর মনেও কল্পনা সৃষ্টি হতো, যদি তিনি আল্লাহর প্রমাণ অবলোকন না করতেন। কিন্তু পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন করার কারণে তিনি এ কল্পনা থেকে বেঁচে গেলেন। এ বিষয়বস্তুটি সঠিক,

কিন্তু কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ অগ্র পশ্চাৎকে ব্যাকারণিক ভুল আখ্যা দিয়েছেন। এদিক দিয়েও প্রথম তাফসীরই অগ্রগণ্য। কারণ এতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর আল্লাহ ভীতি ও পবিত্রতার মাহাত্ম্য আরো উচ্চে চলে যায়। কেননা তিনি স্বাভাবিক ও মানবিক ঝোঁক সত্ত্বেও গোনাহ থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম হয়েছিলেন।

لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ এখানে এর جَزَاءٌ উহ্য রয়েছে। অর্থ এই যে, যদি তিনি পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন না করতেন, তবে এ কল্পনাতেই লিপ্ত থাকতেন। পালনকর্তার প্রমাণ দেখে নেওয়ার কারণে অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও ধারণা অন্তর থেকে দূর হয়ে গেল।

স্বীয় পালনকর্তার যে প্রমাণ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দৃষ্টির সামনে এসেছিল, তা কি ছিল কুরআন পাক তা ব্যক্ত করেনি। এ কারণেই এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণ নানা মত ব্যক্ত করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবাইর, মুহাম্মদ ইবনে সিরীন, হাসান বসরী (র.) প্রমুখ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা মু'জিযা হিসেবে এ নির্জন কক্ষে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর চিত্র এভাবে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করে দেন যে, তিনি হাতের অঙ্গুলি দাঁতে চেপে তাঁকে হুশিয়ার করেছেন। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন : আযীযে মিসরের মুখচ্ছবি তাঁর সম্মুখে ফুটিয়ে তোলা হয়। কেউ বলেন : ইউসুফ (আ.)-এর দৃষ্টি ছাদের দিকে উঠতেই সেখানো কুরআন পাকের এ আয়াত লিখিত দেখলেন : وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَآءَ سَبِيْلًا অর্থাৎ ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। কেননা এটা খুবই নির্লজ্জতা, (খোদায়ী শাস্তির কারণ) এবং (সমাজের জন্য) অত্যন্ত মন্দ পথ। কেউ কেউ বলেছেন : যুলায়খার গৃহে একটি মূর্তি ছিল। সে বিশেষ মুহূর্তটিতে যুলায়খা সেই মূর্তিটি কাপড় দ্বারা আবৃত করলে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল : এটা আমার উপাস্য। এর সামনে গোনাহ করার মতো সাহস আমার নেই। হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন : আমার উপাস্য আরো বেশি লজ্জা করার যোগ্যতাসম্পন্ন। তাঁর দৃষ্টিকে কোনো পর্দা ঠেকাতে পারে না। কারো কারো মতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নবুয়ত ও বিভুজ্ঞানই ছিল স্বয়ং পালনকর্তা সম্পর্কে তাঁর এই দিব্যদৃষ্টির কারণ।

তাফসীরবিদ ইবনে কাছীর এসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর যে মন্তব্য করেছেন, তা সব সুধীজনের কাছেই সর্বাপেক্ষা সাবলীল ও গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেছেন : কুরআন পাক যতটুকু বিষয় বর্ণনা করেছে, ততটুকু বিষয় নিয়েই ক্ষান্ত থাকা দরকার। অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) এমন কিছু দেখেছেন, যদ্দরুন তাঁর মন থেকে সীমালঙ্ঘন করার সামান্য ধারণাও বিদূরিত হয়ে গেছে। এ বস্তুটি কি ছিল তাফসীরবিদগণ যেসব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন; সেগুলোর যে কোনো একটি হতে পারে; তাই নিশ্চিতরূপে কোনো একটিকে নির্দিষ্ট করা যায় না। -[ইবনে কাছীর]

كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ অর্থাৎ আমি ইউসুফ (আ.)-কে এ প্রমাণ এজন্য দেখিয়েছি, যাতে তার কাছ থেকে মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতাকে দূরে সরিয়ে দেই। 'মন্দ কাজ' বলে সগীরা গুনাহ এবং 'নির্লজ্জতা' বলে কবীরা গোনাহ বুঝানো হয়েছে। -[মাযহারী]

এখানে একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতাকে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছ থেকে সরানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং হযরত ইউসুফ (আ.)-কে মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতা থেকে সরানোর কথা বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) নবুয়তের কারণে এ গোনাহ থেকে নিজেই দূরে ছিলেন, কিন্তু মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতা তাঁকে বেষ্টন করার উপক্রম করেছিল। কিন্তু আমি এর জাল ছিন্ন করে দিয়েছি। কুরআন পাকের এ ভাষাও সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত ইউসুফ (আ.) কোনো সামান্যতম গোনাহেও লিপ্ত হননি এবং তার মনে যে কল্পনা জাগরিত হয়েছিল, তা গোনাহর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। নতুবা এখানে এভাবে ব্যক্ত করা হতো যে, আমি ইউসুফকে গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে দিলাম- এভাবে বলা হতো না যে, গোনাহকে তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে দিলাম।

কেননা ইউসুফ আমার মনোনীত বন্দাদের একজন। এখানে مُخْلَصِيْنَ শব্দটি লামের যবর যোগ مُخْلَصٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ মনোনীত। উদ্দেশ্য এই যে, হযরত ইউসুফ (আ.) আল্লাহ তা'আলার ঐসব বান্দার অন্যতম, যাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা রেসালতের দায়িত্ব পালন ও মানবজাতির সংশোধনের জন্য মনোনীত করেছেন।

এমন লোকের চারপাশে আল্লাহর পক্ষ থেকে হেফাজতের পাহারা থাকে, যাতে তারা কোনো মন্দ কাজে লিপ্ত হতে না পারেন। স্বয়ং শয়তানো তার বিবৃতিতে একথা স্বীকার করেছে যে, আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের উপর তার কলা-কৌশল অচল। শয়তানের উক্তি এই : فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ অর্থাৎ, আপনার ইজ্জত ও শক্তির কসম, আমি সব মানুষকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করব, তবে যেসব বান্দাকে আপনি মনোনীত করেছেন, তাদেরকে ছাড়া।

কোনো কোনো কেরাতে এ শব্দটি مُخْلِصِينَ লামের যের যোগেও পঠিত হয়েছে। مُخْلِصٌ ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য আন্তরিকতার সাথে করে। এতে কোনো পার্থিব ও প্রবৃত্তিগত উদ্দেশ্য, সুখ্যাতি ইত্যাদির প্রভাব থাকে না। এমতাবস্থায় আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তিই স্বীয় কর্ম ও ইবাদতে আন্তরিক হয়, পাপ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তাকে সাহায্য করেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দু'টি শব্দ فَحْشَاءَ ও سُوْءَ ব্যবহার করেছেন। প্রথমটির শাব্দিক অর্থ মন্দ কাজ এবং এর দ্বারা সগীরা গোনাহ বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আ.)-কে সগীরা ও কবীরা উভয় প্রকার গোনাহ থেকেই মুক্ত রেখেছেন।

এ থেকে আরো বুঝা গেল যে, কুরআনে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি যে هَمٌّ অর্থাৎ কল্পনা শব্দটাকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে, তা নিছক অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল, যা কবীরা ও সগীরা কোন প্রকারের গুনাহেরই অন্তর্ভুক্ত নয়।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে যে, আযীয-মিসরের পত্নী যখন হযরত ইউসুফ (আ.) -কে পাপে লিপ্ত করার চেষ্টায় ব্যাপৃতা ছিল এবং হযরত ইউসুফ (আ.) তা থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু মনে স্বাভাবিক ও অনিচ্ছাকৃত কল্পনার দ্বিধা দ্বন্দ্বও ছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মনোনীত পয়গাম্বরের সাহায্যার্থে আলৌকিকভাবে কোনো এমন বস্তু তার দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত করে দেন, যার ফলে সে অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও তার মন থেকে উধাও হয়ে যায়। সে বস্তুটি পিতা হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর আকৃতিই হোক কিংবা ওহীর কোনো আয়াত।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) এক নির্জন কক্ষে খোদায়ী প্রমাণ প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথেই সেখান থেকে পলায়নোদ্যত হলেন এবং বাইরে চলে যাওয়ার জন্য দরজার দিকে দৌড় দিলেন। আযীয-পত্নী তাকে ধরার জন্য পিছনে পিছনে দৌড় দিল এবং তাঁর জামা ধরে তাকে বহির্গমনে বাধা দিতে চাইল। তিনি পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে ছিলেন দৃঢ়সংকল্প, তাই থামলেন না। ফলে জামা পিছন দিক থেকে ছিঁড়ে গেল। ইত্যবসরে ইউসুফ (আ.) দরজার বাইরে চলে গেলেন এবং তার পশ্চাতে যুলায়খাও তথায় উপস্থিত হলো। ঐতিহাসিকসূত্রে বর্ণিত আছে যে, দরজা তালাবদ্ধ ছিল। ইউসুফ (আ.) দৌড়ে দরজায় পৌঁছতেই আপনা আপনি তালা খুলে নীচে পড়ে গেল।

উভয়ে দরজার বাইরে এসে আযীযে মিসরকে সামনেই দাণ্ডায়মান দেখতে পেল। তার পত্নী চমকে উঠল এবং কথা বানিয়ে ইউসুফ (আ.)-এর উপর দোষ ও অপবাদ চাপানোর জন্য বলল : যে ব্যক্তি তোমার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তার শাস্তি এ ছাড়া কি হতে পারে যে, তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে অথবা অন্য কোনো কঠোর দৈহিক নির্যাতন।

ইউসুফ (আ.) পয়গাম্বরসুলভ ভদ্রতার খাতিরে সম্ভবত সেই মহিলার গোপন অভিসন্ধির তথ্য প্রকাশ করতেন না কিন্তু যখন সে নিজেই এগিয়ে এসে হযরত ইউসুফ (আ.) -এর প্রতি অপবাদ আরোপের ইঙ্গিত করল, তখন বাধ্য হয়ে তিনিও সত্য প্রকাশ করে বললেন : هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَّفْسِي অর্থাৎ সে-ই আমার দ্বারা স্বীয় কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ফুসলাচ্ছিল।

ব্যাপার ছিল খুবই নাজুক এবং আযীযে মিসরের পক্ষে কে সত্যবাদী, তার মীমাংসা করা সুকঠিন ছিল। সাক্ষ্য প্রমাণের কোনো অবকাশ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যেভাবে স্বীয় মনোনীত বান্দাদেরকে গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে নিষ্পাপ ও পবিত্র রাখেন, এমনিভাবে তাদেরকে গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখার আলৌকিকভাবে ব্যবস্থাও করে দেন। সাধারণতঃ এরূপ ক্ষেত্রে স্বভাবত কথা বলতে অক্ষম এরূপ কচি শিশুদেরকে কাজে লাগানো হয়েছে।

অলৌকিকভাবে তাদেরকে বাকশক্তি দান করে প্রিয় বান্দাদের পবিত্রতা সপ্রমাণ করা হয়েছে। যেমন হযরত মরিয়ম (আ.)-এর প্রতি যখন লোকেরা অপবাদ আরোপ করতে থাকে, তখন একদিনের কচি শিশু হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা বাকশক্তি দান করে তার মুখে জননীর পবিত্রতা প্রকাশ করে দেন এবং স্বীয় কুদরতের একটি বিশেষ দৃশ্য সবার সামনে প্রকাশ করেন। বনী ইসরাঈলের একজন সাধু ব্যক্তি জুরাইজের প্রতি গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এমনি ধরনের এক অপবাদ আরোপ করা হলে নবজাত শিশু সেই ব্যক্তির পবিত্রতায় সাক্ষ্য দান করে। হযরত মূসা (আ.) -এর প্রতি ফেরাউনের মনে সন্দেহ দেখা দিলে ফেরাউন পত্নীর কেশ পরিচর্যাকারিণী মহিলার সদ্যজাত শিশু হযরত মূসা (আ.) কে ফেরাউনের কবল থেকে রক্ষা করে।

ঠিক এমনিভাবে ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী একটি কচি শিশুকে আল্লাহ তা'আলা বিজ্ঞান ও দার্শনিক সুলভ বাকশক্তি দান করলেন। এ কচি শিশু এ গৃহেই দোলনায় লালিত হচ্ছিল। তার সম্পর্কে ধারণা ছিল না যে, সে এসব কর্মকাণ্ড দেখবে এবং বুঝবে, অতঃপর অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে তা বর্ণনাও করে দেবে। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ স্বীয় আনুগত্যের পথে সাধনাকারীদের সঠিক মর্যাদা ফুটিয়ে তোলার জন্য জগদ্বাসীকে দেখিয়ে দেন যে, বিশ্বের প্রত্যেকটি অণু-পরামাণু তার গুপ্ত বাহিনী। এরা অপরাধীকে ভালোভাবেই চেনে, তার অপরাধের রেকর্ড রাখে এবং প্রয়োজন মুহূর্তে তা প্রকাশও করে দেয়। হাশরের ময়দানে হিসাব কিতাবের সময় মানুষ যখন স্বীয় অপরাধসমূহ স্বীকার করতে অস্বীকার করবে, তখন তারই হস্ত পদ, চর্ম ও গৃহপ্রাচীরকে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদাতারূপে দাঁড় করানো হবে। তারা তার প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ড হাশরের লোকারণ্যের মধ্যে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দেবে। তখন মানুষ বুঝবে যে, হস্তপদ, গৃহপ্রাচীর ও রক্ষা ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে কোনোটিই তার আপন ছিল না; বরং এরা সবাই ছিল রাব্বুল আলামীনের গোপন বাহিনী।

মোটকথা এই যে, যে ছোট্ট শিশুটি বাহ্যত জগতের সবকিছু থেকে উদাসীন ও নির্বিকার অবস্থায় দোলনায় পড়েছিল, সে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মু'জিযা হিসেবে ঠিক ঐ মুহূর্তে মুখ খুলল, যখন আযীযে মিসর ছিল এ ঘটনা সম্পর্কে নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িত।

এ শিশুটি যদি এতটুকুই বলে দিত যে, হযরত ইউসুফ (আ.) নির্দোষ এবং দোষ যুলায়খার, তবে তাও একটি মু'জেযারূপে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পক্ষে তার পবিত্রতার বিরাট সাক্ষ্য হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ শিশুর মুখে একটি দার্শনিকসুলভ উক্তি উচ্চারণ করিয়েছেন যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর জামাটি দেখ যদি তা সামনের দিকে ছিন্ন থাকে, যুলায়খার কথা সত্য ইউসুফ (আ.) মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হবেন। পক্ষান্তরে যদি জামাটি পিছন দিকে ছিন্ন থাকে, তবে এতে এ ছাড়া অন্য কোনো সম্ভাবনাই নেই যে, হযরত ইউসুফ (আ.) পলায়নরত ছিলেন এবং যুলায়খা তাকে পালায়নে বাধা দিতে চাচ্ছিল।

শিশুর বাকশক্তির আলৌকিকতা ছাড়াও এ বিষয়টি প্রত্যেকের হৃদয়ঙ্গম হতে পারত। অতঃপর যখন বর্ণিত আলামত অনুযায়ী জামাটি পিছন দিকে ছিন্ন দেখা গেল, তখন বাহ্যিক আলামত দৃষ্টেও হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পবিত্রতা সপ্রমাণ হয়ে গেল।

'সাক্ষ্যদাতা'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা বলেছি যে, সে ছিল একটি কচি শিশু, যাতে আল্লাহ তা'আলা অলৌকিকভাবে বাকশক্তি দান করেন। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ ব্যাখ্যা প্রমাণিত রয়েছে। ইমাম আহমদ স্বীয় মুসনাদে, ইবনে হাব্বান স্বীয় গ্রন্থে এবং হাকিম তার মুস্তাদরাকে এটি উল্লেখ করে বর্ণনাটিকে সহীহ হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

কতিপয় বিধান ও মাসআলা : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় বিধান ও মাসআলা বুঝা যায় :

মাসআলা : ১. وَاسْتَبَقَا الْبَابَ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, যে জায়গায় পাপে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সে জায়গাকেই পরিত্যাগ করা উচিত; যেমন হযরত ইউসুফ (আ.) সব দরজা বন্ধ হওয়া এবং ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী তালাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও দরজার দিকে দৌড় প্রদানে নিজের সমস্ত শক্তি ব্যয় করেছেন। এহেন অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের আগমনও অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা হয়। বান্দা যখন নিজের চেষ্টা পূর্ণ করে ফেলে তখন আল্লাহ সাফল্যের উপকরণাদিও সরবরাহ করেন।

মাসআলা : ২. আল্লাহ তা'আলার নির্দেশাবলি পালনে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার ত্রুটি না করা মানুষের অবশ্যই কর্তব্য; যদিও এর ফলাফল বাহ্যত বের হতে দেখা না যায়। ফলাফল আল্লাহর হাতে। মানুষের কাজ হলো স্বীয় শ্রম ও সাধ্যকে আল্লাহর পথে ব্যয় করে দাসত্বের পরিচয় দেওয়া; যেমন হযরত ইউসুফ (আ.) সব দরজা বন্ধ হওয়া এবং ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী তালাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও দরজার দিকে দৌড় প্রদানে নিজের সমস্ত শক্তি ব্যয় করেছেন। এহেন অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের আগমনও অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা হয়। বান্দা যখন নিজের চেষ্টা পূর্ণ করে ফেলে তখন আল্লাহর সাফল্যের উপকরণাদিও সরবরাহ করেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহের সে দু'আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আযীযে মিসর শিশুটির এভাবে কথা বলা দ্বারাই বুঝে নিয়েছিলেন যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্যই এ অস্বাভাবিক ঘটনার অবতারণা হয়েছে। অতঃপর তার বক্তব্য অনুযায়ী যখন দেখল যে ইউসুফ (আ.)-এর জামাটিও পিছন দিক থেকেই ছিন্ন, সে তখন নিশ্চিত হয়ে গেল যে, দোষ যুলায়খার এবং হযরত ইউসুফ (আ.) পবিত্র। তদানুসারে সে যুলায়খাকে সম্বোধন করে বলল : إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ অর্থাৎ এসব তোমার ছলনা। তুমি নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চাও। এরপর বলল : নারী জাতির ছলনা খুবই মারাত্মক। একে বুঝা এবং এর জাল ছিন্ন করা সহজ নয়। কেননা তারা বাহ্যত কোমল নাজুক ও অবলা হয়ে থাকে যারা তাদেরকে দেখে, তারা তাদের কথায় দ্রুত বিশ্বাস স্থাপন করে ফেলে। কিন্তু বুদ্ধি ও ধর্মভীরুতার অভাববশত তা অধিকাংশ সময় ছলনা হয়ে থাকে। –[মাযহারী]

তাফসীর কুরতুবীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, নারীদের ছলনা ও চক্রান্ত শয়তানের ছলনা ও চক্রান্তের চাইতেও গুরুতর। কেননা আল্লাহ তা'আলা শয়তানের চক্রান্ত সম্পর্কে বলেছেন– إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا "শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল" পক্ষান্তরে নারীদের চক্রান্ত সম্পর্কে বলা হয়েছে : إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ অর্থাৎ তোমদের চক্রান্ত খুবই জটিল।

এটা জানা কথা যে, এখানে সব নারী বুঝানো হয় নি; বরং ঐসব নারী সম্পর্কেই বলা হয়েছে, যারা এ ধরনের ছল চাতুরীতে লিপ্ত থাকে। আযীযে মিসর যুলায়খার ভুল বর্ণনা করার পর হযরত ইউসুফ (আ.) -কে বলল : يُوْسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذَا অর্থাৎ ইউসুফ, এ ঘটনাকে উপেক্ষা কর এবং বলাবলি করো না, যাতে বেইজ্জতি না হয়। অতঃপর যুলায়খাকে সম্বোধন করে বলল : وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ অর্থাৎ ভুল তোমারই তুমি নিজে ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। এতে বাহ্যত : বুঝানো হয়েছে যে, স্বামীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। এ অর্থও হতে পারে যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছে ক্ষমা চাও। কারণ নিজে অন্যায় করেছ এবং দোষ তার ঘাড়ে চাপিয়েছ।

শব্দবিশ্লেষণ :

رَاوَدَتْهُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضي معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُرَاوَدَةُ মূলবর্ণ (ر ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ– কোনো কাজের প্রতি প্ররোচিত ও উদ্বুদ্ধ করা,

هَمَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضي معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْهَمُّ মূলবর্ণ (ه ـ م ـ م) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- চিন্তিত করা, গলানো, দুর্বল করা, শব্দ বের করা, অসুস্থ করা, ইচ্ছা ইত্যাদি।

اَلْفَحْشَاءُ : [illegible] বাব كَرُمَ মূলবর্ণ (ف ـ ح ـ ش) জিনস صحيح অর্থ- খারাপ কাজ। ঐ কথা ও কাজ, যার নিকৃষ্টতা স্পষ্ট এবং তা শুনতেও খারাপ লাগে।

خَاطِئِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَطَأُ মূলবর্ণ (خ ـ ط ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ– ভুল করা, গোনাহ করা।

لَنَرَاهَا : লাম তাকিদের জন্য। نَرَى সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر ـ أ ـ ى) জিনস মুরাক্কাব ناقص يائى এবং مهموز عين অর্থ– দেখা।

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَّقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَاَيْنَهٗۤ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا ؕ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ (٣١)

৩১. অনন্তর আযীয পত্নী যখন সে স্ত্রীলোকদের ষড়যন্ত্রের (কুৎসাবাক্যের) সংবাদ শুনল, তখন সে কারো দ্বারা তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্য মসনদ-তাকিয়ার ব্যবস্থা করল এবং তাদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দিল এবং [ইউসুফকে] বলল, একটু এদের সামনে এসো তো! অনন্তর যখন নারীরা তাঁকে দেখল, তখন তারা [তাঁর সৌন্দর্যে] সম্মোহিত হয়ে গেল এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলল, আর বলতে লাগল, আল্লাহ পবিত্র! এ ব্যক্তি তো মানুষ নয়; এতো কোনো সম্ভ্রান্ত ফেরেশতা।

قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ ؕ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ ؕ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَاۤ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ (٣٢)

৩২. সে মহিলা বলল, বস্তুত এ সেই ব্যক্তি, যার সম্বন্ধে তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করছিলে; আর নিশ্চয় আমি এ ব্যক্তি হতে নিজ কামনা পূর্ণ করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু সে পাক-পবিত্র রইল। আর যদি সে ভবিষ্যতে আমার কথা পালন না করে, তবে নিশ্চয় তাকে কারাগারে প্রেরণ করা হবে এবং সে লাঞ্ছিতও হবে।

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْۤ اِلَيْهِ ۚ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ (٣٣)

৩৩. ইউসুফ দোয়া করলেন, হে আমার রব! এ স্ত্রীলোকগণ যার প্রতি আমাকে আহ্বান করছে, তা হতে কারাবরণ করাই আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়, আর আপনি যদি তাদের ছলনাকে আমার থেকে রোধ না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং মূর্খোচিত কাজ করে বসব।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩১. فَلَمَّا سَمِعَتْ অনন্তর আযীয পত্নী যখন শুনল بِمَكْرِهِنَّ সে স্ত্রীলোকদের কুৎসা বাক্যের সংবাদ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ তখন সে কারো দ্বারা তাদেরকে ডেকে পাঠাল وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَاً এবং তাদের জন্য মসনদ তাকিয়ার ব্যবস্থা করল وَّاٰتَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا এবং তাদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দিল وَّقَالَتِ এবং (ইউসুফকে) বলল اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ একটু এদের সামনে এসো তো فَلَمَّا رَاَيْنَهٗ অনন্তর যখন নারীরা তাঁকে দেখল اَكْبَرْنَهٗ তখন তারা (তাঁর সৌন্দর্যে) সম্মোহিত হয়ে গেল وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলল وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ আর বলতে লাগল, আল্লাহ পবিত্র। مَا هٰذَا بَشَرًا এ ব্যক্তি তো মানুষ নয় اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ এতো কোনো সম্ভ্রান্ত ফেরেশতা।

৩২. قَالَتْ সেই মহিলা বলল فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ বস্তুত : এ সেই ব্যক্তি যার সম্বন্ধে তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করছিলে وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ আর নিশ্চয় আমি এ ব্যক্তি হতে নিজ কামনা পূর্ণ করতে চেয়েছিলাম فَاسْتَعْصَمَ কিন্তু সে পাক পবিত্র রইল وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَاۤ اٰمُرُهٗ আর যদি সে ভবিষ্যতে আমার কথা পালন না করে لَيُسْجَنَنَّ, তবে নিশ্চয় তাকে কারাগারে প্রেরণ করা হবে وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ এবং লাঞ্ছিতও হবে।

৩৩. قَالَ ইউসুফ দোয়া করলেন رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ হে আমার রব! তা হতে কারাবরণ করাই আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْۤ اِلَيْهِ এ স্ত্রী লোকগণ যার প্রতি আমাকে আহ্বান করছে وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ আর যদি আপনি তাদের কুচক্রকে আমা হতে রোধ না করেন اَصْبُ اِلَيْهِنَّ তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ এবং মূর্খোচিত কাজ করে বসব।

فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٤﴾

৩৪. অনন্তর তাঁর প্রতিপালক তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং তার থেকে সেই স্ত্রীলোকদের ছলনাকে অপসারিত করে দিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় শ্রবণকারী, অত্যন্ত জ্ঞানী।

ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿٣٥﴾

৩৫. অতঃপর বিভিন্ন নিদর্শনাবলি দেখার পর তাদের নিকট এটাই যুক্তিযুক্ত মনে হলো, যে, তাকে এক [নির্দিষ্ট] সময় পর্যন্ত কারাগারে রাখা হোক।

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ ؕ قَالَ اَحَدُهُمَاۤ اِنِّيْۤ اَرٰىنِيْۤ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّيْۤ اَرٰىنِيْۤ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ؕ نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. আর ইউসুফের সাথে [বাদশাহর] আরো দুজন দাস কারাগারে ঢুকল। তাদের একজন বলল , আমি নিজেকে স্বপ্নে দেখি যে, শরাব নিঃসারণ করছি, এবং অপরজন বলল, আমি নিজকে এমন অবস্থায় দেখি যে, রুটি মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছি, আর তা থেকে পাখিরা খাচ্ছে। আমাদেরকে এ স্বপ্নের তা'বীর বলে দিন, আপনাকে আমাদের নিকট সৎকর্ম পরায়ণ বলে মনে হচ্ছে।

قَالَ لَا يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖۤ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا ؕ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ ؕ اِنِّيْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٧﴾

৩৭. ইউসুফ বললেন, যে খাদ্য তোমাদের নিকট আসে, যা তোমরা খাওয়ার জন্য পাও, তা আসার পূর্বেই আমি তোমাদেরকে তার হাকীকত বলে দিয়ে থাকি, এ বলে দেওয়া সে বিদ্যারই কল্যাণে, যা আমার রব আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন; আমি তাদের ধর্মমতকে [পূর্বেই] বর্জন করেছি, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না এবং তারা পরকালকেও স্বীকার করে না।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৪. فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ অনন্তর তাঁর প্রতিপালক তাঁর দোয়া কবুল করলেন فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ এবং তার হতে সেই স্ত্রী লোকদের চক্রান্তকে অপসারিত করে দিলেন اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় শ্রবণকারী অত্যন্ত জ্ঞানী।

৩৫. ثُمَّ بَدَا لَهُمْ অতঃপর তাদের নিকট এটাই যক্তিযুক্ত মনে হলো مِّنْۢ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ বিভিন্ন নিদর্শনাবলি দেখার পর لَيَسْجُنُنَّهٗ তাকে কারাগারে রাখা হোক حَتّٰى حِيْنٍ এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।

৩৬. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ আর ইউসুফের সাথে (বাদশাহর) আরো দু'জন দাস কারাগারে ঢুকল قَالَ اَحَدُهُمَا তাদের একজন বলল اِنِّيْۤ اَرٰىنِيْۤ আমি নিজেকে স্বপ্নে দেখি যে, اَعْصِرُ خَمْرًا শরাব নিঃসারণ করছি وَقَالَ الْاٰخَرُ এবং অপরজন বলল اِنِّيْۤ اَرٰىنِيْۤ আমি নিজেকে এমন অবস্থায় দেখি যে, اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِيْ خُبْزًا রুটি মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছি تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ তা থেকে পাখীরা খাচ্ছে نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ আমাদেরকে এ স্বপ্নের তাবীর বলে দিন اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ আপনাকে আমাদের নিকট সৎ কর্মপরায়ণ বলে মনে হচ্ছে।

৩৭. قَالَ ইউসুফ বললেন لَا يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ যে খাদ্য তোমাদের নিকট আসে تُرْزَقٰنِهٖ যা তোমরা খাওয়ার জন্য পাও اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ আমি তোমাদেরকে তার হাকীকত বলে দিয়ে থাকি قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا তা (তোমাদের নিকট) আসার পূর্বেই ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ এ বলে দেওয়া সেই বিদ্যার কারণেই যা আমার রব আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন اِنِّيْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ আমি তাদের ধর্মমতকে (পূর্বেই) বর্জন করেছি لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ এবং তারা পরকালকেও স্বীকার করে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ অর্থাৎ যখন যুলায়খা উক্ত মহিলাদের চক্রান্তের কথা জানতে পারল, তখন তাদেরকে একটি ভোজসভায় ডেকে পাঠাল।

এখানে মহিলাদের কানাঘুষাকে যুলায়খা مَكْر অর্থাৎ চক্রান্ত করেছে। অথচ বাহ্যতঃ তারা কোনো চক্রান্ত করেনি। কিন্তু যেহেতু তারা গোপনে গোপনে কুৎসা রটনা করত, তাই একে চক্রান্ত বলা হয়েছে।

وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَـًٔا অর্থাৎ যখন মহিলারা ভোজসভায় উপস্থিত হলো, তাদের সামনে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও ফল উপস্থিত করা হলো। তন্মধ্যে কিছু খাদ্য চাকু দিয়ে কেটে খাওয়ার ছিল। তাই প্রত্যেককে এক একটি চাকুও দেওয়া হলো। এর বাহ্যিক উদ্দেশ্য তো ছিল ফল কাটা; কিন্তু মনে অন্য ইচ্ছা লুক্কায়িত ছিল, যা পরে বর্ণিত হবে। অর্থাৎ আগত মহিলারা ইউসুফ (আ.)-কে দেখে হতভম্ব হয়ে যাবে এবং চাকু দিয়ে ফলের পরিবর্তে নিজ নিজ হাত কেটে ফেলবে।

وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ অর্থাৎ এ সব আয়োজন সমাপ্ত করার পর অন্য এক কক্ষে অবস্থানরত হযরত ইউসুফ (আ.) কে যুলায়খা বলল : একটু বের হয়ে এসো। হযরত ইউসুফ (আ.) তার কু-উদ্দেশ্য জানতেন না। তাই বাইরে এসে ভোজসভায় উপস্থিত হলেন।

فَلَمَّا رَاَيْنَهٗ اَكْبَرْنَهٗ وَقَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا اِنْ هٰذَآ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ অর্থাৎ, সমাগত মহিলারা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে দেখল, তখন তাঁর রূপ ও সৌন্দর্য দর্শনে বিমোহিত হয়ে গেল এবং নিজ নিজ হাত কেটে ফেলল। অর্থাৎ ফল কাটার সময় যখন এ বিস্ময়কর ঘটনা দৃষ্টিগোচল হলো, তখন চাকু হাতেই লেগে গেল। অনমনস্কতার সময় প্রায়ই এরূপ হয়ে থাকে। তারা বলতে লাগল : হায় আল্লাহ! এ ব্যক্তি কখনোই মানব নয়। সে তো মহানুভব ফেরেশতা। উদ্দেশ্য এই যে, ফেরেশতারাই এরূপ নূরানী চেহারাযুক্ত হতে পারে।

قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِيْ لُمْتُنَّنِيْ فِيْهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَآ اٰمُرُهٗ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصّٰغِرِيْنَ যুলায়খা বলল : দেখে নাও, এ ঐব্যক্তি, যার সম্পর্কে তোমরা আমাকের ভৎর্সনা করতে। বাস্তবিকই আমি তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু সে নিষ্পাপ রয়েছে। ভবিষ্যতে সে আমার আদেশ পালন না করলে অবশ্যই কারাগারে প্রেরিত হবে এবং লাঞ্ছিত হবে।

যুলায়খা যখন দেখল যে, সমাগত মহিলাদের সামনে তার গোপন ভেদ ফাঁস হয়ে গেছে, তখন সে তাদের সামনেই হযরত ইউসুফ (আ.)-কে ভীতি প্রদর্শন করতে লাগল। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বর্ণনা করেছেন যে, তখন আমন্ত্রিত মহিলারা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে বলতে লাগল : তুমি যুলায়খার কাছে ঋণী। কাজেই তার ইচ্ছার অবমাননা করা উচিত নয়।

পরবর্তী আয়াতের কোনো কোনো শব্দ দ্বারাও মহিলাদের উপরিউক্ত বক্তব্য সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়। যেমন يَدْعُوْنَنِيْ এবং كَيْدَهُنَّ এগুলোতে বহুবচনে কয়েক জনের কথা বলা হয়েছে।

হযরত ইউসুফ (আ.) দেখলেন যে, সমবেত মহিলারাও যুলায়খার সুরে সুর মিলিয়েছে এবং তাকে সমর্থন করছে। কাজেই তাদের চক্রান্তের জাল ছিন্ন করার বাহ্যিক কোনো উপায় নেই। এমতাবস্থায় তিনি আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাঁর দরবারে আরজ করলেন : رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْ اِلَيْهِ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجٰهِلِيْنَ অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা! এই মহিলারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করছে, এর চাইতে জেলখানায়ই আমার অধিক পছন্দনীয়। যদি আপনি আমার থেকে ওদের চক্রান্ত প্রতিহত না করেন, তবে সম্ভবত আমি তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ব এবং নির্বুদ্ধিতার কাজ করে

ফেলব। 'আমি জেলখানা পছন্দ করি' হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এ উক্তি বন্দীজীবন প্রার্থনা বা কাম্য নয়; বরং পাপকাজের বিপরীতে এই পার্থিব বিপদকে সহজ মনে করার বহিঃপ্রকাশ । কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, যখন হযরত ইউসুফ (আ.) জেলে প্রেরিত হলেন, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আসল, আপনি নিজেকে জেলে নিক্ষেপ করেছেন। কারণ আপনি বলেছিলেন اَلسِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ। অর্থাৎ এর চাইতে আমি জেলখানাকে অধিক পছন্দ করি। আপনি নিরাপত্তা চাইলে আপনাকে পুরোপুরি নিরাপত্তা দান করা হতো। এ থেকে বুঝা গেল যে, কোনো বড় বিপদ থেকে বাঁচার জন্য দোয়ায় 'এর চাইতে অমুক ছোট বিপদে পতিত করা আমি ভালো মনে করি, বলা সমীচীন নয়; বরং প্রত্যেক বিপদাপদের সময় আল্লাহর কাছে নিরাপত্তাই প্রার্থনা করা উচিত। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে সবরের দোয়া করতে নিষেধ করেছেন। কেননা সবরের অর্থ হচ্ছে বিপদাপদে পতিত হওয়ার পর তা সহ্য করার ক্ষমতা। কাজেই আল্লাহর কাছে সবরের দোয়া করার পরিবর্তে নিরাপত্তার দোয়া করা উচিত। —[তিরমিযী]

একবার হযরত ﷺ-এর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রা.) আরজ করলেন, আমাকে কোনো একটি দোয়া শিক্ষা দিন। তিনি বললেন ঃ পালনকর্তার কাছে নিরাপত্তার দোয়া করুন। হযরত আব্বাস (রা.) বলেন ঃ কিছুদিন পর আমি আবার তাঁর কাছে দোয়া শিক্ষা দেওয়ার আবেদন করলাম। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কাছে ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তা প্রার্থনা করুন।

'যদি আপনি ওদের চক্রান্তকে প্রতিহত না করেন তবে সম্ভবত আমি ওদের দিকে ঝুঁকে পড়ব' ইউসুফ (আ.) এর একথা বলা নবুয়তের জন্য যে পবিত্রতা জরুরি, তার পরিপন্থি নয়। কারণ এ পবিত্রতার সারমর্মই হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে নিবেন। যদিও নবুয়তের কারণে এ লক্ষ্য পূর্ব থেকেই অর্জিত ছিল, তথাপি শিষ্টাচার প্রসূত চূড়ান্ত ভীতির কারণে এরূপ দোয়া করতে বাধ্য হয়েছেন। এ থেকে আরো জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তিই গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে না। আরো জানা গেল যে, প্রত্যেক গোনাহর কাজ মূর্খতাবশতঃ হয়ে থাকে। জ্ঞান মানুষকে গুনাহর কাজ থেকে বিরত রাখে। —[কুরতুবী]

فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ অর্থাৎ তার পালনকর্তা দোয়া কবুল করলেন এবং মহিলাদের চক্রান্তকে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন। নিশ্চয় তিনি পরম শ্রোতা ও জ্ঞানী। আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের চক্রান্তজাল থেকে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে বাঁচানোর জন্য একটি ব্যবস্থা করলেন হযরত ইউসূফ (আ.)-এর সচ্চরিত্রতা, আল্লাহভীতি ও পবিত্রতার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি দেখে আযীযে মিসর ও তার বন্ধুদের মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছিল যে, হযরত ইউসুফ (আ.) সৎ। কিন্তু শহরময় এ বিষয়ের কানা ঘুষা হতে থাকে। এ কানা ঘুষার অবসান করার জন্য এটাই উত্তম পথ বিবেচিত হলো যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-কে কিছু দিনের জন্য জেলে আবদ্ধ রাখাই সমীচীন হবে। এ দ্বারা নিজেরদের ঘরও রক্ষা পাবে এবং জনগণের মধ্যেও এ বিষয়ের আলোচনা স্তিমিত হয়ে পড়বে।

ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ অর্থাৎ এর পর আযীয ও তাঁর পরিষদবর্গ কিছু দিনের জন্য ইউসুফ (আ.)-কে জেলে আবদ্ধ রাখাটাই মঙ্গলজনক বলে বিবেচনা করলেন এবং সেমতে হযরত ইউসুফ (আ.) জেলে প্রেরিত হলেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনীর একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একথা বার বার বলা হয়েছে যে, কুরআন পাক কোনো ঐতিহাসিক ও কিসসা কাহিনীর গ্রন্থ নয়। এতে যেসব ঐতিহাসিক কোনো ঘটনা অথবা কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষা, উপদেশ ও জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করা। সমগ্র কুরআন এবং অসংখ্য পয়গাম্বরের ঘটনাবলির মধ্যে একমাত্র হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনীটিই কুরআন ধারাবাহিকভাবে বর্ননা করেছে। নতুবা স্থানোপযোগী ঐতিহাসিক ঘটনার কোনো অত্যাবশ্যকীয় অংশই শুধু উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনীটি আদ্যোপান্ত পর্যালোচনা করলে এতে শিক্ষা ও উপদেশের অনেক উপাদান এবং মানব জীবনের বিভিন্ন স্তরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ রয়েছে। প্রাসঙ্গিক এ ঘটনাটিতেও অনেক হেদায়েত নিহিত রয়েছে।

ঘটনা এই যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নিষ্পাপ চরিত্র ও পবিত্রতা দিবালোকের ন্যায় ফুটে উঠা সত্ত্বেও আযীযে মিসর ও তার স্ত্রী লোক নিন্দা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কিছু দিনের জন্য হযরত ইউসুফ (আ.)-কে কারাগারে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এটা প্রকৃতপক্ষে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দোয়া ও বাসনার বাস্তব রূপায়ণ ছিল। কেননা আযীযে মিসরের গৃহে বাস করে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

হযরত ইউসুফ (আ.) কারাগারে পৌছলে সাথে আরো দু'জন অভিযুক্ত কয়েদিও কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের একজন বাদশাহকে মদপান করাত এবং অপরজন বাবুর্চি ছিল। ইবনে কাছীর তাফসীরবিদগণের বরাত দিয়ে লিখেছেন : তারা উভয়েই বাদশাহর খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিল। মোকাদ্দমার তদন্ত চলছিল বলে তাদেরকে কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল।

ইউসুফ (আ.) কারাগারে প্রবেশ করে পয়গাম্বরসুলভ চরিত্র, দয়া ও অনুকম্পার কারণে সব কয়েদীর প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন এবং সাধ্যমতো তাদের দেখা শুনা করতেন। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার সেবা শুশ্রূষা করতেন। কাউকে চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত দেখলে তাকে সান্ত্বনা দিতেন। ধৈর্য শিক্ষা এবং মুক্তির আশা দিয়ে তার হিম্মত বাড়াতেন। নিজে কষ্ট করে অপরের সুখ শান্তি নিশ্চিত করতেন এবং সারারাত আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তার এহেন অবস্থা দেখে কারাগারের সব কয়েদী তার ভক্ত হয়ে গেল। কারাধ্যক্ষও তাঁর চরিত্রে মুগ্ধ হলো এবং বলল : আমার ক্ষমতা থাকলে আপনাকে ছেড়ে দিতাম। এখানে যাতে আপনার কোনোরূপ কষ্ট না হয়, এখন শুধু সেদিকেই লক্ষ্য রাখতে পারি।

হযরত ইউসুফ (আ.) -এর সাথে কারাগারে প্রবেশকারী দু'জন কয়েদি একদিন বলল : আমাদের দৃষ্টিতে আপনি একজন সৎ ও মহানুভব ব্যক্তি। তাই আপনার কাছে আমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতে চাই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও অন্যান্য তাফসীরবিদ বলেন : তারা বাস্তবিকই এ স্বপ্ন দেখেছিল। মোটকথা, তাদের একজন, অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাদশাহকে মদ্যপান করাত, সে বলল : আমি দেখি যে, আঙ্গুল থেকে শরাব বের করছি। দ্বিতীয়জন অর্থাৎ বাবুর্চি বলল : আমি দেখি যে, আমার মাথায় রুটি ভর্তি একটি ঝুড়ি রয়েছে। তা থেকে পাখিরা ঠুকরে ঠুকরে আহার করছে। তারা উভয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিতে অনুরোধ জানাল।

হযরত ইউসুফ (আ.)-কে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয়েছে; কিন্তু তিনি পয়গাম্বরসুলভ ভঙ্গিতে এ প্রশ্নের উত্তর দানের পূর্বে ঈমানের দাওয়াত ধর্মপ্রচারের কাজ আরম্ভ করে দিলেন। প্রচারের মূলনীতি অনুযায়ী প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে সর্বপ্রথম তাদের অন্তরে আস্থা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে একটি মু'জিযা উল্লেখ করলেন যে, তোমাদের জন্য প্রত্যহ যে খাদ্য তোমাদের বাসা থেকে কিংবা অন্য কোনো জায়গা থেকে আসে, তা আসার আগেই আমি তোমাদেরকে খাদ্যের প্রকার, গুণাগুণ, পরিমাণ ও সময় সম্পর্কে বলে দেই। বাস্তবে আমার সরবরাহকৃত তথ্য সব সত্য হয়। ذٰلِكَ مِمَّا عَلَّمَنِىْ رَبِّىْ অর্থাৎ এটা কোনো ভবিষ্যৎ কথন, জ্যোতিষ বিদ্যা অথবা অতীন্দ্রিয়বাদের ভেলকি নয়; বরং আমার পালনকর্তা ওহীর মাধ্যমে আমাকে যা বলে দেন, আমি তাই তোমাদেরকে জানিয়ে দেই। নিঃসন্দেহে এ প্রকাশ্য মু'জিযাটি নবুয়তের প্রমাণ এবং আস্থার অনেক বড় কারণ। এরপর প্রথমে কুফরের নিন্দা এবং কাফেরদের ধর্মের প্রতি স্বীয় বিমুখতা বর্ণনা করছেন। অতঃপর আরো বলেছেন যে, আমি নবী পরিবারেরই একজন এবং তাদেরই সত্য ধর্মের অনুসারী। আমার পিতৃপরুষ হচ্ছেন ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব। এ বংশগত আভিজাত্যও স্বভাবতঃ মানুষের আস্থা অর্জনে সহায়ক হয়। এরপর বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে আল্লাহর গুণাবলিতে অংশীদার মনে করা আমাদের জন্য মোটেই বৈধ নয়। এ সত্য ধর্মের তৌফিক আমাদের প্রতি এবং সব লোকের প্রতি আল্লাহ তা'আলারই অনুগ্রহ। তিনি সুস্থ

বিবেক বুদ্ধি দান করে সত্যকে গ্রহণ করা আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। কিন্তু অনেক লোক এ নিয়ামতের কদর ও অনুগ্রহ স্বীকার করে না। অতঃপর তিনি কয়েদীদেরকেই প্রশ্ন করলেন : আচ্ছা তোমরাই বল, অনেক পালনকর্তার উপাসক হওয়া উত্তম, না এক আল্লাহর দাস হওয়া ভালো, যিনি সবার উপরে পরাক্রমশালী? অতঃপর অন্য এক পন্থায় মূর্তিপূজার অনিষ্টকারিতা বর্ণনা করে বললেন : তোমরা এবং তোমদের পিতৃপুরুষেরা কিছু সংখ্যক প্রতিমাকে পালনকর্তা মনে করে নিয়েছ। এরা শুধু নামসর্বস্বই, অথচ এদেরকেই তোমরা মা'বূদ সাব্যস্ত করে নিয়েছ ওদের মধ্যে এমন কোনো সত্তাগত গুণ নেই যে, ওদেরকে সামান্যতম শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী মনে করা যেতে পারে। কারণ ওরা সবাই চেতনা ও অনুভূতিহীন। এটা চাক্ষুষ বিষয়। ওদের সত্য উপাস্য হওয়ার অপর একটি উপায় ছিল এই যে, আল্লাহ তা'আলা ওদের আরাধনার জন্য নির্দেশ নাজিল করতেন। এমতাবস্থায় চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও বিবেকবুদ্ধি যদিও ওদের খোদায়ী স্বীকার না করত, কিন্তু আল্লাহর নির্দেশের কারণে আমরা চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাকে ছেড়ে আল্লাহর নির্দেশ পালন করতাম। কিন্তু এখানে এরূপ কোনো নির্দেশও নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা এসব কৃত্রিম উপাস্যের ইবাদতের জন্য কোনো প্রমাণ কিংবা সনদও নাজিল করেননি; বরং তিনি এ কথাই বলেছেন যে, নির্দেশ ও শাসনক্ষমতার অধিকার আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নেই। অতঃপর তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করো না। আমার পিতৃপুরুষেরা এ সত্য ধর্মই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন; কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সত্য জানে না

প্রচার ও দাওয়াত সমাপ্ত করার পর হযরত ইউসুফ (আ.) কয়েদীদের স্বপ্নের দিকে মনোযোগ দিলেন এবং বললেন : তোমাদের একজন তো মুক্তি পাবে এবং চাকরিতে পুনর্বহাল হয়ে বাদশাহকে মদ্যপান করাবে। অপর জনের অপরাধ প্রমাণিত হবে এবং তাকে শূলে চড়ানো হবে। পাখীরা তার মাথার মগজ ঠুকরে খাবে।

শব্দবিশ্লেষণ :

سِكِّيْنَ : فِعِّيْلُ এর ওযনে ইসমে মুশতাক। অর্থ- ছুরি, চাকু। এটি মুযাক্কার-মুয়ান্নাছ দুভাবেই ব্যবহার হয়। তবে মুযাক্কার হিসেবেই বেশি ব্যবহার হয়। ইমাম রাগের (র.) লিখেন, এর নাম سِكِّيْنٌ রাখার কারণ হলো, এটি জবাইকৃত প্রাণীর নড়াচড়া নিঃশেষ করে স্বস্থির ব্যবস্থা করে দেয়। এটি سُكُوْنٌ থেকে নির্গত।

لُمْتُنَّنِيْ : এটি قُلْتُنَّ এর ওযনে। সীগাহ جمع مؤنث حاضر বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ, মাসদার اَللَّوْمُ ও اَللَّوْمَةُ মূলবর্ণ (ل ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ- তিরস্কার করা। এর মাসদার ملام ও ملامة ও আসে। অর্থ- কোনো জিনিসকে খারাপ মনে করে তিরস্কার করা।

رَاوَدْتُهُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف ; বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُرَاوَدَةُ মূলবর্ণ (ر ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ- ফুসলানো।

لَيُسْجَنَنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول لام تاكيد بانون تاكيد বাব نَصَرَ মাসদার اَلسِّجْنُ মূলবর্ণ (س ـ ج ـ ن) জিনস صحيح অর্থ- বন্দী করা, বিরত রাখা, অভিযুক্ত করা।

رَأَوْا : সীগাহ جمع مذكرغائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر ـ أ ـ ى) জিনস مركب (مهموز عين ও ناقص يائى) অর্থ- দেখা।

نَبِّئْنَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّنْبِئَةُ মূলবর্ণ (ن ـ ب ـ أ) জিনস مهموزلام অর্থ- সুসংবাদ দেওয়া, সতর্ক করা।

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ؕ مَا كَانَ لَنَآ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ (٣٨)

৩৮. আর আমি অনুসরণ করেছি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাক (আ.) এবং ইয়াকূব (আ.)-এর ধর্মমতকে; আমাদের পক্ষে কিছুতেই শোভনীয় নয় যে, আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো কিছুকে শরিক সাব্যস্ত করি। তা হচ্ছে আমাদের প্রতি এবং অন্যান্য মানুষের প্রতিও আল্লাহর এক অনুগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ লোকই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٣٩)

৩৯. হে কারাবন্ধুগণ! বিভিন্ন উপাস্য কি উত্তম নাকি এক মা'বূদ? যিনি পরম পরাক্রান্ত।

مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (٤٠)

৪০. তোমরা তো আল্লাহকে ছেড়ে কেবলমাত্র কতিপয় অবাস্তব নামের পূজা করছ যাদেরকে তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষরা সাব্যস্ত করে নিয়েছো; আল্লাহ তো সেগুলো সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ পাঠাননি। হুকুম [প্রদানের অধিকার শুধু] আল্লাহরই; তিনি এ হুকুম দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত তোমরা আর কারো ইবাদত করো না। তা-ই হচ্ছে সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোকই অবগত নয়।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৮. وَاتَّبَعْتُ আর আমি অনুসরণ করেছি مِلَّةَ اٰبَآءِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাক এবং ইয়াকূবের ধর্মমতকে مَا كَانَ لَنَآ আমাদের পক্ষে কিছুতেই শোভনীয় নয় যে اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো কিছুকে শরিক সাব্যস্ত করি ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ এটা হচ্ছে আল্লাহর এক অনুগ্রহ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ আমাদের প্রতি এবং অন্যান্য মানুষের প্রতিও وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ লোকই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

৩৯. يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ হে কারা বন্ধুগণ! ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ বিভিন্ন উপাস্য কি উত্তম اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ না এক মা'বূদ? যিনি পরম পরাক্রান্ত।

৪০. مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَآءً তোমরা তো আল্লাহকে ছেড়ে কেবল মাত্র কতিপয় অবাস্তব নামের পূজা করছ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ যাদেরকে তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষরা সাব্যস্ত করে নিয়েছ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ আল্লাহ তো সেগুলো সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ পাঠাননি اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ হুকুম (প্রদানের অধিকার শুধু) আল্লাহরই اَمَرَ তিনি এ হুকুম দিয়েছেন যে اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ তিনি ব্যতীত তোমরা আর কারো ইবাদত করো না ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ এটাই হচ্ছে সরল পথ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ লোকই অবগত নয়।

يٰصَاحِبَيِ السِّجۡنِ اَمَّاۤ اَحَدُكُمَا فَيَسۡقِيۡ رَبَّهٗ خَمۡرًا ۚ وَاَمَّا الۡاٰخَرُ فَيُصۡلَبُ فَتَاۡكُلُ الطَّيۡرُ مِنۡ رَّاۡسِهٖ ؕ قُضِيَ الۡاَمۡرُ الَّذِيۡ فِيۡهِ تَسۡتَفۡتِيٰنِ (٤١)	৪১. হে কারাবন্ধুগণ! তোমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি তো স্বীয় মনিবকে মদ্যপান করাবে; এবং অপর ব্যক্তি শূলবিদ্ধ হবে এবং তার মস্তক পাখিরা [ঠুকরিয়ে] খাবে। তোমরা যে বিষয় জিজ্ঞাসা করছিলে, তা এরূপেই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে।
وَقَالَ لِلَّذِيۡ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنۡهُمَا اذۡكُرۡنِيۡ عِنۡدَ رَبِّكَ ۫ فَاَنۡسٰهُ الشَّيۡطٰنُ ذِكۡرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِي السِّجۡنِ بِضۡعَ سِنِيۡنَ (٤٢)	৪২. আর যে ব্যক্তি মুক্তি পাবে বলে ধারণা ছিল, তাকে ইউসুফ (আ.) বললেন, তোমার মনিবের নিকট আমার [বিষয়]-ও উল্লেখ করিও, কিন্তু শয়তান তাকে তার মনিবের নিকট উল্লেখ করতে ভুলিয়ে দিল, অতএব, আরো কয়েক বছর তাঁকে কারাগারে থাকতে হলো।
وَقَالَ الۡمَلِكُ اِنِّيۡۤ اَرٰى سَبۡعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاۡكُلُهُنَّ سَبۡعٌ عِجَافٌ وَّسَبۡعَ سُنۡۢبُلٰتٍ خُضۡرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ؕ يٰۤاَيُّهَا الۡمَلَاُ اَفۡتُوۡنِيۡ فِيۡ رُءۡيَايَ اِنۡ كُنۡتُمۡ لِلرُّءۡيَا تَعۡبُرُوۡنَ (٤٣)	৪৩. আর [মিসরের] বাদশাহ বলল, আমি [স্বপ্নে] দেখি যে, সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গাভী যাদেরকে সাতটি জীর্ণশীর্ণ গাভী খেয়ে ফেলছে, আর সাতটি তাজা শস্যগুচ্ছ রয়েছে এবং তা ব্যতীত আরো সাতটি রয়েছে যা শুষ্ক ; হে পরিষদবৃন্দ! আমাকে আমার এ স্বপ্ন সম্বন্ধে উত্তর দাও, যদি তোমরা স্বপ্নব্যাখ্যা বর্ণনা করতে সক্ষম হও।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪১. يٰصَاحِبَيِ السِّجۡنِ হে কারা বন্ধুগণ اَمَّاۤ اَحَدُكُمَا তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি তো فَيَسۡقِيۡ رَبَّهٗ خَمۡرًا স্বীয় মনিবকে মদ্য পান করাবে وَاَمَّا الۡاٰخَرُ فَيُصۡلَبُ এবং অপর ব্যক্তি শূলবিদ্ধ হবে فَتَاۡكُلُ الطَّيۡرُ مِنۡ رَّاۡسِهٖ এবং তার মস্তক পাখীরা (ঠোকরিয়ে) খাবে قُضِيَ الۡاَمۡرُ الَّذِيۡ فِيۡهِ تَسۡتَفۡتِيٰنِ তোমরা যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছিলে তা এরূপেই নির্ধারিত হয়ে থাকে।

৪২. وَقَالَ الَّذِيۡ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنۡهُمَا আর যে ব্যক্তি মুক্তি পাবে বলে ধারণা ছিল তাকে ইউসুফ বললেন اذۡكُرۡنِيۡ عِنۡدَ رَبِّكَ তোমার মনিবের নিকট আমার (বিষয়) ও উল্লেখ করবে فَاَنۡسٰهُ الشَّيۡطٰنُ কিন্তু শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিল ذِكۡرَ رَبِّهٖ তাকে তার মনিবের নিকট উল্লেখ করতে فَلَبِثَ فِي السِّجۡنِ بِضۡعَ سِنِيۡنَ অতএব, আরো কয়েক বৎসর তাঁকে কারাগারে থাকতে হলো।

৪৩. وَقَالَ الۡمَلِكُ আর (মিসরের) বাদশাহ বলল اِنِّيۡۤ اَرٰى আমি (স্বপ্নে) দেখি যে, سَبۡعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গাভী يَّاۡكُلُهُنَّ যাদেরকে খেয়ে ফেলছে سَبۡعٌ عِجَافٌ সাতটি জীর্ণ শীর্ণ গাভী وَّسَبۡعَ سُنۡۢبُلٰتٍ خُضۡرٍ আর সাতটি তাজা শস্য গুচ্ছ রয়েছে وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ এবং তা ব্যতীত আরো সাতটি রয়েছে যা শুষ্ক يٰۤاَيُّهَا الۡمَلَاُ হে পরিষদবৃন্দ! اَفۡتُوۡنِيۡ فِيۡ رُءۡيَايَ আমাকে আমার এ স্বপ্ন সম্বন্ধে উত্তর দাও اِنۡ كُنۡتُمۡ لِلرُّءۡيَا تَعۡبُرُوۡنَ যদি তোমরা স্বপ্ন ব্যাখ্যা বর্ণনা করতে সক্ষম হও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পয়গাম্বরসুলভ অনুকম্পার অভিনব দৃষ্টান্ত : আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) বলেন : উভয় কয়েদীর স্বপ্ন পৃথক পৃথক ছিল। প্রত্যেকটির ব্যাখ্যা নির্দিষ্ট ছিল এবং এটাও নির্দিষ্ট ছিল যে, যে ব্যক্তি বাদশাহকে মদ্যপান করাত, সে মুক্ত হয়ে চাকরিতে পুনর্বহাল হবে এবং বাবুর্চিকে শূলে চড়ানো হবে। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.) পয়গাম্বর সুলভ অনুকম্পার কারণে নির্দিষ্ট করে বলেননি যে, তোমাদের অমুককে শূলে চড়ানো হবে–যাতে সে এখন থেকেই চিন্তান্বিত না হয়ে পড়ে; বরং তিনি সংক্ষেপে বলেছেন যে, একজন মুক্তি পাবে এবং অপরজনকে শূলে চড়ানো হবে।

সবশেষে বলেছেন : আমি তোমাদের স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা দিয়েছি তা নিছক অনুমানভিত্তিক নয়; বরং এটাই আল্লাহর অটল ফয়সালা। যেসব তাফসীরবিদ তাদের স্বপ্নকে মিথ্যা ও বানোয়াট বলেছেন, তাঁরা একথাও বলেছেন যে, হযরত ইউসুফ (আ.) যখন স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন, তখন তারা উভয়েই বলে উঠল আমরা কোনো স্বপ্নই দেখিনি; বরং মিছামিছি বানিয়ে বলেছিলাম। তখন হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন : قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِيْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ তোমরা এ স্বপ্ন দেখে থাক বা না থাক, এখন বাস্তবে তাই হবে, যা বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা মিথ্যা স্বপ্ন তৈরি করার যে গুনাহ করেছ, এখন তার শাস্তি তা'ই, যা ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে।

অতঃপর যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে রেহাই পাবে, তাকে হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন : যখন তুমি মুক্ত হয়ে কারাগারের বাইরে যাবে এবং শাহী দরবারে পৌছবে, তখন বাদশাহর কাছে আমার বিষয়েও আলোচনা করবে যে, এ নিরপরাধ লোকটি কারাগারে পড়ে রয়েছে। কিন্তু মুক্ত হয়ে লোকটি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কথা ভুলে গেল। ফলে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মুক্তি আরো বিলম্বিত হয়ে গেল এবং এ ঘটনার পর আরো কয়েক বছর তাঁকে কারাগারে কাটাতে হলো। আয়াতে بِضْعَ سِنِيْنَ বলা হয়েছে। শব্দটি তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা বুঝায়। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, এ ঘটনার পর আরো সাত বছর তাঁকে জেলে থাকতে হয়েছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

ءَأَرْبَابٌ : ইস্তিফহামে ইনকারী। أَرْبَابٌ শব্দটি رَبٌّ-এর বহুবচন। রব এর ব্যবহার যখন ইযাফত ছাড়া হয়, তখন তা শুধু আল্লাহর পবিত্র সত্তার জন্যই প্রযোজ্য। সে হিসেবে এর বহুবচন আসে না। কুরআন মাজীদে যেখানে أَرْبَابٌ বহুবচন রূপে ব্যবহার হয়েছে, সেখানে কাফেরদের বিশ্বাস অনুযায়ী উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থ- কয়েকজন প্রভু, কয়েকজন মা'বূদ।

سَمَّيْتُمُوْهَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف ; বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْمِيَةُ মূলবর্ণ (س ـ م ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- নামকরণ করা। নাম নির্ধারণ করা।

تَسْتَفْتِيَانِ : সীগাহ تثنيه مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِفْتَاءُ মূলবর্ণ (ف ـ ت ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- জিজ্ঞাসা করা।

نَاجٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلنَّجَاةُ মূলবর্ণ (ن ـ ج ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- নিষ্কৃতি পাওয়া, রেহাই পাওয়া। نَاجٍ মূলত نَاجِيٌ ছিল।

اَنْسَاهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْسَاءُ মূলবর্ণ (ن ـ س ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- ভুলিয়ে দেওয়া।

سِمَانٌ : سَمِيْنٌ-এর বহুবচন আর سَمِيْنٌ হচ্ছে فَعِيْلٌ এর ওযনে صفت مشبه-এর সীগাহ, বহছ صفت مشبة বাব سَمِعَ মাসদার اَلسِّمَنُ মূলবর্ণ (س ـ م ـ ن) জিনস صحيح অর্থ- মোটা হওয়া স্থূল হওয়া।

سَبْعٌ : সাত। এটি ইসমে আদদ, যা স্ত্রীলিঙ্গের জন্য আসে।

سُنْبُلَاتٌ : বহুবচন, একবচন سُنْبُلَةٌ অর্থ- মোটাতাজা। আর سُنْبُلٌ-এর বহুবচন سَنَابِلُ আসে।

يَابِسَاتٌ : বহুবচন, একবচন يَابِسٌ ; অর্থ- শুকনা, যা তরতাজা নয়।

اَفْتُوْنِيْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف মাসদার اَلْاِفْتَاءُ বাব اِفْعَالٌ অর্থ- ফতোয়া দেওয়া, মশকিল আহকামসমূহের জবাব দেওয়া। اَفْتُوْنِيْ মূলত اَفْتِيُوْنِيْ ছিল। اَسْلِمُوْنِيْ-এর ওযনে তালীল হয়ে ইয়া পড়ে গেছে এবং اَفْتُوْنِيْ হয়েছে।

قَالُوٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ (٤٤)

৪৪. তারা বলতে লাগল, এটা তো হচ্ছে এমনি বিক্ষিপ্ত কল্পনাসমূহ, আর আমরা স্বপ্নের তা'বীর সম্বন্ধে জ্ঞানও রাখি না।

وَقَالَ الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ (٤٥)

৪৫. আর সে বন্দীদ্বয়ের মধ্য হতে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল এবং বহু দিন পর তার স্মরণ হলো, সে বলল, আমি তার তা'বীরের সংবাদ এনে দিচ্ছি, আপনারা আমাকে একটু যেতে অনুমতি দিন।

يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِيْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۙ لَّعَلِّيْٓ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ (٤٦)

৪৬. [অতঃপর গিয়ে বলল] হে ইউসুফ হে সত্যের প্রতীক! আপনি আমাদেরকে এর জবাব বলে দিন যে, সাতটি হৃষ্টপুষ্ট শীর্ণ গাভী যাদেরকে খেয়ে ফেলছে সাতটি জীর্ণশীর্ণ গাভী; আর সাতটি তাজা শস্যগুচ্ছ রয়েছে এবং তা ব্যতীত [সাতটি] শুষ্কও রয়েছে যেন আমি সে লোকদের নিকট ফিরে যেতে পারি যাতে তারাও জানতে পারে।

قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ (٤٧)

৪৭. তিনি বললেন, তোমরা ক্রমান্বয়ে সাত বছর শস্য বপন করবে, অতঃপর যে শস্য কর্তন করবে তা তার শীষে রেখে দিবে, অবশ্য সামান্য পরিমাণ ব্যতীত যা তোমাদের খাওয়ার জন্য লাগবে।

ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ (٤٨)

৪৮. অনন্তর তারপর আরো সাতটি বছর এমন কঠিন আসবে যা সে [সমস্ত] শস্যকে খেয়ে ফেলবে যেগুলো তোমরা এ কয়েক বছরের জন্য সঞ্চয় করে রাখবে। কিন্তু সামান্য পরিমাণ যা [বীজের জন্য] রেখে দিবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৪. قَالُوْا তারা বলতে লাগল اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ এটা তো হচ্ছে এমনি বিক্ষিপ্ত কল্পনা সমূহ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ আর আমরা স্বপ্নের তা'বীর সম্বন্ধে জ্ঞানও রাখি না।

৪৫. وَقَالَ আর সে বলল الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا সেই বন্দীদ্বয়ের মধ্য হতে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ এবং বহুদিন পর তার স্মরণ হলো اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ এর তা'বীরের সংবাদ এনে দিচ্ছি فَاَرْسِلُوْنِ আপনারা আমাকে একটু যেতে অনুমতি দিন।

৪৬. يُوْسُفُ হে ইউসুফ! اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ সত্যের প্রতীক اَفْتِنَا আপনি আমাদেরকে এর জবাব বলে দিন যে, فِيْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ সাতটি হৃষ্টপুষ্ট গাভী يَاْكُلُهُنَّ যাদেরকে খেয়ে ফেলছে سَبْعٌ عِجَافٌ সাতটি জীর্ণ শীর্ণ গাভী وَسَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ আর সাতটি তাজাশস্য গুচ্ছ রয়েছে وَاُخَرَ يٰبِسٰتٍ এবং তা ব্যতীত (সাতটি) শুষ্ক ও রয়েছে لَعَلِّيْ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ যেন আমি সেই লোকদের নিকট ফিরে যেতে পারি لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ যাতে তারাও জানতে পারে।

৪৭. قَالَ তিনি বললেন تَزْرَعُوْنَ তোমরা শস্য বপন করবে سَبْعَ سِنِيْنَ সাত বছর دَاَبًا ক্রমান্বয়ে فَمَا حَصَدْتُّمْ অতঃপর যে শস্য কর্তন করবে فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْۢبُلِهٖ তা তার শীষে রেখে দিবে اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ অবশ্য সামান্য পরিমাণ ব্যতীত যা তোমাদের খাওয়ার জন্য লাগবে।

৪৮. ثُمَّ يَاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ অনন্তর এর পর আরো আসবে سَبْعٌ شِدَادٌ সাতটি বৎসর এমন কঠিন يَاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ যা সে (সমস্ত) সঞ্চিত শস্যকে খেয়ে ফেলবে যে গুলো তোমরা এই কয়েক বৎসরের জন্য সঞ্চয় করে রাখবে اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ কিন্তু সামান্য পরিমাণ যা (বীজের জন্য) রেখে দিবে।

ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ (٤٩)

৪৯. অনন্তর তার পর এমন একটি বছর আসবে যাতে মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং তাতে [প্রচুর আঙ্গুর উৎপন্ন হবে এবং] রসও নিঃসারণ করবে।

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِيْ بِهٖ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِيْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ؕ اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ (٥٠)

৫০. আর বাদশাহ আদেশ দিলেন, তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো, অতঃপর যখন তাঁর নিকট দূত পৌছল। তিনি বললেন যে, তুমি স্বীয় মনিবের নিকট ফিরে যাও, তৎপর তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, সে রমণীদের কী অবস্থা, যারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল? আমার রব এ নারীজাতির চক্রান্ত উত্তমরূপে অবগত আছেন।

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ ؕ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْٓءٍ ؕ قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ؗ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ (٥١)

৫১. তিনি [নারীদেরকে] জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের ব্যাপার কী? যখন তোমরা ইউসুফের নিকট নিজেদের মতলব সিদ্ধির কামনা করেছিলে? রমণীরা উত্তরে বলল, পবিত্রতা আল্লাহরই জন্য! তার মধ্যে সামান্য মাত্রও দোষ ছিল বলে তো আমাদের মনে হয় না; আযীযের স্ত্রী বলল, এখন তো সত্য কথা প্রকাশ হয়েই পড়ল; আমিই তাঁর নিকট স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির কামনা করেছিলাম এবং নিশ্চয় তিনিই সত্যবাদী।

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّيْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ (٥٢)

৫২. ইউসুফ বললেন, এসব আয়োজন কেবল এ উদ্দেশ্যে যেন আযীয দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে অবহিত হন যে, আমি তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর কুল মর্যাদায় হস্তক্ষেপ করিনি এবং এটাও যে, আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্ত সফল করেন না।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৯. ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ অনন্তর এর পর এমন একটি বৎসর আসবে فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ যাতে মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ এবং তাতে প্রচুর আঙ্গুর উৎপন্ন হবে এবং রসও নিঃসরণ করবে।

৫০. وَقَالَ الْمَلِكُ আর বাদশাহ আদেশ দিলেন ائْتُوْنِيْ بِهٖ তাকে আমার নিকট নিয়ে আস فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُوْلُ অতঃপর যখন তার নিকট দূত পৌছল قَالَ তিনি বললেন ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ তুমি স্বীয় মনিবের নিকট ফিরে যাও فَسْـَٔلْهُ তৎপর তাকে জিজ্ঞাসা কর مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِيْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ সে রমণীদের কি অবস্থা যারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল اِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ আমার রব এ নারী জাতির চক্রান্ত উত্তমরূপে অবগত আছেন।

৫১. قَالَ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন (নারীদেরকে) مَا خَطْبُكُنَّ তোমাদের ব্যাপার কি اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ عَنْ نَّفْسِهٖ তোমরা যখন ইউসুফের নিকট নিজেদের মতলব সিদ্ধির কামনা করেছিলে قُلْنَ রমণীরা উত্তর করল حَاشَ لِلّٰهِ পবিত্রতা আল্লাহরই জন্য مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْٓءٍ তার মধ্যে সামান্য মাত্রও দোষ ছিল বলে তো আমাদের মনে হয়নি قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ আযীযের স্ত্রী বলল الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ এখন তো সত্য কথা প্রকাশ হয়েই পড়ল اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ আমিই তার নিকট স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির কামনা করেছিলাম وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ এবং নিশ্চয় তিনিই সত্যবাদী।

৫২. ذٰلِكَ ইউসুফ বললেন, এসব আয়োজন কেবল এ উদ্দেশ্যে لِيَعْلَمَ যেন আযীয দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে অবহিত হন যে, اَنِّيْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ আমি তার অনুপস্থিতিতে তাঁর কুল মর্যাদায় হস্তক্ষেপ করিনি وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ এবং এটাও যে, আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাস ঘাতকদের চক্রান্ত সফল করেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মুক্তির জন্য অদৃশ্য যবনিকার অন্তরাল থেকে একটি উপায় সৃষ্টি করলেন। বাদশাহ একটি স্বপ্ন দেখে উদ্বেগাকুল হলেন এবং রাজ্যের জ্ঞানী ব্যাখ্যাতা ও অতীন্দ্রিয় বাদীদেরকে একত্রিত করে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলেন। স্বপ্নটি কারো বোধগম্য হলো না। তাই সবাই উত্তর দিল : ذٰلِكَ اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ এখানে اَضْغَاثٌ শব্দটি ضِغْثٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ এমন পুটলী, যাতে বিভিন্ন প্রকার আবর্জনা ও ঘাসখড় জমা থাকে। অর্থ এই যে, এ স্বপ্নটি মিশ্র ধরনের। এতে কল্পনা ইত্যাদি শামিল রয়েছে। আমরা এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানি না। সঠিক স্বপ্ন হলে ব্যাখ্যা দিতে পারতাম।

এ ঘটনা দেখে দীর্ঘকাল পর হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কথা মুক্তিপ্রাপ্ত সেই কয়েদীর মনে পড়ল। সে অগ্রসর হয়ে বলল : আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে পারব। তখন সে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর গুণাবলি, স্বপ্ন ব্যাখ্যায় পারদর্শিতা এবং মজলুম হয়ে কারাগারে আবদ্ধ হওয়ার কথা বর্ণনা করে অনুরোধ করল যে, তাকে কারাগারে তার সাথে সক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হোক। বাদশাহ এ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন এবং সে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাছে উপস্থিত হলো। কুরআন পাক এসব ঘটনা একটিমাত্রশব্দ فَاَرْسِلُوْنِ দ্বারা বর্ণনা করেছে। এর অর্থ আমাকে পাঠিয়ে দিন। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নামোল্লেখ, সরকারি মঞ্জুরি অতঃপর কারাগারে পৌঁছা এসব ঘটনা আপনা আপনি বুঝা যায়। তাই এগুলো পরিষ্কার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করা হয়নি; বরং এ ভাবে বর্ণনা শুরু করা হয়েছে : يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ অর্থাৎ লোকটি কারাগারে পৌঁছে ঘটনার বর্ণনা শুরু করে প্রথমে ইউসুফ (আ.)-এর صِدِّيْق অর্থাৎ কথা ও কাজে সাচ্চা হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। অতঃপর দরখাস্ত করেছে যে, আমাকে একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন। স্বপ্ন এই যে, বাদশাহ সাতটি মোটাতাজা গাভী দেখেছেন। এগুলোকেই অন্য সাতটি জীর্ণ শীর্ণ গাভী খেয়ে যাচ্ছে। তিনি আরো সাতটি গমের সবুজ শীষ ও সাতটি শুষ্ক শীষ দেখেছেন। لَعَلِّيْ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ, আপনি ব্যাখ্যা বলে দিলে অচিরেই আমি ফিরে যাব এবং তাদের কাছে ব্যাখ্যা বর্ণনা করব। এতে সম্ভবত তারা আপনার জ্ঞান গরিমা সম্পর্কে অবগত হবে।

তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, 'আলমে মিছাল' তথা প্রত্যাকৃতিজগতে ঘটনাবলি যে আকারে থাকে, স্বপ্নে তাই দৃষ্টিগোচর হয়। এ জগতের প্রত্যাকৃতি সমূহের বিশেষ অর্থ আছে। স্বপ্ন ব্যাখ্যাশাস্ত্র পুরোপুরিই এ সব অর্থ জানার উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে এ শাস্ত্র পুরোপুরি শিক্ষা দান করেছিলেন। তিনি স্বপ্নের বিবরণ শুনে বুঝে নিলেন যে, সাতটি মোটাতাজা গাভী ও সাতটি সবুজ শীষের অর্থ হচ্ছে প্রচুর ফলনসম্পন্ন সাত বছর। কেননা মৃত্তিকা চষায় ও ফসল ফলানের কাজে গাভীর বিশেষ ভূমিকা থাকে। এমনিভাবে সাতটি শীর্ণ গাভী ও সাতটি শুষ্ক শীষের অর্থ হচ্ছে, প্রথম সাত বছরের পর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সাতটি বছর আসবে। শীর্ণ সাতটি গাভী মোটা তাজা সাতটি গাভীকে খেয়ে ফেলার অর্থ এই যে, পূর্ববর্তী সাত বছরে খাদ্যশস্যের যে ভাণ্ডার সঞ্চিত থাকবে, তা সবই দুর্ভিক্ষের সাত বছরে নিঃশেষ হয়ে যাবে। শুধু বীজের জন্য কিছু খাদ্যশস্য বেঁচে যাবে।

বাদশাহর স্বপ্নে বাহ্যত এতটুকু ছিল যে, সাত বছর ভালো ফলন হবে, এরপর সাত সছর দুর্ভিক্ষ হবে। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.) আরো কিছু বাড়িয়ে বললেন যে, দুর্ভিক্ষের বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে এক বছর খুব বৃষ্টিপাত হবে এবং প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে। এ বিষয়টি হযরত ইউসুফ (আ.) এভাবে ও জানতে পারেন যে, দুর্ভিক্ষের বছর সর্বমোট সাতটি, তখন আল্লাহর চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী অষ্টম বছর বৃষ্টিপাত ও উৎপাদন হবে। হযরত কাতাদাহ (রা.) বলেন : আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে এ বিষয়ে জ্ঞাত করিয়েছিলেন , যাতে স্বপ্নের ব্যাখ্যার অতিরিক্ত কিছু সংবাদ তারা লাভ করে, তার জ্ঞান গরিমা প্রকাশ পায় এবং তার মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। তদুপরি হযরত ইউসুফ (আ.) শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত হননি। বরং এর সাথে একটি বিজ্ঞজনোচিত ও সহানুভূতি মূলক পরামর্শও দিয়েছিলেন যে, প্রথম সাত বছরে সে অতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন হবে, তা গমের শীষের মধ্যেই সংরক্ষিত রাখতে হবে। যাতে পুরানো হওয়ার পর গমে পোকা না লাগে– অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে, শস্য যতদিন শীষের মধ্যে থাকে, ততদিন তাতে পোকা লাগে না।

ثُمَّ يَأْتِىْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ অর্থাৎ প্রথম সাত বছরের পর ভয়াবহ খরা ও দুর্ভিক্ষের সাত বছর আসবে এবং পূর্ব সঞ্চিত শস্য ভাণ্ডার খেয়ে ফেলবে। বাদশাহ স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, শীর্ণ ও দুর্বল গাভীগুলো মোটাতাজা ও শক্তিশালী গাভীগুলোকে খেয়ে ফেলছে। তাই ব্যাখ্যায় এর সাথে মিল রেখে বলেছেন যে, দুর্ভিক্ষের বছরগুলো পূর্ববর্তী বছরগুলোর সঞ্চিত শস্য ভাণ্ডারগুলো খেয়ে ফেলবে। যদিও বছর এমন কোনো বস্তু নয়, যা কোনো কিছুকে ভক্ষণ করতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ ও জীব জন্তুতে দুর্ভিক্ষের বছরগুলোতে পূর্ব সঞ্চিত শস্য ভাণ্ডার খেয়ে ফেলবে।

কাহিনীর গতিধারা দেখে বুঝা যায় যে, এ ব্যক্তি স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে ফিরে এসেছে এবং বাদশাহকে তা অবহিত করেছে। বাদশাহ বৃত্তান্ত শুনে নিশ্চিত ও হযরত ইউসুফ (আ.)-এর গুণ গরিমায় মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু কুরআন পাক এসব বিষয় উল্লেখ করা দরকার মনে করেনি। কারণ এগুলো আপনা থেকেই বুঝা যায়। পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে :

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِىْ بِهٖ অর্থাৎ বাদশাহ আদেশ দিলেন যে, ইউসুফ (আ.)-কে কারাগার থেকে বাইরে নিয়ে এসো! অতঃপর বাদশাহর জনৈক দূত এ বার্তা নিয়ে কারাগারে পৌছল।

হযরত ইউসুফ (আ.) দীর্ঘ বন্দীজীবনের দুঃসহ যাতনায় অতিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন এবং মনে মনে মুক্তি কামনা করছিলেন। কাজেই বাদশার প্রেরিত বার্তাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে বের হয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পয়গাম্বরগণকে যে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, তা অন্যের পক্ষে অনুধাবন করাও সম্ভব নয়।

তিনি দূতকে উত্তর দিলেন : قَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِىْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ اِنَّ رَبِّىْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ অর্থাৎ, ইউসুফ (আ.) দূতকে বললেন : তুমি বাদশাহর কাছে ফিরে গিয়ে প্রথমে জিজ্ঞেস কর যে, আপনার মতে ঐ মহিলাদের ব্যাপারটি কিরূপ, যারা হাত কেটে ফেলেছিল? বাদশাহ এ ব্যাপারে আমাকে সন্দেহ করেন কি না এবং আমাকে দোষী মনে করেন কি না?

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, হযরত ইউসুফ (আ.) এখানে হস্তকর্তনকারিণী মহিলাদের কথা উল্লেখ করেছেন, আযীয পত্নীর নাম উল্লেখ করেননি। অথচ সেই ছিল ঘটনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। বলাবাহুল্য, এতে ঐ নিমকের কদর করা হয়েছে, যা ইউসুফ (আ.) আযীযের গৃহে লালিত পালিত হয়ে খেয়েছিলেন। প্রকৃত ভদ্র স্বভাবের লোকেরা স্বভাবতই এরূপ নিমকহালালী করার চেষ্টা করে থাকেন। -[কুরতুবী]

আরেক কারণ এই যে, নিজের পবিত্রতা প্রমাণ করাই ছিল আসল উদ্দেশ্য। এ মহিলাদের মাধ্যমেও এ উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারত এবং এতে তাদেরও তেমন কোনো অপমান ছিল না তারা সত্য কথা স্বীকার করলে শুধু পরামর্শ দানের দোষ তাদের ঘাড়ে চাপত। আযীয পত্নীর অবস্থা এরূপ ছিল না। সরাসরি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলে তাকে ঘিরেই তদন্তকার্য অনুষ্ঠিত হতো। ফলে তার অপমান বেশি হতো। হযরত ইউসুফ (আ.) সাথে সাথে আরো বললেন ; إِنَّ رَبِّيْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ অর্থাৎ আমার পালনকর্তা তো তাদের মিথ্যা ও ছলচাতুরী অবহিতই রয়েছেন। আমি চাই যে, বাদশাহও বাস্তব সত্য সম্পর্কে অবগত হোন। এ বাক্যে সূক্ষ্ম ভঙ্গিতে নিজের পবিত্রতাও বর্ণিত হয়েছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

أَفْتِنَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ বাব إِفْعَالٌ মাসাদার اَلْإِفْتَاءُ মূলবর্ণ (ف ـ ت ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- সংবাদ দেওয়া। ن হলো যমীর মানসূব মুত্তাসিল

فَذَرُوْهُ : فا আতফের হরফ। অর্থ- সীগাহ جمع مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ বাব سَمِعَ ও فَتَحَ মাসদার اَلْوَذْرُ মূলবর্ণ (و ـ ذ ـ ر) জিনস مثال واوى অর্থ- ছেড়ে দেওয়া

شِدَادٌ : বহুবচন, একবচন شَدِيْدٌ ; অর্থ- শক্তিশালী, কঠোর।

يُغَاثُ : সীগাহ واحد مذكر غائب مضارع مجهول বহছ বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْغَيْثُ মূলবর্ণ (غ ـ ى ـ ث) জিনস اجوف يائى অর্থ- পানি প্রবাহিত করা পানি বর্ষণ করা

اِئْتُوْنِيْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر امر حاضر معروف বহছ বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْإِتْيَانُ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস مركب (ناقص يائى ও مهموز فاء) অর্থ- আনা

رَاوَدْتُهُ : সীগাহ واحد متكلم ماضى معروف বহছ বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُرَاوَدَةُ মূলবর্ণ (ر ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ- ফুসলানো।

১৩ তম পারা

وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِىْ ۚ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىْ ؕ اِنَّ رَبِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٥٣)

৫৩. আর আমি তো নিজের নফসকে নির্দোষ বলি না, নফস তো মন্দ কাজেরই প্ররোচনা দিয়ে থাকে সেই নফস ব্যতীত যার প্রতি আমার প্রতিপালক রহম করেন: নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অতিশয় ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়াবান।

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِىْ بِهٖٓ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِىْ ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهٗ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ (٥٤)

৫৪. আর বাদশাহ আদেশ করলেন, তাঁকে আমার নিকট নিয়ে এসো, আমি তাঁকে বিশেষভাবে নিজের [কাজের] জন্য রাখব, অনন্তর বাদশাহ যখন তাঁর সাথে বাক্যালাপ করলেন, তখন বাদশাহ বললেন, আজ আপনি আমাদের নিকট অতিশয় সম্মানি এবং বিশ্বাসী।

قَالَ اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ (٥٥)

৫৫. ইউসুফ বললেন, দেশের রাজকোষের উপর আমাকে নিযুক্ত করুন, আমি উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ।

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ۚ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ؕ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ (٥٦)

৫৬. আর এরূপে আমি ইউসুফকে দেশের উপর ক্ষমতাবান করে দিলাম, যেন সে তাতে যেখানে ইচ্ছা বসবাস করতে পারে; আমি যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহ দান করি এবং নেককারদের কর্মফল বিনষ্ট করি না।

وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ (٥٧) ع ٨

৫৭. এবং আখেরাতের পুরস্কার ঈমানদার ও মুত্তাকীদের জন্য অনেক বেশি উত্তম।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৩. وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِىْ আর আমিতো নিজের নফসকে নির্দোষ বলিনা اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ নফসতো মন্দ কাজেরই প্ররোচনা দিয়ে থাকে اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىْ সেই নফস ব্যতীত যার প্রতি আমার প্রতিপালক রহম করেন اِنَّ رَبِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ নিশ্চয় আমার রব অতিশয় ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়াবান।

৫৪. وَقَالَ الْمَلِكُ আর বাদশাহ আদেশ করলেন ائْتُوْنِىْ بِهٖ তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِىْ আমি তাকে বিশেষভাবে নিজের (কাজের) জন্য রাখব فَلَمَّا كَلَّمَهٗ অনন্তর বাদশাহ যখন তাঁর সাথে বাক্যালাপ করলেন قَالَ তখন বাদশাহ বললেন اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ আজ আপনি আমাদের নিকট অতিশয় সম্মানী এবং বিশ্বাসী।

৫৫. قَالَ ইউসুফ বললেন اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ দেশের রাজকোষের উপর আমাকে নিযুক্ত করুন اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ আমি উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ।

৫৬. وَكَذٰلِكَ আর এরূপে مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ আমি ইউসুফকে দেশের উপর ক্ষমতাবান করে দিলাম يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ যেন সে তাতে যেখানে ইচ্ছা বসবাস করতে পারে نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ আমি যাকে ইচ্ছা স্বীয় অনুগ্রহ দান করি وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ এবং নেককারদের কর্মফল বিনষ্ট করি না।

৫৭. وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ এবং আখেরাতের পুরস্কার خَيْرٌ অনেক বেশি উত্তম لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ঈমানদার ও মুত্তাকীদের জন্য।

وَجَآءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ (٥٨)

৫৮. আর [দুর্ভিক্ষ হওয়ার পর] ইউসুফের ভ্রাতাগণও শস্য ক্রয় করার জন্য [মিসরে] আগমন করল, অতঃপর ইউসুফের নিকট উপস্থিত হলো, তখন ইউসুফ তাদেরকে চিনে ফেললেন; কিন্তু তারা ইউসুফকে চিনতে পারল না।

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَبِيْكُمْ ۚ اَلَا تَرَوْنَ اَنِّيْٓ اُوْفِي الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ (٥٩)

৫৯. আর যখন ইউসুফ তাদের সামগ্রী [শস্য] প্রস্তুত করে দিলেন, তখন বললেন, তোমাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকেও [সঙ্গে] আনবে, তোমরা কি দেখছ না যে, আমি [প্রত্যেকের অংশ] পুরাপুরি মেপে দেই? এবং আমি সর্বাধিক অতিথিপরায়ণ।

فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِيْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ (٦٠)

৬০. আর যদি তোমরা তাকে আমার নিকট না আন, তবে আমার নিকট তোমাদের জন্য কোনো বরাদ্দ থাকবে না এবং তোমরা আমার নিকটও এসো না।

قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ وَاِنَّا لَفٰعِلُوْنَ (٦١)

৬১. তারা বলল, তাকে তার পিতার নিকট চাব এবং নিশ্চয় আমরা এ কাজ (করার চেষ্টা) করব।

وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَآ اِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ (٦٢)

৬২. এবং ইউসুফ নিজ ভৃত্যদেরকে বলে দিলেন যে, তাদের পুঁজি তাদেরই আসবাবের মধ্যে রেখে দাও, যখন তারা নিজ গৃহে ফিরবে, তখন যেন তা চিনতে পারে, হয়তো (এটা দেখে) তারা পুনর্বার আসবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৮. وَجَآءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ আর ইউসুফের ভ্রাতাগণও শস্য ক্রয় করার জন্য (মিসরে) আগমন করল فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ অতঃপর ইউসুফের নিকট উপস্থিত হলো فَعَرَفَهُمْ তখন ইউসুফ তাদেরকে চিনে ফেললেন وَهُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ কিন্তু তারা ইউসুফকে চিনতে পারলনা।

৫৯. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ আর যখন ইউসুফ তাদের সমাগ্রী (শস্য) প্রস্তুত করে দিলেন قَالَ তখন বললেন ائْتُوْنِيْ بِاَخٍ لَّكُمْ مِّنْ اَبِيْكُمْ তোমাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকেও (সঙ্গে) আনবে اَلَا تَرَوْنَ তোমরা কি দেখছ না যে اَنِّيْ اُوْفِي الْكَيْلَ আমি (প্রত্যেকের অংশ) পুরোপুরি মেপে দেই وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ এবং আমি সর্বাধিক অতিথি পরায়ণ।

৬০. فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِيْ بِهٖ আর যদি তোমরা তাকে আমার নিকট না আন فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ তবে আমার নিকট তোমাদের বাঁটের শস্যও পাবে না وَلَا تَقْرَبُوْنِ, এবং তোমরা আমার নিকটও এসো না।

৬১. قَالُوْا তারা বলল سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ তাকে তার পিতার নিকট চাইব وَاِنَّا لَفٰعِلُوْنَ, এবং নিশ্চয় আমরা এ কাজ (করার চেষ্টা) করব।

৬২. وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ এবং ইউসুফ নিজ ভৃত্যদেরকে বলে দিলেন যে, اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ তাদের পুঁজি তাদেরই আসবাবের মধ্যে রেখে দাও لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَا যেন তা চিনতে পারে اِذَا انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمْ যখন তারা নিজ গৃহে ফিরবে لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ হয়তো (এটা দেখে) তারা পুনর্বার আসবে।

فَلَمَّا رَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ مَعَنَآ اَخَانَا نَكْتَلْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ (٦٣)

৬৩. ফলকথা, যখন তারা নিজেদের পিতার নিকট ফিরে আসল তখন বলল, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য শস্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে, অতএব, আপনি আমাদের ভাইকে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিন, যেন আমরা শস্য আনতে পারি এবং আমরা তাকে পূর্ণ হেফাজতে রাখব।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৩. فَلَمَّا رَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَبِيْهِمْ ফলকথা যখন তারা নিজেদের পিতার নিকট ফিরে আসল। قَالُوْا তখন বলল يٰٓاَبَانَا হে আমাদের পিতা مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ আমাদের জন্য শস্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে فَاَرْسِلْ مَعَنَآ اَخَانَا অতএব, আপনি আমাদের ভাইকে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিন نَكْتَلْ যেন আমরা শস্য আনতে পারি وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ এবং আমরা তাকে পূর্ণ হেফাজতে রাখব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করা : পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এ উক্তি বর্ণিত হয়েছিল– আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের পুরোপুরি তদন্তের পূর্বে আমি কারাগার থেকে মুক্তি পছন্দ করি না– যাতে আযীয ও বাদশাহর মনে পুরোপুরি বিশ্বাস জন্মে যে, আমি কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং অভিযোগটি নিছক মিথ্যা ছিল। এ উক্তিতে একটি অনিবার্য প্রয়োজনে নিজের মুখেই নিজের পবিত্রতা বর্ণিত হয়েছিল, যা বাহ্যতঃ নিজের শুচিতা নিজের বর্ণনা করার শামিল। এটা আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় নয়; যেমন কুরআনে বলা হয়েছে– اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَآءُ অর্থাৎ, আপনি কি তাদেরকে দেখেন না যারা নিজেরাই নিজেদেরকে শুচিশুদ্ধ বলে? বরং আল্লাহ তা'আলারই অধিকার আছে, তিনি যাকে ইচ্ছা, শুচিশুদ্ধ সাব্যস্ত করবেন। সূরা নজমেও এ বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি আয়াত রয়েছে– فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى অর্থাৎ, তোমরা নিজের শুচিতা নিজে দাবি করো না। আল্লাহ তা'আলাই সম্যক জ্ঞাত আছেন, কে বাস্তবিক পরহেজগার ও আল্লাহভীরু।

তাই আলোচ্য আয়াতে হযরত ইউসুফ (আ.) আপন পবিত্রতা প্রকাশ করার সাথে সাথেই এ সত্যও ফুটিয়ে তুলেছেন যে, আমার একথা বলা নিজের আল্লাহভীরুতা ও পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্য নয়; বরং সত্য এই যে, প্রত্যেক মানুষের মন, যার মৌল উপাদান চার বস্তু যথা– অগ্নি, পানি, মৃত্তিকা ও বায়ু দ্বারা গঠিত হয়েছে, এ মন আপন স্বভাবে প্রত্যেককে মন্দ কাজের দিকেই আকৃষ্ট করে। তবে ঐ মন এর ব্যতিক্রম, যার প্রতি আমার পালনকর্তা অনুগ্রহ করেন এবং মন্দ স্পৃহা থেকে পবিত্র রাখেন। পয়গম্বরগণের মন এরূপই হয়ে থাকে। কুরআন পাকে এরূপ মনকে 'নফসে মুতমায়িন্না' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মোটকথা, এমন কঠোর পরীক্ষার সময় গোনাহ থেকে বেঁচে যাওয়াটা আমার কোনো সত্তাগত পরাকাষ্ঠা ছিল না; বরং আল্লাহ তা'আলারই রহমত ও পথ প্রদর্শনের ফল ছিল। তিনি যদি আমার মন থেকে হীন প্রবৃত্তিকে বহিষ্কার করে না দিতেন, তবে আমিও সাধারণ মানুষের মতো কু-প্রবৃত্তির হাতে পরাভূত হয়ে যেতাম।

কোনো কোনো হাদীসে আছে, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর একথা বলার কারণ এই যে, তাঁর মনেও এক প্রকার কল্পনা সৃষ্টি হয়েই গিয়েছিল, যদিও তা অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল। কিন্তু নবুয়তের মাপকাঠিতে এটাও পদস্খলনই ছিল। তাই একথা ব্যক্ত করেছেন যে, আমি নিজের মনকে সম্পূর্ণমুক্ত ও পবিত্র মনে করি না।

মানব মন তিন প্রকার : আয়াতে এ বিষয়টি চিন্তাসাপেক্ষ যে, এতে প্রত্যেক মানব মনকেই لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ (মন্দ কাজের আদেশদাতা) বলা হয়েছে; যেমন এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করলেন– এরূপ সাথি সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা, যাকে সম্মান সমাদর করলে, অর্থাৎ অন্ন দিলে, বস্ত্র দিলে সে তোমাদেরকে বিপদে ফেলে দেয়। পক্ষান্তরে তার অবমাননা করা হলে অর্থাৎ তাকে ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ রাখা হলে সে তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন– ইয়া রসূলাল্লাহ! এর চাইতে অধিক মন্দ দুনিয়াতে আর কোনো কিছু হতে পারে না। তিনি বললেন– ঐ সত্তার কসম, যার কব্জায় আমার প্রাণ, তোমাদের বুকের মধ্যে যে মনটি আছে সেই এই ধরনের সাথি। কুরতুবীর অন্য এক হাদীসে আছে, তোমাদের প্রধান শত্রু স্বয়ং তোমাদের মন। সে তোমাদেরকে মন্দ কাজে লিপ্ত করে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে এবং নানাবিধ বিপদাপদে জড়িত করে দেয়।

মোটকথা, উল্লিখিত আয়াত এবং হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, মানব-মন মন্দ কাজেই উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু সূরা কিয়ামায় এ মানব মনকেই 'লাওয়ামা' উপাধি দিয়ে এভাবে সম্মানিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা এর কসম খেয়েছেন– لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ এবং সূরা আল ফজরে এ মনকেই 'মুতমায়িন্না' আখ্যায়িত করে জান্নাতের সুসংবাদ দান করা হয়েছে– يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِىٓ اِلٰى رَبِّكِ এভাবে মানব মনকে এক জায়গায় لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ দ্বিতীয় জায়গায় لَوَّامَةٌ এবং তৃতীয় জায়গায় مُطْمَئِنَّةٌ বলা হয়েছে।

এর ব্যাখ্যা এই যে, প্রত্যেক মানব-মন আপন সত্তার দিক দিয়ে لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ অর্থাৎ, মন্দ কাজের আদেশদাতা। কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহ ও পরকালের ভয়ে মনের আদেশ পালনে বিরত থাকে, তখন তা لَوَّامَةٌ হয়ে যায়। অর্থাৎ, মন্দ কাজের জন্য তিরস্কারকারী ও মন্দ কাজ থেকে তওবাকারী; যেমন সাধারণ সাধু সজ্জনদের মন এবং যখন কোনো মানুষ নিজের মনের বিরুদ্ধে সাধনা করতে করতে মনকে এ স্তরে পৌঁছিয়ে দেয় যে, তার মধ্যে মন্দ কাজের কোনো স্পৃহাই অবশিষ্ট থাকে না, তখন তা 'মুতমায়িন্না' হয়ে যায়। অর্থাৎ, প্রশান্ত ও নিরুদ্বেগ মন। পুণ্যবানরা চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে এ স্তর অর্জন করতে পারে; কিন্তু তা সদাসর্বদা অব্যাহত থাকা নিশ্চিত নয়। পয়গম্বরগণকে আল্লাহ তা'আলা আপনা আপনি পূর্ব সাধনা ব্যতিরেকেই এ মন দান করেন এবং তাঁরা সদাসর্বদা এ স্তরেই অবস্থান করেন। এভাবে মনের তিনটি অবস্থার দিক দিয়ে তিন প্রকার ক্রিয়াকর্মকে তার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

আয়াতের শেষে اِنَّ رَبِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমার পালনকর্তা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। غَفُوْرٌ শব্দে ইঙ্গিত আছে যে, নফসে আম্মারা যখন স্বীয় গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং 'লাওয়ামা' হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তিনি ক্ষমা করে দেবেন। رَحِيْمٌ শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নফসে মুতমায়িন্না প্রাপ্ত হওয়াও আল্লাহ তা'আলার রহমত তথা দয়ারই ফল।

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُوْنِىْ বাদশাহ যখন হযরত ইউসুফ (আ.) এর দাবি অনুযায়ী মহিলাদের কাছে ঘটনার তদন্ত করলেন এবং যুলায়খা ও অন্যান্য সব মহিলা বাস্তব ঘটনা স্বীকার করল, তখন বাদশাহ নির্দেশ দিলেন– হযরত ইউসুফ (আ.) কে আমার কাছে নিয়ে এসো, যাতে তাকে একান্ত উপদেষ্টা করে নেই। নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে সসম্মানে কারাগার থেকে দরবারে আনা হলো। অতঃপর পারস্পরিক আলাপ ও আলোচনার ফলে তাঁর যোগ্যতা ও প্রতিভা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বাদশাহ বললেন– আপনি আজ থেকে আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানার্হ এবং বিশ্বস্ত।

ইমাম বগভী বর্ণনা করেন, যখন বাদশাহর দূত দ্বিতীয়বার কারাগারে ইউসুফ (আ.) এর কাছে পৌঁছল এবং বাদশাহর পয়গাম পৌঁছাল, তখন হযরত ইউসুফ (আ.) সব কারাবাসীদের জন্য দোয়া করলেন এবং গোসল করে নতুন কাপড় পরিধান করলেন। তিনি বাদশাহর দরবারে পৌঁছে এ দোয়া করলেন–

حَسْبِىْ رَبِّىْ مِنْ دُنْيَاىَ وَحَسْبِىْ رَبِّىْ مِنْ خَلْقِهٖ عَزَّ جَارُهٗ وَجَلَّ ثَنَاؤُهٗ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُهٗ অর্থাৎ, আমার দুনিয়ার জন্য আমার পালনকর্তাই যথেষ্ট এবং সকল সৃষ্টজীবের মোকাবিলায় আমার পালনকর্তা আমার জন্য যথেষ্ট। যে তাঁর আশ্রয়ে আসে, সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। তিনি সুমহান প্রশংসার অধিকারী। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই।

দরবারে পৌছে আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে দোয়া করেন এবং আরবি ভাষায় সালাম করেন– আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ এবং বাদশাহর জন্য হিব্রু ভাষায় দোয়া করলেন। বাদশাহ্ অনেক ভাষা জানতেন; কিন্তু আরবি ও হিব্রু ভাষা তাঁর জানা ছিল না। হযরত ইউসুফ (আ.) বলে দেন যে, সালাম আরবি ভাষায় এবং দোয়া হিব্রু ভাষায় করা হয়েছে।

এ রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, বাদশাহ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাথে বিভিন্ন ভাষায় কথাবার্তা বলেন। তিনি তাঁকে প্রত্যেক ভাষায়ই উত্তর দেন এবং আরবি ও হিব্রু এই দু'টি অতিরিক্ত ভাষা শুনিয়ে দেন। এতে বাদশাহর মনে হযরত ইউসুফ (আ.) এর যোগ্যতা গভীরভাবে রেখাপাত করে।

অতঃপর বাদশাহ বললেন– আমি আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা আপনার মুখ থেকে সরাসরি শুনতে চাই। হযরত ইউসুফ (আ.) প্রথমে স্বপ্নের এমন বিবরণ দিলেন, যা আজ পর্যন্ত বাদশাহ্ নিজেও কারো কাছে বর্ণনা করেননি। এরপর ব্যাখ্যা করলেন–

বাদশাহ বললেন– আমি আশ্চর্য বোধ করছি যে, আপনি এসব বিষয় কি করে জানলেন! অতঃপর তিনি পরামর্শ চাইলেন যে, এখন কি করা দরকার? হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন– প্রথম সাত বছর খুব বৃষ্টিপাত হবে। এ সময় অধিকতর পরিমাণে চাষাবাদ করে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। জনগণকে অধিক ফসল ফলানোর জন্য নির্দেশ দিতে হবে। উৎপন্ন ফসলের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিজের কাছে সঞ্চিতও রাখতে হবে।

এভাবে দুর্ভিক্ষের সাত বছরের জন্য মিসরবাসীদের কাছে প্রচুর শস্যভাণ্ডার মজুদ থাকবে এবং আপনি তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিন্ত থাকবেন। রাজস্ব আয় ও খাস জমি থেকে যে পরিমাণ ফসল সরকারের হাতে আসবে, তা ভিনদেশী লোকদের জন্য রাখতে হবে। কারণ, এ দুর্ভিক্ষ হবে সুদূরদেশ অবধি বিস্তৃত। ভিনদেশীরা তখন আপনার মুখাপেক্ষী হবে। আপনি খাদ্যশস্য দিয়ে সেসব আর্তমানুষকে সাহায্য করবেন। বিনিময়ে যৎকিঞ্চিৎ মূল্য গ্রহণ করলেও সরকারি ধনভাণ্ডারে অভূতপূর্ব অর্থ সমাগমত হবে। এ পরামর্শ শুনে বাদশাহ মুগ্ধ ও আনন্দিত হয়ে বললেন– এ বিরাট পরিকল্পনার ব্যবস্থাপনা কিভাবে হবে এবং কে করবে? ইউসুফ (আ.) বললেন–

اِجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ অর্থাৎ, জমির উৎপন্ন ফসলসহ দেশীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আপনি আমাকে সোপর্দ করুন। আমি এগুলোর পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম এবং ব্যয়ের খাত ও পরিমাণ সম্পর্কেও আমার পুরোপুরি জ্ঞান আছে। –(কুরতুবী)

একজন অর্থমন্ত্রীর মধ্যে যেসব গুণ থাকার দরকার, উপরিউক্ত দু'টি শব্দের মধ্যে হযরত ইউসুফ (আ.) তার সবগুলোই বর্ণনা করে দিলেন। কেননা অর্থমন্ত্রীর জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে সরকারি ধন-সম্পদ বিনষ্ট হতে না দেওয়া; বরং পূর্ণ হেফাজত সহকারে একত্রিত করা এবং অনাবশ্যক ও ভ্রান্ত খাতে ব্যয় না করা। দ্বিতীয় প্রয়োজন হচ্ছে, যেখানে যে পরিমাণ ব্যয় করা জরুরি, সেখানে সেই পরিমাণ ব্যয় করা এবং এক্ষেত্রে কোনো কম বেশি না করা। حَفِيْظٌ শব্দটি প্রথম প্রয়োজনের এবং عَلِيْمٌ শব্দটি দ্বিতীয় প্রয়োজনের নিশ্চয়তা।

বাদশাহ যদিও হযরত ইউসুফ (আ.)-এর গুণাবলিতে মুগ্ধ ও তাঁর ধর্মপরায়ণতা ও বুদ্ধিমত্তায় পুরোপুরি বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিলেন, তথাপি কার্যত তাকে অর্থমন্ত্রীর পদ সোপর্দ করলেন না; বরং এক বছর পর্যন্ত একজন সম্মানিত অতিথি হিসেবে দরবারে রেখে দিলেন।

এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর শুধু অর্থ মন্ত্রণালয়ই নয়; বরং যাবতীয় সরকারি দায়িত্বও তাঁকে সোপর্দ করে দেওয়া হলো। সম্ভবতঃ এই বিলম্বের কারণ ছিল এ যে, নিকট সান্নিধ্যে রেখে চরিত্র ও অভ্যাস সম্পর্কে পুরোপুরি অভিজ্ঞতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে এত বড় পদ দান করা উপযুক্ত ছিল না।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ লিখেছেন– এ সময়েই যুলায়খার স্বামী কিতফীন মৃত্যুবরণ করে এবং বাদশাহর উদ্যোগে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সাথে যুলায়খার বিবাহ হয়ে যায়। তখন হযরত ইউসুফ (আ.) যুলায়খাকে বললেন– তুমি যা চেয়েছিলে, এটা কি তার চাইতে উত্তম নয়? যুলায়খা স্বীয় দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

আল্লাহ তা'আলা সসম্মানে তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন এবং খুব আমোদ আহলাদে তাঁদের দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হয়। ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী তাঁদের দু'জন পুত্র সন্তানও জন্মগ্রহণ করেছিল। তাদের নাম ছিল ইফরায়ীম ও মানশা।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, বিবাহের পর আল্লাহ তা'আলা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর অন্তরে যুলায়খার প্রতি এত গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন, যা যুলায়খার অন্তরে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর প্রতি ছিল না। এমনকি, একবার হযরত ইউসুফ (আ.) যুলায়খার অভিযোগের স্বরে বললেন– এর কারণ কি যে, তুমি পূর্বের ন্যায় আমাকে ভালোবাস না? যুলায়খা আরজ করল– আপনার অসিলায় আমি আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা অর্জন করেছি। এ ভালোবাসার সামনে সব সম্পর্ক ও চিন্তা-ভাবনা ম্লান হয়ে গেছে। এ ঘটনাটি আরো কিছু বর্ণনাসহ তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কাহিনীতে সাধারণ মানুষের জন্য কল্যাণকর অনেক পথনির্দেশ ও শিক্ষা নিহিত রয়েছে। পূর্বে এগুলোর আংশিক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত আরও কিছু পথ-নির্দেশ নিম্নে বর্ণিত হচ্ছে–

১. وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِىْ ইউসুফ (আ.) এর উক্তিতে সৎ, আল্লাহভীরু ও পরহেজগারদের জন্য পথনির্দেশ এই যে, কোনো গোনাহ থেকে আত্মরক্ষার তওফীক হলে তজ্জন্য গর্ব করা কিংবা এর বিপরীতে যারা গোনাহ করে, তাদেরকে হেয় মনে করা উচিত নয়; বরং হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ন্যায় অন্তরে একথা বদ্ধমূল করতে হবে যে, এটা আমার কোনো নিজস্ব গুণ নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও কৃপা। তিনি 'নফসে-আম্মারা'কে আমার উপর প্রভাব বিস্তার করতে দেননি। নতুবা প্রত্যেকের মন স্বভাবগতভাবে তাকে মন্দ কাজের দিকে আকৃষ্ট করে।

২. اِجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ বাক্য থেকে জানা যায় যে, কোনো বিশেষ সরকারি পদ নিজে উপযাচক হয়ে গ্রহণ করা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় জায়েজ; যেমন– হযরত ইউসুফ (আ.) দেশীয় সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও দায়িত্ব চেয়ে নিয়েছিলেন।

কিন্তু এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য এই যে, কোনো বিশেষ পদ সম্পর্কে যদি জানা যায় যে, অন্য কোনো ব্যক্তি এর সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবে না এবং নিজে ভালোরূপে তা সম্পাদন করতে পারবে বলে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস থাকে এবং তা ছাড়া কোনো গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা না থাকে, তবে পদটি নিজে চেয়ে নেয়াও জায়েজ। তবে শর্ত এই যে, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থ-কড়ির মোহে নয়; বরং জনগণের বিশুদ্ধ সেবা ও ইনসাফের সাথে তাদের অধিকার সংরক্ষণ করাই উদ্দেশ্য থাকতে হবে। যেমন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সামনে এ লক্ষ্যই ছিল। আর যেখানে এরূপ অবস্থা না হয়, সেখানে রসূলুল্লাহ ﷺ কোনো সরকারি পদ প্রার্থনা করতে নিষেধ করেছেন। যে ব্যক্তি নিজে কোনো পদের জন্য আবেদন করেছে, তিনি তাকে পদ দেননি।

মুসলিমের এক হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুর রহমান ইবনে সামরা (রা.) কে বললেন– কখনো প্রশাসকের পদ প্রার্থনা করো না। নিজে প্রার্থনা করে যদি প্রশাসকের পদ পেয়েও ফেল, তবে আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন পাবে না। ফলে তুমি ভুল ভ্রান্তি ও পদস্খলন থেকে বাঁচতে পারবে না। পক্ষান্তরে দরখাস্ত ব্যতিরেকে যদি তোমাকে কোনো পদ দান করা হয়, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও সমর্থন পাবে। ফলে তুমি পদের পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

মুসলিমের অপর এক হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে একটি পদ প্রার্থনা করলে তিনি বললেন– اِنَّا لَنْ نَسْتَعْمِلَ عَلٰى عَمَلِنَا مَنْ اَرَادَهٗ যে ব্যক্তি নিজে পদ প্রার্থনা করে, আমি তাকে সরকারি পদ দান করি না।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পদ প্রার্থনা বিশেষ রহস্যের উপর ভিত্তিশীল ছিল :

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ব্যাপারটি এ প্রেক্ষাপট থেকে ভিন্ন। কারণ তিনি জানতেন যে, বাদশাহ কাফের। তার কর্মচারীরাও তেমনি। এ দিকে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এমতাবস্থায় স্বার্থবাদী মহল জনগণের প্রতি দয়ার্দ্র হবে না। ফলে লাখো মানুষ না খেয়ে মারা যাবে। এমন কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না, যে গরিবের প্রতি

সুবিচার করতে পারে। তাই তিনি নিজেই এ পদের জন্য আবেদন করলেন। তবে এর সাথে নিজের কিছু গুণগত বৈশিষ্ট্য তাঁকে প্রকাশ করতে হয়েছে। যাতে বাদশাহ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে এ পদ দান করেন।

আজও যদি কেউ সরকারি এমন কোনো পদ দেখে যে, এ কর্তব্য যথাযথ পালন করার মতো অন্য কেউ নেই এবং তিনি নিজে তা বিশুদ্ধভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন, তবে সে পদের জন্য দরখাস্ত করা তাঁর জন্য জায়েজ তো বটেই বরং ওয়াজিব; কিন্তু প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থকড়ি লাভ নয় বরং জনসেবা এখানে প্রধান উদ্দেশ্য থাকতে হবে। এর সম্পর্ক আন্তরিক ইচ্ছার সাথে, যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা খুব উত্তমভাবে পরিজ্ঞাত। -(কুরতুবী)

খোলাফায়ে-রাশেদীন স্বেচ্ছায় খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেছেন। এর কারণও তাই ছিল যে, তাঁরা জানতেন, অন্য কেউ এ দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারবে না। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আলী, হযরত মু'আবিয়া, হযরত হুসায়ন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের প্রমুখের মতানৈক্যও এ বিষয়ের উপর ভিত্তিশীল ছিল যে, তাঁদের প্রত্যেকের ধারণা ছিল যে, তৎকালীন প্রেক্ষিতে খেলাফতের দায়িত্ব প্রতিপক্ষের তুলনায় তিনি অধিক সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবেন। প্রভাব-প্রতিপত্তি কিংবা অর্থকড়ি অর্জন কারও মূল লক্ষ্য ছিল না।

অমুসলিম রাষ্ট্রে সরকারি পদ গ্রহণ করা জায়েজ কি না : হযরত ইউসুফ (আ) মিসর-সম্রাটের চাকরি গ্রহণ করেছিলেন। অথচ সম্রাট ছিল কাফের; এ থেকে বুঝা যায় যে, কাফের অথবা ফাসেক শাসনকর্তার অধীনে সরকারি পদ গ্রহণ করা বিশেষ অবস্থায় জায়েজ।

কিন্তু ইমাম জাসসাস فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ (আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না) আয়াতের অধীনে লিখেছেন- এ আয়াতদৃষ্টে জালেম ও কাফেরদের সাহায্য করা অবৈধ প্রমাণিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, কাফেরদের অধীনে সরকারি পদ গ্রহণ করা তাদের কার্যে অংশীদার হওয়া এবং সাহায্য করার নামান্তর। এ ধরনের সাহায্যকে কুরআন পাকের অনেক আয়াতে হারাম বলা হয়েছে।

হযরত ইউসুফ (আ.) এ চাকরি শুধু গ্রহণই করেননি, বরং দরখাস্ত করে লাভ করেছেন। তাফসীরবিদ মুজাহিদের মতে এর বিশেষ কারণ এই যে, বাদশাহ তখন মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কুরআন ও হাদীসে এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে এর কারণ এই যে, হযরত ইউসুফ (আ.) বাদশাহর আচরণদৃষ্টে অনুভব করেছিলেন যে, তিনি তাঁর কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। তাঁকে পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করা হবে। ফলে তিনি স্বীয় অভিমত ও ন্যায়ানুগ আইন অনুযায়ী কাজ করতে পারবেন। শরিয়ত বিরোধী কোনো আইন মানতে বাধ্য করা হবে না- এরূপ পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে কোনো কাফের অথবা জালেমের চাকরি করার মধ্যে যদিও কাফেরের সাথে সহযোগিতা করার দোষ বিদ্যমান থাকে তথাপি যে পরিস্থিতিতে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার শক্তি না থাকে এবং পদ গ্রহণ না করলে জনগণের অধিকার খর্ব হওয়ার অথবা অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রবল আশঙ্কা থাকে, সেই পরিস্থিতিতে এতটুকু সহযোগিতা করার অবকাশ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কর্ম দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায়, যতটুকুতে স্বয়ং কোনো শরিয়তবিরোধী কাজ সম্পাদন করতে না হয়। কেননা এটা প্রকৃতপক্ষে তার গোমরাহীর কাজে সাহায্য করা হবে না; যদিও দূরবর্তী কারণ হিসেবে এতেও তার সাহায্য হয়ে যায়। উল্লিখিত পরিস্থিতিতে সাহায্যের দূরবর্তী কারণ সম্পর্কে শরিয়তসম্মত অবকাশ আছে। ফিকহবিদগণ এর পূর্ণ বিবরণ দান করেছেন। পূর্ববর্তী সাহাবী ও তাবেয়ীগণের অনেকেই এহেন পরিস্থিতিতে অত্যাচারী শাসনকর্তাদের চাকরি গ্রহণ করেছেন বলে প্রমাণিত আছে। -(কুরতুবী, মাযহারী)

আল্লামা মাওয়ারদি 'শরিয়তসম্মত রাজনীতি' সম্পর্কে স্বীয় গ্রন্থে লিখেছেন যে, কেউ কেউ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এ কর্মের ভিত্তিতে কাফের ও জালেম শাসকদের অধীনে চাকরি কিংবা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করা এই শর্তে জায়েজ বলেছেন যে, স্বয়ং তাকে শরিয়তবিরোধী কোনো কাজ করতে না হয়। পক্ষান্তরে কেউ কেউ এ শর্ত সহকারেও এরূপ চাকরি নাজায়েজ বলেছেন। কারণ এতেও জুলুমকারীদেরকে শক্তিশালী ও পরোক্ষভাবে সমর্থন করা হয়।

তাঁরা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর এ কাজের বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করে থাকেন। এগুলোর সারমর্ম এই যে, এ কাজটি গ্রহণ করা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সত্তা অথবা তাঁর শরিয়তের বৈশিষ্ট্য ছিল। অন্যান্যের জন্য এখন তা জায়েজ নয়। কিন্তু অধিকসংখ্যক আলেম ও ফিকহবিদ প্রথমোক্ত মতামত গ্রহণ করে একে জায়েজ বলেছেন। −(কুরতুবী)

তাফসীরে বাহরে মুহীতে আছে− যে ক্ষেত্রে জানা যায় যে, আলেম ও পূণ্যবান ব্যক্তিরা এ পদ গ্রহণ না করলে সর্বসাধারণের অধিকার ক্ষুণ্ন হবে এবং সুবিচার পদে পদে ব্যাহত হবে, সেখানে পদ গ্রহণ করা জায়েজ এবং ছওয়াবের কাজ; শর্ত এই যে, এ পদ গ্রহণ করে যদি স্বয়ং তাকে কোনো শরিয়তবিরোধী কাজ করতে না হয়।

মাসআলা : হযরত ইউসুফ (আ.) এর إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নিজের কোনো গুণগত বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা অবৈধ নয়। এটা কুরআনে নিষিদ্ধ 'নিজের মুখে নিজের পবিত্রতা জাহির করা'র অন্তর্ভুক্ত নয়; অবশ্য যদি তা অহঙ্কার, গর্ব ও আস্ফালনবশতঃ না হয়।

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ অর্থাৎ, আমি ইউসুফকে বাদশাহর দরবারে যেভাবে মান-সম্মান ও উচ্চ পদমর্যাদা দান করেছি, এমনিভাবে আমি তাকে সমগ্র মিসরের শাসনক্ষমতা দান করেছি। এখানে সে যেভাবে ইচ্ছা আদেশ জারি করতে পারে। আমি যাকে ইচ্ছা, স্বীয় রহমত ও নিয়ামত দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত করি এবং আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না।

ঘটনা এভাবে বর্ণনা করা হয় যে, এক বছর অভিজ্ঞতা অর্জনের পর বাদশাহ নিজ দরবারে একটি উৎসবের আয়োজন করেন। রাজ্যের সমস্ত সম্ভ্রান্ত পদাধিকারী ব্যক্তি ও কর্মকর্তাগণ এতে আমন্ত্রিত হন। হযরত ইউসুফ (আ.) কে রাজমুকুট পরিহিত অবস্থায় দরবারে হাজির করা হয় এবং শুধু অর্থ দফতরের দায়িত্ব নয় যাবতীয় রাজকার্যই কার্যতঃ হযরত ইউসুফ (আ.) কে সোপর্দ করে বাদশাহ নির্জনবাসী হয়ে যান। −(কুরতুবী, মাযহারী)

হযরত ইউসুফ (আ.) এমন সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য পরিচালনা করলেন যে, কারো কোনো অভিযোগ রইল না। গোটা দেশ তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল এবং সর্বত্র শান্তি শৃঙ্খলা ও স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজ করতে লাগল। রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনে স্বয়ং হযরত ইউসুফ (আ.) ও কোনোরূপ বাধাবিপত্তি কিংবা কষ্টের সম্মুখীন হননি।

তাফসীরবিদ মুজাহিদ (র.) বলেন− এসব প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাজক্ষমতা দ্বারা হযরত ইউসুফ (আ.) এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহর বিধি বিধান জারি করা এবং তাঁর দীন প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি কোনো সময় এ কর্তব্য বিস্মৃত হননি এবং অব্যাহতভাবে বাদশাহকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। তাঁর অবিরাম দাওয়াত ও প্রচেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত বাদশাহও মুসলমান হয়ে যান।

وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ অর্থাৎ, পরকালের প্রতিদান ও ছওয়াব তাদের জন্য দুনিয়ার নিয়ামতের চাইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, যারা ঈমানদার এবং যারা তাকওয়া ও পরহেযগারী অবলম্বন করে।

জনগণের সুখশান্তি নিশ্চিত করার জন্য হযরত ইউসুফ (আ.) এমন কাজ করেন, যার নজির খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সুখ শান্তির সাত বছর অতিবাহিত হওয়ার পর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। হযরত ইউসুফ (আ.) পেট ভরে খাওয়া ছেড়ে দেন। সবাই বলল− মিসর সাম্রাজ্যের যাবতীয় ধন ভাণ্ডার আপনার কব্জায়, অথচ আপনি ক্ষুধার্ত থাকেন, এ কেমন কথা! তিনি বললেন− সাধারণ মানুষের ক্ষুধার অনুভূতি যাতে আমার অন্তর থেকে উধাও হয়ে না যায়, সেজন্য এটা করি। তিনি শাহী বাবুর্চিদেরকে নির্দেশ দিলেন− দিনে মাত্র একবার দুপুরের খাদ্য রান্না করবে যাতে রাজপরিবারের সদস্যবর্গও জনসাধারণের ক্ষুধায় কিছু অংশগ্রহণ করতে পারে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) আল্লাহর কৃপায় মিসরের পূর্ণ শাসন ক্ষমতা লাভ করলেন। ৫৮তম আয়াত থেকে পরবর্তী কয়েক আয়াতে ইউসুফ ভ্রাতাদের খাদ্যশস্যের জন্য মিসরে আগমন উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে একথাও বলা হয়েছে যে, দশ ভাই মিসরে আগমন করেছিল, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সহোদর ছোট ভাই তাদের সাথে ছিল না।

কাহিনীর মধ্যবর্তী অংশ কুরআন বর্ণনা করেনি। কারণ তা আপনা থেকেই বুঝা যায়।

ইবনে কাছীর, সুদ্দী, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক প্রমুখ তাফসীরবিদগণের বরাতে যে বিবরণ দিয়েছেন, তা ঐতিহাসিক ও ইসরাঈলী রেওয়ায়েত থেকে গৃহীত হলেও কিছুকটা গ্রহণযোগ্য। কারণ কুরআনের বর্ণনারীতিতে এর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

তাঁরা বলেছেন– হযরত ইউসুফ (আ.) এর হাতে মিসরের শাসনভার অর্পিত হওয়ার পর স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথম সাত বছর সমগ্র দেশের জন্য প্রভূত সুখ -স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণ নিয়ে আসে। অঢেল ফসল উৎপন্ন হয় এবং তা অধিকতর পরিমাণে অর্জন ও সঞ্চয়ের চেষ্টা করা হয়। এরপর স্বপ্নের দ্বিতীয় অংশ প্রকাশ পেতে থাকে। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তা দীর্ঘ সাত বছর অব্যাহত থাকে। হযরত ইউসুফ (আ.) একটি বিশেষ পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য বিক্রয় করতে শুরু করলেন। অর্থাৎ, এক ব্যক্তিকে এক উট বোঝাই খাদ্যশস্য দিতেন; এর বেশি দিতেন না। কুরতুবী এর পরিমাণ এক ওসক অর্থাৎ, ষাট সা' লিখেছেন, যা আমাদের ওজন অনুযায়ী দু'শ দশ সের অর্থাৎ, পাঁচ মনের কিছু বেশি হয়।

তিনি এ কাজটিকে এতটুকু গুরুত্ব দেন যে, বিক্রয় কার্যের তদারকি নিজেই করতেন। শুধু মিসরেই দুর্ভিক্ষ সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং দূর দুরান্ত অঞ্চল এর করালগ্রাসে পতিত হয়েছিল। হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর জন্মভূমি কেনান ছিল ফিলিস্তীনের একটি অংশ। অদ্যাবধি তা 'খলিল' নামে একটি সমৃদ্ধ শহরের আকারে বিদ্যমান রয়েছে। এখানে হযরত ইব্রাহীম, ইসহাক, ইয়াকূব ও ইউসুফ (আ.)-এর সমাধি অবস্থিত। এ এলাকাটিও দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত ছিল না। ফলে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর পরিবারেও অভাব অনটন দেখা দেয়। সাথে সাথেই মিসরের এ সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যে, সেখানে অল্প মূল্যের বিনিময়ে খাদ্যশস্য পাওয়া যায়। হযরত ইয়াকূব (আ.) -এর কানে এসংবাদ পৌঁছে যে, মিসরের বাদশাহ অত্যন্ত সৎ ও দয়ালু ব্যক্তি। তিনি জনসাধারণের মধ্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করেন। অতঃপর তিনি পুত্রদেরকে বললেন– তোমরাও যাও এবং মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে এসো।

এ কথাও জানাজানি হয়ে গিয়েছিল যে, একজনকে এক উটের বোঝার চাইতে বেশি খাদ্যশস্য দেওয়া হয় না। তাই তিনি সব পুত্রকেই পাঠাতে মনস্থ করলেন। সর্বকনিষ্ঠ পুত্র বিনয়ামিন ছিলেন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সহোদর। ইউসুফ নিখোঁজ হওয়ার পর হযরত ইয়াকূব (আ.) এর স্নেহ ও ভালোবাসা তার প্রতিই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। তাই সান্ত্বনা ও দেখাশোনার জন্য তাঁকে নিজের কাছে রেখে দিলেন।

দশ ভাই কেনান থেকে মিসর পৌঁছল। হযরত ইউসুফ (আ.) শাহী পোশাকে রাজ্যাধিপতির বেশে তাদের সামনে এলেন। শৈশবে সাত বছর বয়সে ভ্রাতারা তাঁকে কাফেলার লোকজনের কাছে বিক্রয় করে দিয়েছিল, কিন্তু এখন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। –(কুরতুবী, মাযহারী)

বলাবাহুল্য, এত দীর্ঘ সময়ে মানুষের আকার অবয়ব পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাদের ধারণায়ও একথা ছিল না যে, যে বালককে তারা গোলামরূপে বিক্রি করেছিল, সে কোনো দেশের মন্ত্রী বা বাদশাহ হয়ে যেতে পারে। তাই তারা ইউসুফ (আ.) কে চিনল না; কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.) তাদেরকে চিনে ফেললেন। فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُوْنَ বাক্যের অর্থ তাই। আরবি ভাষায় إِنْكَارٌ শব্দের আসল অর্থ অপরিচিত মনে করা, তাই مُنْكِرُوْنَ এর অর্থ অজ্ঞ ও অপরিচিত।

হযরত ইউসুফ (আ.) এর চিনে নেওয়া সম্পর্কে সুদ্দীর বরাত দিয়ে ইবনে কাছীর আরো বর্ণনা করেন যে, দশ ভাই দরবারে পৌঁছলে হযরত ইউসুফ (আ.) তাদেরকে এমনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, যেমন সন্দেহযুক্ত লোকদেরকে করা হয়– যাতে তারা সম্পূর্ণ সত্য উদঘাটন করে। প্রথমতঃ জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা মিসরের অধিবাসী নও। তোমাদের ভাষা হিব্রু। এমতাবস্থায় এখানে কিরূপে এলে? তারা বলল– আমাদের দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ। আমরা আপনার প্রশংসা শুনে খাদ্যশস্যের জন্য এখানে এসেছি। দ্বিতীয়তঃ প্রশ্ন করলেন– তোমরা যে সত্য বলছ এবং তোমরা

কোনো শত্রুর চর নও, একথা কেমন করে বিশ্বাস করব? তারা বলল– আল্লাহর পানাহ! আমাদের দ্বারা এরূপ কখনো হতে পারে না। আমরা আল্লাহর নবী হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর সন্তান। তিনি কেনানে বসবাস করেন।

হযরত ইয়াকূব (আ.) এর ও তাঁর পরিবারের বর্তমান অবস্থা জানা এবং ওদের মুখ থেকেই অতীতের কিছু ঘটনা বর্ণিত হোক– তাদেরকে প্রশ্ন করার পিছনে এটাই ছিল হযরত ইউসুফ (আ.)-এর লক্ষ্য। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন– তোমাদের পিতার আরো কোনো সন্তান আছে কি? তারা বলল– আমরা বারো ভাই ছিলাম। তন্মধ্যে ছোট এক ভাই জঙ্গলে নিখোঁজ হয়ে গেছে। আমাদের পিতা তাকেই সর্বাধিক আদর করতেন। এরপর তার ছোট সহোদর ভাইকে আদর করতে শুরু করেন। তাই তাকে আমাদের সাথে এ সফরে পাঠাননি।

এসব কথা শুনে হযরত ইউসুফ (আ.) তাদেরকে রাজকীয় মেহমানের মর্যাদায় রাখা এবং যথারীতি খাদ্যশস্য প্রদান করার আদেশ দিলেন।

বন্টনের ব্যাপারে ইউসুফ (আ.)-এর রীতি ছিল এই যে, একবারে কোনো এক ব্যক্তিকে এক উটের বোঝার চাইতে বেশি খাদ্যশস্য দিতেন না। হিসাব অনুযায়ী যখন তা শেষ হয়ে যেত, তখন পুনর্বার দিতেন।

ভাইদের কাছে সব বিবরণ জানার পর তাঁর মনে এরূপ আকাঙ্ক্ষা উদয় হওয়া স্বাভাবিক যে, তারা পুনর্বার আসুক। এজন্য একটি প্রকাশ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে তিনি স্বয়ং ভাইদেরকে বললেন–

ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. অর্থাৎ, তোমরা যখন পুনর্বার আসবে, তখন তোমাদের সে ভাইকেও সঙ্গে নিয়ে এসো। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে, আমি কিভাবে পুরোপুরি খাদ্যশস্য প্রদান করি এবং কিভাবে অতিথি আপ্যায়ন করি। এরপর একটি সাবধানবাণীও শুনিয়ে দিলেন–

فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ অর্থাৎ, তোমরা যদি ভাইকে সাথে না আন, তবে আমি তোমাদের কাউকেই খাদ্যশস্য দেব না। (কেননা আমি মনে করব যে, তোমরা আমার সাথে মিথ্যা বলেছ।) এভাবে তোমরা আমার কাছে আসবে না।

অপর একটি গোপন ব্যবস্থা এই করলেন যে, তারা খাদ্যশস্যের মূল্য বাবদ যেসব নগদ অর্থকড়ি কিংবা অলংকার জমা দিয়েছিল, সেগুলো গোপনে তাদের আসবাবপত্রের মধ্যে রেখে দেওয়ার জন্য কর্মচারীদেরকে আদেশ দিলেন, যাতে বাড়ি পৌঁছে যখন তারা আসবাব খুলবে এবং নগদ অর্থও অলংকার পাবে, তখন যেন পুনর্বার খাদ্যশস্য নেওয়ার জন্য আসতে পারে।

মোটকথা, হযরত ইউসুফ (আ.) কর্তৃক এসব ব্যবস্থা সম্পন্ন করার কারণ ছিল এই যে, ভবিষ্যতেও ভাইদের আগমন যেন অব্যাহত থাকে এবং ছোট সহোদর ভাইয়ের সাথেও তাঁর সাক্ষাত ঘটার সুযোগ উপস্থিত হয়।

অনুধাবনযোগ্য মাসআলা : হযরত ইউসুফ (আ.) এর এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, যদি দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা এমন চরমে পৌঁছে যে, সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে অনেক লোক জীবন ধারণের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে, তবে সরকার এমন দ্রব্যসামগ্রীকে স্বীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারে এবং খাদ্য শস্যের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারে। ফিকহবিদগণ এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর অবস্থা সম্পর্কে পিতাকে অবহিত না করার কারণ :

ইউসুফ (আ.) এর ঘটনায় একটি চরম বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, একদিকে তাঁর পিতা আল্লাহর নবী হযরত ইয়াকূব (আ.) তাঁর বিরহ ব্যথায় অশ্রু বিসর্জন করতে করতে অন্ধ হয়ে গেলেন এবং অন্যদিকে হযরত ইউসুফ (আ.) স্বয়ং নবী ও রাসূল পিতার প্রতি স্বভাবগত ভালোবাসা ব্যতীত তাঁর অধিকার সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। কিন্তু সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর সময়ের মধ্যে তিনি একবারও বিরহ-যাতনায় অস্থির ও মূহ্যমান পিতাকে কোনো উপায়ে স্বীয় কুশল সংবাদ পৌঁছানোর কথা চিন্তাও করলেন না। সংবাদ পৌঁছানো তখনো অসম্ভব ছিলনা, যখন তিনি

গোলাম হয়ে মিসরে পৌছেছিলেন। আযীযে মিসরের গৃহে তাঁর সবরকম স্বাধীনতা ও সুযোগ সুবিধার সামগ্রী বিদ্যমান ছিল। তখন কারো মাধ্যমে পত্র অথবা খবর পৌছিয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে তেমন কঠিন ছিল না। এমনিভাবে কারাগারের জীবনেও যে সংবাদ এদিক সেদিক পৌছতে পারে তা কে না জানে। বিশেষতঃ আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁকে সসম্মানে কারাগার থেকে মুক্তি দেন এবং মিসরের শাসনক্ষমতা তাঁর হাতে আসে, তখন নিজে গিয়ে পিতার কাছে উপস্থিত হওয়া তাঁর সর্বপ্রথম কাজ হওয়া উচিত ছিল। এটা কোনো কারণে অসমীচীন হলে কমপক্ষে দূত প্রেরণ করে পিতাকে নিরুদ্বেগ করে দেওয়া তো ছিল তাঁর জন্য নেহায়েত মামুলী ব্যাপার।

কিন্তু আল্লাহর পয়গম্বর হযরত ইউসুফ (আ.) এরূপ ইচ্ছা করেছেন বলেও কোথাও বর্ণিত নেই। নিজে ইচ্ছা করা দূরের কথা, যখন খাদ্যশস্য নেওয়ার জন্য ভ্রাতারা আগমন করল, তখনো আসল ঘটনা প্রকাশ না করে তাদেরকে বিদায় করে দিলেন।

এ অবস্থা কোনো সামান্যতম মানুষের কাছ থেকেও কল্পনা করা যায় না। আল্লাহর মনোনীত পয়গম্বর হয়ে তিনি তা কিরূপে বরদাশত করলেন।

এ বিস্ময়কর নীরবতার জবাবে সব সময় মনে একথা জাগ্রত হয় যে, সম্ভবতঃ আল্লাহ তা'আলা বিশেষ কোনো রহস্যের অধীনে হযরত ইউসুফ (আ.) কে নিজের সম্পর্কে কোনো সংবাদ গৃহে প্রেরণ করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'আলার রহস্য একমাত্র তিনিই জানেন। মানুষের পক্ষে তা বুঝা অসম্ভব। তবে মাঝে মাঝে কোনো বিষয় কারো বোধগম্য হয়েও যায়। এখানে বাহ্যতঃ হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর পরীক্ষাকে পূর্ণতা দান করাই ছিল আসল রহস্য। এ কারণেই ঘটনার শুরুতে যখন হযরত ইয়াকূব (আ.) বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইউসুফকে বাঘে খায়নি; বরং এটা তাঁর ভাইদের দুষ্কৃতি, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেখানে পৌছে সরেজমিনে তদন্ত করা তাঁর কর্তব্য ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনকে এদিকে যেতে দেন নি। অতঃপর দীর্ঘদিন পর তিনি ছেলেদেরকে বললেন : তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর। আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো কাজ করতে চান, তখন তার কারণাদি এমনিভাবে সন্নিবেশিত করে দেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

خَزَائِنُ : বহুবচন। একবচন خِزَيْنَةٌ ও خَزَانَةٌ অর্থ- রাজভাণ্ডার, ধণাগার।

يَتَبَوَّأُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّبَوُّءُ মূলবর্ণ (ب - و - أ) জিনস مركب (مهموزلام ও اجوف واوى) অর্থ- স্থান ঠিক করে নেওয়া, বসার স্থান প্রস্তুত করা।

كَانُوْا يَتَّقُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى استمرارى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و - ق - ى) লفيف مفروق অর্থ- বাঁচা, তাকওয়া অবলম্বন করা।

جَهَّزَهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّجْهِيْزُ মূলবর্ণ (ج - ه - ز) জিনস صحيح অর্থ- সামান তৈরি করা।

سَنُرَاوِدُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُرَاوَدَةُ মূলবর্ণ (ر - و - د) জিনস اجوف واوى অর্থ- আমরা প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করব।

اِنْقَلَبُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِنْفِعَالٌ মাসদার اَلْاِنْقِلَابُ মূলবর্ণ (ق - ل - ب) জিনস صحيح অর্থ- ফিরে যাওয়া, প্রত্যাবর্তন করা।

قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ۭ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۠ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ (٦٤)	৬৪. ইয়াকূব বললেন, আমি তার ব্যাপারেও তোমাদেরকে সেরূপ বিশ্বাস করছি, যেরূপ এর পূর্বে তার ভাই (ইউসুফ)-এর ব্যাপারে তোমাদেরকে বিশ্বাস করেছিঃ বস্তুত আল্লাহই সর্বোত্তম রক্ষক, এবং তিনি সকল দয়াবান অপেক্ষা অধিক দয়ালু।
وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ۭ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا نَبْغِيْ ۭ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا ۚ وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ۭ ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ (٦٥)	৬৫. আর যখন তারা নিজেদের আসবাব খুলল, তখন (তাতে) তারা নিজেদের মূলধন (-ও) পেল, যা তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে; বলতে লাগল, আব্বা! আমাদের আর কি চাই! এই যে, আমাদের মূলধনও তো আমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে; আর আমাদের পরিজনের জন্য (আরও) রসদ আনব, আমরা আমাদের ভাইকে উত্তমরূপে হেফাজত করব এবং আরো এক উটের বোঝা শস্য অতিরিক্ত আনব; এটা তো সামান্য শস্য মাত্র।
قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِيْ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ (٦٦)	৬৬. ইয়াকূব বললেন, সে সময় পর্যন্ত কিছুতেই তাকে তোমাদের সঙ্গে পাঠাব না, যে পর্যন্ত না তোমরা আল্লাহর শপথ করে আমাকে এ পাকা কথা দাও যে, তোমরা তাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবে, অবশ্য যদি কোথাও বিপন্নই হয়ে পড়, তবে তো নিরূপায়, অতঃপর যখন তারা কসম করে নিজেদের পিতাকে কথা দিল, তখন তিনি বললেন, আমরা যে কথাবার্তা বলছি তা সমস্তই আল্লাহর সোপর্দ রইল।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৪. قَالَ ইয়াকূব বললেন هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ আমি তার ব্যাপারেও তোমাদেরকে সেরূপ বিশ্বাস করছি اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ যেরূপ এর পূর্বে তার ভাই (ইউসুফ) এর ব্যাপারে তোমাদেরকে বিশ্বাস করেছি فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا বস্তুতঃ আল্লাহই সর্বোত্তম রক্ষক وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ এবং তিনি সকল দয়াবান অপেক্ষা অধিক দয়ালু।

৬৫. وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ আর যখন তারা নিজেদের আসবাব খুলল وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ তখন (তাতে) তারা নিজেদের মূলধন পেল رُدَّتْ اِلَيْهِمْ যা তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে قَالُوْا বলতে লাগল يٰٓاَبَانَا আব্বা مَا نَبْغِيْ আমাদের আর কি চাই هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا এই যে, আমাদের মূলধনও তো رُدَّتْ اِلَيْنَا আমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا আর আমাদের পরিজনের জন্য (আরো) রসদ আনব وَنَحْفَظُ اَخَانَا এবং আমরা আমাদের ভাইকে উত্তমরূপে হেফাজত করব وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ এবং আরো এক উটের বোঝা শস্য অতিরিক্ত আনব ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ এটা তো সামান্য শস্য মাত্র।

৬৬. قَالَ ইয়াকূব বললেন لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ সে সময় পর্যন্ত কিছুতেই তাকে তোমাদের সঙ্গে পাঠাব না حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ যে পর্যন্ত না তোমরা আল্লাহর শপথ করে আমাকে এই পাকা কথা দাও যে, لَتَاْتُنَّنِيْ بِهٖ তোমরা তাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবে اِلَّآ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ অবশ্য যদি কোথাও বিপন্নই হয়ে পড় তবে তো নিরূপায় فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ অতঃপর যখন তারা কসম করে নিজেদের পিতাকে কথা দিল قَالَ তখন তিনি বললেন اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ আমরা যে কথাবার্তা বলছি তা সমস্তই আল্লাহর সোপর্দ রইল।

وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ وَمَاۤ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ (٦٧)

৬৭. এবং [রওয়ানার সময়] তিনি বললেন, হে আমার পুত্রগণ! তোমরা সকলে [মিসর শহরে] এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না; বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ কর; আর আমি আল্লাহর হুকুমকে তোমাদের উপর হতে টলাতে পারি না; হুকুম তো কেবলমাত্র আল্লাহরই রয়েছে; তাঁরই উপর ভরসা রাখি এবং তাঁরই উপর অপর ভরসাকারীদেরও ভরসা করা উচিত।

وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ؕ مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِيْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰىهَا ؕ وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (٦٨)

৬৮. এবং যেভাবে তাদের পিতা বলেছিল, যখন তারা সেভাবে প্রবেশ করল, তখন পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হলো, আল্লাহর হুকুম টলিয়ে দেওয়া তাদের পিতার উদ্দেশ্য ছিল না; কিন্তু ইয়াকূবের মনে একটি বাসনা উদয় হয়েছিল, তাই তিনি প্রকাশ করে দিলেন, আর নিঃসন্দেহে তিনি বড় জ্ঞানী ছিলেন। এ কারণে যে, আমি তাঁকে ইলম দান করেছিলাম; কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা অবগত নয়।

وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰۤى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّيْۤ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٦٩)

৬৯. আর যখন তারা ইউসুফের নিকট পৌছল, তিনি স্বীয় ভ্রাতাকে নিজের কাছে রাখলেন, [এবং নির্জনে] বললেন, আমি তোমার ভাই [ইউসুফ], সুতরাং তারা যে ব্যবহার করে আসছে, তৎপ্রতি দুঃখ করো না।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৭. وَقَالَ এবং (রওয়ানার সময়) তিনি বললেন يٰبَنِيَّ হে আমার পুত্রগণ لَا تَدْخُلُوْا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ তোমরা সকলে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করোনা وَادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ কর وَمَاۤ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ আর আমি আল্লাহর হুকুমকে তোমাদের উপর হতে টলাতে পারি না اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ হুকুমতো কেবলমাত্র আল্লাহরই রয়েছে عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ তাঁরই উপর ভরসা রাখি وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ এবং তাঁরই উপর অপর ভরসাকারীদেরও ভরসা করা উচিত।

৬৮. وَلَمَّا دَخَلُوْا এবং যখন তারা সেভাবে প্রবেশ করল مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ যেভাবে তাদের পিতা বলেছিলেন তখন পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হলো مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ আল্লাহর হুকুম টলিয়ে দেওয়া তাদের পিতার উদ্দেশ্য ছিল না اِلَّا حَاجَةً فِيْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ কিন্তু ইয়াকূবের মনে একটি বাসনা উদয় হয়েছিল قَضٰىهَا তাই তিনি প্রকাশ করে দিলেন وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ আর নিঃসন্দেহে তিনি বড় জ্ঞানী ছিলেন لِّمَا عَلَّمْنٰهُ এ কারণে যে আমিই তাকে ইলম দান করেছিলাম وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা অবগত নয়।

৬৯. وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ আর যখন তারা ইউসুফের নিকট পৌছল اٰوٰۤى اِلَيْهِ اَخَاهُ তিনি স্বীয় ভ্রাতাকে নিজের কাছে রাখলেন قَالَ এবং (নির্জনে) বললেন اِنِّيْۤ اَنَا اَخُوْكَ আমি তোমার ভাই فَلَا تَبْتَئِسْ সুতরাং তৎপ্রতি দুঃখ করো না بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তারা যে ব্যবহার করে আসছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৬৩ পরবর্তী আয়াতসমূহে ঘটনার অবশিষ্টাংশ বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) এর ভ্রাতারা যখন মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করল, তখন পিতার কাছে মিসরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে এ কথাও বলল- আযীযে মিসর ভবিষ্যতের জন্য আমাদেরকে খাদ্যশস্য দেওয়ার ব্যাপারে একটি শর্ত আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ছোট ভাইকে সাথে আনলে খাদ্যশস্য পাবে, অন্যথা নয়। তাই আপনি ভবিষ্যতে বিনয়ামিনকেও আমাদের সাথে প্রেরণ করবেন- যাতে ভবিষ্যতে আমরা খাদ্যশস্য পাই। আমরা তার পুরোপুরি হেফাজত করব। তার কোনোরূপ কষ্ট হবে না।

পিতা বললেন- আমি কি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে তেমনি বিশ্বাস করব, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই ইউসুফের ব্যাপারে করেছিলাম? উদ্দেশ্য, এখন তোমাদের কথায় কি বিশ্বাস! একবার বিশ্বাস করে বিপদ ভোগ করেছি। তখনো হেফাজতের ব্যাপারে তোমরা এ ভাষাই প্রয়োগ করেছিলে।

এটা ছিল তাদের কথার উত্তর। কিন্তু পরে পরিবারের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে পয়গম্বরসুলভ তাওয়াক্কুল এবং এ বাস্তবতায় ফিরে গেলেন যে, লাভ-ক্ষতি কোনোটাই বন্দার ক্ষমতাধীন নয়- যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা না করেন। আল্লাহর ইচ্ছা হয়ে গেলে তা কেউ টলাতে পারে না। তাই সৃষ্টজীবের উপর ভরসা করাও ঠিক নয় এবং তাদের কথার উপর নির্ভর করাও অসমীচীন।

তাই বললেন- فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا অর্থাৎ, তোমাদের হেফাজতের ফল তো ইতিপূর্বে দেখে নিয়েছি। এখন আমি আল্লাহর হেফাজতের উপরই ভরসা করি। وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ এবং তিনি সর্বাধিক দয়ালু। তাঁর কাছেই আশা করি, তিনি আমার বার্ধক্য ও বর্তমান দুঃখ দুশ্চিন্তার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাকে অধিক কষ্টে নিপতিত করবেন না।

মোটকথা, হযরত ইয়াকূব (আ.) বাহ্যিক অবস্থা ও সন্তানদের ওয়াদা-অঙ্গীকারের উপর ভরসা করলেন না তবে আল্লাহর ভরসায় কনিষ্ঠ ছেলেকেও সাথে প্রেরণ করতে সম্মত হলেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত সফরের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গেই তাদের কথাবার্তা হচ্ছিল। আসবাবপত্র তখনো খোলা হয়নি। অতঃপর যখন আসবাবপত্র খোলা হলো এবং দেখা গেল যে, খাদ্যশস্যের মূল্য বাবদ পরিশোধিত মূল্য আসবাবপত্রের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, তখন তারা অনুভব করতে পারল যে, একাজ ভুলবশতঃ হয়নি, বরং ইচ্ছাপূর্বক আমাদের পুঁজি আমাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। তাই رُدَّتْ اِلَيْنَا বলা হয়েছে। অতঃপর তারা পিতাকে বলল- مَا نَبْغِىْ অর্থাৎ, আমরা আর কি চাই? খাদ্যশস্যও এসে গেছে এবং এর মূল্যও ফেরত পাওয়া গেছে। এখন তো অবশ্যই ভাইকে নিয়ে পুনর্বার নির্বিঘ্নে যাওয়া দরকার। কারণ এ আচরণ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আযীযে মিসর আমাদের প্রতি খুবই সদয়। কাজেই কোনো আশঙ্কারকারণ নেই; আমরা পরিবারের জন্য খাদ্যশস্য আনব, ভাইকেও হেফাজতে রাখব এবং ভাইয়ের অংশের বরাদ্দ অতিরিক্ত পাব। কারণ আমরা যা এনেছি, তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। অল্প দিনের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

مَا نَبْغِىْ বাক্যের এক অর্থ বর্ণিত হলো। এ বাক্যের مَا শব্দটি নেতিবাচক অর্থে নিলে বাক্যের আরেকটি অর্থ এরূপও হতে পারে যে, তারা পিতাকে বলল- এখন তো আমাদের কাছে খাদ্যশস্য আনার জন্য মূল্যও রয়েছে। আমরা আপনার কাছে কিছুই চাই না। শুধু ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। এসব কথা শুনে পিতা উত্তর দিলেন- لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِىْ بِهٖ অর্থাৎ, আমি বিনয়ামিনকে তোমাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর কসমসহ এরূপ ওয়াদা-অঙ্গীকার আমাকে দাও যে,

তোমরা অবশ্যই তাকে সাথে নিয়ে আসবে। কিন্তু সত্যদর্শীদের দৃষ্টি থেকে এ বিষয় কোনো সময় উধাও হয় না যে, মানুষ বাহ্যতঃ যত শক্তি সামর্থ্যই রাখুক, আল্লাহর শক্তির সামনে সে নিতান্তই অপারগ ও অক্ষম। সে কাউকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার কতটুকু ওয়াদা-অঙ্গীকারই বা করতে পারে। কারণ তা পালন করার পূর্ণ শক্তি তার নেই। তাই হযরত ইয়াকূব (আ.) এ ওয়াদা অঙ্গীকারের সাথে একটি ব্যতিক্রম শর্তও জুড়ে দিলেন- إِلَّا أَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ অর্থাৎ, ঐ অবস্থা ব্যতীত, যখন তোমরা সবাই কোনো বেষ্টনীতে পড়ে যাও। তাফসীরবিদ মুজাহিদ (র.) বলেন- এর অর্থ এই যে, তোমরা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হও। কাতাদাহর মতে অর্থ এই যে, তোমরা সম্পূর্ণ অক্ষম ও পরাভূত হয়ে পড়।

فَلَمَّا اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ অর্থাৎ, ছেলেরা যখন প্রার্থিত পন্থায় ওয়াদা অঙ্গীকার করল অর্থাৎ, সবাই কসম খেল এবং পিতাকে আশ্বস্ত করার জন্য কঠোর ভাষায় প্রতিজ্ঞা করল, তখন হযরত ইয়াকূব (আ.) বললেন- বিনয়ামিনের হেফাজতের জন্যে হলফ নেওয়া ও হলফ করার যে কাজ আমরা করেছি, আল্লাহ তা'আলার উপরই তার নির্ভর। তিনি শক্তি দিলেই কেউ কারো হেফাজত করতে পারে এবং দেয় অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পারে। নতুবা মানুষ অসহায়; তার ব্যক্তিগত সামর্থ্যাধীন কোনো কিছু নয়।

মাসআলা : ১. ইউসুফ-ভ্রাতারা ইতিপূর্বে যে ভুল করেছিল, তাতে অনেক কবীরা ও জঘন্য গোনাহ সংঘটিত হয়েছিল। উদাহরণতঃ (এক) মিথ্যা কথা বলে ইউসুফকে তাদের সাথে খেলাধুলার জন্য প্রেরণ করতে পিতাকে সম্মত করা। (দুই) পিতার সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। (তিন) কচি ও নিষ্পাপ ভাইয়ের সাথে নির্দয় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করা। (চার) বৃদ্ধ পিতাকে নিদারুণ মনোকষ্ট দানে ভ্রূক্ষেপ না করা। (পাঁচ) একটি নিরপরাধ লোককে হত্যা করার পরিকল্পনা করা। (ছয়) একজন মুক্ত ও স্বাধীন লোককে জোরজবরদস্তি ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করে দেওয়া।

এগুলো ছিল চরম অপরাধ। হযরত ইয়াকূব (আ.) যখন জানতে পারলেন যে, তারা মিথ্যা ভাষণ দিয়েছে এবং স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে ইউসুফকে কোথাও রেখে এসেছে, তখন বাহ্যতঃ এটা ছেলেদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার কিংবা ওদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার মতো বিষয় ছিল। কিন্তু তিনি তা করেনি। বরং তারা যথারীতি পিতার কাছেই থাকে। এমনকি মিসর থেকে খাদ্যশস্য আনার জন্য পিতা তাদেরকেই প্রেরণ করেন। তদুপরি দ্বিতীয়বার তার ছোট ভাই সম্পর্কে পিতার কাছে আবেদন নিবেদন করার সুযোগ পায় এবং অবশেষে তাদের কথা মেনে নিয়ে ছোট ছেলেকেও তাদের হাতেই সমর্পণ করেন।

এ থেকে জানা গেল যে, সন্তান কোনো গোনাহ ও ত্রুটি করে ফেললে পিতার কর্তব্য হচ্ছে শিক্ষা ও উপদেশ দানের মাধ্যমে তার সংশোধন করা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সংশোধনের আশা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পর্কচ্ছেদ না করা। হযরত ইয়াকূব (আ.) তাই করেছিলেন। অবশেষে ছেলেরা সবাই কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করেছে। অবশ্য যদি সংশোধনের আদৌ আশা না থাকে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্যে অন্যদের ধর্মীয় ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তবে সম্পর্কচ্ছেদ করাই সমীচীন।

মাসআলা : ২. এখানে হযরত ইয়াকূব (আ.) সদাচরণ ও সচ্চরিত্রতার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ছেলেদের এহেন কঠিন অপরাধ সত্ত্বেও তিনি এমন আচরণ দেখিয়েছেন যে, তারা পুনর্বার ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানাতে সাহসী হয়েছে।

মাসআলা : ৩. এমতাবস্থায় সংশোধনের উদ্দেশ্যে অন্যায়কারীকে একথা বলে দেওয়াও সমীচীন যে, বিগত আচরণের কারণে তোমার কথা প্রত্যাখান করাই উচিত ছিল, কিন্তু আমি তা ক্ষমা করে দিচ্ছি। এতে সে লজ্জিত হয়ে ভবিষ্যতে পুরোপুরি তওবা করার সুযোগ পাবে; যেমন হযরত ইয়াকূব (আ.) প্রথমে বলে নিয়েছিলেন যে, বিনয়ামিনের ব্যাপারেও কি আমি তোমাদেরকে তেমনি বিশ্বাস করব, যেমন ইউসুফের ব্যাপারে করেছিলাম?

কিন্তু বলার পর অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের তওবার কথা জেনে তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করেছেন এবং ছোট ছেলেকে তাদের হাতে সঁপে দিয়েছেন।

মাসআলা : ৪. কোনো মানুষের ওয়াদা ও হেফাজতের আশ্বাসের উপর সত্যিকারভাবে ভরসা করা ভুল। প্রকৃত ভরসা শুধু আল্লাহর উপর হওয়া উচিত। তিনিই সত্যিকার কার্যনির্বাহী এবং কারণ উদ্ভাবক। কারণ সরবরাহ করা অতঃপর তাতে ক্রিয়াশক্তি দান করার ক্ষমতা তাঁরই। এ কারণেই হযরত ইয়াকূব (আ.) বলেছেন- فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا কা'বে আহ্বার বলেন- এবার হযরত ইয়াকূব (আ.) শুধু ছেলেদের উপর ভরসা করেননি, বরং ব্যাপারটি আল্লাহর হাতে সোপর্দ করেছেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বললেন- আমার ইজ্জত ও প্রতাপের কসম, এখন আমি আপনার উভয় সন্তানকেই আপনার কাছে ফেরত পাঠাব।

মাসআলা : ৫. যদি অন্য ব্যক্তির মাল অথবা কোনো বস্তু আসবাব-পত্রের মধ্যে পাওয়া যায় এবং বলিষ্ঠ আলামত দ্বারা বুঝা যায় যে, সে তাকে দেওয়ার জন্য ইচ্ছাপূর্বক আসবাব পত্রের মধ্যে রেখে দিয়েছে, তবে তা গ্রহণ করা এবং তাকে নিজ কাজে ব্যয় করা জায়েজ। ইউসুফ ভ্রাতাদের আসবাবপত্রের মধ্যে যে পণ্যমূল্য পাওয়া গিয়েছিল সে সম্পর্কে বলিষ্ঠ আলামতের সাক্ষ্য ছিল এই যে, ভুল অথবা অনিচ্ছাবশতঃ তা হয়নি; বরং ইচ্ছাপূর্বকই তা ফেরত দেওয়া হয়েছে। তাই হযরত ইয়াকূব (আ.) তা ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেননি। কিন্তু যে ক্ষেত্রে ভুলবশত এসে যাওয়ার সন্দেহ থাকে, সেখানে মালিকের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করা ব্যতীত তা ব্যবহার করা বৈধ নয়।

মাসআলা : ৬. কোনো ব্যক্তিকে এরূপ কসম দেওয়া উচিত নয়, যা পূর্ণ করা তার সাধ্যাতীত। যেমন, হযরত ইয়াকূব (আ.) বিনয়ামিনকে সুস্থ ও নিরাপদে ফিরিয়ে আনার কসম দেওয়ার সাথে সাথে একটি অবস্থার ব্যতিক্রম প্রকাশ করেছেন যে, যদি তারা সম্পূর্ণ অপারগ ও অক্ষম হয়ে পড়ে কিংবা সবাই ধ্বংসের মুখে পতিত হয়, তবে ভিন্ন কথা। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে স্বীয় আনুগত্যের অঙ্গীকার নেন, তখন নিজেই তাতে 'সাধ্যের শর্ত' যুক্ত করে দেন। অর্থাৎ, আমরা সাধ্যানুযায়ী আপনার পুরোপুরি আনুগত্য করব।

মাসআলা : ৭. ইউসুফ ভ্রাতাদের কাছ থেকে এরূপ ওয়াদা অঙ্গীকার নেওয়া যে, তারা বিনয়ামিনকে ফিরিয়ে আনবে- এ থেকে বুঝা যায় যে, (ব্যক্তির জামানত) বৈধ। অর্থাৎ, কোনো মোকদ্দমার আসামীকে মোকদ্দমার তারিখে আদালতে হাজির করার জামানত নেওয়া জায়েজ।

আলোচ্য আয়াতসমূহে ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে ইউসুফ ভ্রাতাদের দ্বিতীয়বার মিসর সফরের কথা বর্ণিত হয়েছে। তখন হযরত ইয়াকূব (আ.) তাদেরকে মিসর শহরে প্রবেশ করার জন্য একটি বিশেষ উপদেশ দেন যে, তোমরা এগারো ভাই শহরের একই প্রবেশ দ্বারা দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং নগর প্রাচীরের কাছে পৌঁছে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেয়ো এবং বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ কর।

এরূপ উপদেশ দানের কারণ এ আশঙ্কা ছিল যে, স্বাস্থ্যবান, সুঠান দেহী, সুদর্শন এবং রূপ ও ঔজ্জ্বল্যের অধিকারী এসব যুবক সম্পর্কে যখন লোকেরা জানবে যে, এরা একই পিতার সন্তান এবং ভাই ভাই, তখন কারো বদ নজর লেগে গেলে তাদের ক্ষতি হতে পারে। অথবা সংঘবদ্ধভাবে প্রবেশ করার কারণে হয়তো কেউ হিংসাপরায়ণ হয়ে তাদের ক্ষতি সাধন করতে পারে।

হযরত ইয়াকূব (আ.) তাদেরকে প্রথম সফরের সময় এরূপ উপদেশ দেননি; দ্বিতীয় সফরের প্রাক্কালেই দিয়েছেন। এর কারণ সম্ভবতঃ এই যে, প্রথমবার তারা মুসাফিরের বেশে এবং দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় মিসরে প্রবেশ করেছিল। কেউ তাদেরকে চিনত না এবং তাদের প্রতি কারো অতিরিক্ত মনোযোগ দানের আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু প্রথম সফরেই মিসর-সম্রাট তাদের প্রতি অসামান্য সম্মান প্রদর্শন করেন। ফলে সাধারণ রাজকর্মচারী ও শহরবাসীদের কাছে তারা পরিচিত হয়ে পড়ে। সুতরাং এখন কারো কুদৃষ্টি লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠে,

কিংবা সবাইকে একটি জাঁকজমকপূর্ণ দল মনে করে হয়তো কেউ হিংসায় মেতে উঠতে পারে। এছাড়া এবারকার সফরে ছোট পুত্র বিনয়ামিন সঙ্গে থাকাও তাদের প্রতি পিতার অধিকতর মনোযোগ দানের কারণ হতে পারে।

কু-দৃষ্টির প্রভাব সত্য : এতে বুঝা গেল যে, মানুষের চোখ (কু-দৃষ্টি) লাগা এবং এর ফলে অন্য মানুষ অথবা জন্তু জানোয়ারের কষ্ট কিংবা ক্ষতি হওয়া সত্য। এটা মূর্খতাসুলভ কুসংস্কার নয়। এ কারণেই হযরত ইয়াকূব (আ.) এ থেকে পুত্রদের রক্ষার চিন্তা করেছেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ ও একে সত্যায়িত করেছেন। এক হাদীসে তিনি বলেন- কুদৃষ্টি মানুষকে কবরে এবং উটকে উনুনে ঢুকিয়ে দেয়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন এবং উম্মতকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন, তন্মধ্যে مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ ও রয়েছে। অর্থাৎ, আমি কুদৃষ্টি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। -(কুরতুবী)

হযরত ইয়াকূব (আ.) একদিকে কুদৃষ্টি অথবা হিংসার আশঙ্কাবশত ছেলেদেরকে একই দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন এবং অন্যদিকে একটি বাস্তব সত্য প্রকাশ করাও জরুরি মনে করেছেন। এ সত্যের প্রতি ঔদাসীন্যের ফলে এ জাতীয় ব্যাপারাদিতে জনসাধারণ মুর্খতাসুলভ ধারণা ও কুসংস্কারের শিকার হয়ে পড়ে। সত্যটি এই যে, কোনো মানুষের জান ও মালের মধ্যে কুদৃষ্টির প্রভাব এক প্রকার মেসমেরিজম। ক্ষতিকর ঔষধ কিংবা খাদ্য যেমন মানুষকে অসুস্থ করে দেয় এবং শীত ও গ্রীষ্মের তীব্রতায় রোগব্যাধি জন্ম নেয়, তেমনি কুদৃষ্টি ও মেসমেরিজমের প্রভাবও এসব অভ্যস্ত কারণের অধীন। দৃষ্টি অথবা কল্পনার শক্তি বলে এদের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। স্বয়ং এদের মধ্যে কোনো সত্যিকার প্রভাবশক্তি নেই; বরং সব কারণ আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তি, ইচ্ছা ও ইরাদার অধীন। আল্লাহর তকদীরের বিপরীতে কোনো উপকারী তদবিরে উপকার হতে পারে না এবং ক্ষতিকর তদবিরের ক্ষতির প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাই হযরত ইয়াকূব (আ.) বলেছেন-

وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ.

অর্থাৎ, কুদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার যে তদবির আমি বলেছি, আমি জানি যে, তা আল্লাহর ইচ্ছাকে এড়াতে পারবে না। আদেশ একমাত্র আল্লাহরই চলে। তবে মানুষের প্রতি বাহ্যিক তদবীর করার নির্দেশ আছে। তাই এ উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি তদবীরের উপর ভরসা করি না; বরং আল্লাহর উপরই ভরসা করি। তাঁর উপরই ভরসা করা এবং বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক তদবীরের উপর ভরসা না করা প্রত্যেক মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

হযরত ইয়াকূব (আ.) যে, সত্য প্রকাশ করেছেন, ঘটনাচক্রে হয়েছেও কিছুটা তেমনি। এ সফরেও বিনয়ামিনকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার যাবতীয় তদবির চূড়ান্ত করা সত্ত্বেও সব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং বিনয়ামিনকে মিসরে আটকে রাখা হয়েছে। ফলে হযরত ইয়াকূব (আ.) আরও একটি আঘাত পেলেন। তাঁর তদবিরের ব্যর্থতা পরবর্তী আয়াতে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য তাই যে, আসল লক্ষ্যের দিক দিয়ে তদবির ব্যর্থ হয়েছে, যদিও কুদৃষ্টি হিংসা ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষার তদবির সফল হয়েছে। কারণ সফরে অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তকদীরে যে দুর্ঘটনা অনিবার্য ছিল, হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর দৃষ্টি সেদিকে যায়নি এবং এর জন্য কোনো তদবির করতে পারেননি। এ বাহ্যিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও আল্লাহর উপর ভরসার বরকতে এ দ্বিতীয় আঘাত প্রথম আঘাতেরও প্রতিকার প্রমাণিত হয়েছে এবং পরিণামে পরম নিরাপত্তা ও ইজ্জতের সাথে ইউসুফ ও বিনয়ামিন উভয়ের সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছে।

পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়বস্তুটিই বর্ণিত হয়েছে যে, ছেলেরা পিতার আদেশ পালন করে বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করেন। ফলে পিতার নির্দেশ কার্যকর হয়ে গেল। অবশ্য এ তদবির আল্লাহর কোনো নির্দেশকে এড়াতে পারত না, কিন্তু পিতৃসুলভ স্নেহ মমতার চাহিদা ছিল যা, তা তিনি পূর্ণ করেছেন।

এ আয়াতের শেষভাগে হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর প্রশংসা করে বলা হয়েছে-

وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ, ইয়াকূব (আ.) বড় বিদ্বান ছিলেন, কারণ আমি তাঁকে বিদ্যা দান করেছিলাম। উদ্দেশ্য এই যে, সাধারণ লোকদের ন্যায় তাঁর বিদ্যা পুঁথিগত ও অনুশীলনলব্ধ নয়; বরং তা ছিল সরাসরি আল্লাহর দান। এ কারণেই তিনি শরিয়তসম্মত ও প্রশংসনীয় বাহ্যিক তদবির অবলম্বন করলেও তার উপর ভরসা করেননি। কিন্তু অনেক লোক এ সত্য জানে না এবং অজ্ঞতাবশতঃ হযরত ইয়াকূব (আ.) সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে যে, একজন পয়গম্বরের পক্ষে এ জাতীয় তদবির শোভনীয় ছিল না।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন– প্রথম শব্দটি দ্বারা ইলম অনুযায়ী আমল করা বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তাঁকে যে ইলম দিয়েছিলাম তিনি তদনুযায়ী আমল করতেন। এ কারণেই বাহ্যিক তদবিরের উপর ভরসা করেননি; বরং একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করেছেন–

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّىْ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. অর্থাৎ মিসরে পৌঁছার পর যখন সব ভাই হযরত ইউসুফ (আ.) এর দরবারে উপস্থিত হলো এবং তিনি দেখলেন যে, ওয়াদা অনুযায়ী তারা তাঁর সহোদর ছোট ভাইকেও নিয়ে এসেছে, তখন হযরত ইউসুফ (আ.) ছোট ভাই বিনয়ামিনকে বিশেষভাবে নিজের সাথে রাখলেন। তফসীরবিদ কাতাদাহ বলেন– সব ভাইয়ের বসবাসের ব্যবস্থা করে হযরত ইউসুফ (আ.) প্রতি দু'জনকে একটি করে কক্ষ দিলেন। ফলে বিনয়ামিন একা থেকে যায়। হযরত ইউসুফ (আ.) তাকে নিজের সাথে অবস্থান করতে বললেন। যখনই উভয়েই একান্তে গেলেন, তখন ইউসুফ (আ.) সহোদর ভাইয়ের কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করে বললেন– আমিই তোমার সহোদর ভাই ইউসুফ! এখন তোমার কোনো চিন্তা নেই। অন্য ভাইগণ এ যাবত যেসব দুর্ব্যবহার করেছে, তজ্জন্যে মনোকষ্টে পতিত হওয়ারও প্রয়োজন নেই।

নির্দেশ ও মাসআলা : আলোচ্য দু'আয়াত থেকে কতিপয় মাসআলা ও নির্দেশ জানা যায়।

১. বদ নজর লাগা সত্য। সুতরাং ক্ষতিকর খাদ্য ও ক্ষতিকর ক্রিয়াকর্ম থেকে আত্মরক্ষার তদবির করার ন্যায়এ থেকে আত্মরক্ষার তদবির করাও সমভাবে শরিয়তসিদ্ধ।

২. প্রতিহিংসা থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ নিয়ামত ও গুণগত বৈশিষ্ট্যকে গোপন রাখা দুরস্ত।

৩. ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক তদবির করা তাওয়াক্কুল ও পয়গম্বরগণের পদমর্যাদার পরিপন্থি নয়।

৪. যদি কেউ অন্য কারো সম্পর্কে আশঙ্কা পোষণ করে যে, সে দুঃখ কষ্টে পতিত হবে, তবে তাকে অবহিত করা এবং দুঃখ কষ্টের হাত থেকে আত্মরক্ষার সম্ভাব্য উপায় বলে দেওয়া উত্তম, যেমন হযরত ইয়াকূব (আ.) করেছিলেন।

৫. যদি অন্য কারো কোনো গুণ অথবা নিয়ামত দৃষ্টিতে বিস্ময়কর ঠেকে এবং নজর লেগে যাওয়ার আশঙ্কা হয়, তবে তা দেখে بَارَكَ اللّٰهُ অথবা مَاشَاءَ اللّٰهُ বলা দরকার, যাতে অন্যের কোনো ক্ষতি না হয়।

৬. নজর লাগা থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে কোনো সম্ভাব্য তদবির করা জায়েজ। তন্মধ্যে দোয়া তাবীজ ইত্যাদি দ্বারা প্রতিকার করাও অন্যতম; যেমন রসূলুল্লাহ ﷺ জা'ফর ইবনে আবূ তালেবের দু'ছেলেকে দুর্বল দেখে তাবীজ ইত্যাদি দ্বারা চিকিৎসা করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

৭. বিজ্ঞ মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক কাজে আসল ভরসা আল্লাহর উপর রাখা। কিন্তু বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক উপায়াদিকেও উপেক্ষা করবে না এবং সাধ্যানুযায়ী বৈধ উপায়াদি অবলম্বন করতে ত্রুটি করবে না। হযরত ইয়াকূব (আ.) তাই করেছিলেন এবং রসূলুল্লাহ ﷺ ও তাই শিক্ষা দিয়েছেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

رُدَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّدُّ মূলবর্ণ (ر ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– কোনো জিনিসকে প্রত্যাবর্তন করানো। চাই কোনো জিনিসের সত্তাকে প্রত্যাবর্তন করানো হোক বা অবস্থাকে।

نَمِيْرُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَيْرُ মূলবর্ণ (م ـ ى ـ ر) জিনস اجوف يائى অর্থ– আমরা রসদ আনব, আমরা খাদ্য শস্য আনব, এক শহর থেকে অন্য শহরে খাদ্য শস্য নেওয়া।

لَتَأْتُنَّنِىْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مستقبل معروف درفعل لام تاكيد با نون تاكيد ثقيله ; নুনে বেকায়া, ياء متكلم বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস مهموز فاء অর্থ– তুমি আমার কাছে তাকে অবশ্যই আনবে।

مَآ اَغْنِىْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ منفى معروف مُضَارِعْ বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغْنَاءُ মূলবর্ণ (غ ـ ن ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অন্যের উপকারে আনা।

حَاجَةٌ : একবচন; বহুবচন حَوَائِجُ ও حَاجَاتٌ অর্থ– প্রয়োজন, জরুরি, চাহিদা, আশঙ্কা, কাজ, উদ্দেশ্য।

اٰوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْوَاءُ মূলবর্ণ (ء ـ و ـ ى) জিনস مركب (لفيف مقرون ও مهموز لام) অর্থ– স্থান দেওয়া, অবতরণ করা।

لَاتَبْتَئِسْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِبْتِئَاسُ মূলবর্ণ (ب ـ ء ـ س) জিনস مهموز عين অর্থ– চিন্তিত হওয়া।

৭০. অনন্তর ইউসুফ যখন তাদের [শস্য এবং বিদায়ের] আসবাব তৈরি করে দিলেন, তখন পানি পান করার পাত্রটি নিজ ভ্রাতার আসবাবের মধ্যে রেখে দিলেন, অতঃপর এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করল যে, হে কাফেলার লোকগণ! নিশ্চয় তোমরা চোর।	فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ (٧٠)
৭১. তারা তাদের দিকে ফিরে বলতে লাগল, তোমাদের কী বস্তু হারিয়েছে?	قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ (٧١)
৭২. তারা বলল, আমরা শাহী পেয়ালা পাচ্ছি না এবং যে ব্যক্তি তা এনে দিবে সে এক উটের বোঝা শস্য পাবে, আর আমি তার জামিন রইলাম।	قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ (٧٢)
৭৩. তারা বলল, আল্লাহর কসম! তোমরা ভালো করেই জান যে, আমরা দেশে ফ্যাসাদ বিস্তার করতে আসিনি এবং আমরা চুরি করার পাত্রও নই।	قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ (٧٣)
৭৪. অন্বেষণকারীরা বলল, আচ্ছা, যদি তোমরা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হও, তবে তার কি শাস্তি হবে?	قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ (٧٤)
৭৫. তারা উত্তর করল, তার শাস্তি এই যে, যার আসবাবের মধ্যে তা পাওয়া যাবে, সে নিজেই নিজের শাস্তি [-স্বরূপ গোলাম হয়ে থাকব]; আমরা অনাচারীদের এরূপ শাস্তিই দিয়ে থাকি	قَالُوْا جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِيْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ (٧٥)

শাব্দিক অনুবাদ :

৭০. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ অনন্তর ইউসুফ যখন তাদের আসবাব তৈরি করে দিলেন جَعَلَ السِّقَايَةَ তখন পানি পান করার পাত্রটি রেখে দিলেন فِيْ رَحْلِ اَخِيْهِ নিজ ভ্রাতার আসবাবের মধ্যে ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ অতঃপর এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করল اَيَّتُهَا الْعِيْرُ হে কাফেলার লোকজন اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ নিশ্চয় তোমরা চোর।

৭১. قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ তারা তাদের দিকে ফিরে বলতে লাগল مَاذَا تَفْقِدُوْنَ তোমাদের কি বস্তু হারিয়েছে?

৭২. قَالُوْا তারা বলল نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ আমরা শাহী পেয়ালা পাচ্ছিনা وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ এবং যে ব্যক্তি তা এনে দিবে حِمْلُ بَعِيْرٍ সে এক উটের বোঝা শস্য পাবে وَاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ আর আমি তার জামিন রইলাম।

৭৩. قَالُوْا تَاللّٰهِ তারা বলল, আল্লাহর কসম لَقَدْ عَلِمْتُمْ তোমরা ভালো করেই জান যে, مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْاَرْضِ আমরা দেশে ফ্যাসাদ বিস্তার করতে আসিনি وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ এবং আমরা চুরি করার পাত্রও নই।

৭৪. قَالُوْا অন্বেষণকারীরা বলল فَمَا جَزَآؤُهٗ আচ্ছা তবে তার কি শাস্তি হবে اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ যদি তোমরা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হও।

৭৫. قَالُوْا তারা উত্তর করল جَزَآؤُهٗ তার শাস্তি এই যে, مَنْ وُّجِدَ فِيْ رَحْلِهٖ যার আসবাবের মধ্যে তা পাওয়া যাবে فَهُوَ جَزَآؤُهٗ সে নিজেই নিজের শাস্তি (স্বরূপ গোলাম হয়ে থাকবে) كَذٰلِكَ نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ আমরা অনাচারীদের এরূপই শাস্তি দিয়ে থাকি।

فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ ؕ كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ (٧٦)	৭৬. অতঃপর ইউসুফ নিজ ভ্রাতার থলে তালাশ করার পূর্বে সর্বপ্রথম অপর ভ্রাতাদের থলে হতে তল্লাশি আরম্ভ করলেন, পরে তা স্বীয় ভ্রাতার থলে হতে বের করে নিলেন, আমি ইউসুফের খাতিরে [বিনয়ামীনকে রাখার] এরূপ তদবির করলাম, ইউসুফ নিজ ভ্রাতাকে সে বাদশাহের আইনানুসারে রাখতে পারতেন না; কিন্তু কথা হলো এই যে, [এটা] আল্লাহরই ইচ্ছা ছিল, আমি যাকে ইচ্ছা করি বিশিষ্ট মর্যাদায় উন্নত করে দেই এবং সমস্ত জ্ঞানীর উপর রয়েছেন এক মহাজ্ঞানী [আল্লাহ]।
قَالُوْٓا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ (٧٧)	৭৭. তারা বলল, যদি সে চুরি করে থাকে, তবে তার এক ভ্রাতাও ইতঃপূর্বে চুরি করেছে, ইউসুফ এ কথাটিকে নিজ অন্তরে গোপন রাখলেন এবং তা তাদের নিকট প্রকাশ করলেন না, অর্থাৎ এরূপ বললেন, এ ব্যাপারে তোমরা তো আরো অধিক মন্দ আর যা তোমরা বর্ণনা করছ তা [-র হাকীকত] আল্লাহ তা'আলা সমধিক অবগত আছেন।
قَالُوْا يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗٓ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ (٧٨)	৭৮. তারা বলল, হে আজিজ! এর [এ বালকটির] এক অতি বৃদ্ধ পিতা আছেন [তিনি তাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন], সুতরাং তার স্থলে আমাদের একজনকে রেখে দিন, আমরা আপনাকে সদাচারী দেখছি।

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৬. فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ অতঃপর ইউসুফ সর্বপ্রথম অপর ভ্রাতাদের থলে হতে তল্লাশি আরম্ভ করলেন قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ নিজ ভ্রাতার থলে তালাশ করবার পূর্বে ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا পরে তা বের করে নিলেন مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ নিজ ভ্রাতার থলে হতে كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ আমি ইউসুফের খাতিরে এরূপ তদবির করলাম مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ ইউসুফ নিজ ভ্রাতাকে রাখতে পারতেন না فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ সেই বাদশাহের আইনানুসারে اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ কিন্তু কথা হলো এই যে, আল্লাহরই ইচ্ছা ছিল نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ আমি যাকে ইচ্ছা করি বিশিষ্ট মর্যাদায় উন্নত করে দেই وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ এব সমস্ত জ্ঞানীর উপর রয়েছেন এক মহাজ্ঞানী।

৭৭. قَالُوْا তারা বলল اِنْ يَّسْرِقْ যদি সে চুরি করে থাকে فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ তবে তার এক ভ্রাতাও ইতঃপূর্বে চুরি করেছে فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهٖ ইউসুফ এ কথাটিকে নিজ অন্তরে গোপন রাখলেন وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ এবং তা তাদের নিকট প্রকাশ করলেন না قَالَ অর্থাৎ এরূপ বললেন اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا এ ব্যাপারে তোমরা তো আরো অধিক মন্দ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ আর যা তোমরা বর্ণনা করছ তা আল্লাহ তা'আলাই সমাধিক অবগত আছেন।

৭৮. قَالُوْا তারা বলল يٰٓاَيُّهَا الْعَزِيْزُ হে আজীজ! اِنَّ لَهٗٓ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا এর এক অতি বৃদ্ধ পিতা আছেন (একে অত্যন্ত স্নেহ করেন) فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ সুতরাং তার স্থলে আমাদের একজনকে রেখে দিন اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ আমরা আপনাকে সদাচারী দেখছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَالُوٓا۟ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُۥ مِن قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِى نَفْسِهِۦ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۖ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ

আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনা : আলোচ্য আয়াতে হযরত ইউসুফ (আ.) এর ছোট বেলার একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। ঘটনাটি হলো যে সায়্যেদুনা হযরত ইয়াকূব (আ.) এর দ্বিতীয় স্ত্রী রাহীল বিনতে লাইয়্যান, বিনয়ামিন জন্ম গ্রহণ করার পরপরই ইন্তেকাল করেন। কাজেই ইবনে কাছীরের রেওয়ায়েত মতে তাদের দু'ভাইয়ের লালন পালনের দায়িত্ব তাদের ফুফুর জিম্মায় ছিল। ইমামে তাফসীর মুজাহিদের বর্ণনা মতে হযরত ইউসুফ (আ.) এর উত্তরাধীকারী সূত্রে হযরত ইসহাক (আ.) এর একটি কমর বন্দনীর ওয়ারিশত্ব লাভ করেন।

বলাবাহুল্য তিনি ইউসুফ (আ.) কে লালন-পালন করতেন এবং তাঁকে অত্যন্ত মহব্বত করতেন। ইউসুফ (আ.) যখন কিছু বড় হন, তখন হযরত ইয়াকূব (আ.) বললেন যে, তাঁকে আমার নিকট সোপর্দ করে দাও। তিনি ভাবলেন যে, ইউসুফ আমার কাছ থেকে মুহূর্তকাল অনুপস্থিত থাকবে তা আমার সহ্য হবে না। তাই তিনি তার বিরহ ব্যাথায় অস্থির হয়ে পড়লেন। সুতরাং তিনি ইয়াকূব (আ.) কে বললেন যে, তাঁকে আমার নিকট কিছু দিনের জন্য রেখে যাও, তাদের একটু দেখে নেই। অতঃপর ইয়াকূব (আ.) যখন সেখান থেকে বের হলেন, তখন তার বোন ইসাহক (আ.) এর কমর বন্দনীটি ইউসুফ এর কাপড়ের নিচে বেঁধে দিলেন। অতঃপর তিনি ঘোষণা দিলেন যে, আমি ইসহাক (আ.) এর কমর বন্ধনীটি হারিয়ে ফেললাম, তোমরা কে নিয়েছ? খোঁজ করে দেখ। তিনি খোজাখুজি করে বললেন যে, তোমরা সকলেই কাপড় খোঁজ কর। কাপড় খোঁজ করে তা হযরত ইউসুফ (আ.) এর নিকট পাওয়া গেল। তখন তিনি বলেন যে, খোদার কসম ইউসুফ আমার, তাঁকে আমার নিকট সপে দাও। তাঁর ব্যাপারে আমার যা ইচ্ছা করব। পরবর্তীতে হযরত ইয়াকূব (আ.) তাঁর নিকট আসলে তাঁকে এ সংবাদ দেওয়া হলো। হযরত ইয়াকূব (আ.) বললেন যে, ঘটনা যদি এমনই হয়ে থাকে, তাহলে তা আপনারই। সুতরাং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ইউসূফ (আ.) কে তার নিকটই রাখেন। ইউসূফ ভ্রাতারা إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُۥ مِن قَبْلُ বলে বিনয়ামিনকে হেয় প্রতিপন্ন করে। -(কুরতুবী ৯/২০৩)

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সহোদর ভাই বেনিয়ামিনকে রেখে দেওয়ার জন্য ইউসুফ (আ.) একটি কৌশল ও তদবির অবলম্বন করলেন। যখন সব ভাইকে নিয়ম মাফিক খাদ্যশস্য দেওয়া হলো, তখন প্রত্যেক ভাইয়ের খাদ্যশস্য পৃথক পৃথক উটের পিঠে পৃথক পৃথক নামে চাপানো হলো।

বিনয়ামিনের যে খাদ্য শস্য উটের পিঠে চাপানো হলো, তাতে একটি পাত্র গোপনে রেখে দেওয়া হলো। কুরআন পাক ও পাত্রটিকে এক জায়গায় اَلسِّقَايَةَ শব্দের দ্বারা এবং অন্যত্র صُوَاعَ الْمَلِكِ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। اَلسِّقَايَةَ শব্দের অর্থ পানি পান করার পাত্র এবং صُوَاعٌ শব্দটিও এমনি ধরনের পাত্রের অর্থে ব্যবহৃত হয়। একে مَلِكٌ তথা বাদশাহর দিকে নির্দেশিত করার ফলে আরও জানা গেল যে, এ পাত্রটি বিশেষ মূল্যবান ও মর্যাদাবান ছিল। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, পাত্রটি 'যবরজদ' পাথর দ্বারা নির্মিত ছিল। আবার কেউ স্বর্ণ নির্মিত এবং রৌপ্য নির্মিতও বলেছেন। মোটকথা, বিনয়ামিনের রসদপত্রে গোপনে রক্ষিত এ পাত্রটি যথেষ্ট মূল্যবান হওয়া ছাড়াও বাদশাহর সাথে এর বিশেষ সম্পর্কও ছিল। বাদশাহ নিজে তা ব্যবহার করতেন, অথবা বাদশাহর আদেশে তা খাদ্যশস্য পরিমাপের পাত্ররূপে ব্যবহৃত হতো।

ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ অর্থাৎ, কিছুক্ষণ পর জনৈক ঘোষক ডেকে বলল- হে কাফেলার লোকজন, তোমরা চোর।

এখানে ثم শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, এ ঘোষণা তৎক্ষণাৎ করা হয়নি; বরং কাফেলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর করা হয়েছে- যাতে কেউ জালিয়াতির সন্দেহ না করতে পারে। মোটকথা, ঘোষক ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাফেলাকে চোর আখ্যা দিল।

قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ অর্থাৎ, ইউসুফ-ভ্রাতাগণ ঘোষণাকারীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল- তোমরা আমাদেরকে চোর বলছ। প্রথমে একথা আমাদের বল যে, তোমাদের কি বস্তু চুরি হয়েছে?

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ঘোষণাকারীগণ বলল, বাদশাহর পানপাত্র হারিয়ে গেছে। যে ব্যক্তি তা বের করে দেবে সে এক উটের বোঝাই পরিমাণ খাদ্যশস্য পুরস্কার পাবে এবং আমি এর জামিন।

এখানে প্রথম প্রশ্ন এই যে, হযরত ইউসুফ (আ.) বিনয়ামিনকে আটকানোর জন্য এ কৌশল কেন করলেন, অথচ তিনি জানতেন যে, স্বয়ং তাঁর বিচ্ছেদের আঘাত পিতার জন্য অসহনীয় ছিল? এমতাবস্থায় অপর ভাইকে আটকে তাঁকে আরো একটি আঘাত দেওয়া তিনি কিরূপে পছন্দ করলেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন আরও গুরুত্বপূর্ণ। তা এই যে, নিরপরাধ ভাইদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনা, গোপনে তাদের আসবাব-পত্রের মধ্যে কোনো বস্তু রেখে দেওয়ার মতো জালিয়াতি, কথা এবং প্রকাশ্যে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা- এসব কাজ অবৈধ। আল্লাহর পয়গম্বর হযরত ইউসুফ (আ.) এগুলো কিভাবে সহ্য করলেন?

কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ বর্ণনা করেন- বিনয়ামিন যখন হযরত ইউসুফ (আ.) কে নিশ্চিতরূপে চিনে ফেলে, তখন সে নিজেই ভাইকে অনুরোধ করে যে, তাকে যেন ভাইদের কাছে ফেরত পাঠানো না হয়; বরং হযরত ইউসুফ (আ.) এর কাছে রাখা হয়। হযরত ইউসুফ (আ.) প্রথমে এ অজুহাতই পেশ করলেন যে, তাকে এখানে রাখা হলে পিতার মনোকষ্টের অন্ত থাকবে না। দ্বিতীয়তঃ তাকে এখানে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে, তাকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করে গ্রেফতার করতঃ আটক রাখা। বিনয়ামিন ভাইদের সাথে বসবাস করতে এতই নারাজ ছিল যে, সে এ জাতীয় প্রস্তাবেও সম্মত হয়ে যায়।

কিন্তু এ ঘটনা সত্য হলেও পিতার মনোকষ্ট, ভাইদের লাঞ্ছনা এবং তাদেরকে চোর বলা শুধু বেনিয়ামিনের সম্মতির কারণে বৈধ হতে পারে না। কেউ কেউ কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ঘোষক বোধ হয় হযরত ইউসুফ (আ.) এর অজ্ঞাতসারে এবং বিনা অনুমতিতে ভাইদের চোর বলেছিল। এ উক্তি যেমন প্রমাণহীন, তেমনি ঘটনার সাথে বে খাপ্পা। এমনিভাবে কেউ কেউ বলেন- ভ্রাতগণ হযরত ইউসুফ (আ.) কে পিতার কাছ থেকে চুরি করে বিক্রয় করেছিল। তাই তাদেরকে চোর বলা হয়েছে। এটাও একটা নিছক ব্যাখ্যা বৈ নয়। অতএব, এসব প্রশ্নের বিশুদ্ধ উত্তর তা'ই- যা কুরতুবী, মাযহারী প্রমুখ গ্রন্থকার দিয়েছেন। তা এই যে, এ ঘটনায় যা করা হয়েছে এবং যা বলা হয়েছে, তা বিনয়ামিনের বাসনার ফলশ্রুতিও ছিল না এবং হযরত ইউসুফ (আ.) এর প্রস্তাবের ফলও ছিল না; বরং এসব কাজ ছিল আল্লাহর নির্দেশে তাঁরই অপার রহস্যের বহিঃপ্রকাশ। এসব কাজের মাধ্যমে হযরত ইয়াকূব (আ.) এর পরীক্ষার বিভিন্নস্তর পূর্ণতা লাভ করছিল। এ উত্তরের প্রতি স্বয়ং কুরআনের এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে। كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ অর্থাৎ, আমি ইউসুফের খাতিরে এমনিভাবে তার ভাইকে আটকানোর কৌশল করেছি।

এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে এ ফন্দি ও কৌশলকে আল্লাহ তা'আলা নিজের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব, এসব কাজ যখন আল্লাহর নির্দেশে সম্পন্ন হয়েছে, এগুলোকে অবৈধ বলার কোনো অর্থ নেই। এগুলো মূসা ও খিযিরের ঘটনায় নৌকা ভাঙ্গা, বালককে হত্যা করা ইত্যাদির মতোই। এগুলো বাহ্যতঃ গোনাহর কাজ ছিল বলেই

হযরত মূসা (আ.) তা মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু হযরত খিযির (আ.) সব কাজ আল্লাহর নির্দেশে বিশেষ উপযোগিতার অধীনে করে যাচ্ছিলেন। তাই এগুলো গোনাহের কাজ ছিল না।

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ. অর্থাৎ, শাহী ঘোষক যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভ্রাতাদেরকে চোর বলল, তখন তারা উত্তরে বলল– সভাসদবর্গও আমাদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন যে, আমরা এখানে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসিনি এবং আমরা চোর নই।

قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ. রাজকর্মচারীরা বলল– যদি তোমাদের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে বল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কি শাস্তি?

قَالُوْا جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِىْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ. অর্থাৎ, ইউসুফের ভ্রাতাগণ বলল– যার আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হবে; সে নিজেই দাসত্ব বরণ করবে। আমরা চোরকে এমনি ধরনের সাজা দেই।

উদ্দেশ্য, হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর শরিয়তে চোরের শাস্তি এই যে, যার মাল চুরি করে সে চোরকে গোলাম করে রাখবে। রাজকর্মচারীরা এভাবে স্বয়ং ভ্রাতাদের কাছ থেকে ইয়াকূবী শরিয়ত অনুযায়ী চোরের শাস্তি জেনে নিল, যাতে বিনয়ামিনের আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হলে তারা নিজেদেরই ফয়সালা অনুযায়ী তাকে হযরত ইউসুফ (আ.) এর হাতে সোপর্দ করতে বাধ্য হয়।

فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ অর্থাৎ, সরকারি তল্লাশকারীরা প্রকৃত ষড়যন্ত্র ঢেকে রাখার জন্য প্রথমেই অন্য ভাইদের আসবাবপত্র তালাশ করল। প্রথমেই বিনয়ামিনের আসবাবপত্র খুলল না, যাতে তাদের সন্দেহ না হয়।

ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ অর্থাৎ, সব শেষে বিনয়ামিনের আসবাবপত্র খোলা হলে তা থেকে শাহীপাত্রটি বের হয়ে এলো।

তখন ভাইদের অবস্থা দেখে কে? লজ্জায় সবার মাথা হেট হয়ে গেল। তারা বেনিয়ামিনকে গাল-মন্দ দিয়ে বলল– তুমি আমাদের মুখে চুনকালি দিলে।

كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ. অর্থাৎ, এমনিভাবে আমি ইউসুফের খাতিরে কৌশল করেছি। তিনি বাদশাহর আইনানুযায়ী ভাইকে গ্রেফতার করতে পারতেন না। কেননা মিসরের আইনে চোরকে মারপিট করে এবং চোরাই মালের দ্বিগুণ মূল্য আদায় করে ছেড়ে দেওয়ার বিধান ছিল। কিন্তু তারা এখানে ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাছ থেকেই ইয়াকূবী শরিয়তানুযায়ী চোরের বিধান জেনে নিয়েছিল। এ বিধান দৃষ্টে বিনয়ামিনকে আটকে রাখা বৈধ হয়ে গেল। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় হযরত ইউসুফ (আ.) এর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো।

نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ. অর্থাৎ, আমি যাকে ইচ্ছা, উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করে দেই, যেমন এ ঘটনায় ইউসুফের মর্যাদা তাঁর ভাইদের তুলনায় উচ্চ করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরই তদপেক্ষা অধিক জ্ঞানী বিদ্যমান রয়েছে।

উদ্দেশ্য এই যে, জ্ঞানের দিক দিয়ে সৃষ্টজীবের মধ্যে একজনকে অন্য জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। একজন যত বড় জ্ঞানীই হোক, তার মোকাবিলায় আরো অধিক জ্ঞানী থাকে। মানব জাতির মধ্যে যদি কেউ এমন হয় যে, তার চাইতে অধিক জ্ঞানী আর নেই, তবে এ অবস্থায়ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জ্ঞান সবারই উর্ধ্বে।

নির্দেশ ও মাসআলা :

১. وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্য মজুরি কিংবা পুরস্কার নির্ধারণ করে যদি এ মর্মে ঘোষণা দান করা হয় যে, যে ব্যক্তি এ কাজ করবে, সে এ পরিমাণ পুরস্কার কিংবা

মজুরি পাবে, তবে তা জায়েজ হবে; যেমন অপরাধীদেরকে গ্রেফতার করার জন্য কিংবা হারানো বস্তু ফেরত দেওয়ার জন্য এ ধরনের পুরস্কার ঘোষণা সাধারণভাবে প্রচলিত রয়েছে। যদিও এ জাতীয় লেন-দেন ফিকাহ শাস্ত্রে বর্ণিত ইজারার সংজ্ঞানুরূপ নয়, তথাপি এ আয়াতদৃষ্টে তার বৈধতা প্রমাণিত হয়। -(কুরতুবী)

২. وَاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ দ্বারা বুঝা গেল যে, একজন অন্যজনের পক্ষে আর্থিক অধিকারের জামিন হতে পারে। সাধারণ ফিকহবিদদের মতে এ ব্যাপারে বিধান এই যে, প্রাপক আসল দেনাদার কিংবা জামিন এতদুভয়ের মধ্যে যে কোনো একজনের কাছ থেকে তার পাওনা আদায় করে নিতে পারে। যদি জামিনের কাছ থেকে আদায় করা হয়, তবে সে দেনা পরিমাণ অর্থ আসল দেনাদারের কাছ থেকে নিয়ে নেবে। -(কুরতুবী)

৩. كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ থেকে জানা গেল যে, কোনো শরিয়তসম্মত উপযোগিতার ভিত্তিতে যদি লেন-দেনের আকারে এমন পরিবর্তন করা হয়, যার ফলে বিধান পরিবর্তিত হয়ে যায়, তবে তা আইনতঃ জায়েজ হবে। ফিকহবিদদের পরিভাষায় একে حِيْلَةٌ (হীলা) বলা হয়। এর জন্য শর্ত এই যে, এর ফলে যেন শরিয়তের কোনো বিধান বাতিল না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শরিয়তের বিধান বাতিল হয়ে যায়– এরূপ হীলা সর্বসম্মতভাবে হারাম। যেমন জাকাত থেকে গা বাঁচানোর জন্য কোনো হীলা করা অথবা রমজানের পূর্বে কোনো অনাবশ্যক সফরে বের হয়ে পড়া– যাতে রোজা না রাখার অজুহাত সৃষ্টি হয়। এরূপ করা সর্বসম্মতভাবে হারাম। এ জাতীয় হীলা করার কারণে কোনো কোনো জাতি আজাবে নিপতিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ হীলা করতে নিষেধ করেছেন। এরূপ হীলার আশ্রয় নিলে কোনো অবৈধ কাজ বৈধ হয়ে যায় না; বরং পাপের মাত্রা দ্বিগুণ হয়। এক পাপ আসল অবৈধ কাজের এবং দ্বিতীয় পাপ অবৈধ হীলার, যা একদিক দিয়ে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে প্রতারণার নামান্তর। ইমাম বুখারী (র.) كِتَابُ الْحِيَلِ তথা হীলা অধ্যায়ে এ জাতীয় হীলার অবৈধতা প্রমাণ করেছেন।

اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ. অর্থাৎ, সে যদি চুরি করে থাকে তাতে আশ্চর্যের কি আছে। তার এক ভাই ছিল, সেও এমনিভাবে ইতিপূর্বে চুরি করেছিল। উদ্দেশ্য এই যে, সে আমাদের সহোদর ভাই নয়– বৈমাত্রেয় ভাই। তার এক সহোদর ভাই ছিল সে-ও চুরি করেছিল।

ইউসুফ-ভ্রাতারা এখন স্বয়ং ইউসুফ (আ.) এর প্রতি চুরির অপবাদ আরোপ করল। এতে ইউসুফ (আ.) এর শৈশবকালীন একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এখানে বিনয়ামিনের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ উত্থাপনের জন্য যেভাবে চক্রান্ত করা হয়েছে, তখন হুবহু তেমনিভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বিরুদ্ধেও তার অজ্ঞাতে চক্রান্ত করা হয়েছিল। তখন এই ভ্রাতারা ভালোভাবেই জানত যে, উক্ত অভিযোগের ব্যাপারে হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পূর্ণ নির্দোষ। কিন্তু এখন বিনয়ামিনের প্রতি আক্রোশের আধিক্যবশতঃ সে ঘটনাটিকে চুরি আখ্যা দিয়ে হযরত ইউসুফ (আ.) কেও তাতে অভিযুক্ত করে দিয়েছে।

فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِىْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. অর্থাৎ, ইউসুফ (আ.) ভাইদের কথা শুনে একথা মনে মনেই রাখলেন যে, এরা দেখি এখনো পর্যন্ত আমার পিছনে লেগে রয়েছে। এখনো তারা আমাকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করছে। কিন্তু তিনি ভাইদের কাছে একথা প্রকাশ হতে দিলেন না যে, তিনি তাদের একথা শুনেছেন এবং তাদ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন।

قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ. অর্থাৎ, ইউসুফ (আ.) মনে মনে বললেন, তোমাদের স্তর ও অবস্থা এতই মন্দ যে, জেনেশুনে ভাইদের প্রতি চুরির দোষারোপ করছ। আরো বললেন– তোমাদের কথা সত্য কি মিথ্যা সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক জানেন। প্রথম বাক্যটি মনে মনে বলেছেন এবং দ্বিতীয় বাক্যটি সম্ভবতঃ জোরেই বলছেন।

قَالُوْا يٰاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ اِنَّا نَرٰكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ.

ইউসুফ ভ্রাতারা যখন দেখল যে, কোনো চেষ্টাই ফলপ্রসূ হচ্ছে না এবং বেনিয়ামিনকে এখানে ছেড়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই; তখন তারা প্রার্থনা জানাল যে, এর পিতা নিরতিশয় বয়োবৃদ্ধ ও দুর্বল। এর বিচ্ছেদের যাতনা সহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই আপনি এর পরিবর্তে আমাদের কাউকে গ্রেফতার করে নিন। আমরা দেখছি, আপনি খুবই অনুগ্রহশীল। এ ভরসায়ই আমরা এ প্রার্থনা জানাচ্ছি। অথবা অর্থ এই যে, আপনি পূর্বেও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

اَلْعِيْرُ : ইসম। مُؤَنَّث অর্থ- কাফেলা, দল। বাব ضَرَبَ থেকে মাসদারও আসে। যার অর্থ, চলা। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (রহ.) লিখেন, عِيْرٌ ঐ সমস্ত লোক, যারা নিজের সঙ্গে খাদ্যশস্য বহন করে। এটি শস্যবহনকারী লোক ও বাহন উভয়ের নাম। কিন্তু কখনো এর ব্যবহার যে কোনো একটির জন্যও হয় অর্থাৎ কখনো মানুষ আবার কখনো উট।

تَفْقِدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْفَقْدُ মূলবর্ণ (ف . ق . د) জিনস صحيح অর্থ- হারানো, না পাওয়া।

صُوَاعَ : একবচন, বহুবচন صِيْعَانٌ অর্থ- পান করার বড় পাত্র, যাতে শরাব পান করা হয়। صُوَاعٌ শব্দটি صَاعٌ এর মতো অর্থাৎ একটি প্রসিদ্ধ পরিমাপক যন্ত্র।

كِدْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْكَيْدُ অর্থ- গোপনে তদবীর করা।

لَمْ يُبْدِ : نفى جحد بلم বহছ واحد مذكر غائب সীগাহ। لم-এর কারণে مجزوم হয়েছে। ماضى এর অর্থে মূলতঃ يبدى ছিল। লাম জযমদাতা হরফ হওয়ার কারণে ى পড়ে গেছে। বাব درفعل مستقبل معروف افعال মাসদার اَلْاِبْدَاءُ মূলবর্ণ (ب . د . و) জিনস ناقص واوى অর্থ- প্রকাশ করা।

تَصِفُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَصْفُ মূলবর্ণ (و . ص . ف) জিনস مثال واوى অর্থ- কোনো জিনিসকে তার কোনো বৈশিষ্ট্য ও গুণ সহকারে বর্ণনা করা। তবে গুণ কখনো সত্য হয় আবার কখনো মিথ্যা। এখানে মিথ্যা গুণই উদ্দেশ্য।

نَرَاكَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف : ك যমীর মাফউল বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر . أ . ى) জিনস مركب (ناقص يائى ও مهموز عين) অর্থ- দেখা।

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗۤ ۙ اِنَّاۤ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ﴿٧٩﴾	৭৯. ইউসুফ বললেন, এমন কাজ হতে আল্লাহ রক্ষা করুন যে, আমরা যার নিকট নিজেদের জিনিস পেয়েছি তাকে ছেড়ে অপরকে বন্দি করে রাখি, এ অবস্থায় তা আমরা বড় অবিচারী বলে গণ্য হব।
فَلَمَّا اسْتَايْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ؕ قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْۤ اَبِيْۤ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨٠﴾	৮০. অনন্তর যখন ইউসুফ হতে তাদের কোনো আশা রইল না, তখন তারা পৃথক হয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগল, তাদের মধ্যে যে বড় ছিল সে বলল, তোমাদের কি জানা নেই যে, তোমাদের পিতা তোমাদের হতে আল্লাহর শপথ নিয়ে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন, আর এর পূর্বে ইউসুফের ব্যাপারে যে কত ত্রুটি করে রেখেছ, অতএব, আমি তো এ দেশ হতে নড়ব না, যে পর্যন্ত আমার পিতা আমাকে অনুমতি না দেন অথবা আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ সমস্যার সমাধান করে না দেন, আর তিনিই উত্তম সমাধানকারী।
اِرْجِعُوْۤا اِلٰۤى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَاۤ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ﴿٨١﴾	৮১. তোমরা নিজেদের পিতার নিকট ফিরে যাও এবং বল যে, আব্বা! আপনার ছেলে চুরি করেছে এবং আমরা তো তাই ব্যক্ত করছি যা আমরা জানতে পেরেছি আর আমরা অদৃশ্য বিষয় তো জ্ঞাত ছিলাম না।

ركوع

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৯. قَالَ ইউসুফ বললেন مَعَاذَ اللّٰهِ এমন কাজ হতে আল্লাহ রক্ষা করুন যে, اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗ আমরা যার নিকট নিজেদের জিনিস পেয়েছি তাকে ছেড়ে অপরকে বন্দী করে রাখি اِنَّاۤ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ এ অবস্থায় তো আমরা বড় অবিচারী বলে গণ্য হব।

৮০. فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ অনন্তর যখন ইউসুফ হতে তাদের কোনো আশাই রইলনা خَلَصُوْا نَجِيًّا তখন তারা পৃথক হয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগল قَالَ كَبِيْرُهُمْ তাদের মধ্যে যে বড় ছিল সে বলল اَلَمْ تَعْلَمُوْۤا তোমাদের কি জানা নেই যে اَنَّ اَبَاكُمْ তোমাদের পিতা قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ তোমাদের থেকে আল্লাহর শপথ নিয়ে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ আর এর পূর্বে ইউসুফের ব্যাপারে যে কত ত্রুটিই করে রেখেছ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ অতএব, আমি তো এদেশ হতে নড়ব না حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْۤ اَبِيْۤ যে পর্যন্ত আমার পিতা আমাকে অনুমতি না দেন اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ অথবা আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ সমস্যার সমাধান করে না দেন وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ আর তিনিই উত্তম সমাধানকারী।

৮১. اِرْجِعُوْۤا اِلٰۤى اَبِيْكُمْ তোমরা নিজেদের পিতার নিকট ফিরে যাও فَقُوْلُوْا এবং বল যে, يٰۤاَبَانَاۤ আব্বা! اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ আপনার ছেলে চুরি করেছে وَمَا شَهِدْنَاۤ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا আর আমরা তাই ব্যক্ত করছি যা আমরা জানতে পেরেছি وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ আর আমরা অদৃশ্য বিষয় তো জ্ঞাত ছিলাম না।

৮২. আর সে জনপদের অধিবাসীদেরকে জিজ্ঞেস করুন, যেখানে আমরা ছিলাম এবং এ কাফেলার লোকাদেরকেও জিজ্ঞেস করুন, যাদের শামিল হয়ে আমরা এসেছি, আর বিশ্বাস করুন, আমরা সম্পূর্ণ সত্য বলছি।	وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِىْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِىْٓ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ۗ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ (٨٢)
৮৩. ইয়াকূব বললেন: বরং তোমরা নিজেদের মন হতে একটি কথা গড়ে নিয়েছ, অতএব, সবরই করব যাতে অভিযোগের নাম-গন্ধ থাকবে না: আল্লাহর দরবারে আশা রইল যে, তাদের সকলকে আমার নিকট পৌছে দিবেন, নিশ্চয় তিনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।	قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ۗ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ۗ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِىْ بِهِمْ جَمِيْعًا ۗ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ (٨٣)
৮৪. আর তাদের হতে অন্য দিকে মুখ ফিরালেন এবং বললেন, হায় ইউসুফ! আফসোস! আর শোকে তাঁর চক্ষু সাদা হয়ে গেল এবং তিনি শোক সংবরণ করছিলেন।	وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰٓاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ (٨٤)
৮৫. পুত্ররা বলল, আল্লাহর কসম! আপনি তো সদাসর্বদা ইউসুফের স্মরণে লেগে থাকবেন, এমন কি শীর্ণকায় হয়ে ওষ্ঠাগত-প্রাণ হয়ে পড়বেন অথবা একেবারে মরেই যাবেন।	قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ (٨٥)
৮৬. ইয়াকূব বললেন, আমি আমার শোক ও দুঃখের অভিযোগ কেবল আল্লাহর সমীপেই করছি এবং আল্লাহ তা'আলার কথাগুলো যে পরিমাণ আমি জানি তা তোমরা জান না।	قَالَ اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّىْ وَحُزْنِىْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (٨٦)

শাব্দিক অনুবাদ :

৮২. وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ আর সে জনপদের অধিবাসীদেরকে জিজ্ঞাসা করুন الَّتِىْ كُنَّا فِيْهَا যেখানে আমরা ছিলাম وَالْعِيْرَ এবং এ কাফেলার লোকদেরকেও জিজ্ঞাসা করুন যাদের শামিল হয়ে আমরা এসেছি الَّتِىْٓ اَقْبَلْنَا فِيْهَا وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ আর বিশ্বাস করুন, আমরা সম্পূর্ণ সত্য বলছি।

৮৩. قَالَ ইয়াকূব বললেন بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا বরং তোমরা নিজেদের মন হতে একটি কথা গড়ে নিয়েছ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ অতএব, সবরই করব যাতে অভিযোগের নামগন্ধ থাকবে না عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِىْ بِهِمْ جَمِيْعًا আল্লাহর দরবারে আশা রইল যে, তাদের সকলকে আমরা নিকট পৌছে দিবেন اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৮৪. وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ আর তাদের থেকে অন্য দিকে মুখ ফিরালেন وَقَالَ এবং বললেন يٰٓاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ হায় ইউসুফ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ আর শোকে তাঁর চক্ষু সাদা হয়ে গেল فَهُوَ كَظِيْمٌ এবং তিনি শোক সংবরণ করে ছিলেন।

৮৫. قَالُوْا পুত্ররা বলল تَاللّٰهِ আল্লাহর কসম تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ আপনি তো সর্বদা ইউসুফের স্মরণে লেগে থাকবেন حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا এমন কি শীর্ণকায় হয়ে ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়ে পড়বেন اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ অথবা একেবারে মরেই যাবেন।

৮৬. قَالَ ইয়াকূব বললেন اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّىْ وَحُزْنِىْٓ اِلَى اللّٰهِ আমি আমার শোক ও দুঃখের অভিযোগ কেবল আল্লাহর সমীপেই করছি وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ এবং আল্লাহ তা'আলার কথাগুলো যে পরিমাণ আমি জানি তা তোমরা জান না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗۤ اِنَّاۤ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ.

ইউসুফ (আ.) ভাইদেরকে আইনানুগ উত্তর দিয়ে বললেন– যাকে ইচ্ছা গ্রেফতার করার ক্ষমতা আমাদের নেই, বরং যার কাছ থেকে চোরাই মাল বের হয়েছে, তাকে ছাড়া যদি অন্য কাউকে গ্রেফতার করি, তবে আমরা তোমাদেরই ফতোয়া ও ফয়সালা অনুযায়ী জালেম হয়ে যাব। কারণ তোমরাই বলেছ যে, যার কাছ থেকে চোরাই মাল বের হবে, সে-ই তার শাস্তি পাবে।

فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا অর্থাৎ, ইউসুফ ভ্রাতারা যখন বিনয়ামিনের মুক্তির ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল, তখন পরস্পর পরামর্শ করার জন্য একটি পৃথক জায়গায় একত্রিত হলো।

قَالَ كَبِيْرُهُمْ তাদের জ্যেষ্ঠ ভাই বলল– তোমাদের কি জানা নেই যে, পিতা তোমাদের কাছ থেকে বিনয়ামিনকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য কঠিন শপথ নিয়েছিলেন? তোমরা ইতিপূর্বেও ইউসুফের ব্যাপারে একটি মারাত্মক অন্যায় করেছ। তাই আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মিসর ত্যাগ করব না, যতক্ষণ পিতা নিজেই আমাকে এখান থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার আদেশ না দেবেন অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে আমার এখান থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ না আসে। আল্লাহ তা'আলাই সর্বোত্তম নির্দেশদাতা।

এখানে যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উক্তি বর্ণিত হয়েছে, কেউ কেউ বলেন, তিনি হচ্ছেন ইয়াহুদা। তিনি ছিলেন বয়সে সবার বড়। একদা ইউসুফ (আ.) কে হত্যা না করার পরামর্শ তিনিই দিয়েছিলেন। কারো মতে তিনি হচ্ছেন শামউন। তিনি প্রভাব প্রতিপত্তির ও মর্যাদার দিক দিয়ে সবার বড় গণ্য হতেন।

اِرْجِعُوْۤا اِلٰۤى اَبِيْكُمْ অর্থাৎ, বড় ভাই বললেন, আমি তো এখানেই থাকব। তোমরা সবাই পিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাঁকে বল যে, আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা যা বলছি, তা আমাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট চাক্ষুষ ঘটনা। আমাদের সামনেই তার আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হয়েছে।

وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ অর্থাৎ, আমরা আপনার কাছে ওয়াদা-অঙ্গীকার করেছিলাম যে, বিনয়ামিনকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনব। আমাদের এ ওয়াদা ছিল বাহ্যিক অবস্থা বিচারে। অদৃশ্যের অবস্থা আমাদের জানা ছিল না যে, সে চুরি করে গ্রেফতার হবে এবং আমরা নিরুপায় হয়ে পড়ব। এ বাক্যের এ অর্থও হতে পারে যে, আমরা ভাই বিনয়ামিনের যথাসাধ্য হেফাজত করেছি, যাতে সে কোনো অনুচিত কাজ করে বিপদে না পড়ে। কিন্তু আমাদের এ চেষ্টা বাহ্যিক অবস্থা পর্যন্তই সম্ভবপর ছিল। আমাদের দৃষ্টির আড়ালে ও অজ্ঞাতে সে এমন কাজ করবে, আমাদের জানা ছিল না।

ইউসুফ-ভ্রাতারা ইতিপূর্বে পিতাকে একবার ধোকা দিয়েছিল। ফলে তারা জানত যে, এ বর্ণনায় পিতা কিছুতেই আশ্বস্ত হবেন না এবং তাদের কথা বিশ্বাস করবেন না। তাই অধিক জোর দেওয়ার জন্য বলল– আপনি যদি আমাদের কথা বিশ্বাস না করেন, তবে যে শহরে আমরা ছিলাম (অর্থাৎ, মিসরে), তথাকার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন এবং আপনি ঐ কাফেলার লোকজনকেও জিজ্ঞেস করতে পারেন যারা আমাদের সাথেই মিসর থেকে কেনানে এসেছে। আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সত্যবাদী।

এ ক্ষেত্রে তাফসীরে মাযহারীতে এ প্রশ্নটি পুনঃব্যক্ত করা হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আ.) পিতার সাথে এমন নির্দয় ব্যবহার কেন করলেন? নিজের অবস্থা তো পিতাকে জানালেনই না, তদুপরি ছোট ভাইকেও রেখে দিলেন।

ভ্রাতারা বার বার মিসরে এসেছে; কিন্তু তিনি তাদের কাছে আত্মপরিচয় প্রকাশ করলেন না এবং পিতার কাছেও সংবাদ পাঠালেন না। এসব প্রশ্নের উত্তরে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে– হযরত ইউসুফ (আ.) এসব কাজ আল্লাহর নির্দেশেই করেছিলেন, হযরত ইয়াকূব (আ.) এর পরীক্ষাকে পূর্ণতা দান করাই ছিল এ সবের উদ্দেশ্য।

মাসআলা : وَمَا شَهِدْنَآ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যখন কারো সাথে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তখন তা বাহ্যিক অবস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়– অজানা বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। ইউসুফ-ভ্রাতারা পিতার সাথে বিনয়ামিনের হেফাজত সম্পর্কে যে অঙ্গীকার করেছিল, তা ছিল তাদের আয়ত্তাধীন বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বিনয়ামিনের চুরির অভিযোগে গ্রেফতার হওয়াতে অঙ্গীকারে কোনো ত্রুটি দেখা দেয়নি।

তাফসীরে কুরতুবীতে এ আয়াত থেকে আরো একটি মাসআলা বের করে বলা হয়েছে– এ বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাক্ষ্যদান জানার উপর নির্ভরশীল। ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান যে কোনোভাবে হোক, তদনুযায়ী সাক্ষ্য দেওয়া যায়। তাই কোনো ঘটনার সাক্ষ্য যেমন চাক্ষুষ দেখে দেওয়া যায়, তেমনি কোনো বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে শুনেও দেওয়া যায়। তবে আসল সূত্র গোপন করা যাবে না। বর্ণনা করতে হবে যে, ঘটনাটি সে নিজে দেখেনি, অমুক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে শুনেছে। এ নীতির ভিত্তিতেই মালেকী মাযহাবের ফিকহবিদগণ অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্যকেও বৈধ সাব্যস্ত করেছেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি সৎ ও সঠিক পথে থাকে; কিন্তু ক্ষেত্র এমন যে, অন্যরা তাকে অসৎ কিংবা পাপকাজে লিপ্ত বলে সন্দেহ করতে পারে তবে তার পক্ষে এ সন্দেহের কারণ দূর করা উচিত, যাতে অন্যরা কু-ধারণার গোনাহে লিপ্ত না হয়। হযরত ইউসুফ (আ.) এর সাথে কৃত পূর্ববর্তী আচরণের আলোকে বিনয়ামিনের ঘটনায় ভাইদের সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, এবারও তারা মিথ্যা ও সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাই এ সন্দেহ দূরীকরণের জন্য জনপদ অর্থাৎ মিসরবাসীদের এবং যুগপৎ কাফেলার লোকজনের সাক্ষ্য উপস্থিত করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যক্তিগত আচরণের মাধ্যমেও এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একবার তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত সফিয়্যা (রা.) কে সাথে নিয়ে মসজিদ থেকে এক গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন। গলির মাথায় দু'জন লোককে দেখে তিনি দূর থেকেই বলে দিলেন– আমার সাথে সফিয়্যা বিনতে হুওয়াই রয়েছে। ব্যক্তিদ্বয় আরজ করল– ইয়া রসূলাল্লাহ আপনার সম্পর্কেও কেউ কু-ধারণা করতে পারে কি? তিনি বললেন– হ্যাঁ, শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় প্রভাব বিস্তার করে। কাজেই কারো মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেওয়া বিচিত্র নয়। –(বুখারী, মুসলিম, কুরতুবী)

হযরত ইয়াকূব (আ.) এর ছোট ছেলে বিনয়ামিন মিসরে গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর ভ্রাতারা দেশে ফিরে এলো এবং হযরত ইয়াকূব (আ.) কে যাবতীয় বৃত্তান্ত শুনাল। তারা তাঁকে আশ্বস্ত করতে চাইল যে, এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ সত্যবাদী। বিশ্বাস না হলে মিসরবাসীদের কাছে কিংবা মিসর থেকে কেনানে আগত কাফেলার লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করা যায়। তারাও বলবে যে, বিনয়ামিন চুরির কারণে গ্রেফতার হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আ.) এর ব্যাপারে ছেলেদের মিথ্যা একবার প্রমাণিত হয়েছিল। তাই এবারও ইয়াকূব (আ.) বিশ্বাস করতে পারলেন না; যদিও বাস্তবে এ ব্যাপারে তারা বিন্দুমাত্রও মিথ্যা বলেনি। এ কারণে এ ক্ষেত্রেও তিনি ঐ বাক্যই উচ্চারণ করলেন, যা হযরত ইউসুফ (আ.) এর নিখোঁজ হওয়ার সময় উচ্চারণ করেছিলেন। بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ অর্থাৎ তোমরা যা বলছ, সত্য নয়। তোমরা মনগড়া কথা বলছ। কিন্তু আমি এবারও সবর করব। সবরই আমার জন্য উত্তম।

এ থেকেই কুরতুবী বলেন– মুজতাহিদ ইজতিহাদের মাধ্যমে যে কথা বলেন তা ভ্রান্তও হতে পারে। এমনকি, পয়গম্বরগণও যদি ইজতিহাদ করে কোনো কথা বলেন, তবে প্রথম পর্যায়ে তা সঠিক না হওয়াও সম্ভবপর। যেমন, এ ব্যাপারে হয়েছে। হযরত ইয়াকূব (আ.) ছেলেদের সত্যকেও মিথ্যা মনে করে নিয়েছেন। কিন্তু পয়গম্বরগণের বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে ভ্রান্তি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কাজেই পরিণামে তাঁরা সত্যে উপনীত হন।

এমনও হতে পারে, যে মনগড়া কথা বলে হযরত ইয়াকূব (আ.) ঐ কথা বুঝিয়েছেন যা মিসরে গড়া হয়েছিল। অর্থাৎ, একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কৃত্রিম চুরি দেখিয়ে বিনয়ামিনকে গ্রেফতার করে নেওয়া। অবশ্য ভবিষ্যতে এর পরিণাম চমৎকার আকারে প্রকাশ পেত। আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এদিকে ইঙ্গিতও হতে পারে। বলা হয়েছে– عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِىْ بِهِمْ جَمِيْعًا অর্থাৎ, আশা করা যায় যে, সম্ভবতঃ শীঘ্রই আল্লাহ তাদের সবাইকে আমার কাছে পৌঁছে দিবেন।

মোটকথা, হযরত ইয়াকূব (আ.) এবার ছেলেদের কথা মেনে নেননি। এই না মানার তাৎপর্য ছিল এই যে, প্রকৃতপক্ষে কোনো চুরিও হয়নি এবং বিনয়ামিনও গ্রেফতার হয়নি। এটা যথাস্থানে নির্ভুল ছিল। কিন্তু ছেলেরা নিজ জ্ঞানমতে যা বলেছিল, তাও ভ্রান্ত ছিল না।

وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰٓاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ অর্থাৎ, দ্বিতীয়বার আঘাত পাওয়ার পর হযরত ইয়াকূব (আ.) এ ব্যাপারে ছেলেদের সাথে বাক্যালাপ ত্যাগ করে পালনকর্তার কাছেই ফরিয়াদ করতে লাগলেন এবং বললেন– ইউসুফের জন্য বড়ই পরিতাপ। এ ব্যাথায় ক্রন্দন করতে করতে তাঁর চোখ দু'টি শ্বেতবর্ণ ধারণ করল। অর্থাৎ, দৃষ্টিশক্তি লোপ পেল কিংবা দুর্বল হয়ে গেল। তাফসীরবিদ মুকাতিল বলেন– হযরত ইয়াকূব (আ.) এর এ অবস্থা ছয় বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সময় দৃষ্টিশক্তি প্রায় লোপ পেয়েছিল। فَهُوَ كَظِيْمٌ অর্থাৎ, অতঃপর তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কারো কাছে নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করতেন না। كَظِيْمٌ শব্দটি كَظْم থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং ভরে যাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, দুঃখ ও বিষাদে তাঁর মন ভরে গেল এবং মুখ বন্ধ হয়ে গেল। কারো কাছে তিনি দুঃখের কথা বর্ণনা করতেন না।

এ কারণেই كَظْم শব্দটি ক্রোধ সংবরণ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, মন ক্রোধে পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মুখ অথবা হাত দ্বারা ক্রোধের কোনো কিছু প্রকাশ না পাওয়া। হাদীসে আছে, وَمَنْ يَّكْظِمِ الْغَيْظَ يَاْجُرْهُ اللّٰهُ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করে এবং শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্রোধ প্রকাশ করে না, আল্লাহ তা'আলা তাকে বড় প্রতিদান দেবেন।

এক হাদীসে আছে, হাশরের দিন আল্লাহ তা'আলা এরূপ লোকদেরকে প্রকাশ্য সমাবেশে এনে বলবেন– জান্নাতের নিয়ামতসমূহের মধ্যে যেটি ইচ্ছা, গ্রহণ কর।

ইমাম ইবনে জারীর এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, বিপদমুহূর্তে اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ বলার শিক্ষা এ উম্মতেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে এ বাক্যটি অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। উম্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য এভাবে জানা গেছে যে, তীব্র দুঃখ ও আঘাতের সময় হযরত ইয়াকূব (আ.) এ বাক্যটির পরিবর্তে يٰاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ বলেছেন। 'বায়হাকী শোআবুল ঈমানে ও হাদীসটি ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন।

ইউসুফের প্রতি হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর গভীর মহব্বতের কারণ :

হযরত ইউসুফ (আ.) এর প্রতি হযরত ইয়াকূব (আ.) এর অসাধারণ মহব্বত ছিল। হযরত ইউসুফ (আ.) নিখোঁজ হয়ে গেলে তিনি একেবারেই হতোদ্যম হয়ে পড়েন। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে পিতা-ছেলের বিচ্ছেদের সময়কাল চল্লিশ বছর এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আশি বছর বলা হয়েছে। দীর্ঘ সময় তিনি

ছেলের শোকে কাঁদতে কাঁদতে অতিবাহিত করেন। ফলে তাঁর দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে যায়। সন্তানের মহব্বতে এতটা বাড়াবাড়ি বাহ্যতঃ পয়গম্বরসুলভ পদমর্যাদার পক্ষে শোভনীয় নয়। কুরআন পাকে সন্তান-সন্ততিকে ফেৎনা আখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে- إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ অর্থাৎ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ফেৎনা ও পরীক্ষা বৈ নয়। পক্ষান্তরে কুরআন পাকের ভাষায় পয়গম্বরগণের শান হচ্ছে এই إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ অর্থাৎ, আমি পয়গম্বরগণকে একটি বিশেষ গুণে গুণান্বিত করেছি। সে গুণ হচ্ছে পরকালের স্মরণ। মালেক ইবনে দীনারের মতে এর অর্থ এই যে, আমি তাঁদের অন্তর থেকে সাংসারিক মহব্বত বের করে দিয়েছি। কোনো বস্তু গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আখেরাত।

এ বর্ণনা থেকে এ সন্দেহ আরও কঠিনভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইয়াকূব (আ.) এর সন্তানের মহব্বতে এতটুকু ব্যাকুল হয়ে পড়া কেমন করে শুদ্ধ হতে পারে?

কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.) তফসীরে মাযহারীতে এ প্রশ্ন উল্লেখ করে হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানীর এক বিশেষ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। এর সারমর্ম এই যে, নিঃসন্দেহে সংসার ও সংসারের উপকরণাদির প্রতি মহব্বত নিন্দনীয়। কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য বর্ণনা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু সংসারের যেসব বস্তু আখেরাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোর মহব্বত প্রকৃতপক্ষে আখেরাতেরই মহব্বত। হযরত ইউসুফ (আ.) এর গুণ-গরিমা শুধু দৈহিক রূপ-সৌন্দর্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং পয়গম্বরসুলভ পবিত্রতা ও চারিত্রিক সৌন্দর্যও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সমষ্টির কারণে তাঁর মহব্বত সংসারের মহব্বত ছিল না। বরং প্রকৃত পক্ষে আখেরাতেরই মহব্বত ছিল।

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, এ মহব্বত যদিও প্রকৃতপক্ষে সংসারের মহব্বত ছিল না, কিন্তু সর্বাবস্থায় এতে একটি সাংসারিক দিকও ছিল। এ জন্যেই এটা হযরত ইয়াকূব (আ.) এর পরীক্ষার কারণ হয়েছে এবং তাঁকে চল্লিশ বছরের সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের অসহনীয় যাতনা ভোগ করতে হয়েছে। এ ঘটনার আদ্যোপান্ত এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এমন সব পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে, যাতে হযরত ইয়াকূব (আ.) - এর যাতনা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে গেছে। নতুবা ঘটনার শুরুতে এত গভীর মহব্বত পোষণকারী পিতার পক্ষে পুত্রদের কথা শুনে নিশ্চুপ ঘরে বসে থাকা কিছুতেই সম্ভবপর হতো না; বরং তিনি অবশ্যই অকুস্থলে পৌঁছে খোঁজ খবর নিতেন। ফলে তখনই যাতনার পরিসমাপ্তি ঘটতে পারত। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকেই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে, তখন এদিকে দৃষ্টি যায়নি। এরপর হযরত ইউসুফ (আ.) কে পিতার সাথে যোগাযোগ করতে ওহীর মাধ্যমে নিষেধ করা হলো। ফলে মিসরের শাসনক্ষমতা হাতে পেয়েও তিনি যোগাযোগের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। এর চাইতে বেশি ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে দেওয়ার মতো ঘটনাবলি তখন ঘটেছে, যখন ইউসুফ ভ্রাতারা বার বার মিসর গমন করতে থাকে। তিনি তখনো ভাইদের কাছে গোপন রহস্য খোলেননি এবং পিতাকে সংবাদ দেওয়ার চেষ্টা করেননি, বরং একটি কৌশলের মাধ্যমে অপর ভাইকেও নিজের কাছে আটকে রেখে পিতার মর্মবেদনাকে দ্বিগুণ করে দেন। এসব কর্মকাণ্ড হযরত ইউসুফ (আ.) এর মতো একজন মনোনীত পয়গম্বর দ্বারা ততক্ষণ সম্ভবপর নয়, যতক্ষণ না তাঁকে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া হয়। এ কারণেই কুরতবী প্রমুখ তাফসীরবিদ হযরত ইউসুফ (আ.) এর এসব কর্মকাণ্ডকে খোদায়ী ওহীর ফলশ্রুতি সাব্যস্ত করেছেন। কুরআনের كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ বাক্যে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ অর্থাৎ, ছেলেরা পিতার এহেন মনোবেদনা সত্ত্বেও এমন অভিযোগহীন সবর দেখে বলতে লাগল- আল্লাহর কসম! আপনি তো সদাসর্বদা ইউসুফকেই স্মরণ করতে থাকেন। ফলে হয় আপনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন, না হয় মরেই যাবেন। (প্রত্যেক আঘাত ও দুঃখের একটা সীমা আছে। সাধারণতঃ সময়

অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে মানুষ দুঃখ বেদনা ভুলে যায়। কিন্তু আপনি এত দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও প্রথম দিনের মতোই রয়েছেন এবং আপনার দুঃখ তেমনি সতেজ রয়েছে।)

হযরত ইয়াকূব (আ.) ছেলেদের কথা শুনে বললেন- اِنَّمَاۤ اَشْكُوْا بَثِّىْ وَحُزْنِىْۤ اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ, আমি আমার ফরিয়াদ ও দুঃখ কষ্টের বর্ণনা তোমাদের অথবা অন্য কারো কাছে করি না; বরং আল্লাহর কাছে করি। কাজেই আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও। সাথে সাথে এ কথাও প্রকাশ করলেন যে, আমার স্মরণ করা বৃথা যাবে না। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি যা তোমরা জান না। অর্থাৎ, আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমাকে সবার সাথে মিলিত করবেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

اِسْتَايْـئَسُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِيْنَاسُ মূলবর্ণ (ى . ء . س) জিনস (مثال يائى ও مهموز فاء) مركب অর্থ- নিরাশ হওয়া, আশাহত হওয়া।

مَا فَرَّطْتُمْ : ما অতিরিক্ত। فَرَّطْتُمْ সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّفْرِيْطُ মূলবর্ণ (ف . ر . ط) জিনস صحيح অর্থ- অন্যায় করা। ত্রুটি করা।

سَوَّلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْوِيْلُ মূলবর্ণ (س . و . ل) জিনস اجوف واوى অর্থ- নফস যে বস্তুর প্রতি লালায়িত, তাকে ভালোরূপে পেশ করা।

تَوَلّٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّىْ মূলবর্ণ (و . ل . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- মুখ ফিরানো, পিঠ ফিরানো, বন্ধুত্ব করা।

اِبْيَضَّتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعِلَالٌ মাসদার اَلْاِبْيِضَاضُ মূলবর্ণ (ب . ى . ض) জিনস اجوف يائى অর্থ- সাদা হওয়া, জ্বলে উঠা ও উজ্জ্বল হওয়া। এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য।

اَشْكُوْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلشَّكْوٰى . اَلشِّكَايَةُ মূলবর্ণ (ش . ك . و) জিনস ناقص واوى অর্থ- চিন্তা ও পেরেশানীর কথা বর্ণনা করা।

يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ۚ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ (٨٧)

৮৭. হে আমার পুত্রগণ! যাও এবং ইউসুফ ও তার ভ্রাতার অনুসন্ধান কর, আর আল্লাহ তা'আলার রহমত হতে নিরাশ হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার রহমত হতে কেবল সে সকল লোকেরাই নিরাশ হয়, যারা কাফের।

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِيْنَ (٨٨)

৮৮. আবার যখন তারা ইউসুফের নিকট পৌছল, বলতে লাগল, হে আজীজ! আমাদের এবং আমাদের পরিবারবর্গের বড় কষ্ট হচ্ছে, আর আমরা এ সামান্য বস্তু এনেছি, সুতরাং আপনি পুরাপুরি শস্য দিয়ে দিন এবং আমাদেরকে খয়রাত (মনে করে) দিন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ খয়রাত প্রদানকারীদেরকে পুরস্কৃত করে থাকেন।

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ (٨٩)

৮৯. ইউসুফ বললেন, তা কি তোমাদের স্মরণ আছে, তোমরা ইউসুফ ও তাঁর ভ্রাতার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিলে, যখন তোমরা অজ্ঞতার অবস্থায় ছিলে?

قَالُوْۤا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ۚ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَاۤ اَخِيْ ۚ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ۚ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ (٩٠)

৯০. তারা বলল, তবে সত্য-সত্যিই কি তুমি ইউসুফ? তিনি বললেন, আমি ইউসুফ এবং এটি আমার [সহোদর] ভাই, আমাদের প্রতি আল্লাহ বড় অনুগ্রহ করেছেন, বাস্তবিক যে ব্যক্তি গুনাহ হতে বেঁচে থাকে এবং ধৈর্য অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'আলা এমন নেককারদের কর্মফলকে বিনষ্ট করেন না।

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৭. يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا হে আমার পুত্রগণ! যাও فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ এবং ইউসুফ ও তার ভ্রাতার অনুসন্ধান কর وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ আর আল্লাহ তা'আলার রহমত হতে নিরাশ হয়ো না اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার রহমত হতে কেবল সেই সকল লোকেরাই নিরাশ হয় যারা কাফের।

৮৮. فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ আবার যখন তারা ইউসুফের নিকট পৌছল قَالُوْا বলতে লাগল يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ হে আজীজ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ আমাদের এবং আমাদের পরিবার বর্গের বড় কষ্ট হচ্ছে وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ আর আমরা এই সামান্য বস্তু এনেছি فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ সুতরাং আপনি পুরোপুরি শস্য দিয়ে দিন وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا এবং আমাদেরকে খয়রাত (মনে কর) দিন اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِيْنَ নিঃসন্দেহে আল্লাহ খয়রাত প্রদানকারীদেরকে পুরস্কৃত করে থাকেন।

৮৯. قَالَ ইউসুফ বললেন هَلْ عَلِمْتُمْ তা কি তোমাদের স্মরণ আছে مَا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ তোমরা ইউসুফ ও তাঁর ভ্রাতার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছিলে اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ যখন তোমরা অজ্ঞতার অবস্থায় ছিলে।

৯০. قَالُوْا তারা বলল ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ তবে সত্য সত্যই কি তুমি ইউসুফ قَالَ তিনি বললেন اَنَا يُوْسُفُ আমিই ইউসুফ وَهٰذَاۤ اَخِيْ এবং এটি আমার (সহোদর) ভাই قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا আমাদের প্রতি আল্লাহ বড় অনুগ্রহ করেছেন اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ বাস্তবিক যে ব্যক্তি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে وَيَصْبِرْ এবং ধৈর্য অবলম্বন করে فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ আল্লাহ তা'আলা এমন নেককারদের কর্মফলকে বিনষ্ট করেন না।

৯১. তারা বলল, আল্লাহর কসম! নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, আর অবশ্যই আমরা অপরাধী ছিলাম।	قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ (٩١)
৯২. ইউসুফ বললেন, না, আজ তোমাদের উপর কোনো অভিযোগ নেই; আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ক্রটি মাফ করবেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।	قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ (٩٢)
৯৩. এখন তোমরা আমার এ জামা নিয়ে যাও এবং এটা আমার পিতার মুখের উপর রেখে দাও, তাঁর চক্ষু জ্যোতিপ্রাপ্ত হয়ে যাবে [এবং তিনি এখানে চলে আসবেন] আর তোমাদের পরিজন সকলকে আমার এখানে নিয়ে এসো।	اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا ۚ وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ (٩٣)
৯৪. আর যখন [মিসর হতে] কাফেলা চলল, তখন তাদের পিতা বলতে লাগলেন যে, যদি তোমরা আমাকে বার্ধক্যজনিত প্রলাপোক্তিকারী বলে মনে না কর, তবে একটি কথা বলতে চাই যে, আমার কাছে তো ইউসুফের ঘ্রাণ আসছে।	وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَآ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ (٩٤)
৯৫. তারা বলতে লাগল, শপথ আল্লাহর, আপনি তো আপনার সে পুরাতন ভ্রমেই লিপ্ত আছেন।	قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ (٩٥)

শাব্দিক অনুবাদ :

৯১. قَالُوْا তারা বলল- تَاللّٰهِ আল্লাহর কসম لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ আর অবশ্যই আমরা অপরাধী ছিলাম।

৯২. قَالَ ইউসুফ বললেন لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ না, আজ তোমাদের উপর কোনো অভিযোগ নেই يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ক্রটি মাফ করবেন وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

৯৩. اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا এখন তোমরা আমার এ জামা নিয়ে যাও فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ এবং এটা আমার পিতার মুখের উপর রেখে দাও يَاْتِ بَصِيْرًا তাঁর চক্ষু জ্যোতিপ্রাপ্ত হয়ে যাবে وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ আর তোমাদের পরিজন সকলকে আমার এখানে নিয়ে এসো।

৯৪. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ আর যখন কাফেলা চলল قَالَ اَبُوْهُمْ তখন তাদের পিতা বলতে লাগলেন اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ আমার কাছে ইউসুফের ঘ্রাণ আসছে لَوْلَآ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ যদি তোমরা আমাকে বার্ধক্যজনিত প্রলাপোক্তিকারী বলে মনে না কর তবে একটি কথা বলতে চাই।

৯৫. قَالُوْا তারা বলতে লাগল تَاللّٰهِ শপথ আল্লাহর اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ তো আপনার সেই পুরাতন ভ্রমেই লিপ্ত আছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ . অর্থাৎ, বৎসরা, যাও। ইউসুফ ও তার ভাইকে খোঁজ কর এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা কাফের ছাড়া কেউ তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হয় না।

হযরত ইয়াকূব (আ.) এতদিন পর ছেলেদেরকে আদেশ দিলেন যে, যাও, ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজ কর এবং তাদেরকে পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ো না। ইতিপূর্বে কখনো তিনি এমন আদেশ দেননি। এটা তকদীরেরই ব্যাপার। ইতিপূর্বে তাদেরকে পাওয়া তকদীরে ছিল না। তাই এরূপ কোনো কাজও করা হয়নি। এখন মিলনের মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা এর উপযুক্ত তদবিরও মনে জাগিয়ে দিলেন।

উভয়কে খোঁজ করার স্থান মিসরই সাব্যস্ত করা হলো। এটা বিনয়ামিনের বেলায় নির্দিষ্ট ছিল; কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.) কে মিসরে খোঁজ করার বাহ্যতঃ কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো কাজের ইচ্ছা করেন, তখন এর উপযুক্ত কারণাদিও উপস্থিত করে দেন। তাই এবার হযরত ইয়াকূব (আ.) সবাইকে খোঁজ করার জন্য ছেলেদেরকে আবার মিসর যেতে নির্দেশ দিলেন। কেউ কেউ বলেন– আযীযে মিসর কর্তৃক ছেলেদের রসদপত্রের মধ্যে পণ্য ফেরত দেওয়ার ঘটনা থেকে হযরত ইয়াকূব (আ.) প্রথম বার আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, এই আযীযে মিসর খুবই ভদ্র ও দয়ালু ব্যক্তি। বিচিত্র নয় যে, সেই তাঁর হারানো ইউসুফ।

নির্দেশ ও মাসআলা : ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন– হযরত ইয়াকূব (আ.) এর ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জান, মাল ও সন্তান সন্ততির ব্যাপারে কোনো বিপদ ও কষ্ট দেখা দিলে প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব হচ্ছে সবর ও আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকার মাধ্যমে এর প্রতিকার করা এবং হযরত ইয়াকূব (আ.) ও অন্যান্য পয়গম্বরের অনুসরণ করা।

হাসান বসরী (র.) বলেন– মানুষ যত ঢোক গিলে, তন্মধ্যে দু'টি ঢোকই আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। (এক) বিপদে সবর ও (দুই) ক্রোধ সংবরণ।

হাদীসে আবূ হুরায়রা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ ﷺ এর উক্তি বর্ণিত রয়েছে যে, مَنْ بَثَّ لَمْ يَصْبِرْ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি স্বীয় বিপদ সবার কাছে বর্ণনা করে, সে সবর করেনি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– আল্লাহ তা'আলা ইয়াকূব (আ.) কে সবরের কারণে শহীদদের ছওয়াব দান করেছেন। এ উম্মতের মধ্যেও যে ব্যক্তি বিপদে সবর করবে, তাকে এমনি প্রতিদান দেওয়া হবে।

ইমাম কুরতুবী (র.) হযরত ইয়াকূব (আ.) এর এই অগ্নি পরীক্ষার কারণ সম্পর্কে বলেন, একদিন হযরত ইয়াকূব (আ.) তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ছিলেন। আর তাঁর সামনে ঘুমিয়ে ছিলেন ইউসুফ (আ.)। হঠাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) এর নাক ডাকার শব্দ শুনে তাঁর মনোযোগ সেদিকে নিবদ্ধ হয়ে গেল। এরপর দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও এমনি হলো। তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বললেন– দেখ, আমার দোস্ত ও মকবুল বন্দা আমাকে সম্বোধন করার মাঝখানে অন্যের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। আমার ইজ্জত ও প্রতাপের কসম, আমি তার চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করে দিব, যা দ্বারা সে অন্যের দিকে তাকায় এবং যার দিকে মনোযোগ দিয়েছে, তাকে দীর্ঘকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দিব। কোনো কোনো রেওয়ায়েতেও এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।

তাই বুখারীর হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন– নামাজে অন্য দিকে তাকানো কেমন? তিনি বললেন– এর মাধ্যমে শয়তান বন্দার নামাজ ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا অর্থাৎ, ইউসুফ ভ্রাতারা যখন পিতার নির্দেশ মোতাবেক মিসরে পৌছল এবং আযীযে মিসরের সাথে সাক্ষাত করল, তখন নিতান্ত কাতরভাবে কথাবার্তা শুরু করল। নিজেদের দরিদ্রতা ও নিঃস্বতা প্রকাশ করে বলতে লাগল– হে আযীয! দুর্ভিক্ষের কারণে আমরা পরিবারবর্গ নিয়ে খুবই কষ্টে আছি। এমন কি,

এখন খাদ্যশস্য কেনার জন্য আমাদের কাছে উপযুক্ত মূল্যও নেই। আমরা অপারগ হয়ে কিছু অকেজো বস্তু খাদ্যশস্য কেনার জন্য নিয়ে এসেছি। আপনি নিজ চরিত্রগুণে এসব অকেজো বস্তু কবুল করে নিন এবং পরিবর্তে আমাদেরকে পুরোপুরি খাদ্যশস্য দিয়ে দিন, যা উত্তম মূল্যের বিনিময়ে দেওয়া হয়। বলাবাহুল্য, খাদ্য শস্যে আমাদে কোনো অধিকার নেই। আপনি খয়রাত মনে করেই দিয়ে দিন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা খয়রাতদাতাকে উত্তম পুরস্কার দান করেন।

অকেজো বস্তুগুলো কি ছিল, কুরআন ও হাদীসে তার কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। তফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ বলেন– এগুলো ছিল কৃত্রিম রৌপ্য মুদ্রা, যা বাজারে অচল ছিল। কেউ বলেন– ঘরে ব্যবহারযোগ্য কিছু আসবাবপত্র ছিল। এ হচ্ছে مُزْجَىٰة শব্দের অনুবাদ। এর আসল অর্থ এমন বস্তু, যা নিজে সচল নয়; বরং জোরজবরদস্তি সচল করতে হয়।

হযরত ইউসুফ (আ.) ভাইদের এহেন মিসকিনসুলভ কথাবার্তা শুনে এবং দুরবস্থা দেখে স্বভাবগতভাবে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে দিতে বাধ্য হচ্ছিলেন। ঘটনা প্রবাহে অনুমিত হয় যে, ইউসুফ (আ.) এর উপর স্বীয় অবস্থা প্রকাশের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধি-নিষেধ ছিল, এখন তা অবসানের সময়ও এসে গিয়েছিল। তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, এ সময় হযরত ইয়াকূব (আ.) আযীযে মিসরের নামে একটি পত্র লিখে দিয়েছিলেন। পাত্রের বিষয়বস্তু ছিল এরূপ–

ইয়াকূব সফিউল্লাহ ইবনে ইসহাক যবিহুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পক্ষ থেকে আযীযে মিসর সমীপে।

বিনীত আরজ!

বিপদাপদের মাধমে পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্যেরেই অঙ্গবিশেষ। নমরূদের আগুনের দ্বারা আমার পিতামহ ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। অতঃপর আমার পিতা ইসহাকেরও কঠোর পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এরপর আমার সর্বাধিক প্রিয় এক পুত্রের মাধ্যমে আমার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। তার বিরহ ব্যথায় আমার দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে গেছে। তারপর তার ছোট ভাই ছিল ব্যথিতের সান্ত্বনার একমাত্র সম্বল, যাকে আপনি চুরির অভিযোগে গ্রেফতার করেছেন। আমি বলি, আমরা পয়গম্বরদের সন্তান-সন্ততি। আমরা কখনো চুরি করিনি এবং আমাদের সন্তানদের মধ্যেও কেউ চোর হয়ে জন্ম নেয়নি। ওয়াস সালাম।

পত্র পাঠ করে ইউসুফ (আ.) কেঁপে উঠলেন এবং কান্না রোধ করতে পারলেন না। এরপর নিজের গোপন ভেদ প্রকাশ করে দিলেন। পরিচয়ের ভূমিকা হিসেবে ভাইদেরকে প্রশ্ন করলেন– তোমাদের স্মরণ আছে কি? তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কি ব্যবহার করেছিলে, যখন তোমাদের মুর্খতার দিন ছিল এবং যখন তোমরা ভালোমন্দের বিচার করতে পারতে না?

এ প্রশ্ন শুনে ইউসুফ ভ্রাতাদের মাথা ঘুরে গেল যে, ইউসুফের কাহিনীর সাথে আযীযে মিসরের কি সম্পর্ক। অতঃপর তারা একথাও চিন্তা করল যে, শৈশবে ইউসুফ একটি স্বপ্ন দেখেছিল, যার ব্যাখ্যা ছিল এই যে, কোনো এক কালে ইউসুফ কোনো উচ্চ মর্তবায় পৌছবে এবং তার সামনে আমাদের সবাইকে মাথা নত করতে হবে। অতএব এ আযীযে মিসরই স্বয়ং ইউসুফ নয় তো। এরপর আরো চিন্তা-ভাবনার পর কিছু কিছু আলামত দ্বারা চিনে ফেলল এবং আরো তথ্য জানার জন্য বলল–

أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ সত্যি সত্যিই কি তুমি ইউসুফ? ইউসুফ (আ.) বললেন– হাঁ, আমিই ইউসুফ এবং এ হচ্ছে আমার সহোদর ভাই। ভাইয়ের প্রসঙ্গ জুড়ে দেওয়ার কারণ, যাতে তাদের লক্ষ্য অর্জনে পুরোপুরি সাফল্যের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যে দু'জনের খোঁজে তারা বের হয়েছিল, তারা উভয়েই এক জায়গায় বিদ্যমান রয়েছে। এরপর হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন–

قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ . অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপা করেছেন। প্রথমে আমাদের উভয়কে সবর ও তাকওয়ার দু'টি গুণ দান করেছেন।

এগুলো সাফল্যের চাবিকাঠি এবং প্রত্যেক বিপদাপদের রক্ষাকবচ। এরপর আমাদের কষ্টকে সুখে, বিচ্ছেদকে মিলনে এবং অর্থ সম্পদের স্বল্পতাকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করেছেন। নিশ্চয় যারা পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং বিপদাপদে সবর করে, আল্লাহ এহেন সৎকর্মীদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

এখন নিজেদের অপরাধ স্বীকার ও হযরত ইউসুফ (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়া ছাড়া ইউসুফ ভ্রাতাদের উপায়ও ছিল না। সবাই একযোগে বলল- تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ আল্লাহর কসম! তিনি তোমাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তুমি এরই যোগ্য ছিলে। আমরা নিজেদের কৃতকর্মে দোষী ছিলাম। আল্লাহ মাফ করুন। উত্তরে হযরত ইউসুফ (আ.) পয়গম্বরসুলভ গাম্ভীর্যের সাথে বললেন- لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ অর্থাৎ, তোমাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া তো দূরের কথা, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগও নেই। এ হচ্ছে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমার সুসংবাদ। অতঃপর আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্যায় ক্ষমা করুন। তিনি সব মেহেরবানের চাইতে অধিক মেহেরবান। অতঃপর বললেন- اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ অর্থাৎ, আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং আমার পিতার চেহারার উপর রেখে দাও। এতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। ফলে এখানে আসতেও সক্ষম হবেন। পরিবারের অন্যান্য সবাইকেও আমার কাছে নিয়ে এসো যাতে সবাই দেখা সাক্ষাৎ করে আনন্দিত হতে পারি; আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত দ্বারা উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হতে পারি।

বিধান ও নির্দেশ : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে অনেক বিধান এবং মানবজীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জানা যায়। وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا বাক্যে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, ইউসুফ ভ্রাতারা পয়গম্বরগণের আওলাদ। তাদের জন্য সদকা খয়রাত কেমন করে হালাল ছিল? এছাড়া সদকা হালাল হলেও চাওয়া কিভাবে বৈধ ছিল? ইউসুফ ভ্রাতারা পয়গম্বর না হলেও হযরত ইউসুফ (আ.) তো পয়গম্বর ছিলেন। তিনি এ ভ্রান্তির কারণে তাদেরকে হুশিয়ার করলেন না কেন? এর একটি পরিষ্কার উত্তর এই যে, এখানে 'সদকা' শব্দ বলে সত্যিকার সদকা বুঝানো হয়নি; বরং কারবারে সুযোগ সুবিধা দেওয়াকেই 'সদকা' খয়রাত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা তারা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে খাদ্যশস্যের সওয়াল করেনি;বরং কিছু অকেজো বস্তু পেশ করেছিল। অনুরোধের সারমর্ম ছিল এই যে, এসব স্বল্প মূল্যের বস্তু রেয়াত করে গ্রহণ করুন। এ উত্তরও সম্ভবপর যে, পয়গম্বরগণের আওলাদের জন্য সদকা খয়রাতের অবৈধতা শুধু উম্মতে মোহাম্মদীর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাফসীরবিদগণের মধ্যে মুজাহিদের উক্তিও তাই। -(বয়ানুল কুরআন)

اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা সদকা খয়রাতদাতাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এই যে, সদকা খয়রাতের এক প্রতিদান হচ্ছে ব্যাপক, যা মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সবাই দুনিয়াতেই পায় এবং তা হচ্ছে বিপদাপদ দূর হওয়া। অপর একটি প্রতিদান শুধু পরকালেই পাওয়া যাবে, অর্থাৎ, জান্নাত। এটা শুধু ঈমানদারদের প্রাপ্য। এখানে আযীযে মিসরকে সম্বোধন করা হয়েছে। ইউসুফ ভ্রাতারা তখনো পর্যন্ত জানত না যে, তিনি ঈমানদার, না কাফের। তাই তারা এমন ব্যাপক বাক্য বলেছে, যাতে ইহকাল ও পরকাল- উভয়কালই বুঝা যায়। -(বয়ানুল কুরআন)

এছাড়া এখানে বাহ্যতঃ আযীযে মিসরকে সম্বোধন করে বলা উচিত ছিল যে, "আপনাকে আল্লাহ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দেবেন।' কিন্তু তারা জানত না যে, আযীযে মিসর ঈমানদার। তাই সদকাদাতা মাত্রকেই আল্লাহ প্রতিদান দিয়ে থাকেন, এরূপ ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, বিশেষভাবে তিনিই প্রতিদান পাবেন এমন বলা হয়নি। -(কুরতুবী)

قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যখন কোনো বিপদ ও কষ্টে পতিত হয়, এরপর আল্লাহ যখন তাকে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়ে নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করেন, তখন তার উচিত অতীত বিপদ ও কষ্টের কথা উল্লেখ না করে উপস্থিত নিয়ামত ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা। বিপদ মুক্তি ও আল্লাহর নিয়ামত লাভ করার পরও অতীত দুঃখ কষ্টের কথা স্মরণ করে হা হুতাশ করা অকৃতজ্ঞতা। কুরআন পাকে এ ধরনের অকৃতজ্ঞকে كَنُوْدٌ

বলা হয়েছে। যেমন اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ - كَنُوْدٌ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে, অনুগ্রহ স্মরণ না করে শুধু কষ্ট ও বিপদাপদের কথা স্মরণ করে।

এ কারণেই হযরত ইউসুফ (আ.) ভাইদের ষড়যন্ত্রে দীর্ঘকাল ধরে যেসব বিপদাপদ ভোগ করেছিলেন, এ সময় সেগুলোর কথা মোটেই উল্লেখ করেননি, বরং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহরাজির কথাই উল্লেখ করেছেন।

সবর ও তাকওয়া সমস্ত বিপদের প্রতিকার :

اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ শীর্ষক আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, তাকওয়া অর্থাৎ, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং বিপদে সবর ও দৃঢ়তা অবলম্বন, এ দু'টি গুণ মানুষকে বিপদাপদ থেকে মুক্তি দেয়। কুরআন পাক অনেক জায়গায় এ দু'টি গুণের উপরই মানুষের সাফল্য ও কামিয়াবী নির্ভরশীল বলে উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছে- وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا অর্থাৎ, তোমরা যদি সবর ও তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে শত্রুদের শত্রুতামূলক কলা-কৌশল তোমাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধন করতে পারবে না।

এখানে বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, হযরত ইউসুফ (আ.) দাবি করেছেন যে, তিনি মুত্তাকী ও সবরকারী, তাঁর তাকওয়া ও সবরের কারণে বিপদাপদ দূর হয়েছে এবং উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয়েছে। অথচ কুরআন পাকে এরূপ দাবি করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى অর্থাৎ, "নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করো না; আল্লাহ তা'আলাই বেশি জানেন কে মুত্তাকী।" কিন্তু এখানে প্রকৃতপক্ষে দাবি করা হয়নি, বরং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহরাজি বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি প্রথমে সবর ও তাকওয়া দান করেছেন, অতঃপর এর মাধ্যমে সব নিয়ামত দিয়েছেন।

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ অর্থাৎ, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। এটা চরিত্রের উচ্চতম স্তর যে, অত্যাচারীকে শুধু ক্ষমাই করেননি, বরং একথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এখন তোমাদেরকে তিরস্কারও করা হবে না।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার ইঙ্গিতে যখন হযরত ইউসুফ (আ.) এর গোপন রহস্য ফাঁস করে দেওয়ার সময় এসে যায়, তখন তিনি ভাইদের সামনে বাস্তব অবস্থা প্রকাশ করে দেন। ভাইয়েরা ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি শুধু ক্ষমাই করেন নি, বরং অতীত ঘটনাবলির জন্য তিরস্কার করাও পছন্দ করেন নি। তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। এরপর তিনি পিতার সাথে সাক্ষাতের চিন্তা করেন। পরিস্থিতি লক্ষ্য করে এটাই উপযোগী মনে করেন যে, পিতাই পরিবারবর্গসহ এখানে আগমন করুন। কিন্তু একথাও জানা হয়ে যায় যে, পিতা বিচ্ছেদ কালে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। তাই সর্বপ্রথম এ বিষয়টি চিন্তা করে ভাইদেরকে বললেন ঃ اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا অর্থাৎ তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং পিতার মুখমণ্ডলে রেখে দাও। এতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। বলাবাহুল্য, কারো জামা মুখমণ্ডলে রেখে দেওয়া দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসার বস্তুগত কারণ হতে পারে না, বরং এটা ছিল হযরত ইউসুফ (আ.) -এর একটি মু'জিযা। আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি জানতে পারেন যে, যখন তাঁর জামা পিতার চেহারায় রাখা হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর দৃষ্টিশক্তি বহাল করে দেবেন।

যাহহাক ও মুজাহিদ প্রমুখ তাফসীরবিদ বলেন ঃ এটা এ জামার বৈশিষ্ট্য ছিল। কারণ, এ জামাটি সাধারণ কাপড়ের মতো ছিল না, বরং হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর জন্য এটি জান্নাত থেকে তখন আনা হয়েছিল, যখন নমরূদ তাঁকে উলঙ্গ করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। এরপর এই জান্নাতী পোষাকটি সব সময়ই হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। তাঁর ওফাতের পর হযরত ইসহাক (আ.) -এর কাছে আসে। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত ইয়াকুব (আ.) লাভ করেন। তিনি একে খুবই পবিত্র বস্তুর মর্যাদায় একটি নলের মধ্যে পুরে ইউসুফ (আ.) -এর গলায় তাবিজ হিসাবে বেঁধে দিয়েছিলেন, যাতে বদ নজর থেকে নিরাপদ থাকেন। ভাইয়েরা পিতাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য যখন তাঁরা জামা খুলে নেয় এবং উলঙ্গ অবস্থায় তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করে, তখন জিবরাঈল এসে গলায় ঝুলানো নল খুলে এ জামা বের করে ইউসুফ (আ.) -কে পরিয়ে দেন। এরপর থেকে জামাটি সর্বদাই তাঁর কাছে সংরক্ষিত ছিল। এ সময়েও জিবরাঈল ইউসুফ (আ.) -কে পরামর্শ দেন যে এটি জান্নাতের পোশাক। এর বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্ধ ব্যক্তির চেহারায় রাখলে সে দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে যায়। এটিই তিনি পিতার কাছে পাঠিয়ে-ছিলেন। যা দ্বারা তিনি দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন।

হযরত মুজাদ্দিসে আলফে ছানীর সুচিন্তিত বক্তব্য এই যে, হযরত ইউসুফ (আ.) -এর রূপ-সৌন্দর্য এবং তাঁর স্বভাবই ছিল জান্নাতী বস্তু। তাই তাঁর দেহের স্পর্শপ্রাপ্ত প্রত্যেক জামার মধ্যেই এ বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। -(মাযহারী)

وَاْتُوْنِىْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ- অর্থাৎ, তোমরা সব ভাই আপন আপন পরিবার বর্গকে আমার কাছে মিসরে নিয়ে এসো। পিতাকে আনাই আসল উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এখানে স্পষ্টত পিতার পরিবর্তে পরিবারবর্গকে আনার কথা উল্লেখ করেছেন সম্ভবত একারণে যে, পিতাকে এখানে আনার কথা বলা আদবের খেলাফ মনে করেছেন। এছাড়া এ বিশ্বাস তো ছিলই যে যখন পিতার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে এবং এখানে আসতে কোনো বাধা থাকবে না, তখন পিতা নিজেই আগ্রহী হয়ে চলে আসবেন। কুরতুবী বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে যে, ভাইদের মধ্যে ইয়াহুদা বলল ঃ এই জামা আমি নিয়ে যাব। কারণ তাঁর জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়েও আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম। ফলে পিতা অনেক আঘাত পেয়েছিলেন। এখন এর ক্ষতিপূরণও আমার হাতেই হওয়া উচিত।

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ অর্থাৎ, কাফেলা শহর থেকে বের হতেই কেনানে হযরত ইয়াকূব (আ.) নিকটস্থ লোকদেরকে বললেন- তোমরা যদি আমাকে বোকা না ঠাওরাও, তবে আমি বলছি যে, আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি। মিসর থেকে কেনান পর্যন্ত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী আট দিনের দূরত্ব ছিল। হযরত হাসান বসরীর বর্ণনা মতে আশি ফরসখ অর্থাৎ, প্রায় আড়াইশ' মাইলের ব্যবধান ছিল। আল্লাহ তা'আলা এত দূর থেকে ইউসুফ (আ.) এর জামার মাধ্যম তাঁর গন্ধ হযরত ইয়াকূব (আ.) এর মস্তিষ্কে পৌছে দেন। এটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার বটে! অথচ ইউসুফ যখন কেনানেরই এক কূপের ভেতরে তিন দিন পড়ে রইলেন, তখন হযরত ইয়াকূব (আ.) এ গন্ধ অনুভব করেননি। এ থেকেই জানা যায় যে, মু'জেযা পয়গম্বরগণের ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয় এবং প্রকৃতপক্ষে মু'জিযা পয়গম্বরগণের নিজস্ব কর্মকাণ্ডও নয়-সরাসরি আল্লাহ তা'আলার কর্ম। আল্লাহ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেন, মু'জিযা প্রকাশ করেন। ইচ্ছা না হলে নিকটতম বস্তুও দূরবর্তী হয়ে যায়।

قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِىْ ضَلَالِكَ الْقَدِيْمِ অর্থাৎ, উপস্থিত লোকেরা বলল- আল্লাহর কসম! আপনি তো সেই পুরানো ভ্রান্ত ধারণায়ই পড়ে রয়েছেন যে, ইউসুফ জীবিত আছে এবং তার সাথে মিলন হবে।

শব্দবিশ্লেষণ :

فَتَحَسَّسُوْا : فاء আতফের হরফ। تَحَسَّسُوْا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّحَسُّسُ মূলবর্ণ (ح ـ س ـ س) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- তালাশ করা, খবর নেওয়া।

لَاتَيْئَسُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْيَأْسُ মূলবর্ণ (ى ـ أ ـ س) জিনস مركب (مثال يائى ও مهموز فاء) অর্থ- নিরাশ হয়ে যাওয়া।

مُزْجٰةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِزْجَاءُ মূলবর্ণ (ز ـ ج ـ أ) জিনস مهموز لام অর্থ- নগণ্য, মূলহীন, অল্প, কাজ সহজ হওয়া।

فَاَوْفِ : فاء আতফের হরফ। اَوْفِ সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْفَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ف ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- পূরণ করা।

اَلْقُوْهُ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِلْقَاءُ মূলবর্ণ (ل ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- ঢেলে দেওয়া।

اِئْتُوْنِىْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস مركب (مهموز فاء ও ناقص يائى) অর্থ- নিয়ে আসা, দান করা।

تُفَنِّدُوْنِ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّفْنِيْدُ মূলবর্ণ (ف ـ ن ـ د) জিনস صحيح অর্থ- তোমরা প্রতারিত হয়েছ বলবে। এখানে বিবেকের ত্রুটির দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৯৬. অতঃপর যখন সুসংবাদবাহক এসে পৌছল, [এবং] সে সেই জামা তাঁর মুখের উপর রেখে দিল, তখনই তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসল, তিনি বললেন, কেমন! আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আল্লাহর বিষয়গুলো আমি যতটুকু জানি তোমরা তা জান না।	فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ اَلْقٰهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (٩٦)
৯৭. ছেলেরা সকলে বলে উঠল, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য আমাদের গুনাহগুলো মোচনের দোয়া করুন, নিশ্চয় আমরা অপরাধী ছিলাম।	قَالُوْا يٰۤاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَاۤ اِنَّا كُنَّا خٰطِـِٕيْنَ (٩٧)
৯৮. ইয়াকূব বললেন, অতি শীঘ্র তোমাদের জন্য নিজ প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করব; নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।	قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّیْ ۚ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (٩٨)
৯৯. অনন্তর যখন তাঁরা সকলে ইউসুফের নিকট পৌছলেন, তখন তিনি স্বীয় পিতামাতাকে নিজের কাছে স্থান দিলেন এবং বললেন, সকলে মিসরে চলুন, আল্লাহ চায় তো সুখ শান্তিতে থাকবেন।	فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰۤى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ (٩٩)

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৬. فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ অতঃপর যখন সুসংবাদ বাহক এসে পৌছল اَلْقٰهُ عَلٰى وَجْهِهٖ সে সেই জামা তাঁর মুখের উপর রেখে দিল। فَارْتَدَّ بَصِيْرًا তখনই তাঁর দৃষ্টি ফিরে আসল قَالَ তিনি বললেন اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ কেমন! আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ আল্লাহর যে বিষয়গুলো আমি যতটুকু জানি তোমরা তা জান না।

৯৭. قَالُوْا ছেলেরা সকলে বলে উঠল يٰۤاَبَانَا হে আমাদের পিতা اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا আমাদের জন্য আমাদের গুনাহগুলো মোচনের দোয়া করুন اِنَّا كُنَّا خٰطِـِٕيْنَ নিশ্চয় আমরা অপরাধী ছিলাম।

৯৮. قَالَ ইয়াকূব বললেন سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّیْ অতিশীঘ্র তোমাদের জন্য নিজ প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করব اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।

৯৯. فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ অনন্তর যখন তারা সকলে ইউসুফের নিকট পৌছলেন اٰوٰۤى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ তখন তিনি স্বীয় পিতামাতাকে নিজের কাছে স্থান দিলেন وَقَالَ এবং বললেন ادْخُلُوْا مِصْرَ সকলে মিসরে চলুন اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ আল্লাহ চাহে তো সুখ শান্তিতে থাকবেন।

وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰۤاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۫ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ؕ وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْۤ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ (١٠٠)

১০০. এবং নিজ পিতামাতাকে উচ্চাসনে বসালেন এবং সকলে তাঁর সম্মুখে সেজদাবনত হলেন এবং ইউসুফ বললেন, আব্বা! এটাই আমার স্বপ্নের তা'বীর যা বিগতকালে দেখেছিলাম, আমার প্রতিপালক তা বাস্তবায়িত করে দিলেন, আর আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করলেন তখন, যখন আমাকে কারাগার হতে বের করলেন, আর [আমার রব] আপনাদের সকলকে বের করে [এখানে] নিয়ে আসলেন, শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার পর; নিঃসন্দেহে আমার রব যা করতে চান, তার সূক্ষ্ম উপায় বের করে দেন; নিশ্চয় তিনি মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۫ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ (١٠١)

১০১. হে আমার পরওয়ারদেগার! আপনি আমাকে রাজত্বের বিরাট অংশ দান করেছেন এবং আমাকে স্বপ্ন-ফল বর্ণনা শিক্ষা দিয়েছেন, হে আসমানসমূহের ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা, আপনি আমার কার্যনির্বাহক দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও, আমাকে পূর্ণ আনুগত্যের অবস্থায় দুনিয়া হতে উঠিয়ে নিন এবং আমাকে বিশিষ্ট নেক বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত করুন।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْۤا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ (١٠٢)

১০২. এটা হচ্ছে অদৃশ্যের সংবাদসমূহের একটি কাহিনী, যা আমি ওহী মারফত আপনাকে শিক্ষা দিচ্ছি, আর আপনি তখন তাদের নিকট উপস্থিত ছিলেন না– যখন তারা নিজেদের ইচ্ছা সুদৃঢ় করেছিল এবং তারা ষড়যন্ত্র করছিল।

শাব্দিক অনুবাদ :

১০০. وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ এবং নিজ পিতামাতাকে উচ্চাসনে বসালেন وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا এবং সকলে তার সম্মুখে সেজদাবনত হলেন وَقَالَ এবং ইউসুফ বললেন يٰۤاَبَتِ আব্বা! هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ এটাই আমার স্বপ্নের তাবীর যা বিগতকালে দেখেছিলাম قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا আমার প্রতিপালক তা বাস্তবায়িত করে দিলেন وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْۤ আর আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করলেন তখন اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ যখন আমাকে কারাগার থেকে বের করলেন وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ আর (আমার রব) আপনাদের সকলকে বের করে (এখানে) নিয়ে আসলেন مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ শয়তান আমারও আমার ভাইদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার পর اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ নিঃসন্দেহে আমার রব যা কিছু করতে চান তার সূক্ষ্ম উপায় বের করে দেন اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ নিশ্চয় তিনি মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

১০১. رَبِّ হে আমার পরওয়ারদেগার قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ আপনি আমাকে রাজত্বের বিরাট অংশ দান করেছেন وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ এবং আমাকে স্বপ্ন ফল শিক্ষা দিয়েছেন فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ হে আসমানসমূহের ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা اَنْتَ وَلِيّٖ আপনি আমার কার্যনির্বাহক فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا আমাকে পূর্ণ আনুগত্যের অবস্থায় দুনিয়া হতে উঠিয়ে নিন وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ এবং আমাকে বিশিষ্ট নেক বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত করুন।

১০২. ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ এটা হচ্ছে অদৃশ্য সংবাদ সমূহের একটি কাহিনী نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ যা আমি ওহী মারফত আপনাকে শিক্ষা দিচ্ছি وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ আর আপনি তখন তাদের নিকট উপস্থিত ছিলেন না اِذْ اَجْمَعُوْۤا اَمْرَهُمْ যখন তারা নিজেদের ইচ্ছা সুদৃঢ় করেছিল وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ এবং তারা ষড়যন্ত্র করছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ অর্থাৎ, যখন সুসংবাদদাতা কেনানে পৌঁছল এবং ইউসুফের জামা হযরত ইয়াকূব (আ.)-এর চেহারায় রাখল, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো। সুসংবাদদাতা ছিল জামা বহনকারী ইয়াহুদা।

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ, আমি কি বলিনি যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আমি এমন বিষয় জানি, যা তোমরা জান না? অর্থাৎ, ইউসুফ জীবিত আছে এবং তার সাথে মিলিত হবে।

قَالُوْا يٰۤاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَاۤ اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ বাস্তব ঘটনা যখন সবার জানা হয়ে গেল, তখন ইউসুফের ভ্রাতারা স্বীয় অপরাধের জন্য পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল- আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে মাগফেরাতের দোয়া করুন। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তাদের মাগফেরাতের দোয়া করবে, সে নিজেও তাদের অপরাধ মাফ করে দিবে।

قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّیْ হযরত ইয়াকূব (আ.) বললেন- আমি সত্তরই তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব।

ইয়াকূব (আ.) এখানে তৎক্ষণাৎ দোয়া করার পরিবর্তে অতিসত্ত্বরই দোয়া করার ওয়াদা করেছেন। তাফসীরবিদগণ এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, এর উদ্দেশ্য ছিল বিশেষ গুরুত্ব সহকারে শেষ রাত্রে দোয়া করবেন। কেননা তখনকার দোয়া বিশেষভাবে কবুল হয়। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে পৃথিবী থেকে নিকটতম আকাশে অবতরণ করেন এবং ঘোষণা করেন- কেউ আছে কি, যে দোয়া করবে- আমি কবুল করব? কেউ আছে কি, যে ক্ষমা প্রার্থনা করবে- আমি ক্ষমা করব?

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, হযরত ইউসুফ (আ.) ভাইদের সাথে দু'শ উট বোঝাই করে অনেক আসবাবপত্র, বস্ত্র ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাঠিয়ে দিলেন, যাতে গোটা পরিবার মিসরে আসার জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। হযরত ইয়াকূব (আ.) তাঁর আওলাদ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা প্রস্তুত হয়ে মিসরের উদ্দেশে রওয়ানা হলো। এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাদের সংখ্যা বাহাত্তর এবং অন্য রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাদের সংখ্যা তিরানব্বই জন পুরুষ ও মহিলা ছিল।

অপরদিকে মিসর পৌঁছার সময় নিকটবর্তী হলে হযরত ইউসুফ (আ.) ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য বাইরে আগমন করলেন। তাদের সাথে চার হাজার সশস্ত্র সিপাহীও সামরিক কায়দায় অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশে জমায়েত হলো। সবাই যখন মিসরে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি পিতা মাতাকে নিজের কাছে জায়গা দিলেন।

এখানে اَبَوَيْهِ (পিতা-মাতা) উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মাতা তাঁর শৈশবেই ইন্তেকাল করেছিলেন। কিন্তু তারপর হযরত ইয়াকূব (আ.) মৃতার ভগিনী লায়্যাকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর খালা হওয়ার দিক দিয়েও মায়ের মতোই ছিলেন এবং পিতার বিবাহিতা স্ত্রী হওয়ার দিক দিয়েও মাতাই ছিলেন।

وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ হযরত ইউসুফ (আ.) পরিবারের সবাইকে বললেন- আপনারা সবাই আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী নির্ভয়ে, অবাধে মিসরে প্রবেশ করুন। উদ্দেশ্য এই যে, ভিনদেশীদের প্রবেশের ব্যাপারে স্বভাবতঃ যেসব বিধি-নিষেধ থাকে আপনারা সেগুলো থেকে মুক্ত।

وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ অর্থাৎ, হযরত ইউসুফ (আ.) পিতা-মাতাকে রাজ সিংহাসনে বসালেন।

وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا অর্থাৎ, পিতা-মাতা ও ভ্রাতারা সবাই হযরত ইউসুফ (আ.) এর সামনে সেজদা করলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– এ কৃতজ্ঞতাসূচক সেজদাটি হযরত ইউসুফ (আ.) এর জন্য নয়– আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশেই করা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন– উপাসনামূলক সেজদা প্রত্যেক পয়গম্বরের শরিয়তে আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য বৈধ ছিল না; কিন্তু সম্মানসূচক সেজদা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরিয়তে বৈধ ছিল। শিরকের সিঁড়ি হওয়ার কারণে ইসলামি শরিয়তে তাও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমের সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে– আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করা বৈধ নয়।

وَقَالَ يٰۤاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ হযরত ইউসুফ (আ.) এর সামনে যখন পিতা-মাতা ও এগার ভাই একযোগে সেজদা করল, তখন শৈবের স্বপ্নের কথা তাঁর মনে পড়ল। তিনি বললেন– পিতা এটা আমার শৈশবে দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যাতে দেখেছিলাম যে, সূর্য, চন্দ্র ও এগারটি নক্ষত্র আমাকে সেজদা করছে। আল্লাহর শোকর যে, তিনি এ স্বপ্নের সত্যতা চোখে দেখিয়ে দিয়েছেন।

হযরত ইউসুফ (আ.) এর সবর ও শুকরিয়ার স্তর :

এরপর হযরত ইউসুফ (আ.) পিতা-মাতার সামনে কিছু অতীত কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু করলেন। এখানে এক দণ্ড থেমে একটু চিন্তা করুন, আজ যদি কেউ এতটুকু দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হয়, যতটুকু হযরত ইউসুফ (আ.) এর উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে এবং এত দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ ও নৈরাশ্যের পর পিতা-মাতার সাথে মিলন ঘটে, তবে সে পিতা-মাতার সামনে নিজের কাহিনী কিভাবে বর্ণনা করবে? কতটুকু কাঁদবে এবং কাঁদাবে? দুঃখ কষ্টের করুণ কাহিনী বর্ণনা করতে কতদিন লাগবে? কিন্তু এখানে উভয়পক্ষই আল্লাহর রাসূল ও পয়গম্বর। তাঁদের কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করুন, হযরত ইয়াকূব (আ.) এর বিরহী প্রিয় ছেলে হাজারো দুঃখ কষ্টের প্রান্তর অতিক্রম করে যখন পিতার সাথে মিলিত হন, তখন কি বলেন–

وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْۤ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যখন কারাগার থেকে আমাকে বের করেছেন এবং আপনাকে বাইরে থেকে এখানে এনেছেন; অথচ শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

হযরত ইউসুফ (আ.) এর দুঃখ কষ্ট যথাক্রমে তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। (এক) ভাইদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন। (দুই) পিতা-মাতার কাছ থেকে দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ এবং (তিন) কারাগারের কষ্ট। আল্লাহর মনোনীত পয়গম্বর স্বীয় বিবৃতিতে প্রথমে ঘটনাবলির ধারাবাহিকতা পরিবর্তন করে কারাগার থেকে কথা শুরু করেছেন। কিন্তু এতে কারাগারে প্রবেশ করা এবং সেখানকার দুঃখ কষ্টের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন। বরং কারাগার থেকে অব্যাহতির কথা আল্লাহর কৃতজ্ঞতাসহ বর্ণনা করেছেন। কারাগার থেকে মুক্তি এবং তজ্জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে যেন একথাও বলে দিয়েছেন যে, তিনি কোনো সময় কারাগারেও ছিলেন।

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, হযরত ইউসুফ (আ.) কারাগার থেকে বের হওয়ার কথা তো উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ভ্রাতারা যে তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করেছিল, তা এদিক দিয়েও উল্লেখ করেননি যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে ঐ কূপ থেকে বের করেছেন। কারণ এই যে, ভাইদের অপরাধ পূর্বেই মাফ করে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন– لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ তাই যে কোনোভাবে কূপের কথা উল্লেখ করে ভাইদেরকে লজ্জা দেওয়া তিনি সমীচীন মনে করেননি। –(কুরতুবী)

এরপর ছিল পিতা-মাতা থেকে সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ ও তার প্রতিক্রিয়াদি বর্ণনা করার পালা। তিনি সব বিষয় থেকে পাশ কাটিয়ে শুধু শেষ পরিণতি ও পিতা-মাতার সাথে সাক্ষাতের কথা আল্লাহর কৃতজ্ঞতাসহ উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে গ্রাম থেকে মিসর শহরে এনে দিয়েছেন। এখানে এ নিয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে

যে, হযরত ইয়াকূব (আ.) এর বাসভূমি গ্রামে ছিল, সেখানে জীবন যাপনের সুযোগ সুবিধা কম ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শহরে রাজকীয় সম্মানের মাঝে পৌঁছে দিয়েছেন।

এখন প্রথম অধ্যায়টি অবশিষ্ট রইল- অর্থাৎ, ভাইদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন। একেও শয়তানের ঘাড়ে চাপিয়ে এভাবে চুকিয়ে দিলেন যে, আমার ভ্রাতারা এরূপ ছিল না। শয়তান তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে কলহ সৃষ্টির এ কাজটি করিয়েছে।

এ হচ্ছে নবুওয়তের শান! নবীগণ দুঃখ-কষ্টে শুধু সবরই করেন না, বরং সর্বত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিকও আবিষ্কার করে ফেলেন। এ কারণেই তাঁদের এমন কোনো অবস্থা নেই, যেখানে তাঁরা আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ নন। সাধারণ মানুষের অবস্থা এর বিপরীত। তারা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত পেয়েও কোনো নিয়ামতের কথা উল্লেখ করে না, কিন্তু কোনো সময় সামান্য কষ্ট পেলেও জীবনভর তা গেয়ে বেড়ায়। কুরআনে এ বিষয়েই অভিযোগ করে বলা হয়েছে- إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ অর্থাৎ, মানুষ পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।

হযরত ইউসুফ (আ.) দুঃখ কষ্টের ইতিকথা সংক্ষেপে তিন শব্দে ব্যক্ত করার পর বললেন- إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ অর্থাৎ, আমার পালনকর্তা যে কাজ করতে চান, তার তদবির সূক্ষ্ম করে দেন। নিশ্চয় তিনি সুবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান।

১০১তম আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হযরত ইউসুফ (আ.) পিতাকে সম্বোধন করেছিলেন। এরপর পিতা-মাতা ও ভাইদের সাথে সাক্ষাতের ফলে যখন জীবনে শান্তি এলো, তখন সরাসরি আল্লাহর প্রশংসা, গুণকীর্তন ও দোয়ায় মশগুল হয়ে গেলেন এবং বললেন-

"হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেছেন এবং আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন। হে আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, আপনিই ইহকাল ও পরকালে আমার কার্যনির্বাহী। আমাকে পূর্ণ আনুগত্যশীল অবস্থায় দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিন এবং আমাকে পরিপূর্ণ সৎ বন্দাদের অন্তর্ভুক্ত রাখুন।" পরিপূর্ণ সৎ বন্দা' পয়গম্বরগণই হতে পারেন। তাঁরা যাবতীয় গোনাহ থেকে পবিত্র। -(মাযহারী)

এ দোয়ায় 'খাতেমা বিল খায়র' অর্থাৎ, অন্তিম সময়ে পূর্ণ আনুগত্যশীল হওয়ার প্রার্থনাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ তা'আলার প্রিয়জনদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা ইহকাল ও পরকালে যত উচ্চ মর্তবাই লাভ করুন এবং যত প্রভাব-প্রতিপত্তি ও পদ-মর্যাদাই তাঁদের পদচুম্বন করুক, তাঁরা কখনো গর্বিত হন না; বরং সর্বদাই এসব অবস্থা বিলুপ্ত হওয়ার অথবা হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা করতে থাকেন। তাই তাঁরা দোয়া করতে থাকেন, যাতে আল্লাহ-প্রদত্ত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ নিয়ামতসমূহ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, বরং সেগুলো আরো যেন বৃদ্ধি পায়।

হযরত ইউসুফ (আ.) এর কাহিনী পুরোপুরি বর্ণনা করার পর আলোচ্য আয়াতসমূহে নবী করমী ﷺ কে সম্বোধন করা হয়েছে- ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ অর্থাৎ, এ কাহিনী ঐসব অদৃশ্য সংবাদের অন্যতম, যেগুলো আমি ওহীর মাধ্যমে আপনাকে বলেছি। আপনি ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাছে উপস্থিত ছিলেন না, যখন তারা ইউসুফকে কূপে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং এজন্য কলা-কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছিল।

এ বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ (আ.) এর কাহিনীটি পূর্ণ বিবরণসহ ঠিক ঠিক বলে দেওয়া আপনার নবুয়ত ও ওহীর সুস্পষ্ট প্রমাণ। কেননা কাহিনীটি হাজারো বছর পূর্বেকার। আপনি সেখানে বিদ্যমান ছিলেন না যে, স্বচক্ষে দেখে বিবৃত করবেন এবং আপনি কারো কাছে শিক্ষাও গ্রহণ করেননি যে, ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করে অথবা কারো কাছে শুনে বর্ণনা করবেন। অতএব, আল্লাহ প্রদত্ত ওহী ব্যতীত এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার দ্বিতীয় কোনো পথ ও পন্থা নেই।

কুরআন পাক শুধু এতটুকু বিষয় উল্লেখ করেছে যে, (আপনি সেখানে বিদ্যমান ছিলেন না) অন্য কোনো ব্যক্তি অথবা গ্রন্থ থেকে এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জিত না হওয়ার কথা উল্লেখ করা জরুরি মনে করা হয়নি। কারণ সমগ্র আরবের জানা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মী বা নিরক্ষর। তিনি কারো কাছে লেখাপড়া করেননি। সবার আরো জানা ছিল যে, তাঁর সমগ্র জীবন মক্কায় অতিবাহিত হয়েছে। একবার চাচা আবূ তালেবের সাথে সিরিয়া সফরে গমন করে মাঝপথ থেকেই ফিরে এসেছিলেন। দ্বিতীয় সফর, বাণিজ্য ব্যাপারে করেছিলেন, কিন্তু মাত্র কয়েকদিন অবস্থান করেই ফিরে আসেন। এ সফরেও কোনো পণ্ডিত ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত অথবা কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কের বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না। তাই এক্ষত্রে তা উল্লেখ করা জরুরি মনে করা হয়নি। তবে কুরআন পাকের অন্যত্র একথাও উল্লেখ করা হয়েছে- مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَآ اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا অর্থাৎ, কুরআন অবতরণের পূর্বে এসব ঘটনা আপনিও জানতেন না এবং আপনার স্বজাতিও জানত না।

ইমাম বগভী বলেন- ইহুদি ও কোরাইশরা সম্মিলিতভাবে পরীক্ষার্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে প্রশ্ন করল- আপনি যদি সত্য নবী হন, তবে বলুন, হযরত ইউসুফ (আ.) এর ঘটনাটি কি এবং কিভাবে ঘটেছিল? যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহীর মাধ্যমে সব বলে দিলেন এবং এরপরও তারা কুফরি ও অস্বীকারে অটল রইল, তখন তিনি অন্তরে দারুন আঘাত পেলেন। এরই প্রেক্ষিতে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আপনার রেসালতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সত্ত্বেও অনেক মানুষ বিশ্বাস স্থাপনকারী নয়- আপনি যত চেষ্টাই করুন না কেন। উদ্দেশ্য এই যে, আপনার কাজ হলো প্রচার এবং সংশোধনের চেষ্টা করা। চেষ্টাকে সফল করা আপনার ক্ষমতাধীন নয়। অধিকন্তু এটা আপনার দায়িত্বও নয়। কাজেই দুঃখ করাও উচিত নয়।

শব্দবিশ্লেষণ :

اِرْتَدَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِرْتِدَادُ মূলবর্ণ (ر ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- উল্টা ফিরে যাওয়া। যে পথে এসেছে সে পথেই ফিরে যাওয়া।

اٰوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْوَاءُ মূলবর্ণ (أ ـ و ـ ى) জিনস مركب (لفيف مقرون এবং مهموز فاء) অর্থ- জায়গা দেওয়া।

خَرُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْخَرُّ মূলবর্ণ (خ ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- কোন জিনিস উপর থেকে এভাবে নিচে পড়ে যাওয়া যে, তাতে পড়ার শব্দ হয়।

اٰتَيْتَنِىْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (أ ـ ت ى) জিনস مركب (مهموزفاء ও ناقص يائى) অর্থ- দেওয়া, দান করা।

تَوَفَّنِىْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَفِّىْ মূলবর্ণ (و ـ ف ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- মৃত্যু দেওয়া, রূহ কবজ করা।

اَنْبَآءَ : শব্দটি বহুবচন, একবচন نَبَأٌ অর্থ- সংবাদসমূহ।

نُوْحِيْهِ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْحَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ح ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- ওহী পাঠনো।

১০৩. আর [নবুয়তের প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও] অধিকাংশ লোক ঈমান আনে না, আপনি যতই আকাঙ্ক্ষা করেন না কেন।	وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (١٠٣)
১০৪. আর আপনি তাদের নিকট এটার বিনিময় তো কিছু চাচ্ছেন না, এটা তো সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য কেবল একটি নসিহত।	وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِينَ (١٠٤)
১০৫. আর [তাওহীদের] অনেক নিদর্শন রয়েছে আসমানসমূহে এবং জমিনে, যার উপর তাদের যাতায়াত হয়ে থাকে, অথচ তারা তার প্রতি মনোনিবেশ করে না।	وَكَأَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ (١٠٥)
১০৬. আর তাদের অধিকাংশ লোক আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু তারা শিরকও করতে থাকে।	وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ (١٠٦)
১০৭. তবে কি তারা এটা হতে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রয়েছে যে, তাদেরকে আল্লাহর কোনো আজাব এসে ঘিরে ফেলবে অথবা তাদের প্রতি অকস্মাৎ কিয়ামত এসে পড়বে, আর তাদের খবরও হবে না।	أَفَأَمِنُوْا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ (١٠٧)
১০৮. আপনি বলে দিন, এটা হচ্ছে আমার পথ আমি আল্লাহর দিকে এভাবে আহ্বান করি যে, প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি আমি এবং আমার অনুসারীরাও; আর আল্লাহ পবিত্র এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।	قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ أَدْعُوْٓا إِلَى اللّٰهِ ۚ عَلٰى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۖ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (١٠٨)

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৩. وَمَآ أَكْثَرُ النَّاسِ আর অধিকাংশ লোক وَلَوْ حَرَصْتَ আপনি যতই আকাঙ্ক্ষা করেন না কেন بِمُؤْمِنِيْنَ ঈমান আনে না।

১০৪. وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ আর আপনি তাদের নিকট এর বিনিময় তো কিছু চাচ্ছেন না اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ এটা তো সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য কেবল একটি নসিহত।

১০৫. وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ আর (তাওহীদের) অনেক নিদর্শন রয়েছে فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানসমূহে এবং জমিনে يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا যার উপর তাদের যাতায়াত হয়ে থাকে وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ অথচ তারা তার প্রতি মনোনিবেশ করে না।

১০৬. وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ আর অধিকাংশ লোক যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে থাকে اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ কিন্তু এভাবে যে, তারা শিরকও করতে থাকে।

১০৭. اَفَاَمِنُوْٓا তবে কি তারা এটা হতে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রয়েছে যে, اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ তাদেরকে আল্লাহর কোনো আজাব এসে ঘিরে ফেলবে اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً অথবা তাদের প্রতি আকস্মাৎ কিয়ামত এসে পড়বে وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ আর তাদের খবরও হবে না।

১০৮. قُلْ আপনি বলে দিন هٰذِهٖ سَبِيْلِىْٓ এটা হচ্ছে আমার পথ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ আমি আল্লাহর দিকে এভাবে আহ্বান করি যে عَلٰى بَصِيْرَةٍ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ আমি এবং আমার অনুসারীরাও وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ আর আল্লাহ পবিত্র وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ؕ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (١٠٩)	১০৯. আর আমি আপনার পূর্বে যত সংখ্যক (রাসূল) প্রেরণ করেছি বিভিন্ন জনপদের অধিবাসীদের হতে, তাঁরা সকলে মানুষই ছিলেন, যাদের নিকট ওহী প্রেরণ করতাম, তবে কি এরা ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করেনি, যাতে তারা দেখতে পেত যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল, আর নিশ্চয় আখেরাতের বাসস্থান সে লোকদের জন্য অতি উত্তম, যারা মুত্তাকী, তবে কি তোমরা এতটুকুও বুঝ না?
حَتّٰىٓ اِذَا اسْتَايْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا ۙ فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَآءُ ؕ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ (١١٠)	১১০. অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হয়ে পড়লেন এবং [আজাবের প্রতিশ্রুত সময় নির্ধারণের ব্যাপারে] তাঁদের ধারণা জন্মিল যে, আমাদের বুঝের ভুল হয়েছে, [তখন] তাঁদের নিকট আমার সাহায্য এসে পৌঁছল, অনন্তর আমি যাকে বাঁচাতে ইচ্ছা করলাম, সে রক্ষা পেল, আর আমার আজাব অপরাধীদের হতে টলে না।
لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ؕ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (١١١)	১১১. তাদের কাহিনীসমূহে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য উপদেশের উপাদান রয়েছে; এ কুরআন কোনো মনগড়া কথা তো নয়; বরং এটা তো সে সমস্ত কিতাবের সত্যায়নকারী যা পূর্বে [নাজিল] হয়েছে এবং প্রত্যেক বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনাকারী এবং ঈমানদারদের জন্য হেদায়েত ও রহমতস্বরূপ।

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৯. وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ আর আমি আপনার পূর্বে যত সংখ্যক (রাসূল) প্রেরণ করেছি اِلَّا رِجَالًا তারা সকলে মানুষই ছিলেন نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ যাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করতাম مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى বিভিন্ন জনপদের অধিবাসীদের থেকে اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ তবে কি এরা ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করেনি। فَيَنْظُرُوْا যাতে তারা দেখতে পেত كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছিল وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ আর নিশ্চয় আখেরাতের বাসস্থান সেই লোকদের জন্য অতি উত্তম لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا যারা পরহেজগার اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ তবে কি তোমরা এতটুকুও বুঝ না।

১১০. حَتّٰىٓ اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ অবশেষে যখন পয়গম্বরগণ নিরাশ হয়ে পড়লেন وَظَنُّوْٓا এবং তাদের ধারণা জন্মিল যে, اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا আমাদের বুঝের ভুল হয়েছে جَآءَهُمْ نَصْرُنَا তখন তাদের নিকট আমার সাহায্য এসে পৌঁছল فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَآءُ অনন্তর আমি যাকে বাঁচাতে ইচ্ছা করলাম, সে রক্ষা পেল وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا আর আমার আজাব টলে না عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ অপরাধীদের থেকে।

১১১. لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ তাদের কাহিনীসমূহে উপদেশের উপাদান রয়েছে لِّاُولِى الْاَلْبَابِ বুদ্ধিমান লোকদের জন্য مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى এই কুরআন কোনো মনগড়া কথা তো নয় وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ বরং এটা তো সে সমস্ত কিতাবের সত্যায়নকারী যা পূর্বে (নাজিল) হয়েছে وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ এবং প্রত্যেক বিষয়ের সবিস্তার বর্ণনাকারী وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ এবং ঈমানদারদের জন্য হেদায়েত ও রহমত স্বরূপ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ, আপনি প্রচার ও বিশুদ্ধ পথ বলে দেওয়ার যে চেষ্টা করছেন, সেজন্য তাদের কাছে তো কোনো পারিশ্রমিক চান না যে, এটা মেনে নেওয়া বা শোনা তাদের পক্ষে কঠিন হবে। আপনার কথাবার্তা তো নির্ভেজাল মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ও উপদেশ সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। এতে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আপনার এ চেষ্টার লক্ষ্য যখন পার্থিব উপকার লাভ নয়; বরং পরকালের ছওয়াব ও জাতির হিতাকাঙ্ক্ষা, তখন এ লক্ষ্য অর্জিত হয়ে গেছে। সুতরাং আপনি কেন চিন্তিত হন?

وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ অর্থাৎ, শুধু তাই নয় যে, এরা জেদ ও হঠকারিতাবশতঃ কোনো শুভাকাঙ্ক্ষীর উপদেশ শ্রবণ করে না; বরং তাদের অবস্থা হলো এই যে, নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আল্লাহর যেসব সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, সেগুলোর কাছ দিয়েও এরা উদাসীন হয়ে ও চোখ বুঁজে চলে যায়। একটুও লক্ষ্য করে না যে, এগুলো কার অপার শক্তির নিদর্শন। নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও শক্তির অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। অতীতের আজাবপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ তাদের দৃষ্টি গোচর হয়, কিন্তু তারা এগুলো থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করে না।

যারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও শক্তিতেই বিশ্বাস করে না, উপরিউক্ত বর্ণনা ছিল তাদের সম্পর্কে। অতঃপর এমন লোকদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে, যারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু তাঁর সাথে অন্য বস্তুকে অংশীদার সাব্যস্ত করে। বলা হয়েছে- وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ অর্থাৎ, তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, তারাও শিরকের সাথে করে। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান, শক্তি ইত্যাদি গুণের সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করে, যা একান্ত অন্যায় ও নিছক মূর্খতা।

ইবনে কাছীর (র.) বলেন- যেসব মুসলমান ঈমান সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রকার শিরকে লিপ্ত রয়েছে, তারাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- আমি তোমাদের জন্য যেসব বিষয়ের আশঙ্কা করি, তন্মধ্যে সবচাইতে বিপজ্জনক হচ্ছে ছোট শিরক। সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন- রিয়া (লোক দেখানো ইবাদত) হচ্ছে ছোট শিরক। এমনিভাবে এক হাদীসে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কসম খাওয়াকেও শিরক বলা হয়েছে। (ইবনে কাছীর) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে মান্নত করা এবং নিয়াজ দেওয়াও ফিকহবিদগণের মতে শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

এরপর তাদের অমনোযোগিতা ও মূর্খতার কারণে পরিতাপ ও বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে যে, তারা অস্বীকার ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও কিরূপে নিশ্চিত হয়ে গেছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের উপর কোনো আজাব এসে যাবে কিংবা অতর্কিতে কিয়ামত এসে যাবে তাদের প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্বেই।

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.
অর্থাৎ, আপনি তাদেরকে বলে দিন- তোমরা মান অথবা না মান আমার তরিকা এই যে, মানুষকে পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতে থাকব, আমি এবং আমার অনুসারীরাও।

উদ্দেশ্য এই যে, আমার দাওয়াত আমার কোনো চিন্তাধারার উপর ভিত্তিশীল নয়; বরং এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার ফলশ্রুতি। এ দাওয়াত ও জ্ঞানে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অনুসারীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- এতে সাহাবায়ে কেরামকে বুঝানো হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জ্ঞানের বাহক এবং আল্লাহর সিপাহী। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন- সাহাবায়ে কেরাম এ উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের অন্তর পবিত্র এবং জ্ঞান সুগভীর। তাঁদের মধ্যে লৌকিকতার নাম গন্ধও নেই। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে স্বীয় রাসূলের সংসর্গ ও সেবার জন্য মনোনীত করেছেন। তোমরা তাঁদের চরিত্র অভ্যাস ও তরিকা আয়ত্ত কর। কেননা তাঁরা সরল পথের পথিক।

وَمَنِ اتَّبَعَنِىْ ব্যাপক অর্থেও হতে পারে। এতে ঐসব ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যারা কিয়ামত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দাওয়াতকে উম্মত পর্যন্ত পৌছানোর কাজে নিয়োজিত থাকবেন। কলবী ও ইবনে যায়েদ বলেন- এ আয়াত থেকে আরো জানা গেল যে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অনুসরণের দাবি করে, তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে তাঁর দাওয়াতকে ঘরে ঘরে পৌছানো এবং কুরআনের শিক্ষাকে ব্যাপকতর করা। -(মাযহারী)

وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ শিরক থেকে পবিত্র এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। উপরে বর্ণিত হয়েছিল যে, অধিকাংশ লোক ঈমানের সাথে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শিরককেও যুক্ত করে দেয়। তাই শিরক থেকে নিজের সম্পূর্ণ পবিত্রতার প্রকাশ করেছেন। সারকথা এই যে, আমার দাওয়াতের উদ্দেশ্য মানুষকে নিজের দাসে পরিণত করা নয়; বরং আমি নিজেও আল্লাহর দাস এবং মানুষকেও তাঁর দাসত্ব স্বীকার করার দাওয়াত দেই। তবে দাওয়াতদাতা হিসেবে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরজ।

মুশরিকরা এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করত যে, আল্লাহর রাসূল ও দূত মানুষ নয়; বরং ফেরেশতা হওয়া দরকার। এর উত্তর পরবর্তী আয়াতে দেওয়া হয়েছে- وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِىْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى অর্থাৎ, তাদের এ ধারণা ভিত্তিহীন ও নিরর্থক যে, আল্লাহর রাসূল ফেরেশতা হওয়া দরকার, মানব হতে পারে না। বরং ব্যাপার উল্টা। মানব জাতির জন্য আল্লাহর রাসূল সবসময় মানবই হয়েছেন। তবে সাধারণ লোকদের থেকে তাঁর স্বাতন্ত্র্য এই যে, তাঁর প্রতি সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে ওহী আগমন করে। এটা কারো প্রচেষ্টা ও কর্মের ফল নয়। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং বন্দাদের মধ্য থেকে যাকে উপযুক্ত মনে করেন, এ কাজের জন্য মনোনীত করেন। এ মনোনয়ন এমন কতগুলো বিশেষ গুণের ভিত্তিতে হয়, যেগুলো সাধারণ মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে না।

পরবর্তী আয়াতে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, যারা আল্লাহর দিকে দাওয়াত দাতার ও রাসূলের নির্দেশাবলি অমান্য করে আল্লাহর আজাবকে ডেকে আনে। বলা হয়েছে-

اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اتَّقَوْا اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ, তারা কি দেশ ভ্রমণে বের হয় না, যাতে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের শোচনীয় পরিণতি স্বচক্ষে দেখে নিতে পারে? কিন্তু তারা ইহকালের বাহ্যিক আরাম-আয়েশ ও সাজ সজ্জায় মত্ত হয়ে পরকাল ভুলে গেছে। অথচ পরহেজগারদের জন্য পরকাল ইহকালের চাইতে অনেক উত্তম। তারা কি এতটুকুও বুঝে না যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ ভালো, না পরকালের চিরস্থায়ী আরাম আয়েশ ও নিয়ামত ভালো?

অদৃশ্যের সংবাদ ও অদৃশ্যের জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য ঃ

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ এগুলো সব অদৃশ্যের সংবাদ, যা আমি আপনাকে ওহীর মাধ্যমে বলি। এ বিষয়বস্তুটি প্রায় এমনি ভাষায় সূরা আলে ইমরানের ৪৩তম আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। সূরা হূদের ৪৮তম আয়াতে নূহ (আ.) এর ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে- تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَآ اِلَيْكَ এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে পয়গম্বরদেরকে অদৃশ্যের সংবাদ বলে দেন। বিশেষ করে আমাদের শ্রেষ্ঠতম পয়গম্বর মোহাম্মদ মোস্তফা ﷺ কে এসব অদৃশ্য সংবাদের বিশেষ অংশ দান করা হয়েছে, যার পরিমাণ পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের তুলনায় বেশি। এ কারণেই তিনি উম্মতকে এমন অনেক ঘটনা বিস্তারিত অথবা সংক্ষেপে বলে দিয়েছেন, যেগুলো কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে। 'কিতাবুল ফিতান' শিরোনামে ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এমন বর্ণনা সম্বলিত বহুসংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণী হাদীসগ্রন্থসমূহে মওজুদ রয়েছে।

সাধারণ মানুষ 'অদৃশ্যের জ্ঞান' বলতে যে কোনোরূপে অদৃশ্যের সংবাদ অবগত হওয়াকেই বুঝে। এ গুণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এ জন্যই তাদের মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আলেমুল গায়েব' (অদৃশ্যের জ্ঞানী) ছিলেন। কিন্তু কুরআন পাক পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, لَا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ এতে জানা যায় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ আলেমুল গায়েব হতে পারে না। এটা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ। এতে কোনো রাসূল অথবা ফেরেশতাকে শরিক মনে করা তাদেরকে আল্লাহর

সমতুল্য করার নামান্তর এবং তা খ্রিস্টানদের অপকর্ম: তারা রাসূলকে আল্লাহর পুত্র এবং আল্লাহর সত্তায় অংশীদার সাব্যস্ত করে। কুরআন পাকের উল্লিখিত আয়াত দ্বারা ব্যাপারটির পূর্ণ স্বরূপ ফুটে উঠেছে যে, অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ এবং 'আলিমুল-গায়েব' একমাত্র তিনিই। তবে অদৃশ্যের অনেক সংবাদ আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে পয়গম্বরগণকে অবহিত করেন। কুরআন পাকের পরিভাষায় একে অদৃশ্যের জ্ঞান বলা হয় না। সাধারণ মানুষ এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটি বুঝে না। তারা অদৃশ্যের সংবাদকেই অদৃশ্যের জ্ঞান বলে আখ্যায়িত করে। এরপর কুরআনের পরিভাষায় যখন বলা হয় যে, অদৃশ্যের জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া কারও নেই, তখন তারা এতে দ্বিমত প্রকাশ করতে থাকে। এর স্বরূপ বেশি নয় যে :

اختلاف خلق ازنام اوفتاد ٭ چوں بمعنی رفت ارام اوفتاد

অর্থ : জনসাধারণের মতভেদ নামের মধ্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যখন তাৎপর্যে পৌঁছে গেছে, তখন সকল মতভেদ থেমে গেছে।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى এ আয়াতে পয়গম্বরগণের সম্পর্কে رِجَالًا শব্দের ব্যবহার থেকে বুঝা যায় যে, পয়গম্বর সবসময় পুরুষই হন নারীদের মধ্যে কেউ নবী কিংবা রাসূল হতে পারেন না।

ইবনে কাছীর ব্যাপক সংখ্যক আলেমের এ অভিমত বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো নারীকে নবী কিংবা রাসূল নিযুক্ত করেননি। কোনো কোনো আলেম কয়েকজন মহিলা সম্পর্কে নবী হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন: উদাহরণতঃ হযরত ইবরাহীম (আ.) এর বিবি সারা, হযরত মূসা (আ.)-এর জননী এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর জননী হযরত মরিয়ম। এ তিন জন মহিলা সম্পর্কে কুরআন পাকে এমন ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতারা তাঁদের সাথে বাক্যালাপ করেছে, সুসংবাদ দিয়েছেন কিংবা ওহীর মাধ্যমে স্বয়ং তারা কোনো বিষয় জানতে পেরেছেন। কিন্তু ব্যাপক সংখ্যক আলেমের মতে এসব আয়াত দ্বারা উপরিউক্ত তিন জন মহিলার মাহাত্ম্য এবং আল্লাহর কাছে তাঁদের উচ্চ মর্যাদাশালিনী হওয়া বুঝা যায় মাত্র। এ ভাষা নবুয়ত ও রেসালত প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়।

এ আয়াতেই أَهْلِ الْقُرَى শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা সাধারণঃ শহর ও নগরবাসীদের মধ্য থেকে রাসূল প্রেরণ করেছেন অজ গ্রাম কিংবা বনাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্য থেকে রাসূল প্রেরিত হননি। কারণ সাধারণতঃ গ্রাম বা বনাঞ্চলের অধিবাসীরা স্বভাব প্রকৃতি ও জ্ঞান বুদ্ধিতে নগরবাসীদের তুলনায় পশ্চাদপদ হয়ে থাকেন। -(ইবনে কাছীর, কুরতুবী প্রমুখ)

قوله حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا الخ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পয়গম্বর প্রেরণ ও সত্যের দাওয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল এবং পয়গম্বরদের সম্পর্কে কোনো কোনো সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছিল। উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা পয়গম্বরদের বিরুদ্ধাচরণের অশুভ পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করে না। যদি তারা সামান্যও চিন্তা করত এবং পারিপার্শ্বিক শহর ও স্থানসমূহের ইতিহাসপাঠ করত, তবে নিশ্চয় জানতে পারত যে, পয়গম্বরগণের বিরুদ্ধাচরণকারী এ দুনিয়াতে কিরূপ ভয়ানক পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। কওমে লূতের জনপদসমূহ উল্টে দেওয়া হয়েছে। কওমে আদ ও কওমে সামূদকে নানাবিধ আজাব দ্বারা নাস্তানাবুদ করে দেওয়া হয়েছে। পরকালের আজাব আরো কঠোরতর হবে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার সুখ দুঃখ সর্বাবস্থায়ই ক্ষণস্থায়ী। আসল চিন্তা পরকালের হওয়া উচিত। সেখানকার অবস্থান চিরস্থায়ী এবং সুখ দুঃখও চিরস্থায়ী। আরো বলা হয়েছে যে, পরকালের সুখ শান্তি তাকওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাকওয়ার অর্থ শরিয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন করা।

এ আয়াতের লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও তাঁদের উম্মতের অবস্থা দ্বারা বর্তমান লোকদেরকে সতর্ক করা। তাই পরবর্তী আয়াতে তাদের একটি সন্দেহ দূর করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মুখে আল্লাহর আজাব থেকে ভয় প্রদর্শনের কথা অনেক লোক দীর্ঘ দিন থেকে শুনে আসছিল কিন্তু তারা কোনো আজাব আসতে দেখত না। এতে তাদের দুঃসাহস আরো বেড়ে যায়। তারা বলতে থাকে যে, আজাব যদি আসবারই হতো, তবে এতদিনে কবেই

এসে যেত! তাই বলা হয়েছে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় করুণা ও রহস্যবশতঃ অনেক সময় অপরাধী সম্প্রদায়কে অবকাশ দান করেন। এ অবকাশ মাঝে মাঝে এত দীর্ঘতর হয় যে, অবাধ্যদের দুঃসাহস আরো বেড়ে যায় এবং পয়গম্বরগণ এক প্রকার অস্থিরতার সম্মুখীন হন। ইরশাদ হয়েছে–

حَتّٰٓى اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَآءُ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ অর্থাৎ, পূর্ববর্তী উম্মতদের অবাধ্যদেরকে লম্বা লম্বা অবকাশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের উপর আজাব না আসার কারণে পয়গম্বরগণ এরূপ ধারণা করে নিরাশ হয়ে পড়েছেন যে, আল্লাহ প্রদত্ত আজাবের সংক্ষিপ্ত ওয়াদার যে অবকাশ আমরা নিজেদের অনুমানের ভিত্তিতে স্থির করে রেখেছিলাম, সে সময়ে কাফেরদের উপর আজাব আসবে না এবং সত্যের বিজয় প্রকাশ পাবে না। পয়গম্বরগণ প্রবল ধারণা পোষণ করতে থাকেন, অনুমানের মাধ্যমে আল্লাহর ওয়াদার সময় নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমাদের বোধশক্তি ভুল করেছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা তো কোনো নির্দিষ্ট সময় বলেননি। আমরা বিশেষ বিশেষ ইঙ্গিতের মাধ্যমেই একটি সময় নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলাম। এমনকি নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে তাঁদের কাছে আমার সাহায্য এসে যায়, অর্থাৎ, ওয়াদা অনুযায়ী কাফেরদের উপর আজাব এসে যায়। অতঃপর এ আজাব থেকে আমি যাকে ইচ্ছা করেছি, বাঁচিয়ে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, পয়গম্বরগণের অনুসারী মুমিনদেরকে বাঁচানো হয়েছে এবং কাফেরদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। কেননা আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে অপসৃত করা হয় না, বরং আজাব অবশ্যই তাদেরকে পাকড়াও করে। কাজেই আজাবে বিলম্ব দেখে মক্কার কাফেরদের ধোঁকায় পতিত হওয়া উচিত নয়।

এ আয়াতে كُذِبُوْا শব্দটি প্রসিদ্ধ কেরাআত অনুযায়ী পাঠ করা হয়েছে। আমরা এর যে তাফসীর বর্ণনা করেছি, এটাই অধিকতর স্বীকৃত ও স্বচ্ছ। অর্থাৎ, كُذِبُوْا শব্দের সারমর্ম হচ্ছে অনুমান ও ধারণা ভ্রান্ত হওয়া। এটা এক প্রকার ইজতেহাদী ভ্রান্তি। পয়গম্বরগণের দ্বারা এরূপ ইজতেহাদী ভ্রান্তি সম্ভবপর। তবে পয়গম্বর ও অন্যান্য মুজতাহিদদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পয়গম্বরগণের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময়ব্যাপী এরূপ ভুল ধারণার উপর স্থির থাকার সুযোগ দেওয়া হতো না; বরং তাদেরকে বাস্তব বিষয় জ্ঞাত করে প্রকৃত সত্য ফুটিয়ে তোলা হতো। অন্যান্য মুজতাহিদের জন্য এরূপ মর্যাদা নেই। হুদায়বিয়ার সন্ধির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘটনা এ বিষয়বস্তুর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কুরআন পাকে উল্লিখিত আছে যে, এ ঘটনার ভিত্তি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি স্বপ্ন। তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি সাহাবীগণ সমভিব্যহারে খানায়ে কা'বার তওয়াফ করছেন। পয়গাম্বরগণের স্বপ্ন ওহীর পর্যায়ভুক্ত। তাই এ ঘটনাটি যে ঘটবে, তা নিশ্চিত ছিল। কিন্তু স্বপ্নে এর কোনো বিশেষ সময় বর্ণিত না হওয়ায় রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে অনুমান করে নিলেন যে, এ বছরই এরূপ হবে। তাই যথারীতি ঘোষণার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক সাহাবী সঙ্গে নিয়ে তিনি ওমরার উদ্দেশে মককা রওয়ানা হয়ে গেলেন। কুরাইশরা বাধা দিল। ফলে সে বছর তওয়াফ ও ওমরা সম্পন্ন হলো না। বরং দু'বছর পর অষ্টম হিজরিতে মক্কা বিজয়ের আকারে স্বপ্নটি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবরূপে প্রকাশ পেল। এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা সত্য ও নিশ্চিত ছিল। কিন্তু তিনি অনুমান বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে এর যে সময় নির্ধারিত করেছিলেন, তাতে ভুল হয়েছিল। কিন্তু এ ভুল তখনই দূর করে দেওয়া হয়।

এমনিভাবে আয়াতে قَدْ كُذِبُوْا শব্দের মর্মও তাই যে, কাফেরদের উপর আজাব আসতে বিলম্ব হয়েছিল এবং পয়গম্বরগণ অনুমানের মাধ্যমে যে সময় মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন সে সময়ে আজাব আসেনি। ফলে তাঁরা ধারণা করেন যে, আমরা সময় নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে ভুল করেছি। এ তফসীরটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে। আল্লামা তীবী (র.) বলেন– এ রেওয়ায়েত নির্ভুল। কারণ সহীহ বুখারীতে তা বর্ণিত আছে।

কোনো কোনো কেরাতে এ শব্দটি ذَال-এর তশদীদসহ قَدْ كُذِّبُوْا পঠিত হয়েছে। كُذِّبُوْا ক্রিয়াপদটি تَكْذِيْب ধাতু থেকে উদ্ভূত। এমতাবস্থায় অর্থ হবে, পয়গম্বরদের অনুমিত সময়ে আজাব না আসার কারণে তাঁরা আশঙ্কা করতে থাকেন যে, এখন যারা মুসলমান, তারাও বুঝি তাঁদের প্রতি মিথ্যারোপ করতে শুরু করে যে, তাঁরা যা কিছু বলেছিলেন তা পূর্ণ হলো না। এহেন দুর্বিপাকের সময় আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করে দেখালেন। অবিশ্বাসীদের উপর আজাব এসে গেল এবং মুমিনদেরকে বাঁচিয়ে রাখা হলো। ফলে পয়গম্বগণের বিজয়

সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠলো। لَقَدْ كَانَ فِىْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِى الْأَلْبَابِ অর্থাৎ, পয়গম্বরগণের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য বিশেষ শিক্ষা রয়েছে।

এর অর্থ সব পয়গম্বরের কাহিনীতেও হতে পারে এবং বিশেষ করে হযরত ইউসুফ (আ.) এর কাহিনীতেও হতে পারে, যা এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। কেননা এ ঘটনায় পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার অনুগত বন্দাদের কি কি ভাবে সাহায্য ও সমর্থন প্রদান করা হয় এবং কূপ থেকে বের করে রাজসিংহাসনে এবং অপবাদ থেকে মুক্তি দিয়ে উচ্চতম শিখরে কিভাবে পৌঁছে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে চক্রান্ত ও প্রতারণাকারীরা পরিণামে কিরূপ অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করে।

مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ অর্থাৎ, এ কাহিনী কোনো মনগড়া কথা নয়, বরং পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সমর্থনকারী। কেননা তওরাত ও ইঞ্জিলে এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) বলেন- যতগুলো আসমানি গ্রন্থ ও সহীফা অবতীর্ণ হয়েছে, হযরত ইউসুফ (আ.) এর কাহিনী থেকে কোনোটিই খালি নয়। -(মাযহারী)

وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ, এ কুরআন সব বিষয়েরই বিস্তারিত বিবরণ। অর্থাৎ, কুরআন পাকে এমন প্রত্যেক বিষয়ের বিবরণ রয়েছে, যা ধর্মীয় ক্ষেত্রে মানুষের জন্য জরুরি। ইবাদত, লেন-দেন, চরিত্র, সামাজিকতা, রাষ্ট্র পরিচালনা রাজনীতি ইত্যাদি মানব জীবনের প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিধান ও নির্দেশ এতে রয়েছে। আরো বলা হয়েছে- এ কুরআন ঈমানদারদের জন্য হেদায়েত ও রহমত। এতে বিশেষ করে ঈমানদারদের কথা বলার কারণ এই যে, উপকারিতা ঈমানদারগণই পেতে পারেন। যদিও কাফেরের জন্যও কুরআন রহমত ও হেদায়েত, কিন্তু তাদের কুকর্ম ও অবাধ্যতার কারণে এ রহমত ও হেদায়েত তাদের পক্ষে শাস্তির কারণ হয়ে যায়।

শায়খ আবূ মনসুর বলেন- সমগ্র সূরা ইউসুফ এবং এতে সন্নিবেশিত কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সান্ত্বনা প্রদান করা যে, স্বজাতির হাতে আপনি যেসব নির্যাতন ভোগ করছেন, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণও সেগুলো ভোগ করেছেন। কিন্তু পরিণামে আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বরগণকেই বিজয়ী করেছেন। আপনার ব্যাপারটিও তদ্রূপই হবে।

শব্দবিশ্লেষণ :

حَرَصْتَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْحِرْصُ মূলবর্ণ (ح . ر . ص) জিনস صحيح অর্থ- অত্যাধিক লোভ ও আকাঙ্ক্ষা করা।

اَدْعُوْا : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّعَاءُ মূলবর্ণ (د . ع . و) জিনস ناقص واوى অর্থ- আহ্বান করা।

لَمْ يَسِيْرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى حجدبلم درفعل مستقبل معروف বাব ضَرَبَ মাদসার اَلسَّيْرُ মূলবর্ণ (س . ى . ر) জিনস اجوف يائى অর্থ- চলাফেরা করা।

اِسْتَيْئَسَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِيْئَاسُ মূলবর্ণ (ى . ء . س) জিনস مركب) مثال يائى ও مهموز عين) অর্থ- নিরাশ হওয়া।

لَايُرَدُّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول منفى بلا বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّدُّ মূলবর্ণ (ر . د . د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- কোনো জিনিসের প্রত্যাবর্তন। চাই তা সত্তাগত প্রত্যাবর্তন হোক কিংবা অবস্থার প্রত্যাবর্তন।

يُفْتَرٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِفْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ف . ر . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- বানিয়ে নেওয়া। কারো কথাকে অন্যের দিকে সম্পৃক্ত করা।

سُوْرَةُ الرَّعْدِ
সূরা রা'দ

মদিনায় অবতীর্ণ, আয়াত-৪৩, রুকূ'-৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

الٓمّٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ (١)

১. আলিফ, লাম-মীম-রা। এগুলো কুরআনের আয়াতসমূহ, আর যা কিছু আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ করা হয় তা সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু অধিকাংশ লোকই এতে ঈমান আনে না।

اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ (٢)

২. আল্লাহ এমন যে, তিনি আসমানসমূহকে খুঁটি ব্যতীত ঊর্ধ্বস্থিত করেছেন, যেমন তোমরা তাদেরকে দেখছ, অতঃপর আরশের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কার্যে রত করলেন, প্রত্যেকে এক নির্দিষ্ট সময়ে চলতে থাকে, তিনিই সকল কাজের পরিচালনা করেন, প্রমাণসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হওয়া বিশ্বাস কর।

শাব্দিক অনুবাদ :

০১. الٓمّٓرٰ আলিফ-লাম-রা تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ এগুলো কুরআনের আয়াতসমূহ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ আর যা কিছু আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয় مِنْ رَّبِّكَ আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে الْحَقُّ তা সম্পূর্ণ সত্য وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ লোকই ঈমান আনেনা।

০২. اَللّٰهُ الَّذِيْ আল্লাহ এমন যে رَفَعَ السَّمٰوٰتِ তিনি আসমান সমূহকে ঊর্ধ্বস্থিত করেছেন بِغَيْرِ عَمَدٍ খুঁটি ব্যতীত تَرَوْنَهَا যেমন তোমরা তাদেরকে দেখছ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ অতঃপর আরশের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেন وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কার্যে রত করলেন كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى প্রত্যেকে এক নির্দিষ্ট সময়ে চলতে থাকে يُدَبِّرُ الْاَمْرَ তিনিই সকল কাজের পরিচালনা করেন يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ প্রমাণসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ যাতে তোমরা নিজেদের প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হওয়া বিশ্বাস কর।

وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا ۭ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ ۭ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (٣)

৩. আর তিনি এমন যে, তিনি পৃথিবীকে প্রসারিত করেছেন এবং তাতে পর্বতমালা ও নহরসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে প্রত্যেক প্রকারের ফল হতে দুই দুই প্রকার সৃষ্টি করেছেন, [টক ও মিষ্ট, ছোট ও বড়] তিনি রাত্রি দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন, এ সমস্ত বিষয়ে চিন্তাশীল লোকদের জন্য [তাওহীদের] নিদর্শনসমূহ রয়েছে।

وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ ۣ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ ۭ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ (٤)

৪. আর ভূপৃষ্ঠে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার পাশাপাশি ভূখণ্ডসমূহ এবং আঙ্গুরের বাগানসমূহ এবং কৃষিক্ষেত্রসমূহ রয়েছে, আর খেজুর গাছ রয়েছে, যার কতিপয় তো এমন যে, এক গুঁড়ি হতে দুই বা ততোধিক গাছ উৎপন্ন হয়, এবং কতিপয় এরূপ হয় না, সকলকে একই পানি সিঞ্চন করা হয়। অথচ আমি ফলগুলোর মধ্যে একটিকে অপরটির উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করি, এ সমস্ত বিষয়ে নিদর্শনসমূহ রয়েছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য।

وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۬ اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ۚ وَاُولٰۤئِكَ الْاَغْلٰلُ فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ ۚ وَاُولٰۤئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (٥)

৫. আর যদি আপনি আশ্চর্য মনে করেন, তবে আশ্চর্যজনকই তাদের এ উক্তিগুলো "যখন আমরা মাটিতে মিশে যাব তখন কি আবার নতুনভাবে সৃষ্ট হব?" তারা সে লোক যারা নিজেদের প্রতিপালকের সাথে কুফরি করেছে, আর এমন লোকদের স্কন্ধে বেড়ি পরানো হবে এবং এরূপ লোকেরাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী, তারা তাতে চিরকাল থাকবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

০৩. وَهُوَ الَّذِىْ আর তিনি এমন যে, مَدَّ الْاَرْضَ তিনি পৃথিবীকে প্রসারিত করেছেন وَجَعَلَ فِيْهَا এবং তাতে সৃষ্টি করেছেন। رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا পর্বতমালা এবং নহরসমূহ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল হতে جَعَلَ فِيْهَا তাতে সৃষ্টি করেছেন زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ দুই দুই প্রকার يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ তিনি রাত্রি দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ এ সমস্ত বিষয়ে চিন্তাশীল লোকদের জন্য (তাওহীদের) নিদর্শনসমূহ রয়েছে।

০৪. وَفِى الْاَرْضِ আর ভূ-পৃষ্ঠে রয়েছে قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ বিভিন্ন প্রকার পাশাপাশি ভূ-খণ্ডসমূহ وَجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ এবং আঙ্গুরের বাগানসমূহ وَّزَرْعٌ এবং কৃষিক্ষেত্রসমূহ রয়েছে وَّنَخِيْلٌ আর খেজুর গাছ রয়েছে صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ যার কতিপয় তো এমন যে, এক গুঁড়ি দুই বা ততোধিক গাছ উৎপন্ন হয় এবং কতিপয় এরূপ হয়না يُّسْقٰى بِمَآءٍ وَّاحِدٍ সকলকে একই পানি সিঞ্চন করা হয় وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ অথচ আমি ফলগুলোর মধ্যে একটিকে অপরটির উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করি اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ এ সমস্ত বিষয়ে নিদর্শনসমূহ রয়েছে لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ বুদ্ধিমান লোকদের জন্য।

০৫. وَاِنْ تَعْجَبْ আর যদি আপনি আশ্চর্য মনে করেন فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ তবে আশ্চর্যজনকই তাদের এ উক্তিগুলো ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا যখন আমরা মাটিতে মিশে যাব ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ তখন কি আবার নতুনভাবে সৃষ্টি হবো اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ তারা সেই লোক যারা নিজেদের প্রতিপালকের সাথে কুফরি করেছে وَاُولٰۤئِكَ الْاَغْلٰلُ فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ আর এমন লোকদের স্কন্ধে বেড়ি পরানো হবে وَاُولٰۤئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ এবং এরূপ লোকেরাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ তারা তাতে চিরকাল থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরায়ে রা'দ প্রসঙ্গে : এ সূরাটি সম্পর্কে তাফসীরকারগণের একাধিক অভিমত রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, এ সূরাটি মক্কায় নাজিল হয়েছে। হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের (র.) এ মতই পোষণ করেছেন। এদিকে আবুশ শেখ এবং ইবনে মারদুয়া থেকে বর্ণিত আছে যে, এ সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ। ইবনে জোবায়ের, কালবী এবং মোকাতেল (র.) এ মতই পোষণ করেছেন।

তৃতীয় আর একটি মত হলো, দুটি আয়াত ব্যতীত আর সবই মদীনা তৈয়্যবায় নাজিল হয়েছে, শুধুমাত্র দুটি আয়াতই মক্কায়ে মুয়াযযমায় নাজিল হয়েছে। আয়াত দুটি হলো এই-

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ (الاية)

وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا (الاية)

বর্ণিত আছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং হযরত কাতাদা (র.) এ মত পোষণ করতেন। ইবনে আবি শায়বা থেকে জাবের ইবনে জায়েদের কথা বর্ণিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির নিকট তারা সূরায়ে রা'দ পাঠ করতেন। কেননা এর বরকতে মৃত ব্যক্তির রূহ কবজ করা সহজ হয়। -[তাফসীরে ফতহুল কাদীর, খ. ৩, পৃ. ৬৩]

এ সূরায় দীন ইসলামের মৌলিক আকিদাসমূহের বিবরণ রয়েছে। অর্থাৎ তাওহীদ, রেসালাত, ওহী, কর্মফল এবং হক ও বাতিলের তাৎপর্য এবং পার্থক্য সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা স্থান পেয়েছে। তাই সূরার শুরু থেকেই হকের বিবরণ রয়েছে এবং এত সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, পবিত্র কুরআন যে মহান আল্লাহ তা'আলার কালাম একথা ধ্রুব সত্য। হক বা সত্যের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তা বিজয়ী এবং স্থায়ী হয়। আর যা বাতিল তা বিদায় নিতে বাধ্য হয়। পবিত্র কুরআনের সত্যতা এ কথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : বিগত সূরার শুরুতে কুরআনে হাকীমের সত্যতার বিবরণ ছিল এবং সূরার শেষেও এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ঠিক এভাবে এ সূরাও পবিত্র কুরআনের সত্যতার বিবরণ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এরপর বিস্তারিতভাবে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের দলিল-প্রমাণ এবং তার বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের আলোচনা রয়েছে। এরপর আখেরাতের কথা উল্লেখ রয়েছে। যারা নবুয়তকে অস্বীকার করে তাদের সন্দেহের জবাব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ, পবিত্র কুরআনের সত্যতার বিবরণ, প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ এর নবুয়ত ও রেসালাতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ এবং আখেরাতের সত্যতার কথা সুস্পষ্টভাবে এ সূরায় আলোচিত হয়েছে। পূর্ববর্তী সূরার শেষে পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য এভাবে বর্ণিত হয়েছে-

مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

এটা কারো বানানো কথা নয়, বরং এ হলো তার পূর্ববর্তী কথারই অনুকূল, প্রত্যেকটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ এবং হেদায়েত ও রহমত। ঠিক এমনিভাবে এ সূরাও পবিত্র কুরআনের সত্যতার বিবরণ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- الٓمّٓرٰ . تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ এগুলো কিতাবেরই আয়াতসমূহ। হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা কিছু নাজিল হয়েছে তা ধ্রুব সত্য, সন্দেহাতীত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ লোক তা বিশ্বাস করে না, তার প্রতি ঈমান আনে না। এমন উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহকে তারা অস্বীকার করে।

الٓمّٓرٰ এগুলো খণ্ডবর্ণ। এসবের অর্থ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। উম্মতকে এর অর্থ বলা হয়নি। সর্বসাধারণের পক্ষে এর পিছনে পড়াও সমীচীন নয়।

হাদীসও কুরআনের মতো খোদায়ী ওহী :

প্রথম আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরআন পাক আল্লাহর কালাম এবং সত্য কিতাব বলে কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে এবং وَالَّذِىٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ বলেও কুরআনকেই বুঝানো যেতে পারে। কিন্তু عطف এবং واو অক্ষরটি বাহ্যতঃ বুঝায় যে, কিতাব এবং اَلَّذِىٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ স্বতন্ত্র বিষয়। এমতাবস্থায় কিতাবের অর্থ কুরআন এবং اَلَّذِىٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ এর অর্থ ঐ ওহী যা কুরআন ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসেছে। কেননা এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে যে ওহী আসত, তা শুধু কুরআনেই সীমাবদ্ধ নয়। স্বয়ং কুরআনে বলা হয়েছে– وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের খেয়াল খুশি অনুযায়ী কোনো কিছু বলেন না; বরং তার উক্তি একটি ওহী, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে প্রেরিত হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন ছাড়া অন্য যেসব বিধি-বিধান দিয়েছেন, সেগুলোও আল্লাহর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ। পার্থক্য এতটুকু যে, কুরআনের তেলাওয়াত করা হয় এবং সেগুলোর তেলাওয়াত হয় না। এ পার্থক্যের কারণ এই যে, কুরআনের অর্থ ও শব্দ উভয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং কুরআন ছাড়া হাদীসে যেসব বিধি বিধান রয়েছে, সেগুলোর মর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ; কিন্তু শব্দ অবতীর্ণ নয়। এ জন্যই নামাজে এগুলোর তেলাওয়াত হয় না।

সে মতে আয়াতের অর্থ এই যে, এই কুরআন এবং যেসব বিধি-বিধান আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়, সেগুলো সব সত্য এবং সন্দেহের অবকাশমুক্ত কিন্তু অধিকাংশ লোক চিন্তা-ভাবনা না করার কারণে তা বিশ্বাস করে না।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও তাওহীদের প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, তার সৃষ্টি ও কারিগরির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বিশ্বাস করতে হবে যে, এগুলোর এমন একজন স্রষ্টা আছেন, যিনি সর্বশক্তিমান এবং সমগ্র সৃষ্টজগত যাঁর মুঠোর মধ্যে।

বলা হয়েছে- اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا অর্থাৎ, আল্লাহ এমন এক সত্তা, যিনি আকাশসমূহকে সুবিস্তৃত ও বিশাল গম্বুজাকার খুঁটি ব্যতীত উচ্চে উন্নীত রেখেছেন যেমন তোমরা আকাশসমূহকে এ অবস্থায়ই দেখ।

আকাশের দেহ দৃষ্টিগোচর হয় কি?

সাধারণতঃ বলা হয় যে, আমাদের মাথার উপরে যে নীল রং দৃষ্টিগোচর হয়, তা আকাশের রঙ। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন– আলো ও অন্ধকারের সংমিশ্রণে এই রং অনুভূত হয়। নীচে তারকারাজির আলো এবং এর উপরে অন্ধকার। উভয়ের সংমিশ্রণে বাইরে থেকে নীল রং অনুভূত হয়; যেমন গভীর পানিতে আলো বিচ্ছুরিত হলে তা নীল দেখা যায়। কুরআন পাকের কতিপয় আয়াতে আকাশ দৃষ্টিগোচর হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; যেমন এ আয়াতে تَرَوْنَهَا বলা হয়েছে এবং অন্য এক আয়াতে وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ বলা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের বক্তব্য প্রথমতঃ এর পরিপন্থি নয়। কেননা এটা সম্ভব যে, আকাশের রঙও নীলাভ হবে অথবা অন্য কোনো রঙ হবে; কিন্তু মধ্যস্থলে আলো ও অন্ধকারের মিশ্রণের ফলে নীল দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। শূন্যের রঙের মধ্যে যে আকাশের রঙও শামিল রয়েছে, এ কথা অস্বীকার করার কোনো প্রমাণ নেই।

এর পর ইরশাদ হয়েছে, ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ অর্থাৎ, অতঃপর আরশের উপর প্রতিষ্ঠিত ও বিরাজমান হলেন, যা সিংহাসনের অনুরূপ। এ বিরাজমান হওয়ার স্বরূপ কারো বোধগম্য নয়। এতটুকু বিশ্বাস রাখা যথেষ্ট যে, যেরূপ বিরাজমান হওয়া তাঁর পক্ষে উপযুক্ত, সেরূপেই বিরাজমান রয়েছেন।

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা সূর্য ও চন্দ্রকে আজ্ঞাধীন করেছেন। প্রত্যেকটিই একটি নির্দিষ্ট গতিতে চলে।

আজ্ঞাধীন করার অর্থ এই যে, উভয়কে যে যে কাজে নিয়োজিত করেছেন, তারা অহর্নিশ তা করে যাচ্ছে। হাজারো বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে; কিন্তু কোনো সময় তাদের গতি চুল পরিমাণও কম বেশি হয়নি। তারা ক্লান্ত হয় না এবং কোনো সময় নিজের নির্দিষ্ট কাজ ছেড়ে অন্য কাজে লিপ্ত হয় না। নির্দিষ্ট সময়ের দিকে ধাবিত হওয়ার এ অর্থও হতে পারে যে, তারা সমগ্র বিশ্বের জন্য নির্ধারিত সময় অর্থাৎ কিয়ামতের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ গন্তব্যস্থলে পৌছার পর মহাজগতের গোটা ব্যবস্থাপনা তছনছ হয়ে যাবে।

আরেকটি সম্ভাব্য অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক গ্রহের জন্য একটি বিশেষ গতি ও বিশেষ কক্ষপথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তারা সব সময় নিজ নিজ কক্ষপথে নির্ধারিত গতিতে চলমান থাকে। চন্দ্র নিজ কক্ষপথ এক মাসে এবং সূর্য এক বছরে অতিক্রম করে।

এসব গ্রহের এক একটির আয়তন পৃথিবীর চাইতে বহুগুণ বড়। এগুলো বিশেষ কক্ষপথে বিশেষ গতিতে হাজারো বছর যাবৎ একই ভঙ্গিতে চলমান রয়েছে। এদের কলকব্জা কখনো ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, ভাঙে না এবং মেরামতেরও প্রয়োজন দেখা দেয় না। বিজ্ঞানের বর্তমান চূড়ান্ত উন্নতির পরও মানব নির্মিত বস্তুসমূহের মধ্যে এদের পূর্ণ নজির দূরের কথা, হাজার ভাগের এক ভাগ পাওয়াও অসম্ভব। প্রকৃতির এ ব্যবস্থাপনা উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলছে যে, এর পিছনে এমন একজন স্রষ্টা ও পরিচালক রয়েছেন, যিনি মানুষের অনুভূতি ও চেতনার বহু ঊর্ধ্বে।

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক কাজ পরিচালনা করেন। সাধারণতঃ মানুষ নিজের কলাকৌশলের জন্য গর্ববোধ করে; কিন্তু একটু চোখ খুলে দেখলেই বুঝা যাবে যে, তার কলাকৌশল কোনো বস্তু সৃষ্টি করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা সৃজিত বস্তুসমূহের নির্ভুল ব্যবহার বুঝে নেওয়াই তার কলাকৌশলের শেষ গন্তব্য। পার্থিব বস্তুসামগ্রী ব্যবহার করার যে ব্যবস্থা, তাও মানুষের সামর্থ্যের বাইরে। কেননা মানুষ প্রত্যেক কাজে অন্য হাজারো মানুষ, জানোয়ার ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মুখাপেক্ষী, যেগুলোকে সে নিজ কলাকৌশলের মাধ্যমে নিজের কাজে নিয়োজিত করতে পারে না। আল্লাহর শক্তিই প্রত্যেক বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে এমনভাবে জুড়ে দিয়েছে যে, আপনা থেকেই এসে জড়ো হয়। আপনার গৃহ নির্মাণের প্রয়োজন হলে স্থপতি থেকে শুরু করে রঙ পালিশকারী সাধারণ কর্মী পর্যন্ত শত শত মানুষ নিজেদের দৈহিক সামর্থ্য ও কারিগরি বিদ্যা দিয়ে আপনার সেবা করতে প্রস্তুত দেখা যাবে। বহু দোকানে বিক্ষিপ্ত নির্মাণ-সামগ্রী আপনি নিজ প্রয়োজনে প্রস্তুত পাবেন। কিন্তু নিজস্ব অর্থ অথবা কলাকৌশলের জোরে এসব বস্তুর মূল উপাদান সৃষ্টি করতে এবং সব মানুষকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষ ও কারিগরী প্রতিভা সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে আপনি সক্ষম হবেন কি? আপনি কেন, কোনো বৃহত্তর সরকারও আইনের জোরে এ ব্যবস্থা কায়েম করতে পারে না। নিঃসন্দেহে স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদান এবং তা দ্বারা বিশ্বব্যবস্থার নিখুঁত পরিচালনা একমাত্র চিরঞ্জীব ও মহাব্যবস্থাপক আল্লাহরই কাজ। মানুষ একে নিজের কলাকৌশল মনে করলে তা মূর্খতা বৈ আর কিছু হবে না।

يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ অর্থাৎ, তিনি আয়াতসমূহকে তন্ন তন্ন করে বর্ণনা করেন। এর অর্থ কুরআনের আয়াতসমূহ হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা এগুলো নাজিল করেছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাধ্যমে তা বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেছেন।

অথবা আলোচ্য আয়াতের অর্থ আল্লাহ তা'আলা অপার শক্তির নিদর্শনাবলিও হতে পারে। অর্থাৎ, আসমান জমিন ও স্বয়ং মানুষের অস্তিত্ব, এগুলো বিস্তারিতভাবে সর্বদা ও সর্বত্র মানুষের দৃষ্টির সামনে বিদ্যমান রয়েছে।

لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ অর্থাৎ, সমগ্র সৃষ্টজগৎ ও তার বিস্ময়কর পরিচালনা-ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা এজন্য কায়েম করেছেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে পরকাল ও কিয়ামতে বিশ্বাসী হও। কেননা এ বিস্ময়কর ব্যবস্থা ও সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করার পর পরকালে মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করাকে আল্লাহর শক্তি বহির্ভূত মনে করা সম্ভব হবে না। যখন শক্তির অন্তর্ভুক্ত ও সম্ভবপর বুঝা যাবে, তখন দেখতে হবে যে, এ সংবাদ এমন এক ব্যক্তি দিয়েছেন, যিনি জীবনে কোনো দিন মিথ্যা বলেননি। কাজেই তা বাস্তবতাসম্পন্ন ও প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে কোনোরূপ সন্দেহ থাকতে পারে না।

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا তিনিই ভূ-মণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে ভারী পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন।

ভূ-মণ্ডলের বিস্তৃতি তার গোলাকৃতির পরিপন্থি নয়। কেননা গোলাকার বস্তু যদি অনেক বড় হয়, তবে তার প্রত্যেকটি অংশ একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠের মতোই দৃষ্টিগোচর হয়। কুরআন পাক সাধারণ মানুষকে তাদের দৃষ্টিকোণে সম্বোধন করে। বাহ্যদর্শী ব্যক্তি পৃথিবীকে একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠরূপে দেখে। তাই একে বিস্তৃত করা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এরপর পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখা ও অন্যান্য অনেক উপকারিতার জন্য এর উপর সুউচ্চ ও ভারী পাহাড় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এসব পাহাড় একদিকে ভূ-পৃষ্ঠের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং অন্যদিকে সমগ্র সৃষ্টজীবকে পানি পৌঁছাবার ব্যবস্থা করে। পানির বিরাট ভাণ্ডার পাহাড় শৃঙ্গে বরফ আকারে সঞ্চিত রাখা হয়। এর জন্য কোনো চৌবাচ্চা নেই এবং তা তৈরি করারও প্রয়োজন নেই। অতঃপর এ ফল্গুধারা থেকেই কোথাও প্রকাশ্য নদ-নদী ও খাল-বিল নির্গত হয় এবং কোথাও ভূগর্ভেই লুকিয়ে থাকে। অতঃপর কূপের মাধ্যমে এ ফল্গুধারার সন্ধান করে তা থেকে পানি উত্তোলন করা হয়।

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ অর্থাৎ, এ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নানাবিধ ফল-ফসল উৎপন্ন করছেন এবং প্রত্যেক ফলের ফসলের দু' দুপ্রকার সৃষ্টি করেছেন– লাল, সাদা, টক-মিষ্টি। زَوْجَيْنِ এর অর্থ দুই না হয়ে একাধিক হতে পারে, যেগুলোর সংখ্যা কমপক্ষে দু'হবে। তাই এ বিষয়টি زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। زَوْجَيْنِ এর অর্থ নর ও মাদী হওয়াও অসম্ভব নয়। যেমন অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, অনেক বৃক্ষ নর ও মাদী হয়। উদাহরণতঃ খেজুর, পেঁপে ইত্যাদি। অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যেও এরূপ সম্ভাবনা আছে; যদিও গবেষণা এখনো এতটা অগ্রসর হয়নি।

يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলাই রাত্রি দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। অর্থাৎ, দিনের আলোর পর রাত্রি নিয়ে আসেন; যেমন কোনো উজ্জ্বল বস্তুকে পর্দা দ্বারা আবৃত করে দেওয়া হয়।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ নিঃসন্দেহে সমগ্র সৃষ্টি ও তার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির বহু নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে।

وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ অর্থাৎ, অনেক ভূমিখণ্ড পরস্পর সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যে বিভিন্নরূপ। কোনোটি উর্বর ও কোনোটি অনুর্বর, কোনোটি নরম ও কোনোটি শক্ত এবং কোনোটি শস্যের উপযোগী এবং কোনোটি বাগানের উপযোগী। এসব ভূ-খণ্ডে রয়েছে আঙ্গুরের বাগান, শস্যক্ষেত্র এবং খেজুরবৃক্ষ। তন্মধ্যে কোনো বৃক্ষ এমন যে এক কাণ্ড উপরে পৌঁছে দু'কাণ্ড হয়ে যায়। যেমন সাধারণ বৃক্ষ এবং কোনোটিতে এক কাণ্ডই থাকে যেমন খেজুরবৃক্ষ ইত্যাদি।

এসব ফল একই জমিতে উৎপন্ন হয়, একই পানি দ্বারা সিক্ত হয় এবং চন্দ্র সূর্যের কিরণ ও বাতাস সবই এক রকম পায়; কিন্তু এ সত্ত্বেও এসবের রঙ ও স্বাদ বিভিন্ন এবং আকারে ছোট ও বড়। সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও নানা ধরনের বিভিন্নতা এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, একই উৎস থেকে উৎপন্ন বিচিত্রধর্মী এসব ফল ফসলের সৃষ্টি কোনো একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সত্তার আদেশের অধীনে চালু রয়েছে– শুধু বস্তুর রূপান্তরে নয়। যেমন এক শ্রেণির অজ্ঞ লোক তাই মনে করে। কেননা নিছক বস্তুর রূপান্তর হলে সব বস্তু অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এ বিভিন্নতা কিরূপে হতো। একই জমি থেকে এক ফল এক ঋতুতে উৎপন্ন হয় এবং অন্য ফল অন্য ঋতুতে। একই বৃক্ষে একই ডালে বিভিন্ন প্রকার ছোট বড় এবং বিভিন্ন স্বাদের ফল ধরে।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ নিঃসন্দেহে এতে আল্লাহর শক্তি, মাহাত্ম্য ও একত্বের বহু নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্য। এতে ইঙ্গিত আছে যে, যারা এসব বিষয়ে চিন্তা করে না, তারা বুদ্ধিমান নয়– যদিও দুনিয়াতে তারা বুদ্ধিমান ও সমঝদার বলে কথিত হয়।

কাফেরদের সন্দেহ ছিল তিনটি। (এক) তারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবন এবং হাশরের হিসাব-কিতাবকে অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ মনে করত। এ কারণেই তারা পরকালের সংবাদদাতা পয়গম্বরগণকে এবং তাঁদের নবুয়তকে অস্বীকার করত। কুরআন পাকের এক আয়াতে তাদের এ সন্দেহ বর্ণনা করে বলা হয়েছে– هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ তারা এসব কথা দ্বারা পয়গম্বরগণের প্রতি উপহাস করার জন্য বলত এসো, আমরা তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির কথা বলি, সে বলে যে, তোমরা যখন মৃত্যুর পর খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে এবং ধূলিকণা হয়ে ছড়িয়ে পড়বে, তখন তোমাদেরকে আবার নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে।

মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রমাণ : আলোচ্য ৫নং আয়াতে তাদের এ সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছে– وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনি আশ্চর্যান্বিত হবেন যে, কাফেররা আপনার সুস্পষ্ট মু'জিযা এবং নবুয়তের প্রকাশ্য নিদর্শনাবলি দেখা সত্ত্বেও আপনার নবুয়ত স্বীকার করে না। পক্ষান্তরে তারা নিষ্প্রাণ ও চেতনাহীন পাথরকে উপাস্য মানে, যে পাথর নিজের উপকার ও ক্ষতি করতেও সক্ষম নয়, অপরের উপকার ও ক্ষতি কিরূপে করবে?

কিন্তু এর চাইতে অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তাদের এ উক্তি যে, আমরা মৃত্যুর পর যখন মাটি হয়ে যাব, তখন দ্বিতীয় বার আমাদেরকে কিরূপে সৃষ্টি করা হবে; এটা কি সম্ভবপর? কুরআন পাক এ আশ্চর্যের কারণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেনি। কেননা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহর অপার শক্তির বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করে প্রমাণিত করা হয়েছে যে, তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, অতঃপর প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্বের মধ্যে এমন রহস্য নিহিত রেখেছেন, যা অনুভব করাও মানুষের সাধ্যাতীত। বলাবাহুল্য, যে সত্তা প্রথমবার কোনো বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনতে পারেন, তাঁর পক্ষে পুনর্বার অস্তিত্বে আনা কিরূপে কঠিন হতে পারে? কোনো নতুন বস্তু তৈরি করা মানুষের পক্ষেও প্রথমবার কঠিন মনে হয়; কিন্তু পুনর্বার তৈরি করতে চাইলে সহজ হয়ে যায়।

আশ্চর্যের বিষয়, কাফেররা একথা বিশ্বাস করে যে, প্রথমবার সমগ্র বিশ্বকে অসংখ্য হেকমতসহ আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। এরপর পুনর্বার সৃষ্টি করাকে তারা কিরূপে অসম্ভব ও যুক্তি বিরুদ্ধ মনে করে?

সম্ভবতঃ অবিশ্বাসীদের কাছে বড় প্রশ্ন যে, মরে মাটি হয়ে যাওয়ার পর মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধূলিকণার আকারে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। বায়ু এসব ধূলিকণাকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দেয়। অতঃপর কিয়ামতের দিন এসব ধূলিকণাকে কিরূপে একত্রিত করা হবে এবং একত্রিত করে কিরূপে জীবিত করা হবে?

কিন্তু তারা দেখে না যে, তাদের বর্তমান অস্তিত্বের মধ্যেও সারা বিশ্বের কণা একত্রিত রয়েছে। বিশ্বের প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বস্তুসমূহ, পানি, বায়ু ও এদের আনীত কণা মানুষের খাদ্যের মধ্যে শামিল হয়ে তার দেহের অংশে পরিণত হয়। এ বেচারী অনেক সময় জানেও না যে, যে লোকমাটি সে মুখে পুরছে, তাতে কতগুলো কণা আফ্রিকার, কতগুলো আমেরিকার এবং কতগুলো প্রাচ্য দেশসমূহের রয়েছে? যে সত্তা অপার শক্তি ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে সারা বিশ্বের বিক্ষিপ্ত কণাসমূহকে একত্রিত করে, এমন মানুষ ও জন্তুর অস্তিত্ব খাড়া করেছেন, আগামীকাল এসব কণা একত্রিত করা তাঁর পক্ষে কেন মুশকিল হবে? অথচ বিশ্বের সমস্ত শক্তি পানি, বায়ু ইত্যাদি তাঁরই আজ্ঞাবহ। তাঁর ইঙ্গিতে বায়ু, পানি এবং শূন্য তার ভিতরকার সব কণা যদি একত্রিত করে দেয়, তবে তা অবিশ্বাস্য হবে কেন?

সত্যি বলতে কি, কাফেররা আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও মহিমাকে চিনতেই পারেনি। তারা নিজেদের শক্তির নিরিখে আল্লাহর শক্তিকে বুঝে। অথচ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব বস্তু আপন আপন মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক সচেতন এবং আল্লাহ তা'আলার আজ্ঞাধীন।

মোটকথা, সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি দেখা সত্ত্বেও কাফেরদের পক্ষে নবুওয়ত অস্বীকার করা যেমন আশ্চর্যের বিষয়, তার চাইতেও অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে কিয়ামতের পুনর্জীবন ও হাশরের দিন কে অস্বীকার করা।

এরপর অবিশ্বাসীদের শাস্তি উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এরা শুধু আপনাকেই অস্বীকার করে না; বরং প্রকৃতপক্ষে পালনকর্তাকেও অস্বীকার করে। তাদের শাস্তি এই যে, তাদের গর্দানে লৌহশৃঙ্খল পরানো হবে এবং তারা চিরকাল দোজখে বাস করবে।

শব্দবিশ্লেষণ :

تَرَوْنَهَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف ; বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر ـ أ ـ ى) জিনস مركب (مهموز عين ও ناقص يائى) অর্থ- দেখা।

اِسْتَوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِوَاءُ মূলবর্ণ (س ـ و ـ ى) জিনস مركب (اجوف واوى ও ناقص يائى) অর্থ- সমান হওয়া, স্থির হওয়া।

رَوَاسِيَ : অর্থ- বোঝা, পাহাড়। رَاسِيَةٌ-এর বহুবচন

اَنْهَارٌ : অর্থ- নদীসমূহ। نَهْرٌ-এর বহুবচন।

يُغْشِيْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغْشَاءُ মূলবর্ণ (غ ـ ش ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- ঢেকে দেওয়া, আবৃত করা, আচ্ছাদিত করা।

يُسْقٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব ضَرَبَ মাসদার اَلسَّقْىُ মূলবর্ণ (س ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- পান করা, খেচঁ করা। সেঁচ করা হবে।

বাংলা অনুবাদ	আরবি
৬. আর এরা সুখ-শান্তির পূর্বে অশান্তির জন্য আপনাকে পীড়াপীড়ি করে, অথচ তাদের পূর্বে আজাবের বহু দৃষ্টান্ত অতীত হয়েছে; আর একথাও স্থির নিশ্চিত যে, আপনার প্রতিপালক মানুষের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেন, তাদের অন্যায়াচার সত্ত্বেও এবং একথাও স্থির নিশ্চিত যে, আপনার রব কঠিন শাস্তি প্রদান করেন।	وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ۭ وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ۚ وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ (٦)
৭. এবং এ কাফেররা এটা [-ও] বলে যে, তাঁর প্রতি তাঁর রবের পক্ষ হতে বিশেষ মু'জিযা নাজিল করা হলো না কেন? আপনি কেবল ভয় প্রদর্শক, আর প্রত্যেক কওমের জন্য একজন পথপ্রদর্শক হয়ে থাকেন।	وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۭ اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (٧)
৮. আল্লাহ তা'আলা সমস্তই জানেন, যা কিছু প্রত্যেক স্ত্রীলোক গর্ভে ধারণ করে থাকে এবং যা কিছু জরায়ুতে কম ও বেশি হয়ে থাকে, আর সমস্ত বস্তু আল্লাহর নিকট রয়েছে এক নির্দিষ্ট পরিমাণে।	اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۭ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ (٨)
৯. তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সকল বস্তু সম্বন্ধে অবগত আছেন, সুমহান সমুন্নত।	عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ (٩)

শাব্দিক অনুবাদ :

০৬. وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ আর এরা আপনাকে পীড়াপীড়ি করে بِالسَّيِّئَةِ অশান্তির জন্য قَبْلَ الْحَسَنَةِ সুখ শান্তির পূর্বে وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ অথচ তাদের পূর্বে আজাবের বহু দৃষ্টান্ত অতীত হয়েছে وَاِنَّ رَبَّكَ আর একথাও স্থির নিশ্চিত যে, আপনার প্রতিপালক لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ মানুষের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেন عَلٰى ظُلْمِهِمْ তাদের অন্যায়াচার সত্ত্বেও وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ এবং একথাও স্থির নিশ্চিত যে, আপনার রব কঠিন শাস্তি প্রদান করেন।

০৭. وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এবং এ কাফেররা এটাও বলে যে, لَوْ لَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ তাঁর প্রতি তাঁর রবের পক্ষ থেকে বিশেষ মু'জিযা নাজিল করা হলো না কেন? اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ আপনি কেবল ভয় প্রদর্শক وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ আর প্রত্যেক কওমের জন্য এক একজন পথ প্রদর্শন হয়ে থাকে।

০৮. اَللّٰهُ يَعْلَمُ আল্লাহ তা'আলা সমস্তই জানেন مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى যা কিছু স্ত্রীলোক গর্ভে ধারণ করে থাকে وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ এবং যা কিছু জরায়ুতে কম ও বেশি হয়ে থাকে وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ আর সমস্ত বস্তু আল্লাহর নিকট রয়েছে এক নির্দিষ্ট পরিমাণে।

০৯. عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সকল বস্তু সম্বন্ধে অবগত আছেন الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ সুমহান, সমুন্নত।

১০. এ সবই সমান– তোমাদের মধ্যকার যে কেউ কোনো কথা চুপে চুপে বলে এবং যে উচ্চৈঃস্বরে বলে, আর যে ব্যক্তি রাত্রিকালে কোথাও আত্মগোপন করে এবং যে দিনের বেলায় চলাফেরা করে।	سَوَآءٌ مِّنۡكُمۡ مَّنۡ اَسَرَّ الۡقَوۡلَ وَمَنۡ جَهَرَ بِهٖ وَمَنۡ هُوَ مُسۡتَخۡفٍۢ بِالَّيۡلِ وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ (١٠)
১১. প্রত্যেক মানুষের জন্য কতিপয় ফেরেশতা রয়েছে, যাদের বদলি হতে থাকে, কতিপয় তার সম্মুখে এবং কতিপয় তার পিছনে, যারা আল্লাহর আদেশে তার হেফাজত করে; নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন না করে, আর যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো জাতির উপর বিপদ নিপতিত করার সিদ্ধান্ত করেন, তখন তা সরানোর কোনো উপায় নেই এবং আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ তাদের জন্য সহায় হয় না।	لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنۡۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهٖ يَحۡفَظُوۡنَهٗ مِنۡ اَمۡرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوۡا مَا بِاَنۡفُسِهِمۡ ؕ وَاِذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوۡمٍ سُوۡٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهٖ مِنۡ وَّالٍ (١١)
১২. তিনি এমন যে, তোমাদেরকে বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন, যাতে আশঙ্কাও হয় এবং আশাও হয় এবং তিনি মেঘমালাকে উচ্চে উঠান– যা পানিতে পরিপূর্ণ থাকে।	هُوَ الَّذِىۡ يُرِيۡكُمُ الۡبَرۡقَ خَوۡفًا وَّطَمَعًا وَّيُنۡشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (١٢)

শাব্দিক অনুবাদ :

১০. سَوَآءٌ مِّنۡكُمۡ এসবই সমান مَّنۡ اَسَرَّ الۡقَوۡلَ তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোনো কথা চুপে চুপে বলে وَمَنۡ جَهَرَ بِهٖ এবং যে উচ্চৈঃস্বরে বলে وَمَنۡ هُوَ مُسۡتَخۡفٍۢ بِالَّيۡلِ আর যে ব্যক্তি রাত্রিকালে কোথাও আত্মগোপন করে وَسَارِبٌۢ بِالنَّهَارِ এবং যে দিনের বেলায় চলাফেরা করে।

১১. لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ প্রত্যেক মানুষের জন্য কতিপয় ফেরেশতা রয়েছে مِّنۡۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهٖ কতিপয় তার সম্মুখে এবং কতিপয় তার পিছনে يَحۡفَظُوۡنَهٗ مِنۡ اَمۡرِ اللّٰهِ যারা আল্লাহর আদেশে তার হেফাজত করে اِنَّ اللّٰهَ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেননা حَتّٰى يُغَيِّرُوۡا مَا بِاَنۡفُسِهِمۡ যে পর্যন্ত তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করে। وَاِذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوۡمٍ سُوۡٓءًا আর যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো জাতির উপর বিপদ নিপতিত করার সিদ্ধান্ত করেন فَلَا مَرَدَّ لَهٗ তখন তা সরানোর কোনো উপায় নেই وَمَا لَهُمۡ مِّنۡ دُوۡنِهٖ مِنۡ وَّالٍ এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কেউ তাদের জন্য সহায় হয় না।

১২. هُوَ الَّذِىۡ يُرِيۡكُمُ الۡبَرۡقَ তিনি এমন যে, তোমাদেরকে বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন خَوۡفًا وَّطَمَعًا যাতে আশঙ্কাও হয় এবং আশাও হয় وَّيُنۡشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ এবং তিনি মেঘমালাকে উচ্চে উঠান যা পানিতে পরিপূর্ণ থাকে।

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ (١٣)	১৩. এবং রা'দ [ফেরেশতা] তাঁর প্রশংসার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং [অন্যান্য] ফেরেশতাগণও তাঁর ভয়ে, আর তিনি প্রেরণ করেন বিদ্যুৎসমূহ, অতঃপর নিক্ষেপ করেন যার উপর ইচ্ছা, আর তারা আল্লাহর সম্বন্ধে বিতর্ক করে, অথচ তিনি হচ্ছেন অত্যন্ত ক্ষমতাবান।
لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۚ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَىْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ۚ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ (١٤)	১৪. সত্য ডাক তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে এবং এরা আল্লাহ ব্যতীত অপর যাদেরকে আহ্বান করে, তারা তাদের আবেদন এর চেয়ে অধিক গ্রহণ করতে পারে না- সে (পিপাসাতুর) ব্যক্তির আবেদনের ন্যায়- যে ব্যক্তি স্বীয় হস্তদ্বয় প্রসারিত করে দেয় পানির দিকে, যেন তা তার মুখে এসে পৌছে, অথচ তা (নিজে নিজে) তার মুখে এসে পৌছবে না; আর (দেবতাদের নিকট) কাফেরদের আবেদন তো নিষ্ফল।
وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ (١٥)	১৫. আর সকলেই আল্লাহরই সম্মুখে মস্তক অবনত করে আছে যারা আসমানসমূহে এবং জমিনে আছে, (কতক) স্বেচ্ছায় এবং (কতক) অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াও (মস্তকাবনত করে) প্রাতে এবং সন্ধ্যায়।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৩. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ এবং রা'দ (ফেরেশতা) তাঁর প্রশংসার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করে وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ এবং অন্যান্য ফেরেশতাগণ ও তাঁর ভয়ে وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ আর তিনি প্রেরণ করেন বিদ্যুৎসমূহ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ অতঃপর নিক্ষেপ করেন যার উপর ইচ্ছা وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ আর তারা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ অথচ তিনি হচ্ছেন অত্যন্ত ক্ষমতাবান।

১৪. لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ সত্য ডাক তারই জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ এবং এরা আল্লাহ ব্যতীত অপর যাদেরকে আহ্বান করে لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَىْءٍ তারা তাদের আবেদন এবং চেয়ে অধিক গ্রহণ করতে পারে না اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ সে (পিপাসাতুর) ব্যক্তির আবেদনের ন্যায় যে ব্যক্তি স্বীয় হস্তদ্বয় প্রসারিত করে দেয় পানির দিকে لِيَبْلُغَ فَاهُ যেন তা তার মুখে এসে পৌছে وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ অথচ তা (নিজে নিজে) তার মুখে এসে পৌছবে না وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ আর (দেবতাদের নিকট) কাফেরদের আবেদন তো নিষ্ফল।

১৫. لِلّٰهِ يَسْجُدُ আর সকলেই আল্লাহর সম্মুখে মস্তক অবনত করে আছে مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ যারা আসমান সমূহে এবং জমিনে আছে طَوْعًا وَّكَرْهًا (কতক) স্বেচ্ছায় (কতক) অনিচ্ছায় وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ এবং তাদের ছায়াও (মস্তকাবনত করে) প্রাতে এবং সন্ধ্যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ.

শানে নুযুল : আলোচ্য আয়াত পাপিষ্ট নযর বিন হারেছ ও মক্কার অন্যান্য মুশরিক কাফেরদের সম্পর্কে নাজিল করা হয়েছে। যারা বিদ্রূপাত্মকভাবে বলত যে, হে আল্লাহ! মুহাম্মদের আবিষ্কৃত ধর্ম যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তোমার পক্ষ থেকে আমাদের উপর আকাশ হতে পাথর বর্ষণ কর। অথবা আমাদের উপর অন্য কোনো কষ্ট দায়ক শাস্তি প্রদান কর। তাদের নিজেদের জন্য অবধারিত ধ্বংস, তারা দ্রুত আসার দাবি করার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -(জালালাইন টীকা)

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ.

শানে নুযুল : তিরমিযি শরীফের বর্ণনানুযায়ী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, ইহুদিদের একটি প্রতিনিধি দল রাসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, হে আবুল কাসেম! রাআদ সম্পর্কে তথ্য দাও তা' কি বস্তু? রাসূল ﷺ বললেন যে, তাহলো বৃষ্টির দায়িত্বে নিয়োজিত একজন ফেরেশতা। তার নিকট অগ্নীবর্ষা রয়েছে। তা দ্বারা তিনি মেঘ-মালা চালনা করেন, যে সকল স্থানে আল্লাহর নির্দেশ থাকে। তখন তারা বলল, যে আওয়াজটি হয় তা কি? তিনি বললেন, তা মেঘমালা পরিচালনার শব্দ। তাতে আল্লাহর তাসবীহাত আদায় করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল করা হয়েছে। (জালালাইন টীকা ২০১) ইবনে জুরাইজ বলেন, আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে, আব্বাস বিন রবিআ ও আমের বিন তুফাইলের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। -(বাহরে মুহীত্ব) আবার কারো মতে লবীদ বিন রবিআ ও আমের বিন তুফাইল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। লবীদ বিন রবিআ রাসূল ﷺ কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এসে বলল, হে মুহাম্মদ! তোমার রব সম্পর্কে কিছু তথ্য আমাকে দাও, তা কি স্বর্ণের নির্মিত? না রৌপ্য দ্বারা নির্মিত? না কাশা বা লোহা দ্বারা নির্মিত? তৎক্ষণাৎ আসমান থেকে বিজলী এসে হতভাগা লবীদের উপর পতিত হয়, ফলে সে সেখানেই জ্বলে ভস্ম হয়ে যায় এবং আমের বিন তুফাইল মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ.

শানে নুযুল : রাসূল ﷺ আরবের কোনো একজন প্রভাবশালী নেতার কাছে কোনো সাহাবীকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। তখন সে বলল, আল্লাহর রাসূল কে? আল্লাহ কে? তা কি স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা নির্মিত না কি লোহা দ্বারা নির্মিত? তখন তার প্রতি বজ্রাঘাত হানে এতে তার মস্তক উড়িয়ে নেয়। সে নরাধম সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। (বাহরে মুহীত্ব ৫/৩৬৭/ জালালাইন ২০১)

أَفَمَنْ يَّعْلَمُ أَنَّمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمٰى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ.

শানে নুযুল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আলোচ্য আয়াত হযরত হামযা ও আবূ জাহল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। কারো মতে হযরত ওমর বিন খাত্তাব ও আবূ জাহেল সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। আবার কারো মতে হযরত আম্মার বিন ইয়াসার ও আবূ জাহেল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

কাফেরদের দ্বিতীয় সন্দেহ ছিল এই :

যদি বাস্তবিকই আপনি আল্লাহর রাসূল হয়ে থাকেন, তবে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের কারণে আপনি যেসব শাস্তির কথা শুনান, সেগুলো আসে না কেন? ৬নং আয়াতে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

"তারা বিপদমুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই আপনার কাছে বিপদ নাজিল হওয়ার তাগাদা করে (যে, আপনি নবী হয়ে থাকলে তাৎক্ষণিক আজাব এনে দিন। এতে বুঝা যায় যে, তারা আজাব আসাকে খুবই অবাস্তব অথবা অসম্ভব মনে করে।) অথচ তাদের পূর্বে অন্য কাফেরদের উপর অনেক আজাব এসেছে। সবাই তা প্রত্যক্ষ করেছে। এমতাবস্থায় ওদের উপর আজাব আসা অবস্থা হলো কিরূপে? এখানে مَثُلَاتٌ শব্দটি مَثُلَةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ অপমানকর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।

এরপর বলা হয়েছে- নিশ্চিতই আপনার পালনকর্তা মানুষের গোনাহ, ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। যারা এ ক্ষমা ও দয়া দ্বারা উপকৃত হয় না এবং অবাধ্যতায় ডুবে থাকে, তাদের জন্য তিনি কঠোর শাস্তিদাতাও বটে। কাজেই কোনোরূপ ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত থাকা উচিত নয় যে, আল্লাহ তা'আলা যখন ক্ষমাশীল, দয়ালু, তখন আমাদের উপর কোনো আজাব আসতেই পারে না।

কাফেরদের তৃতীয় সন্দেহ ছিল এই যে, আমরা রাসূল ﷺ এর অনকে মু'জিযা দেখেছি; কিন্তু বিশেষ ধরনের যেসব মু'জিযা আমরা দেখতে চাই, সেগুলো তিনি প্রকাশ করেন না কেন? এর উত্তর তৃতীয় আয়াতে দেওয়া হয়েছে-

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

"কাফেররা আপনার নবুয়তের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে বলে যে, আমরা যে বিশেষ মু'জিযা দেখতে চাই; তা তাঁর উপর নাজিল করা হলো না কেন? এর উত্তর এই যে, মু'জিযা জাহির করা পয়গম্বরের ইচ্ছাধীন নয়; বরং এটা সরাসরি আল্লাহর কাজ। তিনি যখন যে ধরনের মু'জিযা প্রকাশ করতে চান, তাই করেন। তিনি কারো দাবি ও আশা পূরণ করতে বাধ্য নন। এ জন্যই বলা হয়েছে- اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرٌ অর্থাৎ, আপনার কাজ শুধু কাফেরদেরকে আল্লাহর আজাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা- মু'জিযা জাহির করা নয়।

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ অর্থাৎ, পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথপ্রদর্শক ছিল। আপনি একক নবী নন। জাতিকে পথপ্রদর্শন করা সব পয়গম্বরেরই দায়িত্ব ছিল। মু'জিযা প্রকাশ করার ক্ষমতা কাউকে দেওয়া হয়নি। আল্লাহ তা'আলা যখন যে ধরনের মু'জিযা প্রকাশ করতে চান, তাই করেন।

প্রত্যেক দেশে ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে পয়গম্বর আসা কি জরুরি?

আয়াতে বলা হয়েছে- প্রত্যেক কওমের জন্য একজন পথপ্রদর্শক ছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো সম্প্রদায় ও ভূখণ্ড পথপ্রদর্শক থেকে খালি থাকতে পারে না; যে কোনো পয়গম্বর হোক কিংবা পয়গম্বরের প্রতিনিধিরূপে তাঁর দাওয়াতের প্রচারক হোক। উদাহরণতঃ সূরা ইয়াসীনে পয়গম্বরের পক্ষ থেকে প্রথমে দু'ব্যক্তিকে কোনো সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণের কথা উল্লিখিত রয়েছে। তাঁরা স্বয়ং নবী ছিলেন না। এরপর তাঁদের সাহায্য ও সমর্থনের জন্য তৃতীয় ব্যক্তিকে পাঠানোর কথা বর্ণিত রয়েছে।

তাই এ আয়াত থেকে একথা আবশ্যকভাবে প্রমাণিত হয় না যে, আমাদের উপমহাদেশেও কোনো নবী-রাসূল জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে রাসূলের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য যুগে যুগেই এ দেশে প্রচুর সংখ্যক সাধক প্রচারকের আগমন প্রমাণিত রয়েছে এছাড়া এ জাতীয় অসংখ্য পথপ্রদর্শক যে এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাও সবার জানা।

এ পর্যন্ত তিন আয়াতে নবুওয়ত অস্বীকারকারীদের সন্দেহের জওয়াব বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ আয়াতে আবার তাওহীদের আসল বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। চতুর্থ আয়াতে আবার তাওহীদের আসল বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। সূরার শুরু থেকেই এ সম্পর্কে আলোচনা হয়ে এসেছে। বলা হয়েছে-

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى .... عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ অর্থাৎ, প্রত্যেক নারী যে গর্ভধারণ করে, তা ছেলে কি মেয়ে, সুশ্রী কি কুশ্রী, সৎ কি অসৎ তা সবই আল্লাহ জানেন এবং নারীদের গর্ভাশয়ে যে হ্রাসবৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ কোনো সময় এক বা একাধিক সন্তান জন্মগ্রহণ করে, কোনো সময় দ্রুত, কোনো সময় দেরিতে- তাও আল্লাহ তা'আলা জানেন।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি 'আলেমুল গায়ব'। সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু পরমাণু ও সেসবের পরিবর্তনশীল অবস্থা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল। এর সাথেই মানব সৃষ্টির প্রতিটি স্তর, প্রতিটি পরিবর্তন ও প্রতিটি চিহ্ন সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গর্ভস্থ সন্তান ছেলে না মেয়ে না উভয়ই: না কিছুই না– শুধু পানি আর বায়ু রয়েছে– এসব বিষয়ের নিশ্চিত ও নির্ভুল জ্ঞান একমাত্র তিনিই রাখেন। লক্ষণাদিদৃষ্টে কোনো হাকীম অথবা ডাক্তার এ ব্যাপারে যে মত ব্যক্ত করে, তার মর্যাদা, ধারণা ও অনুমানের চাইতে বেশি নয়। অনেক সময় বাস্তব ঘটনা এর বিপরীত প্রকাশ পায়। আধুনিক এক্সরে মেশিনও এ সত্য উদঘাটন করতে অক্ষম। এর সত্যিকার ও নিশ্চিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই রাখেন। এ বিষয়টিই অন্য এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

وَيَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলাই জ্ঞানেন যা কিছু গর্ভাশয়ে রয়েছে।

আরবি ভাষায় تَغِيْضُ শব্দটি হ্রাস পাওয়া ও শুষ্ক হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতে এর বিপরীতে تَزْدَادُ শব্দ এসে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যে, এখানে অর্থ হ্রাস পাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, জননীর গর্ভাশয়ে যা কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, তার বিশুদ্ধ জ্ঞান আল্লাহ তা'আলাই রাখেন। এ হ্রাস-বৃদ্ধির অর্থ গর্ভজাত সন্তানের সংখ্যায় হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে, অর্থাৎ গর্ভে এক সন্তান আছে কিংবা বেশি এবং জন্মের সময়ও হ্রাস-বৃদ্ধিও হতে পারে, অর্থাৎ গর্ভস্থ সন্তান কত মাস, কত দিন ও কত ঘন্টায় জন্মগ্রহণ করে। একজন বাহ্যিক মানুষের অস্তিত্ব লাভ করবে, তার নিশ্চিত জ্ঞানও আল্লাহ ছাড়া কেউ রাখতে পারে না।

তাফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন– গর্ভাবস্থায় নারীদের যে রক্তপাত হয়, তা গর্ভস্থ সন্তানের দৈহিক আয়তন ও স্বাস্থ্য হ্রাসের কারণে হয়। تَغِيْضُ الْأَرْحَامُ। বলে এই হ্রাস বুঝানো হয়েছে। বাস্তব সত্য এই যে, হ্রাসের যত প্রকার রয়েছে, আয়াতের ভাষা সবগুলোতেই পরিব্যাপ্ত। কাজেই কোনো বিরোধ নেই।

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রত্যেক বস্তুর একটি বিশেষ অনুমান ও মাপ রয়েছে। এর কমও হতে পারে না এবং বেশিও হতে পারে না। সন্তানের সব অবস্থাও এর অন্তর্ভুক্ত। তার প্রত্যেকটি বিষয় আল্লাহ তা'আলার কাছে নির্ধারিত আছে। কতদিন গর্ভে থাকবে, কতকাল দুনিয়াতে জীবিত থাকবে এবং কি পরিমাণ রিজিক পাবে, এসব বিষয়ে আল্লাহর অনুপম জ্ঞান তাঁর তাওহীদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ এখানে غَيْب শব্দ দ্বারা ঐসব বস্তু বুঝানো হয়েছে যা মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কাছে অনুপস্থিত, অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না, নাকে ঘ্রাণ নেওয়া যায় না, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ বুঝা যায় না এবং হাতে স্পর্শ করা যায় না।

এর বিপরীত شَهَادَةٌ হচ্ছে ঐসব বস্তু, যেগুলো উল্লিখিত পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা যায়। আয়াতের অর্থ এই যে,এটা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ যে, তিনি প্রত্যেক অনুপস্থিতকে এমনিভাবে জানেন, যেমন উপস্থিত ও বিদ্যমানকে জেনে থাকেন।

اَلْكَبِيْرُ শব্দের অর্থ বড় এবং مُتَعَالٌ-এর অর্থ উচ্চ। উভয় শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তিনি সৃষ্ট বস্তুসমূহের গুণাবলির ঊর্ধ্বে এবং সবার চেয়ে বড়। কাফের ও মুশরিকরা সংক্ষেপে আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব ও উচ্চমর্যাদা স্বীকার করত, কিন্তু উপলব্ধি দোষে তারা আল্লাহকে সাধারণ মানুষের সমতুল্য জ্ঞান করে তাঁর জন্য এমন গুণাবলি সাব্যস্ত করত, যেগুলো তাঁর মর্যাদার পক্ষে খুবই অসম্ভব। উদাহরণতঃ ইহুদি ও খ্রিস্টানরা আল্লাহর জন্য পুত্র সাব্যস্ত করেছে। কেউ কেউ তাঁর জন্য মানুষের ন্যায় দেহ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করেছে এবং কেউ কেউ বিশেষ দিক নির্ধারণ করেছে। অথচ তিনি এসব অবস্থা ও গুণ থেকে উচ্চে, ঊর্ধ্বে ও পবিত্র। কুরআন পাক তাদের বর্ণিত গুণাবলি থেকে পবিত্রতা প্রকাশের জন্য বার বার বলেছে– سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ঐসব গুণ থেকে পবিত্র, যেগুলো তারা বর্ণনা করে।

প্রথম اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى বাক্যে আল্লাহ তা'আলার এবং তৎপূর্ববর্তী عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হয়েছিল। দ্বিতীয় اَلْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ বাক্যে শক্তি ও মাহাত্ম্যের পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর শক্তি ও সামর্থ্য মানুষের কল্পনার উর্ধ্বে। এর পরবর্তী আয়াতেও এ জ্ঞান ও শক্তির পরাকাষ্ঠা একটি বিশেষ আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয়েছে–

سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ : اَسَرَّ শব্দটি اِسْرَارٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আস্তে কথা বলা এবং جَهْر শব্দের অর্থ, জোরে কথা বলা। অপরকে শোনানো জন্য যে কথা বলা হয়, তাকে جَهْر বলে এবং যে কথা স্বয়ং নিজেকে শোনানোর জন্য বলা হয়, তাকে سِرّ বলে। مُسْتَخْفٍ শব্দের অর্থ যে গা ঢাকা দেয় এবং سَارِبٌ-এর অর্থ যে স্বাধীন নিশ্চিন্তভাবে পথে চলে।

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান সর্বব্যাপী। কাজেই যে ব্যক্তি আস্তে কথা বলে এবং যে ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে, তারা উভয় আল্লাহর কাছে সমান। তিনি উভয়ের কথা সমভাবে শোনেন এবং জানেন। এমনিভাবে যে ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দেয় এবং যে ব্যক্তি দিবালোকে প্রকাশ্য রাস্তায় চলে, তারা উভয়ই আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও শক্তির দিক দিয়ে সমান। উভয়ের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা তিনি সমভাবে জানেন এবং উভয়ের উপর তাঁর শক্তি সমভাবে পরিব্যাপ্ত। কেউ তাঁর ক্ষমতার আওতাবাহির্ভূত নয়।

এ বিষয়টি কেই আরো স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ: مُعَقِّبٰتٌ শব্দটি مُعَقِّبَةٌ এর বহুবচন। যে দল অপর দলের পিছনে কাছাকাছি হয়ে আসে, তাকে مُعَقِّبَةٌ অথবা مُتَعَقِّبَةٌ বলা হয়। مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ-এর শাব্দিক অর্থ, উভয় হাতের মাঝখানে। উদ্দেশ্য মানুষের সম্মুখ দিক। مِنْ خَلْفِهٖ-এর অর্থ– পশ্চাৎ দিক। مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ এখানে مِنْ কারণবোধক অর্থ দেয়; অর্থাৎ بِاَمْرِ اللّٰهِ কোনো কোনো কেরাআতে এ শব্দটি بِاَمْرِ اللّٰهِ ও বর্ণিত আছে। –(রূহুল মা'আনী)

আয়াতের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি কথা গোপন করতে কিংবা প্রকাশ করতে চায় এবং যে ব্যক্তি চলাফেরাকে রাতের অন্ধকারে ঢেকে রাখতে চায় অথবা প্রকাশ্য সড়কে ঘোরাফেরা করে– এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের দল নিযুক্ত রয়েছে। তার সম্মুখে ও পশ্চাদ্দিক থেকে তাকে ঘিরে রাখে। তাদের কাজ ও দায়িত্ব পরিবর্তিত হতে থাকে এবং তারা একের পর এক আগমন করে। আল্লাহর নির্দেশে মানুষের হেফাজত করা তাদের দায়িত্ব।

সহীহ বুখারীর হাদীসে বলা হয়েছে– ফেরেশতাদের দু'টি দল হেফাজতের জন্য নিযুক্ত রয়েছে। একদল রাত্রির জন্য এবং একদল দিনের জন্য। উভয় দল ফজরের ও আসরের নামাজের সময় একত্রিত হন। ফজরের নামাজের পর রাতের পাহারাদার দল বিদায় নেন এবং দিনের পাহারাদাররা কাজ বুঝে নেন। আসরের নামাজের পর তাঁরা বিদায় হয়ে যান রাতের ফেরেশতাগণ দায়িত্ব নিতে চলে আসেন।

আবূ দাউদের এক হাদীসে হযরত আলী মুর্তাজা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মানুষের সাথে কিছুসংখ্যক হেফাজতকারী ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। তার উপর যাতে কোনো প্রাচীর ধ্বসে না পড়ে কিংবা সে কোনো গর্তে পতিত না হয়, কিংবা কোনো জন্তু অথবা মানুষ তাকে কষ্ট না দেয়, ইত্যাদি বিষয়ে ফেরেশতাগণ তার হেফাজত করেন। তবে কোনো মানুষকে বিপদাপদে জড়িত করার জন্য যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ জারি হয়ে যায়, তখন হেফাজতকারী ফেরেশতারা সেখান থেকে সরে যায়। –(রূহুল মা'আনী)

হযরত ওসমান গণী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে ইবনে জারীর কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, হেফাজতকারী ফেরেশতাদের কাজ শুধু পার্থিব বিপদাপদ ও দুঃখ কষ্ট থেকে হেফাজত করাই নয়; বরং তারা মানুষকে পাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখারও চেষ্টা করেন। মানুষের মনে সাধুতাও আল্লাহভীতির প্রেরণা জাগ্রত

করেন যাতে সে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। এরপরও যদি সে ফেরেশতাদের প্রেরণার প্রতি উদাসীন হয়ে পাপে লিপ্ত হয়ে যায়, তবে তারা দোয়া ও চেষ্টা করে যাতে সে শীঘ্র তওবা করে পাক হয়ে যায়। অগত্যা যদি সে কোনোরূপেই হুশিয়ার না হয়, তখন তারা তার আমলনামায় গোনাহ লিখে দেয়। মোটকথা এই যে, হেফাজতকারী ফেরেশতা দীন ও দুনিয়া উভয়ের বিপদাপদ থেকে মানুষের নিদ্রায় ও জাগরণে হেফাজত করে। হযরত কা'ব আহবার বলেন, মানুষের উপর থেকে আল্লাহর হেফাজতের এই পাহারা সরিয়ে দিলে জিনদের অত্যাচারে মানবজীবন অতিষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু এসব রক্ষামূলক পাহারা ততক্ষণ পর্যন্তই কার্যকর থাকে, যতক্ষণ তকদিরে ইলাহী মানুষের হেফাজতের অনুমতি দেয়। যদি আল্লাহ তা'আলাই কোনো বান্দাকে বিপদে জড়িত করতে চান, তবে এসব রক্ষামূলক পাহারা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ স্বয়ং তারাই নিজেদের অবস্থা ও কাজকর্ম মন্দ ও অশান্তিতে পরিবর্তিত করে না নেয়। (তারা যখন নিজেদের অবস্থা অবাধ্যতা ও নাফরমানিতে পরিবর্তিত করে নেয়, তখন আল্লাহ তা'আলাই স্বীয় কর্মপন্থা পরিবর্তন করে দেন। বলাবাহুল্য) যখন আল্লাহ তা'আলাই কাউকে আজাব দিতে চান, তখন কেউ তা রদ করতে পারে না এবং আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতে তার সাহায্যার্থে কেউ এগিয়ে আসতে পারে না।

সারকথা এই যে, মানুষের হেফাজতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের পাহারা নিয়োজিত থাকে; কিন্তু সম্প্রদায় যখন আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা ও তাঁর আনুগত্য ত্যাগ করে কুকর্ম, কুচরিত্র ও অবাধ্যতার পথ বেছে নেয়, তখন আল্লাহ তা'আলাও স্বীয় রক্ষামূলক পাহারা উঠিয়ে নেন। এরপর আল্লাহর আজাব ও গজব তাদের উপর নেমে আসে। এ আজাব থেকে আত্মরক্ষার কোনো উপায় থাকে না।

এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, আলোচ্য আয়াতের অবস্থা পরিবর্তন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যখন কোনো সম্প্রদায় আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার পথ ত্যাগ করে স্বীয় অবস্থায় মন্দ পরিবর্তন সূচিত করে, তখন আল্লাহ তা'আলাও স্বীয় অনুকম্পা ও হেফাজতের কর্মপন্থা পরিবর্তন করে দেন।

এ আয়াতের অর্থ সাধারণভাবে এরূপ বর্ণনা করা হয় যে, কোনো জাতির জীবনে কল্যাণকর বিপ্লব ততক্ষণ পর্যন্ত আসে না, যতক্ষণ তারা এ কল্যাণকর বিপ্লবের জন্য নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নিজেদেরকে তার যোগ্য করে না নেয়।

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন। এটা মানুষের জন্য ভয়েরও কারণ হতে পারে। কারণ এটা যে জায়গায় পতিত হয় সবকিছু জ্বালিয়ে ছাই ভস্ম করে দেয়। আবার এটা আশাও সঞ্চার করে যে বিদ্যুৎ চমকানোর পর বৃষ্টি হবে, যা মানুষ ও জীব জন্তুর জীবনের অবলম্বন এবং আল্লাহ তা'আলাই বড় বড় ভারী মেঘমালাকে মৌসুমী বায়ুতে রূপান্তরিত করে উত্থিত করেন এবং জলপূর্ণ মেঘমালাকে শূন্যে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যান। এরপর স্বীয় ফয়সালা ও তকদির অনুযায়ী যথা ইচ্ছা, তা বর্ষণ করেন।

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ অর্থাৎ, রা'দ আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার তাসবীহ পাঠ করে এবং ফেরেশতারাও তাঁর ভয়ে তাসবীহ পাঠ করে। সাধারণের পরিভাষায় রা'দ বলা হয় মেঘের গর্জনকে, যা মেঘমালার পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি হয়। এর তাসবীহ পাঠ করার অর্থ ঐ তাসবীহ যে সম্পর্কে কুরআন পাকের অন্য এক আয়াতে উল্লিখিত রয়েছে যে, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে এমন কোনো বস্তু নেই, যে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে না। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই তাসবীহ শুনতে সক্ষম হয় না।

কোনো কোনো হাদীসে আছে যে, বৃষ্টি বর্ষণের কাজে নিযুক্ত ও আদিষ্ট ফেরেশতার নাম রা'দ। এই অর্থে তাসবীহ পাঠ করার মানে সুস্পষ্ট।

وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَاءُ এখানে صَوَاعِقُ শব্দটি صَاعِقَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ বজ্র, যা মাটিতে পতিত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলাই এসব বিদ্যুৎ মর্ত্যে প্রেরণ করেন, যেগুলো দ্বারা যাকে ইচ্ছা জ্বালিয়ে দেন।

وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ এখানে مِحَالٌ শব্দটি মীমের যেরযোগে কৌশল, শাস্তি, শক্তি সামর্থ্য ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত হয়, আয়াতের অর্থ এই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের ব্যাপারে পারস্পরিক কলহ বিবাদ ও তর্ক বিতর্কে লিপ্ত রয়েছে; অথচ আল্লাহ তা'আলা শক্তিশালী কৌশলকারী। তাঁর সামনে সবার চাতুরী অচল।

সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত : উভয় দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে, এসব দৃষ্টান্ত ময়লা ও আবর্জনা যেমন কিছুক্ষণের জন্য আসল বস্তুর উপরে দৃষ্টি গোচর হয়; কিন্তু পরিণামে তা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয় এবং আসল বস্তু অবশিষ্ট থাকে, তেমনি মিথ্যাকে যদিও কিছুদিন সত্যের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করতে দেখা যায়; কিন্তু অবশেষে মিথ্যা বিলুপ্ত ও পর্যুদস্ত হয় এবং সত্য অবশিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত থাকে। -(জালালাইন)

শব্দবিশ্লেষণ :

اَلْمُتَعَالِ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل মাসদার اَلتَّعَالِىْ বাব تَفَاعُلْ মূলত اَلْمُتَعَالِىْ ছিল। মাদ্দাহ মূলবর্ণ (ع . ل . و) জিনস ناقص واوى অর্থ- খুব মহৎ, অতি মর্যাদাশীল। এটি আল্লাহ তা'আলার সিফাতী নামসমূহের একটি।

مُسْتَخْفٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل মাসদার اَلْاِسْتِخْفَاءُ বাব اِسْتِفْعَالٌ মূলবর্ণ (خ . ف . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- লুকানো।

مُعَقِّبٰتٌ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّعْقِيْبُ মূলবর্ণ (ع . ق . ب) জিনস صحيح অর্থ- পরে আসা।

اَلثِّقَالَ : অর্থ- ভারী, ওজন। ثَقِيْلٌ-এর বহুবচন।

اَلصَّوَاعِقُ : অর্থ- গর্জন, বিজলী। صَاعِقَةٌ-এর বহুবচন।

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ قُلِ اللّٰهُ ۭ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَاۗءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ۭ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ڏ اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ڬ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاۗءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۭ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (١٦)

১৬. আপনি বলুন, আসমানসমূহ এবং পৃথিবীর প্রতিপালক কে? আপনিই বলে দিন যে, আল্লাহ; আপনি বলুন, তবুও কি তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে নিয়েছ, যারা নিজেদেরই কোনো উপকার ও অপকারের ক্ষমতা রাখে না? আপনি এটাও বলুন যে, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? অথবা অন্ধকার এবং আলোক কি কখনো সমান হতে পারে? নাকি তারা আল্লাহর এমন শরিক সাব্যস্ত করে নিয়েছে যে, তারাও আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ (কোনো কিছু) সৃষ্টি করেছে, অতঃপর তাদের নিকট (উভয়) সৃষ্টি করা এক রকম মনে হয়েছে, আপনি বলে দিন যে, আল্লাহই হচ্ছেন সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই একক, মহাপরাক্রান্ত।

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۭ وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاۗءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ۭ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ڛ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاۗءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ ۭ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ (١٧)

১৭. আল্লাহ তা'আলা আসমান হতে পানি বর্ষণ করলেন, তৎপর নালাসমূহ নিজেদের পরিমাণ অনুযায়ী প্রবাহিত হতে লাগল, অতঃপর ঐ স্রোত ভাসিয়ে নিল আবর্জনাগুলো যা তার উপর ভাসমান ছিল; আর যে সমস্ত পদার্থকে অলঙ্কার অথবা আসবাব প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে অগ্নির মধ্যে উত্তপ্ত করে থাকে তাতেও এ রকমই আবর্জনা (উপর উঠে) থাকে, এভাবেই আল্লাহ তা'আলা হক এবং বাতিলের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, বস্তুত যা আবর্জনা তা তো ফেলে দেওয়া হয়, আর যা কিছু মানুষের প্রয়োজনীয় তা ভূপৃষ্ঠে থেকে যায়; আল্লাহ তা'আলা এভাবেই উপমাসমূহ বর্ণনা করে থাকেন।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. قُلْ আপনি বলুন مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানসমূহ এবং পৃথিবীর প্রতিপালক কে? قُلِ اللّٰهُ আপনিই বলে দিন যে, আল্লাহ قُلْ আপনি বলুন اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَاۗءَ তবুও কি তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে নিয়েছ। لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا যারা নিজেদেরই কোনো উপকার ও অপকারের ক্ষমতা রাখেনা قُلْ আপনি এটাও বলে দিন যে, هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ অথবা অন্ধকার এবং আলো কি কখনো সমান হতে পারে? اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاۗءَ নাকি তারা আল্লাহর এমন শরিক সাব্যস্ত করে নিয়েছে خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ তারাও আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ (কোনো কিছু) সৃষ্টি করেছে فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ অতঃপর তাদের নিকট (উভয়) সৃষ্টি করা এক রকম মনে হয়েছে قُلِ আপনি বলে দিন যে, اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ আল্লাহ হচ্ছেন সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ এবং তিনিই একক মহা পরাক্রান্ত

১৭. اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءً আল্লাহ তা'আলা আসমান হতে পানি বর্ষণ করলেন فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا তৎপর নালাসমূহে নিজেদের পরিমাণ অনুযায়ী প্রবাহিত হতে লাগল فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا অতঃপর ঐ স্রোত ভাসিয়ে নিল আবর্জনাগুলো যা তার উপর ভাসমান ছিল وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ আর যে সমস্ত পদার্থকে অগ্নির মধ্যে উত্তপ্ত করে থাকে ابْتِغَاۗءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ অলঙ্কার অথবা আসবাব প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে زَبَدٌ مِّثْلُهٗ তাতেও এরকম আবর্জনা (উপরে উঠে) থাকে كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ এভাবেই আল্লাহ তা'আলা হক ও বাতিলের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন فَاَمَّا الزَّبَدُ বস্তুত : যা আবর্জনা فَيَذْهَبُ جُفَاۗءً তাতো ফেলে দেওয়া হয় وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ আর যা কিছু মানুষের প্রয়োজনীয় فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ তা ভূ-পৃষ্ঠে থেকে যায় كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ আল্লাহ তা'আলা এভাবেই উপমাসমূহ বর্ণনা করে থাকেন।

لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ؕ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ ۙ۵ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (١٨)

১৮. যারা স্বীয় প্রতিপালকের আদেশ মান্য করেছে, তাদের জন্য উত্তম বিনিময় রয়েছে; আর যারা তাঁর আদেশ মানেনি, (পরকালে) তাদের নিকট যদি সমগ্র দুনিয়ার দ্রব্যসমূহ থাকে এবং তার সঙ্গে তারই সমান আরো (ধন-সম্পদ) থাকে, তবে (আজাব হতে) নিজেদের মুক্তির জন্য সমস্তই দিতে চাইবে; এ লোকদের কঠিন হিসাব হবে এবং তাদের (চিরস্থায়ী) নিবাস হবে জাহান্নাম, আর তা অতি নিকৃষ্ট নিবাস।

اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ (١٩)

১৯. যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস রাখে যে, যা কিছু আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে আপনার প্রতি নাজিল হয়েছে, তা সব সত্য, এরূপ ব্যক্তি কি তার মতো হতে পারে যে অন্ধ? বস্তুত উপদেশ তো বুদ্ধিমান লোকেরাই গ্রহণ করে।

الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ (٢٠)

২০. এ লোকেরা এমন যে, তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে যা কিছু অঙ্গীকার করেছে তা পূর্ণ করে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না।

وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ (٢١)

২১. আর তারা এমন যে, আল্লাহ যে সম্পর্কসমূহ বহাল রাখার আদেশ করেছেন, তাদেরকে বহাল রাখে এবং নিজ প্রতিপালককে ভয় করে এবং কঠিন আজাবের আশঙ্কা করে।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ যারা স্বীয় প্রতিপালকের আদেশ মান্য করেছে الْحُسْنٰى তাদের জন্য উত্তম বিনিময় রয়েছে وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ আর যারা তাঁর আদেশ মানেনি لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا (পরকালে) তাদের নিকট যদি সমগ্র দুনিয়ার দ্রব্যসমূহ থাকে وَمِثْلَهٗ مَعَهٗ এবং তার সঙ্গে তারই সমান আরো ধন সম্পদ থাকে لَافْتَدَوْا بِهٖ তবে (আজাব থেকে) নিজেদের মুক্তির জন্য সমস্তই দিতে চাইবে اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ এ লোকদের কঠিন হিসাব হবে وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ এবং তাদের (চিরস্থায়ী) নিবাস হবে জাহান্নাম وَبِئْسَ الْمِهَادُ আর তা অতি নিকৃষ্ট নিবাস।

১৯. اَفَمَنْ يَّعْلَمُ যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস রাখে যে, اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ যা কিছু আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি নাজিল হয়েছে الْحَقُّ তা সব সত্য كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى এরূপ ব্যক্তি কি তার মতো হতে পারে যে, অন্ধ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ বস্তুতঃ উপদেশ তো বুদ্ধিমান লোকেরাই গ্রহণ করে।

২০. الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ এ লোকেরা এমন যে তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে যা কিছু অঙ্গীকার করেছে তা পূর্ণ করে وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না।

২১. وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ আর তারা এমন যে, আল্লাহ যে সম্পর্কসমূহ বহাল রাখার আদেশ করেছেন তাদেরকে বহাল রাখে وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ এবং নিজ প্রতিপালককে ভয় করে وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ এবং কঠিন আজাবের আশঙ্কা করে।

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (٢٢)

২২. আর এরা এমন যে, নিজেদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টির অন্বেষণে দৃঢ় থাকে এবং নামাজের পাবন্দি করে, আর যা কিছু আমি তাদেরকে জীবিকা দিয়েছি তা হতে গোপনে এবং প্রকাশ্যেও ব্যয় করে এবং অসদ্ব্যবহারকে সদ্ব্যবহার দ্বারা বিদূরিত করে, পরকালের শুভ পরিণাম সে সকল লোকদের জন্য রয়েছে।

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ (٢٣)

২৩. অর্থাৎ স্থায়ী বসবাসের বাগানসমূহ, যাতে তারাও প্রবেশ করবে, আর যারা যোগ্য হবে- তাদের মাতাপিতার মধ্যে এবং স্ত্রীদের মধ্যে এবং সন্তানাদির মধ্যে তারাও প্রবেশ করবে এবং ফেরেশতাগণ তাদের নিকট আগমন করতে থাকবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে।

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (٢٤)

২৪. তোমরা শান্তির সাথে বসবাস করবে, তার কল্যাণে যে, তোমরা দৃঢ়পদ ছিলে, সুতরাং ঐ জগতে তোমাদের পরিণাম অতিশয় শুভ।

শাব্দিক অনুবাদ :

২২. وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا আর এরা এমন যে, দৃঢ় থাকে ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ নিজেদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টিঅন্বেষণে। وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ এবং নামাজের পাবন্দি করে وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ আর যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছি তার হতে ব্যয় করে سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً গোপনে এবং প্রকাশ্যে وَيَدْرَءُوْنَ এবং বিদূরিত করে بِالْحَسَنَةِ সদ্ব্যবহার দ্বারা السَّيِّئَةَ অসদ্ব্যবহারকে اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ পরকালের শুভ পরিণাম সে সকল লোকদের জন্যই রয়েছে।

২৩. جَنّٰتُ عَدْنٍ স্থায়ী বসবাসের বাগানসমূহ يَّدْخُلُوْنَهَا যাতে তারাও প্রবেশ করবে وَمَنْ صَلَحَ আর যারা যোগ্য হবে مِنْ اٰبَآئِهِمْ তাদের মাতা পিতাদের মধ্যে وَاَزْوَاجِهِمْ এবং স্ত্রীদের মধ্যে وَذُرِّيّٰتِهِمْ এবং সন্তানাদির মধ্যে তারা ও প্রবেশ করবে وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ এবং ফেরেশতাগণ তাদের নিকট আগমন করতে থাকবে مِّنْ كُلِّ بَابٍ প্রত্যেক দরজা দিয়ে।

২৪. سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ তোমরা শান্তির সাথে বসবাস করবে بِمَا صَبَرْتُمْ তার কল্যাণে যে, তোমরা দৃঢ়পদ ছিলে فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ সুতরাং ঐ জগতে তোমাদের পরিণাম অতিশয় শুভ।

২৫. আর যারা আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকারসমূহকে তা দৃঢ় করার পর ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ তা'আলা যে সম্পর্কসমূহ বহাল রাখার আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় ফেতনা-ফ্যাসাদ করে, এমন লোকদের উপর লা'নত হবে এবং পরকালে তাদের জন্য অশুভ পরিণাম হবে।	وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ ۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾
২৬. আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা প্রচুর জীবিকা দান করেন এবং [যাকে ইচ্ছা] সঙ্কীর্ণ করে দেন, আর এরা পার্থিব জীবনের উপর গর্ব করে, অথচ এ পার্থিব জীবন আখেরাতের তুলনায় অতি তুচ্ছ সামগ্রী ভিন্ন আর কিছুই নয়।	اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

২৫. وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ আর যারা ভঙ্গ করে عَهْدَ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকারসমূহকে مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ তা দৃঢ় করার পর وَيَقْطَعُوْنَ এবং তা ছিন্ন করে مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ আল্লাহ তা'আলা যে সম্পর্কসমূহ বহাল রাখার আদেশ করেছেন وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ এবং দুনিয়ায় ফেতনা ফ্যাসাদ করে اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ এমন লোকদের উপর লা'নত হবে وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ এবং পরকালে তাদের জন্য অশুভ পরিণাম হবে।

২৬. اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ আল্লাহ তা'আলা প্রচুর জীবিকা দান করে لِمَنْ يَّشَآءُ যাকে ইচ্ছা وَيَقْدِرُ এবং সঙ্কীর্ণ করে দেন وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا আর এরা পার্থিব জীবনের উপর গর্ব করে وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ অথচ এ পার্থিব জীবন আখেরাতের তুলনায় অতি তুচ্ছ সামগ্রী ভিন্ন আর কিছুই নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ

শানে নুযূল : আহলে কিতাব ও মক্কার কাফের সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। মুকাতিল বলেন وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ আয়াতটি আহলে কিতাব সম্পর্কে নাজিল হয়েছে এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, পরবর্তী ২৬ নং আয়াত اَللّٰهُ يَبْسُطُ মক্কার মুশরিকদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। -(বাহরে মুহীত্ব ৩৭৮/৫)

اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ অর্থাৎ, বিষয়টি যদিও সুস্পষ্ট; কিন্তু এটি তারাই বুঝতে পারে, যারা বুদ্ধিমান। পক্ষান্তরে অমনোযোগিতা ও গোনাহ যাদের বিবেককে অকর্মণ্য করে রেখেছে, তারা অতবড় তফাৎটুকুও বুঝে না।

তৃতীয় আয়াতে উভয় দলের বিশেষ বিশেষ কাজকর্ম ও লক্ষণের বর্ণনা শুরু হয়েছে- প্রথমে আল্লাহর বিধানাবলি পালন কারীদের গুণাবলি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : اَلَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ অর্থাৎ, তারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে। সৃষ্টির সূচনায় আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে যেসব অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, এখানে সেগুলোই বুঝানো হয়েছে। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম ছিল পালনকর্তা সম্পর্কিত অঙ্গীকার। এটি সৃষ্টির সূচনাকালে সকল আত্মাকে সমবেত করে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল- اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ অর্থাৎ, আমি কি

তোমাদের পালনকর্তা নই? উত্তরে সবাই সমস্বরে বলেছিল- بَلٰى অর্থাৎ, হ্যাঁ, আপনি অবশ্যই আমাদের পালনকর্তা। এমনিভাবে যাবতীয় বিধি বিধানের আনুগত্য, সমস্ত ফরজ কর্মপালন এবং অবৈধ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে উপদেশ এবং বান্দার পক্ষ থেকে স্বীকারোক্তি কুরআন পাকের বিভিন্ন আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ অর্থাৎ, তারা কোনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। ঐ অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার মধ্যে রয়েছে এবং এইমাত্র يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ঐসব অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো উম্মতের লোকেরা আপন পয়গাম্বরের সাথে সম্পাদন করে এবং ঐসব অঙ্গীকারও বুঝানো হয়েছে, যেগুলো মানবজাতি একে অপরের সাথে করে। আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যশীল বান্দাদের তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়ছে-

وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তারা সেগুলো বজায় রাখে। এ বাক্যটির প্রচলিত তাফসীর এই যে, আল্লাহ তা'আলা আত্মীয়তার যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং তদনুযায়ী কাজ করতে আদেশ করেছেন, তারা সেসব সম্পর্ক বজায় রাখে। কোনো কোনো তফসীরবিদ বলেন- এর অর্থ এই যে, তারা ঈমানের সাথে সৎকর্মকে অথবা রসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি বিশ্বাসের সাথে পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের প্রতি এবং তাঁদের গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাসকে যুক্ত করে।

চতুর্থ গুণ এই- وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ অর্থাৎ, তারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে। এখানে خَوْف শব্দের পরিবর্তে خَشْيَة শব্দ ব্যবহার করায় এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাদের ভয় হিংস্র জন্তু অথবা ইতর মানুষের প্রতি স্বাভাবিক ভয়ের মতো নয়। বরং তা পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের এবং ওস্তাদের প্রতি শিষ্যের অভ্যাসগত ভয়ের মতো। কষ্টদানের আশঙ্কা এ ভয়ের কারণ নয়।

وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ অর্থাৎ, তারা মন্দ হিসাবকে ভয় করে। 'মন্দ হিসাব' বলে কঠোর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব বুঝানো হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন- আল্লাহ তা'আলা যদি কৃপাবশতঃ সংক্ষেপ ও মার্জনা সহকারে হিসাব গ্রহণ করেন, তবেই মানুষ মুক্তি পেতে পারে। নতুবা যার কাছ থেকেই পুরোপুরি ও কড়ায় গণ্ডায় হিসাব নেওয়া হবে, তার পক্ষে আজাব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভবপর হবে না। কেননা এমন ব্যক্তি কে আছে, যে জীবনে কখনো কোনো গোনাহ বা ত্রুটি করেননি? এ হচ্ছে সৎ ও আনুগত্যশীল বান্দাদের পঞ্চম গুণ।

ষষ্ঠ গুণ এই- وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ অর্থাৎ, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার আশায় অকৃত্রিমভাবে ধৈর্যধারণ করে। প্রচলিত কথায় কোনো বিপদ ও কষ্টে ধৈর্যধারণ করাকেই সবরের অর্থ মনে করা হয়। কিন্তু আরবি ভাষায় এর অর্থ আরো অনেক ব্যাপক। কারণ আসল অর্থ হচ্ছে স্বভাব বিরুদ্ধ বিষয়াদির কারণে অস্থির না হওয়া; বরং দৃঢ়তা সহকারে নিজের কাজে ব্যাপৃত থাকা। এ কারণেই এর দু'টি প্রকার বর্ণনা করা হয়। এক. صَبْرٌ عَلَى الطَّاعَةِ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার বিধি বিধান পালনে দৃঢ় থাকা এবং দুই. صَبْرٌ عَنِ الْمَعْصِيَةِ অর্থাৎ, গোনাহ থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় থাকা।

সবরের সাথে اِبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ কথাটি যুক্ত হয়ে ব্যক্ত করেছে যে, সবর সর্বাবস্থায় শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় নয়। কেননা কোনো না কোনো সময় বে সবর ব্যক্তিরও দীর্ঘদিন পরে হলেও সবর এসেই যায়। কাজেই যে সবর ইচ্ছাধীন নয়, তার বিশেষ কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এরূপ অনিচ্ছাধীন কাজের আদেশ আল্লাহ তা'আলা দেন না।

সপ্তম গুণ হচ্ছে- وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ 'নামাজ কায়েম করার' অর্থ পূর্ণ আদব ও শর্ত এবং বিনয় ও নম্রতা সহকারে নামাজ আদায় করা- শুধু নামাজ পড়া নয়। এ জন্যেই কুরআনে নামাজের নির্দেশ সাধারণতঃ اِقَامَة صَلٰوة শব্দ সহযোগে দেওয়া হয়েছে।

অষ্টম গুণ হচ্ছে- وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً অর্থাৎ যারা আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক থেকে কিছু আল্লাহর নামেও ব্যয় করে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাছে চান না; বরং নিজেরই দেওয়া

রিজিকের কিছু অংশ তাও মাত্র শতকরা আড়াই ভাগের মতো সামান্যতম পরিমাণ তোমাদের কাছে চান। এটা দেওয়ার ব্যাপারে স্বভাবতঃ তোমাদের ইতস্ততঃ করা উচিত নয়।

অর্থ-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করার সাথে سِرًّا وَّعَلَانِيَةً শব্দ দু'টি যুক্ত হওয়ায় বুঝা যায় যে, সদকা খয়রাত সর্বত্র গোপনে করাই সুন্নত নয়; বরং মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে করাও দুরস্ত ও শুদ্ধ। এ জন্যই আলেমগণ বলেন যে, জাকাত ও ওয়াজিব সদকা প্রকাশ্যে দেওয়াই উত্তম এবং গোপনে দেওয়া সমীচীন নয়– যাতে অন্যেরাও শিক্ষা ও উৎসাহ পায়। তবে নফল সদকা খয়রাত গোপনে দেওয়া উত্তম। যেসব হাদীসে গোপনে দেওয়ার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে নফল সদকা সম্পর্কেই বলা হয়েছে।

নবম গুণ হচ্ছে وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ অর্থাৎ, তারা মন্দকে ভালো দ্বারা, শত্রুতাকে বন্ধুত্ব দ্বারা এবং অন্যায় ও জুলুমকে ক্ষমা ও মার্জনা দ্বারা প্রতিহত করে। মন্দের জওয়াবে মন্দ ব্যবহার করে না। কেউ অর্থাৎ কোনো সময় কোনো গোনাহ হয়ে গেলে তারা অধিকতর যত্ন সহকারে অধিক পরিমাণে ইবাদত করে। ফলে গোনাহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ হযরত মু'আয (রা.) কে বলেন– পাপের পর পুণ্য করে নাও, তাহলে তা পাপকে মিটিয়ে দিবে।

আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যশীলদের নয়টি গুণ বর্ণনা করার পর তাদের প্রতিদান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ; دار শব্দের অর্থ এখানে دار اٰخرتْ অর্থাৎ পরকাল। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তাদের জন্যেই রয়েছে পরকালের সাফল্য।

অতঃপর عُقْبَى الدَّارِ অর্থাৎ, পরকালের সাফল্য বর্ণিত হয়েছে যে, তা হচ্ছে, جَنّٰتُ عَدْنٍ তারা এগুলোতে প্রবেশ করবে। عَدْنٍ শব্দের অর্থ হচ্ছে অবস্থান ও স্থায়িত্ব। উদ্দেশ্য এই যে, এসব জান্নাত থেকে কখনো তাদেরকে বহিষ্কার করা হবে না; বরং এগুলোতে তাদের অবস্থান চিরস্থায়ী হবে। কেউ কেউ বলেন– জান্নাতের মধ্যস্থলের নাম আদন। জান্নাতের স্থানসমূহের মধ্যে এটা উচ্চস্তরের।

এরপর তাদের জন্য আরো একটি পুরস্কার উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ তা'আলার এ নিয়ামত শুধু তাদের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং তাদের বাপ-দাদা, স্ত্রী ও সন্তানরাও এর অংশ পাবে। শর্ত এই যে, তাদের উপযুক্ত হতে হবে। এর ন্যূনতম স্তর হচ্ছে মুসলমান হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের বাব-দাদা ও স্ত্রীদের নিজস্ব আমল যদিও এ স্তরে পৌঁছার যোগ্য নয়; কিন্তু আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের খাতিরে ও বরকতে তাদেরকেও এ উচ্চস্তরে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে।

এরপর তাদের আরো একটি পরকালীন সাফল্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম করতে করতে প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বলবে– সবরের কারণে তোমরা যাবতীয় দুঃখ কষ্ট থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছ। এটা পরকালের কতই না উত্তম পরিণাম!

وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ অর্থাৎ, তারা আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকারকে পাকাপোক্ত করার পর ভঙ্গ করে আল্লাহ তা'আলার অঙ্গীকারের মধ্যে সেই অঙ্গীকারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা সৃষ্টির সূচনাকালে আল্লাহর পালনকর্তৃত্ব ও এককত্ব সম্পর্কে সব আত্মার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। কাফেরও মুশরিকরা দুনিয়াতে এসে সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং আল্লাহর মোকাবিলায় শত শত পালনকর্তা ও উপাস্য তৈরি করেছে।

এছাড়া ঐসব অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেগুলো পালন করা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' চুক্তির অধীনে মানুষের জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়। কারণ, কলেমায়ে তাইয়্যেবা– 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' প্রকৃতপক্ষে একটি মহান চুক্তির শিরোনাম। এর অধীনে আল্লাহ ও রাসূলের বর্ণিত বিধি বিধান পালন এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকারও এসে যায়। তাই কোনো মানুষ যখন আল্লাহ অথবা রাসূলের কোনো আদেশ অমান্য করে, তখন সে ঈমানের চুক্তিই লঙ্ঘন করে।

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِّلّٰهِ وَهُمْ دٰخِرُوْنَ (٤٨)	৪৮. তারা কি আল্লাহ তা'আলার সে সৃষ্ট পদার্থসমূহ দেখে না যাদের ছায়া কখনো এক দিকে কখনো অপর দিকে ঢলে পড়ে আল্লাহর [আদেশের] বশীভূত হয়ে, আর সেই বস্তুগুলোও বিনীত।
وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ (٤٩)	৪৯. আর আসমানসমূহে ও ভূপৃষ্ঠে চলমান যত বস্তু বিদ্যমান আছে, সকলেই আল্লাহর অনুগত এবং ফেরেশতাগণও, আর তারা অহঙ্কার করে না।
يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ (٥٠)	৫০. তারা স্বীয় পরওয়ারদেগারকে ভয় করে যিনি তাদের উপর ক্ষমতাবান এবং তাদেরকে যে আদেশ করা হয়, তারা তা পালন করে।
وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوْٓا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ (٥١)	৫১. আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, দুই [বা ততোধিক] মা'বূদ গ্রহণ করো না, শুধু তিনি তো হচ্ছেন একক মা'বূদ, সুতরাং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করতে থাক।
وَلَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِبًا ۚ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ (٥٢)	৫২. আর তাঁরই অধিকারে সমস্ত বস্তু যা কিছু আসমানসমূহে এবং পৃথিবীতে আছে এবং অবশ্য পালনীয়রূপে আনুগত্য তারই প্রাপ্য; তবুও কি তোমরা আল্লাহ ভিন্ন অন্যকে ভয় কর?

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৮. اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ তারা কি আল্লাহ তা'আলার সেই পদার্থ সমূহ দেখে না يَتَفَيَّؤُا ظِلٰلُهٗ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَآئِلِ যাদের ছায়া কখনো একদিকে কখনো অপরদিকে ঢলে পড়ে سُجَّدًا لِّلّٰهِ আল্লাহর (আদেশের) বশীভূত হয়ে وَهُمْ دٰخِرُوْنَ আর সেই বস্তু গুলো বিনীত।

৪৯. وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ আর সকলেই আল্লাহর অনুগত مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ যা কিছু আসমান সমূহ ও ভূপৃষ্ঠে বিদ্যমান আছে مِنْ دَآبَّةٍ চলমান যত বস্তু وَالْمَلٰٓئِكَةُ এবং ফেরেশতাগণও وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ আর তারা অহঙ্কার করে না।

৫০. يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ তারা স্বীয় পরওয়ারদেগারকে ভয় করে مِّنْ فَوْقِهِمْ যিনি তাদের উপর ক্ষমতা বান وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ এবং তাদেরকে যে আদেশ করা হয় তারা তা পালন করে।

৫১. وَقَالَ اللّٰهُ আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন لَا تَتَّخِذُوْا اِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ দুই (বা ততোধিক) মা'বূদ গ্রহণ করো না اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ শুধু তিনি তো হচ্ছেন এক মা'বূদ فَاِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ সুতরাং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করতে থাক।

৫২. وَلَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আর তারই অধিকারে সমস্ত বস্তু যা কিছু আসমান সমূহ এবং পৃথিবীতে আছে وله الدِّيْنُ وَاصِبًا এবং অবশ্য পালনীয়রূপে আনুগত্য তারই প্রাপ্য اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُوْنَ তবুওকি তোমরা আল্লাহ ভিন্ন অন্যকে ভয় কর?

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْۤ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ (٢٧)

২৭. আর এ কাফেররা বলে, তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে কোনো [ফরমায়েশী] মু'জিযা কেন নাজিল করা হলো না? আপনি বলে দিন, বাস্তবিকই আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করে দেন এবং যে ব্যক্তি তাঁর দিকে নিবিষ্ট হয়, তাকে নিজের দিকে পথ দেখান।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ (٢٨)

২৮. এরা হচ্ছে ঐ সমস্ত লোক যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর জিকিরে তাদের অন্তঃকরণ তৃপ্ত হয়; উত্তমরূপে বুঝে নাও যে, আল্লাহর জিকিরেই অন্তরসমূহ শান্তি লাভ হয়ে থাকে।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ (٢٩)

২৯. যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে শান্তিময় জীবন এবং শুভ পরিণাম।

كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِيْۤ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَاۤ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَاۡ عَلَيْهِمُ الَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ؕ قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ (٣٠)

৩০. এরূপেই আমি আপনাকে এমন উম্মতের মধ্যে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি যাদের পূর্বে আরো বহু উম্মত অতীত হয়ে গেছে, যেন আপনি তাদেরকে সে কিতাব পড়ে শুনান, যা আমি আপনার নিকট ওহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি, আর তারা এমন মহান দয়ালুর নাফরমানি করছে, আপনি বলে দিন যে, তিনি আমার প্রতিপালক, তিনি ভিন্ন আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। আমি তাঁর উপরই ভরসা করেছি এবং তাঁরই নিকট আমাকে যেতে হবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৭. وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর এ কাফেররা বলে لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কোনো মু'জিযা কেন নাজিল করা হলো না قُلْ আপনি বলে দিন اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ বাস্তবিকই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করে দেন وَيَهْدِيْۤ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ এবং যে ব্যক্তি তাঁর দিকে নিবিষ্ট হয় তাকে নিজের দিকে পথ দেখান।

২৮. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এরা হচ্ছে ঐ সমস্ত লোক যারা ঈমান এনেছে وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ এবং আল্লাহর জিকিরে তাদের অন্তকরণ পরিতৃপ্ত হয় اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ উত্তমরূপে বুঝে নাও যে, আল্লাহর জিকিরেই تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ অন্তরসমূহে শান্তি লাভ হয়ে থাকে।

২৯. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ এবং নেককাজ করেছে طُوْبٰى لَهُمْ তাদের জন্য রয়েছে শান্তিময় জীবন وَحُسْنُ مَاٰبٍ এবং শুভ পরিণাম।

৩০. كَذٰلِكَ এরূপেই اَرْسَلْنٰكَ فِيْۤ اُمَّةٍ আমি আপনাকে এমন উম্মতের মধ্যে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছি قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَاۤ اُمَمٌ যাদের পূর্বে আরো বহু উম্মত অতীত হয়ে গেছে لِّتَتْلُوَاۡ عَلَيْهِمُ আপনি তাদেরকে সেই কিতাব পড়ে শুনান الَّذِيْۤ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ যা আমি আপনার নিকট ওহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ আর তারা এমন মহান দয়ালুর নাফরমানি করছে قُلْ আপনি বলে দিন যে, هُوَ رَبِّيْ তিনি আমার প্রতিপালক لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ তিনি ভিন্ন আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নেই عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ আমি তাঁরই উপর ভরসা করেছি وَاِلَيْهِ مَتَابِ এবং তাঁরই নিকট আমাকে যেতে হবে।

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ۗ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ۗ اَفَلَمْ يَايْئَسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (٣١)

৩১. আর যদি এমন কোনো কুরআন হতো, যা দ্বারা পর্বতমালা স্থানান্তরিত করা যেত অথবা তার সাহায্যে ভূপৃষ্ঠ দ্রুত অতিক্রম করা যেত অথবা তার সাহায্যে মৃতদের সাথে বাক্যালাপ করা যেত, তবুও তারা ঈমান আনত না; বরং সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহরই জন্য রয়েছে; এতদসত্ত্বেও কি ঈমানদারদের এ কথার প্রতি মন স্থির হলো না যে, আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে সমস্ত মানুষকে হেদায়েত করে দিতেন, আর এ কাফেররা তো সর্বদা এরূপ অবস্থায় থাকে যে, তাদের কার্যকলাপের দরুন তাদের উপর [ইহকালে] কোনো না কোনো আকস্মিক বিপদ পতিত হতে থাকে অথবা তাদের জনপদের নিকট [বিপদ] পতিত হতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ওয়াদা [আখেরাতের আজাব] এসে পড়বে। নিশ্চয় আল্লাহ প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۗ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (٣٢)

৩২. এবং অনেক রাসূলগণের সাথে বিদ্রূপ করা হয়েছে যারা আপনার পূর্বে অতীত হয়েছেন, অনন্তর আমি অবকাশ দিতে থাকি সে কাফেরদেরকে, অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। সুতরাং আমার শাস্তি কিরূপ [ভীষণ] ছিল।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩১. وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا আর যদি এমন কোনো কুরআন হতো سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ যা দ্বারা পর্বতমালা স্থানান্তরিত করা যেত اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ অথবা তার সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠ দ্রুত অতিক্রম করা যেত اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى অথবা তার সাহায্যে মৃতদের সাথে বাক্যালাপ করা যে, তবুও তারা ঈমান আনত না بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا বরং সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহরই জন্য রয়েছে اَفَلَمْ يَايْئَسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا এতদসত্ত্বেও কি ঈমানদারদের এ কথার প্রতি মন স্থির হলো না যে, اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ আল্লাহ যদি চাইতেন لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا তবে সমস্ত মানুষকে হেদায়েত করে দিতেন وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর এ কাফেররা তো সর্বদা এ অবস্থায় থাকে যে, تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ তাদের কার্যকলাপের দরুন তাদের উপর (ইহকালে) কোনো না কোনো আকস্মিক বিপদ পতিত হতে থাকে اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ অথবা তাদের জনপদের নিকট (বিপদ) পতিত হতে থাকে حَتّٰى يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ওয়াদা (আখেরাতের আজাব) এসে পড়বে اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ কখনো আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন না।

৩২. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ এবং অনেক রাসূলগণের সাথে বিদ্রূপ করা হয়েছে مِّنْ قَبْلِكَ যারা আপনার পূর্বে অতীত হয়েছেন فَاَمْلَيْتُ অনন্তর আমি অবকাশ দিতে থাকি لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا সে কাফেরদেরকে ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ অতঃপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ সুতরাং আমার শাস্তি কিরূপ (ভীষণ) ছিল।

৩৩. যিনি প্রত্যেক ব্যক্তির কার্যাবলি সম্পর্কে অবহিত থাকেন, তবুও কি তিনি এবং তাদের শরিকরা সমান হতে পারে? আর তারা আল্লাহর জন্য শরিক সাব্যস্ত করেছে, আপনি বলুন, তাদের নাম তো বল, তোমরা কি আল্লাহকে এমন কথার সংবাদ দিতেছ যে, ভূপৃষ্ঠে তার খবর আল্লাহর নেই? অথবা কেবল বাহ্যিক শব্দ হিসেবে তাদেরকে শরিক বলছ?; বরং সে কাফেরদের নিকট নিজেদের ভ্রমাত্মক বাক্যাবলি পছন্দনীয় বলে মনে হয় এবং এরা সৎপথ হতে বঞ্চিত রয়েছে; আর যাকে আল্লাহ তা'আলা গোমরাহীতে রাখেন, তাকে পথে আনার কেউ নেই।	اَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ۚ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ ؕ قُلْ سَمُّوْهُمْ ؕ اَمْ تُنَبِّـُٔوْنَهٗ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى الْاَرْضِ اَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ؕ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ (٣٣)

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৩. اَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ যিনি প্রত্যেক ব্যক্তির কার্যাবলি সম্পর্কে অবহিত থাকেন তবুও কি তিনি এবং তাদের শরিকরা সমান হতে পারে? وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ আর তারা আল্লাহর জন্য শরিক সাব্যস্ত করেছে قُلْ আপনি বলুন سَمُّوْهُمْ তাদের নামতো বল اَمْ تُنَبِّـُٔوْنَهٗ তোমরা কি আল্লাহকে এমন কথার সংবাদ দিচ্ছ যে, بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى الْاَرْضِ ভূ-পৃষ্ঠে তার খবর আল্লাহর নেই اَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ অথবা কেবল বাহ্যিক শব্দ হিসেবে তাদেরকে শরিক বলছ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرُهُمْ বরং সেই কাফেরদের নিকট নিজেদের ভ্রমাত্মক বাক্যাবলি পছন্দনীয় বলে মনে হয় وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ এবং এরা সৎপথ হতে বঞ্চিত রয়েছে وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ আর যাকে আল্লাহ তা'আলা গোমরাহীতে রাখেন فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ তাকে পথে আনার কেউই নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ .

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত মক্কার মুশরিক সম্প্রদায় সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তাদের মধ্যে ছিল আব্দুল্লাহ বিন আবী উমাইয়্যা ও তার সঙ্গি সাথিগণ। পূর্ববর্তী নবী রাসূল গণের আবির্ভাবকালে, যে সকল সম্প্রদায় নবী রাসূল গণকে অমান্য করার কারণে তাদের উপর আজাব, গজব ও শাস্তি আপতিত হয়েছে প্রবলভাবে, তারাও তাদের উপর এমন আকস্মিক শাস্তি এসে যাওয়ার কামনা করত। তাদের এহেন অপরিণামদর্শী আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -(বাহরে মুহীত্ব ৩৭৯/৫)

كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِيْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَآ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا۟ عَلَيْهِمُ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ .

শানে নুযূল : ১. মুকাতিল ও ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণিত যে, আলোচ্য আয়াত হুদাইবিয়ার সন্ধি প্রসঙ্গ নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। সকলের সম্মতিক্রমে যখন চুক্তি পত্র লিখে নেওয়াই চূড়ান্ত হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত

আলী (রা.) কে বলেন যে, লিখ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ তখন সুহাইল বিন আমর ও অন্যান্য উপস্থিত সকল মুশরিকেরা বলল, আমরাতো ইয়ামামার মুসাইলামা ছাড়া অন্য কাউকে رَحْمٰن বলে জানিনা। বরং লিখ بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ। জাহেলিয়্যা যুগেও এ ধরনের প্রথা প্রচলিত ছিল। অতঃপর নবী করীম ﷺ হযরত আলী (রা.) কে বললেন, লিখ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ যে শর্তে সন্ধি স্থাপন করেছেন। তখন মুশরিক সম্প্রদায় বলল, আপনি আল্লাহর রাসূল যদি হতেন, অতঃপর আমরা আপনার সাথে যুদ্ধ করতাম এবং আপনাকে প্রতিহত ও প্রতিরোধ করতাম, তাহলে তো আপনার প্রতি আমাদের জুলুম হতো। তা নলিখে আপনি লিখুন هٰذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ এ চুক্তি পত্র হচ্ছে যে শর্তে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ সন্ধি স্থাপন করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম বলে উঠলেন আদেশ করুন আমাদেরকে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব। রাসূল ﷺ বললেন যে, না, বরং তারা যেমনি ভাবে চায়, তেমনিভাবে লিখ, সে চুক্তি লিখন নীতির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। -(কুরতুবী ৯./ ২৭০)

শানে নুযূল : ২. ইবনে জুরাইজ ও মুকাতিলের অপর বর্ণনা ও কাতাদাহ (র.) বলেন যে, মক্কার মুশরিক সম্প্রদায় হুদাইবিয়ার সন্ধির দিনে যখন তারা দেখতে পেল بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ তখন সুহাইল বিন আমর বলল, মুসাইলামা ছাড়া অন্য কাউকে رَحْمٰن বলে জানি না। সে মুহূর্তে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -(বাহরের মুহীত্ব ৫/ ৩৮১)

শানে নুযূল : ৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নবী আলাইহিসসালাম যখন কাফের কুরাইশদেরকে বললেন اُسْجُدُوا الرَّحْمٰنَ তখন তারা বলে উঠল, রহমান আবার কে? তাদের জবাবে নাজিল হয়েছে قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ বলুন রাহমান হলেন আমার পালনকর্তা, তিনি ভিন্ন অন্য কোনো মা'বূদ নেই। -(কুরতুবী ৯/২৭০)

وَلَوْ أَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى.

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও মুকাতিল (র.) বলেন যে, আবূ জাহেল (আমার বিন হিশাম) ও আব্দুল্লাহ বিন উমাইয়্যাসহ মক্কার মুশরিকদের একটি দল কা'বা গৃহের পিছনে বসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তারা ডেকে পাঠাল, রাসূল ﷺ তাদের নিকট এসে তাদেরকে দাওয়াত দিলেন। তখন আব্দুল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করল যে, আপনি যদি আমাদেরকে আপনার অনুসারী বানাতে চান তাহলে কুরআনের মাধ্যমে মক্কার পাহাড়গুলোকে স্থানান্তরিত করে দিন, এ নগরী দিয়ে নদ-নদী প্রবাহিত করে দিন। যাতে আমরা উদ্যান ও বাগ-বাগিচা এবং চাষাবাদ করার সুযোগ লাভ করতে পারব। আমাদের মৃত পূর্ব পুরুষদের পুনর্জীবন দিন, যাতে তারা আমাদেরকে বলে দিবে যে, আপনি সত্যিই নবী, তাতেই ঈমান নিয়ে আসব। তাদের এ ভ্রান্ত ও মিথ্যা দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। আর তাঁর جَوَابٌ উহ্য থাকে অর্থাৎ لَا يُؤْمِنُوْنَ এরা ঈমান আনবে না। -(জালালাইন ২০৪, বাহরে মুহীত্ব ৩৫/ ৩৮১, কুরতুবী/ ২৭১)

أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا أَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى يَأْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

শানে নুযূল : সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে কাফেরদের সম্পর্কে এ দীর্ঘ আশা অঙ্কুরিত ছিল যে, তারা সকলেই ঈমান গ্রহণ করে নিক। তাদের অন্তরের সে সুপ্ত প্রত্যাশা যখন আবেগ ভরে তা প্রকাশ করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতাংশ নাজিল করেন। -(জালালাইন : ২০৪)

তাফসীরে বগভীতে আছে, একদিন মক্কার মুশরিকরা পবিত্র কা'বা প্রাঙ্গণে এক সভায় মিলিত হলো। তাদের মধ্যে আবূ জাহেল ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমাইয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা আব্দুল্লাহ ইবনে উমাইয়াকে

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে প্রেরণ করল। সে বলল- আপনি যদি চান যে, আমরা আপনাকে রাসূল বলে স্বীকার করে নেই এবং আপনার অনুসরণ করি, তবে আমাদের কতকগুলো দাবি আছে এগুলো কুরআনের মাধ্যমে পূরণ করে দিলে আমরা সবাই মুসলমান হয়ে যাব।

তাদের একটি দাবি ছিল এই যে, মক্কা শহরটি খুবই সংকীর্ণ। চতুর্দিক থেকে পাহাড়ে ঘেরা উচ্চভূমি, যাতে না চাষাবাদের সুযোগ আছে এবং না বাগ-বাগিচা ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের অবকাশ আছে। আপনি মু'জিযার সাহায্যে পাহাড়গুলোকে দূরে সরিয়ে দিন- যাতে মক্কার জমিন প্রশস্ত হয়ে যায়। আপনিই তো বলেন যে, হযরত দাউদ (আ.)-এর জন্য পাহাড়ও সাথে সাথে তসবীহ পাঠ করত। আপনার কথা অনুযায়ী আপনি তো আল্লাহর কাছে দাউদের চাইতে খাটো নন।

দ্বিতীয় দাবি ছিল এই যে, আপনার কথা অনুযায়ী হযরত সুলায়মান (আ.)-এর জন্য যেরূপ বায়ুকে আজ্ঞাবহ করে পথের বিরাট বিরাট দূরত্বকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিল, আপনিও আমাদের জন্য তদ্রূপ করে দিন- যাতে সিরিয়া ইয়ামানের সফর আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়।

তৃতীয় দাবি ছিল এই যে, হযরত ঈসা (আ.) মৃতদেরকে জীবিত করতেন। আপনি তাঁর চাইতে কোনো অংশে কম নন। আপনিও আমাদের জন্য আমাদের দাদা কুসাইকে জীবিত করে দিন- যাতে আমরা তাকে জিজ্ঞেস করি যে, আপনার ধর্ম সত্য কি না। -(মাযহারী, বগভী, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুইয়া)

আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব হঠকারিতাপূর্ণ দাবির উত্তরে বলা হয়েছে-

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا.

এখানে تَسْيِيْرِ جِبَالٌ বলে পাহাড়গুলোকে স্ব-স্থান থেকে হটানো, قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ বলে সংক্ষিপ্ত সময়ে লম্বা দূরত্ব অতিক্রম করা এবং كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى বলে মৃতদেরকে জীবিত করে কথা বলা বুঝানো হয়েছে। حَرْفِ شَرْطِ. لَوْ এর জওয়াব স্থানের ইঙ্গিতে উহ্য রয়েছে; অর্থাৎ لَمَّا اٰمَنُوْا যেমন কুরআনের অন্য এক জায়গায় এমনি বিষয়বস্তু এবং তার এরূপ জওয়াবই উল্লেখ করা হয়েছে-

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا.

অর্থ এই যে, যদি কুরআনের সাহায্যে তাদের এসব দাবি পূরণ করে দেওয়া হয়, তবুও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। কেননা তারা এসব দাবির পূর্বে এমন সব মু'জিযা প্রত্যক্ষ করেছে, যেগুলো তাদের প্রার্থিত মু'জিযার চাইতে অনেক উর্ধ্বে ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ইশারায় চন্দ্রের দ্বিখণ্ডিত হওয়া, পাহাড়ের স্ব স্থান থেকে সরে যাওয়া এবং বায়ুকে আজ্ঞাবহ করার চাইতে অনেক বেশি বিস্ময়কর। এমনিভাবে তাঁর হাতে নিষ্প্রাণ কঙ্করের কথা বলা এবং তসবীহ পাঠ করা কোনো মৃত ব্যক্তির জীবিত হয়ে কথা বলার চাইতে অধিকতর বিরাট মু'জিযা। শবে মে'রাজে মসজিদে আকসা, অতঃপর সেখান থেকে নভোমণ্ডলের সফর এবং সংক্ষিপ্ত সময়ে প্রত্যাবর্তন, বায়ুকে বশ করা সুলায়মানী তখতের অলৌকিকতার চাইতে অনেক মহান। কিন্তু জালেমরা এগুলো দেখার পরও বিশ্বাস স্থাপন করেনি। অতএব এসব দাবির পিছনেও তাদের নিয়ত যে টালবাহানা করা- কিছু মেনে নেওয়া ও করা নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মুশরিকদের এসব দাবির লক্ষ্য এটাই ছিল যে, তাদের দাবি পূরণ না করা হলে তারা বলবে। (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তা'আলাই এসব কাজ করার শক্তি রাখেন না, অথবা রাসূলের কথা আল্লাহর কাছে শ্রবণযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য নয়। এতে বুঝা যায় যে, তিনি আল্লাহর রাসূল নন। তাই অতঃপর বলা হয়েছে- بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا অর্থাৎ, ক্ষমতা সবটুকু আল্লাহ তা'আলারই। উদ্দেশ্য এই যে, উল্লিখিত দাবিগুলো পূরণ না করার কারণ এই যে, এগুলো আল্লাহর শক্তি বহির্ভূত; বরং বাস্তব সত্য এই যে, জগতের মঙ্গলামঙ্গল একমাত্র

তিনিই জানেন। তিনি স্বীয় রহস্যের কারণে এসব দাবি পূর্ণ করা সমীচীন মনে করেননি। কারণ দাবি উত্থাপনকারীদের হঠকারিতা ও বদ নিয়ত তাঁর জানা আছে। তিনি জানেন যে, এসব দাবি পূরণ করা হলেও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

أَفَلَمْ يَيْئَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ইমাম বগভী বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কেরাম মুশরিকদের এসব দাবি শুনে কামনা করতে থাকেন যে, মু'জেযা হিসেবে দাবিগুলো পূরণ করে দিলে ভালোই হয়। মক্কার সবাই মুসলমান হয়ে যাবে এবং ইসলাম শক্তিশালী হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থ এই যে, মুসলমানরা মুশরিকদের ছলচাতুরী ও হঠকারিতা দেখা ও জানা সত্ত্বেও কি এখন পর্যন্ত তাদের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়নি যে, এমন কামনা করতে শুরু করেছে? অথচ তারা জানে যে, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে সব মানুষকে এমন হেদায়েত দিতে পারেন যে, মুসলমান হওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকবে না। কিন্তু সবাইকে ইসলাম ও ঈমানে বাধ্য করা খোদায়ী রহস্যের অনুকূল নয়; খোদায়ী রহস্য এটাই যে, প্রত্যেকের নিজস্ব ক্ষমতা অটুট থাকুক এবং এ ক্ষমতাবলে ইসলাম গ্রহণ করুক অথবা কুফর অবলম্বন করুক।

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ

হযতর ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- قَارِعَة শব্দের অর্থ আপদ-বিপদ। আয়াতের অর্থ এই যে, মুশরিকদের দাবি দাওয়া পূরণ করার কারণ এই যে, তাদের বদনিয়ত ও হঠকারিতা জানা ছিল যে, পূরণ করলেও বিশ্বাস স্থাপন করবে না। তারা আল্লাহর কাছে দুনিয়াতেও আপদ বিপদে পতিত হওয়ার যোগ্য; যেমন মক্কাবাসীদের উপর কখনো দুর্ভিক্ষের, কখনো ইসলামী জেহাদ তথা বদর, ওহুদ ইত্যাদিতে হত্যা ও বন্দীত্বের বিপদ নাজিল হয়েছে। কারো উপর বজ্র পতিত হয়েছে এবং কেউ অন্য কোনো বালা মসিবতে আক্রান্ত হয়েছে أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ অর্থাৎ মাঝে মাঝে এমনও হবে যে, সরাসরি তাদের উপর বিপদ আসবে না; বরং তাদের নিকটবর্তী জনপদের উপর বিপদ আসবে যাতে তারা শিক্ষালাভ করে এবং নিজেদের কুপরিণামও দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।

حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ অর্থাৎ, আপদ বিপদের এ ধারা অব্যাহতই থাকবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা পূর্ণ না হয়ে যায়। কারণ আল্লাহর ওয়াদা কোনো সময় টলতে পারে না। ওয়াদা বলে এখানে মক্কা বিজয় বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার আপদ আসতে থাকবে। এমন কি, পরিশেষে মক্কা বিজিত হবে এবং তারা সবাই পরাজিত ও পর্যদুস্ত হয়ে যাবে।

আলোচ্য আয়াতে أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ বাক্য থেকে জানা যায় যে, কোনো সম্প্রদায় ও জনপদের আশেপাশে আজাব অথবা আপদ-বিপদ নাজিল হলে তাতে আল্লাহ তা'আলার এ রহস্যও নিহিত থাকে যে, পার্শ্ববর্তী জনপদগুলোও হুশিয়ার হয়ে যায় এবং অন্যের দুরবস্থা দেখে তারাও নিজেদের ক্রিয়াকর্ম সংশোধন করে নেয়। ফলে অন্যের আজাব তাদের জন্যে রহমত হয়ে যায়, নতুবা একদিন অন্যদের ন্যায় তারাও আজাবে পতিত হবে।

حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ অর্থাৎ, কাফের ও মুশরিকদের উপর দুনিয়াতেও বিভিন্ন প্রকার আজাব ও আপদ বিপদের ধারা অব্যাহতই থাকবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা পৌছে না যায়। কেননা আল্লাহ কখনো ওয়াদার খেলাফ করেন না।

ওয়াদার অর্থ এখানে মক্কা বিজয়। আল্লাহ তা'আলা এই ওয়াদা রসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে করে রেখেছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, পরিশেষে মক্কা বিজিত হয়ে কাফের ও মুশরিকরা পর্যদুস্ত হবেই; এর পূর্বেও অপরাধের কিছু কিছু সাজা তারা ভোগ করবে। ওয়াদার অর্থ এ স্থলে কিয়ামতও হতে পারে। এ ওয়াদা সব পয়গাম্বরের সাথে সব সময়ই করা আছে। ওয়াদাকৃত সে কিয়ামতের দিন প্রত্যেক কাফেরও অপরাধী কৃতকর্মের পুরোপুরি শাস্তি ভোগ করবে।

শব্দবিশ্লেষণ :

اَنَابَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنَابَةُ মূলবর্ণ (ن ـ و ـ ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– ফিরে আসা এবং তওবা করা।

طُوْبٰى : সুন্দর, ভালো অবস্থা, বেহেশতের একটি বৃক্ষের নাম। মাহমূদ আলূসি طُوْبٰى কে طَابَ -এর مصدر বলে ধারণা করেন। কারো মতে তা طَيِّبَةٌ -এর বহুবচন। যার অর্থ, পবিত্র এবং উত্তম। মাসদার হলেও অর্থ এবং ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে করা হয়েছে। ইবনে জারীর সেগুলো একত্র করেছেন। তিনি বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন– طُوْبٰى অর্থ– ঈর্ষাযোগ্য। কাতাদা বলেন, এর অর্থ সুন্দর। তাঁর অন্য মতে এর অর্থ মঙ্গল। ইমাম বুখারী (র.) বলেন, এর অর্থ হলো বিপুল মঙ্গল। সব কথার সারমর্ম হলো, طُوْبٰى মানে আনন্দঘন সুখের জীবন। কুরতুবি বলেন, জান্নাতের একটি বৃক্ষের নাম।

مَتَابِ : মূলত مَتَابِىْ ছিল। مَتَابِ মুযাফ, উহ্য ى যমীর واحد متكلم মুযাফ ইলাইহি। বাব نَصَرَ মূলবর্ণ (ت ـ و ـ ب) জিনস اجوف واوى অর্থ- ফিরে আসা।

اَمْلَيْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِمْلَاءُ মূলবর্ণ (م ـ ل ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ- ঢিল দেওয়া, অবকাশ দেওয়া।

عِقَابِ : مُفَاعَلَةٌ -এর মাসদার, অর্থ– আজাব, শাস্তি, আখেরাতের শাস্তি, দুনিয়ার শাস্তি।

هَادٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ অর্থ- পথ প্রদর্শন করা, হেদায়েত দেওয়া, রাস্তা দেখানো।

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ (٣٤)

৩৪. তাদের জন্য পার্থিব জীবনে [-ও] আজাব রয়েছে এবং আখেরাতের আজাব হতেও বহু গুণে কঠিন, আর আল্লাহ তা'আলা হতে তাদের কোনো রক্ষাকারী হবে না।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۗ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۗ اُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّظِلُّهَا ۗ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ۖ وَّعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ (٣٥)

৩৫. ধর্মপরায়ণ লোকদের প্রতি যে বেহেশতের অঙ্গীকার করা হয়েছে; তা এরূপ যে, তার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে, তার ফল এবং তার ছায়া চিরস্থায়ী থাকবে; তা-ই হবে ধর্মপরায়ণদের পরিণাম, আর কাফেরদের পরিণাম হবে দোজখ।

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ۗ قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ ۗ اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ (٣٦)

৩৬. আর যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি, তারা তার [কুরআনের] প্রতি আনন্দিত হয়েছে যা আপনার প্রতি নাজিল করা হয়েছে, আর তাদের দলে কতিপয় এমন লোক রয়েছে যারা তার কিছু অংশকে অস্বীকার করে, আপনি বলুন, আমার প্রতি কেবল এ আদেশ হয়েছে যে, আমি যেন আল্লাহর ইবাদত করি এবং কাউকেও তাঁর অংশী সাব্যস্ত না করি, আমি আল্লাহরই দিকে আহ্বান করি, আর তাঁরই দিকে আমাকে যেতে হবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৪. لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا তাদের জন্য পার্থিব জীবনেও আজাব রয়েছে وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ এবং আখেরাতের আজাব তা হতেও বহু কঠিন وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ আর আল্লাহ তা'আলা হতে তাদের কোনো রক্ষাকারী হবে না।

৩৫. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ধর্মপরায়ণ লোকদের প্রতি যেই জান্নাতের অঙ্গীকার করা হয়েছে তা এরূপ যে تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ তার নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে اُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّظِلُّهَا তার ফল এবং তার ছায়া চিরস্থায়ী থাকবে تِلْكَ الْعُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا এটাই হবে ধর্মপরায়ণদের পরিণাম وَعُقْبَى الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ আর কাফেরদের পরিণাম হবে দোজখ।

৩৬. وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ আর যাদেরকে আমি কিতাব প্রদান করেছি يَفْرَحُوْنَ তারা তার (কুরআনের) প্রতি আনন্দিত হয়েছে بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ যা আপনার প্রতি নাজিল করা হয়েছে وَمِنَ الْاَحْزَابِ আর তাদের দলের কতিপয় এমন লোক রয়েছে مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ যারা তার কিছু অংশকে অস্বীকার করে قُلْ আপনি বলুন اِنَّمَآ اُمِرْتُ আমার প্রতি কেবল এ আদেশ হয়েছে যে, اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ আমি যেন আল্লাহর ইবাদত করি وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ এবং কাউকেও তার সাথে অংশী সাব্যস্ত না করি اِلَيْهِ اَدْعُوْا আমি আল্লাহরই দিকে আহ্বান করি وَاِلَيْهِ مَاٰبِ আর তাঁরই দিকে আমাকে যেতে হবে।

৩৭. আর এরূপেই আমি এটাকে অবতীর্ণ করেছি একটি বিশেষ বিধানরূপে– আরবি ভাষায়, আর যদি আপনি তাদের প্রবৃত্তিজাত কল্পনাসমূহের অনুসরণ করতে থাকেন, আপনার নিকট জ্ঞান পৌঁছার পর, তবে আল্লাহর মোকাবিলায় আপনার না কোনো সহায় হবে, আর না কোনো রক্ষাকারী।	وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ (٣٧)
৩৮. আর নিশ্চয় আমি আপনার পূর্বেও বহু রাসূল প্রেরণ করেছি এবং আমি তাদেরকে স্ত্রী এবং সন্তানাদিও দিয়েছি; আর এটা কোনো রাসূলের ক্ষমতাধীন নয় যে, একটি আয়াতও আল্লাহর আদেশ ব্যতীত আনতে পারে; প্রত্যেক কালের জন্য বিশেষ আহকাম হয়।	وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ (٣٨)
৩৯. আল্লাহ যে হুকুমকে ইচ্ছা রহিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা বহাল রাখেন; আর মূল কিতাব তাঁরই নিকট রয়েছে।	يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۚ وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ (٣٩)
৪০. আর আমি তাদের সাথে যার ওয়াদা করছি, যদি তার কিছুও আপনাকে দেখিয়ে দেই, কিংবা [তৎপূর্বে] আপনার মৃত্যু ঘটাই, বস্তুত আপনার জিম্মায় তো কেবল [হুকুম] পৌঁছানো, আর হিসাব নেওয়া আমার কাজ।	وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (٤٠)

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৭. وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ আর এরূপেই একে আমি অবতীর্ণ করেছি حُكْمًا عَرَبِيًّا একটি বিশেষ বিধানরূপে আরবি ভাষায় وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ আর যদি আপনি তাদের প্রবৃত্তিজাত কল্পনাসমূহের অনুসরণ করতে থাকেন بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ আপনার কিট জ্ঞান পৌঁছাবার পর مَالَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَاوَاقٍ তবে আল্লাহর মোকাবিলায় আপনার না কোনো সহায়ক হবে আর না কোনো রক্ষাকারী।

৩৮. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا আর নিশ্চয় আমি বহু পয়গম্বর প্রেরণ করেছি مِنْ قَبْلِكَ আপনার পূর্বেও وَجَعَلْنَا لَهُمْ এবং আমি তাদেরকে দিয়েছি اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً স্ত্রী এবং সন্তানাদিও وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ আর এটা কোনো রাসূলের ক্ষমতাধীন নয় যে اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ একটি আয়াত ও আল্লাহর আদেশ ব্যতীত আনতে পারে لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ প্রত্যেক কালের জন্য বিশেষ আহকাম রয়েছে।

৩৯. يَمْحُو اللّٰهُ مَايَشَآءُ আল্লাহ যে হুকুমকে ইচ্ছা রহিত করেন وَيُثْبِتُ এবং যাকে ইচ্ছা বহাল রাখেন وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ আর মূল কিতাব তারই নিকট রয়েছে।

৪০. وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ আর যদি আপনাকে দেখাই بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ আমি তাদের সাথে যার ওয়াদা করেছি তার কিছু اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ কিংবা (তৎপূর্বে) আপনার মৃত্যু ঘটাই فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ বস্তুতঃ আপনার জিম্মায় তো কেবল হুকুম পৌঁছানো وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ আর হিসাব নেওয়া আমার কাজ।

৪১. তারা কি তা দেখে না যে, আমি ভূমিকে অনবরত চতুর্দিক হতে কমিয়ে আনছি, আর আল্লাহ তা'আলা হুকুম জারি করেন, তাঁর হুকুম টলাবার কেউ নেই এবং তিনি অতি ত্বরিত হিসাব গ্রহণকারী।	اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ؕ وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ ؕ وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ (٤١)
৪২. আর তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা [-ও] তদবীর করেছে, বস্তুত আসল তদবীর তো আল্লাহরই; তিনি সকল বিষয় অবগত থাকেন, প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু করে। আর এ কাফেররা অতি শীঘ্র জানতে পারবে যে, পরকালে শুভ পরিণাম কার জন্য রয়েছে।	وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا ؕ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ؕ وَسَيَعْلَمُ الْكُفّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ (٤٢)
৪৩. আর এ কাফেররা এরূপ বলছে যে, আপনি রাসূল নন; আপনি বলে দিন, আমার ও তোমাদের মধ্যস্থলে আল্লাহ তা'আলাই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট, আর সে ব্যক্তিও যার নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে।	وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَسْتَ مُرْسَلًا ؕ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًاۢ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ ۙ وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ (٤٣)

শাব্দিক অনুবাদ :

৪১. اَوَلَمْ يَرَوْا তারা কি দেখে না اَنَّا نَاْتِى الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا আমি ভূমিকে কমিয়ে আনছি مِنْ اَطْرَافِهَا চতুর্দিক হতে وَاللّٰهُ আর আল্লাহ يَحْكُمُ আদেশ করেন لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهٖ তাঁর হুকুম টলাবার কেউ নেই وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ আর তিনি ত্বরিত হিসাব গ্রহণকারী।

৪২. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ আর তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও তদবির করেছিল فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيْعًا বস্তুতঃ আসল তদবির তো আল্লাহরই يَعْلَمُ তিনি সকল বিষয় অবগত থাকেন مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু করে وَسَيَعْلَمُ الْكُفّٰرُ আর এ কাফেররা অতিশীঘ্র জানতে পারবে যে لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ পরকালে শুভ পরিণাম কার জন্য রয়েছে।

৪৩. وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর এ কাফেররা এরূপ বলছে যে لَسْتَ مُرْسَلًا আপনি রাসূল নন قُلْ আপনি বলে দিন كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًاۢ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ আমার ও তোমাদের মধ্যস্থলে আল্লাহ তা'আলাই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট وَمَنْ عِنْدَهٗ عِلْمُ الْكِتٰبِ আর সেই ব্যক্তিও যার নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ؕ قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ ؕ اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ.

শানে নুযূল : আল্লামা মাওয়ার্দী (র.) -এর মতানুসারে আলোচ্য আয়াত আহলে কিতাব থেকে যারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন, তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লামা জমখশারী (র.) বলেন যে, ইয়াহুদ সম্প্রদায় থেকে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে যথা- আব্দুল্লাহ বিন সালাম, কা'আব ও তাদের সঙ্গি সাথি। আর নাসারাদের থেকে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কারী ৮০ পুরুষ। চল্লিশজন নাজরান বাসী, ইয়েমেনের ৮জন এবং আবি সিনিয়ার অধিবাসী ৩২ জন, এ সকল ব্যক্তিগণের চারিত্রিক গুণাবলি সম্বলিত আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -(বাহরে মুহীত্ব ৩৮৬/ ৩)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ أَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ.

শানে নুযূল : কালবী বলেন, ইহুদি সম্প্রদায় রাসূল ﷺ-কে হেয় করার উদ্দেশ্যেই বলত যে, আমরা এ ব্যক্তির অধিক নারী লোভ ছাড়া অন্য কিছু তার মাঝে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ ব্যক্তি যদি নবী হতেন, তাহলে তিনি স্ত্রীদের পরিবর্তে নবুয়তের কাজে নিমগ্ন থাকতেন। তাদের এহেন বিভ্রান্তিকর ভাবধারার জবাবে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করে বলেন যে, তাঁর পূর্ববর্তী সকল নবীগণই স্ত্রী ও সন্তান সন্ততির অধিকারী ছিলেন। তারাও নিজেদের ইচ্ছামতোই কোনো মু'জিযা প্রকাশ করতে পারেননি। -(বাহরে মুহীত ৫/ ৩৮৩, জালালাইন)

নবী-রাসূল সম্পর্কে কাফের ও মুশরিকদের একটি সাধারণ ধারণা ছিল এই যে, তাদের মানুষ নয় বরং ফেরেশতা হওয়া দরকার। ফলে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকবে। কুরআন পাক তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার জওয়াব একাধিক আয়াতে দিয়েছে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- আমি তো রোজাও রাখি এবং রোজা ছাড়াও থাকি; অর্থাৎ, আমি এমন নই যে, সব সময়ই রোজা রাখব। তিনি আরো বলেন- আমি রাত্রিতে নিদ্রাও যাই এবং নামাজের জন্য দণ্ডায়মানও হই; (অর্থাৎ, এমন নই যে, সারারাত কেবল নামাজই পড়ব) এবং মাংসও ভক্ষণ করি এবং নারীদেরকে বিবাহও করি। যে ব্যক্তি আমার এ সুন্নতকে আপত্তিকর মনে করে, সে মুসলমান নয়। وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ أَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ। অর্থাৎ, কোনো রাসূলের এ ক্ষমতা নেই যে, সে আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া একটি আয়াতও নিজে আনতে পারেন।

কাফের ও মুশরিকরা সদাসর্বদা যেসব দাবি পয়গাম্বরদের সামনে করে এসেছে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সামনেও সমসাময়িক মুশরিকরা যেসব দাবি করেছে, তন্মধ্যে দু'টি দাবি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। **এক.** আল্লাহর কিতাবে আমাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী বিধি-বিধান অবতীর্ণ হোক। যেমন সূরা ইউনুসে তাদের এ আবেদন উল্লেখিত আছে যে, اِئْتِ بِقُرْاٰنٍ غَيْرِ هٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ অর্থাৎ, আপনি বর্তমান কুরআনের পরিবর্তে সম্পূর্ণ ভিন্ন কুরআন আনুন, যাতে আমাদের প্রতিমাসমূহের উপাসনা নিষিদ্ধ করা না হয় অথবা আপনি নিজেই এর আনীত বিধি-বিধান পরিবর্তন করে দিন- আজাবের জায়গায় রহমত এবং হারামের জায়গায় হালাল করে দিন।

দুই. পয়গাম্বরদের সুস্পষ্ট মু'জিযা দেখা সত্ত্বেও নতুন নতুন মু'জিযা দাবি করে বলা যে, অমুক ধরনের মু'জিযা দেখালে আমরা মুসলমান হয়ে যাব। কুরআন পাকের উপরিউক্ত বাক্যে اٰيَة শব্দ দ্বারা উভয় অর্থই হতে পারে। কারণ কুরআনের পরিভাষায় কুরআনের আয়াতকেও আয়াত বলা হয় এবং মু'জিযাকেও। এ কারণেই 'এ আয়াত' শব্দের ব্যাখ্যায় কোনো কোনো তফসীরবিদ কুরআনী আয়াত অর্থ ধরে উদ্দেশ্য এরূপ ব্যক্ত করেছেন যে, কোনো পয়গাম্বরের এরূপ ক্ষমতা নেই যে, নিজের পক্ষ থেকে কোনো আয়াত তৈরি করে নেবেন। কেউ কেউ এ আয়াতের অর্থ মু'জিযা ধরে ব্যাখ্যা করেছেন যে, কোনো রাসূল ও নবীকে আল্লাহ তা'আলা এরূপ ক্ষমতা দেননি যে, যখন ইচ্ছা, যে ধরনের ইচ্ছা মু'জিযা প্রকাশ করেন। তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে عُمُوْم مَجَاز -এর ফায়দা অনুযায়ী এখানে উভয়বিধ অর্থ হতে পারে এবং উভয় তাফসীর বিশুদ্ধ হতে পারে।

এ দিক দিয়ে আলোচ্য আয়াতের সার বিষয়বস্তু এই যে, আমার রাসূলের কাছে কুরআনি আয়াত পরিবর্তন করার দাবি অন্যায় ও ভ্রান্ত। আমি কোনো রাসূলকে এরূপ ক্ষমতা দেইনি। এমনিভাবে কোনো বিশেষ ধরনের মু'জিযা দাবি করাও নবুয়তের স্বরূপ-সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক। কেননা কোনো নবী ও রাসূলের এরূপ ক্ষমতা থাকে না যে, লোকদের খাহেশ অনুযায়ী মু'জেযা প্রদর্শন করবেন।

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ এখানে أَجَلٍ শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট সময় ও মেয়াদ, كِتَابٌ শব্দটি এখানে ধাতু। এর অর্থ লিখা। বাক্যের অর্থ এই যে, প্রত্যেক বস্তুর মেয়াদ ও পরিমাণ আল্লাহ তা'আলার কাছে লিখিত আছে। তিনি সৃষ্টির সূচনালগ্নে লিখে দিয়েছেন যে, অমুক ব্যক্তি অমুক সময়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং এতদিন জীবিত থাকবে। কোথায় কোথায় যাবে, কি কি কাজ করবে এবং কখন ও কোথায় মরবে, তাও লিখিত আছে।

এমনিভাবে একথাও লিখিত আছে যে, অমুক যুগে অমুক পয়গাম্বরের প্রতি কি ওহী এবং কি কি বিধি বিধান অবতীর্ণ হবে। কেননা প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক জাতির উপযোগী বিধি বিধান আসতে থাকাই যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়ানুগ। আরো লিখিত আছে যে, অমুক পয়গাম্বর দ্বারা অমুক সময়ে এই মু'জিযা প্রকাশ পাবে।

তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এরূপ দাবি করা যে, অমুক ধরনের বিধি বিধান পরিবর্তন করানো অথবা অমুক ধরনের মু'জিযা দেখানো- এটি একটি হঠকারিতাপূর্ণ ও ভ্রান্ত দাবি, যা রেসালাত ও নবুয়তের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞতার উপর ভিত্তিশীল।

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗۤ اُمُّ الْكِتٰبِ এখানে اُمُّ الْكِتٰبِ-এর শাব্দিক অর্থ মূলগ্রন্থ। এতে লওহে মাহফূয বুঝানো হয়েছে, যাতে কোনোরূপ পরিবর্তন পরিবর্ধন হতে পারে না।

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি ও অসীম রহস্য জ্ঞান দ্বারা যে বিষয়কে ইচ্ছা নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং যে বিষয়কে ইচ্ছা বহাল ও বিদ্যমান রাখেন। এরপর যা কিছু হয়, তা আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত থাকে। এর উপর কারো কোনো ক্ষমতা চলে না এবং তাতে হ্রাসবৃদ্ধিও হতে পারে না।

সুফিয়ান ছাওরী, ওয়াকী প্রমুখ তাফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ আয়াতের ভিন্ন তাফসীর বর্ণনা করেছেন। তাতে আয়াতের বিষয়বস্তুকে ভাগ্যলিপির সাথে সম্পর্কযুক্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সৃষ্টজীবের ভাগ্য তথা প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স, সারা জীবনের রিজিক, সুখ কিংবা বিপদ এবং এসব বিষয়ের পরিমাণ আল্লাহ তা'আলা সূচনালগ্নে সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অতঃপর সন্তান জন্মগ্রহণের সময় ফেরেশতাদেরকেও লিখিয়ে দেওয়া হয় এবং প্রতি বছর শবে কদরে এ বছরের ব্যাপারাদির তালিকা ফেরেশতাদেরকে সোপর্দ করা হয়।

মোটকথা হলো– প্রত্যেক সৃষ্টজীবের বয়স, রিজিক, গতিবিধি ইত্যাদি সব নির্ধারিত ও লিপিবদ্ধ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ ভাগ্যলিপি থেকে যতটুকু ইচ্ছা বাদ দেন এবং যতটুকু ইচ্ছা বহাল রাখেন। وَعِنْدَهٗۤ اُمُّ الْكِتٰبِ অর্থাৎ, মিটানো ও বহাল রাখার পর যে মূলগ্রন্থ অবশেষে কার্যকর হয়, তা আল্লাহর কাছে রয়েছে। এতে কোনো পরিবর্তন হতে পারে না।

এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা কারো ভাগ্যলিপিতে যে বয়স, রিজিক ইত্যাদি লিখে দিয়েছেন, তা কোনো কর্মের দরুন কম অথবা বেশি হতে পারে এবং দোয়ার কারণেও তা পরিবর্তিত হতে পারে।

আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, ভাগ্যলিপিতে বয়স, রিজিক, বিপদ অথবা সুখ ইত্যাদিতে কোন কর্ম অথবা দোয়ার কারণে যে পরিবর্তন হয়, তা ঐ ভাগ্যলিপিতে হয়, যা ফেরেশতাদের হাতে অথবা জ্ঞানে থাকে। এতে কোনো সময় কোন নির্দেশ বিশেষ শর্তের সাথে সংযুক্ত থাকে। শর্তটি পাওয়া না গেলে নির্দেশটিও বাকি থাকে না। এ শর্তটি কোনো সময় লিখিত আকারে ফেরেশতাদের জ্ঞানে থাকে এবং কোনো সময় অলিখিত আকারে শুধু আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে থাকে। ফলে নির্দেশটি যখন পরিবর্তন করা হয়, তখন সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। এ ভাগ্যকে 'মুআল্লাক' (ঝুলন্ত) বলা হয়। আলোচ্য আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী এতে 'মিটানো' ও বাকি রাখা'র কাজ অব্যাহত থাকে। কিন্তু আয়াতের শেষ বাক্য وَعِنْدَهٗۤ اُمُّ الْكِتٰبِ ব্যক্ত করেছে যে, 'মুআল্লাক ভাগ্য' ছাড়া একটি 'মুবরাম' (চূড়ান্ত) ভাগ্য আছে, যা মূলগ্রন্থে লিখিত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার কাছে রয়েছে তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জানার জন্যেই। এতে ঐসব বিধান লিখিত হয়, যেগুলো কর্মও দোয়ার শর্তের পর সর্বশেষ ফলাফল হয়ে থাকে। এ জন্যেই এটা মিটানো ও বহাল রাখা এবং হ্রাস বৃদ্ধি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। –(ইবনে কাছীর)

وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, ইসলাম চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবে এবং কুফর ও কাফেররা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। আল্লাহর এ ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। কিন্তু আপনি এরূপ চিন্তা করবেন না যে, এ বিজয় কবে হবে। সম্ভবতঃ আপনার জীবদ্দশাতেই হবে এবং এটাই সম্ভব যে, আপনার ওফাতের পরে হবে। আপনার মানসিক প্রশান্তির জন্য তো এটাই যথেষ্ট যে, আপনি অহরহ দেখছেন, আমি কাফেরদের ভূ-খণ্ড চতুর্দিক থেকে সঙ্কুচিত করে দিচ্ছি; অর্থাৎ, এসব দিক মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে তাদের অধিকৃত এলাকা হ্রাস পাচ্ছে। এভাবে একদিন এ বিজয় চূড়ান্ত রূপ লাভ করবে। নির্দেশ আল্লাহর হাতেই। তাঁর নির্দেশ খণ্ডনকারী কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

শব্দবিশ্লেষণ :

وَاقٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَقَايَةُ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– রক্ষাকারী, হেফাজতকারী।

لَامُعَقِّبَ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّعْقِيْبُ মূলবর্ণ (ع ـ ق ـ ب) জিনস صحيح অর্থ- প্রতিহতকারী।

سُوْرَةُ اِبْرٰهِيْمَ

সূরা ইবরাহীম

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-৫২, রুকূ'-৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আলিফ-লাম-রা। এটা একটি কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি, যেন, আপনি বের করে আনেন সমস্ত মানুষকে তাদের প্রভুর আদেশে অন্ধকার হতে আলোর দিকে, অর্থাৎ পরাক্রান্ত, প্রশংসাভাজন আল্লাহ তা'আলার পথের দিকে।	الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ (١)
২. যিনি এমন আল্লাহ, তাঁরই জন্য রয়েছে; যা কিছু আসমানসমূহে আছে এবং যা কিছু জমিনে আছে; আর সে কাফেরদের বড়ই দুর্গতি অর্থাৎ বড় কঠিন আজাব হবে।	اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ۙ (٢)
৩. যারা প্রাধান্য দেয় পার্থিব জীবনকে পরকালের উপর এবং আল্লাহ তা'আলার পথ হতে বিরত রাখে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করতে থাকে, এরাই ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।	الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ۗ اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ (٣)

শাব্দিক অনুবাদ :

১. الٓرٰ আলিফ-লাম-রা كِتٰبٌ এটা একটি কিতাব اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ যা আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি لِتُخْرِجَ النَّاسَ যেন আপনি বের করে আনেন সমস্ত মানুষকে مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ অন্ধকার হতে আলোর দিকে بِاِذْنِ رَبِّهِمْ তাদের প্রভুর আদেশে اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ পরাক্রান্ত প্রশংসাভাজন আল্লাহ তা'আলার পথের দিকে।

২. اللّٰهِ الَّذِىْ যিনি এমন আল্লাহ لَهٗ তারই জন্য রয়েছে مَا فِى السَّمٰوٰتِ যা কিছু আসমান সমূহে আছে وَمَا فِى الْاَرْضِ এবং যা কিছু জমিনে আছে وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ আর সেই কাফেরদের বড়ই দুর্গতি مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ বড় কঠিন আজাব হবে।

৩. الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ যারা প্রাধান্য দেয় الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনকে عَلَى الْاٰخِرَةِ পরকালের উপর وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এবং আল্লাহ তা'আলার পথ হতে বিরত রাখে وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করতে থাকে اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ এরাই ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ؕ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (٤)

৪. আর আমি সমস্ত রাসূলকে তাঁদেরই স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, যেন তাদের নিকট [আল্লাহর বিধানসমূহ] বর্ণনা করতে পারেন; অনন্তর আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ দেখান, আর তিনি প্রভাবশালী, প্রজ্ঞাময়।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ (٥)

৫. আর আমি মূসাকে নিজ নিদর্শনসমূহ দিয়ে প্রেরণ করেছি, তুমি নিজ কওমকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে আনয়ন কর এবং তাদেরকে আল্লাহর [নিয়ামত ও আজাব সংক্রান্ত] ব্যবহারসমূহ স্মরণ করিয়ে দাও; নিঃসন্দেহে তাতে উপদেশসমূহ রয়েছে; প্রত্যেক ধৈর্যশীল, শুকরগুজার লোকদের জন্য।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪. وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ আর আমি সমস্ত পয়গাম্বরকে তাদেরই কওমের ভাষায় পয়গাম্বর করে পাঠিয়েছি لِيُبَيِّنَ لَهُمْ যেন তাদের নিকট (আল্লাহর বিধানসমূহ) বর্ণনা করতে পারেন فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ অনন্তর আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ এবং যাকে ইচ্ছা পথ দেখান وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ আর তিনি প্রভাবশালী, প্রজ্ঞাময়।

৫. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى আমি মূসাকে প্রেরণ করেছি بِاٰيٰتِنَآ নিজ নিদর্শনসমূহ দিয়ে اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ তুমি নিজ কওমকে আনয়ন কর مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ অন্ধকার হতে আলোর দিকে وَذَكِّرْهُمْ আর তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিন بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ আল্লাহর (নিয়ামত ও আজাব সংক্রান্ত) ব্যবহারসমূহ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ নিঃসন্দেহে তাতে উপদেশসমূহ রয়েছে لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ প্রত্যেক ধৈর্যশীল, শোকরগুজার লোকদের জন্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা ও তার বিষয়বস্তু : এটা কুরআন পাকের চতুর্দশতম সূরা- 'সূরা ইবরাহীম'। এটা মক্কায়, হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। কতিপয় আয়াত সম্পর্কে মতভেদ আছে যে, মক্কায়, হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ, না মদিনায় অবতীর্ণ।

এ সূরার শুরুতে রেসালাত, নবুয়ত ও এসবের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে।

الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ ব্যাকরণের দিক দিয়ে একে। هٰذَا -এর خَبَرٌ -এর সাব্যস্ত করে এরূপ অর্থ নেওয়াই অধিক স্পষ্ট যে, এটা ঐ গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। এতে অবতীর্ণ করার কাজটি আল্লাহর দিক সম্পৃক্ত করা এবং সম্বোধন রসূলুল্লাহ ﷺ এর দিকে করার মধ্যে দু'টি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এক. এ গ্রন্থটি অত্যন্ত মহান। কারণ একে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেছেন। দুই. রসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কারণ তিনি এ গ্রন্থের প্রথম সম্বোধিত ব্যক্তি।

لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ এখানে نَاسٌ শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ। এতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল যুগের মানুষই বুঝানো হয়েছে। ظُلُمٰتٌ শব্দটি ظُلْمَةٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ অন্ধকার। এখানে ظُلُمٰتٌ বলে কুফর শিরক ও মন্দকর্মের অন্ধকারসমূহ এবং نُوْرٌ বলে ঈমানের আলো বুঝানো হয়েছে। এজন্যই ظُلُمٰتٌ শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা কুফর ও শিরকের প্রকার অনেক। অমনিভাবে মন্দ কর্মের

সংখ্যাও গণনার বাইরে। পক্ষান্তরে نُوْر শব্দটি একবচনে আনা হয়েছে। কেননা ঈমান ও সত্য এক। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি এ গ্রন্থ এজন্যে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি এর সাহায্যে বিশ্বের মানুষকে কুফর, শিরক ও মন্দ কর্মের অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের পালনকর্তার আদেশক্রমে ঈমান ও সত্যের আলোর দিকে আনয়ন করেন। এখানে رَبّ শব্দটি প্রয়োগ করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, গ্রন্থ ও পয়গাম্বরের সাহায্যে সর্বস্তরের মানুষকে অন্ধকার থেকে মুক্তি দেওয়া– আল্লাহ তা'আলার এ অনুগ্রহের একমাত্র কারণ হচ্ছে ঐ কৃপা ও মেহেরবানি, যা মানব জাতির স্রষ্টা ও প্রভু-প্রতিপালকত্বের কারণে মানবজাতির প্রতি নিয়োজিত করে রেখেছেন।

اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ এ আয়াতের শুরুতে যে অন্ধকার ও আলোর উল্লেখ করা হয়েছিল, বলাবাহুল্য, তা ঐ অন্ধকার ও আলো নয়, যা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায়। তাই তা ফুটিয়ে তোলার জন্য এ বাক্যে বলা হয়েছে যে, ঐ আলো হচ্ছে আল্লাহর পথ। এ পথে যারা চলে, তারা অন্ধকারে চলাচলকারীর অনুরূপ পথভ্রান্ত হয় না, হোঁচট খায় না এবং গন্তব্যস্থলে পৌছতে বিফল মনোরথ হয় না। আল্লাহর পথ বলে ঐ পথ বুঝানো হয়েছে, যেপথে চলে মানুষ আল্লাহ পর্যন্ত পৌছতে পারে এবং তাঁর সন্তুষ্টির মর্যাদা অর্জন করতে পারে।

এ স্থলে আল্লাহ শব্দটির পরে এবং তাঁর আগে তাঁর দু'টি গুণবাচক নাম عَزِيْز ও حَمِيْد উল্লেখ করা হয়েছে عَزِيْز শব্দের অর্থ শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত এবং حَمِيْد শব্দের অর্থ ঐ সত্তা, যিনি প্রশংসার যোগ্য। এ দু'টি গুণবাচক শব্দকে আসল নামের পূর্বে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ পথ পথিককে যে সত্তার দিকে নিয়ে যায়, তিনি পরাক্রান্তও এবং প্রশংসার যোগ্য। ফলে এ পথের পথিক কোথাও হোঁচট খাবে না এবং তার প্রচেষ্টা বিফলে যাবে না; বরং তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌছা সুনিশ্চিত। শর্ত এই যে, এ পথ ছাড়তে পারবে না।

আল্লাহ তা'আলার এ দু'টি গুণ আগে উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে– اَللّٰهُ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ। অর্থাৎ তিনি ঐ সত্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবকিছুর স্রষ্টা ও মালিক। এতে কোনো অংশীদার নেই। وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ : ويل শব্দের অর্থ কঠোর শাস্তি ও বিপর্যয়। অর্থ এই যে, যারা কুরআনরূপী নিয়ামত অস্বীকার করে এবং অন্ধকারেই থাকতে পছন্দ করে, তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস ও বরবাদী, ঐ কঠোর আজাবের কারণে যা তাদের উপর আপতিত হবে।

সারকথা : আয়াতের সারমর্ম এই যে, সব মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আল্লাহর পথের আলোতে আনার জন্য কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু যে হতভাগা কুরআনকেই অস্বীকার করে, সে নিজেই নিজেকে আজাবে নিক্ষেপ করে। কুরআন যে আল্লাহর কালাম, যারা এ বিষয়টিই স্বীকার করে না, তারা তো নিশ্চিতরূপেই উপরিউক্ত সাবধানবাণীর লক্ষ্য; কিন্তু যারা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অস্বীকার করে না, তবে কার্যক্ষেত্রে কুরআনকে ত্যাগ করে বসেছে– তেলাওয়াতের সাথেও কোনো সম্পর্ক রাখে না এবং বুঝা ও তা মেনে চলার প্রতিও ভ্রূক্ষেপও করে না, তারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সাবধানবাণীর আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়।

اَلَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ.

এ আয়াতে কুরআনে অবিশ্বাসী কাফেরদের তিনটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। (এক) তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের তুলনায় অধিক পছন্দ করে এবং অগ্রাধিকার দেয়। এজন্যেই পার্থিব লাভ বা আরামের খাতিরে পরকালের ক্ষতি স্বীকার করে নেয়। এতে তাদের রোগ নির্ণয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা কেন কুরআনের সুস্পষ্ট মু'জিযা দেখা সত্ত্বেও একে অস্বীকার করে? কারণ এই যে, দুনিয়ার বর্তমান জীবনের ভালোবাসা তাদেরকে পরকালের ব্যাপারে অন্ধ করে রেখেছে। তাই তারা অন্ধকারকেই পছন্দ করে এবং আলোর দিকে আসার কোনো আগ্রহ রাখে না।

দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, তারা নিজেরা তো অন্ধকারে থাকা পছন্দ করেই; তদুপরি সর্বনাশের কথা এই যে, নিজেদের ভ্রান্তি ঢাকা দেওয়ার জন্যে অন্যদেরকেও আলোর মহাসড়ক অর্থাৎ আল্লাহর পথে চলতে বাধা দান করে।

কুরআন বুঝার ব্যাপারে কোনো কোনো ভ্রান্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ : তৃতীয় অবস্থা وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। এর অর্থ দ্বিবিধ হতে পারে। **এক.** তারা স্বীয় মন্দ বাসনা ও মন্দ কর্মের কারণে এ চিন্তায় মগ্ন

থাকে যে, আল্লাহর উজ্জ্বল ও সরল পথে কোনো বক্রতা ও দোষ দৃষ্টিগোচর হলেই তার আপত্তি ও ভর্ৎসনা করার সুযোগ পাবে। ইবনে কাছীর এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

দুই. তারা এরূপ খোঁজাখুঁজিতে লেগে থাকে যে, আল্লাহর পথে অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের কোনো বিষয়বস্তু তাদের চিন্তাধারা ও মনোবৃত্তির অনুকূলে পাওয়া যায় কি না, যেন সেটাকে তারা নিজেদের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে পেশ করতে পারবে, তাফসীরে কুরতুবীতে এ অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। আজকাল অসংখ্য পণ্ডিত ব্যক্তি এ ব্যাধিতে আক্রান্ত। তারা মনে মনে একটি চিন্তাধারা কখনো ভ্রান্তিবশতঃ এবং কখনো বিজাতীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে গড়ে নেয়। এরপর কুরআন ও হাদীসে এর সমর্থন তালাশ করে। কোথাও কোনো শব্দ এ চিন্তাধারার অনুকূলে দৃষ্টিগোচর হলেই একে নিজেদের পক্ষে কুরআনি প্রমাণ মনে করে। অথচ এ কর্মপন্থাটি নীতিগতভাবেই ভ্রান্ত। কেননা, মুমিনের কাজ হলো নিজস্ব চিন্তাধারা ও মনোবৃত্তি থেকে মুক্ত মন নিয়ে কুরআন ও হাদীসকে দেখা। এরপর এগুলো থেকে সুস্পষ্টভাবে যা প্রমাণিত হয়, সেটাকে নিজের মতবাদ সাব্যস্ত করা।

أُولَـٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ : উপরে যেসব কাফেরদের তিনটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, এ বাক্যে তাদেরই অশুভ পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, তারা পথভ্রষ্টতায় এতদূর পৌঁছে গেছে যে, সেখান থেকে সৎ পথে ফিরে আসা তাদের পক্ষে কঠিন।

আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.) থেকে জগতে মানব-বসতি শুরু করেছেন এবং তাঁকেই মানব জাতির সর্বপ্রথম নবী ও পয়গাম্বর মনোনীত করেন। এরপর পৃথিবীর জনসংখ্যা যতই বৃদ্ধি পেয়েছে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন পয়গাম্বরের মাধ্যমে হেদায়েতও পথ-প্রদর্শনের ব্যবস্থা ততই সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রত্যেক যুগ ও জাতির অবস্থার উপযোগী বিধি-বিধান ও শরিয়ত অবতীর্ণ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মানব জগতের ক্রমঃবিকাশ যখন পূর্ণত্বের স্তরে উপনীত হয়েছে, তখন সাইয়্যেদুল আওয়ালীন ওয়াল-আখিরীন, ইমামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ -কে সমগ্র বিশ্বের জন্য রাসূলরূপে প্রেরণ করা হয়েছে। তাঁকে যে গ্রন্থ ও শরিয়ত দান করা হয়েছে, তাঁকে সমগ্র বিশ্ব এবং কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে।

কুরআন আরবি ভাষায় কেন? এখন প্রশ্ন হয় যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতি প্রেরিত রাসূল তাদেরই ভাষাভাষী ছিলেন। ফলে তাদেরকে অনুবাদের শ্রম স্বীকার করতে হয়নি। শেষ পয়গাম্বরের বেলায় এরূপ হলো না কেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শুধু আরবেই কেন আরবি ভাষা দিয়ে প্রেরণ করা হলো এবং তাঁর গ্রন্থ কুরআনও আরবি ভাষায়ই কেন নাজিল হলো? একটু চিন্তা-ভাবনা করলেই এর উত্তর পরিষ্কার হবে। বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে শত শত ভাষা প্রচলিত হয়েছে এমতাবস্থায় সবাইকে হেদায়েত করার দু'টি মাত্র উপায় সম্ভবপর ছিল। এক. প্রত্যেক জাতির ভাষায় পৃথক পৃথক কুরআন অবতীর্ণ হওয়া এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষাও তদ্রূপ প্রত্যেক জাতির ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন হওয়া। আল্লাহর অপার শক্তির সামনে এরূপ ব্যবস্থাপনা মোটেই কঠিন ছিল না; কিন্তু সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য এক রাসূল এক গ্রন্থ, এক শরিয়ত প্রেরণ করার মাধ্যমে তাদের মধ্যে হাজারো মতবিরোধ সত্ত্বেও ধর্মীয়, চারিত্রিক ও সামাজিক ঐক্য ও সংহতি স্থাপনের যে মহান লক্ষ্য অর্জন করা উদ্দেশ্য ছিল, এমতাবস্থায় তা অর্জিত হতো না।

এছাড়া প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশের কুরআন ও হাদীস ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় থাকলে কুরআন পরিবর্তনের অসংখ্য পথ খুলে যেত এবং কুরআন যে একটি সংরক্ষিত কালাম যা বিজাতি এবং কুরআন-অবিশ্বাসীরাও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে, এ অলৌকিক বৈশিষ্ট্য খতম হয়ে যেত। এছাড়া একই ধর্ম এবং একই গ্রন্থ সত্ত্বেও এর অনুসারীরা শতধাবিচ্ছিন্ন হয়ে যেত এবং তাদের মধ্যে ঐক্যের কোনো কেন্দ্রবিন্দুই অবশিষ্ট থাকত না। এক আরবি ভাষায় কুরআন নাজিল হওয়া সত্ত্বেও এর ব্যাখ্যা ও তাফসীরে বৈধ সীমার মধ্যে কত মত পার্থক্য দেখা দিয়েছে। অবৈধ পন্থায় যেসব মত বিরোধ হয়েছে, সেগুলোর তো ইয়ত্তাই নেই। এ থেকেই উপরিউক্ত বক্তব্যের সত্যতা সম্যক অনুমান করা যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যারা কোনো না কোনো স্তরে কুরআনের বিধি-বিধান পালন করে, তাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে।

মোটকথা এই যে, রাসূলে কারীম ﷺ -এর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রত্যেক জাতির ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন কুরআনের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ববাসীর শিক্ষা ও হেদায়েতের পন্থাকে কোনো স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও সঠিক ও নির্ভুল মনে করতে পারে না। তাই দ্বিতীয় পন্থাটিই অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তা এই যে, কুরআন একই ভাষায় অবতীর্ণ হবে এবং রাসূলের ভাষাও কুরআনেরই ভাষা হবে। এরপর অন্যান্য দেশীয় ও আঞ্চলিক ভাষায় এর অনুবাদ প্রচার করা হবে। নায়েবে রাসূল আলেমগণ প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশবালি তাঁদের ভাষায় বুঝাবেন এবং প্রচার করবেন। আল্লাহ তা'আলা এর জন্য বিশ্বের ভাষাসমূহের মধ্য থেকে আরবি ভাষাকে নির্বাচন করেছেন। এর অনেক কারণও রয়েছে।

আরবি ভাষার কতিপয় বৈশিষ্ট্য : প্রথম আরবি ভাষা উর্ধ্ব জগতের সরকারি ভাষা। ফেরেশতাদের ভাষা আরবি, লওহে মাহফূজের ভাষা আরবি; যেমন আয়াত بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ থেকে জানা যায়। জান্নাত মানুষের আসল দেশ সেখানে তাকে ফিরে যেতে হবে। সেখানকার ভাষাও আরবি।

তাফসীরে কুরতুবী প্রমুখ গ্রন্থে আরো বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে হযরত আদম (আ.) -এর ভাষা ছিল আরবি। পৃথিবীতে অবতরণ ও তওবা কবুল হওয়ার পর আরবি ভাষাই কিছু পরিবর্তিত হয়ে সুরইয়ানী ভাষার রূপ পরিগ্রহ করে। এ থেকে ঐ রেওয়ায়েতেরও সমর্থন পাওয়া যায়, যা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা পয়গাম্বরগণের প্রতি যত গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, সবগুলোর আসল ভাষা ছিল আরবি। হযরত জিবরাঈল (আ.) সংশ্লিষ্ট পয়গাম্বরের ভাষায় অনুবাদ করে তা পয়গাম্বরগণের কাছে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁরা নিজ নিজ জাতীয় ভাষায় তা উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এ রেওয়ায়েতটি আল্লামা সুয়ূতী ইতক্বান গন্থে এবং অধিকাংশ তাফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। এর মূল বিষয় বস্তু এই যে, সব ঐশী গ্রন্থের আসল ভাষা আরবি। কিন্তু কুরআন ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর দেশীয় ও জাতীয় ভাষায় অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে তাই সেগুলোর অর্থসম্ভার তো আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ; কিন্তু ভাষা ও শব্দ পরিবর্তিত। এটা একমাত্র কুরআনেরই বৈশিষ্ট্য যে, এর অর্থসম্ভারের মতো শব্দাবলিও আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত। সম্ভবত ঃ এ কারণেই কুরআন দাবি করেছে যে, সমগ্র বিশ্বের জিন ও মানব একত্রিত হয়েও কুরআনের একটি ছোট সূরা- বরং আয়াতের অনুরূপ তুল্য রচনা করতে পারবে না। কেননা এটা অর্থগত ও শব্দগত দিক দিয়ে আল্লাহর কালাম এবং আল্লাহর গুণ। কেউ এর অনুকরণ করতে সক্ষম নয়। অর্থগত দিক দিয়ে তো অন্যান্য ঐশীগ্রন্থ আল্লাহর কালাম; কিন্তু সেগুলোতে সম্ভবত ঃ আসল আরবি ভাষার পরিবর্তে অনুদিত ভাষায় হওয়ার কারণে এ দাবি অন্য কোনো ঐশীগ্রন্থ করেনি। নতুবা কুরআনের মতো আল্লাহর কালাম হওয়ার সুবাদে প্রত্যেক গ্রন্থেরও অদ্বিতীয় এবং অনুপম হওয়া নিশ্চিত ছিল।

আরবি ভাষার নিজস্ব গুণাবলিও এ ভাষাকে বেছে নেওয়ার অন্যতম কারণ। এ ভাষায় একটি উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করার জন্য অসংখ্য উপায় ও পথ বিদ্যমান রয়েছে।

আরো একটি কারণ এই যে, মুসলমানকে আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতিগতভাবেই আরবি ভাষার সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি? অনায়াসে আরবি ভাষা যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু শিখে নিতে পারে। এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম যে দেশে পৌঁছেছেন, অল্পদিনের মধ্যেই কোনোরূপ জোর-জবরদস্তি ব্যতিরেকেই সে দেশের ভাষা আরবি হয়ে গেছে। আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো, সিরিয়া, সুদান, মেওরিতানিয়া, মিসর, ইরাক- এসব দেশের কোনোটিরই ভাষা আরবি ছিল না। কিন্তু আজ এগুলো আরবদেশ বলে কথিত হয়।

আরো একটি কারণ এই যে, আরবরা ইসলাম পূর্বকালে যদিও জঘন্য সব মন্দ কর্মে লিপ্ত ছিল; কিন্তু এমতাবস্থায়ও এ জাতির কর্মক্ষমতা, নৈপুণ্য ও ভাবাবেগ ছিল অনন্য সাধারণ। এ কাণেই আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ পয়গম্বরকে তাদের মধ্যে থেকে উদ্ভুত করেন, তাদের ভাষাকে কুরআনের জন্য পছন্দ করেন এবং রাসূল ﷺ -কে সর্বপ্রথম তাদের হেদায়েত ও শিক্ষার আদেশ দেন। وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম স্বীয় রাসূলের চারপাশে তাদেরই এমন ব্যক্তিবর্গকে জমায়েত করেন যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য নিজেদের জান-মাল,

সন্তান-সন্ততি সবকিছু উৎসর্গ করে দেন এবং তাঁর শিক্ষাকে প্রাণের চেয়েও প্রিয় মনে করেন। এভাবে তাদের উপর তাঁর উৎসর্গ ও শিক্ষার গভীর প্রভাব প্রতিফলিত হয় এবং তাদের দ্বারা এমন একটি আদর্শ সমাজ অস্তিত্ব লাভ করে; যার নজির ইতিপূর্বে আসমান ও জমিন প্রত্যক্ষ করেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই নজিরবিহীন দলটিকে কুরআনি শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য নিযুক্ত করেন এবং বলেন بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً অর্থাৎ, তোমরা আমার কাছ থেকে শ্রুত প্রত্যেকটি কথা উম্মতের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। সাহাবায় কেরাম এই নির্দেশটি অলঙ্ঘনীয় বলে গ্রহণ করে নেন এবং বিশ্বের কোণায় কোণায় পৌঁছে কুরআনের শিক্ষাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর পঁচিশ বৎসর ও অতিক্রান্ত হয়নি, কুরআনের আওয়াজ প্রাচ্য-প্রাতীচ্য নির্বিশেষে তদানীন্তন পরিচিত পৃথিবীর সর্বত্র অনুরণিত হতে থাকে।

অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা তকদিরগত ও সৃষ্টিগতভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাওয়াত পর্যায়ে উম্মত (দুনিয়ার সব মুশরিক এবং গ্রন্থধারী ইহুদি ও খ্রিস্টান যাদের অন্তর্ভুক্ত) -এর মধ্যে একটি বিশেষ নৈপুণ্য এবং শিক্ষা-দীক্ষা, গ্রন্থ রচনা ও প্রচারকার্যের এমন অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে দেন যে, এর নজির জগতের অতীত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এর ফলশ্রুতিতে অনারব জাতিসমূহের মধ্যে শুধু কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জনের অদম্য স্পৃহাই জাগ্রত হয়নি; বরং আরবি ভাষা শিক্ষা ও তার প্রসারের ক্ষেত্রে অনারবদের অবদান আরবদের চাইতেও কোনো অংশে কম নয়।

বর্তমানে আরবি ভাষা, এর বাকপদ্ধতি এবং ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের যতগুলো গ্রন্থ পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে, সেগুলোর অধিকাংশই অনারব লেখকদের রচিত। এটি এক বিস্ময়কর সত্য বটে। কুরআন ও হাদীসের সংকলন, তাফসীর ও ব্যাখ্যা ক্ষেত্রেও অনারবদের ভূমিকা আরবদের চাইতে কম নয়।

এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ভাষা এবং তাঁর গ্রন্থ আরবি হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র বিশ্বকে তা বেষ্টন করে নিয়েছে এবং দাওয়াত ও প্রচারের পর্যায়ে আরব ও অনারবের পার্থক্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রত্যেক দেশ, জাতি এবং আরব-ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে এমন আলেম সৃষ্টি হয়েছে, যারা কুরআন ও হাদীসের শিক্ষাকে নিজ নিজ জাতীয় ভাষায় অত্যন্ত সহজভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক জাতির ভাষায় পয়গাম্বর প্রেরণের যে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হতে পারতো, তা অর্জিত হয়ে গেছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে আমি মানুষের সুবিধার জন্যে পয়গাম্বরগণকে তাদের ভাষায় প্রেরণ করেছি যাতে পয়গাম্বরগণ আমার বিধি-বিধান উত্তমরূপে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু হেদায়েত ও পথভ্রষ্টতা এরপরও মানুষের সাধ্যধীন নয়। আল্লাহ তা'আলাই স্বীয় শক্তিবলে যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্টতায় রাখেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দেন। তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।

৫ম আয়াতে বলা হয়েছে : আমি মূসা (আ.) -কে আয়াত দিয়ে প্রেরণ করেছি, যাতে সে স্বজাতিকে কুফর ও গুনাহের অন্ধকার থেকে ঈমানও আনুগত্যের আলোতে নিয়ে আসে।

اٰيٰتٌ। "আয়াত" শব্দের অর্থ তাওরাতের আয়াতও হতে পারে। কারণ সেগুলো নাজিল করার উদ্দেশ্যই ছিল সত্যের আলো ছড়ানো। আয়াতের অন্য অর্থ মু'জিযাও হয়। এখানে এ অর্থও উদ্দিষ্ট হতে পারে। মূসা (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা ন'টি মু'জিযা বিশেষভাবে দান করেছিলেন।

একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব : এ আয়াতে 'কওম' শব্দ ব্যবহার করে নিজ কওমকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়বস্তুটিই যখন আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করে বর্ণনা করা হয়েছে, তখন সেখানে 'কওম' শব্দের পরিবর্তে نَاسٌ (মানবমণ্ডলী) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে– لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ এতে ইঙ্গিত আছে যে, হযরত মূসা (আ.) শুধু বনী ইসরাঈল ও মিসরীয় জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন, অপরদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য।

এরপর বলা হয়েছে : وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰمِ اللّٰهِ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.) -কে নির্দেশ দেন যে, স্বজাতিকে 'আইয়্যামুল্লাহ' স্মরণ করান।

আইয়্যামুল্লাহ : اَيَّامٌ শব্দটি يَوْمٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ দিন, তা সুবিদিত। اَيَّامُ اللّٰهِ শব্দটি দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক. যুদ্ধ অথবা বিপ্লবের বিশেষ দিন, যেমন– বদর, ওহুদ, আহযাব, হুনায়ন ইত্যাদি যুদ্ধের ঘটনাবলি। অথবা পূর্ববর্তী উম্মতের উপর আজাব নাজিল হওয়ার ঘটনাবলি। এসব ঘটনায় বিরাট বিরাট জাতির ভাগ্য ওলট-

পালট হয়ে গেছে এবং তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় 'আইয়্যামুল্লাহ' স্মরণ করানোর উদ্দেশ্য হবে, এসব জাতির কুফরের অশুভ পরিণতির ভয় প্রদর্শন করা এবং হুশিয়ার করা।

আইয়্যামুল্লাহর অপর অর্থ আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহও হয়। এগুলো স্মরণ করানোর লক্ষ্য হবে এই যে, ভালো মানুষকে যখন কোনো অনুগ্রহ দাতার অনুগ্রহ স্মরণ করানো হয়, তখন সে বিরোধিতা ও অবাধ্যতা করতে লজ্জাবোধ করে।

কুরআন পাকের সংশোধন পদ্ধতি সাধারণত এই যে, কোনো কাজের নির্দেশ দিলে সাথে সাথে কাজটি করার কৌশলও বলে দেওয়া হয়। এখানে প্রথম বাক্যে হযরত মূসা (আ.) -কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর আয়াত শুনিয়ে অথবা মু'জিযা প্রদর্শন করে স্বজাতিকে কুফরের অন্ধকার থেকে বের করুন এবং ঈমানের আলোতে নিয়ে আসুন। এ বাক্যে এর কৌশল বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, অবাধ্যদেরকে দু'উপায়ে সৎপথে আনা যায়। এক. শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা এবং দুই. নিয়ামত ও অনুগ্রহ স্মরণ করে আনুগত্যের দিকে আহ্বান করা। وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰمِ اللّٰهِ বাক্যে দু'টি উপায়ই উদ্দিষ্ট হতে পারে। অর্থাৎ, পূর্ববর্তী উম্মতের অবাধ্যদের অশুভ পরিণাম, তাদের আজাব, জেহাদ তাদের নিহত অথবা লাঞ্ছিত হওয়ার কথা স্মরণ করানো, যাতে তারা শিক্ষা অর্জন করে আত্মরক্ষা করে। এমনিভাবে এ জাতির উপর আল্লাহর যেসব নিয়ামত দিবারাত্র বর্ষিত হয় এবং যেসব বিশেষ নিয়ামত তাদেরকে দান করা হয়েছে, সেগুলো স্মরণ করে আল্লাহর আনুগত্য ও তাওহীদের দিকে আহ্বান করুন; উদাহরণত তীহ উপত্যকায় তাদের মাথার উপর মেঘের ছায়া, আহারের জন্য মান্না ও সালওয়ার অবতরণ, পানীয় জলের প্রয়োজনে পাথর থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ : এখানে اٰيٰتٌ -এর অর্থ নিদর্শন ও প্রমাণাদি। صَبَّارٌ শব্দটি صَبْرٌ থেকে مُبَالَغَة -এর পদ। এর অর্থ অত্যন্ত সবরকারী। شَكُوْرٌ শব্দটি شُكْرٌ থেকে مُبَالَغَة -এর পদ। এর অর্থ অধিক কৃতজ্ঞ। বাক্যের অর্থ এই যে, অবিশ্বাসীদের শাস্তি ও আজাব সম্পর্কিত হোক অথবা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ সম্পর্কিত হোক উভয় অবস্থাতে অতীত ঘটনাবলিতে আল্লাহর অপার শক্তি ও অসীম রহস্যের বিরাট নিদর্শন বিদ্যমান ঐ ব্যক্তির জন্যে, যে অত্যন্ত সবরকারী এবং অধিক শোকরকারী।

সংক্ষেপে শোকর ও কৃতজ্ঞতার স্বরূপ এই যে, আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতকে তাঁর অবাধ্যতা এবং হারাম ও অবৈধ কাজে ব্যয় না করা, মুখেও আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং স্বীয় কাজকর্মকেও তাঁর ইচ্ছার অনুগামী করা।

সবরের সারমর্ম হচ্ছে স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাপারাদিতে অস্থির না হওয়া, কথায় ও কাজে অকৃতজ্ঞতার প্রকাশ থেকে বেঁচে থাকা এবং ইহকালেও আল্লাহর রহমত আশা করা ও পরকালে উত্তম পুরস্কার প্রাপ্তিতে বিশ্বাস রাখা।

শব্দবিশ্লেষণ :

يَسْتَحِبُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِحْبَابُ মূলবর্ণ (ح . ب . ب) জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ- পছন্দ করা।

يَبْغُوْنَهَا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبَغْىُ মূলবর্ণ (ب . غ . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- চাওয়া, পছন্দ করা।

لِيُبَيِّنَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف لاكى বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْيِيْنُ মূলবর্ণ (ب . ى . ن) জিনস اجوف يائى অর্থ- অর্থ- স্পষ্ট করে বর্ণনা করা।

يَشَاءُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش . ى . ء) জিনস اجوف يائى অর্থ- চাওয়া।

ذَكِّرْهُمْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّذْكِيْرُ মূলবর্ণ (ذ . ك . ر) জিনস صحيح অর্থ- নসিহত করা, স্মরণ করানো।

صَبَّارٍ : সীগাহ واحدمذكر বহছ صفت مشبه বাব ضَرَبَ মাসদার اَلصَّبْرُ মূলবর্ণ (ص . ب . ر) জিনস صحيح অর্থ- ধৈর্য ধারণ করা।

৬. আর সে সময়কে স্মরণ করুন, যখন হযরত মূসা নিজ কওমকে বললেন, তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহকে স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদেরকে ফেরাউনিদের [কবল] হতে মুক্তি দিলেন, যারা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করত এবং তোমাদের পুত্রদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের নারীদেরকে জীবিত ছেড়ে দিত, আর তাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক মহাপরীক্ষা ছিল।	وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰىكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ۭ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ (٦)
৭. আর তোমরা সে সময়কেও স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, যদি তোমরা শোকর কর, তবে তোমাদেরকে অধিক নিয়ামত প্রদান করব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, তবে আমার আজাব বড় কঠিন।	وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ (٧)
৮. আর মূসা বললেন, যদি তোমরা এবং সমগ্র পৃথিবীর মানুষ সকলে মিলেও অকৃতজ্ঞ হও, তবে আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে অভাবমুক্ত, প্রশংসাভাজন।	وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْدٌ (٨)

শাব্দিক অনুবাদ :

৬. وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ আর সে সময়কে স্মরণ করুন যখন মূসা নিজ কওমকে বললেন اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহকে স্মরণ কর اِذْ اَنْجٰىكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ যখন তিনি তোমাদেরকে ফেরাউনীদের (কবল) থেকে নাজাত দিলেন يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ যারা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করত وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ এবং তোমাদের পুত্রগণকে হত্যা করত وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ এবং তোমাদের নারীদেরকে জীবিত ছেড়ে দিত وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ আর তাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক মহা পরীক্ষা ছিল।

৭. وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ আর তোমরা সে সময়কেও স্মরণ কর যখন তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে জানিয়ে দিলেন لَئِنْ شَكَرْتُمْ যদি তোমরা শোকর কর لَاَزِيْدَنَّكُمْ তবে তোমাদেরকে অধিক নিয়ামত প্রদান করব وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ তবে আমার শাস্তি বড় কঠিন।

৮. وَقَالَ مُوْسٰى আর মূসা বললেন اِنْ تَكْفُرُوْٓا যদি না শোকরি করতে থাকে اَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا তোমরা এবং সমগ্র পৃথিবীর মানুষ সকলে মিলেও فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْدٌ তবে আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে অভাবমুক্ত ও প্রশংসাভাজন।

اَلَمۡ یَاۡتِکُمۡ نَبَؤُا الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِکُمۡ قَوۡمِ نُوۡحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوۡدَ وَالَّذِیۡنَ مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ لَا یَعۡلَمُهُمۡ اِلَّا اللّٰهُ ؕ جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُمۡ بِالۡبَیِّنٰتِ فَرَدُّوۡۤا اَیۡدِیَهُمۡ فِیۡۤ اَفۡوَاهِهِمۡ وَقَالُوۡۤا اِنَّا کَفَرۡنَا بِمَاۤ اُرۡسِلۡتُمۡ بِهٖ وَاِنَّا لَفِیۡ شَکٍّ مِّمَّا تَدۡعُوۡنَنَاۤ اِلَیۡهِ مُرِیۡبٍ ﴿۹﴾

৯. তোমাদের নিকট কি সে সমস্ত লোকদের সংবাদ পৌছেনি, যারা তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে? অর্থাৎ নূহ সম্প্রদায় এবং আদ জাতি ও সামূদ জাতি এবং তাদের পর যারা ছিল, যাদেরকে আল্লাহ ভিন্ন কেউই জানে না; তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ নিদর্শনাবলিসহ এসেছিলেন, অনন্তর তারা রাসূলগণের মুখে হাত চাপা দিল এবং বলতে লাগল, যে আদেশ দিয়ে তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে, আমরা তা অস্বীকার করি এবং তোমরা যে বিষয়ের প্রতি আমাদেরকে ডাকছ, আমরা তৎসম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহে দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছি।

قَالَتۡ رُسُلُهُمۡ اَفِی اللّٰهِ شَکٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ ؕ یَدۡعُوۡکُمۡ لِیَغۡفِرَ لَکُمۡ مِّنۡ ذُنُوۡبِکُمۡ وَیُؤَخِّرَکُمۡ اِلٰۤی اَجَلٍ مُّسَمًّی ؕ قَالُوۡۤا اِنۡ اَنۡتُمۡ اِلَّا بَشَرٌ مِّثۡلُنَا ؕ تُرِیۡدُوۡنَ اَنۡ تَصُدُّوۡنَا عَمَّا کَانَ یَعۡبُدُ اٰبَآؤُنَا فَاۡتُوۡنَا بِسُلۡطٰنٍ مُّبِیۡنٍ ﴿۱۰﴾

১০. তাদের রাসূলগণ বললেন, আল্লাহ সম্বন্ধে কি কোনো সন্দেহ আছে? যিনি আসমানসমূহ এবং ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা; তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করছেন, যেন তোমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দেন, এবং এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদেরকে জীবিত রাখেন; তারা বলল, তোমরা তো শুধু মানুষ, যেমন আমরা; তোমরা এটা চাচ্ছ যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা যার ইবাদত করত তা হতে আমাদেরকে নিবৃত্ত রাখ, অতএব, আমাদেরকে কোনো সুস্পষ্ট মু'জিযা দেখাও।

শাব্দিক অনুবাদ :

৯. اَلَمۡ یَاۡتِکُمۡ তোমাদের নিকট কি পৌছেনি نَبَؤُا الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِکُمۡ সেই সমস্ত লোকদের সংবাদ যারা পূর্বে গত হয়েছে قَوۡمِ نُوۡحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوۡدَ নূহ সম্প্রদায় এবং আদ ও ছামূদ জাতি وَالَّذِیۡنَ مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ এবং তাদের পর যারা ছিল لَا یَعۡلَمُهُمۡ اِلَّا اللّٰهُ যাদেরকে আল্লাহ ভিন্ন কেউ জানে না جَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُمۡ بِالۡبَیِّنٰتِ তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ নিদর্শনাবলি সহ এসেছিলেন فَرَدُّوۡۤا اَیۡدِیَهُمۡ فِیۡۤ اَفۡوَاهِهِمۡ অনন্তর তারা রাসূলগণের মুখে হাত চাপা দিল وَقَالُوۡۤا এবং বলতে লাগল اِنَّا کَفَرۡنَا بِمَاۤ اُرۡسِلۡتُمۡ بِهٖ যে আদেশ দিয়ে তোমাদেরকে পাঠানো হয়েছে আমরা তা অস্বীকার করি وَاِنَّا لَفِیۡ شَکٍّ مِّمَّا تَدۡعُوۡنَنَاۤ اِلَیۡهِ مُرِیۡبٍ এবং তোমরা যে বিষয়ের প্রতি আমাদেরকে ডাকছ আমরা তৎসম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহে দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছি।

১০. قَالَتۡ رُسُلُهُمۡ তাদের রাসূলগণ বললেন اَفِی اللّٰهِ شَکٌّ আল্লাহ সম্বন্ধে কি কোনো সন্দেহ আছে فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ যিনি আসমান সমূহ এবং ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা یَدۡعُوۡکُمۡ তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করছেন لِیَغۡفِرَ لَکُمۡ مِّنۡ ذُنُوۡبِکُمۡ যেন তোমাদের গুনাহগুলো মাফ করে দেন وَیُؤَخِّرَکُمۡ اِلٰۤی اَجَلٍ مُّسَمًّی এবং এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদেরকে জীবিত রাখেন قَالُوۡۤا তারা বলল اِنۡ اَنۡتُمۡ اِلَّا بَشَرٌ مِّثۡلُنَا তোমরা তো শুধু মানুষ, যেমন আমরা تُرِیۡدُوۡنَ তোমরা এটা চাচ্ছ যে, اَنۡ تَصُدُّوۡنَا আমাদেরকে নিবৃত্ত রাখ عَمَّا کَانَ یَعۡبُدُ اٰبَآؤُنَا আমাদের পূর্ব পুরুষরা যার ইবাদত করত তা হতে فَاۡتُوۡنَا بِسُلۡطٰنٍ مُّبِیۡنٍ অতএব, আমাদেরকে কোনো স্পষ্ট মু'জিযা দেখাও।

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَمَا كَانَ لَنَآ اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ (١١)

১১. তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বললেন, আমরা তোমাদেরই মতো মানুষ; কিন্তু আল্লাহ নিজ বান্দাগণের মধ্য হতে যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করে থাকেন, আর এ বিষয় আমাদের আয়ত্তে নয় যে, আমরা তোমাদেরকে কোনো মু'জিযা দেখাতে পারিনা আল্লাহর আদেশ ব্যতীত এবং আল্লাহর উপর সমস্ত মুমিনদের ভরসা করা উচিত।

وَمَا لَنَآ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ؕ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ (١٢)

১২. আর আল্লাহর উপর আমাদের ভরসা না করার কি কারণ হতে পারে? অথচ তিনি আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন এবং তোমরা আমাদেরকে যে সব কষ্ট দিয়েছ, আমরা তাতে ধৈর্যধারণ করব, আর আল্লাহরই উপর ভরসাকারীদের ভরসা করা উচিত।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ (١٣)

১৩. আর সেই কাফেররা নিজেদের রাসূলদেরকে বলল, আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ হতে বের করে দিব, নতুবা এটা হোক যে, তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আস, তখন সে রাসূলগণের প্রতি তাদের প্রতিপালক ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি সে জালিমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করব।

শাব্দিক অনুবাদ :

১১. قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বললেন اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ আমরা তোমাদেরই মতো মানুষ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ কিন্তু আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে থাকেন عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ নিজ বান্দাগণের মধ্যে হতে যার প্রতি ইচ্ছা وَمَا كَانَ لَنَآ আর এই বিষয় আমাদের আয়ত্তে নয় যে, اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ তোমাদেরকে কোনো মু'জিযা দেখাতে পারি اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ আল্লাহর আদেশ ব্যতীত وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ এবং আল্লাহর উপরই সমস্ত মুমিনদের ভরসা করা উচিত।

১২. وَمَا لَنَآ আর কি কারণ হতে পারে اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ আল্লাহর উপর আমাদের ভরসা না করার وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا অথচ তিনি আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا এবং তোমরা আমাদেরকে যেসব কষ্ট দিয়েছ আমরা তাতে সবর করব وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ আর আল্লাহর উপর ভরসাকারীদের ভরসা করা উচিত।

১৩. وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ আর সেই কাফেররা নিজেদের রাসূলগণকে বলল لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَآ আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ হতে বের করে দেব اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا নতুবা এটা হোক যে তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আস فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ তখন সেই রাসূলগণের প্রতি তাদের প্রতিপালক ওহী প্রেরণ করলেন لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ আমি সেই জালিমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করব।

আয়াত	অনুবাদ
وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ (١٤)	১৪. এবং এ দেশে তোমাদেরকে আবাদ করে দিব তাদের [ধ্বংস করার] পর তা তাদের প্রত্যেকের জন্য, যারা আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে এবং আমার শাস্তিকে ভয় করে।
وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ (١٥)	১৫. এবং কাফেররা বিজয় চাইতে লাগল, আর যত অবাধ্য হঠকারি ছিল, সকলে [তাতে] অকৃতকার্য হয়ে গেল।
مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ (١٦)	১৬. তার সম্মুখে দোজখ রয়েছে এবং তাকে পান করার জন্য এমন পানি দেওয়া হবে- যা পুঁজ ও রক্ত [-সদৃশ] হবে।
يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ (١٧)	১৭. যা সে ঢোক ঢোক করে পান করবে এবং সহজে গলাধঃকরণ করতে পারবে না এবং সকল দিক হতে তার নিকট মৃত্যু এসে উপস্থিত হবে, অথচ কিছুতেই সে মরবে না এবং তাকে আরো কঠোর আজাবের সম্মুখীন হতে হবে।
مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ ۣاشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ؕ لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ (١٨)	১৮. যারা নিজ প্রতিপালকের সাথে কুফরি করে, তাদের কৃত [সৎ] কর্মের অবস্থা এরূপ- যেমন কিছু ছাই যাকে ভীষণ ঝড়ের দিনে বায়ু প্রবল বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়; তারা যা আমল করেছিল তার কিয়দংশও প্রাপ্ত হবে না, এটাই সুদূর বিভ্রান্তি।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৪. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ এবং এই দেশে তোমাদেরকে আবাদ করে দেব مِنْ بَعْدِهِمْ তাদের (ধ্বংস করার) পর ذٰلِكَ এটা তাদের প্রত্যেকের জন্য لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ যারা আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে وَخَافَ وَعِيْدِ এবং আমার শাস্তিকে ভয় করে।

১৫. وَاسْتَفْتَحُوْا এবং কাফেররা মীমাংসা চাইতে লাগল وَخَابَ আর সকলে অকৃতকার্য হয়ে গেল كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ যত অবাধ্য হঠকারী ছিল।

১৬. مِنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ তার সম্মুখে দোজখ রয়েছে وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ صَدِيْدٍ এবং তাকে পান করার জন্য এমন পানি দেওয়া হবে যা পুঁজ ও রক্ত (সদৃশ) হবে।

১৭. يَّتَجَرَّعُهٗ যাকে ঢোক ঢোক করে পান করবে وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ এবং সহজে গলাধঃকরণ করতে পারবে না وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ এবং তাঁর নিকট মৃত্যু এসে উপস্থিত হবে مِنْ كُلِّ مَكَانٍ সকল দিক হতে وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ অথচ কিছুতেই সে মরবে না وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ এবং তাকে আরো কঠোর আজাবের সম্মুখীন হতে হবে।

১৮. مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ যারা নিজ প্রতিপালকের সাথে কুফরি করে তাদের কৃত (সৎ) কর্মের অবস্থা এরূপ كَرَمَادِ যেমন কিছু ছাই اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ যাকে বায়ু প্রবলবেগে উড়িয়ে নিয়ে যায় فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ ভীষণ ঝড়ের দিনে لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ তারা যা আমল করেছিল তার কিয়দংশও প্রাপ্ত হবে না ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ এটাই সুদূর গোমরাহী।

১৯. তুমি কি এটা অবগত নও যে, আল্লাহ তা'আলা আসমানসমূহকে এবং জমিনকে সঠিকভাবে সৃষ্টি করেছেন, যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তবে তোমাদের সকলকে ধ্বংস করে দিতে পারেন এবং অন্য এক নতুন সৃষ্টি আনতে পারেন।	اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿۱۹﴾
২০. আর এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে কঠিন কিছুই নয়।	وَّمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿۲۰﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. اَلَمْ تَرَ তুমি কি এটা অবগত নও যে, اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ আসমান সমূহ এবং জমিনকে بِالْحَقِّ সঠিকভাবে اِنْ يَّشَاْ যদি তিনি ইচ্ছা করেন يُذْهِبْكُمْ সকলকে ধ্বংস করে দিতে পারেন وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ এবং অন্য এক নতুন মাখলুক আনয়ন করতে পারেন।

২০. وَمَا ذٰلِكَ এবং এটা নয় عَلَى اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার পক্ষে بِعَزِيْزٍ কিছুই কঠিন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৬ষ্ঠ আয়াতে পূর্ববর্তী বিষয়বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে যে, বনী-ইসরাঈলকে নিম্নলিখিত বিশেষ নিয়ামতটি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য হযরত মূসা (আ.) -কে আদেশ দেওয়া হয়।

হযরত মূসা (আ.) -এর পূর্বে ফেরাউন বনী ইসরাঈলকে অবৈধভাবে গোলামে পরিণত করে রেখেছিল। এরপর এসব গোলামের সাথেও মানবোচিত ব্যবহার করা হতো না। তাদের ছেলে-সন্তানকে জন্মগ্রহণের পরই হত্যা করা হতো এবং শুধু কন্যাদেরকে খেদমতের জন্যে লালন-পালন করা হতো। হযরত মূসা (আ.) -কে প্রেরণের পর তাঁর বরকতে আল্লাহ তা'আলা বনী-ইসরাঈলকে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি দান করেন।

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ

تَاَذَّنَ শব্দটির অর্থ সংবাদ দেওয়া ও ঘোষণা করা। আয়াতের উদ্দেশ্য এই: একথা স্মরণযোগ্য যে, আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করে দেন, যদি তোমরা আমার নিয়ামত সমূহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অর্থাৎ, সেগুলোকে আমার অবাধ্যতায় ও অবৈধ কাজে ব্যয় না কর এবং নিজেদের ক্রিয়াকর্মকে আমার মর্জির অনুগামী করার চেষ্টা কর, তবে আমি এসব নিয়ামত আরো বাড়িয়ে দেব। এ বাড়ানো নিয়ামতের পরিমাণেও হতে পারে এবং স্থায়িত্বেও হতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তাওফীকপ্রাপ্ত হয়, যে কোনো সময় নিয়ামতের বরকত ও বৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হয় না। -(মাযহারী)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, যদি তোমরা আমার নিয়ামতসমূহের নাশোকরী কর, তবে আমার শাস্তিও ভয়ঙ্কর। নাশোকরীর সারমর্ম হচ্ছে আল্লাহর নিয়ামতকে তাঁর অবাধ্যতায় এবং অবৈধ কাজে ব্যয় করা অথবা তাঁর ফরজ ও ওয়াজিব পালনে অবহেলা করা। অকৃতজ্ঞতার কঠোর শাস্তিস্বরূপ দুনিয়াতেও নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া যেতে পারে অথবা এমন বিপদ আসতে পারে যেন, নিয়ামত ভোগ করা সম্ভবপর না হয় এবং পরকালেও আজাবে গ্রেফতার হতে পারে।

এখানে এ বিষয়টি স্মরণীয় যে আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কৃতজ্ঞদের জন্য প্রতিদান, ছওয়াব ও নিয়ামত বৃদ্ধির ওয়াদা তাকিদ সহকারে করেছেন لَاَزِيْدَنَّكُمْ কিন্তু এর বিপরীতে অকৃতজ্ঞদের জন্য তাকিদ সহকারে لَاُعَذِّبَنَّكُمْ (আমি অবশ্যই তোমাদেরকে শাস্তি দেব) বলেননি; বরং শুধু 'আমার শাস্তিও কঠোর' বলেছেন। এতে ইঙ্গিত আছে যে, প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ আজাবে পতিত হবে। এটা জরুরি নয়; বরং ক্ষমারও সম্ভাবনা আছে।

وَقَالَ مُوْسٰى اِنْ تَكْفُرُوْٓا اَنْتُمْ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا فَاِنَّ اللّٰهَ الخ অর্থাৎ, মূসা (আ.) স্বজাতিকে বললেন, যদি তোমরা এবং পৃথিবীতে যারা বসবাস করে, তারা সবাই আল্লাহ তা'আলার নিয়ামমতসমূহের নাশোকরী করে, তবে স্মরণ রেখ, এতে আল্লাহ তা'আলার কোনো ক্ষতি নেই। তিনি সবার তারিফ, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতার ঊর্ধ্বে। তিনি আপন সত্তায় প্রশংসনীয়। তোমরা তাঁর প্রশংসা না করলেও সব ফেরেশতা এবং সৃষ্টজগতের প্রতিটি অণু-পরিমাণু তাঁর প্রশংসায় মুখর রয়েছে।

কৃতজ্ঞতার উপকার সবটুকু তোমাদের জন্যই। তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতার জন্য তাকিদ করা হয়, তা নিজের জন্য নয়; বরং দয়াবশত ঃ তোমাদেরই উপকার করার জন্য।

ইতঃপূর্বে এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন যে, কাফেরদের ক্রিয়াকর্ম হচ্ছে ছাইভস্মের মতো, যার উপর দিয়ে প্রবল বাতাস বয়ে যাওয়ার কারণে প্রতিটি কণা বাতাসে বিক্ষিপ্ত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এরপর কেউ এগুলোকে একত্রিত করে কোনো কাজে লাগাতে চাইলে তা অসম্ভব হয়ে যায়।

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ يَوْمٍ عَاصِفٍ

উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের ক্রিয়াকর্ম বাহ্যত সৎ হলেও তা আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণীয় নয়। তাই সব অর্থহীন ও অকেজো।

শব্দবিশ্লেষণ :

اَنْجَاكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْجَاءُ মূলবর্ণ (ن ـ ج ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– মুক্তি দেওয়া।

يُذَبِّحُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّذْبِيْحُ মূলবর্ণ (ذ ـ ب ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– অধিক হারে জবাই করা।

يَسْتَحْيُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِحْيَاءُ মূলবর্ণ (ح ـ ى ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– জীবিত ছেড়ে দেওয়া।

لَاَزِيْدَنَّكُمْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع معروف لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله বাব ضَرَبَ মাসদার اَلزِّيَادَةُ মূলবর্ণ (ز ـ ى ـ د) জিনস اجوف يائى অর্থ– অধিক করা, বেশি দেওয়া।

اَنْ تَصُدُّوْنَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلصَّدُّ মূলবর্ণ (ص ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ফিরিয়ে দেওয়া।

لَتَعُوْدُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَوْدُ মূলবর্ণ (ع ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ– ফেরা, প্রত্যাবর্তন করা।

اِسْتَفْتَحُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِفْتَاحُ মূলবর্ণ (ف ـ ت ـ ح) জিনস صحيح অর্থ– ফয়সালা চাওয়া, বিজয় কামনা করা।

كَرَمَادٍ : একবচন, বহুবচন اَرْمِدَةٌ অর্থ- ধূলোবালির মতো।

وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿٢١﴾

২১. আর তারা সকলে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হবে, অতঃপর নিম্নস্তরের লোকেরা উচ্চস্তরের লোকদেরকে বলবে যে, আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম, তবে কি তোমরা আমাদের হতে আল্লাহর আজাবের কিছু অংশ অপসারিত করতে পার? তারা বলবে, যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পথ বলে দিতেন, তবে আমরাও তোমাদেরকে [ঐ] পথ বলে দিতাম, আমাদের সকলের পক্ষেই উভয় অবস্থা সমান– আমরা অস্থির হই কিংবা ধৈর্য ধরি– আমাদের বাঁচার কোনো উপায় নেই।

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ؕ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٢﴾

২২. আর যখন সমস্ত বিচারকার্য সম্পন্ন হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে, "আল্লাহ তোমাদের সাথে সত্য ওয়াদা করেছিলেন এবং আমিও কিছু ওয়াদা করেছিলাম; কিন্তু আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা খেলাফ করেছিলাম, আর তোমাদের উপর আমার কোনো আধিপত্যও ছিল না, শুধু এটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছিলাম, তখন তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছিলে, অতএব, তোমরা আমার উপর [সমস্ত] দোষারোপ করো না; বরং দোষ নিজেদের উপরই আরোপ কর; আমি তোমাদের না সাহায্যকারী হতে পারি আর না তোমরা আমার সহায় হতে পার, আমি নিজেও তোমাদের এ কাজে অসন্তুষ্ট যে, তোমরা ইতঃপূর্বে আমাকে [আল্লাহর] অংশী সাব্যস্ত করতে; নিশ্চয় জালিমদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

২১. وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا আর তারা সকলে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হবে فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا অতঃপর নিম্ন স্তরের লোকেরা বলবে لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا উচ্চ স্তরের লোকদেরকে যে, اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا তবে কি তোমরা আমাদের থেকে অপসারিত করতে পার مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ আল্লাহর আজাবের مِنْ شَيْءٍ কিছু অংশ قَالُوْا তারা বলবে لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পথ বলে দিতেন لَهَدَيْنٰكُمْ তবে আমরাও তোমাদেরকে (ঐ) পথ বলে দিতাম سَوَآءٌ عَلَيْنَآ আমাদের সকলের পক্ষেই উভয় অবস্থা সমান اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا আমরা অস্থির হই কিংবা ধৈর্যই ধরি مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ আমাদের বাঁচবার কোনো উপায় নেই।

২২. وَقَالَ الشَّيْطٰنُ আর তখন শয়তান বলবে لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ যখন সমস্ত বিচার কার্য সম্পন্ন হয়ে যাবে اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ আল্লাহ তোমাদের সাথে সত্য ওয়াদা করেছিলেন وَوَعَدْتُّكُمْ এবং আমিও কিছু ওয়াদা করেছিলাম فَاَخْلَفْتُكُمْ কিন্তু আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা খেলাফ করেছিলাম وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ আর তোমাদের উপর আমার কোনো আধিপত্যও ছিল না اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ শুধু এটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছিলাম فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ তখন তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছিলে فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ অতএব, তোমরা আমার উপর (সমস্ত) দোষারোপ করো না وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ বরং দোষ নিজেদের উপরই আরোপ কর مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ আমি তোমাদের না সাহায্যকারী হতে পারি وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ না তোমরা আমার সহায় হতে পার اِنِّيْ كَفَرْتُ আমি নিজেও তোমাদের এই কাজে অসন্তুষ্ট যে بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ তোমরা ইতঃপূর্বে আমাকে (আল্লাহর) অংশী সাব্যস্ত করতে اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ নিশ্চয় জালেমদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۖ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمٌ (٢٣)	২৩. আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তাদেরকে এমন উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করানো হবে, যার নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে, তারা তাতে নিজ পরওয়ারদেগারের আদেশে অনন্তকাল থাকবে; তথায় তাদেরকে অভ্যর্থনা করা হবে আসসালামু আলাইকুম শব্দ দ্বারা।
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (٢٤)	২৪. আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আল্লাহ তা'আলা কালেমায়ে তাইয়্যেবার কেমন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, তা একটি পবিত্র [খর্জুর] বৃক্ষের ন্যায়, যার শিকড় খুব দৃঢ় সংবদ্ধ এবং তার শাখাগুলো ঊর্ধ্বে বিস্তৃত।
تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٥)	২৫. তা আল্লাহর আদেশে প্রত্যেক মৌসুমে নিজ ফল দান করে; এবং আল্লাহ তা'আলা– দৃষ্টান্তগুলো মানুষের জন্য এ উদ্দেশ্যে বর্ণনা করে থাকেন, যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।
وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (٢٦)	২৬. আর অপবিত্র কালেমার দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন একটি নিকৃষ্ট বৃক্ষ– যা জমিনের উপর হতে উপড়িয়ে নিয়ে যায়, [জমিনে] তার কোনো স্থায়িত্ব নেই।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৩. وَأُدْخِلَ আর প্রবিষ্ট করানো হবে তাদেরকে الَّذِينَ آمَنُوا যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ এবং নেক কাজ করেছে جَنَّتٍ এমন উদ্যান সমূহে تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ যার নিম্নদেশে নহর সমূহ বইতে থাকবে خَلِدِينَ فِيهَا তাতে তারা অনন্তকাল থাকবে بِإِذْنِ رَبِّهِمْ নিজ পরওয়ারদেগারের আদেশে تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمٌ তথায় তাদেরকে অভ্যর্থনা করা হবে আস সালামু আলাইকুম শব্দ দ্বারা।

২৪. أَلَمْ تَرَ আপনি কি লক্ষ্য করেন নি যে كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا আল্লাহ তা'আলা কেমন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন كَلِمَةً طَيِّبَةً কালেমায়ে তাইয়্যেবার كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ তা একটি পবিত্র (খেজুর) বৃক্ষের ন্যায় أَصْلُهَا ثَابِتٌ যার শিকড় খুব দৃঢ় সংবদ্ধ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ এবং তার শাখাগুলো ঊর্ধ্বে বিস্তৃত।

২৫. تُؤْتِي أُكُلَهَا তা নিজ ফল দান করে كُلَّ حِينٍ প্রত্যেক মৌসুমে بِإِذْنِ رَبِّهَا আল্লাহর আদেশে وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ এবং আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টান্তগুলো মানুষের জন্য এ উদ্দেশ্যে বর্ণনা করে থাকেন لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।

২৬. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ আর অপবিত্র কালিমার দৃষ্টান্ত এরূপ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ যেমন একটি নিকৃষ্ট বৃক্ষ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ যা জমিনের উপর থেকে উপড়িয়ে নেওয়া যায় مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (জমিনে) তার কোনো স্থায়িত্ব নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এরপর উল্লিখিত আয়াতসমূহে প্রথমে মুমিন ও তার ক্রিয়াকর্মের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। অতঃপর কাফের ও মুমিনদের ক্রিয়াকর্মের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। ২৪তম আয়াতে মুমিন ও তার ক্রিয়াকর্মের উদাহরণে এমন একটি বৃক্ষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যার কাণ্ড মজবুত ও সুউচ্চ এবং শিকড় মাটির গভীরে প্রেথিত। ভূগর্ভস্থ ঝরনা থেকে সেগুলো সিক্ত হয়। গভীর শিকড়ের কারণে বৃক্ষটি এত শক্ত যে দমকা বাতাসে ভূমিসাৎ হয়ে যায় না। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উর্ধ্বে থাকার কারণে এর ফল ময়লা ও আবর্জনা থেকে মুক্ত। এ বৃক্ষের দ্বিতীয় গুণ এই যে, এর শাখা উচ্চতায় আকাশ-পানে ধাবমান। তৃতীয় গুণ এই যে, এর ফল সব সময় সর্বাবস্থায় খাওয়া যায়।

এ বৃক্ষটি কি এবং কোথায়, এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত হয়েছে। সর্বাধিক সত্যাশ্রয়ী উক্তি এই যে, এটি হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ। এর সমর্থন অভিজ্ঞতা এবং চাক্ষুষ দেখা দ্বারাও হয় এবং বিভিন্ন হাদীস থেকেও পাওয়া যায়। খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড যে উচ্চ ও মজবুত, তা প্রত্যক্ষ বিষয়– সবাই জানে। এর শিকড়সমূহের মাটির গভীর অভ্যন্তরে পৌঁছাও সুবিদিত। এর ফলও সব সময় সর্বাবস্থায় খাওয়া যায়। বৃক্ষে ফল দেখা দেওয়ার পর থেকে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত সর্বাবস্থায় চাটনী, আচার ইত্যাদি বিভিন্ন পন্থায় এ ফল খাওয়া যায়। ফল পেকে গেলে এর ভাণ্ডারও সারা বছর অবশিষ্ট থাকে। সকাল-বিকাল, দিবা-রাত্র, শীত-গ্রীষ্ম মোটকথা সব সময় ও সব ঋতুতে এটি কাজে আসে। এ বৃক্ষের শাঁসও খাওয়া হয়, এ বৃক্ষ থেকে মিষ্ট রসও বের করা হয়। এর পাতা দ্বারা অনেক উপকারী বস্তুসামগ্রী চাটাই ইত্যাদি তৈরি করা হয়। এর আঁটি জন্তু-জানোয়ারের খাদ্য। অন্যান্য বৃক্ষের ফল এরূপ নয়। অন্যান্য বৃক্ষ বিশেষ ঋতুতে ফলবান হয় এবং ফল নিঃশেষ হয়ে যায়- সঞ্চয় করে রাখা হয় না এবং সেগুলোর প্রত্যেকটি অংশ দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়না।

তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান ও হাকেম হযরত আনাস (রা.) -এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুরআনে উল্লিখিত পবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ এবং অপবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে হান্‌যল তথা মাকাল বৃক্ষ। -(মাজহারী)

মুসনাদ আহমদে মুজাহিদের রেওয়ায়েতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেমতে উপস্থিত ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে খেজুর বৃক্ষের শাঁস নিয়ে এলো। তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে একটি প্রশ্ন করলেন বৃক্ষসমূহের মধ্যে একটি বৃক্ষ হচ্ছে মরদে-মুমিনদের দৃষ্টান্ত। (বুখারীর রেওয়ায়েত মতে এস্থলে তিনি আরো বললেন যে, কোনো ঋতুতেই এ বৃক্ষের পাতা ঝরে না।) বল, এ কোন বৃক্ষ? হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন : আমার মনে চাইল যে, বলে দেই– খেজুর বৃক্ষ। কিন্তু মজলিসে হযরত আবূ বকর, ওমর ও অন্যান্য প্রধান প্রধান সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদেরকে নিশ্চুপ দেখে আমি বলার সাহস পেলাম না : এরপর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ।

এ বৃক্ষ দ্বারা মুমিনের দৃষ্টান্ত দেওয়ার কারণ এই যে, কালেমায়ে তাইয়্যেবার মধ্যে ঈমান হচ্ছে মজবুত ও অনড় শিকড় বিশিষ্ট, দুনিয়ার বিপদাপদ একে টলাতে পারে না। কামেল মুমিন সাহাবী ও তাবেয়ী; বরং প্রতি যুগের খাঁটি মুসলমানদের এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়, যারা ঈমানের মোকাবিলায় জান, মাল ও কোনো কিছুর পরওয়া করেননি। দ্বিতীয় কারণ তাঁদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। তাঁরা দুনিয়ার নোংরামি থেকে সব সময় দূরে সরে থাকেন। যেমন ভূ-পৃষ্ঠের ময়লা-আবর্জনা উঁচু বৃক্ষকে স্পর্শ করতে পারে না। এ দু'টি গুণ হচ্ছে أَصْلُهَا ثَابِتٌ - এর দৃষ্টান্ত। তৃতীয় কারণ এই যে, খেজুর বৃক্ষের শাখা যেমন আকাশের দিকে উচ্চে ধাবমান, মুমিনের ঈমানের ফলাফলও অর্থাৎ, সৎকর্মও তেমনি আকাশের দিকে উত্থিত হয়। কুরআন বলে إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ

অর্থাৎ, পবিত্র বাক্যাবলি আল্লাহ তা'আলার দিকে উঠানো হয়। উদ্দেশ্য এই যে, মু'মিন আল্লাহ তা'আলার যেসব জিকির, তসবীহ তাহ্‌লীল ও তেলাওয়াতে কুরআন ইত্যাদি করে, সেগুলো সকাল বিকাল আল্লাহর দরবারে পৌছতে থাকে।

চতুর্থ কারণ এই যে, খেজুর বৃক্ষের ফল যেমন সব সময় সর্বাবস্থায় এবং সব ঋতুতে দিবারাত্র খাওয়া হয়, মুমিনের সৎকর্মও তেমনি সব সময়, সর্বাবস্থায় এবং সব ঋতুতে অব্যাহত রয়েছে এবং খেজুর বৃক্ষের প্রত্যেকটি অংশই যেমন উপকারী, তেমনি মুমিনের প্রত্যেক কথা ও কাজ, উঠাবসা এবং এসবের প্রতিক্রিয়া সমগ্র বিশ্বের জন্য উপকারী ও ফলদায়ক। তবে শর্ত এই যে, কামেল মানুষ এবং আল্লাহ ও রাসূলের শিক্ষার অনুযায়ী হতে হবে। উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, تُؤْتِىْ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ বাক্যে اُكُلٌ শব্দের অর্থ ফল ও খাদ্যোপযোগী বস্তু এবং حِيْنٍ শব্দের অর্থ প্রতিমুহূর্ত। অধিকাংশ তাফসীরবিদ এ অর্থকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারো কারো অন্য উক্তিও রয়েছে।

কাফেরদের দৃষ্টান্ত : এর বিপরীতে কাফেরদের দ্বিতীয় উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে খারাপ বৃক্ষ দ্বারা। কালেমায়ে তাইয়্যেবার অর্থ যেমন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ, ঈমান, তেমনি কালেমায়ে খবীছার অর্থ কুফরি বাক্য ও কুফরি কাজকর্ম। পূর্বোল্লোখিত হাদীসে كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةٍ অর্থাৎ, খারাপ বৃক্ষের উদ্দিষ্ট অর্থ হানযাল বৃক্ষ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেউ কেউ রসুন ইত্যাদিও বলেছেন।

কুরআনে এ খারাপ বৃক্ষের অবস্থা এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, এর শিকড় ভূগর্ভের অভ্যন্তরে বেশি যায় না। ফলে যখন কেউ ইচ্ছা করে, তখন এ বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারে। اِجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ বাক্যের অর্থ তাই। কেননা এর আসল অর্থ কোনো বস্তুর অবয়বকে পুরোপুরি উৎপাটন করা।

কাফেরের কাজকর্মকে এ বৃক্ষের সাথে তুলনা করার কারণ তিনটি। ১. কাফেরের ধর্ম বিশ্বাসের কোনো শিকড় ও ভিত্তি নেই। অল্পক্ষণের মধ্যেই নড়বড়ে হয়ে যায়। ২. দুনিয়ার আবর্জনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। ৩. বৃক্ষের ফলফুল অর্থাৎ, কাফেরের ক্রিয়াকর্ম আল্লাহর দরবারে ফলদায়ক নয়।

শব্দবিশ্লেষণ :

مُغْنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغْنَاءُ মূলবর্ণ (غ ـ ن ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- যোগ্য বানানো।

لَهَدَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ মূলবর্ণ (ه ـ د ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- পথপ্রদর্শন করা, রাস্তা দেখানো।

اَجْزَعْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْجَزَعُ মূলবর্ণ (ج ـ ز ـ ع) জিনস صحيح অর্থ- ব্যাকুল হওয়া।

لَاتَلُوْمُوْنِىْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَللَّوْمُ মূলবর্ণ (ل ـ و ـ م) জিনস اجوف واوى অর্থ- ভর্ৎসনা করা।

بِمُصْرِخِىَّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِصْرَاخُ মূলবর্ণ (ص ـ ر ـ خ) জিনস صحيح অর্থ- ফরিয়াদ গ্রহণকারী।

خَالِدِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخُلُوْدُ মূলবর্ণ (خ ـ ل ـ د) জিনস صحيح অর্থ- সর্বদা থাকা।

ثَابِتٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلثَّبَاتُ মূলবর্ণ (ث ـ ب ـ ت) জিনস صحيح অর্থ- সবল হওয়া, প্রমাণ থাকা।

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ (٢٧)

২৭. আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার লোকদেরকে সে অটল বাক্য [কালেমায়ে তাইয়্যেবা] -এর দরুন সুদৃঢ় রাখেন- পার্থিব জীবনে এবং পরকালে এবং জালিমদেরকে বিভ্রান্ত করে দেন, আর আল্লাহ তা'আলা যা চান [তা-ই] করেন।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (٢٨)

২৮. আপনি কি তাদেরকে দেখেননি- যারা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের পরিবর্তে কুফরি করেছে এবং যারা স্বীয় সম্প্রদায়কে উপনীত করেছে ধ্বংসের গৃহে।

جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۗ وَبِئْسَ الْقَرَارُ (٢٩)

২৯. অর্থাৎ জাহান্নামে, তারা তাতে প্রবেশ করবে এবং তা অতি নিকৃষ্ট বাসস্থান।

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ (٣٠)

৩০. এবং তারা আল্লাহর সাথে শরিক সাব্যস্ত করেছে, তাঁর দীন হতে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে; আপনি বলে দিন, কিছুদিন উপভোগ করে নাও, কেননা পরিশেষে তোমাদেরকে দোজখে যেতে হবে।

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ (٣١)

৩১. বলে দিন আমার খাঁটি ঈমানদার বান্দাদেরকে, যেন তারা নামাজের পাবন্দি করে এবং আমি তাদেরকে যা কিছু দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, সে দিন আসার পূর্বে যেদিন না কোনো ক্রয়-বিক্রয় থাকবে আর না কোনো বন্ধুত্ব।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৭. يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আল্লাহ ঈমানদার লোকদের সুদৃঢ় রাখেন بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ সেই অটল বাক্য (কালেমায়ে তাইয়্যেবা) -এর দরুন فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনে وَفِي الْاٰخِرَةِ এবং পরকালে وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ এবং জালেমদেরকে বিভ্রান্ত করে দেন وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ আর আল্লাহ তা'আলা যা চান (তাই) করেন।

২৮. اَلَمْ تَرَ আপনি কি তাদেরকে দেখেননি اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا যারা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের পরিবর্তে কুফরি করেছে وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ এবং যারা স্বীয় সম্প্রদায়কে উপনীত করেছে دَارَ الْبَوَارِ ধ্বংসের গৃহে।

২৯. جَهَنَّمَ অর্থাৎ, জাহান্নাম يَصْلَوْنَهَا তারা তাতে প্রবেশ করবে وَبِئْسَ الْقَرَارُ এবং তা অতি নিকৃষ্ট বাসস্থান।

৩০. وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا এবং তারা আল্লাহর সাথে শরিক সাব্যস্ত করেছে لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ তার দীন হতে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে قُلْ আপনি বলে দিন تَمَتَّعُوْا কিছুদিন উপভোগ করে নাও فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ কেননা পরিশেষে তোমাদেরকে দোজখে যেতে হবে।

৩১. قُلْ বলে দিন لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আমার খাঁটি ঈমানদার বান্দাদের কে يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ যেন তারা নামাজের পাবন্দি করে وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ এবং আমি তাদেরকে যা কিছু দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে سِرًّا وَّعَلَانِيَةً গোপনে ও প্রকাশ্যে مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ সেদিন আসার পূর্বে لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ যেদিন না কোনো ক্রয়-বিক্রয় থাকবে আর না বন্ধুত্ব।

৩২. আল্লাহ এমন যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং আসমান হতে বর্ষণ করেছেন পানি, অতঃপর সে পানি দ্বারা ফসলসমূহ হতে তোমাদের জন্য রিজিক উৎপন্ন করেছেন এবং তোমাদের উপকারার্থে নৌকাগুলোকে [স্বীয় কুদরতের] বশীভূত করে বানিয়েছেন, যেন তা আল্লাহ তা'আলার আদেশে সমুদ্রে চলে এবং তোমাদের মঙ্গলের জন্য নহরসমূহকে বশীভূত করেছেন।	اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِیَ فِی الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ﴿۳۲﴾
৩৩. আর তোমাদের উপকারার্থে সূর্য ও চন্দ্রকে বশীভূত করে দিয়েছেন, যা অনবরত চলতেই রয়েছে, আর তোমাদের উপকারের জন্য রাত ও দিনকে বশীভূত করেছেন।	وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَیْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ ﴿۳۳﴾
৩৪. এবং যে যে বস্তু তোমরা চেয়েছ, প্রত্যেকটিই তোমাদেরকে [তোমাদের উপযোগী করে] দিয়েছেন, আর আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহ যদি তোমরা গণনা করতে আরম্ভ কর, তবে গণে শেষ করতে পারবে না, সত্য কথা এই যে, মানুষ বড় অবিচারী, অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ।	وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ؕ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ﴿۳۴﴾
৩৫. আর যখন ইবরাহীম বললেন, হে আমার রব! এ নগরকে নিরাপত্তাময় নগরী করে দিন এবং আমাকে ও আমার বিশেষ বংশধরকে মূর্তিপূজা হতে বাঁচিয়ে রাখুন।	وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِیْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِیْ وَبَنِیَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ﴿۳۵﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩২. اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ আল্লাহ এমন যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً এবং আসমান হতে বর্ষণ করেছেন পানি فَاَخْرَجَ بِهٖ অতঃপর সেই পানি দ্বারা উৎপন্ন করেছেন مِنَ الثَّمَرٰتِ ফলসমূহ হতে رِزْقًا لَّكُمْ তোমাদের জন্য রিজক وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ এবং তোমাদের উপকারার্থে নৌকাগুলোকে (স্বীয় কুদরতের) বশীভূত করে বানিয়েছেন لِتَجْرِیَ فِی الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ যেন তা আল্লাহ তা'আলার আদেশে সমুদ্রে চলে وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ এবং তোমাদের মঙ্গলের জন্য নহরসমূহকে বশীভূত করেছেন।

৩৩. وَسَخَّرَ لَكُمُ এবং তোমাদের উপকারার্থে বশীভূত করে দিয়েছেন الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ সূর্য ও চন্দ্রকে دَآئِبَیْنِ যা অনবরত চলতেই রয়েছে وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ আর তোমাদের উপকারের জন্য রাত্রি ও দিনকে বশীভূত করেছেন।

৩৪. وَاٰتٰىكُمْ এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ যে যে বস্তু তোমরা চেয়েছ প্রত্যেকটি وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ আর আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহ যদি তোমরা গণনা করতে আরম্ভ কর لَا تُحْصُوْهَا তবে গণে শেষ করতে পারবে না اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ সত্য কথা এই যে, মানুষ বড় অবিচারী, অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ।

৩৫. وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِیْمُ আর যখন ইবরাহীম বললেন رَبِّ হে আমার প্রতিপালক! اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا এ নগরকে নিরাপত্তাময় নগরী করে দিন وَّاجْنُبْنِیْ وَبَنِیَّ এবং আমাকে ও আমার বিশেষ বংশধরকে বাঁচিয়ে রাখুন اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ মূর্তি পূজা হতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ

শানে নুযূল : হযরত আতা বিন ইয়াসার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, বদর অভিযানে মুসলমানদের হাতে নিহত কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -(বাহরে মুহীত ৫/৪৯৩, কুরতুবী ৯/৩১১)

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, আলোচ্য আয়াত আবূ জাহল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে ব্যক্তি বিশেষকে কেন্দ্র করে। তবে উপদেশ বা শিক্ষা ব্যাপক ভিত্তিক হবে। কারণ আয়াত যদিও ব্যক্তি বিশেষকে লক্ষ্য করে নাজিল হয়ে থাকে কিন্তু كُفَّارْ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। সকল কাফেরকে বুঝানো হয়েছে। -(জালালাইন -টীকা : পৃ. ২০৯)

ঈমানের বিশেষ প্রতিক্রিয়া : এরপর মুমিনের ঈমান ও কালেমায়ে তাইয়্যেবার একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত হয়েছে- يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ অর্থাৎ, মুমিনের কালেমায়ে তাইয়্যেবা মজবুত ও অনড় বৃক্ষের মতো একটি প্রতিষ্ঠিত উক্তি। একে আল্লাহ তা'আলা চিরকাল কায়েমও প্রতিষ্ঠিত রাখেন দুনিয়াতেও এবং পরকালেও। শর্ত এই যে, এ কালেমা আন্তরিকতার সাথে বলতে হবে এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর মর্ম পূর্ণরূপে বুঝতে হবে।

উদ্দেশ্য এই যে, এ কালেমায় বিশ্বাসী ব্যক্তিকে দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে শক্তি যোগানো হয়। ফলে সে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ কালেমায় কায়েম থাকে, যদিও এর মোকাবিলায় অনেক বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়। পরকালে এ কালেমাকে প্রতিষ্ঠিত রেখে তাকে সাহায্য করা হবে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীস আছে, আয়াতে পরকাল বলে আলমে বরজখ অর্থাৎ, 'কবর জগৎ' বুঝানো হয়েছে।

কবরের শাস্তি ও শান্তি কুরআন ও হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কবরে মুমিনকে প্রশ্ন করার ভয়ঙ্কর মুহূর্তেও সে আল্লাহর সমর্থনের বলে এই কালেমার উপর কায়েম থাকবে এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ -এর সাক্ষ্য দিবে। এরপর বলেন, আল্লাহর বাণী- يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ -এর উদ্দেশ্য তাই। এ হাদীসটি হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আরো প্রায় চল্লিশ জন সাহাবী থেকে এ বিষয়ে বহু হাদীস বর্ণিত আছে। আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এগুলো উল্লেখ করেছেন। শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী স্বীয় কাব্যপুস্তিকা اَلتَّثْبِيْتُ عِنْدَ التَّبْيِيْتِ এবং شَرْحُ الصُّدُوْرِ এ সত্তরটি হাদীসের বরাত উল্লেখ করে সেগুলোকে মুতাওয়াতির বলেছেন। এসব সাহাবী সবাই আলোচ্য আয়াতে আখেরাতের অর্থ কবর এবং আয়াতটিকে কবরের আজাব ও ছওয়াব সম্পর্কিত বলে সাব্যস্ত করেছেন।

মৃত্যু ও দাফনের পর কবরে পুনর্বার জীবিত হয়ে ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং এ পরীক্ষায় সাফল্য ও অকৃতকার্যতার ভিত্তিতে ছওয়াব অথবা আজাব হওয়ার বিষয়টি কুরআন পাকের প্রায় দশটি আয়াতে ইঙ্গিতে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সত্তরটি মুতাওয়াতির হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে। ফলে এ ব্যাপারে মুসলমানদের সন্দেহ করার অবকাশ নেই। তবে সাধারণ লোকের পক্ষ থেকে সন্দেহ করা হয় যে, এই ছওয়াব ও আজাব দৃষ্টিগোচর হয় না। এখানে এর বিস্তারিত উত্তর দানের অবকাশ নেই। সংক্ষেপে এতটুকু বুঝে নেওয়া যথেষ্ট যে,

কোনো বস্তু দৃষ্টিগোচর না হওয়া সে বস্তুটির অনস্তিত্বশীল হওয়ার প্রমাণ নয়। জিন ও ফেরেশতারাও দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তারা বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমান যুগে রকেটের সাহায্যে যে মহাশূন্য জগৎ প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে, ইতিপূর্বে তা কারো দৃষ্টিগোচর হতো না; কিন্তু অস্তিত্ব ছিল। ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে কোনো বিপদে পতিত হয়ে ভীষণ কষ্টে অস্থির হতে থাকে; কিন্তু নিকটে উপবিষ্ট ব্যক্তি মোটেই তা টের পায় না।

যুক্তির কথা এই যে, এক জগতের অবস্থাকে অন্য জগতের অবস্থার সাথে তুলনা করা নিতান্তই ভুল। সৃষ্টিকর্তা যখন রাসূলের মাধ্যমে পরজগতে পৌঁছার পর আজাব ও ছওয়াবের সংবাদ দিয়েছেন, তখন এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে তো প্রতিষ্ঠিত বাক্যের উপর কায়েম রাখেন, ফলে কবর থেকেই তাদের শান্তির আয়োজন শুরু হয়ে যায়। পক্ষান্তরে জালেম অর্থাৎ, অস্বীকারকারী কাফের ও মুশরিকরা এ নিয়ামত পায় না। তারা মুনকার-নকীরের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে না। ফলে এখান থেকেই তারা এক প্রকার আজাবে জড়িত হয়ে পড়ে।

وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاۤءُ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা যা চান, তাই করেন। তাঁর ইচ্ছাকে রুখে দাঁড়ায়, এমন কোনো শক্তি নেই। হযরত উবাই ইবনে কা'ব, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান প্রমুখ সাহাবী বলেন, মুমিনের এরূপ বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে, তার যা কিছু অর্জিত হয়েছে, তা আল্লাহর ইচ্ছায়ই অর্জিত হয়েছে। এটা অর্জিত না হওয়া অসম্ভব ছিল। এমনিভাবে যে বস্তু অর্জিত হয়নি, তা অর্জিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। তাঁরা আরো বলেন, যদি তুমি এরূপ বিশ্বাস না রাখ, তবে তোমার আবাস হবে জাহান্নাম।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ.

অর্থাৎ, আপনি কি তাদেরকে দেখেন না, যারা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের পরিবর্তে কুফর অবলম্বন করেছে এবং তাদের অনুসারী জাতিকে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে? তারা জাহান্নামে প্রজ্জলিত হবে। জাহান্নাম অত্যন্ত মন্দ আবাস।

এখানে 'আল্লাহর নিয়ামত' বলে সাধারণভাবে অনুভূত, প্রত্যক্ষ ও মানুষের বাহ্যিক উপকার সম্পর্কিত নিয়ামত বুঝানো যেতে পারে; যেমন পানাহার ও পরিধানের দ্রব্য সামগ্রী, জমিজমা, বাসস্থান ইত্যাদি এবং মানুষের হেদায়েতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বিশেষ নিয়ামতসমূহও; যেমন, ঐশী গ্রন্থ এবং আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও রহস্যের নিদর্শনাবলি। এসব নিদর্শন স্বীয় অস্তিত্বের প্রতি গ্রন্থিতে, ভূমণ্ডল ও তার রহস্যমণ্ডিত জগতে মানবজাতির হেদায়েতের সামগ্রীকরূপে বিদ্যমান রয়েছে।

এ উভয় প্রকার নিয়ামতের দাবি ছিল এই যে, মানুষ আল্লাহর মাহাত্ম্য ও শক্তিসামর্থ্য সম্যক উপলব্ধি করুক এবং তাঁর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁর আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করুক। কিন্তু কাফের ও মুশরিকরা নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতা, অবাধ্যতা ও নাফরমানি করেছে। এর ফলশ্রুতিতে তারা সমগ্র মানব সমাজকেই ধ্বংস ও বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে এবং নিজেরাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

আলোচ্য ৩০-৩৪ আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে কাফের ও মুশরিকদের নিন্দা এবং তাদের অশুভ পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে মুমিনদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাদের শোকর আদায় করার জন্য কতিপয় বিধানের তাকিদ করা হয়েছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে আল্লাহর মহান নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করে সেগুলোকে আল্লাহর অবাধ্যতায় নিয়োজিত না করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

শব্দার্থ ও টীকা : اَنْدَادًا শব্দটি نِدٌّ -এর বহুবচন। এর অর্থ সমতুল্য, সমান। প্রতিমাসমূহকে اَنْدَادٌ বলার কারণ এই যে, মুশরিকরা স্বীয় কর্মে তাদেরকে আল্লাহর সমতুল্য সাব্যস্ত করে রেখেছিল। تَمَتَّعُ শব্দের অর্থ কোনো

বস্তু দ্বারা সাময়িকভাবে কয়েকদিন উপকৃত হওয়া। আয়াতে মুশরিকদের ভ্রান্ত মতবাদের নিন্দা করে বলা হয়েছে যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আদেশ দেওয়া হয়েছে ; আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, তোমরা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী নিয়ামত দ্বারা উপকৃত হতে থাক; তোমাদের শেষ পরিণতি জাহান্নামের অগ্নি।

দ্বিতীয় আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলা হয়েছে; "মক্কার কাফেররা তো আল্লাহর নিয়ামতকে কুফরি দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছে" আপনি আমার ঈমানদার বান্দাদেরকে বলুন যে, তারা নামাজ কায়েম করুক এবং আমি যে রিজিক তাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহর পথে ব্যয় করুক। এ আয়াতে মুমিন বান্দাদের জন্য বিরাট সুসংবাদ ও সম্মান রয়েছে। প্রথমে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিজের বান্দা বলেছেন, এরপর ঈমান-গুণে গুণান্বিত করেছেন, অতঃপর তাদেরকে চিরস্থায়ী সুখ ও সম্মান দানের পদ্ধতি বলে দিয়েছে যে, তারা নামাজ কায়েম করুক। নামাজের সময়ে অলসতা এবং নামাজের সুষ্ঠু নিয়মাবলিতে ত্রুটি না করা চাই। এছাড়া আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক থেকে কিছু তাঁর পথেও ব্যয় করুন। ব্যয় করার উভয় পদ্ধতিকেই বৈধ রাখা হয়েছে গোপনে অথবা প্রকাশ্যে। কোনো কোনো আলেম বলেন; ফরজ জাকাত-ফিতরা ইত্যাদি প্রকাশ্যে হওয়া উচিত– যাতে অন্যরাও উৎসাহিত হয়, আর নফল সদকা খয়রাত গোপনে দান করা উচিত যাতে রিয়া ও নাম যশ অর্জনের মতো মনোভঙ্গি সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকে। ব্যাপারটি আসলে নিয়তের উপর নির্ভরশীল। যদি প্রকাশ্যে দান করার মধ্যে রিয়া ও নাম যশের নিয়ত থাকে, তবে দানের ফজিলত খতম হয়ে যায় ফরজ হোক কিংবা নফল। পক্ষান্তরে যদি অপরকে উৎসাহিত করা নিয়ত থাকে, তবে ফরজ ও নফল উভয়ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করা বৈধ।

উদ্দেশ্য এই যে, আজ আল্লাহ তা'আলা নামাজ পড়ার এবং গাফিলতি বশত বিগত জমানার না পড়া নামাজের কাযা করার শক্তি ও অবসর দিয়ে রেখেছেন। এমনিভাবে আজ টাকা-পয়সা ও অর্থ সম্পদ তোমার করায়ত্ত রয়েছে। একে আল্লাহর পথে ব্যয় করে চিরস্থায়ী জীবনের সম্বল করে নিতে পার। কিন্তু এমন একদিন আসবে, যখন এ দু'টি শক্তি ও সামর্থ্য তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। তোমার দেহও নামাজ পড়ার যোগ্য থাকবে না এবং তোমার মালিকানায়ও কোনো টাকা-পয়সা থাকবে না, যা দ্বারা কারোও পাওনা পরিশোধ করতে পার। সেদিন কোনো কেনা-বেচাও হতে পারবে না যে, তুমি স্বীয় ত্রুটি ও গোনাহের কাফফারার জন্য কোনো কিছু কিনে নিবে। সেদিন পারস্পরিক বন্ধুত্ব এবং সম্পর্কও কোনো কাজে আসবে না। কোনো প্রিয়জন কারো পাপের বোঝা বহন করতে পারবে না এবং তার আজাব কোনোরূপে হটাতেও পারবে না।

'ঐ দিন' বলে বাহ্যত হাশর ও কিয়ামতের দিন বুঝানো হয়েছে। মৃত্যুর দিনও হতে পারে। কেননা এসব প্রতিক্রিয়া মৃত্যুর সময় থেকেই প্রকাশ পায়। তখন কারো দেহে কাজ করার ক্ষমতা থাকে না এবং কারো মালিকানায় টাকা-পয়সাও থাকে না।

এ আয়াতে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন কারো বন্ধুত্ব কারো কাজে আসবে না। এর উদ্দেশ্য এই যে, শুধু পার্থিব বন্ধুত্বই সেদিন কাজে আসবে না, কিন্তু যাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক আল্লাহর সন্তুষ্টির ভিত্তিতে এবং তাঁর দীনের কাজের জন্য হয়, তাদের বন্ধুত্ব তখনো উপকারে আসবে। সেদিন আল্লাহ তা'আলার সৎ ও প্রিয় বান্দারা অপরের জন্যে সুপারিশ করতে সক্ষম হবেন। বহু হাদীসে এ বিষয়টি বর্ণিত রয়েছে। কুরআন পাকে বলা হয়েছে اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ, দুনিয়াতে যারা পরস্পর বন্ধু ছিল, সেদিন পরস্পর শত্রু হয়ে যাবে; তারা বন্ধুর ঘাড়ে পাপের বোঝা চাপিয়ে নিজেরা মুক্ত হয়ে যেতে চাইবে। কিন্তু যারা আল্লাহ ভীরু, তাদের কথা ভিন্ন। আল্লাহ ভীরুরা লোকেরা সেখানেও সুপারিশের মাধ্যমে একে অপরের সাহায্য করবেন।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে আল্লাহ তা'আলার অনেকগুলো নিয়ামত স্মরণ করিয়ে মানুষকে ইবাদত ও আনুগত্যের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার সত্তাই হলো যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, যাদের উপর মানুষের অস্তিত্বের সূচনা স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। এরপর তিনি আকাশ থেকে পানি অবতারণ করেছেন, যার সাহায্যে হরেক রকমের ফল সৃষ্টি করেছেন। যাতে সেগুলো তোমাদের রিজিক হতে পারে। ثَمَرَاتٌ শব্দটি ثَمَرَةٌ -এর বহুবচন। প্রত্যেক বস্তু থেকে অর্জিত ফলাফলকে ثَمَرَةٌ বলা হয়। তাই মানুষের খাদ্যজাতীয় বস্তু, পরিধেয় বস্তু এবং বসবাসের গৃহ সবই ثَمَرَاتٌ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। কেননা আয়াতে ব্যবহৃত رِزْق শব্দটিতে এসব প্রয়োজন শামিল রয়েছে। -(মাযহারী)

অতঃপর বলা হয়েছে : আল্লাহ তা'আলাই নৌকা ও জাহাজসমূহকে তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন। এরা আল্লাহর নির্দেশে নদ-নদীতে চলাফেরা করে। আয়াতে ব্যবহৃত سَخَّرَ শব্দের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা এসব জিনিসের ব্যবহার তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। কাঠ, লোহা-লক্কড়, নৌকা তৈরির হাতিয়ার এবং এগুলোর বিশুদ্ধ ব্যবহারের জ্ঞান-বুদ্ধি সবই আল্লাহ তা'আলার দান। কাজেই এসব বস্তুর আবিষ্কারে গর্ব করা উচিত নয় যে, সে এগুলো আবিষ্কার অথবা নির্মাণ করেছে। কেননা নৌকা ও জাহাজে যেসব বস্তু ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর কোনোটিই সে সৃষ্টি করেনি এবং করতে পারে না। আল্লাহর সৃজিত কাঠ, লোহা, তামা ও পিতলের মধ্যে কৌশল প্রয়োগ করে এই আবিষ্কারের মুকুট সে নিজের মাথায় পরিধান করেছে। নতুবা বাস্তব সত্য এই যে, স্বয়ং তার অস্তি, হাত-পা, মস্তিষ্ক এবং বুদ্ধিও তার নিজের তৈরি নয়।

এরপর বলা হয়েছে : আমি তোমাদের জন্য সূর্য ও চন্দ্রকে অনুবর্তী করে দিয়েছি। এরা উভয়ে সর্বদা একই নিয়মে চলাচল করে। دَائِبَيْنِ শব্দটি دَأْبٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ অভ্যাস। অর্থ এই যে, সর্বদা ও সর্বাবস্থায় চলা এ দু'টি গ্রহের অভ্যাসে পরিণত করে দেওয়া হয়েছে। এর খেলাফ হয় না। অনুবর্তী করার অর্থ এরূপ নয় যে, তারা তোমাদের আদেশ ও ইঙ্গিতে চলবে। কেননা সূর্য ও চন্দ্রকে মানুষের আজ্ঞাধীন চলার অর্থে ব্যক্তিগত নির্দেশের অনুবর্তী করে দিলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দিত। কেউ বলত, আজ দু'ঘণ্টা পর সূর্যোদয় হোক। কারণ রাতের কাজ বেশি। কেউ বলত, দু'ঘণ্টা আগে সূর্যোদয় হোক। কারণ দিনের কাজ বেশি। তাই আল্লাহ তা'আলা আসমান ও আকাশসমূহকে মানুষের অনুবর্তী করেছেন ঠিকই; কিন্তু এরূপ অর্থে করেছেন যে, এগুলো সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার অপার রহস্যের অধীনে মানুষের কাজে নিয়োজিত আছে। এরূপ অর্থে নয় যে, তাদের উদয়, অস্ত ও গতি মানুষের ইচ্ছা ও মর্জির অধীন।

এমনিভাবে রাত ও দিনকে মানুষের অনুবর্তী করে দেওয়ার অর্থও এরূপ যে, এগুলোকে মানুষের সেবা ও সুখ বিধানের কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে।

وَاٰتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ : অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ঐ সমুদয় বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা চেয়েছ। আল্লাহর দান ও পুরস্কার কারো চাওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়। আমরা নিজেদের অস্তিত্বও তাঁর কাছে চাইনি। তিনি নিজ কৃপায় চাওয়া ব্যতীত দিয়েছেন।

আসমান, জমিন, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি সৃষ্টি করার জন্য প্রার্থনা কে করেছিল? এগুলো চাওয়া ছাড়াই আমাদের পালনকর্তা দান করেছেন। এ কারণেই কাযী বায়যাবী এ বাক্যের অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে প্রত্যেক ঐ বস্তু দিয়েছেন, যা চাওয়ার যোগ্য; যদিও তোমরা চাওনি। কিন্তু বাহ্যিক অর্থ নেওয়া হলেও কোনো অসুবিধা নেই।

কারণ, মানুষ সাধারণত : যা যা চায়, তার অধিকাংশ তাকে দিয়েই দেওয়া হয়। যেখানে বাহ্যদৃষ্টিতে তার প্রার্থনা পূর্ণ করা হয় না, সেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য অথবা সারা বিশ্বের জন্য কোনো না কোনো উপযোগিতা নিহিত

থাকে যা সে জানে না। কিন্তু সর্বজ্ঞ আল্লাহ জানেন যে, তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করা হলে স্বয়ং তার জন্য অথবা তার পরিবারের জন্যে অথবা সমগ্র বিশ্বের জন্য বিপদের কারণ হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় প্রার্থনা পূর্ণ না করাই বড় নিয়ামত। কিন্তু জ্ঞানের ত্রুটির কারণে মানুষ তা জানে না, তাই দুঃখিত হয়।

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا : অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত এতো অধিক যে, সব মানুষ একত্রিত হয়ে সেগুলো গণনা করতে চাইলে গণে শেষ করতে পারবে না। মানুষের নিজের অস্তিত্বই স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র জগৎ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ দেহের প্রতিটি গ্রন্থি এবং শিরা-উপশিরায় আল্লাহ তা'আলার অন্তহীন নিয়ামত নিহিত রয়েছে। শত শত সূক্ষ্ম নাজুক ও অভিনব যন্ত্রপাতি সজ্জিত এ ভ্রাম্যমান কারখানাটি সর্বদা কাজে মশগুল রয়েছে। এরপর রয়েছে নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল ও এতদুভয়ে অবস্থিত সৃষ্টবস্তু, সমুদ্র ও পাহাড়ে অবস্থিত সৃষ্টবস্তু। আধুনিক গবেষণা ও তাতে আজীবন নিয়োজিত হাজারো বিশেষজ্ঞও এগুলোর কূল-কিনারা করতে পারেনি। এছাড়া সাধারণভাবে ধনাত্মক আকারে যেগুলোকে নিয়ামত মনে করা হয়, নিয়ামত সেগুলোতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং প্রত্যেক রোগ-শোক দুঃখ-কষ্ট আপদ-বিপদ থেকে নিরাপদ থাকাও এক একটা স্বতন্ত্র। নিয়ামত একজন মানুষ কত প্রকার রোগে ও কত প্রকার মানসিক ও দৈহিক কষ্টে পতিত হতে পারে, তার গণনা কেউ করতে সক্ষম নয়। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার সম্পূর্ণ দান ও নিয়ামতের গণনা করাও আমাদের দ্বারা সম্ভবপর নয়।

অসংখ্য নিয়ামতের বিনিময়ে অসংখ্য ইবাদত ও অসংখ্য শোকর জরুরি হওয়াই ছিল ইনসাফের দাবি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা দুর্বলমতি মানুষের প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছেন। মানুষ যখন সত্যের খাতিরে স্বীকার করে নেয় যে, যথার্থ শোকর আদায় করার সাধ্য তার নেই, তখন আল্লাহ তা'আলা এ স্বীকারোক্তিকেই শোকর আদায়ের স্থলাভিষিক্ত করে নেন। আল্লাহ তা'আলা দাউদ (আ.) -এর এ ধরনের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই বলেছিলেন اَلْاٰنَ قَدْ شَكَرْتَ يَا دَاوٗدُ। অর্থাৎ, স্বীকারোক্তি করাই শোকর আদায়ের জন্য যথেষ্ট।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ। অর্থাৎ মানুষ খুবই জালেম এবং অত্যধিক অকৃতজ্ঞ। উদ্দেশ্য, কষ্ট ও বিপদে সবর করা, মুখ ও মনকে অভিযোগ থেকে পবিত্র রাখা, একজন রহস্যবিদের পক্ষ থেকে এসেছে বিধায় বিপদকে নিয়ামতই মনে করা, পক্ষান্তরে সুখ ও শান্তিতে সর্বান্তঃকরণে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াই ছিল ইনসাফের তাকিদ, কিন্তু সাধারণত : মানুষের অভ্যাস এ থেকে ভিন্ন। সামান্য কষ্ট ও বিপদ দেখা দিলেই তারা অধৈর্য হয়ে পড়ে এবং কাতর কণ্ঠে তা ব্যক্ত করতে শুরু করে। পক্ষান্তরে সুখ ও শান্তি লাভ করলে তাতে মত্ত হয়ে আল্লাহকে ভুলে যায়। একারণেই পূর্ববর্তী আয়াতে খাঁটি মুমিনের গুণ صَبَّارٌ ও شَكُورٌ (অধিক সবরকারী, অধিক শোকরকারী) ব্যক্ত হয়েছে।

এখানে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর দু'টি দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম দোয়া رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا অর্থাৎ, হে আমার পালনকর্তা, এ (মক্কা) নগরীকে শান্তির আলয় করে দাও। সূরা বাকারায় ও এ দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে بَلَدْ শব্দটি اَلِفْ ও لَامْ ব্যতীত بَلَدًا বলা হয়েছে। এর অর্থ অনির্দিষ্ট নগরী। কারণ এই যে, এ দোয়াটি যখন করা হয়েছিল, তখন মক্কা নগরীর পত্তন হয়নি। তাই ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় দোয়া করেছিলেন যে, এ জায়গাকে একটি শান্তির নগরীতে পরিণত করে দিন।

এরপর মক্কায় যখন জনবসতি স্থাপিত হয়ে যায়, তখন এ আয়াতে বর্ণিত দোয়াটি করেন। এ ক্ষেত্রে মক্কাকে নির্দিষ্ট করে দোয়া করেন যে, একে শান্তির আবাস্থল করে দিন। দ্বিতীয় দোয়া এই যে, আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

পয়গম্বরগণ নিষ্পাপ। তাঁরা শিরক, মূর্তিপূজা এমনকি কোনো গোনাহও করতে পারেন না। কিন্তু এখানে হযরত ইবরাহীম (আ.) দোয়া করতে গিয়ে নিজেকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। এর কারণ এই যে, স্বভাবজাত ভীতির প্রভাবে

পয়গম্বরগণ সর্বদা শঙ্কা অনুভব করতেন। অথবা আসল উদ্দেশ্য ছিল সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচানোর দোয়া করা। সন্তানদেরকে এর গুরুত্ব বুঝাবার জন্য নিজেকেও দোয়ায় শামিল করে নিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বন্ধুর দোয়া কবুল করেছেন। ফলে তাঁর সন্তানরা শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে নিরাপদ থাকে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মক্কাবাসীরা তো সাধারণভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এরই বংশধর। পরবর্তীতে তো তাদের মধ্যে মূর্তিপূজা বিদ্যমান ছিল। বাহরে-মুহীত গ্রন্থে সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনার বরাত দিয়ে -এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, হযরত ইসমাঈল (আ.) -এর সন্তানদের মধ্যে কেউ প্রকৃতপক্ষে মূর্তিপূজা করেননি, বরং যে সময় জুরহাম গোত্রের লোকেরা মক্কা অধিকার করে হযরত ইসমাঈল (আ.) -এর সন্তানদেরকে হরম থেকে বের করে দেয়, তখন তারা হরমের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও সম্মানের কারণে এখানকার কিছু পাথর সাথে করে নিয়ে যায়। তারা এগুলোকে হরম ও বায়তুল্লাহর স্মারক হিসেবে সামনে রেখে ইবাদত করত এবং এগুলোর প্রদক্ষিণ (তওয়াফ) করত। এতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যের কোনোরূপ ধারণা ছিল না, বরং বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে নামাজ পড়া এবং বায়তুল্লাহর তওয়াফ করা যেমন আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত, তেমনি তারা এই পাথরের দিকে মুখ করা এবং এগুলো তওয়াফ করাকে আল্লাহর ইবাদতের পরিপন্থি মনে করত না। এরপর এ কর্মপন্থাই মূর্তিপূজার কারণ হয়ে যায়।

শব্দবিশ্লেষণ :

أَحَلُّوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِحْلَالُ মূলবর্ণ (ح ـ ل ـ ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- হালাল করা, বৈধ করা।

يَصْلَوْنَهَا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلصُّلِيُّ মূলবর্ণ (ص ـ ل ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- প্রবেশ হওয়া।

أَنْدَادً : বহুবচন, একবচন نِدٌّ। অর্থ- বিপরীত।

دَائِبَيْنِ : সীগাহ تثنيه مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার اَلدَّأْبُ মূলবর্ণ (د ـ أ ـ ب) জিনস مهموزلام অর্থ- কষ্ট সহ্য করা।

إِنْ تَعُدُّوا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَدُّ মূলবর্ণ (ع ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- গণনা করা, হিসাব করা।

لَا تُحْصُوهَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِحْصَاءُ মূলবর্ণ (ح ـ ص ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- গণনা করা, হিসাব করা।

اُجْنُبْنِيْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْجَنْبُ মূলবর্ণ (ج ـ ن ـ ب) জিনস صحيح অর্থ- দূরে রাখা,।

اَلْأَصْنَامُ : বহুবচন, একবচন- صَنَمٌ অর্থ- দেবদেবী, মূর্তি।

رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٣٦)

৩৬. হে আমার পরওয়ারদেগার! এ মূর্তিগুলো বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে, অনন্তর যে ব্যক্তি আমার পথে চলবে, সে তো আমারই, আর যে ব্যক্তি আমার কথা না মানে, আপনি তো অতিশয় ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।

رَبَّنَاۤ اِنِّيْۤ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْۤ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ (٣٧)

৩৭. হে আমাদের রব! আমি আমার বংশধরগণকে এমন এক প্রান্তরে বসাচ্ছি, যা কৃষির উপযোগী নয়, আপনার সম্মানিত গৃহের নিকট, হে আমাদের রব! যেন তারা নামাজের [বিশেষ] খেয়াল রাখে, অতএব, আপনি কতক লোকের মন তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিন এবং তাদেরকে ফল খেতে দিন, যেন তারা শোকর করে।

رَبَّنَاۤ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ (٣٨)

৩৮. হে আমাদের রব! আপনার সমস্তই জানা আছে, যা আমরা নিজেদের অন্তরে [গোপন] রাখি এবং যা আমরা প্রকাশ করি, আর আল্লাহ তা'আলা হতে কোনো বস্তুই লুক্কায়িত নয়, না জমিনে আর না আসমানে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ۗ اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ (٣٩)

৩৯. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে দান করেছেন [দুই পুত্র] ইসমাঈলকে ও ইসহাককে; নিশ্চয় আমার পরওয়ারদেগার বড়ই প্রার্থনা শ্রবণকারী।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৬. رَبِّ হে আমার পরওয়ারদেগার اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ এ মূর্তিগুলো গোমরাহ করে দিয়েছে كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ বহু মানুষকে فَمَنْ تَبِعَنِيْ অনন্তর যে ব্যক্তি আমার পথে চলবে فَاِنَّهٗ مِنِّيْ সে তো আমারই وَمَنْ عَصَانِيْ আর যে ব্যক্তি আমার কথা না মানে فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ আপনি তো অতিশয় ক্ষমাশীল অত্যন্ত দয়ালু।

৩৭. رَبَّنَا হে আমাদের রব اِنِّيْۤ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ আমি আমার বংশধরকে বসাচ্ছি بِوَادٍ এমন এক প্রান্তরে غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ কৃষির উপযোগী নয় عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ আপনার সম্মানিত গৃহের নিকট رَبَّنَا হে আমাদের রব لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ যেন তারা নামাজের খেয়াল রাখে فَاجْعَلْ অতএব, আপনি করে দিন اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ কতক লোকের মন تَهْوِيْۤ اِلَيْهِمْ তাদের প্রতি আকৃষ্ট وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ এবং তাদের ফল খেতে দিন لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ যেন তারা শোকর করে।

৩৮. رَبَّنَاۤ اِنَّكَ تَعْلَمُ হে আমাদের রব! আপনার সবই জানা আছে مَا نُخْفِيْ যা আমরা নিজেদের অন্তরে (গোপন) রাখি وَمَا نُعْلِنُ এবং যা আমরা প্রকাশ করি وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ আর আল্লাহ হতে কোনো বস্তুই লুক্কায়িত নয় فِي الْاَرْضِ না জমিনে وَلَا فِي السَّمَآءِ আর না আসমানে।

৩৯. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলারই যিনি وَهَبَ لِيْ আমাকে দান করেছেন عَلَى الْكِبَرِ বৃদ্ধ বয়সে اِسْمٰعِيْلَ ইসমাঈলকে ও ইসহাককে وَاِسْحٰقَ اِنَّ رَبِّيْ নিশ্চয় আমার পরওয়ারদেগার لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ বড়ই প্রার্থনা শ্রবণকারী।

৪০. হে আমার প্রতিপালক! আমাকেও নামাজের [বিশেষ] পাবন্দ করে রাখুন এবং আমার বংশধরগণের মধ্য হতেও কতককে, হে আমাদের রব! আমার দোয়া কবুল করুন।	رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ (٤٠)
৪১. হে আমাদের পরওয়ারদেগার! ক্ষমা করুন আমাকে ও আমার মা-বাপকে এবং সমস্ত মুমিনকেও হিসাব কায়েম হওয়ার দিন।	رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ (٤١)
৪২. আর এ অনাচারীরা যা কিছু করছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলাকে বে-খবর মনে করো না, তিনি তাদেরকে কেবল অবকাশ দিয়ে রেখেছিলেন সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তাদের চক্ষুগুলো বিস্ফারিত হয়ে থাকবে।	وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ۗ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ (٤٢)
৪৩. দৌড়তে থাকবে, আপন মস্তকসমূহ উর্ধ্বমুখী করে রাখবে, তাদের দৃষ্টি তাদের দিকে ফিরে আসবে না এবং তাদের অন্তর দিশেহারা হয়ে পড়বে।	مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِىْ رُءُوْسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَاَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَآءٌ (٤٣)

শাব্দিক অনুবাদ :

৪০. رَبِّ হে আমার পরওয়ারদেগার اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ আমাকেও নামাজের (বিশেষ) পাবন্দ করে রাখুন وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ এবং আমার বংশধরগণের মধ্য হতেও কতেককে رَبَّنَا হে আমাদের রব وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ আমার দোয়া কবুল করুন।

৪১. رَبَّنَا হে আমাদের পরওয়ারদেগার اغْفِرْ لِىْ ক্ষমা করুন আমাকে وَلِوَالِدَىَّ ও আমার মা-বাবাকে وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ এবং সমস্ত মু'মিনকেও يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ হিসাব কায়েম হওয়ার দিন।

৪২. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا আর আল্লাহ তা'আলাকে বেখবর মনে করো না عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ এ অনাচারীরা যা কিছু করছে সে সম্বন্ধে اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ তিনি তাদেরকে কেবল অবকাশ দিয়ে রেখেছেন لِيَوْمٍ সেদিন পর্যন্ত تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ যেদিন এদের চক্ষুগুলো বিস্ফারিত হয়ে থাকবে।

৪৩. مُهْطِعِيْنَ দৌড়তে থাকবে مُقْنِعِىْ رُءُوْسِهِمْ আপন মস্তকসমূহ উর্ধ্বমুখী করে রাখবে لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ তাদের দৃষ্টি তাদের দিকে ফিরে আসবে না وَاَفْـِٕدَتُهُمْ هَوَآءٌ এবং তাদের অন্তর দিশেহারা হয়ে পড়বে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৩৬ নং আয়াতে এই দোয়ার কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, মূর্তিপূজা থেকে আমাদের অব্যাহতি কামনার কারণ এই যে, এ মূর্তি অনেক মানুষকে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করেছে। ইবরাহীম (আ.) স্বীয় পিতা ও জাতির অভিজ্ঞতা থেকে একথা বলেছিলেন। মূর্তিপূজা তাদেরকে সর্বপ্রকার মঙ্গল ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছিল। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে- فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ ۚ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার অনুসারী হবে অর্থাৎ ঈমান ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী হবে, সে তো আমারই। উদ্দেশ্য এই যে, তার প্রতি যে দয়া ও কৃপা করা হবে, তা বলাই বাহুল্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অবাধ্যতা করে তার জন্য আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। এখানে অবাধ্যতার অর্থ যদি কর্মগত অবাধ্যতা অর্থাৎ, মন্দকর্ম নেওয়া হয়,

তবে আয়াতের অর্থ স্পষ্ট যে, আপনার কৃপায় তারও ক্ষমা আশা করা যায় এবং যদি অবাধ্যতার অর্থ কুফরি ও অস্বীকৃতি নেওয়া হয়, তবে কাফের ও মুশরিকের ক্ষমা না হওয়া নিশ্চিত ছিল এবং ওদের জন্য সুপারিশ না করার নির্দেশ হযরত ইবরাহীম (আ.) -কে পূর্বেই দেওয়া হয়েছিল। এমতাবস্থায় তাদের ক্ষমার আশা ব্যক্ত করা সঠিক হতে পারে না। তাই বাহরে মুহীত গ্রন্থে বলা হয়েছে, এখানে হযরত ইবরাহীম (আ.) আদৌ দোয়া অথবা সুপারিশের ভাষা প্রয়োগ করেননি এবং একথা বলেননি যে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। তবে তিনি পয়গাম্বরসুলভ দয়া প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেক পয়গাম্বরের আন্তরিক বাসনা এটাই ছিল যে, কোনো কাফেরও যেন আজাবে পতিত না হয়। 'আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু" একথা বলে তিনি এই স্বভাবসুলভ বাসনা প্রকাশ করে দিয়েছেন মাত্র। একথা বলেননি যে, এদের সাথে ক্ষমা ও দয়ার ব্যবহার করুন। হযরত ঈসা (আ.) ও স্বীয় উম্মতের কাফেরদের সম্পর্কে এরূপ বলেছিলেন–

وَاِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ : অর্থাৎ, আপনি যদি ওদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান, সবই করতে পারেন। আপনার কাজে কেউ বাধাদানকারী নেই।

আল্লাহ তা'আলার এ দু'জন মনোনীত পয়গাম্বর কাফেরদের ব্যাপারে সুপারিশ করেননি। কারণ এটা ছিল আদব ও শিষ্টাচারের পরিপন্থি। কিন্তু একথাও বলেননি যে, কাফেরদের উপর আজাব নাজিল করুন। বরং আদবের সাথে বিশেষ ভঙ্গিতে তাদের হেদায়েত ও ক্ষমার স্বভাবজাত বাসনা প্রকাশ করেছেন মাত্র।

হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ পান যে, দুগ্ধ-পোষ্য শিশু ও তার জননীকে শুষ্ক প্রান্তরে ছেড়ে আপনি শামে চলে যান, তখন তাঁর মনে এতটুকু বিশ্বাস জন্মেছিল যে, আল্লাহ তাঁদেরকে বিনষ্ট করবেন না। তাঁদের জন্য পানি অবশ্যই সরবরাহ করা হবে। তাই দোয়ায় بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ مَاءٍ (জলহীন প্রান্তরে) বলেননি; غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ (চাষাবাদহীন) বলে আবেদন করেছেন যে, তাদেরকে ফলমূল দান করুন; যদিও তা অন্য জায়গা থেকে আনা হয়। এ কারণেই মক্কা মুকাররামায় আজ পর্যন্ত চাষাবাদের তেমন ব্যবস্থা না থাকলেও সারা বিশ্বের ফলমুল এত অধিক পরিমাণে সেখানে পৌঁছে থাকে যে, অন্যান্য অনেক শহরেই সেগুলো পাওয়া দুষ্কর। –(বাহরে মুহীত)

عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, বায়তুল্লাহ শরীফের ভিত্তি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল। ইমাম কুরতুবী সূরা বাক্বারার তাফসীরে বিভিন্ন রেওয়ায়েতের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ.) বায়তুল্লাহ নির্মাণ করেন। তাঁকে যখন পৃথিবীতে নামানো হয়, তখন মু'জিযা হিসেবে সরনদ্বীপ পাহাড় থেকে এখানে পৌঁছানো হয় এবং হযরত জিবরাঈল (আ.) বায়তুল্লাহর জায়গা চিহ্নিতও করে দেন। হযরত আদম (আ.) স্বয়ং এবং তাঁর সন্তানরা এর চারদিক প্রদক্ষিণ করতেন। শেষ পর্যন্ত নূহের মহা প্লাবনের সময় বায়তুল্লাহ উঠিয়ে নেওয়া হয়; কিন্তু তার ভিত্তি সেখানেই থেকে যায়। হযরত ইবরাহীম (আ.) -কে এই ভিত্তির উপরই বায়তুল্লাহ পুনর্নির্মাণের আদেশ দেওয়া হয়। হযরত জিবরাঈল (আ.) প্রাচীন ভিত্তি দেখিয়ে দেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) নির্মিত এই প্রাচীর মুর্খতা যুগে বিধ্বস্ত হয়ে গেলে কুরাইশরা তা নতুনভাবে নির্মাণ করে; এ নির্মাণ কাজে আবূ তালেবের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও নবুয়তের পূর্বে অংশ গ্রহণ করেন।

এতে বায়তুল্লাহর বিশেষণ مُحَرَّمٌ উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ সম্মানিতও হতে পারে এবং সুরক্ষিতও। বায়তুল্লাহ শরীফের মধ্যে উভয় বিশেষণই বিদ্যমান। এটি যেমন চিরকাল সম্মানিত, তেমনি চিরকাল শত্রুর কবল থেকে সুরক্ষিত।

لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ হযরত ইবরাহীম (আ.) দোয়ার প্রারম্ভে পুত্র ও তার জননীর অসহায়তা ও দুর্দশা উল্লেখ করার পর সর্বপ্রথম তাদেরকে নামাজ কায়েমকারী করার দোয়া করলেন। কেননা নামাজ দ্বারা ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় মঙ্গল সাধিত হয়। এ থেকে বুঝা গেল যে, পিতা যদি সন্তানকে নামাজের অনুবর্তী করে দেয়, তবে এটাই সন্তানদের পক্ষে পিতার সর্ববৃহৎ সহানুভূতিও হিতাকাঙ্ক্ষা হবে। হযরত ইবরাহীম (আ.) যদিও সেখানে মাত্র একজন মহিলা ও ছেলেকে ছেড়ে ছিলেন; কিন্তু দোয়ায় বহুবচন ব্যবহার করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) জানতেন যে, এখানে শহর হবে এবং ছেলের বংশ বৃদ্ধি পাবে। তাই দোয়ায় সবাইকে শামিল রেখেছেন।

أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ : أَفْئِدَةً শব্দটি فُؤَادٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ অন্তর। এখানে أَفْئِدَةً শব্দটি نَكِرَة এবং তার সাথে مِنْ অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে, যা تَقْلِيْل ও تَبْعِيْض এর অর্থ আসে। তাই অর্থ এই যে, কিছু সংখ্যক লোকের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন। তাফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন, যদি এ দোয়ায় 'কিছু সংখ্যক' অর্থবোধক অব্যয় ব্যবহার করা না হতো أَفْئِدَةَ النَّاسِ বলা হতো, তবে সারা বিশ্বের মুসলিম, অমুসলিম, ইহুদি, খ্রিস্টান এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব মানুষ মক্কায় ভিড় করত, যা তাদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াতো। এ তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ইবরাহীম (আ.) দোয়ায় বলেছেন, কিছু সংখ্যক লোকের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন।

وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ : ثَمَرَاتٌ শব্দটি ثَمَرَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ ফল, যা স্বভাবত ঃ খাওয়া হয়। এ দিক দিয়ে দোয়ার সারমর্ম এই যে, তাদেরকে খাওয়ার জন্য সর্বপ্রকার ফল দান করুন।

ثَمَرَةٌ শব্দটি কোন সময় ফলশ্রুতি ও উৎপাদনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা খাওয়ার ফলের চেয়ে অনেক ব্যাপক। প্রত্যেক উপকারী বস্তুর ফলাফলকে তাঁর ثَمَرَةٌ বলা যায়। মেশিন ও শিল্প কারখানার ثَمَرَةٌ বলতে তার উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীকে বুঝায়। চাকুরী ও মজুরির ফলশ্রুতিতে যে পারিশ্রমিক ও বেতন পাওয়া যায়, তা চাকুরীর ثَمَرَةٌ। কুরআন পাকের এক আয়াতে এ দোয়ায় ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ বলা হয়েছে। এতে شَجَرٌ শব্দ ব্যবহার না করে شَيْءٌ (বস্তু) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তাদের জন্য শুধু খাওয়ার ফলের দোয়াই করেন নি; বরং প্রত্যেক বস্তুর অর্জিত ফলাফলেরও দোয়া করেছেন। সম্ভবত এ দোয়ার প্রভাবেই মক্কা মুকাররমা কোনো কৃষিপ্রধান, অথবা শিল্প প্রধান এলাকা না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের দ্রব্যসামগ্রী এখানে প্রচুর পরিমাণে আমদানি হয়, যা বোধ হয় জগতের অন্য কোনো বৃহত্তম শহরেও পাওয়া যায় না।

لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, সন্তানদের জন্য আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দোয়া এ কারণে করা হয়েছে, যাতে তারা কৃতজ্ঞ হয়ে কৃতজ্ঞতার ছওয়াবও অর্জন করে। এভাবে নামাজের অনুবর্তিতা দ্বারা দোয়া শুরু করে কৃতজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে শেষ করা হয়েছে। মাঝখানে আর্থিক সুখ-শান্তির প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। এতে শিক্ষা রয়েছে যে, মুসলমানের এরূপই হওয়া উচিত। তার ক্রিয়াকর্ম, ধ্যান-ধারণা ও চিন্তাধারার উপর পরকালের কল্যাণ চিন্তা প্রবল থাকা দরকার এবং সংসারের কাজ ততটুকুই করা উচিত, যতটুকু নেহায়েত প্রয়োজন।

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِى الْأَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞানের প্রসঙ্গ টেনে দোয়া সমাপ্ত করা হয়েছে। কাকুতি-মিনতি ও বিলাপ প্রকাশার্থে رَبَّنَا শব্দটি বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থ এই যে, আপনি আমাদের অন্তরগত অবস্থাও বাহ্যিক আবেদন নিবেদন সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

'অন্তরগত অবস্থা' বলে ঐ দুঃখ মনোবেদনা ও চিন্তা-ভাবনা বুঝানো হয়েছে, যা একজন দুগ্ধপোষ্য শিশু ও তার জননীকে উন্মুক্ত প্রান্তরে নিঃসম্বল, ফরিয়াদরত অবস্থায় ছেড়ে আসা এবং তাদের বিচ্ছেদের কারণে স্বাভাবিকভাবে দেখা দিচ্ছিল। 'বাহ্যিক আবেদন-নিবেদন' বলে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর দোয়া এবং হাজেরার ঐসব বাক্য বুঝানো হয়েছে, যেগুলো আল্লাহর আদেশ শোনার পর তিনি বলেছিলেন। অর্থাৎ, আল্লাহ যখন নির্দেশ দিয়েছেন, তখন তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি আমাদেরকে বিনষ্ট করবেন না। আয়াতের শেষে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের বিস্তৃতি আরো বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আমাদের বাহ্যিক ও অন্তরগত অবস্থাই কেন বলি, সমস্ত ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে কোনো বস্তুই তাঁর অজ্ঞাত নয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاءِ : এ আয়াতের বিষয়বস্তুও পূর্ববর্তী দোয়ার পরিশিষ্ট। কেননা, দোয়ার অন্যতম শিষ্টাচার হচ্ছে দোয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করা। হযরত ইবরাহীম (আ.) এ স্থলে বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলার একটি নিয়ামতের শোকর আদায় করেছেন, নিয়ামতটি এই যে, ঘোর বার্ধক্যের বয়সে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করে তাঁকে সুসন্তান হযরত ইসমাঈল ও ইসহাক (আ.) কে দান করেছেন।

এ প্রশংসা বর্ণনায় এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নিঃসঙ্গ ও নিঃসহায় অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে পরিত্যক্ত শিশুটি আপনারই দান। আপনিই তার হেফাজত করুন। অবশেষে إِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاءِ বলে প্রশংসা বর্ণনা সমাপ্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ নিশ্চয় আমার পালনকর্তা দোয়া শ্রবণকারী অর্থাৎ কবুলকারী।

প্রশংসা বর্ণনার পর আবার দোয়ায় মশগুল হয়ে যান رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ এতে নিজের জন্য ও সন্তানদের জন্য নামাজ কায়েম রাখার দোয়া করেন। অতঃপর কাকুতি-মিনতি সহকারে আবেদন করেন যে, হে আমার পালনকর্তা আমার দোয়া কবুল করুন।

সবশেষে একটি ব্যাপক অর্থবোধক দোয়া করলেন رَبَّنَا اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন ঐদিন, যেদিন হাশরের ময়দানে সারা জীবনের কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে।

এতে তিনি মাতা-পিতার জন্যও মাগফিরাতের দোয়া করেছেন। অথচ পিতা অর্থাৎ আজর যে কাফের ছিল, তা কুরআন পাকেই উল্লিখিত রয়েছে। সম্ভবত এ দোয়াটি তখন করেছেন যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) -কে কাফেরদের জন্যে দোয়া করতে নিষেধ করা হয়নি। অন্য এক আয়াতেও অনুরূপ উল্লিখিত আছে وَاغْفِرْ لِاَبِيْ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّالِّيْنَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا অর্থাৎ, কোনো অবস্থাতেই তোমরা আল্লাহকে গাফেল মনে করো না। এখানে বাহ্যত প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে, যাতে তার গাফলতি এবং শয়তান এ ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। পক্ষান্তরে যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়, তবে এর উদ্দেশ্য উম্মতের গাফেলদেরকে শোনানো এবং হুশিয়ার করা। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষ থেকে এরূপ সম্ভাবনাই নেই যে, তিনি আল্লাহ তা'আলাকে পরিস্থিতি সম্পর্কে বেখবর অথবা গাফেল মনে করতে পারেন।

لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ অর্থাৎ, সেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হয়ে থাকবে। مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ رُءُوْسِهِمْ অর্থাৎ, ভয় ও বিস্ময়ের কারণে মস্তক উপরে তুলে প্রাণপণ দৌড়তে থাকবে। لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ অর্থাৎ, অপলক নেত্রে চেয়ে থাকবে وَاَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ তাদের অন্তর শূন্য ও ব্যাকুল হবে।

শব্দবিশ্লেষণ :

عَصَانِيْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَعْصِيَةُ ও اَلْعِصْيَانُ মূলবর্ণ (ع.ص.ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- অবাধ্যতা করা।

تَهْوِىْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهَوِىُّ মূলবর্ণ (ه.و.ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- উপর থেকে নিচে পড়ে যাওয়া।

مَا يَخْفٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَفَاءُ মূলবর্ণ (خ.ف.ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- গোপন হওয়া।

مُقِيْمُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقَامَةُ মূলবর্ণ (ق - و - م) জিনস اجوف واوى অর্থ- নিয়মিত সবকিছু ঠিকঠাকভাবে পালনকারী।

مُهْطِعِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اَلْاِفْعَالُ মাসদার اِهْطَاعٌ মূলবর্ণ (ه - ط - ع) জিনস صحيح অর্থ- গর্দান লম্বা করা।

مُقْنِعِىْ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِقْنَاعُ মূলবর্ণ (ق - ن - ع) জিনস صحيح অর্থ- উঠানো, উন্নত করা।

اَفْئِدَتُهُمْ : اَفْئِدَةٌ বহুবচন, একবচন فُوَادٌ অর্থ- তাদের অন্তর।

وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَآ اَخِّرْنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ؕ اَوَلَمْ تَكُوْنُوْٓا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ (٤٤)	৪৪. আপনি ঐ লোকদেরকে সেদিনের ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন তাদের উপর আজাব এসে পড়বে, তখন এ জালেমরা বলবে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে সামান্য সময় অবকাশ দিন, আমরা আপনার সমস্ত আদেশ মেনে নিব এবং রাসূলগণের অনুসরণ করব, [আল্লাহ বলবেন] তোমরা কি ইতঃপূর্বে শপথ করনি যে, তোমাদের কোথাও যেতে হবে না?
وَّسَكَنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ (٤٥)	৪৫. অথচ তোমরা এমন লোকদের বাসস্থানে বাস করতে- যারা নিজেদের ক্ষতি করেছিল এবং তোমাদের জন্য জানা ছিল যে, আমি তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলাম এবং তোমাদের নিকট দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেছিলাম।
وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ ؕ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ (٤٦)	৪৬. আর তারা যথাসাধ্য বড় বড় ষড়যন্ত্র করেছিল এবং তাদের ষড়যন্ত্র আল্লাহ তা'আলার সম্মুখেই ছিল, বস্তুত তাদের ষড়যন্ত্র এমন ছিল যে, তাতে পাহাড়সমূহও টলে যেত।
فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ (٤٧)	৪৭. সুতরাং আল্লাহ তা'আলাকে কখনো ওয়াদাভঙ্গকারী মনে করো না তাঁর রাসূলগণের সাথে; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা মহা প্রতাপশালী, পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৪. وَاَنْذِرِ النَّاسَ আপনি ঐ লোকদেরকে সেদিনের ভয় প্রদর্শন করুন يَوْمَ يَاْتِيْهِمُ الْعَذَابُ যেদিন তাদের উপর আজাব এসে পড়বে فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا তখন এই জালেমরা বলবে رَبَّنَآ হে আমাদের রব اَخِّرْنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ আমাদের কে সামান্য সময় অবকাশ দিন نُّجِبْ دَعْوَتَكَ আমরা আপনার সমস্ত আদেশ মেনে নিব وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ এবং রাসূলগণের অনুসরণ করব اَوَلَمْ تَكُوْنُوْٓا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ (আল্লাহ বলবেন) তোমরা কি ইতঃপূর্বে শপথ করনি مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ তোমাদের কোথাও যেতে হবে না।

৪৫. وَّسَكَنْتُمْ অথচ তোমরা বাস করতে فِيْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ এমন লোকদের বাসস্থানে ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ যারা নিজেদের ক্ষতি করেছিল وَتَبَيَّنَ لَكُمْ এবং তোমাদের জানা ছিল যে, كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ আমি তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলাম وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ এবং তোমাদের নিকট দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেছিলাম।

৪৬. وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ আর তারা যথাসাধ্য বড় বড় ষড়যন্ত্র করেছিল وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ এবং তাদের ষড়যন্ত্র আল্লাহ তা'আলার সম্মুখেই ছিল وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ বস্তুত : তাদের ষড়যন্ত্র এরূপ ছিল যে, لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ তাতে পাহাড় সমূহও টলে যেত।

৪৭. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ সুতরাং আল্লাহ তা'আলাকে কখনো মনে করো না مُخْلِفَ وَعْدِهٖ স্বীয় ওয়াদা ভঙ্গকারী رُسُلَهٗ তাঁর রাসূলগণের সাথে اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা মহা প্রতাপশালী পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

৪৮. যেদিন এ পৃথিবীকে অপর এক পৃথিবীতে পরিবর্তন করে দেওয়া হবে এবং আসমানকেও, আর সকলে এক মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হবে।	يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (٤٨)
৪৯. এবং সেদিন তুমি অপরাধীদেরকে শিকল দ্বারা আবদ্ধ দেখবে।	وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ (٤٩)
৫০. তাদের জামা হবে গন্ধকের, আর অগ্নি তাদের মুখমণ্ডলে লেপটে পড়বে।	سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ (٥٠)
৫১. যেন আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের শাস্তি দেন, নিশ্চয় আল্লাহ অতি ত্বরিত হিসাব গ্রহণকারী।	لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ (٥١)
৫২. এটা মানুষের জন্য বিধানাবলি প্রচার এবং যেন তা দ্বারা ভয় প্রদান করা হয়, আর যেন এ বিশ্বাস করে যে, তিনিই প্রকৃত মাবুদ এবং যেন জ্ঞানবানরা উপদেশ গ্রহণ করে।	هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ (٥٢)

ع ١٧

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৮. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ যেদিন এ পৃথিবীকে পরিবর্তন করে দেওয়া হবে غَيْرَ الْأَرْضِ অপর এক পৃথিবীতে وَالسَّمٰوٰتُ এবং আসমানকেও। وَبَرَزُوْا আর সকলে উপস্থিত হবে لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ এক মহা প্রতাপশালী আল্লাহর সম্মুখে।

৪৯. وَتَرَى এবং তুমি দেখবে الْمُجْرِمِيْنَ অপরাধীদেরকে يَوْمَئِذٍ সেদিন مُقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ শিকল দ্বারা আবদ্ধ।

৫০. سَرَابِيْلُهُمْ তাদের জামা হবে مِّنْ قَطِرَانٍ গন্ধকের وَّتَغْشٰى আর লেপটে পড়বে وُجُوْهَهُمُ তাদের মুখমণ্ডলে النَّارُ অগ্নি।

৫১. لِيَجْزِيَ اللّٰهُ যেন আল্লাহ শাস্তি দেন كُلَّ نَفْسٍ প্রত্যেক ব্যক্তিকে مَّا كَسَبَتْ তার কৃতকর্মের اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অতি ত্বরিত হিসাব গ্রহণকারী।

৫২. هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ এটা মানুষের জন্য বিধানাবলি প্রচার وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ এবং যেন তা দ্বারা ভয় প্রদান করা হয় وَلِيَعْلَمُوْا আর যেন এ বিশ্বাস করে যে, اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ তিনিই প্রকৃত মা'বূদ وَلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ এবং যেন জ্ঞানবানরা উপদেশ গ্রহণ করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

এসব অবস্থা বর্ণনা করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার জাতিকে ঐ দিনের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন জালেম ও অপরাধীরা অপারগ হয়ে বলবে হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে আরো কিছু সময় দিন। অর্থাৎ, দুনিয়াতে কয়েক দিনের জন্য পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা আপনার দাওয়াত কবুল করতে পারি এবং আপনার প্রেরিত পয়গাম্বরগণের অনুসরণ করে এ আজাব থেকে মুক্তি পেতে পারি। আল্লাহ

তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের আবেদনের জওয়াবে বলা হবে; এখন তোমরা একথা বলছ কেন? তোমরা কি ইতঃপূর্বে কসম খেয়ে বলনি যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও শান-শওকতের পতন হবে না এবং তোমরা সর্বদাই দুনিয়াতে এমনিভাবে বিলাস-বাসনে মত্ত থাকবে? তোমরা পুনর্জীবন ও পরজগত অস্বীকার করেছিলে।

وَسَكَنْتُمْ فِيْ مَسٰكِنِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْثَالَ

এতে বাহ্যত আরবের মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যাদেরকে ভয় প্রদর্শন করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে وَاَنْذِرِ النَّاسَ বলে আদেশ দেওয়া হয়। এতে তাদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, অতীত জাতিসমূহের অবস্থা ও উত্থান-পতন তোমাদের জন্য সর্বোত্তম উপদেশ। আশ্চর্যের বিষয়, তোমরা এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো না। অথচ তোমরা এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির আবাসস্থলেই বসবাস ও চলাফেরা কর। কিছু অবস্থা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এবং কিছু সংবাদ পরম্পরার মাধ্যমে তোমরা একথাও জান যে, আল্লাহ তা'আলা অবাধ্যতার কারণে ওদেরকে কিরূপ কঠোর শাস্তি দিয়েছেন। এছাড়া আমিও ওদেরকে সৎপথে আনার জন্য অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। কিন্তু এরপরও তোমাদের চৈতন্যোদয় হলো না।

وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ অর্থাৎ, তারা সত্য ধর্মকে বিলুপ্ত করার লক্ষ্যে এবং সত্যের দাওয়াত কবুলকারী মুসলমানদের নিপীড়নের উদ্দেশ্যে সাধ্যমতো কুটকৌশল করেছে। আল্লাহ তা'আলার কাছে তাদের সব গুপ্ত ও প্রকাশ্য কুটকৌশল বিদ্যমান রয়েছে। তিনি এগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং এগুলোকে ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম। যদিও তাদের কূটকৌশল এমন মারাত্মক ও গুরুতর ছিল যে, এর মোকাবিলায় পাহাড়ও স্বস্থান থেকে অপসৃত হবে; কিন্তু আল্লাহর অপার শক্তির সামনে এসব কূটকৌশল তুচ্ছ ও ব্যর্থ হয়ে গেছে।

আয়াতে বর্ণিত শত্রুতামূলক কূটকৌশলের অর্থ অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের কূটকৌশলও হতে পারে। উদাহরণত নমরূদ, ফেরাউন, কওমে আদ, কওমে-সামূদ ইত্যাদি। এটাও সম্ভব যে, এতে আরবের বর্তমান মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মোকাবিলায় অত্যন্ত গভীর সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত ও কূটকৌশল করেছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সব ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

অধিকাংশ তাফসীরবিদ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ বাক্যের اِنْ শব্দটি নেতিবাচক অব্যয় সাব্যস্ত করে অর্থ করেছেন যে, তারা যদিও অনেক কূটকৌশল ও চালবাজি করেছে, কিন্তু তাতে পাহাড়ের স্বস্থান থেকে হটে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। 'পাহাড়' বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সুদৃঢ় মনোবলকে বুঝানো হয়েছে। কাফেরদের কোনো চালবাজি এ মনোবলকে বিন্দুমাত্রও টলাতে পারেনি।

এরপর উম্মতকে শোনানোর জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অথবা প্রত্যেক সম্বোধনযোগ্য ব্যক্তিকে হুশিয়ার করে বলা হয়েছে- فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ অর্থাৎ, কেউ যেন এরূপ মনে না করে, যে আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণের সাথে বিজয় ও সাফল্যের যে ওয়াদা করেছেন, তিনি তার খেলাফ করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা মহাপরাক্রান্ত এবং প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তিনি পয়গাম্বরগণের শত্রুদের কাছ থেকে অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং ওয়াদা পূর্ণ করবেন।

অতঃপর আবার কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা ও ঘটনাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে।

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন বর্তমান পৃথিবী পাল্টে দেওয়া হবে এবং আকাশও। সবাই এক ও পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে হাজির হবে।

পৃথিবী ও আকাশ পাল্টে দেওয়া হবে: যেমন কুরআন পাকের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে আছে যে, সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে একটি সমতল ভূমিতে পরিণত করে দেওয়া হবে। এতে কোনো গৃহের ও বৃক্ষের আড়াল থাকবে না এবং পাহাড়, টিলা, গর্ত গভীরতা কিছুই থাকবে না। এ অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হযেছে لَا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَا اَمْتًا অর্থাৎ, গৃহ ও পাহাড়ের কারণে বর্তমানে রাস্তা ও সড়ক বাঁক ঘুরে ঘুরে চলেছে। কোথাও উচ্চতা এবং কোথাও গভীরতা দেখা যায়। কিয়ামতের দিন এগুলো থাকবে না, বরং সব পরিষ্কার ময়দান হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে পারে যে, সম্ভবত ঃ এ পৃথিবীর পরিবর্তে অন্য পৃথিবী এবং এ আকাশের পরিবর্তে অন্য আকাশ সৃষ্টি করা হবে। এ সম্পর্কে বর্ণিত কিছু সংখ্যক হাদীস দ্বারা গুণগত পরিবর্তনের কথা এবং কিছুসংখ্যক হাদীস দ্বারা সত্তাগত পরিবর্তনের কথাও জানা যায়।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) -এর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, হাশরের পৃথিবী হবে সম্পূর্ণ এক নতুন পৃথিবী। তার রঙ হবে রৌপ্যের মতো সাদা। এর উপর কোনো গোনাহর বা অন্যায় খুনের দাগ থাকবে না। মুসনাদে-আহমদে ও তাফসীর ইবনে জারীরে উল্লিখিত হাদীসে এই বিষয়বস্তুটিই হযরত আনাসের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে। -(মাযহারী)

বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে হযরত সাহল ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন ময়দান রুটির মতো পরিষ্কার ও সাদা পৃথিবীর বুকে মানবজাতিকে পুনরুত্থিত করা হবে। এতে কোনো বস্তুর চিহ্ন (গৃহ, উদ্যান, বৃক্ষ, পাহাড়, টিলা ইত্যাদি) থাকবে না। বায়হাকী এই আয়াতের তাফসীরে এ তথ্যটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাকেম নির্ভরযোগ্য সনদসহ হযরত জাবেরের রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, চামড়ার কুঞ্চন দূর করার জন্য চামড়াকে যেভাবে টান দেওয়া হয়, কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে সেভাবে টান দেওয়া হবে। ফলে পৃথিবীর গর্ত, পাহাড় সব সমান হয়ে একটি সটান সমতল ভূমি হয়ে যাবে। তখন সব আদম সন্তান এ পৃথিবীতে জমায়েত হবে। ভিড় এতো হবে যে, একজনের অংশে তার দাঁড়ানোর জায়গাটুকুই পড়বে। এরপর সর্বপ্রথম আমাকে ডাকা হবে। আমি পালনকর্তার সামনে সেজদায় নত হব। অতঃপর আমাকে সুপারিশের অনুমতি দান করা হবে। আমি সবার জন্য সুপারিশ করব যেন তাদের হিসাব কিতাব দ্রুত নিষ্পন্ন হয়।

শেষোক্ত রেওয়ায়েত থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, পৃথিবীর শুধু গুণগত পরিবর্তন হবে এবং গর্ত, পাহাড়, দালান-কোঠা, বৃক্ষ ইত্যাদি থাকবে না, কিন্তু সত্তা অবশিষ্ট থাকবে। পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত রেওয়ায়েতসমূহ থেকে জানা গিয়েছিল যে, হাশরের পৃথিবী বর্তমান পৃথিবীর স্থলে অন্য কোনো পৃথিবী হবে। আয়াতে এ সত্তার পরিবর্তনই বুঝানো হয়েছে।

বয়ানুল-কুরআন গ্রন্থে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) বলেন, এতদুভয়ের মধ্যে কোনোরূপ পরস্পর বিরোধিতা নেই। এটা সম্ভব যে, প্রথমে শিঙ্গা ফুঁকার পর পৃথিবীর শুধু গুণগত পরিবর্তন হবে এবং হিসাব-কিতাবের জন্য মানুষকে অন্য পৃথিবীতে স্থানান্তরিত করা হবে।

তাফসীর মাযহারীতে মুসনাদ আবদ ইবনে হুমায়দ থেকে হযরত ইকরিমার উক্তি বর্ণিত আছে, যা দ্বারা উপরিউক্ত বক্তব্য সমর্থিত হয়। উক্তিটি এই, এ পৃথিবী কুঁচকে যাবে এবং এর পার্শ্বে অন্য একটি পৃথিবীতে মানবগুলোকে হিসাব-কিতাবের জন্যে উপস্থিত করা হবে।

মুসলিম শরীফে হযরত ছওবানের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এক ইহুদি এসে প্রশ্ন করলে যেদিন পৃথিবী পরিবর্তন করা হবে, সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? তিনি বললেন, পুলসিরাতের নিকটে একটি অন্ধকারে থাকবে।

এ থেকেও জানা যায় যে, বর্তমান পৃথিবী থেকে পুলসিরাতের মাধ্যমে মানুষকে অন্যদিকে স্থানান্তর করা হবে। ইবনে জারীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এ মর্মে একাধিক সাহাবী ও তাবেয়ীর উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, তখন বর্তমান পৃথিবী ও তার নদ-নদী অগ্নিতে পরিণত হবে। বিশ্বের বর্তমান এলাকাটি যেন তখন জাহান্নামের এলাকা হয়ে যাবে। বাস্তব অবস্থা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে যে, অপরাধীদেরকে একটি শিকলে বেঁধে দেওয়া হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক অপরাধের অপরাধীদেরকে পৃথক পৃথকভাবে একত্র করে এক সাথে বেঁধে দেওয়া হবে এবং তাদের পরিধেয় পোশাক হবে আলকাতরার। এটি একটি দ্রুত অগ্নিগ্রাহী পদার্থ।

সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ কিয়ামতের এসব অবস্থা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে হুঁশিয়ার করা, যাতে তারা এখনও বুঝে নেয় যে, উপাসনার যোগ্য সত্তা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সত্তা এবং যাতে সামান্য বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও শিরক থেকে বিরত হয়।

শব্দবিশ্লেষণ :

لِتَزُوْلَ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلزَّوَالُ মূলবর্ণ (ز ـ و ـ ل) জিনস اجوف واوى অর্থ- নিজের তরিকা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, ঘুরানো।

مُقَرَّنِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّقْرِيْنُ মূলবর্ণ (ق ـ ر ـ ن) জিনস صحيح অর্থ- ঝুলানো, বাঁধা।

سَرَابِيْلُهُمْ : বহুবচন, একবচন سِرْبَالٌ অর্থ- তাদের জামা। তাদের পোশাক।

لِيُنْذَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْذَارُ মূলবর্ণ (ن ـ ذ ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- ভয় দেখানো।

لِيَذَّكَّرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّذْكِيْرُ মূলবর্ণ (ذ ـ ك ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- জিকির করা, স্মরণ করা।

سُوْرَةُ الْحِجْرِ
সূরা হিজর

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-৯৯, রুকূ'-৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আলিফ-লাম-রা। (এর অর্থ আল্লাহই ভালো জানেন) এগুলো হচ্ছে পূর্ণ কিতাব এবং সুস্পষ্ট কুরআনের আয়াত সমূহ।	الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ (١)

১৪ তম পারা

২. [কিয়ামত দিবসে] কাফেররা কখনো কখনো আকাঙ্ক্ষা করবে যে, কি উত্তম হতো যদি তারা [পৃথিবীতে] মুসলমান হতো।	رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ (٢)
৩. আপনি তাদেরকে তাদের অবস্থায় থাকতে দিন, খুব খেয়ে নিক ও আরাম উপভোগ করুক এবং কাল্পনিক আশা তাদেরকে ভুলিয়ে রাখুক, শীঘ্রই তারা প্রকৃত অবস্থা জানতে পারবে।	ذَرْهُمْ يَأْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ (٣)
৪. আর আমি যতগুলো জনপদ [তাদের কুফরের কারণে] ধ্বংস করেছি তার সবগুলোর জন্যই একটা নির্দিষ্ট সময় লিখিত ছিল।	وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ (٤)

শাব্দিক অনুবাদ :

১. الٓرٰ আলিফ-লাম-রা تِلْكَ এগুলো হচ্ছে اٰيٰتُ আয়াত সমূহ الْكِتٰبِ পূর্ণ কিতাব وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ এবং সুস্পষ্ট কুরআনের।

২. رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا (কিয়ামত দিবসে) কফেররা কখনো কখনো আকাঙ্ক্ষা করবে যে, কি উত্তম হতো لَوْ كَانُوْا যদি তারা (পৃথিবীতে) মুসলমান হতো مُسْلِمِيْنَ।

৩. ذَرْهُمْ আপনি তাদেরকে তাদের অবস্থায় থাকতে দিন। يَأْكُلُوْا খুব খেয়ে নিক وَيَتَمَتَّعُوْا আরাম উপভোগ করুক وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ এবং কাল্পনিক আশা তাদেরকে ভুলিয়ে রাখুক فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ শীঘ্রই তারা প্রকৃত অবস্থা জানতে পারবে।

৪. وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ, আর আমি যত গুলো জনপদ (তাদের কুফরের কারণে) ধ্বংস করেছি اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ তার সব গুলোর জন্যই একটা নির্দিষ্ট সময় লিখিত ছিল।

৫. কোনো সম্প্রদায়ই না নিজ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ধ্বংস হয়েছে, আর না পিছনে রয়েছে।	مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ (٥)
৬. আর [মক্কার] এ কাফেররা বলল, হে ঐ ব্যক্তি– যার প্রতি কুরআন নাজিল করা হয়েছে– তুমি তো উন্মাদ।	وَقَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الَّذِىْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ (٦)
৭. তবে আমাদের নিকট কেন আনয়ন করছ না ফেরেশতাগণকে যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক।	لَوْ مَا تَاْتِيْنَا بِالْمَلٰۤئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (٧)
৮. [আল্লাহ বলেন,] আমি কেবল চরম মীমাংসার জন্যই ফেরেশতা নাজিল করে থাকি এবং সে সময় তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না।	مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰۤئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْۤا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ (٨)
৯. আমিই কুরআন নাজিল করেছ এবং আমিই তার রক্ষক।	اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ (٩)
১০. আর আপনার পূর্বেও রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছিলাম পূর্বকালীন বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে।	وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ (١٠)
১১. আর তাদের নিকট এমন কোনো রাসূল আসেননি যাদেরকে তারা বিদ্রূপ করেনি।	وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ (١١)
১২. এভাবেই আমি এ অপরাধপরায়ণদের অন্তরে এ বিদ্রূপ স্থাপন করে দেই।	كَذٰلِكَ نَسْلُكُهٗ فِىْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ (١٢)

শাব্দিক অনুবাদ :

৫. مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا কোনো সম্প্রদায়ই না নিজ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ধ্বংস হয়েছে وَمَا يَسْتَاْخِرُوْنَ আর না পিছনে রয়েছে।

৬. وَقَالُوْا আর এ কাফেররা বলল يٰۤاَيُّهَا الَّذِىْ হে ঐ ব্যক্তি نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ যার প্রতি কুরআন নাজিল করা হয়েছে اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ তুমি তো উন্মাদ।

৭. لَوْ مَا تَاْتِيْنَا তবে আমাদের নিকট কেন আনয়ন করছ না بِالْمَلٰۤئِكَةِ ফেরেশতাগণকে اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক।

৮. مَا نُنَزِّلُ الْمَلٰۤئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ (আল্লাহ বলেন) আমি কেবল চরম মীমাংসার জন্যই ফেরেশতা নাজিল করে থাকি وَمَا كَانُوْۤا اِذًا مُّنْظَرِيْنَ এবং সে সময় তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হবে না।

৯. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ আমিই কুরআন নাজিল করেছি وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ এবং আমিই তার রক্ষক।

১০. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا আর পয়গাম্বর গণকে প্রেরণ করেছিলাম مِنْ قَبْلِكَ আপনার পূর্বেও فِىْ شِيَعِ الْاَوَّلِيْنَ পূর্বকালীন বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে।

১১. وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ আর তাদের নিকট এমন কোনো রাসূল আসেনি اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ যাদেরকে তারা বিদ্রূপ করেনি।

১২. كَذٰلِكَ এভাবেই نَسْلُكُهٗ আমি এ বিদ্রূপ স্থাপন করে দেই فِىْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ এ অপরাধ পরায়ণদের অন্তরে

১৩. [যার কারণে] তারা কুরআনের প্রতি ঈমান আনয়ন করে না এবং এ রীতি প্রাচীনদের থেকেই চলে আসছে।	لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ (١٣)
১৪. আর যদি আমি তাদের জন্য আসমানের কোনো দরজা খুলে দেই, অতঃপর তারা দিনের বেলায় তা দিয়ে [আসমানে] আরোহণ করে।	وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَآءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ (١٤)
১৫. তবুও এরূপ বলবে যে, আমাদের চোখে তো ভেলকি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল; বরং আমাদের উপর তো সম্পূর্ণরূপে জাদু করে রাখা হয়েছে।	لَقَالُوْٓا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ (١٥)
১৬. আর নিঃসন্দেহে আমি আসমানে বড় বড় নক্ষত্র সৃজন করেছি এবং দর্শকদের জন্য তাকে সজ্জিত করেছি।	وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ (١٦)
১৭. এবং তাকে প্রত্যেক মরদূদ শয়তান হতে রক্ষা করেছি।	وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ (١٧)
১৮. কিন্তু হ্যাঁ, যদি কোনো কথা লুক্কায়িতভাবে শুনে পালায়, তবে তার পিছনে উজ্জ্বল অগ্নিশিখা ধাবমান হয়।	اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ (١٨)

শাব্দিক অনুবাদ :

১৩. لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ (যার কারণে) তারা কুরআনের প্রতি ঈমান আনয়ন করে না وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ এবং এ রীতি প্রাচীনদের হতেই চলে আসছে।

১৪. وَلَوْ فَتَحْنَا আর যদি আমি খুলে দেই عَلَيْهِمْ তাদের জন্য بَابًا কোনো দরজা مِّنَ السَّمَآءِ আসমানের فَظَلُّوْا فِيْهِ অতঃপর তারা দিনের বেলায় তা দিয়ে (আসমানে) يَعْرُجُوْنَ আরোহণ করে।

১৫. لَقَالُوْا তবুও এরূপ বলবে اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا আমাদের চোখে তো ভেলকি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ বরং আমাদের উপর তো সম্পূর্ণ জাদু করে রাখা হয়েছে।

১৬. وَلَقَدْ جَعَلْنَا আর নিঃসন্দেহে আমি সৃজন করেছি فِى السَّمَآءِ আসমানে بُرُوْجًا বড় বড় নক্ষত্র وَّزَيَّنّٰهَا এবং তাকে সজ্জিত করেছি لِلنّٰظِرِيْنَ দর্শকদের জন্য।

১৭. وَحَفِظْنٰهَا এবং তাকে রক্ষা করেছি مِنْ হতে كُلِّ প্রত্যেক شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ মরদূদ শয়তান।

১৮. اِلَّا কিন্তু হ্যাঁ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ যদি কোনো কথা লুক্কায়িত ভাবে শুনে পালায় فَاَتْبَعَهٗ তবে তার পিছনে ধাবমান হয় شِهَابٌ مُّبِيْنٌ উজ্জ্বল অগ্নিশিখা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা হিজর প্রসঙ্গ : এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত ৯৯, রুকূ ৬। হিজর নামক স্থানটি সিরিয়া এবং মদিনায়ে মুনাওয়ারার মধ্যখানে অবস্থিত। এ স্থানের অধিবাসীরা তাদের নাফরমানির কারণে আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত

হয়েছিল। আলোচ্য সূরায় তাদের ধ্বংসের বিবরণ স্থান পেয়েছে আর এজন্য এ নামেই আলোচ্য সূরার নামকরণ করা হয়েছে। যারা প্রিয়নবী ﷺ-এর রেসালাতকে অস্বীকার করে তাদের মন্দ আচরণ এবং তার পরিণাম সম্পর্কে এ সূরায় বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত তৌহিদ এবং কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলা হয়েছে।

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (٦) لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٧) مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ (٨) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)

শানে নুযূল : মুকাতিল বলেন, আব্দুল্লাহ বিন উমায়্যা, নজর বিন হারিছ, নওফল বিন খুওয়াইলাদ বিন মুগিরা প্রমুখ কাফেরদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। (বাহরে মুহীত ৫/৪৩৪) কারণ এ সকল হতভাগারা রাসূল ﷺ কে মাজনূন, পাগল বলে আখ্যায়িত করত। তাদের এহেন উপহাস মূলক উক্তির জবাবেও আল্লাহতা'আলা উপহাসের ভঙ্গিতেই উত্তর দিয়েছেন।

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا -থেকে জানা গেল যে, পানাহারকে লক্ষ্য ও আসল বৃত্তি সাব্যস্ত করে নেওয়া এবং সাংসারিক বিলাস-ব্যসনের উপকরণ সংগ্রহে মৃত্যুকে ভুলে গিয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনা প্রণয়নে মেতে থাকা কাফেরদের দ্বারাই হতে পারে, যারা পরকালও তার হিসাব-কিতাবে এবং পুরস্কার ও শাস্তিতে বিশ্বাস করে না। মুমিনও পানাহার করে, জীবিকার প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবস্থা করে এবং ভবিষ্যৎ কাজ-কারবারের পরিকল্পনাও তৈরি করে; কিন্তু মৃত্যু ও পরকালকে ভুলে একাজ করে না। তাই প্রত্যেক কাজে হালাল ও হারামের চিন্তা করে এবং অনর্থক পরিকল্পনা প্রণয়নকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : চারটি বিষয় দুর্ভাগ্যের লক্ষণ : চক্ষু থেকে অশ্রু প্রবাহি না হওয়া (অর্থাৎ গোনাহর কারণে অনুতপ্ত হয়ে ক্রন্দন না করা), কঠোর প্রাণ হওয়া, দীর্ঘ আশা পোষণ করা এবং সংসারের প্রতি আসক্ত হওয়া। -(কুরতুবী)

দীর্ঘ আশা পোষণ করার অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার মহব্বত ও লোভে মগ্ন এবং মৃত্যু ও পরকাল থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনায় মত্ত হওয়া। -(কুরতুবী) ধর্মীয় উদ্দেশ্যের জন্য অথবা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ স্বার্থের জন্য যেসব পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এগুলোও পরকাল চিন্তারই একটি অংশ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : এ উম্মতের প্রথম স্তরের মুক্তি পূর্ণ ঈমান ও সংসার নির্লিপ্ততার কারণে হবে। এবং সর্বশেষ স্তরের লোক কার্পণ্য ও দীর্ঘ আকঙ্ক্ষা পোষণের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

হযরত আবুদ্দারদা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একবার দামেশকের জামে মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে বললেন : হে দামেশকবাসীগণ! তোমরা কি একজন সহানুভূতিশীল, হিতাকাঙ্ক্ষী ভাইয়ের কথা শুনবে? শুনে নাও, তোমাদের পূর্বে অনেক বিশিষ্ট লোক অতিক্রান্ত হয়েছে। তারা প্রচুর ধন-সম্পদ একত্রিত করেছিল, সুউচ্চ দালান-কোঠা নির্মাণ করেছিল এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাও তৈরি করেছিল, আজ তারা সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাদের গৃহগুলোই তাদের কবর হয়েছে এবং তাদের দীর্ঘ আশা ধোঁকা ও প্রতারণায় পর্যবসিত হয়েছে। আদ জাতি তোমাদের নিকটেই ছিল। তারা ধন, জন, অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্বাদি দ্বারা দেশকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। আজ এমন কেউ আছে কি, যে তাদের উত্তরাধিকার আমার কাছ থেকে দু'দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করতে সম্মত হবে?

হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন : যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষার জাল তৈরি করে, তার আমল অবশ্যই খারাপ হয়ে যায়। -(কুরতুবী)

মামুনের দরবারের একটি ঘটনা : ইমাম কুরতুবী এ স্থলে মুত্তাসিল সনদ দ্বারা খলিফা মামুনুর রশীদের দরবারের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মামুনের দরবারে মাঝে মাঝে শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হতো। এতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পণ্ডিত ব্যক্তিগণের জন্য অংশ গ্রহণের অনুমতি ছিল। এমনি এক আলোচনা সভায় জনৈক ইহুদি পণ্ডিত আগমন করল। সে আকার-আকৃতি, পোশাক

ইত্যাদির দিক দিয়েও তাকে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মনে হচ্ছিল। তদুপরি তার আলোচনাও ছিল অত্যন্ত প্রাঞ্জল, অলংকারপূর্ণ এবং বিজ্ঞজনসুলভ। সভা শেষে মামুন তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি ইহুদি? সে স্বীকার করল। মামুন পরীক্ষার্থ তাকে বললেন : তুমি যদি মুসলমান হয়ে যাও, তবে তোমার সাথে চমৎকার ব্যবহার করা হবে।

সে উত্তরে বলল: আমি পৈতৃক ধর্ম বিসর্জন দিতে পারি না। কথাবার্তা এখানেই শেষ হয়ে গেল। লোকটি চলে গেল। কিন্তু এক বছর পর সে মুসলমান হয়ে আবার দরবারে আগমন করল এবং আলোচনা সভায় ইসলামি ফিকহ সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা ও যুক্তিপূর্ণ তথ্যাদি উপস্থিত করল। সভাশেষে মামুন তাকে ডেকে বললেন : আপনি কি ঐ ব্যক্তি, যে বিগত বছর এসেছিলেন? সে বলল : হ্যাঁ, আমি ঐ ব্যক্তিই বটে। মামুন জিজ্ঞেস করলেন : তখন তো আপনি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃত ছিলেন। এরপর এখন মুসলমান হওয়ার কি কারণ ঘটল?

সে বলল : এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পর আমি বর্তমান কালের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা করার ইচ্ছা করি। আমি একজন হস্তলেখা বিশারদ স্বহস্তে গ্রন্থাদি লিখে নিচু দামে বিক্রয় করি। আমি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাওরাতের তিনটি কপি লিপিবদ্ধ কলাম। সেগুলোতে অনেক জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে বেশ-কম করে লিখলাম। কপিগুলো নিয়ে আমি ইহুদিদের উপাসনালয়ে উপস্থিত হলাম। ইহুদিরা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে কপিগুলো কিনে নিল। অতঃপর এমনিভাবে ইঞ্জিলের তিন কপি কম-বেশ করে লিখে খ্রিস্টানদের উপাসনালয়ে নিয়ে গেলাম। সেখানেও খ্রিস্টানরা খুব খাতির যত্ন করে কপিগুলো আমার কাছ থেকে কিনে নিল। এরপর কুরআনের বেলায়ও আমি তাই করলাম। এরও তিনটি কপি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে কম-বেশ করে দিলাম। এগুলো নিয়ে যখন বিক্রয়ার্থে বের হলাম, তখন যে-ই দেখল, সেই-ই প্রথমে আমার লেখা কপিটি নির্ভুল কি না, যাচাই করে দেখল। অতঃপর বেশ-কম দেখে কপিগুলো ফেরত দিয়ে দিল।

এ ঘটনা দেখে আমি এ শিক্ষাই গ্রহণ করলাম যে, গ্রন্থটি হুবহু সংরক্ষিত আছে এবং আল্লাহ তা'আলা নিজেই এর সংরক্ষণ করেছেন। এরপর আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। এ ঘটনার বর্ণনাকারী কাযী ইয়াহইয়া ইবনে আকতাম বলেন : ঘটনাক্রমে সে বছরই আমার হজ্জব্রত পালন করার সৌভাগ্য হয়। সেখানে প্রখ্যাত আলেম সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনার সাথে সাক্ষাৎ হলে ঘটনাটি তাঁর কাছে ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন : নিঃসন্দেহে এরূপ হওয়াই বিধেয়। কারণ, কুরআন পাকে এ সত্যের সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনে আকতাম জিজ্ঞেস করলেন : কুরআনের কোন আয়াতে আছে? সুফিয়ান বললেন : কুরআন পাক যেখানে তওরাত ও ইঞ্জিলের আলোচনা করেছে, সেখানে বলেছে : بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে আল্লাহর গ্রন্থ তওরাত ও ইঞ্জিলের হেফাজতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই যখন ইহুদি ও খ্রিস্টানরা হেফাজতের কর্তব্য পালন করেনি, তখন এ গ্রন্থদ্বয় বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে বিনষ্ট হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে কুরআন পাক সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ -অর্থাৎ, আমিই এর সংরক্ষক। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং এর হেফাজত করার কারণে শত্রুরা হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও এর একটি নুক্তা এবং যের ও যবরে পার্থক্য আনতে পারেনি। রেসালাত আমলের পর আজ চৌদ্দশ' বছর অতীত হয়ে গেছে। ধর্মীয় ও ইসলামি ব্যাপারাদিতে মুসলমানদের ত্রুটি ও অমনোযোগিতা সত্ত্বেও কুরআন মুখস্থ করার ধারা বিশ্বের সর্বত্র পূর্বৎ অব্যাহত রয়েছে। প্রতি যুগেই লাখে লাখে বরং কোটি কোটি মুসলমান যুবক বৃদ্ধ এবং বালক ও বালিকা এমন বিদ্যমান থাকে যাদের বক্ষ-পাঁজরে আগাগোড়া কুরআন সংরক্ষিত রয়েছে। কোনো বড় থেকে বড় আলেমের সাধ্য নেই যে, এক অক্ষর ভুল পাঠ করে। তৎক্ষণাৎ বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে অনেক লোক তার ভুল ধরে ফেলবে।

بُرُوْج শব্দটি بَرْج-এর বহুবচন। এটি বৃহৎ প্রাসাদ, দুর্গ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। মুজাহিদ, কাতাদাহ, আবূ সালেহ প্রমুখ তাফসীরবিদগণ এখানে بُرُوْج এর তাফসীরে 'বৃহৎ নক্ষত্র' উল্লেখ করেছেন। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আকাশে বৃহৎ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি। এখানে 'আকাশ' বলে আকাশের শূন্য পরিমণ্ডলকে বুঝানো হয়েছে,

যাকে সাম্প্রতিককালের পরিভাষায় মহাশূন্য বলা হয়। আকাশগাত্র এবং আকাশের অনেক নীচে অবিস্থত শূন্য পরিমণ্ডল-এই উভয় অর্থে سَمَاء শব্দের প্রয়োগ সুবিদিত। কুরআন পাকে শেষোক্ত অর্থেও স্থানে স্থানে سَمَاء শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রহ ও নক্ষত্রসমূহ যে আকাশের অভ্যন্তরে নয়; বরং শূন্য পরিমণ্ডলে অবস্থিত, এর চূড়ান্ত আলোচনা কুরআন পাকের আয়াতের আলোকে এবং প্রাচীন ও আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের আলোকে ইনশাআল্লাহ সূরা ফোরকানের আয়াত تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا এর তাফসীরে করা হয়।

উল্কাপিণ্ড : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে প্রথমত : প্রমাণিত হয় যে, শয়তানরা আকাশ পর্যন্ত পৌছতে পারে না। আদম সৃষ্টির সময় ইবলীসের আকাশে অবস্থান এবং আদম ও হাওয়াকে প্রলুব্ধ করা ইত্যাদি আদমের পৃথিবীতে অবতরণের পূর্বেকার ঘটনা। তখন পর্যন্ত জিন ও শয়তানদের আকাশে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল না। আদমের ও ইবলীসের বহিষ্কারের পর এ প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সূরা জিনের আয়াতে বলা হয়েছে :

وَاِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا.

এ থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত শয়তানরা আকাশের সংবাদাদি ফেরেশতাদের পারস্পরিক কথাবার্তা থেকে শুনে নিত। এতদ্বারা এটা জরুরি হয় না যে, শয়তানরা আকাশে প্রবেশ করে সংবাদাদি শুনত। نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ বাক্য থেকেও বুঝা যায় যে, এরা চোরের মতো শূন্য পরিমণ্ডলে মেঘের আড়ালে বসে সংবাদ শুনে নিত। এ বাক্য থেকে আরো জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাবেরর পূর্বেও জিন ও শয়তানদের প্রবেশাধিকার আকাশে নিষিদ্ধই ছিল, কিন্তু শূন্য পর্যন্ত পৌছে তারা কিছু কিছু সংবাদ শুনে নিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাবের পর ওহীর হেফাজতের উদ্দেশে আরো অতিরিক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে শয়তানদেরকে এ চুরি থেকে নিবৃত্ত রাখা হয়।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, আকাশের অভ্যন্তরে ফেরেশতাদের কথাবার্তা আকাশের বাইরে থেকে শয়তানরা কিভাবে শুনতে পারত? উত্তর এই যে, এটা অসম্ভব নয়। খুব সম্ভব আকাশগাত্র শব্দ শ্রবণের প্রতিবন্ধক নয়। এছাড়া এটাও হতে পারে যে, ফেরেশতাগণ কোনো সময় আকাশ থেকে নীচে অবতরণ করে পরস্পর কথাবার্তা বলত এবং শয়তানরা তা শুনে পালাত। বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা.)-এর এক হাদীস থেকে এ কথারই সমর্থন পাওয়া যায় যে, মাঝে মাঝে ফেরেশতারা আকাশের নীচে মেঘমালার স্তর পর্যন্ত অবতরণ করত এবং আকাশের সাংবাদাদি পরস্পর আলোচনা করত। শয়তানরা শূন্যে আত্মগোপন করে এসব সংবাদ শুনত। পরে উল্কাপাতের মাধ্যমে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সূরা জিনের وَاِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ আয়াতের তফসীরে ইনশাআল্লাহ-এর পূর্ণ বিবরণ আসবে।

কুরআন পাকের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, ওহীর হেফাজতের উদ্দেশ্যে শয়তানদেরকে মারার জন্য উল্কাপিণ্ডের সৃষ্টি হয়। এর সাহায্যে শয়তানদেরকে বিতাড়িত করে দেওয়া হয়, যাতে তারা ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনতে না পারে।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, শূন্য পরিমণ্ডলে উল্কার অস্তিত্ব নতুন বিষয় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাবের পূর্বেও তারকা খসে পড়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যেত এবং পরেও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এমতাবস্থায় একথা কেমন করে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়তের বৈশিষ্ট্য হিসেবে শয়তানদেরকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যেই উল্কার সৃষ্টি? এতে যে প্রকারান্তরে দার্শনিকদের ধারণাই সমর্থিত হয়। তারা বলেন : সূর্যের খরতাপে যেসব বাষ্প মাটি থেকে উত্থিত হয়, তন্মধ্যে কিছু আগ্নেয় পদার্থও বিদ্যমান থাকে। উপরে পৌছার পর এগুলোতে সূর্যের তাপ অথবা অন্য কোনো কারণে অতিরিক্ত উত্তাপ পতিত হলে এগুলো প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠে এবং দর্শকরা মনে করে যে, কোনো তারকাই বুঝি খসে পড়েছে। এটা আসলে তারকা নয়-উল্কা। সাধারণের পরিভাষায় একে 'তারকা খসে যাওয়া' বলেই ব্যক্ত করা হয়।

উত্তর এই যে, উভয় বক্তব্যের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। মাটি থেকে উত্থিত বাষ্প প্রজ্জ্বলিত হওয়া এবং কোনো তারকা কিংবা গ্রহ থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার পতিত হওয়া উভয়টিই সম্ভব। এমনটাও সম্ভবপর যে, সাধারণ রীতি অনুযায়ী এরূপ ঘটনা পূর্ব থেকেই অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আবির্ভাবের পূর্বে এসব জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারা বিশেষ কোনো কাজ নেওয়া হতো না। তাঁর আবির্ভাবের পর যেসব শয়তান চুরি-চামারি করে ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনতে যায়, ওদেরকে বিতাড়িত করার কাজে এসব জ্বলন্ত অঙ্গার ব্যবহার করা হয়।

আল্লামা আলূসী (র.) তাঁর রুহুল মা'আনী গ্রন্থে এ ব্যাখ্যাই করেছেন। তিনি বর্ণান করেন, হাদীসবিদ যুহরীকে কেউ জিজ্ঞেস করল : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আবির্ভাবের পূর্বেও কি তারকা খসত? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর প্রশ্নকারী সূরা জিনের উল্লিখিত আয়াতটি এ তথ্যের বিপক্ষে পেশ করলে তিনি বললেন : উল্কা আগেও ছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আবির্ভাবের পর যখন শয়তানদের উপর কঠোরতা আরোপ করা হলো, তখন থেকে উল্কা ওদেরকে বিতাড়নের কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

সহীহ্ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যে আকাশে তারকা খসে পড়ল। তিনি সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন : জাহেলিয়াত যুগে অর্থাৎ, ইসলাম পূর্বকালে তোমরা তারকা খসে যাওয়াকে কি মনে করতে? তাঁরা বললেন : আমরা মনে করতাম যে, বিশ্বে কোনো বড় ধরনের অঘটন ঘটবে অথবা কোনো মহান ব্যক্তি মৃত্যুবরণ কিংবা জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি বললেন? এটা অর্থহীন ধারণা। কারো জন্মমৃত্যুর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এসব জ্বলন্ত অঙ্গার শয়তানদেরকে বিতাড়নের জন্য নিক্ষেপ করা হয়।

মোটকথা উল্কা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের বক্তব্যও কুরআনের পরিপন্থি নয়। পক্ষান্তরে এটাও অসম্ভব নয় যে, এসব জ্বলন্ত অঙ্গার সরাসরি কোনো তারকা থেকে খসে নিক্ষিপ্ত হয়। উভয় অবস্থাতে কুরআনের উদ্দেশ্য প্রমাণিত ও সুস্পষ্ট।

শব্দবিশ্লেষণ :

يَوَدُّ : সীগাহ- واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوَدُّ মূলবর্ণ (و ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- পছন্দ করা। আকাঙ্ক্ষা করা। يَوَدُّ মূলত : يَوْدَدُ ছিল।

ذَرْهُمْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْوَذْرُ মূলবর্ণ (و ـ ذ ـ ر) জিনস مثال واوى অর্থ- ছেড়ে দেওয়া।

شِيَعٌ : এটি شِيْعَةٌ এর বহুবচন। অর্থ- জামাত, দল।

يَسْتَهْزِئُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِهْزَاءُ মূলবর্ণ (ه ـ ز ـ ء) জিনস مهموزلام অর্থ- হাসি-বিদ্রূপ করা।

خَلَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْخَلْوُ মূলবর্ণ (خ ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- অতিবাহিত হওয়া। মাসদার اَلْخَلَاءُ ও আসে। বাব نَصَرَ অর্থ- একা হওয়া।

سَكِّرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّسْكِيْرُ মূলবর্ণ (س ـ ك ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- দৃষ্টি নিবদ্ধ করা।

مَسْحُوْرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব فَتَحَ মাসদার اَلسِّحْرُ মূলবর্ণ (س ـ ح ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- জাদু করা, ধোঁকা দেওয়া, অভাবী ও অসুস্থ করে দেওয়া।

زَيَّنّٰهَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اَلتَّفْعِيْل মাসদার اَلتَّزْيِيْنُ মূলবর্ণ (ز ـ ى ـ ن) জিনস اجوف يائى অর্থ- সুসজ্জিত করা, সৌন্দর্য দেওয়া। هَا যমীর واحد مؤنث মাফউল।

وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ (١٩)

১৯. আর আমি ভূপৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি এবং তাতে ভারি ভারি পর্বতসমূহ স্থাপন করেছি এবং তাতে সর্বপ্রকার বস্তু এক নির্দিষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করেছি ।

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ (٢٠)

২০. আর আমি তাতে তোমাদের জন্য জীবিকার উপকরণ প্রস্তুত করেছি এবং তাদেরকেও জীবিকা দান করেছি যাদেরকে তোমরা জীবিকা দাও না ।

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ ۫ وَمَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ (٢١)

২১. আর [জীবিকা উপযোগী] যত বস্তু আছে তার ভাণ্ডার সমস্তই আমার নিকট রয়েছে এবং আমি তা এক নির্ধারিত পরিমাণে নাজিল করে থাকি ।

وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ ۚ وَمَاۤ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ (٢٢)

২২. আর আমিই বায়ুসমূহকে প্রেরণ করি যা মেঘমালাকে পানিতে পূর্ণ করে দেয়, অতঃপর আমিই আসমান হতে বারি বর্ষণ করে থাকি, অনন্তর সে পানি তোমাদেরকে পান করতে দেই এবং তোমরা এত পানি জমিয়ে রাখতে পারতে না ।

وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ (٢٣)

২৩. আর আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু দান করি এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী ।

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ (٢٤)

২৪. আর আমি তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকেও জানি এবং তোমাদের পরবর্তীদেরকেও জানি ।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا আর আমি ভূপৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ এবং তাতে ভারি ভারি পর্বতসমূহ স্থাপন করেছি وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا এবং তাতে উৎপাদন করেছি مِنْ كُلِّ شَيْءٍ সর্বপ্রকার বস্তু مَّوْزُوْنٍ এক নির্দিষ্ট পরিমাণে ।

২০. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا আর আমি তাতে তোমাদের জন্য প্রস্তুত করেছি مَعَايِشَ জীবিকার উপকরণ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهٗ بِرٰزِقِيْنَ এবং তাদেরকেও জীবিকা দান করেছি যাদেরকে তোমরা জীবিকা দাও না ।

২১. وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ আর (জীবিকার উপযোগী) যত বস্তু আছে اِلَّا عِنْدَنَا خَزَآئِنُهٗ তার ভাণ্ডার সমস্তই আমার নিকট রয়েছে وَمَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ এবং আমি তা এক নির্ধারিত পরিমাণে নাজিল করে থাকি ।

২২. وَاَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ আর আমিই বায়ুকে প্রেরণ করি لَوَاقِحَ যা মেঘ মালাকে পানিতে পূর্ণ করে দেয় فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً অতঃপর আমিই আসমান হতে বারি বর্ষণ করে থাকি فَاَسْقَيْنٰكُمُوْهُ অন্তর সেই পানি তোমাদেরকে পান করতে দেই وَمَاۤ اَنْتُمْ لَهٗ بِخٰزِنِيْنَ এবং তোমরা এত পানি জমিয়ে রাখতে পারতে না ।

২৩. وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٖ আর আমিই জীবন দান করি وَنُمِيْتُ ও মৃত্যু দান করি وَنَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী ।

২৪. وَلَقَدْ عَلِمْنَا আর আমি জানি الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ এবং তোমাদের পরবর্তীদেরকেও জানি ।

وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۭ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥﴾	২৫. এবং নিশ্চয় আপনার প্রভুই এদের সকলকে [কিয়ামতে] একত্র করবেন; নিশ্চয় তিনি হেকমতওয়ালা, মহাজ্ঞানী।
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٢٦﴾	২৬. এবং নিশ্চয় আমি মানবকে খনখনে মাটি দ্বারা– যা পচা কাদা হতে তৈরি– সৃষ্টি করেছি।
وَالْجَاۗنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ ﴿٢٧﴾	২৭. এবং তার [অর্থাৎ আদমের] পূর্বে জিনকে সৃষ্টি করেছিলাম আগুন হতে, যা উত্তপ্ত বায়ু ছিল।
وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۗىِٕكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ﴿٢٨﴾	২৮. আর সে সময়টি স্মরণীয়, যখন আপনার পরওয়ারদেগার ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি মানবকে খনখনে মাটি দ্বারা – যা পচা কাদা হতে গঠিত হবে– সৃষ্টি করতে চাচ্ছি।
فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ﴿٢٩﴾	২৯. অতএব, যখন আমি তাকে পূর্ণরূপে গড়ে তুলব এবং তাতে নিজের [পক্ষ হতে] প্রাণ সঞ্চার করব, তখন তোমরা সকলে তার সম্মুখে সেজদায় পড়ে যাবে।
فَسَجَدَ الْمَلٰۗىِٕكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ﴿٣٠﴾	৩০. অনন্তর ফেরেশতারা সকলেই [হযরত আদম (আ.)-কে] সেজদা করল।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৫. وَاِنَّ رَبَّكَ এবং নিশ্চয় আপনার প্রভুই هُوَ يَحْشُرُهُمْ এদের সকলকে (কিয়ামতে) একত্রিত করবেন اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ নিশ্চয় তিনি হেকমত ওয়ালা, মহাজ্ঞানী।

২৬. وَلَقَدْ خَلَقْنَا এবং নিশ্চয় আমি সৃষ্টি করেছি الْاِنْسَانَ মানবকে مِنْ صَلْصَالٍ খনখনে মাটি দ্বারা مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ যা পঁচা কাদা হতে তৈরি।

২৭. وَالْجَاۗنَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ এবং তাঁর পূর্বে জিনকে সৃষ্টি করেছিলাম مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ আগুন হতে যা উত্তপ্ত বায়ু ছিল।

২৮. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ আর ঐ সময়টি স্মরণ যোগ্য যখন আপনার পরওয়ারদেগার বললেন لِلْمَلٰۗىِٕكَةِ ফেরেশতাদেরকে اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا আমি মানবকে সৃষ্টি করতে চাচ্ছি مِّنْ صَلْصَالٍ খনখনে মাটি দ্বারা مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ যা পঁচা কাদা হতে গঠিত হবে।

২৯. فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ অতএব, যখন আমি তাকে পূর্ণরূপে গড়ে তুলব وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ এবং তাতে নিজের (পক্ষ থেকে) প্রাণ প্রবিষ্ট করে দিব فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ তখন তোমরা সকলে তার সম্মুখে সেজদায় পড়ে যাবে।

৩০. فَسَجَدَ অনন্তর সেজদা করল الْمَلٰۗىِٕكَةُ ফেরেশতাগণ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ সকলেই।

৩১. ইবলীস ব্যতীত; সে একথা কবুল করল না যে, সেজদাকারীদের সাথে শামিল হয়।	اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اَبٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ (٣١)
৩২. আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস! তোমার জন্য কি কারণ দেখা দিল যে, তুমি সেজদাকারীদের দলভুক্ত হলে না?	قَالَ يٰۤاِبْلِيْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ (٣٢)
৩৩. সে বলতে লাগল, আমি এমন নই যে, মানবকে সেজদা করব, যা আপনি খনখনে মাটি দ্বারা– যা পচা কাদা হতে গঠিত– সৃষ্টি করেছেন।	قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ (٣٣)

শাব্দিক অনুবাদ :

৩১. اِلَّآ اِبْلِيْسَ ইবলীস ব্যতীত اَبٰۤى সে একথা কবুল করল না যে اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ সেজদাকারীদের সাথে শামিল হয়।

৩২. قَالَ আল্লাহ বললেন يٰۤاِبْلِيْسُ হে ইবলীস مَا لَكَ তোমার জন্য কি কারণ দেখা দিল যে اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ তুমি সেজদাকারীদের দলভুক্ত হলে না।

৩৩. قَالَ সে বলতে লাগল لَمْ اَكُنْ আমি এমন নই যে لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ মানবকে সেজদা করব خَلَقْتَهٗ যাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন مِنْ صَلْصَالٍ খনখনে মাটি দ্বারা مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ যা পচা কাদা হতে গঠিত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ.

শানে নুযূল : মুজাহিদ, ইকরিমা বর্ণনা করেন এবং তিরমিযি, নাসায়ী, হাকেম, ইবনে হাব্বান, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, রাসূল (সা.)-এর পিছনে একজন সুন্দরী সুশ্রী মহিলা নামাজ আদায় করত। ফলে কোনো কোনো সাহাবায়ে কেরাম সামনে এগিয়ে গেলেন, যাতে তার প্রতি দৃষ্টি নিপতিত না হয়। আবার কেউ পিছনে নেমে এলেন, যাতে তার প্রতি তাকানো যায়। তাদের মধ্যে অগ্রে এবং পিছনে নেমে এসেছিলেন কেন, অগ্রে গিয়েছিলেন কি উদ্দেশ্য নিয়ে, আল্লাহ তা'আলা এ সব কিছুই জানেন। সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে হাকিম বর্ণনা করেন যে, নামাজের প্রথম সারি ও পরবর্তী সারি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা জানেন। আওযাঈ (র.) বলেন, প্রথম ওয়াক্ত ও শেষ ওয়াক্ত নামাজ আদায়কারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –(জালালাইন : ২১২)

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُوْنٍ এর এক অর্থ অনুবাদে নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ রহস্যের তাকিদ অনুযায়ী প্রত্যেক উৎপন্ন বস্তুর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করেছেন। এরকম নাহলে জীবন-ধারণ কঠিন হয়ে যেত এবং বেশি হলেও নানা অসুবিধা দেখা দিত। মানবিক প্রয়োজনের তুলনায় গম, চাউল ইত্যাদি এবং উৎকৃষ্টতর ফল-মূল যদি এত বেশি উৎপন্ন হয়, যা মানুষ ও জন্তুদের খাওয়ার পরও অনেক উদ্বৃত্ত হয়, তবে পচা ছাড়া উপায় কি? এগুলো রাখাও কঠিন হবে এবং ফেলে দেওয়ারও জায়গা থাকবে না।

এ থেকে জানা গেল যে, যেসব শস্য ও ফল-মূলের উপর মানুষের জীবন নির্ভরশীল সেগুলোকে এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করার শক্তিও আল্লাহ তা'আলার ছিল যে, প্রত্যেকেই সর্বত্র সেগুলো বিনামূল্যে পেয়ে যেত এবং অবাধে ব্যবহার করার পরও বিরাট উদ্বৃত্ত ভাণ্ডার পড়ে থাকত। কিন্তু এটা মানুষের জন্য একটা বিপদ হয়ে যেত। তাই একটি বিশেষ পরিমাণে এগুলো নাজিল করা হয়েছে, যাতে তার মান ও মূল্য বজায় থাকে এবং অনাবশ্যক উদ্বৃত্ত না হয়।

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ-এর এক অর্থ এরূপও হতে পারে যে, সব উৎপন্ন বস্তুকে আল্লাহ তা'আলা একটি বিশেষ সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের মধ্যে উৎপন্ন করেছেন; ফলে তাতে সৌন্দর্য ও চিত্তাকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা, পাতা, ফুল ও ফলকে বিভিন্ন আকার, বিভিন্ন রঙ ও স্বাদ নিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, যার সমন্বয় ও সুন্দর দৃশ্য মানুষ উপভোগ করে বটে, কিন্তু এগুলোর বিস্তারিত রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা তাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার।

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ থেকে وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ পর্যন্ত আল্লাহর কুদরতের ঐ বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যার সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী প্রত্যেক মানুষ, জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী ও হিংস্র জন্তুর জন্য প্রয়োজন মাফিক পানি সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। এর ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বত্র, সর্বাবস্থায় প্রয়োজন অনুযায়ী পান, গোসল, ধৌতকরণ এবং ক্ষেত ও উদ্যান সেচের জন্য বিনামূল্যে পানি পেয়ে যায়। কূপ খনন ও পাইপ সংযোজনে কারো কিছু ব্যয় হলে তা সুবিধা অর্জনের মূল্য বৈ নয়। এক ফোঁটা পানির মূল্য পরিশোধ করার ক্ষমতা কারো নেই এবং কারো কাছে তা দাবিও করা হয় না।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর কুদরত কিভাবে সমুদ্রের পানিকে ভূ-পৃষ্ঠে সর্বত্র পৌঁছানোর অভিনব ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে। তিনি সমুদ্রে বাষ্প সৃষ্টি করেছেন। বাষ্প বৃষ্টির উপকরণ (মৌসুমী বায়ু) সৃষ্টি হয়েছে এবং উপরে বায়ু প্রবাহিত করে একে পাহাড়সম মেঘমালার পানি ভর্তি জাহাজে পরিণত করেছেন। অতঃপর এসব পানিভর্তি উড়ো জাহাজকে পৃথিবীর সর্বত্র যেখানে দরকার পৌঁছে দিয়েছেন। এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সেখানে যতটুকু পানি দেওয়ার আদেশ হয়েছে, এই স্বয়ংক্রিয় উড়ন্ত মেঘমালা সেখানে সে পরিমাণে পানি বর্ষণ করেছে।

এভাবে সমুদ্রের পানি পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বসবাসকারী মানুষ ও জীব-জন্তু ঘরে বসেই পেয়ে যায়। এ ব্যবস্থায় পানির স্বাদ ও অন্যান্য গুণাগণের মধ্যে অভিনব পরিবর্তন সৃষ্টি করা হয়। কেননা সমুদ্রের পানিকে আল্লাহ তা'আলা এমন লবণাক্ত করেছেন যে, তা থেকে হাজার হাজার টন লবণ উৎপন্ন হয়। এর রহস্য এই যে, পৃথিবীর বিরাট জলভাগে কোটি কোটি প্রকার জীব-জন্তু বাস করে। এরা পানিতেই মরে এবং পানিতেই পচে, গলে। এছাড়া সমগ্র স্থলভাগের ময়লা ও আবর্জনাযুক্ত পানি অবশেষে সমুদ্রের পানিতেই গিয়ে মিশে। এমতাবস্থায় সমুদ্রের পানি মিঠা হলে তা একদিনেই পচে যেত এবং এর উৎকট দুর্গন্ধে স্থলভাগে বসবাসকারীদের স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষাই দুষ্কর হয়ে যেত। তাই আল্লাহ তা'আলা এই পানিকে এমন এসিডযুক্ত লোনা করে দিয়েছেন যে, সারা বিশ্বের আবর্জনা এখানে পৌঁছে ভস্ম ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মোটকথা, বর্ণিত রহস্যের ভিত্তিতে সমুদ্রের পানিকে লোনা বরং ক্ষারযুক্ত করা হয়েছে, যা পানও করা যায় না এবং পান করলেও পিপাসা নিবৃত্ত হয় না। আল্লাহর ব্যবস্থাধীনে মেঘমালার আকারে পানির যেসব উড়ো জাহাজ তৈরি হয়, এগুলো শুধু সামুদ্রিক পানির ভাণ্ডারই নয়, বরং মৌসুমী বায়ু উত্থিত হওয়ার সময় থেকে নিয়ে ভূ-পৃষ্ঠে বর্ষিত হওয়ার সময় পর্যন্ত এগুলোতে বাহ্যিক যন্ত্রপাতি ছাড়াই এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে যে, লবণাক্ততা দূরীভূত হয়ে তা মিঠা পানিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সূরা মুরসালাতে এ দিকে ইঙ্গিত আছে। وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا-এখানে فُرَاتٌ শব্দের অর্থ এমন মিঠা পানি যা দ্বারা পিপাসা নিবৃত্ত হয়। অর্থ এই যে, আমি মেঘমালার প্রাকৃতিক যন্ত্রপাতি অতিক্রম করিয়ে সমুদ্রের লোনা ও ক্ষারযুক্ত পানিকে তোমাদের পান করার জন্য মিঠা করে দিয়েছি।

সৎকাজে এগিয়ে যাওয়া পিছিয়ে থাকার মধ্যে মর্তবার পার্থক্য :

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ-এখানে সাহাবী ও তাবেয়ী তফসীরবিদদের পক্ষ থেকে مُسْتَقْدِمِيْنَ (অগ্রগামী দল) ও مُسْتَأْخِرِيْنَ (পশ্চাদগামী দল)-এর তাফসীর সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। কাতাদাহ ও ইকরিমা বলেন : যারা এ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেনি, তারা পশ্চাদগামী। হযরত ইবনে আব্বাস ও যাহহাক বলেন : যারা মরে গেছে, তারা অগ্রগামী এবং যারা জীবিত আছে, তারা পশ্চাদগামী। মুজাহিদ বলেন : পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা অগ্রগামী এবং উম্মতে মুহাম্মদী পশ্চাদগামী। হাসান ও কাতাদাহ বলেন : ইবাদতকারী ও সৎকর্মশীলরা অগ্রগামী গোনাহগাররা পশ্চাদগামী। হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, কুরতুবী, শা'বী প্রমুখ তাফসীরবিদের মতে যারা নামাজের কাতারে অথবা জেহাদের সারিতে এবং অন্যান্য সৎকাজে এগয়ে থাকে, তারা অগ্রগামী এবং যারা এসব কাজে পিছনে থাকে এবং দেরি করে, তারা পশ্চাদগামী। বলাবাহুল্য, এসব উক্তির মধ্যে মৌলিক কোনো বিরোধ নেই। সবগুলোর সমন্বয় সাধন করা সম্ভবপর। কেননা আল্লাহ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞান উল্লিখিত সর্বপ্রকার অগ্রগামী ও পশ্চাদগামীতে পরিব্যাপ্ত।

কুরতুবী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বলেন : এ আয়াত থেকে নামাজের প্রথম কাতারে এবং আউয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যদি লোকেরা জানত যে, আজান দেওয়া ও নামাজের প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর ফজিলত কতটুকু, তবে সবাই প্রথম কাতারে দাঁড়াতে সচেষ্ট হতো এবং প্রথম কাতারে সবার স্থান সংকুলান না হলে লটারীযোগে স্থান নির্ধারণ করতে হতো।

কুরতুবী এতদসঙ্গে হযরত কা'বের উক্তিও বর্ণনা করেছেন যে, এ উম্মতের মধ্যে এমন মহাপুরুষও আছে, যারা সেজদায় গেলে পিছনের সবার গোনাহ মাফ হয়ে যায়। এ জন্যই হযরত কা'ব পিছনের কাতারে থাকা পছন্দ করতেন যে, সম্ভবত : প্রথম কাতারসমূহে আল্লাহর কোনো এমন নেক বান্দা থাকতে পারে, যার বরকতে আমার মাগফেরাত হয়ে যেতে পারে।

বাহ্যত প্রথম কাতারেই ফজিলত নিহিত, যেমন কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু যে ব্যক্তি কোনো কারণে প্রথম কাতারে স্থান না পায়, সেও এদিক দিয়ে এক প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে যে, প্রথম কাতারের কোনো নেক বান্দার বরকতে তারও মাগফিরাত হয়ে যেতে পারে। উল্লিখিত আয়াতে যেমন নামাজের প্রথম কাতারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি জিহাদের প্রথম কাতারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

মানবদেহে আত্মা সঞ্চারিত করা এবং তাকে ফেরেশতাদের সেজদাযোগ্য করা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা : রূহ (আত্মা) কোনো যৌগিক, না মৌলিক পদার্থ-এ সম্পর্কে পণ্ডিত ও দার্শনিকদের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই মতভেদ চলে আসছে। শায়খ আব্দুর রউফ মানাভী (র.) বলেন : এ সম্পর্কে দার্শনিকদের বিভিন্ন উক্তির সংখ্যা এক হাজার পর্যন্ত পৌঁছেছে, কিন্তু এগুলোর সবই অনুমানভিত্তিক; কোনটিকেই নিশ্চিত বলা যায় না। ইমাম গাযালী, ইমাম রাযী (র.) এবং অধিক সংখ্যক সুফী ও দার্শিনিকদের উক্তি এই যে, রূহ কোনো যৌগিক পদার্থ নয়, বরং একটি সূক্ষ্ম মৌলিক পদার্থ। ইমাম রাযী (র.) এ মতের পক্ষে বারটি প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকাংশ আলেমের মতে রূপ একটি সূক্ষ্ম দেহবিশিষ্ট বস্তু। نَفْخٌ শব্দের অর্থ ফুঁক দেওয়া অথবা সঞ্চার করা। উপরিউক্ত উক্তি অনুযায়ী রূহ যদি দেহবিশিষ্ট কোনো বস্তু হয়ে থাকে, তবে সেটা ফুকে দেওয়ার অনুকূল। তাই যদি রূহকে সূক্ষ্ম পদার্থ মেনে নেওয়া হয়, তবে ফুকার অর্থ হবে দেহের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপন করা। -(বয়ানুল-কুরআন)

কাজী সানাউল্লা পানিপথী (র.) তফসীরে মাযহারীতে লিখেছেন : রূহ দুই প্রকার-স্বর্গজাত ও মর্ত্যজাত। স্বর্গজাত রূহ আল্লাহ তা'আলার একটি একক সৃষ্টি। এর স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মনীষীগণ এর আসল স্থান আরশের উপরে দেখতে পান। কেননা এটা আরশের চাইতেও সূক্ষ্ম! স্বর্গজাত রূহ অন্তদৃষ্টিতে উপর-নীচ পাঁচটি স্তরে অনুভব করা হয়। পাঁচটি স্তর এই : কলব, রূহ, সির, খফী, আখফা-এগুলো আদেশ-জগতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব। এ আদেশ জগতের প্রতি কুরআনের قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মর্ত্যজাত রূহ হচ্ছে ঐ সূক্ষ্ম বাষ্প, যা মানবদেহের চার উপাদান অগ্নি, পানি, মৃত্তিকা ও বায়ু থেকে উৎপন্ন। এই মর্ত্যজাত রূহকেই নফস বলা হয়।

আল্লাহ তা'আলা মর্ত্যজাত রূহকে যাকে নফস বলা হয় উপরিউক্ত স্বর্গজাত রূহের আয়নায় পরিণত করে দিয়েছেন; আয়নাকে সূর্যের বিপরীতে রাখলে যেমন অনেক দূরে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাতে সূর্যের ছবি প্রতিফলিত হয়, সূর্যকিরণে আয়নাও উজ্জ্বল হয় এবং তাতে সূর্যের উত্তাপও এসে যায়, যা কাপড়কে জ্বালিয়ে দিতে পারে, তেমনিভাবে স্বর্গজাত রূহের ছবি মর্ত্যজাত রূহের আয়নায় প্রতিফলিত হয়; যদিও তা মৌলিকত্বের কারণে অনেক ঊর্ধ্বে ও দূরত্বে অবস্থিত থাকে। প্রতিফলিত হয়ে স্বর্গজাত রূহের গুণাগুণ ও প্রতিক্রিয়া মর্ত্যজাত রূহের মধ্যে স্থানান্তরিত করে দেয়। নফসে সৃষ্ট এসব প্রতিক্রিয়াকেই আংশিক আত্মা বলা হয়।

মর্ত্যজাত রূহ তথা নফস স্বর্গজাত রূহ থেকে প্রাপ্ত গুণাগুণ ও প্রতিক্রিয়াসহ সর্বপ্রথম মানবদেহের হৃৎপিণ্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। এ সম্পর্কেরই নাম হায়াত ও জীবন। মর্ত্যজাত রূহের সম্পর্কের ফলে সর্বপ্রথম মনুষের হৃৎপিণ্ডে জীবন ও ঐ সব বোধশক্তি সৃষ্টি হয়, যেগুলোকে নফস স্বর্গজাত রূহ থেকে লাভ করে। মর্ত্যজাত রূহ সমগ্র দেহে বিস্তৃত সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরায় সংক্রমিত হয়। এভাবে সে মানবদেহের প্রতিটি অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

মানদেহের মর্ত্যজাত রূহের সংক্রমিত হওয়াকেই نَفْخِ رُوْحٍ তথা আত্মা ফুঁকা বা আত্মা সঞ্চারিত করা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা এ সংক্রমণ কোনো বস্তুতে ফুঁক ভরার সাথে খুবই সামঞ্জস্যশীল।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রূহকে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে مِنْ رُوحِي বলেছেন, যাতে সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে মানবাত্মার শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠে। কারণ মানবাত্মা উপকরণ ব্যতীত একমাত্র আল্লাহর আদেশেই সৃষ্ট হয়েছে। এছাড়া তার মধ্যে আল্লাহর নূর গ্রহণ করার এমন যোগ্যতা রয়েছে, যা মানুষ ছাড়া অন্য কোনো জীবের আত্মার মধ্যে নেই।

মানব সৃষ্টির মধ্যে মৃত্তিকাই প্রধান উপকরণ। এ জন্যই কুরআন পড়ে মানবসৃষ্টিকে মৃত্তিকার সাথে সর্ম্পকযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানব সৃষ্টির উপকরণ দশটি জিনিসের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। তন্মধ্যে পাঁচটি সৃষ্টিজগতের এবং পাঁচটি আদেশ জগতের। সৃষ্টিজগতের চার উপদান আগুন, পানি, মাটি, বাতাস এবং পঞ্চম হচ্ছে এ চার থেকে সৃষ্ট সূক্ষ্ম বাষ্প যাকে মর্ত্যজাত রূহ বা নফস বলা হয়। আদেশজগতের পাঁচটি উপকরণ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, কলব, রূহ, সির, খফী ও আখফা।

এ পরিব্যাপ্তির কারণে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে এবং মা'রেফতের নূর, ইশক ও মহব্বতের জ্বালা বহনের যোগ্য পাত্র বিবেচিত হয়েছে। এর ফলশ্রুতি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার আকৃতিমুক্ত সঙ্গ লাভ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গ লাভ করবে, যাকে সে মহব্বত করে।

আল্লাহর দ্যুতির গ্রহণ ক্ষমতা এবং আল্লাহর সঙ্গলাভের কারণেই আল্লাহর রহস্য দাবি করেছে যে, মানুষকে ফেরেশতাগণ সেজদা করুক। আল্লাহ তা'আলা বলেন : فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (তারা সবাই তার প্রতি সেজদায় অবনত হলো)।

শব্দবিশ্লেষণ :

مَوْزُوْنٍ : সীগাহ واحد مذكر اسم مفعول বহছ مصدر ... ও اَلْوَزْنُ মাসদার اَلزِّنَةُ বাব ضَرَبَ মূলবর্ণ (و ـ ز ـ ن) জিনস مثال واوى অর্থ- পরিমাপ করা, অনুমান করা। اِتِّزَانٌ মাসদারও আসে بَاب اِفْتِعَالٌ থেকে। অর্থ- ওজন করা পরিমাণ করা।

خَزَائِنَهُ : خَزَائِنُ মুযাফ। যমীর মুযাফ ইলাইহি। অর্থ- তার খাজনা। خَزِيْنَةٌ-এর বহুবচন।

لَوَاقِحَ : لَاقِحٌ-এর বহুবচন। আবার لَاقِحَةٌ ও একবচন আসে। অর্থ- মেঘ উত্তোলনকারী অর্থাৎ ঐ বাতাস যা পানিতে ভরপুর মেঘ চালিত করে।

نُحْيِ : সীগাহ جمع متكلم مضارع معروف বহছ افعال বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْيَاءُ মূলবর্ণ (ح ـ ى ـ ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- জীবন দেওয়া।

نُمِيْتُ : সীগাহ جمع متكلم مضارع معروف বহছ বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِمَاتَةُ মূলবর্ণ (م ـ و ـ ت) জিনস اجوف واوى অর্থ- মারা, মৃত্যুবরণ করা।

مَسْنُوْنٌ : সীগাহ واحد مذكر اسم مفعول বহছ বাব نَصَرَ মাসদার اَلسَّنُّ মূলবর্ণ (س ـ ن ـ ن) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- ধারালো করা, পরিবর্তন করা।

اَلسَّمُوْمُ : ইসম ও স্ত্রীলিঙ্গ, বহুবচন আসে سَمَائِمُ অর্থ- কিরণ, প্রবল উষ্ণবায়ু এমন হাওয়া যা বিষের মতো ক্রিয়া সৃষ্টি করে।

فَقَعُوْا : فاء আতফের হরফ। قَعُوْا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসাদর اَلْوُقُوْعُ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ع) জিনস مثال واوى অর্থ- অস্তিত্বহীনকে অস্তিত্বে আনা, ঢলে পড়া। এখানে সর্বশেষ অর্থ- উদ্দেশ্য অর্থাৎ তোমরা ঢলে পড়। উদ্দেশ্য হলো, সেজদা করার মধ্যে দেরি না করা। (রাগেব র.) قَعُوْا মূলত : اِوْقَعُوْا ছিল। তালীল হয়ে قَعُوْا হয়েছে।

لَمْ اَكُنْ : সীগাহ واحد متكلم مضارع منفى بلم বহছ বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكَوْنُ মূলবর্ণ (ك ـ و ـ ن) জিনস اجوف واوى অর্থ- হওয়া।

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (٣٤)	৩৪. আদেশ হলো তুমি আসমান হতে বের হয়ে যাও, কেননা নিঃসন্দেহে তুমি বিতাড়িত হলে।
وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ (٣٥)	৩৫. এবং নিশ্চয় তোমার প্রতি লা'নত থাকবে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত।
قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٣٦)	৩৬. [ইবলীস] বলল, হে প্রভু! তবে আমাকে [মৃত্যু হতে] অবকাশ দিন কিয়ামত দিবস পর্যন্ত।
قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ (٣٧)	৩৭. আদেশ হলো তবে তোমাকে অবকাশ দেওয়া গেল।
إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (٣٨)	৩৮. নির্দিষ্ট সময়ের দিন পর্যন্ত।
قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٣٩)	৩৯. (ইবলীস) বলল, হে প্রভু! যেহেতু আপনি আমাকে গোমরাহ করলেন আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি পৃথিবীতে তাদের চক্ষে পাপকার্যসমূহকে অবশ্যই সুশোভন করে দেখাব এবং তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করব।
إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٤٠)	৪০. আপনার সে বান্দাগণ ব্যতীত যারা তন্মধ্যে বিশিষ্ট।
قَالَ هَٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (٤١)	৪১. আল্লাহ বললেন হ্যাঁ, এটা একটি সোজা পথ যা আমার পর্যন্ত পৌঁছে।
إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (٤٢)	৪২. বাস্তবিক আমার সে বান্দাদের উপর তোমার কিছুমাত্রও ক্ষমতা চলবে না; কিন্তু হ্যাঁ, বিপথগামীদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করে চলে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৪. قَالَ আদেশ হলো فَاخْرُجْ مِنْهَا তুমি আসমান হতে বের হয়ে যাও فَإِنَّكَ رَجِيمٌ কেননা নিঃসন্দেহে তুমি বিতাড়িত হলে।

৩৫. وَإِنَّ عَلَيْكَ এবং নিশ্চয় তোমার প্রতি اللَّعْنَةَ লা'নত থাকবে إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত।

৩৬. قَالَ (ইবলীস) বলল رَبِّ হে রব فَأَنظِرْنِي তবে আমাকে (মৃত্যু হতে) অবকাশ দিন إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত।

৩৭. قَالَ আদেশ হলো فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ তবে তোমাকে অবকাশ দেওয়া গেল।

৩৮. إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ নির্দিষ্ট সময়ের তারিখ পর্যন্ত।

৩৯. قَالَ ইবলীস বলল رَبِّ হে রব بِمَا أَغْوَيْتَنِي যেহেতু আপনি আমাকে গোমরাহ করলেন لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি পৃথিবীতে তাদের চক্ষে পাপকার্যসমূহকে অবশ্যই সুশোভন করে দেখাব وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ এবং তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করব।

৪০. إِلَّا عِبَادَكَ আপনার সে বান্দাগণ ব্যতীত مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ যারা তন্মধ্যে বিশিষ্ট।

৪১. قَالَ আল্লাহ বললেন। হ্যাঁ هَٰذَا এটা صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ একটি সোজা পথ যা আমার পর্যন্ত পৌঁছে।

৪২. إِنَّ عِبَادِي বাস্তবিক আমার সে বান্দাদের উপর لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ তোমার কিছু মাত্র ক্ষমতা চলবে না إِلَّا কিন্তু হ্যাঁ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ বিপথগামীদের মধ্যে যারা তোমর অনুসরণ করে চলে।

৪৩. আর তাদের সকলের জন্য দোজখের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।	وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوۡعِدُهُمۡ اَجۡمَعِیۡنَ ﴿٤٣﴾
৪৪. যার সাতটি দরজা আছে; প্রত্যেকটি দরজার [মধ্য দিয়ে যাওয়ার] জন্য তাদের পৃথক পৃথক ভাগ রয়েছে।	لَهَا سَبۡعَةُ اَبۡوَابٍ ؕ لِكُلِّ بَابٍ مِّنۡهُمۡ جُزۡءٌ مَّقۡسُوۡمٌ ﴿٤٤﴾
৪৫. নিশ্চয় মুত্তাকী লোকগণ উদ্যানসমূহে এবং ঝরনাসমূহে থাকবে।	اِنَّ الۡمُتَّقِیۡنَ فِیۡ جَنّٰتٍ وَّعُیُوۡنٍ ﴿٤٥﴾
৪৬. [এবং বলা হবে] তোমরা তাতে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে প্রবেশ কর।	اُدۡخُلُوۡهَا بِسَلٰمٍ اٰمِنِیۡنَ ﴿٤٦﴾
৪৭. আর [পৃথিবীতে] তাদের মনে যে বিদ্বেষ ছিল আমি তা দূর করে দিব, সকলেই ভাই ভাইরূপে উচ্চাসনসমূহে মুখোমুখি [হয়ে] বসবে।	وَنَزَعۡنَا مَا فِیۡ صُدُوۡرِهِمۡ مِّنۡ غِلٍّ اِخۡوَانًا عَلٰی سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِیۡنَ ﴿٤٧﴾
৪৮. সেখানে তাদেরকে সামান্য কষ্টও স্পর্শ করবে না আর না তারা তথা হতে বহিষ্কৃত হবে।	لَا یَمَسُّهُمۡ فِیۡهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمۡ مِّنۡهَا بِمُخۡرَجِیۡنَ ﴿٤٨﴾
৪৯. আপনি আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	نَبِّئۡ عِبَادِیۡۤ اَنِّیۡۤ اَنَا الۡغَفُوۡرُ الرَّحِیۡمُ ﴿٤٩﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৩. وَاِنَّ جَهَنَّمَ আর দোজখের لَمَوْعِدُهُمْ প্রতিশ্রুতি রয়েছে اَجْمَعِيْنَ তাদের সকলের জন্য।

৪৪. لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ যার সাতটি দরজা আছে لِكُلِّ بَابٍ প্রত্যেকটি দরজার (মধ্য দিয়ে যাওয়ার) জন্য مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوْمٌ তাদের পৃথক পৃথক ভাগ রয়েছে।

৪৫. اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ নিশ্চয় মুত্তাকী লোকগণ থাকবে فِيْ جَنّٰتٍ উদ্যান সমূহে وَعُيُوْنٍ এবং ঝরনাসমূহে।

৪৬. اُدْخُلُوْهَا তোমরা তাতে প্রবেশ কর بِسَلٰمٍ اٰمِنِيْنَ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে।

৪৭. وَنَزَعْنَا আমি তৎসমুদয় দূর করে দিব مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ মনে যে বিদ্বেষ ছিল اِخْوَانًا সকলেই ভাই ভাই রূপে عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ উচ্চাসনসমূহে মুখামুখি (হয়ে) বসবে।

৪৮. لَا يَمَسُّهُمْ তাদেরকে স্পর্শ করবে না فِيْهَا সেখানে نَصَبٌ সামান্য কষ্টও وَمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ আর না তারা তথা হতে বহিষ্কৃত হবে।

৪৯. نَبِّئْ আপনি জানিয়ে দিন عِبَادِيْ আমার বান্দাদেরকে اَنِّيْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৫০. আর এটাও যে, আমার শাস্তিও যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি।	وَاَنَّ عَذَابِىْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ (٥٠)
৫১. আর আপনি তাদেরকে ইবরাহীমের মেহমানদের সংবাদও জানিয়ে দিন।	وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ (٥١)
৫২. যখন তারা [ফেরেশতাগণ] তাঁর নিকট আসল, তখন তারা আসসালামু আলাইকুম বলল: ইবরাহীম (আ.) বললেন, আমরা তো তোমাদের ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়েছি।	اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ (٥٢)

শাব্দিক অনুবাদ :

৫০. وَاَنَّ عَذَابِىْ আর এটাও যে, আমার শাস্তিও هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি।

৫১. وَنَبِّئْهُمْ আর আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ ইবরাহীমের মেহমানদের সংবাদ।

৫২. اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ যখন তারা তাঁর নিকট আসল فَقَالُوْا سَلٰمًا তখন তারা আস সালামু আলাইকুম' বলল قَالَ ইবরাহীম বললেন اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ আমরা তো তোমাদের ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়েছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াত اِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ ...... جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ যখন অবতীর্ণ হয়, যাতে জাহান্নাম ও জাহান্নামের আজাবের ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এতে জাহান্নাম ও আজাবে এলাহির ভয়ে হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর অন্তরে এমনভাবে আঘাত করে যে, তিনি পাগলের মতো হয়ে তিন দিন পর্যন্ত দৌড়াদৌড়ি করেন। অবশেষে রাসূল ﷺ এর খেদমতে তাঁকে নিয়ে আসা হয়। তখন তিনি রাসূল ﷺ এর নিকট আরজ করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আলোচ্য আয়াত আমার অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর অন্তরে আজাবে এলাহীর ভয় সঞ্চার হবার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত সালমান ফারসী (রা.) ও তৎকালের সকল মুমিনদের জন্য সু-সংবাদ প্রদান করার লক্ষ্যে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করা হয়েছে। –(নূরুল কুলূব)

نَبِّئْ عِبَادِىْٓ اَنِّىْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

শানে নুযূল : একদা রাসূল ﷺ বাবে বনী শাইবা দিয়ে মসজিদে হারামে গমন করেন। এমুহূর্তে কতজন সাহাবীকে আমোদ প্রমোদে মত্ত দেখতে পেয়ে বলেন, কি হলো তোমাদের যে, তোমরা বেহেশত ও দোজখ সম্পর্কীয় আলোচনা শুনছ তাপরও তোমরা আমোদ প্রমোদে লিপ্ত। সাহাবায়ে কেরাম তাকে অসন্তোষ ও নিন্দা মনে করে ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য হাত উঠালেন। এদিকে রাসূল ﷺ হজরে আসওয়াদের নিকট পৌছার পূর্বেই হযরত জিবরাঈল আমীন আলোচ্য আয়াত নিয়ে উপস্থিত হন যে, আমার বান্দাদেরকে আমার রহমত থেকে নিরাশ করো না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- نَبِّئْ عِبَادِىْٓ اَنِّىْٓ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

–(কুরতুবী ৩৩/১০, জালালাইন টীকা পৃষ্ঠা-২১৩)

আল্লাহ তা'আলার বিশেষ বান্দাগণ শয়তানের প্রভাবাধীন না হওয়ার অর্থ- إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার মনোনীত বান্দাদের উপর শয়তানি কারসাজির প্রভাব পড়ে না। কিন্তু বর্ণিত আদমের কাহিনীতে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদম ও হাওয়ার উপর শয়তানের চক্রান্ত সফল হয়েছে : এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কুরআন বলে : إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا -(আলে-ইমরান)।

এ থেকে জানা যায় যে, সাহাবায়ে কেরামের উপরও শয়তানের ধোঁকা এ ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে।

তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের উপর শয়তানের আধিপত্য বিস্তৃত না হওয়ার অর্থ এই যে, তাদের মন-মস্তিষ্ক ও জ্ঞান-বুদ্ধির উপর শয়তানের এমন আধিপত্য বিস্তৃত হয় না যে, তাঁরা নিজ ভ্রান্তি কোনো সময় বুঝতেই পারেন না। ফলে তওবা করার শক্তি হয় না কিংবা কোনো ক্ষমার অযোগ্য গেনাহ্ করে ফেলেন।

উল্লিখিত ঘটনাবলি এ তথ্যের পরিপন্থি নয়। কারণ আদম ও হাওয়া তওবা করেছিলেন এবং তা কবুলও হয়েছিল। সাহাবায়ে কেরামও তওবা করেছিলেন এবং শয়তানের চক্রান্তে যে গুনাহ্ করেছিলেন, তা মাফ করা হয়েছিল।

জাহান্নামের সাতটি দরজা : لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ -ইমাম আহমদ, ইবনে জারীর. তাবারী ও বায়হাকী হযরত আলী (রা.)-এর রেওয়ায়েতে লিখেন যে, উপর নীচের স্তরের দিক দিয়ে জাহান্নামের দরজা সাতটি। কেউ কেউ এগুলোকে সাধারণ দরজার মতো সাব্যস্ত করেছেন। প্রত্যেক দরজা বিশেষ প্রকারের অপরাধীদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। -(কুরতুবী)

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ -এ আয়াত থেকে জান্নাতের দু'টি বৈশিষ্ট্য জানা গলে। (এক) সেখানে কেউ কোনো ক্লান্তি ও দুর্বলতা অনুভব করবে না। দুনিয়ার অবস্থা এর বিপরীত। এখানে কষ্ট ও পরিশ্রমের কাজ করলে তো ক্লান্তি হয়ই; বিশেষ আরাম এমনকি চিত্তবিনোদনেও মানুষ কোনো না কোনো সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং দুর্বলতা অনুভব করে, তা যতই সুখকর কাজ ও বৃত্তি হোক না কেন। দ্বিতীয়ত: জানা গেল যে, জান্নাতের আরাম, সুখ ও নিয়ামত কেউ পেলে তা চিরস্থায়ী হবে। এগুলো কোনো সময় হ্রাস পাবে না এবং এগুলো থেকে কাউকে বহিষ্কৃতও করা হবে না। সূরা ছোয়াদে বলা হয়েছে : إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ - অর্থাৎ, এ হচ্ছে আমাদের রিজিক, যা কোনো সময় শেষ হবে না। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ -অর্থাৎ, তাদেরকে কোনো সময় এসব নিয়ামত ও সুখ থেকে বহিষ্কার করা হবে না। দুনিয়ার ব্যাপারাদি এর বিপরীত। এখানে যদি কেউ কাউকে কোনো বিরাট নিয়ামত বা সুখ দিয়েও দেয় তবুও সদাসর্বদা এ আশঙ্কা লেগেই থাকে যে, দাতা কোন সময় নারাজ হয়ে যদি তাকে বের করে দেয়।

একটি তৃতীয় সম্ভাবনা ছিল এই যে, জান্নাতের নিয়ামত শেষ হবে না এবং জান্নাতীকে সেখান থেকে বেরও করা হবে না, কিন্তু সেখানে থাকতে থাকতে সে নিজেই যদি অতিষ্ট হয়ে যায় এবং বাইরে চলে যেতে চায়। কুরআন পাক এ সম্ভাবনাকেও একটি বাক্যে নাকচ করে দিয়েছে : لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا অর্থাৎ, তারাও সেখান থেকে ফিরে আসার বাসনা কোনো সময়ই পোষণ করবে না।

শব্দবিশ্লেষণ :

يُبْعَثُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব فَتَحَ মাসদার اَلْبَعْثُ মূলবর্ণ (ب . ع . ث) জিনস صحيح অর্থ- উঠানো।

اَلْمُنْظَرِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার- اَلْاِنْظَارُ মূলবর্ণ (ن . ظ . ر) জিনস صحيح অর্থ- সুযোগ দেওয়া, ঢিল দেওয়া।

لَاُزَيِّنَنَّ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّزْيِيْنُ মূলবর্ণ (ز . ى . ن) জিনস اجوف يائى অর্থ- সুসজ্জিত করা, সাজানো।

لَاُغْوِيَنَّهُمْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ مضارع لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغْوَاءُ মূলবর্ণ (غ . و . ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- গোমরাহ করা।

اَلْغَاوِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ ও سَمِعَ মাসদার اَلْغَوَايَةُ ও اَلْغَىُّ মূলবর্ণ (غ . و . ى) জিনস لفيف مقروف অর্থ- গোমরাহ হওয়া, বঞ্চিত হওয়া, ধ্বংস হওয়া।

اَلْمُتَّقِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ বাব اِفْتِعَالٌ মূলবর্ণ (و . ق . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- তাকওয়া অবলম্বন করা।

بِمُخْرَجِيْنَ : باء হরফে জার। مُخْرَجِيْنَ সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِخْرَاجُ মূলবর্ণ (خ . ر . ج) জিনস صحيح অর্থ- বের করা, খারেজ করা।

نَبِّئْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসাদার اَلتَّنْبِئَةُ মূলবর্ণ (ن . ب . أ) জিনস مهموزلام অর্থ- সতর্ক করা।

وَجِلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ صفت مشبه মাসদার اَلْوَجَلُ বাব سَمِعَ মূলবর্ণ (و . ج . ل) জিনস مثال واوى অর্থ- ভয় পাওয়া, ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া।

৫৩. তারা বলল, আপনি ভীত হবেন না, আমরা আপনাকে এক সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি, যিনি বড় বিদ্বান হবেন।	قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٥٣)
৫৪. ইরবাহীম (আ.) বললেন, তোমরা কি আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ, এরূপ অবস্থায় যখন আমার উপর বার্ধক্য এসে পড়েছে, অতএব, কিসের সুসংবাদ দিচ্ছ?	قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (٥٤)
৫৫. তারা বলল, আমরা আপনাকে বাস্তব বিষয়ের সুসংবাদ দিচ্ছি, সুতরাং আপনি নিরাশ হবেন না।	قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ (٥٥)
৫৬. ইবরাহীম (আ.) বললেন, নিজ পরওয়ারদেগারের রহমত হতে কে নিরাশ হয়। পথভ্রষ্ট লোকেরা ব্যতীত?	قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (٥٦)
৫৭. তিনি বললেন হে ফেরেশতাগণ! তোমাদের সম্মুখে এখন কি জটিল কাজ রয়েছে?	قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (٥٧)
৫৮. ফেরেশতাগণ বললেন, আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায় [লূত সম্প্রদায়]-এর প্রতি প্রেরিত হয়েছি।	قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (٥٨)
৫৯. লূত (আ.)-এর পরিজন ব্যতীত, আমরা তাদের সকলকেই রক্ষা করব।	إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٩)
৬০. তাঁর পত্নী ছাড়া, কেননা আমরা তার সম্বন্ধে সাব্যস্ত করে রেখেছি যে, সে অবশ্যই ঐ পাপাচারীদের মধ্যে থেকে যাবে।	إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ (٦٠)

ع

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৩. قَالُوا তারা বল لَا تَوْجَلْ আপনি ভীত হবেন না إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ আমরা আপনাকে এক সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি عَلِيمٍ যিনি বড় বিদ্বান হবেন।

৫৪. قَالَ ইবরাহীম বললেন أَبَشَّرْتُمُونِي তোমরা কি আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ এমতাবস্থায় যখন আমার উপর বার্ধক্য এসে পড়েছে فَبِمَ تُبَشِّرُونَ কিসের সুসংবাদ দিচ্ছ।

৫৫. قَالُوا তারা বলল بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ আমরা আপনাকে বাস্তব বিষয়ের সুসংবাদ দিচ্ছি فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ সুতরাং আপনি নিরাশ হবেন না।

৫৬. قَالَ ইবরাহীম বললেন وَمَنْ يَقْنَطُ কে নিরাশ হয় مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ নিজ পরওয়ারদেগারের রহমত হতে إِلَّا الضَّالُّونَ পথভ্রষ্ট লোকেরা ব্যতীত।

৫৭. قَالَ তিনি বললেন فَمَا خَطْبُكُمْ তোমাদের সম্মুখে এমন কি জটিল কাজ রয়েছে أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ হে ফেরেশতাগণ।

৫৮. قَالُوا ফেরেশতাগণ বললেন إِنَّا أُرْسِلْنَا আমরা প্রেরিত হয়েছি إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ এক অপরাধী সম্প্রদায় (লূত সম্প্রদায়) এর প্রতি।

৫৯. إِلَّا آلَ لُوطٍ লূতের পরিজন ব্যতীত إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ আমরা তাদের সকলকেই রক্ষা করব।

৬০. إِلَّا امْرَأَتَهُ তার পত্নী ছাড়া قَدَّرْنَا কেননা আমরা তার সম্বন্ধে সাব্যস্ত করে রেখেছি যে إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ সে অবশ্যই ঐ পাপাচারীদের মধ্যে থেকে যাবে।

৬১. অতঃপর যখন সে ফেরেশতাগণ লূত পরিবারবর্গের নিকট আসলেন।	فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ ۨ الْمُرْسَلُوْنَ (٦١)
৬২. লূত (আ.) বলতে লাগলেন, তোমরা তো অপরিচিত লোক [মনে হয়]।	قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ (٦٢)
৬৩. তারা বলল, [আমরা মানুষ নই] বরং আমরা আপনার নিকট সে বস্তু [শাস্তি] নিয়ে এসেছি যে সম্বন্ধে তারা সন্দেহ করছিল।	قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ (٦٣)
৬৪. আর আমরা আপনার নিকট সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছি এবং আমরা সম্পূর্ণ সত্যবাদী।	وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ (٦٤)
৬৫. অতএব, আপনি রাত্রির যে কোনো অংশে নিজের পরিজনকে নিয়ে সরে পড়ুন এবং আপনি সকলের পিছনে থাকুন, । আর আপনাদের কেউ যেন পিছনের দিকে ফিরেও না দেখে এবং আপনাদের প্রতি যে স্থানের আদেশ হয়েছে সেদিকে চলে যাবেন।	فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ (٦٥)
৬৬. আর আমি লূতের নিকট এ সিদ্ধান্ত পাঠালাম যে, প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মূল একবারে কর্তিত হয়ে যাবে [ধ্বংস হয়ে যাবে]।	وَقَضَيْنَآ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ (٦٦)

শাব্দিক অনুবাদ :

৬১. فَلَمَّا جَآءَ অতঃপর যখন আসলেন اٰلَ لُوْطِ লূত পরিবার বর্গের নিকট الْمُرْسَلُوْنَ সেই ফেরেশতাগণ।

৬২. قَالَ বলতে লাগলেন اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ তোমরা তো অপরিচিত লোক (মনে হয়)।

৬৩. قَالُوْا তারা বলল (আমরা মানুষ নই) بَلْ جِئْنٰكَ বরং আমরা আপনার নিকট সেই বস্তু নিয়ে এসেছি بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ সে সম্বন্ধে তারা সন্দেহ করছিল।

৬৪. وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ আমরা আপনার নিকট অবশ্যম্ভাবী জিনিস নিয়ে এসেছি وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ আর আমরা সত্যবাদী।

৬৫. فَاَسْرِ অতএব আপনি সরে পড়ুন بِاَهْلِكَ নিজের পরিজন নিয়ে بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ রাত্রির যে কোনো অংশে وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ এবং আপনি সকলের পিছনে থাকুন وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ আর আপনাদের কেউ যেন পিছনের দিকে ফিরেও না দেখে وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ এবং আপনাদের প্রতি যে স্থানের আদেশ হয়েছে সেদিকে চলে যাবেন।

৬৬. وَقَضَيْنَآ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ আর আমি লূতের নিকট এ সিদ্ধান্ত পাঠালাম اَنَّ دَابِرَ هٰٓؤُلَآءِ তাদের মূল مَقْطُوْعٌ একেবারে কর্তিত হয়ে যাবে مُّصْبِحِيْنَ প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

৬৭. আর নগরবাসীগণ খুব আনন্দ করতে করতে [লূত গৃহে] উপস্থিত হলো।	وَجَآءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ (٦٧)
৬৮. লূত (আ.) বললেন, তারা আমার মেহমান, অতএব, আমাকে অপমানিত করো না।	قَالَ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ ضَيْفِيْ فَلَا تَفْضَحُوْنِ (٦٨)
৬৯. আর আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে বে-ইজ্জত করো না।	وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ (٦٩)
৭০. তারা বলল, আমরা কী আপনাকে সমগ্র পৃথিবীর লোকদের সম্বন্ধে নিষেধ করিনি?	قَالُوْٓا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ (٧٠)
৭১. লূত (আ.) বললেন, [তোমাদের জন্য] আমার এ কন্যাগণ রয়েছে– যদি তোমরা কিছু করতে চাও।	قَالَ هٰٓؤُلَآءِ بَنٰتِيْٓ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ (٧١)
৭২. আপনার জীবনের শপথ, তারা নিজেদের নেশায় মত্ত ছিল।	لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ (٧٢)

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৭. وَجَآءَ আর উপস্থিত হলো اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ নগরের লোকেরা يَسْتَبْشِرُوْنَ খুব আনন্দ করতে করতে।

৬৮. قَالَ লূত বললেন اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ ضَيْفِيْ এরা আমার মেহমান فَلَا تَفْضَحُوْنِ অতএব, আমাকে অপমানিত করো না।

৬৯. وَاتَّقُوا اللّٰهَ আর আল্লাহকে ভয় কর وَلَا تُخْزُوْنِ এবং আমাকে বে-ইজ্জত করো না।

৭০. قَالُوْا তারা বলল اَوَلَمْ نَنْهَكَ আমরা কি আপনাকে নিষেধ করিনি عَنِ الْعٰلَمِيْنَ সমগ্র পৃথিবীর লোকদের সম্বন্ধে।

৭১. قَالَ লূত বললেন هٰٓؤُلَآءِ بَنٰتِيْ আমার এ কন্যাগণ রয়েছে اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ যদি তোমরা কিছু করতে চাও।

৭২. لَعَمْرُكَ আপনার প্রাণের শপথ اِنَّهُمْ لَفِيْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ তারা নিজেদের নেশায় মত্ত ছিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَعَمْرُكَ রূহুল মা'আনীতে অধিকসংখ্যক তাফসীরবিদের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, لَعَمْرُكَ -এর মধ্যে রসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর আয়ুর কসম রেখেছেন। বায়হাকী দালায়েলুন্নুবুয়ত গ্রন্থে এবং আবূনয়ীম ও ইবনে মারদুয়াহ প্রমুখ তফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টজগতের মধ্যে কাউকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ-এর চাইতে অধিক সম্মান ও মর্যাদা দান করেননি। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা কোনো পয়গাম্বর অথবা ফেরেশতার আয়ুর কসম খাননি। বরং আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আয়ুর কসম খেয়েছেন। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়।

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কসম খাওয়া : আল্লাহর নাম ও গুণাবলি ছাড়া অন্য কোনো কিছুর কসম খাওয়া কোনো মানুষের জন্য বৈধ নয়। কেননা কসম এমন জনের খাওয়া হয়, যাকে সর্বাধিক বড় মনে করা হয়। বলা বাহুল্য, সর্বাধিক বড় একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই হতে পারেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পিতামাতা ও দেবদেবীর নামে কসম খেয়ো না এবং আল্লাহ ছাড়া কোনো কিছুর কসম খেয়ো না। আল্লাহর কসমও তখনই খেতে পার যখন তুমি নিজ বক্তব্যে সত্যবাদী হও। -(আবূ দাউদ, নাসায়ী)

বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ওমর (রা.) -কে পিতার কসম খেতে দেখে বললেন ঃ খবরদার, আল্লাহ তা'আলা পিতার কসম খেতে নিষেধ করেছেন। কারও কসম করতে হলে আল্লাহর নামে কসম করবে। নতুবা চুপ থাকবে। -(কুরতুবী-মায়েদা)

কিন্তু এ বিধান সাধারণ সৃষ্টজীবের জন্য। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং সৃষ্টজীবের মধ্য থেকে বিভিন্ন বস্তুর কসম খেয়েছেন। এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য। এর উদ্দেশ্য কোনো বিশেষ দিক দিয়ে ঐ বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহোপকারী হওয়া বর্ণনা করা। যে কারণে সাধারণ মানুষকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কসম খেতে নিষেধ করা হয়েছে, তা এক্ষেত্রে বিদ্যমান নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলার কালামে এরূপ কোনো সম্ভাবনা নেই যে, তিনি নিজের কোনো সৃষ্ট বস্তুকে সর্বাধিক বড় ও শ্রেষ্ঠ মনে করবেন। কারণ মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সর্বাবস্থায় আল্লাহর সত্তার জন্য নির্দিষ্ট।

শব্দবিশ্লেষণ :

تُبَشِّرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْشِيْرُ মূলবর্ণ (ب ـ ش ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- সুসংবাদ শোনানো।

اَلضَّالُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلضَّلَالُ মূলবর্ণ (ض ـ ل ـ ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- গোমরাহ হওয়া, পথ হারিয়ে ফেলা, রাস্তা থেকে দূরে সরে পড়া। ضالون মূলত : ضَالِلُوْنَ এর ওযনে فَاعِلُوْنَ ছিল।

اَلْمُرْسَلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرْسَالُ মূলবর্ণ (ر ـ س ـ ل) জিনস صحيح অর্থ- প্রেরণ করা।

يَمْتَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِمْتِرَاءُ মূলবর্ণ (م ـ ر ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- সন্দেহে পড়া।

اِمْضُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ মাসদার اَلْمُضِىُّ মূলবর্ণ (م ـ ض ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- গত হয়ে যাওয়া।

مَقْطُوْعٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব فَتَحَ মাসদার اَلْقَطْعُ মূলবর্ণ (ق ـ ط ـ ع) জিনস صحيح অর্থ- কর্তিত। অর্থ- কাটা।

نَنْهَكَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع منفى بلم বাব فَتَحَ মাসদার اَلنَّهْىُ মূলবর্ণ (ن ـ ه ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- প্রতিরোধ করা, নিষেধ করা।

৭৩. অনন্তর সূর্য উদিত হতেই এক প্রচণ্ড শব্দ এসে তাদেরকে চেপে ধরল।	فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ (٧٣)
৭৪. অতঃপর আমি সেই জনপদের উর্ধ্বস্থ ভাগকে [উলটিয়ে] অধঃস্থ করে দিলাম এবং তাদের উপর কঙ্কর প্রস্তরসমূহ বর্ষণ করতে লাগলাম।	فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ (٧٤)
৭৫. এ ঘটনায় কয়েকটি নির্দর্শন রয়েছে গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য।	اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ (٧٥)
৭৬. আর এ জনপদগুলো একটি চলাচল পথের ধারে অবস্থিত।	وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ (٧٦)
৭৭. উক্ত জনপদগুলোর মধ্যে মুমিনদের জন্য বহু উপদেশ রয়েছে;	اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (٧٧)
৭৮. আর [শোয়াইব (আ)-এর উম্মত] অরণ্যবাসীরা বড় জালেম ছিল।	وَاِنْ كَانَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ لَظٰلِمِيْنَ (٧٨)
৭৯. সুতরাং আমি তাদের থেকে [-ও] প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম এবং উভয় [কওমের] জনপদ প্রকাশ্য রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত।	فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۘ وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ (٧٩)
৮০. এবং হিজরের অধিবাসীরা [-ও] পয়গাম্বরগণকে মিথ্যা সাব্যস্ত করল।	وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ (٨٠)
৮১. এবং আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলি দান করলাম, পক্ষান্তরে তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে রইল।	وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ (٨١)

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৩. فَاَخَذَتْهُمُ অনন্তর তাদেরকে চেপে ধরল الصَّيْحَةُ এক প্রচণ্ড শব্দ এসে مُشْرِقِيْنَ সূর্য উদিত হতেই।

৭৪. فَجَعَلْنَا অতঃপর আমি করে দিলাম عَالِيَهَا সেই জনপদের উর্ধ্বস্থ ভাগকে سَافِلَهَا অধঃস্থ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ এবং তাদের উপর বর্ষণ করতে লাগলাম حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ কঙ্কর প্রস্তরসমূহ।

৭৫. اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ এ ঘটনায় لَاٰيٰتٍ কয়েকটি নিদর্শন রয়েছে لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ গভীর দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য।

৭৬. وَاِنَّهَا আর এ জনপদ গুলো لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ একটি চলাচল পথের ধারে অবস্থিত।

৭৭. اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ উক্ত জনপদ গুলোর মধ্যে রয়েছে لَاٰيَةً বহু উপদেশ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ মুমিনদের জন্য।

৭৮. وَاِنْ كَانَ اَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ আর অরণ্য বাসীরা لَظٰلِمِيْنَ বড় জালেম ছিল।

৭৯. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ সুতরাং আমি তোমাদের থেকে (ও) প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম وَاِنَّهُمَا لَبِاِمَامٍ مُّبِيْنٍ এবং উভয় জনপদ প্রকাশ্য রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত।

৮০. وَلَقَدْ كَذَّبَ এবং মিথ্যা সাব্যস্ত করল اَصْحٰبُ الْحِجْرِ হিজরের অধিবাসীরা الْمُرْسَلِيْنَ পয়গাম্বরগণকে।

৮১. وَاٰتَيْنٰهُمْ এবং আমি তাদেরকে দান করলাম اٰيٰتِنَا আমার নিদর্শনাবলি فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ পক্ষান্তরে তারা তা হতে মুখ ফিরিয়ে রইল।

৮২. এবং তারা পাহাড় কেটে কেটে তাতে গৃহ নির্মাণ করত যেন নিরাপদে থাকে।	وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ (٨٢)
৮৩. অতঃপর প্রাতঃকালে বিকট শব্দ এসে তাদেরকে আক্রমণ করল।	فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ (٨٣)
৮৪. বস্তুতঃ কর্মকুশলতা তাদের কোনোই কাজে আসল না।	فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (٨٤)
৮৫. আর আমি সৃষ্টি করিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে এবং তাদের মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তুকে কিন্তু সার্থকভাবে, আর কিয়ামত অবশ্যই আগমনকারী, অতএব আপনি ক্ষমা করুন উত্তমভাবে।	وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ (٨٥)
৮৬. নিশ্চয়, আপনার প্রভু মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী।	اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ (٨٦)
৮৭. আর আমি আপনাকে সাতটি আয়াত [সূরা ফাতেহা] প্রদান করেছি –যা বার বার [নামাজে] পাঠ করা হয় এবং মহান কুরআন দান করেছি।	وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ (٨٧)
৮৮. আপনি স্বীয় চক্ষু উঠিয়েও সে বস্তুর প্রতি দৃষ্টি করবেন না যা আমি বিভিন্ন শ্রেণির কাফেরদেরকে উপভোগের জন্য দিয়ে রেখেছি, আর তাদের প্রতি দুঃখও করবেন না এবং মুসলমানদের প্রতি সদয়ভাব পোষণ করবেন।	لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ (٨٨)

শাব্দিক অনুবাদ :

৮২. وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ এবং তারা পাহাড় কেটে কেটে নিমার্ণ করত بُيُوْتًا গৃহ اٰمِنِيْنَ যেন নিরাপদে থাকে।

৮৩. فَاَخَذَتْهُمُ অতঃপর তাদেরকে আক্রমণ করল الصَّيْحَةُ বিকট শব্দ এসে مُصْبِحِيْنَ প্রাতঃকালে।

৮৪. فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ তাদের কোনোই কাজে আসল না مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ কর্মকুশলতা।

৮৫. وَمَا خَلَقْنَا আর আমি সৃষ্টি করিনি السَّمٰوٰتِ আসমান সমূহ وَالْاَرْضَ ও জমিনকে وَمَا بَيْنَهُمَآ এবং তাদের মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তুকে اِلَّا بِالْحَقِّ কিন্তু স্বার্থক ভাবে وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ আর কিয়ামত অবশ্যই আগমনকারী فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ অতএব আপনি ক্ষমা করুন উত্তম ভাবে।

৮৬. اِنَّ رَبَّكَ নিশ্চয় আপনার প্রভু هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ মহা স্রষ্টা, মহানজ্ঞানী।

৮৭. وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ আর আমি আপনাকে প্রদান করেছি سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ সাতটি আয়াত যা বার বার (নামাজে) পাঠ করা হয় وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ এবং মহান কুরআন দান করেছি।

৮৮. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ আপনি স্বীয় চক্ষু উঠিয়েও সেই বস্তুর প্রতি দৃষ্টি করবেন না اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ যা আমি উপভোগের জন্য দিয়ে রেখেছি اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ বিভিন্ন শ্রেণির কাফেরদেরকে وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ আর তাদের প্রতি দুঃও করবেন না وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ এবং সদয়ভাব পোষণ করবেন لِلْمُؤْمِنِيْنَ মুসলমানদের প্রতি।

৮৯. আর বলে দিন যে, আমি তো প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শনকারী।	وَقُلْ إِنِّيٓ أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ (٨٩)
৯০. যেমন আমি [আজাব] নাজিল করেছি বিভক্তকারীদের উপর।	كَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ (٩٠)
৯১. যারা আসমানি কিতাব বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে রেখেছিল।	الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِينَ (٩١)
৯২. সুতরাং আপনার পরওয়ারদেগারের কসম, আমি অবশ্যই কৈফিয়ত চাইব তাদের সকলের নিকট।	فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٩٢)
৯৩. তাদের কার্যকলাপের।	عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٣)
৯৪. ফলকথা, আপনি তা স্পষ্টরূপে শুনিয়ে দিন যে বিষয় আপনাকে আদেশ করা হয়েছে এবং এ মুশরিকদের পরোয়া করবেন না।	فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (٩٤)
৯৫. আমিই আপনার জন্য যথেষ্ট বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে।	إِنَّا كَفَيْنَٰكَ الْمُسْتَهْزِءِينَ (٩٥)
৯৬. যারা আল্লাহর সাথে অপর উপাস্য সাব্যস্ত করে [তাদের বিরুদ্ধেও] সুতরাং তারা অতি শীঘ্রই জানতে পারবে।	الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا اٰخَرَ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٩٦)

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৯. وَقُلْ আর বলে দিন إِنِّيٓ أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ আমি তো প্রকাশ্য ভয় প্রদর্শনকারী।

৯০. كَمَآ أَنزَلْنَا যেমন আমি নাজিল করেছি عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ বিভক্তকারীদের উপর।

৯১. الَّذِينَ যারা جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ আসমানি কিতাব বিভক্ত করে রেখেছিল عِضِينَ বিভিন্ন অংশে।

৯২. فَوَرَبِّكَ সুতরাং আপনার পরওয়ারদেগারের কসম لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ আমি অবশ্যই কৈফিয়ত চাব তাদের সকলের নিকট।

৯৩. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ তাদের কার্যকলাপের।

৯৪. فَاصْدَعْ ফলকথা, আপনি তা স্পষ্টরূপে শুনিয়ে দিন بِمَا تُؤْمَرُ যে বিষয়ে আপনাকে আদেশ করা হয়েছে وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ এবং এ মুশরিকদের পরোয়া করবেন না।

৯৫. إِنَّا كَفَيْنَٰكَ আমিই আপনার জন্য যথেষ্ট الْمُسْتَهْزِءِينَ বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে।

৯৬. الَّذِينَ যারা يَجْعَلُونَ সাব্যস্ত করে مَعَ اللَّهِ আল্লাহর সাথে إِلَٰهًا اٰخَرَ অপর উপাস্য فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ সুতরাং তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।

৯৭. আর বাস্তবিক আমার জানা আছে যে, আপনি তাতে মনঃক্ষুণ্ন হন, তারা যে সমস্ত কথা বলে।	وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ (٩٧)
৯৮. অতএব, আপনি আপনার প্রভুর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকুন এবং নামাজ আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকুন।	فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ (٩٨)
৯৯. এবং নিজ প্রভুর ইবাদত করতে থাকুন, যে পর্যন্ত না আপনার মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়।	وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ (٩٩)

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৭. وَلَقَدْ نَعْلَمُ আর বাস্তবিক আমার জানা আছে اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ আপনি তাতে মনঃক্ষুণ্ন হন بِمَا يَقُوْلُوْنَ তারা যে সমস্ত কথা বলে।

৯৮. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ অতএব, আপনি আপনার প্রভুর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকুন وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ এবং নামাজ আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকুন।

৯৯. وَاعْبُدْ رَبَّكَ এবং নিজের প্রভুর ইবাদত করতে থাকুন حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ যে পর্যন্ত না মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَقَدْ اٰتَيْنٰكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ وَالْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ.

শানে নুযূল : রবিবার দিন বসরা ও আজরুআত থেকে বনূ নাজীর ও বনূ কুরাইযার ইহুদিরা রশদ ও আসবাব পত্রে পরিপূর্ণ সাতটি কাফেলা মক্কা নগরীতে গমন করে। তাদের ধন সম্পদ দেখে কোনো কোনো সাহাবীর মনে একটি আবেগে নারা দিল যে, এ মাল যদি আমাদের থাকত, তাহলে আমরা অনেক দান-দক্ষিণ্য করতাম। এমনকি রাসূল ﷺ এর হৃদয় কোণেও এমন একটা আবেগ উদয় হলো যে, কাফের মুশরিক বিজাতীয়রা কত সুখ-সাচ্ছন্দে জীবন যাপন করছে। আর মুসলমানেরা আহার্য্য ও পরিধেয় বস্ত্র সামগ্রীর প্রতিও মুহতাজ রয়েছে। সে মুহূর্তে রাসূল ﷺ ও সাহাবীগণকে সান্ত্বনা দান করার জন্য উক্ত আয়াত নাজিল করা হয়েছে। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, আবূ জাহেলের সাত কাফেলা সম্পর্কিত একটি বিশাল বণিক দল সিরিয়া থেকে প্রচুর স্বর্ণ-মুদ্রা নিয়ে উপস্থিত হয়। রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ তা অবলোকন করছিলেন। সাহাবীগণের মধ্যে অনেকেই ছিলেন খাদ্য ও পরিধেয়ের অভাব অনটনের শিকার। তখন সাহাবীগণের অভাব অনটনের জন্য রাসূল ﷺ-এর হৃদয় কোণে কষ্ট অনুভব করছিলেন। তখন রাসূল ﷺ কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ.

শানে নুযূল : রাসূল ﷺ প্রাথমিক অবস্থায় দাওয়াত ইলাল্লাহর কাজ করতেন গোপনীয় ভাবে। এমনকি যারা ঈমান গ্রহণ করতেন তাদের প্রতিও আদেশ নিষেধ যা করতেন তাও গোপনীয় ভাবেই করতেন। এক পর্যায়ে সে গোপনীয়তা বর্জন করে প্রকাশ্যভাবে দাওয়াতের কাজ চালানোর লক্ষ্যে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

যে সব বস্তির উপর আজাব এসেছে, সেগুলা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত–

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ এতে আল্লাহ তা'আলা সেসব জনপদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। আরব থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে এসব জনপদ অবস্থিত। এতদসঙ্গে আরো বলেছেন যে, এগুলোতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির বিরাট নিদর্শনাবলি রয়েছে।

অন্য এক আয়াতে এসব জনপদ সম্পর্কে আরো বলেছেন যে, لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا - অর্থাৎ এসব জনপদ আল্লাহর আজাবের ফলে জনশূন্য হওয়ার পর পুনর্বার আবাদ হয়নি। তবে কয়েকটি জনপদ এর ব্যতিক্রম। এ বিবরণ সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা এসব জনপদ ও তাদের ঘর-বাড়িকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য শিক্ষার উপকরণ করেছেন।

এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এসব স্থান অতিক্রম করেছেন, তখন আল্লাহর ভয়ে তাঁর মস্তক নত হয়ে গেছে এবং তিনি সওয়ারীর উটকে দ্রুত হাঁকিয়ে সেসব স্থান পার হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ কর্মের ফলে একটি সুন্নত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তা এই যে, যেসব স্থানে আল্লাহ তা'আলার আজাব এসেছে, সেগুলোকে তামাশার ক্ষেত্রে পরিণত করা খুবই পাষাণ হৃদয়ের কাজ। বরং এগুলো থেকে শিক্ষা লাভ করার পন্থা এই যে, সেখানে পৌঁছে আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির কথা ধ্যান করতে হবে এবং অন্তরে তাঁর আজাবের ভীতি সঞ্চার করতে হবে।

কুরআন পাকের বক্তব্য অনুযায়ী হযরত লূত (আ.)-এর ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহ আজও আরব থেকে সিরিয়াগামী রাস্তার পার্শ্বে জর্দানের এলাকায় সমুদ্রের উপরিভাগ থেকে যথেষ্ট নীচের দিকে একটি বিরাট মরুভূমির আকারে বিদ্যমান রয়েছে। এর একটি বিরাট পরিধিতে বিশেষ এক প্রকার পানি নদীর আকার ধারণ করে আছে। এ পানিতে কোনো মাছ, ব্যাঙ, ইত্যাদি জন্তু জীবিত থাকতে পারে না। এ জন্যই একে মৃত সাগর' ও লূত সাগর' নামে অভিহিত করা হয়। অনুসন্ধানের পর জানা গেছে যে, এতে পানির অংশ খুব কম এবং তেল জাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। তাই এতে কোনো সামুদ্রিক জন্তু জীবিত থাকতে পারে না।

আজকাল প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে এখানে কিছুসংখ্যক আবাসিক-কোঠা ও হোটেল নির্মাণ করা হয়েছে। পরকাল থেকে উদাসীন বস্তুবাদী মানুষ একে পর্যটন ক্ষেত্রে পরিণত করে রেখেছে। এহেন উদাসীনতার প্রতিকারার্থে কুরআন পাক অবশেষে বলেছে : إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ অর্থাৎ, এসব ঘটনা ও ঘটনাস্থল প্রকৃতপক্ষে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মুমিনদের জন্য শিক্ষাদায়ক। এক মাত্র ঈমানদাররাই এ শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হয় এবং অন্যরা এসব স্থানকে নিছক তামাশার দৃষ্টিতে দেখে চলে যায়।

সূরা ফাতিহা সমগ্র কুরআনের মূল অংশ ও সারমর্ম : আলোচ্য আয়াতসমূহে সূরা ফাতেহাকে 'মহান কুরআন' বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সূরা ফাতিহা এক দিক দিয়ে সমগ্র কুরআন। কেননা ইসলামের সব মূলনীতিই এতে ব্যক্ত হয়েছে।

হাশরে কি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হবে : উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজের পবিত্র সত্তার কসম খেয়ে বলেছেন যে, সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোককে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন যে, এই জিজ্ঞাসাবাদ কি বিষয় সম্পর্কে হবে? তিনি বললেন : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর উক্তি সম্পর্কে। তাফসীরে কুরতুবীতে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আমাদের মতে এর অর্থ অঙ্গীকারকে কার্যক্ষেত্রে পূর্ণ করা, যার শিরোনাম হচ্ছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' শুধু মৌখিক উচ্চারণ উদ্দেশ্য নয়। কেননা মৌখিক স্বীকারোক্তি তো মুনাফিকরাও করত। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন : ঈমান কোনো বিশেষ বেশভূষা ও আকার-আকৃতি ধারণ করা দ্বারা এবং ধর্ম শুধু কামনা দ্বারা গঠিত হয় না, বরং ঐ বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়, যা অন্তরের অন্তঃস্থলে আসন লাভ করে এবং কর্ম তার সত্যায়ন করে; যেমন হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আন্তরিকতা সহকারে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করবে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। সাহাবায়ে-কেরাম জিজ্ঞেস করলেন : ইয়া

রাসূলুল্লাহ, এ বাক্যে আন্তরিকতার অর্থ কি? তিনি বললেন : যখন এ বাক্য মানুষকে আল্লাহর হারাম ও অবৈধ কর্ম থেকে বিরত রাখবে, তখন তা আন্তরিকতা সহকারে হবে। -(কুরতুবী)

প্রচারকার্যে সাধ্যানুযায়ী ক্রমোন্নতি : فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ -এ আয়াত নাজিল হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম গোপনে গোপনে ইবাদত ও তেলাওয়াত করতেন এবং প্রচারকর্মও সংগোপনে একজন-দু'জনের মধ্যে চালু ছিল। কেননা খোলাখুলি প্রচারকার্যে কাফেরদের পক্ষ থেকে উৎপীড়নের আশঙ্কা ছিল। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী ও উৎপীড়নকারী কাফেরদের উৎপীড়ন থেকে নিরাপদ রাখার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। তাই তখন থেকে নিশ্চিন্তে প্রকাশ্যভাবে তেলাওয়াত, ইবাদত ও প্রচারকার্য শুরু হয়।

اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ -বাক্যে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের নেতা ছিল পাঁচ ব্যক্তি : আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুস, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা এবং হারিস ইবনে তালাতিলা। এই পাঁচ জনই অলৌকিকভাবে একই সময়ে হযরত জিবরাঈলের হস্তক্ষেপে মৃত্যুবরণ করে। এ ঘটনা থেকে প্রচার ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে এ নীতি জানা গেল যে, যে ক্ষেত্রে প্রকাশ্যভাবে সত্যকথা বললে কোনো উপকার আশা করা যায় না, পরন্তু বক্তার ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেখানে গোপনে সত্য প্রচার করাও দুরস্ত ও বৈধ। তবে যখন প্রকাশ্যভাবে বলার শক্তি অর্জিত হয়, তখন প্রকাশ্যভাবেই বলা উচিত।

শত্রুর উৎপীড়নের কারণে মন ছোট হওয়ার প্রতিকার : وَلَقَدْ نَعْلَمُ আয়াত থেকে জানা গেল যে, কেউ যদি শত্রুর অন্যায় আচরণে মনে কষ্ট পায় এবং হত্যোদ্যম হয়ে পড়ে, তবে এর আত্মিক প্রতিকার হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ ও ইবাদতে মশগুল হয়ে যাওয়া। আল্লাহ স্বয়ং তার কষ্ট দূর করে দিবেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

مُتَوَسِّمِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَسُّمُ মূলবর্ণ (و . س . م) জিনস مثال واوى অর্থ- আলামত দেখে পরিচয় করা।

كَانُوْا يَنْحِتُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى استمرارى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلنَّحْتُ মূলবর্ণ (ن . ح . ت) জিনস صحيح অর্থ- কর্তন করা।

فَاصْفَحْ : فاء আতফের হরফ। اِصْفَحْ সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف মাসদার اَلصَّفْحُ বাব فَتَحَ মূলবর্ণ (ص . ف . ح) জিনস صحيح অর্থ- ক্ষমা করা, বিমুখ হওয়া।

لَا تَمُدَّنَّ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نفى فعل مضارع معروف بانون ثقيله বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَدُّ মূলবর্ণ (م . د . د) অর্থ- দয়ার দৃষ্টি উঁচু করা।

لَا تَحْزَنْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحُزْنُ মূলবর্ণ (ح . ز . ن) জিনস صحيح অর্থ- পেরেশান হওয়া।

عِضِيْنَ : বহুবচন, একবচন عِضَةٌ অর্থ- খণ্ড খণ্ড, টুকরা টুকরা, পিণ্ড পিণ্ড।

كَفَيْنٰكَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার كِفَايَةٌ ও كِفًى . كَفًى জিনস ناقص يائى অর্থ- আমি তোমার জন্য যথেষ্ট। আমি তোমার পক্ষ থেকে যথেষ্ট। এমন ভাবে প্রয়োজন পূরণ করা যাতে অন্য কারো কোনো প্রয়োজন না হয়। তাকেই كِفَايَتْ বলা হয়।

يَضِيْقُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف মাসদার ضَيْقٌ বাব اَلضَّرْبُ মূলবর্ণ (ض . ى . ق) জিনস اجوف يائى অর্থ- সংকীর্ণ হওয়া।

سُوْرَةُ النَّحْلِ

সূরা নাহ্ল

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-১২৮, রুকূ'-১৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. আল্লাহ তা'আলর আদেশ এসে পৌঁছেছে, সুতরাং [হে অবিশ্বাসীরা!] তোমরা তাতে ত্বরা করো না; তিনি লোকদের শিরক হতে পবিত্র এবং ঊর্ধ্বে।	اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (١)
২. তিনি ফেরেশতাদেরকে ওহী অর্থাৎ স্বীয় আদেশ সহকারে আপন বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অবতীর্ণ করেন যে, তোমরা [লোকদেরকে] সতর্ক করে দাও– আমি ব্যতীত কেউই উপাস্য হওয়ার যোগ্য নেই, সুতরাং আমাকে ভয় করতে থাক।	يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖۤ اَنْ اَنْذِرُوْۤا اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاتَّقُوْنِ (٢)
৩. তিনি যথাযথভাবে আসমানসমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদের শিরকি কার্যকলাপ হতে পবিত্র।	خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ (٣)
৪. তিনি মানুষকে বীর্যবিন্দু হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তারা আকস্মাৎ প্রকাশ্যে বিতর্ক করতে লাগল।	خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ (٤)

শাব্দিক অনুবাদ :

১. اَتٰۤى اَمْرُ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার হুকুম এসে পৌঁছেছে فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ সুতরাং (হে অবিশ্বাসীরা!) তোমরা তাতে ত্বরা করো না سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى তিনি পবিত্র এবং ঊর্ধ্বে عَمَّا يُشْرِكُوْنَ লোকদের শিরক হতে।

২. يُنَزِّلُ তিনি অবতীর্ণ করেন الْمَلٰٓئِكَةَ ফেরেশতাদেরকে بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ ওহী অর্থাৎ স্বীয় আদেশ সহকারে عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ যার প্রতি ইচ্ছা مِنْ عِبَادِهٖ আপন বান্দাদের মধ্যে اَنْ اَنْذِرُوْۤا যে, তোমরা সতর্ক করে দাও اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا আমি ব্যতীত কেউই উপাস্য হওয়ার যোগ্য নেই فَاتَّقُوْنِ সুতরাং আমাকে ভয় করতে থাক।

৩. خَلَقَ তিনি সৃষ্টি করেছেন السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ আসমান সমূহ ও জমিনকে بِالْحَقِّ যথাযথভাবে تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ তিনি তাদের শিরকি কার্যকলাপ হতে পবিত্র।

৪. خَلَقَ الْاِنْسَانَ তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন مِنْ نُّطْفَةٍ বীর্য বিন্দু হতে فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ অতঃপর তারা অকস্মাৎ প্রকাশ্যে বিতর্ক করতে লাগল।

৫. আর তিনিই চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য শীতের সম্বলও রয়েছে আরো বহু উপকারিতাও রয়েছে, এবং তাদের মধ্য হতে তোমরা ভক্ষণও করে থাক।	وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ (٥)
৬. আর সেগুলোতে তোমাদের জন্য সৌন্দর্যও রয়েছে, যখন গোধূলীলগ্নে গৃহে আনয়ন কর আর যখন সকালে [মাঠে] ছেড়ে দাও।	وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ (٦)
৭. এবং তারা তোমাদের বোঝাও এমন নগরে বহন করে নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা নিজেদেরকে শ্রমক্লিষ্ট করা ব্যতীত পৌছতে পারতে না; বাস্তবিক তোমাদের প্রতিপালক দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু,	وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ؕ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (٧)
৮. এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া ও খচ্চর এবং গাধাকেও, যেন তোমরা তাদের উপর আরোহণ করতে পার এবং শোভার জন্যও; এবং তিনি এরূপ বহু বস্তুও সৃষ্টি করেন যার সম্বন্ধে তোমরা খবরও রাখ না।	وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ؕ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (٨)
৯. এবং সরল পথ আল্লাহ তা'আলার কাছে পৌছায় এবং কোনো কোনো পথ বক্রও আছে; আর যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে তোমাদের সকলকে লক্ষ্যস্থলে পৌছিয়ে দিতেন।	وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ ؕ وَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ (٩) ع

শাব্দিক অনুবাদ :

৫. وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا আর তিনিই চতুষ্পদ জন্তুগুলোকে সৃষ্টি করেছেন لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য শীতের সম্বলও রয়েছে وَّمَنَافِعُ আরো বহু উপকারিতাও রয়েছে وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ এবং তাদের মধ্য হতে তোমরা ভক্ষণও করে থাক।

৬. وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ আর সে গুলোতে তোমাদের জন্য সৌন্দর্যও রয়েছে حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ যখন গোধূলীলগ্নে গৃহে আনয়ন কর وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ আর যখন সকালে ছেড়ে দাও।

৭. وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ এবং তারা তোমাদের বোঝাও বহন করে নিয়ে যায় اِلٰى بَلَدٍ এমন নগরে لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ যেখানে তোমরা পৌছতে পারতে না اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ শ্রমক্লিষ্ট করা ব্যতীত اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ বাস্তবিক তোমাদের প্রভু অত্যন্ত কৃপাবান, দয়াশীল।

৮. وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর এবং গাধাকেও لِتَرْكَبُوْهَا যেন তোমরা সে গুলোর উপর আরোহন করতে পার وَزِيْنَةً এবং শোভার জন্যও وَيَخْلُقُ এবং তিনি এরূপ বহু বস্তুও সৃষ্টি করেনে مَا لَا تَعْلَمُوْنَ যার সমন্ধে তোমরা খবরও রাখ না।

৯. وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ এবং সরল পথ আল্লাহ তা'আলার কাছে পৌছায় وَمِنْهَا جَآئِرٌ এবং কোনো কোনো পথ বক্রও আছে وَلَوْ شَآءَ আর যদি আল্লাহ চাইতেন لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ তবে তোমাদের সকলকে লক্ষ্যস্থলে পৌছে দিতেন।

هُوَ الَّذِىٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ (١٠)

১০. তিনি এমন যিনি তোমাদের জন্য আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছেন, যা হতে তোমরা পান করতে পাও এবং তা দ্বারা উদ্ভিদসমূহ [উৎপন্ন] হয় যাতে তোমরা [জন্তুগুলোকে] চরাবার জন্য ছেড়ে দাও ।

يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ۭ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (١١)

১১. তিনি তা দ্বারা তোমাদের জন্য শস্য, যয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর এবং সর্বপ্রকার ফল উৎপাদন করেন; নিঃসন্দেহে এর মধ্যে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে ।

وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۙ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۭ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌۢ بِاَمْرِهٖ ۭ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ (١٢)

১২. আর তিনি বশীভূত করেছেন তোমাদের জন্য রজনী ও দিবসকে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে [স্বীয় কুদরতে] আর তারকাসমূহ বশীভূত রয়েছে তাঁর আদেশে; নিঃসন্দেহে জ্ঞানবান লোকদের জন্য তাতে কয়েকটি নিদর্শন রয়েছে ।

وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ۭ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ (١٣)

১৩. আর সে সকল জিনিসকেও [-বশীভূত করেছেন] যেগুলোকে তোমাদের জন্য এভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তাদের প্রকার বিভিন্ন; নিঃসন্দেহে এমন লোকদের জন্য তাতে নিদর্শন রয়েছে যারা উপদেশ গ্রহণ করে ।

শাব্দিক অনুবাদ :

১০. هُوَالَّذِىٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ তিনি এমন যিনি তোমাদের জন্য আসমান হতে পানি বর্ষণ করেছেন مِّنْهُ شَرَابٌ যা হতে তোমরা পান করতে পাও وَّمِنْهُ شَجَرٌ এবং তাদ্বারা উদ্ভিদসমূহ (উৎপন্ন) হয় فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ যাতে তোমরা (জন্তু গুলোকে) চরাবার জন্য ছেড়ে দাও ।

১১. يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِه তিনি তা দ্বারা তোমাদের জন্য উৎপন্ন করেন الزَّرْعَ শস্য وَالزَّيْتُوْنَ যয়তুন وَالنَّخِيْلَ খেজুর وَالْاَعْنَابَ আঙ্গুর وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ এবং সর্ব প্রকার ফল اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً নিঃসন্দেহে এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ চিন্তাশীল লোকদের জন্য ।

১২. وَسَخَّرَ لَكُمُ আর তিনি বশীভূত করেছেন তোমাদের জন্য الَّيْلَ وَالنَّهَارَ রাত্র ও দিবসকে وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ এবং সূর্য ও চন্দ্রকে وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌ আর তারকাসমূহ বশীভূত রয়েছে بِاَمْرِهٖ তাঁর আদেশে اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ নিঃসন্দেহে তাতে কয়েকটি নিদর্শন রয়েছে لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ জ্ঞানবান লোকদের জন্য ।

১৩. وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِى الْاَرْضِ আর সে সকল জিনিসকেও (বশীভূত করেছেন) যে গুলোকে তোমাদের জন্য এভাবে সৃষ্টি করেছেন যে مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ তাদের প্রকার বিভিন্ন اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً নিঃসন্দেহে তাতে নিদর্শন রয়েছে لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ উপদেশ গ্রহণকারী লোকদের জন্য ।

১৪. আর তিনি এমন, যিনি সমুদ্রকে [নিজ কুদরতের] বশীভূত করে বানিয়েছেন, যেন তা হতে তাজা গোশত খেতে পাও এবং তা হতে [মোতির] অলংকার বের কর যা তোমরা পরিধান কর, আর তুমি জলযানসমূহকে দেখছ যে, তারা জলরাশির বুক চিরে চলে যাচ্ছে, আর যেন তোমরা আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত জীবিকা অন্বেষণ কর এবং যেন শোকর আদায় কর।	وَهُوَ الَّذِیْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِیًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَتَرَی الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِیْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (١٤)

১৪. هُوَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ আর তিনি এমন যিনি সমুদ্রকে (নিজ কুদরতে) বশীভূত করে বানিয়েছেন لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِیًّا যেন তা হতে তাজা গোশত খেতে পাও وَتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْیَةً এবং তা হতে (মোতির) অলঙ্কার বের কর تَلْبَسُوْنَهَا যা তোমরা পরিধান কর وَتَرَی الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِیْهِ আর তুমি জলযানসমূহকে দেখছ যে, তারা জলরাশির বুক চিরে চলে যাচ্ছে وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ আর যেন তোমরা আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা অন্বেষণ কর وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ এবং যেন শোকর আদায় কর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা নাহল প্রসঙ্গে : [সূরা নাহল মক্কায় অবতীর্ণ] এতে ১২৮ আয়াত এবং ১৬ টি রুকূ' রয়েছে।

সূরা নাহল -এর নামকরণ : নাহল বলা হয় মধু মক্ষীকাকে। যেহেতু এতে মধু মক্ষীকার কথা রয়েছে তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে 'সূরাতুন নাহল'। এ সূরার আরেকটি নাম হলো সূরাতুন নিয়াম। যেহেতু এ সূরায় আল্লাহ পাকের অনেক নিয়ামতের উল্লেখ রয়েছে তাই তাকে সূরাতুন নিয়াম বলা হয়। আর এ নিয়ামতসমূহের আলোচনা মূলত তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের জ্বলন্ত দলিল বা প্রমাণ। এর দ্বারা শিরক ও পৌত্তলিকতার বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে। তাওহীদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি যারা প্রিয়নবী ﷺ এর নবুয়ত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করত তাদের সন্দেহ খণ্ডন করা হয়েছে। তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের যুক্তি প্রমাণ পেশ করার পর নবুয়ত, রিসালতের বাস্তবতা এবং পবিত্র কুরআনের সত্যতা ঘোষণা করা হয়েছে। এমনিভাবে যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। এ সূরার শেষ রুকূ'তে প্রিয়নবী ﷺ -এর রিসালাতের সত্যতা বর্ণনা প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর রিসালাতের উল্লেখ রয়েছে। যেহেতু মক্কা মুয়াযযমার কাফের মুশরিকরা প্রিয়নবী ﷺ এর প্রতি জুলুম-অত্যাচার করতে খড়গহস্ত ছিল তাই সূরার শেষে সবর অবলম্বনের তথা ধৈর্যধারণের এবং তাকওয়া-পরহেজগারির নীতি গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরকারগণ বলেছেন, এ সূরা মক্কা মুয়াযযমায় নাজিল হয়েছে। তবে ইবনে ইসহাক এবং ইবনে জারীর আতা ইবনে ইয়াসারের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরার সর্বশেষ তিনটি আয়াত মদিনা মুনাওয়ারায় ওহুদের যুদ্ধের পর নাজিল হয়েছে। এতদ্ব্যতীত সমগ্র সূরাটি মক্কায় নাজিল হয়েছে।

قَوْلُهٗ اَتٰۤی اَمْرُ اللّٰهِ الخ : এ সূরাকে বিশেষ কোনো ভূমিকা ছাড়াই কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী ও ভয়াবহ শিরোনামে শুরু করা হয়েছে। এর কারণ ছিল মুশরিকদের এই উক্তি যে, মুহাম্মদ ﷺ আমাদেরকে কিয়ামত ও আজাবের ভয় দেখায় এবং বলে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জয়ী করা এবং বিরোধীদেরকে শাস্তি দেওয়ার ওয়াদা

করেছেন। এরূপ কিছু ঘটবে বলে আমাদের তো মনে হয় না। এর উত্তরে বলা হয়েছে, আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে। তোমরা তাড়াহুড়া করো না। 'আল্লাহর নির্দেশ' বলে এখানে এ ওয়াদা বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-এর সাথে করেছেন যে, তাঁর শত্রুদেরকে পরাভূত করা হবে এবং মুসলমানরা বিজয়, সাহায্য ও সম্মান প্রতিপত্তি লাভ করবে। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ভীতিপ্রদ স্বরে বলেছেন যে, আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে অর্থাৎ আসার পথেই রয়েছে, যা তোমরা অতিসত্বর দেখতে পাবে।

কেউ কেউ বলেন যে, এখানে 'আল্লাহর নির্দেশ' বলে কিয়ামত বুঝানো হয়েছে। আর তা এসে যাওয়ার অর্থও এই যে, আসা অতি নিকটবর্তী। সমগ্র জগতের বয়সের দিক দিয়ে দেখলে কিয়ামতের নিকটবর্তী হওয়া কিংবা এসে পৌঁছাও দূরবর্তী বিষয় নয়। -[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা শিরক থেকে পবিত্র। এর উদ্দেশ্য এই যে, তারা যে আল্লাহর ওয়াদাকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করছে, এটা কুফরি ও শিরক। আল্লাহ তা'আলা এ থেকে পবিত্র। -[তাফসীরে বাহরে মুহীত]

একটি কঠোর সতর্কবাণীর মাধ্যমে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া এই আয়াতের সারমর্ম। দ্বিতীয় আয়াতে ইতিহাসগত দলিল দ্বারা তাওহীদ প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত দুনিয়ার বিভিন্ন ভূখণ্ডে এবং বিভিন্ন সময়ে যে রাসূলই আগমন করেছেন, তিনি জনসমক্ষে তাওহীদের বিশ্বাসই পেশ করেছেন। অথচ বাহ্যিক উপায়াদির মাধ্যমে একজনের অবস্থা ও শিক্ষা অন্যজনের মোটেই জানা ছিল না। চিন্তা করুন কমপক্ষে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মহাপুরুষ, যারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরা সবাই যখন একই বিষয়ের প্রবক্তা, তখন স্বভাবতই মানুষ এ কথা বুঝতে বাধ্য হয় যে, বিষয়টি ভ্রান্ত হতে পারে না। বিশ্বাস স্থাপনের জন্য এককভাবে এ যুক্তিটিই যথেষ্ট।

আয়াতে رُوْح শব্দ বলে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর মতে ওহী এবং অন্যান্য তাফসীরবিদের মতে হেদায়েত বুঝানো হয়েছে। -[বাহর] এ আয়াতে তাওহীদের ইতিহাসগত প্রমাণ পেশ করার পর পরবর্তী আয়াতসমূহে তাওহীদের বিশ্বাসকে যুক্তিগতভাবে আল্লাহ তা'আলার বিভিন্ন নিয়ামত বর্ণনার মাধ্যমে প্রমাণ করা হচ্ছে।

أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ.

শানে নুযূল-১ : আলোচ্য আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ইতঃপূর্বে কুরআন শরীফে যখন اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ অবতীর্ণ হলো, তখন কাফের সম্প্রদায় একে অপরের সাথে বলতে লাগল যে, অমুক ব্যক্তির (মুহাম্মদ ﷺ) দাবি কিয়ামত (মহাপ্রলয়) অত্যাসন্ন কাজেই কিছু কিছু পাপ কাজ ছেড়ে দাও এবং অবস্থা সংশোধন করার ফিকির কর। দেখা যাক পরিস্থিতি কি দাঁড়ায়। তারা যখন দেখতে পেল কিছুই হয়নি, তখন তারা বলতে লাগল আরে মিঞা! কিয়ামত বলে কিছুইতো দেখতে পাচ্ছি না। এর প্রেক্ষিতে اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ اَلْاٰيَةَ আয়াত অবতীর্ণ হয়। তখন তারা অত্যন্ত ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর তদাপেক্ষা অধিক কাল যখন অতিক্রম করল, তখন তারা বলতে লাগল যে, হে মুহাম্মদ ﷺ! যে সকল বস্তুর প্রতি আপনি আমাদেরকে ভয় দেখালেন এখন পর্যন্তও তো সে সকল পতিশ্রুত বস্তুর নিদর্শন বলতে কিছুই দেখতে পেলাম না। সে সময় اَتٰى اَمْرُ اللّٰهِ আয়াতাংশ অবতীর্ণ হয়। তা শোনে উপস্থিত সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং অনিবার্য উপস্থিত মনে করে আসমানের দিকে তাকাতে থাকে। তখন فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ আয়াতাংশ অবতীর্ণ হয়।

-(কুরতুবী ৬২/১০, নূরুল কুলূব)

শানে নুযূল-২ : অপর এক বর্ণনায় বর্ণিত রয়েছে যে, কাফের কুরাইশরা নবী করীম ﷺ এর প্রতি বিদ্রূপ ও তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অপরাধে তাদের প্রতি ধ্বংসাত্মক প্রতিশ্রুত আজাব ত্বরীত কামনা করে বলতে ছিল যে, আপনি যা বলেন তা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তো আমাদের প্রতিমা গুলো আমাদের জন্য সুপারিশ করবে এবং সে আজাব থেকে আমাদেরকে পরিত্রাণ করবে। সে পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে।

فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ অর্থাৎ এই দুর্বল মানবকে যখন বল ও বাকশক্তি দান করা হলো, তখন সে আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কেই বিতর্ক উত্থাপন করতে লাগল।

এরপর ঐসব বস্তু সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে, যেগুলো মানুষের উপকারার্থেই বিশেষভাবে সৃজিত হয়েছে। কুরআন সর্বপ্রথম আরববাসীকেই সম্বোধন করেছিল। আরবদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু। তাই প্রথমে এসবের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا অতঃপর চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা মানুষের যেসব উপকার হয়, তন্মধ্যে দু'টি উপকার বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এক. لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ অর্থাৎ এসব জন্তুর পশম দ্বারা মানুষ বস্ত্র এবং চামড়া দ্বারা পরিধেয় ও টুপী তৈরি করে শীতকালে উত্তাপ হাসিল করে।

দুই. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ অর্থাৎ মানুষ এসব জন্তু জবাই করে খোরাকও তৈরি করতে পারে। যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন দুধ দ্বারা উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করে। অন্যান্য সাধারণ উপকার বুঝার জন্য বলা হয়েছে, وَمَنَافِعُ -অর্থাৎ, জন্তুগুলোর মাংস, চামড়া অস্থি ও পশমের মধ্যে আরও অসংখ্য উপকারিতা নিহিত রয়েছে। এ অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যে ঐসব নবাবিস্কৃত বস্তুর প্রতিও ইঙ্গি রয়েছে, যেগুলো জৈব উপাদান দ্বারা মানুষের খাদ্য, পোশাক, ঔষধ ও ব্যবহার্য দ্রব্যাদি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে অথবা ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত হবে।

পরিশেষে এসব জন্তুর আরও একটি গুরুত্বপূর্ন উপকার বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, এগুলো তোমাদের ভারী জিনিসপত্রের বোঝা দুর-দূরান্তের শহর পর্যন্ত পৌছে দেয়, যেখানে তোমাদের এবং তোমাদের জিনিসপত্রের পৌছা প্রাণান্তকর পরিশ্রম ব্যতীত সম্ভবপর নয়। উট ও গরু বিশেষভাবে মানুষের এ সেবা বিরাট আকারে সম্পন্ন করে থাকে। আজকাল রেলগাড়ী, ট্রাক ও উড়োজাহাজের যুগেও মানুষের কাছে এরা উপেক্ষিত নয়। কারণ, এমনও অনেক জায়গা রয়েছে, যেখানে এসব নবাবিস্কৃত যানবাহন অকেজো হয়ে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে মানুষ বাধ্য হয়ে এসব জন্তুকে কাজে লাগায়।

أَنْعَامٌ অর্থাৎ উট, বলদ ইত্যাদির বোঝা বহনের কথা আলোচিত হওয়ার পর ঐসব জন্তুর কথা প্রসঙ্গত: উত্থাপন করা উপযুক্ত মনে হয়েছে, যেগুলো সৃষ্ট হয়েছে সওয়ারী ও বোঝা বহনের উদ্দেশে। এদের দুধ ও গোশতের সাথে মানুষের কোনো উপকার সম্পৃক্ত নয়। কেননা, বিভিন্ন চারিত্রিক রোগের কারণ বিধায় এগুলো শরিয়তের আইনে নিষিদ্ধ। বলা হয়েছে, وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً আমি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা এগুলোতে সওয়ার হও, বোঝা বহনের কথাও প্রসঙ্গত : এর মধ্যে এসে গেছে এবং তোমাদের শোভা ও সৌন্দর্যের উপকরণ হওয়াও এগুলোকে সৃষ্টি করার অন্যতম কারণ। এখানে 'শোভা' বলে ঐ শানশওকত বুঝানো হয়েছে, যা সর্বসাধারণের মধ্যে মালিকদের জন্য বর্তমান থাকে।

কুরআনে রেল, মোটর ও বিমানের উল্লেখ : সওয়ারীর তিনটি জন্তু ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করার পর পরিশেষে অনান্য যানবাহন সম্পর্কে ভবিষ্যত পদবাচ্য ব্যবহার করে বলা হয়েছে : وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ -অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ঐসব বস্তু সৃষ্টি করবেন, যেগুলো তোমরা জান না। এখানে ঐসব নবাবিস্কৃত

যানবাহন ও গাড়ি বুঝানো হয়েছে, যেগুলার অস্তিত্ব প্রাচীনকালে ছিল না, যেমন রেল, মটর, বিমান ইত্যাদি; যেগুলো এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, এছাড়া ভবিষ্যতে যেসব যানবাহন আবিস্কৃত হবে, সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, প্রকৃতপক্ষে এগুলো সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কাজ। এতে প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানের কাজ এতটুকুই যে, বিজ্ঞানীরা প্রকৃতি প্রদত্ত জ্ঞান-বুদ্ধির সাহায্যে প্রকৃতির সৃজিত ধাতব পদার্থসমূহে সংযোজিত করে বিভিন্ন কলকজা তৈরি করেছে। অতঃপর তাতে প্রকৃতি প্রদত্ত বায়ু, পানি, অগ্নি ইত্যাদি থেকে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি করেছে, কিংবা প্রকৃতি প্রদত্ত খনি থেকে পেট্রোল বের করে এসব যানবাহনে ব্যবহার করেছে। প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞান একজোট হয়েও কোনো লোহা, পিতল সৃষ্টি করতে পারে না এবং এলুমিনিয়াম জাতীয় কোনো হালকা ধাতুও তৈরি করতে পারে না। এমনিভাবে বায়ু ও পানি সৃষ্টি করাও তার সাধ্যতীত। প্রকৃতির সৃজিত শক্তিসমূহের ব্যবহার শিক্ষা করাই তার একমাত্র কাজ। জগতের যাবতীয় আবিষ্কার এ ব্যবহারেরই বিস্তারিত বিবরণ। তাই সামান্য চিন্তা করলেই একথা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না যে, যাবতীয় নতুন আবিষ্কার পরম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলারই সৃষ্টি।

এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, পূর্বোল্লেখিত সব বস্তুর সৃষ্টির ক্ষেত্রে অতীত পদবাচ্য ব্যবহার করে خَلَقَ বলা হয়েছে এবং প্রসিদ্ধ যানবাহন উল্লেখ করার পর ভবিষ্যতে পদবাচ্য ব্যবহার করে يَخْلُقُ বলা হয়েছে। এ পরিবর্তন থেকে ফুটে উঠেছে যে, এ শব্দটি ঐসব যানবাহন সম্পর্কিত যেগুলো এখন পর্যন্ত অস্তিত্ব লাভ করেনি এবং আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, ভবিষ্যতে কি কি যানবাহন সৃষ্টি করতে হবে। এ সংক্ষিপ্ত বাক্যে তিনি সেগুলোর উল্লেখ করে দিয়েছেন।

মাসআলা : কুরআন পাক প্রথমে اَنْعَامٌ অর্থাৎ উট, গরু, ছাগল ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছে এবং এদের উপকারিতাসমূহের মধ্যে মাংস ভক্ষণকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা সাব্যস্ত করেছে। এরপর পৃথকভাবে বলেছে, وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ এসব উপকারিতাসমূহের মধ্যে সওয়ার হওয়া এবং এসবের দ্বারা শোভা অর্জনের কথা তো উল্লেখ হয়েছে; কিন্তু গোশত ভক্ষণের কথা বলা হয়নি। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার গোশত হালাল নয়। খচ্চর ও গাধার গোশত যে হারাম, এ বিষয়ে জমহুর ফিকাহবিদগণ একমত। একটি স্বতন্ত্র হাদীসে এগুলোর অবৈধতা পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু ঘোড়ার ব্যাপারে দু'টি পরস্পর বিরোধী হাদীস বর্ণিত আছে। একিট দ্বারা হালাল ও অপরটি দ্বারা হারাম হওয়া বুঝা যায়। এ কারণেই এ ব্যাপারে ফিকহবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ হয়ে গেছে। কারো মতে হালাল এবং কারো মতে হারাম। ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র.) এ পরস্পরবিরোধী প্রমাণের কারণে গোড়ার গোশতকে গাধা ও খচ্চরের মাংসের অনুরূপ হারাম বলেননি; কিন্তু মাকরূহ বলেছেন। -(আহকামুল-কুরআন-জাসসাস)

মাসআলা : এ আয়াত থেকে সৌন্দর্য ও শোভার বৈধতা জানা যায় যদিও গর্ব ও অহঙ্কার করা হারাম। পার্থক্য এই যে, শোভা ও সৌন্দর্যের সারমর্ম হচ্ছে মনের খুশি অথবা আল্লাহর নিয়ামত প্রকাশ করা। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মনে মনে নিজেকে নিয়ামতের যোগ্য হকদার মনে করে না এবং অপরকেও নিকৃষ্ট জ্ঞান করে না; বরং তার দৃষ্টিতে এ কথাই থাকে যে, এটা আল্লাহর নিয়ামত। পক্ষান্তরে গর্ব ও অহঙ্কারের মধ্যে নিজেকে নিয়ামতের যোগ্য হকদার গণ্য করা হয় এবং অপরকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করা হয়, এটা হারাম। -(বয়ানুল কুরআন)

وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ - ١ شَجَرٌ শব্দটি প্রায়ই বৃক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান থাকে। কোনো কোনো সময় এমন প্রত্যেক বস্তুকেও شَجَرٌ বলা হয় যা ভূ-পৃষ্ঠে উৎপন্ন হয়। ঘাস, লতা-পাতা ইত্যাদিও

এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। আলোচ্য আয়াতে এ অর্থই বুঝানো হয়েছে। কেননা, এর পরেই জন্তুদের চরার কথা বলা হয়েছে। ঘাসের সাথেই এর বেশির ভাগ সম্পর্ক। تُسِيمُونَ শব্দটি إِسَامَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ জন্তুকে চারণক্ষেত্রে চরার জন্য ছেড়ে দেওয়া।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ -এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত এবং অভিনব রহস্য সহকারে জগত সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। যারা এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তারা এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ পায়, যার ফলে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদ যেন মূর্ত হয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠে। এ কারণেই নিয়ামতগুলো উল্লেখ করে বার বার এ বিষয়ের প্রতি হুশিয়ার করা হয়েছে। এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, এতে চিন্তাশীলদের জন্য প্রমাণ রয়েছে। কেননা, ফসল ও বৃক্ষ এবং এ সবের ফল ও ফুলের যে সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার কারিগরি ও রহস্যের সাথে রয়েছে তা কিছুটা চিন্তা-ভাবনার দাবি রাখে বৈ কি। মানুষের চিন্তা করা দরকার যে, শস্য কণা কিংবা আটি মাটির নীচে ফেলে রাখলে এবং পানি দিলে আপনা-আপনি বিরাট মহীরূহে পরিণত হতে পারে না এবং তা থেকে রঙ-বেরঙের ফুল উৎপন্ন হতে পারে না। যা হয়, তাতে কোনো কৃষক ভূস্বামীর কর্মের দখল নেই। বরং সবই সর্বশক্তিমানের কারিগরি ও রহস্য। এরপর বলা হয়েছে যে, দিবারাত্র ও তারকারাজি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অনুগত হয়ে চলে। শেষে বলা হয়েছে, إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এসব বস্তু যে, আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অনুবর্তী, তা বোঝতে তেমন চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয় না। যার সামান্যতম বুদ্ধি আছে, সে বোঝে নিতে পারবে। কেননা উদ্ভিদ ও বৃক্ষ উৎপাদনের মধ্যে কিছু না কিছু মানবীয় কর্মের দখল ছিল, এখানে তাও নেই।

এরপর মাটির অন্যান্য উৎপন্ন ফসলের কথা উল্লেখ করে অবশেষে বলা হয়েছে–

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ অর্থাৎ এতে তাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য এই যে, এ ক্ষেত্রেও গভীর চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন নেই। কেনন, এটা সম্পূর্ণ জাজ্জ্বল্যমান সত্য। কিন্তু মনোযোগ সহকারে এদিকে দেখা এবং উপদেশ গ্রহণ করা শর্ত। নতুবা কোনো নির্বোধ ও নিশ্চিন্ত ব্যক্তি যদি এদিকে লক্ষ্যই না করে, তবে তার কি উপকার হতে পারে?

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ রাত্রি ও দিবসকে অনুবর্তী করার অর্থ এই যে, এগুলোকে মানুষের কাজে নিয়োজিত করার জন্য স্বীয় কুদরতের অনুবর্তী করে দিয়েছেন। রাত্রি মানুষকে আরামের সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করে এবং দিবস তার কাজকর্মের পথ প্রশস্ত করে। এগুলোকে অনুবর্তী করার অর্থ এরূপ নয় যে, রাত্রি ও দিবস মানুষের নির্দেশ মেনে চলবে।

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টবস্তু এবং এগুলোতে মানুষের উপকার বর্ণনা করার পর এখন সমুদ্রগর্ভে মানুষের উপকারের জন্য কি কি নিহিত রয়েছে, সেগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে। সমুদ্রে মানুষের খাদ্যের চমৎকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখান থেকে মানুষ টাটকা গোশত লাভ করে।

لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا -এ বাক্যে মাছকে টাটকা গোশত বলে আখ্যায়িত করায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, অন্যান্য জীবের ন্যায় মাছকে জবাই করা শর্ত নয়। এ যেন আপনা-আপনি তৈরি গোশত।

وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا -এটা সমুদ্রের দ্বিতীয় উপকার। ডুবুরীরা সমুদ্র থেকে মূল্যবান অলঙ্কার সামগ্রী বের করে আনে। حِلْيَةٌ এর শাব্দিক অর্থ শোভা, সৌন্দর্য। এখানে ঐসব রত্নরাজি ও মণিমুক্তা বুঝানো হয়েছে, যা সমুদ্রগর্ভ থেকে নির্গত হয় এবং মহিলারা এর দ্বারা অলঙ্কার তৈরি করে বিভিন্ন পন্থায় ব্যবহার করে।

এ অলঙ্কার মহিলারা পরিধান করে থাকে; কিন্তু কুরআন পুংলিঙ্গ শব্দ ব্যবহার করে تَلْبَسُوْنَهَا বলেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মহিলাদের অলঙ্কার পরিধান করা প্রকৃতপক্ষে পুরুষদের দেখার স্বার্থে। মহিলার সাজ-সজ্জা করাটা প্রকৃতপক্ষে পুরুষের অধিকার। সে স্ত্রীকে সাজ-সজ্জার পোশাক ও অলঙ্কার পরিধান করতে বাধ্যও করতে পারে। এছাড়া পুরুষরাও আংটি ইত্যাদিতে মণিমুক্তা ব্যবহার করতে পারে।

وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِه এটা সমুদ্রের তৃতীয় উপকার। فُلْك শব্দের অর্থ নৌকা। مَوَاخِرَ শব্দটি مَاخِرَةٌ এর বহুবচন। مَخْرٌ -এর অর্থ পানি ভেদ করা। অর্থাৎ, ঐসব নৌকা ও সামুদ্রিক জাহাজ, যেগুলো পানির ঢেউ ভেদ করে পথ অতিক্রম করে।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রকে দূর-দূরান্তের দেশে সফর করার রাস্তা করেছেন এবং দূর-দূরান্তে সফর করা ও পণ্যদ্রব্য আমদানী-রপ্তানী করা সহজ করে দিয়েছেন। একে জীবিকা উপার্জনের একটি উত্তম উপায় সাব্যস্ত করেছে। কেননা, সমুদ্রপথের ব্যবসা-বাণিজ্য করা সর্বাধিক লাভজনক।

শব্দবিশ্লেষণ :

اَتٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (أ - ت - ى) জিনস مركب (ناقص يائ ও مهموز فاء) অর্থ- আসা।

فَلَاتَسْتَعْجِلُوْهُ : فاء আতফের হরফ, لَا تَسْتَعْجِلُوْا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ حاضر معروف বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسْتِعْجَالُ মূলবর্ণ (ع - ج - ل) জিনস صحيح অর্থ- তাড়াতাড়ি করা।

تُرِيْحُوْنَ : সীগাহ جمع مذكرحاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِرَاحَةُ মূলবর্ণ (ر - و - ح) জিনস اجوف واوى অর্থ- সন্ধ্যা বেলায় চতুষ্পদ প্রাণী চরিয়ে স্ব স্ব ঠিকানায় নিয়ে যাওয়া।

جَائِرٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل মাসদার اَلْجَوْرُ মূলবর্ণ (ج - و - ر) জিনস اجوف واوى অর্থ- রাস্তা থেকে বিচ্যুত হওয়া এবং বাঁকা হওয়া।

تُسِيْمُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِسَامَةُ মূলবর্ণ (س - و - م) জিনস اجوف واوى অর্থ- চরানো।

لِتَاْكُلُوْا : لام كى -এর কারণে মানসূব। تَاْكُلُوْا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَكْلُ মূলবর্ণ (أ - ك - ل) জিনস مهموزفاء অর্থ- খাওয়া। এর শেষে থেকে নূনে ই'রাবী পড়ে গেছে।

لِتَبْتَغُوْا : لام كي এর কারণে মানসূব। تبتغوا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالْ মাসাদর اَلْاِبْتِغَاءُ মূলবর্ণ (ب - غ - ى) জিনস ناقص يائ অর্থ- চাওয়া, তালাশ করা।

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ (١٥)

১৫. এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পাহাড়সমূহ স্থাপন করেছেন, যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয় এবং তিনি নহরসমূহ ও রাস্তাসমূহ বানিয়েছেন, যেন গন্তব্যস্থান পর্যন্ত পৌছতে পার।

وَعَلٰمٰتٍ ؕ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ (١٦)

১৬. আরো বহু চিহ্ন বানিয়েছেন এবং নক্ষত্ররাশির সাহায্যেও তারা পথের নির্দেশ পায়।

اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ (١٧)

১৭. তবে কি যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তাহার মতো, যে সৃষ্টি করতে পারে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٨)

১৮. আর যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহ গণনা করতে আরম্ভ কর, তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না; বাস্তবিক আল্লাহ তা'আলা অতিশয় ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ (١٩)

১৯. আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গোপনীয় ও প্রকাশ্য অবস্থা সমস্তই অবগত আছেন।

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ (٢٠)

২০. আর এরা আল্লাহকে ছেড়ে যেগুলোর উপাসনা করে, তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না; বরং তারা নিজেরাই হচ্ছে সৃষ্ট।

اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۙ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ (٢١)

২১. তারা মৃত, জীবিত নয় এবং তাদের [সে উপাস্যদের] জানা নেই যে, মৃতগণ কখন পুনরুত্থিত হবে?

শাব্দিক অনুবাদ :

১৫. وَاَلْقٰى এবং তিনি স্থাপন করেছেন فِى الْاَرْضِ পৃথিবীতে رَوَاسِىَ পাহাড়সমূহ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ যেন তোমরা তা তোমাদেরকে নিয়ে দুলতে না থাকে وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا এবং তিনি নহরসমূহ ও রাস্তাসমূহ বানিয়েছেন لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ যেন গন্তব্য স্থান পর্যন্ত পৌছতে পার।

১৬. وَعَلٰمٰتٍ আরো বহু চিহ্ন বানিয়েছেন وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ এবং নক্ষত্র রাজির সাহায্যেও তারা পথের নির্দেশ পায়।

১৭. اَفَمَنْ يَّخْلُقُ তবে কি যিনি সৃষ্টি করেন كَمَنْ তিনি কি তার মতো لَا يَخْلُقُ যে সৃষ্টি করতে পারে না اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ তবুও কি তোমরা বুঝছ না।

১৮. وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ আর যদি তোমরা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত সমূহ গণনা করতে আরম্ভ কর لَا تُحْصُوْهَا তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ বাস্তবিক আল্লাহ তা'আলা অতিশয় ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।

১৯. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ আর আল্লাহ তা'আলা অবগত আছেন مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ তোমাদের গোপনীয় ও প্রকাশ্য অবস্থা সমস্তই।

২০. وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আর এরা আল্লাহকে ছেড়ে যে গুলোর উপাসনা করে لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْـًٔا তারা কিছু সৃষ্টি করতে পারে না وَهُمْ يُخْلَقُوْنَ বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট।

২১. اَمْوَاتٌ তারা মৃত غَيْرُ اَحْيَآءٍ জীবিত নয় وَمَا يَشْعُرُوْنَ এবং তাদের জানা নেই যে اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ মৃতগণ কখন পুনরুত্থিত হবে।

اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ (٢٢)

২২. তোমাদের সত্যিকারের উপাস্য হচ্ছেন একই মা'বূদ। অতএব, যারা পরকালের প্রতি ঈমান আনে না, তাদের অন্তরসমূহ [যুক্তিসঙ্গত কথাও] অমান্য করছে এবং তারা অহংকার করছে।

لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ (٢٣)

২৩. এটাই নিশ্চিত সত্য যে, আল্লাহ তাদের গোপনীয় ও প্রকাশ্য অবস্থা সমস্তই অবগত আছেন; নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۙ قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ (٢٤)

২৪. আর যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়- তোমাদের প্রভু কি বস্তু নাজিল করেছেন? তখন বলে, তা তো কেবল কতগুলো ভিত্তিহীন কথা যা পূর্ববর্তী লোকগণ হতে চলে আসছে।

لِيَحْمِلُوْٓا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۙ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ (٢٥)

২৫. তার পরিণাম এই হবে যে, এ লোকদেরকে কিয়ামতের দিন বহন করতে হবে নিজেদের গুনাহের পূর্ণ বোঝা এবং তাদের গুনাহেরও কিছু বোঝা যাদেরকে তারা অজ্ঞতার দরুন পথভ্রষ্ট করছিল; মনে রেখো! যে পাপ-ভার এরা নিজেদের উপর চাপাচ্ছে তা নিকৃষ্ট বোঝা।

قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ (٢٦)

২৬. যারা এদের পূর্বে অতীত হয়েছে, তারাও বড় বড় ষড়যন্ত্র অবলম্বন করেছিল; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তদের তৈরি গৃহসমূহ ভিত্তি মূলে বিধ্বস্ত করে দিলেন, অতঃপর তাদের উপর ছাদ ধসে পড়ল উপর হতে এবং আজাব তাদের উপর এভাবে আসল যা তাদের ধারণায়ও ছিল না।

শাব্দিক অনুবাদ :

২২. اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ তোমাদের সত্যিকারের উপাস্য হচ্ছেন একই মা'বূদ فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ অতএব, যারা পরকালের প্রতি ঈমান আনে না قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ তাদের অন্তরসমূহ অমান্য করছে وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ এবং তারা অহঙ্কার করছে।

২৩. لَا جَرَمَ নিশ্চিত সত্য এই যে, اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ আল্লাহ অবগত আছেন مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ তাদের গোপনীয় ও প্রকাশ্য অবস্থা সমস্তই اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

২৪. وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ আর যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় مَّاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ তোমাদের রব কি বস্তু নাজিল করেছেন قَالُوْٓا তখন তারা বলে اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ততো কেবল কত গুলো ভিত্তিহীন কথা যা পূর্ববর্তী লোকদের থেকে চলে আসছে।

২৫. لِيَحْمِلُوْٓا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً তার পরিণাম এই হবে যে, এ লোকদেরকে বহন করতে হবে নিজেদের গুনাহের পূর্ণ বোঝা يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামতের দিন وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ এবং তাদের গুনাহেরও কিছু বোঝা يُضِلُّوْنَهُمْ যাদেরকে তারা পথভ্রষ্ট করতে ছিল بِغَيْرِ عِلْمٍ অজ্ঞতার দরুন اَلَا سَآءَ مَا يَزِرُوْنَ মনে রেখো! যে পাপ ভার এরা নিজেদের উপর চাপাচ্ছে তা নিকৃষ্ট বোঝা।

২৬. قَدْ مَكَرَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ যারা এদের পূর্বে অতীত হয়েছে তারাও বড় বড় ষড়যন্ত্র অবলম্বন করেছিল فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের তৈরি গৃহসমূহ ভিত্তিমূলে বিধ্বস্ত করে দিলেন فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ অতঃপর তাদের উপর ছাদ ধ্বসে পড়ল مِنْ فَوْقِهِمْ উপর থেকে وَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ এবং আজাব তাদের উপর এভাবে আসল مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ যা তাদের ধারণায়ও ছিল না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত নযর বিন হারিছ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, সে মক্কা হতে হেরা গিয়েছিল। সেখান থেকে সে ইতিহাস ও উপন্যাসের কিছু পুস্তিকা যথা কালীলা ও দিমনা, ইস্কান্দর ও রুস্তমের জীবন চরিত্র ইত্যাদি পুস্তিকা খরিদ করে মক্কায় নিয়ে এল। অতঃপর সে ঘোষণা করে দিল যে, মুহাম্মদের কথা হতে আমার কথা ভালো। মুহাম্মদ যা বলছে তাহলো পূর্ববর্তী গল্প-কথা কল্প কাহিনী। পাপিষ্ঠ নযর বিন হারিছের ধৃষ্টতা পূর্ণ উক্তির জবাব দানের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

–(বাহরে মুহীত ৪৬৯/৫, কুরতুবী ৮৮/১০)

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ : ۱۱ رَوَاسِىَ শব্দটি رَاسِيَةٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ ভারী পাহাড়। تَمِيْدَ শব্দটি مَيْد থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আন্দোলিত হওয়া এবং অস্থিরভাবে টলমল করা।

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা অনেক রহস্যের অধীনে ভূ-মণ্ডলকে নিবিড় ও ভারসাম্যবিহীন উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করেননি তাই এটা কোনো দিক দিয়ে ভারী এবং কোনো দিক দিয়ে হালকা হয়েছে। অন্যথা এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল, ভূ-পৃষ্ঠের অস্থিরভাবে আন্দোলিত হওয়া। সাধারণ বিজ্ঞানীদের ন্যায় পৃথিবীকে স্থিতিশীল স্বীকার করা হোক কিংবা কিছুসংখ্যাক প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীর মতো একে চক্রাকারে ঘুর্ণায়মান মনে করা হোক উভয় অবস্থাতেই এটা জরুরি ছিল। এই অস্থিরতাজনিত নড়াচড়া বন্ধ করা এবং পৃথিবীর উৎপাদনকে ভারসাম্য পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে পাহাড়ের ওজন স্থাপন করেন যাতে পৃথিবী অস্থিরভাবে নড়াচড়া করতে না পারে। এখন পৃথিবী অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের মতো চক্রাকারে ঘুর্ণায়মান কি না, এ সম্পর্কে কুরআন পাকে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনো কিছুই নেই। প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে ফিসাগোর্সের অভিমত ছিল এই যে, পৃথিবী চক্রাকারে ঘুর্ণায়মান। আধুনিক বিজ্ঞানীরা সবাই এ ব্যাপারে একমত। নতুন গবেষণা ও অভিজ্ঞতা এ মতবাদকে আরো ভাস্বর করে তুলছে। পাহাড়ের সাহায্যে যে অস্থিরতাজনিত নড়াচড়া বন্ধ করা হয়েছে, তা পৃথিবীর জন্য অন্যান্য গ্রহের ন্যায় যে গতি প্রমাণ করা হয়, তার জন্য আরো অধিক সহায়ক হবে।

وَعَلٰمٰتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ : উপরে বাণিজ্যিক সফরের কথা বলা হয়েছে। তাই এসব সুযোগ-সুবিধা উল্লেখ করা এখানেও সমীচীন মনে হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা পথিকদের পথ অতিক্রম ও মনজিলে-মকসূদে পৌঁছার জন্য ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন। তাই বলা হয়েছে, وَعَلٰمٰتٍ অর্থাৎ আমি পৃথিবীতে রাস্তা চেনার জন্যে পহাড়, নদী, বৃক্ষ, দালান-কোঠা ইত্যাদির সাহায্যে অনেক চিহ্ন স্থাপন করেছি। বলাবাহুল্য, ভূ-পৃষ্ঠ যদি একটি চিহ্নবিহীন পরিমণ্ডল হতো তবে মানুষ কোনো গন্তব্যস্থানে পৌঁছার জন্য পথিমধ্যে কতই না ঘুরপাক খেত।

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ : অর্থাৎ পথিক যেমন ভূ-পৃষ্ঠের চিহ্নের দ্বারা রাস্তা চেনে, তেমনি তারকারাজির সাহায্যেও দিক নির্ণয়ের মাধ্যমে রাস্তা চিনে নেয়। এ বক্তব্যে এদিকে ইঙ্গিত বুঝা যায় যে, তারকারাজি সৃষ্টি করার আসল উদ্দেশ্য অন্য কিছু হলেও রাস্তার পরিচয় লাভ করা এগুলোর অন্যতম উপকারিতা।

শব্দবিশ্লেষণ :

رَوَاسِيَ : رَاسِيَةٌ এর বহুবচন। অর্থ- বোঝা, পাহাড়। তাছাড়া رَوَاسِيَ এর ব্যবহার স্থির পাহাড়সমূহ অর্থেও হয়।

تَمِيْدَ : اَنْ-এর দ্বারা মানসূব। সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাবা ضَرَبَ মাসদার مَيْدٌ মূলবর্ণ (م ـ ى ـ د) জিনস اجوف يائ অর্থ- কোনো বড় জিনিসের হেলা ও নড়াচড়া করা।

اِنْ تَعُدُّوْا : اِنْ শর্তের হরফ। تَعُدُّوْا হরফে শর্তের কারণে মাজযূম। সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَدُّ হরফে শর্তের কারণে نون اعرابى পড়ে গেছে। মূলবর্ণ (ع ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- গণনা করা, হিসাব করা।

لَاتُحْصُوْهَا : শর্তের স্থানে হওয়ায় মাজযূম। সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع منفى بلا বাব افعال মাসদার اَلْاَحْصَاءُ শেষ থেকে نون اعرابى কে ফেলে দেওয়া হয়েছে। মূলবর্ণ (ح ـ ص ـ ى) জিনস ناقص يائ অর্থ- গণনা করা, হিসাব করা।

مُنْكِرَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اِنْكَارٌ মূলবর্ণ (ن ـ ك ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- অস্বীকার করা।

مُسْتَكْبِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِكْبَارُ মূলবর্ণ (ك ـ ب ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- নিজেকে বড় মনে করা, অহংকার করা।

اَوْزَارَهُمْ : اَوْزَارَ শব্দটি وِزْرٌ-এর বহুবচন এবং مضاف ; هُمْ জমীর مضاف اليه অর্থ- তাদের বোঝা, তাদের গোনাহ।

يَزِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসাদর اَلْوِزْرُ মূলবর্ণ (و ـ ز ـ ر) জিনস مثال واوى অর্থ- উঠানো, নেওয়া।

فَخَرَّ : فا আতফের হরফ। خَرَّ সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْخَرُّ মূলবর্ণ (خ ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- লুটিয়ে পড়া।

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُخْزِيْهِمْ وَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ ۚ قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوْٓءَ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٧﴾

২৭. অতঃপর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং বলবেন যে, আমার সে অংশীদাররা কোথায়? যাদের সম্বন্ধে তোমরা লড়াই-ঝগড়া করতে; যাদেরকে [সত্যের] জ্ঞান দান করা হয়েছিল তারা বলবে, আজ পূর্ণ লাঞ্ছনা ও আজাব কাফেরদের উপর।

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۠ فَاَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ ۚ بَلٰٓى اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٨﴾

২৮. ফেরেশতাগণ যাদের প্রাণ কুফরের অবস্থায় বের করেছিলেন, পরিশেষে কাফেররা [উক্ত প্রশ্নের উত্তরে] সন্ধির প্রস্তাব আনয়ন করবে যে, আমরা তো কোনো মন্দ কাজ করিনি; [আল্লাহ তা'আলা বলবেন,] হ্যাঁ [করছিলে], নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সকল কার্যকলাপের পূর্ণ খবর রাখেন।

فَادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٢٩﴾

২৯. অতএব, দোজখের দ্বারসমূহে প্রবেশ কর, তাতে অনন্তকাল থাক; বস্তুত তা হচ্ছে অহংকারীদের নিকৃষ্ট নিবাস।

وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوْا خَيْرًا ۚ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٠﴾

৩০. আর যে সমস্ত লোক মুত্তাকী ছিল, তাদেরকে বলা হয় যে, তোমাদের প্রভু কি বস্তু নাজিল করেছেন? তারা বলে মহাকল্যাণ নাজিল করেছেন; যারা সৎকার্য করেছে তাদের জন্য এ দুনিয়াতেও মঙ্গল রয়েছে এবং পরজগত তো আরো উত্তম; আর বাস্তবিকই তা শিরক হতে আত্মসংযমকারীদের জন্য উত্তম বাসস্থান।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৭. ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ অতঃপর কিয়ামতের দিন يُخْزِيْهِمْ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন وَيَقُوْلُ এবং বলবেন اَيْنَ شُرَكَآءِيَ আমার সেই শরিকদাররা কোথায় الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُشَآقُّوْنَ فِيْهِمْ যাদের সম্বন্ধে তোমরা লড়াই-ঝগড়া করতে قَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ যাদেরকে (সত্যের) জ্ঞান দান করা হয়েছিল তারা বলবে اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوْٓءَ আজ পূর্ণ লাঞ্ছনা ও আজাব عَلَى الْكٰفِرِيْنَ কাফেরদের উপর।

২৮. الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ফেরেশতাগণ যাদের প্রাণ বের করেছিলেন ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ কুফরের অবস্থায় فَاَلْقَوُا السَّلَمَ পরিশেষে কাফেররা (উক্ত প্রশ্নের উত্তরে) সন্ধির প্রস্তাব আনয়ন করবে مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْٓءٍ আমরাতো কোনো মন্দকাজ করিনি। بَلٰٓى (আল্লাহ তা'আলা বলবেন) অবশ্যই اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সকল কার্যকলাপের পূর্ণ খবর রাখেন।

২৯. فَادْخُلُوْٓا অতঃএব প্রবেশ কর اَبْوَابَ جَهَنَّمَ দোজখের দ্বার সমূহে خٰلِدِيْنَ فِيْهَا তাতে অনন্তকাল থাক فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ বস্তুত : তা হচ্ছে অহঙ্কারীদের নিকৃষ্ট নিবাস।

৩০. وَقِيْلَ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا আর যে সমস্ত লোক মুত্তাকী তাদেরকে বলা হয় যে مَاذَآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ তোমাদের রব কি বস্তু নাজিল করেছেন। قَالُوْا خَيْرًا তারা বলে, মহা কল্যাণ নাজিল করেছেন। لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا যারা সৎকার্য করেছে তাদের জন্য রয়েছে فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا এ দুনিয়াতেও حَسَنَةٌ মঙ্গল وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ আর পরজগত তো আরো উত্তম وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ আর বাস্তবিকই তা শিরক হতে আত্মসংযমকারীদের জন্য উত্তম বাসস্থান।

جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ ؕ كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১. তা হবে চিরস্থায়ী বসবাসের উদ্যান যাতে তারা প্রবেশ করবে, সে উদ্যানসমূহের নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে, তারা তথায় যা কিছু চাইবে তাই পাবে; এরকমেরই বিনিময় আল্লাহ তা'আলা শিরক হতে আত্মরক্ষাকারীদের সকলকে দিবেন।

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ ۙ يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ ۙ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. ফেরেশতাগণ যাদের প্রাণ এ অবস্থায় বের করেন যে, তারা [শিরক হতে] পবিত্র থাকে, [এবং বলতে থাকে আসসালামু আলাইকুম, তোমরা বেহেশতে চলে যাও নিজেদের আমলের দরুন।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. এরা [কাফেররা] শুধু এ প্রতীক্ষায় আছে, যেন তাদের নিকট [মৃত্যুর] ফেরেশতা এসে পড়েন অথবা আপনার প্রভুর আদেশ [কিয়ামত] এসে পড়ে? তাদের পূর্বে যে সমস্ত লোক ছিল তারাও এরূপই করেছিল এবং তাদের প্রতি আল্লাহ বিন্দুমাত্রও জুলুম করেননি; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করছিল।

فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. অবশেষে তারা তাদের অসৎকর্মসমূহের শাস্তি পেল এবং যে আজাব নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত তা এসে তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলল।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩১. جَنّٰتُ عَدْنٍ তা হবে চিরস্থায়ী বসবাসের উদ্যান يَّدْخُلُوْنَهَا যাতে প্রবেশ করবে تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ সেই উদ্যান সমূহের নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُوْنَ তারা তথায় যা কিছু চাবে তাই পাবে كَذٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ الْمُتَّقِيْنَ এরকমেরই বিনিময় আল্লাহ তা'আলা শিরক হতে আত্মরক্ষাকারীদের সকলকে দিবেন।

৩২. الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ফেরেশতাগণ যাদের প্রাণ এ অবস্থায় বের করে যে طَيِّبِيْنَ তারা (শিরক হতে) পবিত্র থাকে يَقُوْلُوْنَ سَلٰمٌ عَلَيْكُمُ এবং বলতে থাকে আসসালামু আলাইকুম ادْخُلُوا الْجَنَّةَ তোমরা জান্নাতে চলে যাও بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ নিজেদের আমলের দরুন।

৩৩. هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّاۤ এরা (কাফেররা) শুধু এ প্রতীক্ষায় আছে اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ যেন তাদের নিকট (মৃত্যুর) ফেরেশতা এসে পড়েন اَوْ يَاْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ অথবা আপনার প্রভুর আদেশ এসে পড়ে كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ তাদের পূর্বে যে সমস্ত লোক ছিল তারাও এরূপই করেছিল وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ এবং তাদের প্রতি আল্লাহ বিন্দুমাত্র ও জুলুম করেন নি وَلٰكِنْ كَانُوْۤا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করছিল।

৩৪. فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا অবশেষে তারা তাদের অসৎকর্ম সমূহের শাস্তি পেল وَحَاقَ بِهِمْ এবং তাই এসে তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলল مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ যে আজাবের প্রতি তারা হাস্য করত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কাফেরদের প্রথম সন্দেহ ছিল এই যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের কুফর, শিরক ও অবৈধ কাজকর্ম পছন্দ না করলে তিনি সজোরে আমাদেরকে বিরত রাখেন না কেন? এ সন্দেহ যে, অসার: তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তাই এর জওয়াব দেওয়ার পরিবর্তে শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, এহেন অনর্থক ও বাজে প্রশ্ন শুনে আপনি দুঃখিত হবেন না। সন্দেহটি যে অসার, তার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা যে মূল ভিত্তির উপর এ দৃশ্যজগতের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাতে মানুষকে সম্পূর্ন ক্ষমতাহীন রাখা হয়নি। তাকে এক প্রকার ক্ষমতা দান করা হয়েছে। এ ক্ষমতাকে সে আল্লাহর আনুগত্যে প্রয়োগ করলে পুরস্কার এবং নাফরমানীতে প্রয়োগ করলে আজাবের অধিকারী হয়। কিয়ামত এবং হাশর-নাশরের যাবতীয় হাঙ্গামা এরই ফলশ্রুতি। যদি আল্লাহ তা'আলা সবাইকে আনুগত্যে বাধ্য করতে চাইতেন, তবে আনুগত্যের বাইরে যাওয়ার সাধ্য কার ছিল? কিন্তু রহস্যের তাগিদে এরূপ বাধ্য করা সঠিক ছিল না। ফলে মানুষকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এখন কাফেরদের একথা বলা যে, আমাদের ধর্মমত আল্লাহর কাছে পছন্দ না হলে আমাদের বাধ্য করেন না কেন, একটি বোকামী ও হঠকারিতা প্রসূত প্রশ্ন বৈ আর কিছু নয়।

শব্দবিশ্লেষণ :

كُنْتُمْ تُشَاقُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى استمرارى معروف বাব مُفَاعَلَة মাসদার اَلْمُشَاقَّةُ ও اَلشِّقَاقُ মূলবর্ণ (ش . ق . ق) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- বিরোধিতা করা, শত্রুতা করা, ঝগড়া করা, বিপরীত করা ফেটে যাওয়া।

اُوْتُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (أ . ت . ى) জিনস (ناقص يائ ও مهموزفاء) مركب অর্থ- দেওয়া।

فَاَلْقَوْا : فا আতফের হরফ تعقيب এর জন্য। القوا সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَال মাসদার اَلْاِلْقَاءُ মূলবর্ণ (ل . ق . ى) জিনস ناقص يائ অর্থ- ঢেলে দেওয়া, প্রক্ষিপ্ত করা।

مَثْوٰى : সীগাহ مفرد বহছ ظرف مكان বহুবচন مَثَاوِىْ মাসদার اَلثَّوَاءُ অর্থ- ঠিকানা, অনেক সময় পর্যন্ত থামার জায়গা, অবতরণের অবস্থা। এটি নিজেই متعدى হয়। যেমন, ثَوَى الْمَكَانَ-এ জায়গায় অবস্থান করেছে।

اِتَّقَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و . ق . ى) জিনস (مثال واوى ও ناقص يائ) مركب অর্থ- ভয় করা, বাঁচা, পহেজগারী অবলম্বন করা। اِتَّقَوْا মূলত: اِجْتَنَبُوْا এর ওজনে اِتَّقَيُوْا ছিল। ইয়া হরকত যুক্ত তার পূর্বে যবর, এ জন্য ইয়াকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। আলিফ এবং ইয়ার মধ্যে দুই সাকিন একত্রিত হওয়ায় আলিফ পড়ে গেছে। তাছাড়া এর মাসদারেও তা'লীল হয়েছে। মূলত : اِوْتِقَاءُ ছিল। ওয়াও কে ইয়া করে দেওয়া হয়েছে।

يَشَاءُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَشِيْئَةُ মূলবর্ণ (ش . ى . أ) জিনস (اجوف يائ ও مهموز لام) مركب অর্থ- চাওয়া।

اَلْمُتَّقِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَال মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ হালতে নসব। মূলবর্ণ (و . ق . ى) জিনস (مثال واوى ও ناقص يائ) مركب অর্থ- ভয়কারি, নিজের মধ্যে খোদাভীতি সৃষ্টিকারি।

حَاقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْحَيْقُ অর্থ- অবতীর্ণ হওয়া, বেষ্টন করা। কোনো কোনো অভিধানবিদের অভিমত হলো, এটি মূলত : حَقَّ ছিল। যা পরিবর্তিত হয়ে حاق হয়েছে। যেমন, زل এবং زال

كَانُوْا يَسْتَهْزِءُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى استمرارى معروف বাব اِسْتِفْعَال মাসদার اَلْاِسْتِهْزَاءُ মূলবর্ণ (ه . ز . أ) অর্থ- ঠাট্টা করা, বিদ্রূপ করা।

৩৫. এবং অংশীবাদীরা এরূপ বলে যে, যদি আল্লাহর অভিপ্রায় হতো, তবে না আমরা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো ইবাদত করতাম আর না আমাদের বাপ-দাদাগণ আর না তার [আদেশ] ছাড়া কোনো বস্তুকে হারাম বলতে পারতাম। যে সমস্ত লোক এদের পূর্বে গত হয়েছে তারাও এরূপ আচরণই করেছিল, কাজেই রাসূলগণের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টরূপে [নির্দেশাবলি] পৌছিয়ে দেওয়া।	وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَآ اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٣٥﴾
৩৬. আর আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে কোনো না কোনো নবী পাঠিয়ে আসছি যে-তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং শয়তান হতে বেঁচে চল; অতঃপর তাদের মধ্য হতে কতক লোক এমন হলো যে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত দান করলেন আর তাদের মধ্যকার কতক লোক এমন হলো যে, যাদের জন্য গোমরাহি সাব্যস্ত হলো; সুতরাং ভূপৃষ্ঠে বিচরণ কর, অতঃপর দেখ যে, মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের কীরূপ পরিণাম হয়েছে।	وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ ؕ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٦﴾
৩৭. যদি আপনি তাদের সুপথে আসার আকাঙ্ক্ষা করেন, তবে [কোনো ফল হবে না, কেননা] আল্লাহ এরূপ লোককে হেদায়েত করেন না যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন এবং কেউই তাদের সহায়ও হবে না।	اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰىهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ يُّضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٣٧﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৫. وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا এবং অংশীবাদীরা এরূপ বলে যে لَوْ شَآءَ اللّٰهُ যদি আল্লাহর অভিপ্রায় হতো مَا عَبَدْنَا তবে না ইবাদত করতাম مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো ইবাদত نَحْنُ وَلَآ اٰبَآؤُنَا আমরা আর না আমাদের বাপ দাদাগণ وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ আর না তাঁর (আদেশ) ছাড়া কোনো বস্তুকে হারাম বলতে পারতাম كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ যে সমস্ত লোক এদের পূর্বে গত হয়েছে তারাও এরূপ আচরণই করেছিল وَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ রাসূলগণের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টরূপে (নির্দেশাবলি) পৌছে দেওয়া।

৩৬. وَلَقَدْ بَعَثْنَا আর আমি পাঠিয়ে আসছি فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে رَسُوْلًا কোনো না কোনো নবী اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ এবং শয়তান হতে বেঁচে চল فَمِنْهُمْ আর তাদের মধ্যে হতে কতক লোক এমন হলো مَنْ هَدَى اللّٰهُ যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত দান করলেন وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلٰلَةُ আর তাদের মধ্যে কতক লোক এমন হলো যে, যাদের জন্য গোমরাহী সাব্যস্ত হলো فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ সুতরাং তোমরা ভূপৃষ্ঠে বিচরণ কর فَانْظُرُوْا অতঃপর দেখ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ মিথ্যা সাব্যস্ত কারীদের পরিণাম কিরূপ হয়েছে।

৩৭. اِنْ تَحْرِصْ عَلٰى هُدٰىهُمْ যদি আপনি তাদের সুপথে আসার আকাঙ্খা করেন فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ তবে আল্লাহ এরূপ লোককে হেদায়েত করেন না مَنْ يُّضِلُّ যাকে পথভ্রষ্ট করেন وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ এবং কেউ তাদের সহায়ও হবে না।

৩৮. আর এরা খুব জোরে শোরে আল্লাহর কসম খায় যে, যে ব্যক্তি মরে যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কখনো পুনঃজীবিত করবেন না: জীবিত করবেন না কেন? এ ওয়াদাকে তো আল্লাহ্ তা'আলা নিজের উপর অবশ্য করণীয় করে রেখেছেন কিন্তু অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস স্থাপন করে না।	وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ ۙ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ ۚ بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (٣٨)
৩৯. [পুনর্জীবন এজন্য হবে, ধর্ম সম্বন্ধে] যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত, যেন তা তাদের সম্মুখে প্রকাশ করে দেন এবং কাফেররা যেন নিশ্চিতরূপে জানতে পারে যে, বাস্তব, তারাই মিথ্যাবাদী ছিল।	لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِيْ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰذِبِيْنَ (٣٩)
৪০. আমি যে বস্তুকে [সৃষ্টির] ইচ্ছা করি তার উদ্দেশ্যে কেবল আমার এতটুকু বলাই যথেষ্ট হয় যে, [সৃষ্টি] হয়ে যাও, অমনি তা হয়ে যায়।	اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَآ اَرَدْنٰهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ (٤٠)
৪১. আর যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিজেদের মাতৃভূমি [মক্কা] পরিত্যাগ করেছে [কাফের কর্তৃক] নির্যাতিত হওয়ার পর, আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ায় উত্তম বাসস্থান দিব: আর পরকালের ছওয়াব বহু শ্রেষ্ঠ। হায়! যদি তারা জানত।	وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۚ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (٤١)
৪২. তারা এমন যারা ধৈর্যধারণ করে এবং নিজ প্রভুর উপর ভরসা রাখে।	الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ (٤٢)

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৮. وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ এবং এরা খুব জোরে-শোরে আল্লাহর কসম খায় لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ যে ব্যক্তি মরে যায় আল্লাহ তা'আলা তাকে কখনো পুনঃজীবিত করবে না بَلٰى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا জীবিত করবেন না কেন? এই ওয়াদাকে আল্লাহ তা'আলা নিজের উপর অবশ্য করণীয় করে রেখেছেন وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস স্থাপন করে না।

৩৯. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ যেন তা তাদের সম্মুখে প্রকাশ করে দেন الَّذِيْ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا এবং কাফেররা যেন নিশ্চিত রূপে জানতে পারে যে, اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰذِبِيْنَ বাস্তব, তারাই মিথ্যাবাদী ছিল।

৪০. اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَآ اَرَدْنٰهُ আমি যে বস্তুকে (সৃষ্টির) ইচ্ছা করি যথেষ্ট হয় اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ তার উদ্দেশ্যে আমার এতটুকু বলাই كُنْ হয়ে যাও فَيَكُوْنُ অমনিই তা হয়ে যায়।

৪১. وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ আর যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিজেদের মাতৃভূমি পরিত্যাগ করেছে مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا (কাফের কর্তৃক) নির্যাতিত হওয়ার পর لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ায় উত্তম বাসস্থানা দিব وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ পরকালের ছওয়াব বহু শ্রেষ্ঠ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ হায়! যদি তারা জানত।

৪২. الَّذِيْنَ صَبَرُوْا আর তারা এমন যারা ধৈর্যধারণ করে وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ এবং নিজ প্রভুর উপর ভরসা রাখে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

শানে নুযূল : আবুল আলীয়া বলেন যে, এক মুসলমান কোনো এক কাফেরের নিকট কিছু হাওলাতী পাওনা ছিল। মুসলমান ব্যাক্তি তার পাওনা আদায়ের জন্য তাগাদা করতে গিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, মৃত্যুর পর যার সামনে আমাকে উপস্থিত হতে হবে সেই মহান সত্বার কসম যে, সকলকেই মৃত্যুর পর আল্লাহর নিকট উপস্থিত হতে হবে। তখন মুশরিক লোকটি আল্লাহর শপথ করে বলতে লাগল যে, যে মৃত্যু বরণ করবে সে আর কখনো পুনর্জিবীত হবে না। পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী এ নরাধমের জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

-(কুরতুবী ৯৫/১০, বাহরে মুহীত ৪৭৬/৫)

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

শানে নুযূল : দাউদ বিন আবূ হিন্দ বলেন যে, আলোচ্য আয়াত জুন্দাল বিন সুহাইল বিন আমর সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আরোও বর্ণিত রয়েছে যে, আলোচ্য আয়াত সুহাইব, বেলাল, খাব্বাব বিন আর্ত এবং তাদের ন্যায় অন্যান্য নিরীহ সাহাবায়ে কিরাম যাদেরকে মক্কার মুশরিকরা মানবতা বিরোধী ভীষণ নির্যাতিত করেছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য মদিনাকে শান্তির আলয় বানিয়ে দেন। এবং মুমিনদের থেকে একটি দলকে তাদের সহযোগী করে দেন যাদেরকে বলা হয় মদিনার আনসার। এসকল নির্যাতিত সাহবায়ে কিরামের সম্পর্কেই আল্লাহ আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -(বাহরে মুহীত ৪৭৭/৫, কুরতুবী ৯৭/১০)

উপমহাদেশেও আল্লাহর কোনো রাসূল আগমন করেছেন কি?

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ এবং আরো একটি আয়াত وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا থেকে বাহ্যত: একথাই জানা যায় যে, উপমহাদেশীয় এলাকাসমূহেও আল্লাহ তা'আলার পয়গম্বর অবশ্যই আগমন করে থাকবেন। তিনি হয় এখানকারই অধিবাসী হবেন, না হয় অন্য কোনো দেশের হবেন এবং তাঁর প্রতিনিধি ও প্রচারক এখানে এসে থাকবেন। অপরপক্ষে لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ আয়াত থেকে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে উম্মতের কাছে প্রেরিত হয়েছেন, তাঁদের কাছে তাঁর পূর্বে কোনো রাসূল আগমন করেননি। এর উত্তর এরূপ হতে পারে যে, এখানে বাহ্যত: আরব সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে, যাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত দ্বারা সর্বপ্রকার সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর পর কোনো পয়গম্বরের আগমন হয়নি। এজন্যই কুরআন পাকে তাদেরকে اَلْأُمِّيِّنَ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এতে অপরিহার্য হয়ে পড়ে না যে, অবশিষ্ট বিশ্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্বে কোনো পয়গম্বর আসেন নি।

শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা : وَالَّذِينَ هَاجَرُوا -এটি هِجْرَةٌ থেকে উদ্ভুত। এর আভিধানিক অর্থ দেশ ত্যাগ করা। আল্লাহর জন্য দেশ ত্যাগ করা ইসলামে একটি বড় ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : اَلْهِجْرَةُ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا অর্থাৎ হিজরতের পূর্বে মানুষ যেসব গোনাহ করে, হিজরত সেগুলোকে খতম করে দেয়।

হিজরত কোনো কোনো অবস্থায় ফরজ, ওয়াজিব এবং কোনো কোনো অবস্থায় মোস্তাহাব ও উত্তম হয়ে থাকে। এর বিস্তারিত বিধান সূরা নিসার ৯৭ নম্বর আয়াত أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا -এর অধীনে বর্ণিত হয়েছে। এখানে শুধু মুহাজিরদের সাথে আল্লাহ তা'আলার কৃত ওয়াদাসমূহ বর্ণিত হবে।

হিজরত দুনিয়াতেও সচ্ছল জীবিকার কারণ হয় কি?

আলোচ্য আয়াতে কতিপয় শর্তাধীনে মুহাজিরদের সাথে দু'টি বিরাট ওয়াদা করা হয়েছে, প্রথমত দুনিয়াতেই উত্তম ঠিকানা দেওয়ার এবং দ্বিতীয়ত পরকালে বেহিসাব ছওয়াবের। "দুনিয়াতে উত্তম ঠিকানা" এটি একটি ব্যাপক

অর্থবোধক শব্দ। বসবাসের জন্য গৃহ, সৎ প্রতিবেশী পাওয়া, উত্তম রিজিক পাওয়া, শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় ও সাফল্য পাওয়া, সাধারণের মুখে মুহাজিরদের প্রশংসা ও সুখ্যাতি থাকা এবং পুরুষানুক্রমে পারিবারিক ইজ্জত ও গৌরব পাওয়া-সবই এর অন্তর্ভুক্ত। -(কুরতুবী)

আয়াতের শানে নুযূল : মূলত ঐ প্রথম হিজরত, যা সাহাবায়ে কেরাম আবিসিনিয়ার দিকে করে ছিলেন এবং পরবর্তী কালের মদিনার হিজরতও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই কেউ কেউ বলেন যে, এ ওয়াদা বিশেষ করে ঐ সাহাবায়ে কেরামের জন্য, যাঁরা আবিসিনিয়ায় কিংবা মদিনায় হিজরত করেছিলেন। আল্লাহর এ ওয়াদা দুনিয়াতে পূর্ণ হয়ে গেছে। সবাই তা প্রত্যক্ষ করেছে।

আল্লাহ তা'আলা মদিনাকে তাঁদের জন্য কি চমৎকার ঠিকানা করেছিলেন। উৎপীড়নকারী প্রতিবেশীদের স্থলে তাঁরা সহানুভূতিশীল, মহানুভব প্রতিবেশী পেয়েছিলেন। তাঁরা শত্রুদের বিপক্ষে বিজয় ও সাফল্য লাভ করেছিলেন। হিজরতের পর অল্প কিছুদিন অতিবাহিত হতেই তাঁদের সামনে রিজিকের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। যাঁরা ছিলেন ফকীর মিসকীন, তাঁরা হয়ে যান বিত্তশালী, ধনী। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ বিজিত হয়। তাঁদের চরিত্র মাধুর্য ও সৎকর্মের কীর্তি আবহমানকাল পর্যন্ত শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সবার মুখে উচ্চারিত হয়। তাঁদেরকে এবং তাঁদের বংশধরকে আল্লাহ তা'আলা অসামান্য ইজ্জত ও গৌরব দান করেন। এগুলো হচ্ছে পার্থিব বিষয়। পরকালের ওয়াদা পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাফসীর বাহরে মুহীতে আবূ হাইয়ান বলেন, وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا عَامٌ فِى الْمُهَاجِرِيْنَ كَائِنًا مَا كَانُوا فَيَشْمَلُ اَوَّلَهُمْ وَاٰخِرَهُمْ অর্থাৎ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا আয়াতটি বিশ্বের সমস্ত মুহাজিরের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য, যে কোনো অঞ্চল ও যুগের মুহাজির হোক না কেন। তাই প্রথম যুগের হিজরতকারী মুহাজির এবং কেয়ামত পর্যন্ত আরো যত মুহাজির হবে, সবাই এর অন্তর্ভুক্ত।

সাধারণ তাফসীরবিদের তাগিদও তাই। আয়াতের শানে নুযূল বিশেষ ঘটনা ও বিশেষ শ্রেণীর লোক হলেও শব্দের ব্যাপকতা ধর্তব্য হয়ে থাকে। তাই সারা বিশ্বের এবং সর্বকালের মুহাজির আলোচ্য ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত। উভয় ওয়াদা সব মুহাজিরের ক্ষেত্রে পূর্ণ হওয়া একটি নিশ্চিত ও অনিবার্য ব্যাপার।

এমন ধরনের এক ওয়াদা মুহাজিরদের জন্য সূরা নেসার নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে,

وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِى الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيْرًا وَّسَعَةً.

এতে বিশেষ করে বাসস্থানের প্রশস্ততা এবং জীবিকার স্বচ্ছলতার ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কুরআন পাক এসব ওয়াদার সাথে মুহাজিরদের কিছু গুণাবলী এবং হিজরতের কিছু শর্তাবলীও বর্ণনা করেছে। তাই এসব ওয়াদার যোগ্য অধিকারী ঐসব মুহাজিরই হতে পারে, যারা এসব গুণের বাহক এবং যারা প্রার্থিত শর্তসমূহ পূর্ণ করে।

তন্মধ্যে সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে فِى اللّٰهِ অর্থাৎ হিজরত করার লক্ষ্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন হতে হবে। এতে পার্থিব কাজ-কারবারের মুনাফা, চাকুরী এবং প্রবৃত্তিগত উপকারিতা উদ্দেশ্য হতে পারবে না। দ্বিতীয় শর্ত মুহাজিরদের নির্যাতিত হওয়া; যেমন বলা হয়েছে, مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا তৃতীয় গুণ প্রাথমিক কষ্ট ও বিপদাপদের সময় সবর করা ও দৃঢ়পদ থাকা। যেমন বলা হয়েছে, اَلَّذِيْنَ صَبَرُوْا চতুর্থ গুণ যাবতীয় বস্তুনিষ্ঠ কলাকৌশল অবলম্বন করা সত্ত্বেও ভরসা শুধু আল্লাহর উপর রাখা অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে এরূপ বিশ্বাস রাখা যে, বিজয় ও সাফল্য একমাত্র তাঁরই হাতে। যেমন বলা হয়েছে, وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ এ থেকে জানা গেল যে, প্রাথমিক বিপদাপদ ও কষ্ট তো প্রত্যেক কাজে হয়েই থাকে। এগুলো অতিক্রম করার পরও যদি কোনো মুহাজির উত্তম ঠিকানা ও উত্তম অবস্থা না পায়, তবে কুরআনের ওয়াদায় সন্দেহ করার পরিবর্তে নিজের নিয়ত, আন্তরিকতা ও কর্মের উৎকর্ষতা যাচাই করা দরকার। এগুলোর ভিত্তিতেই এ ওয়াদা করা হয়েছে। যাচাই করার পর সে জানতে পারবে যে, দোষ তার নিজেরই। কোথাও হয়তো নিয়তে ত্রুটি রয়েছে, কোথাও হয়তো সবর, দৃঢ়তা বা ভরসার অভাব রয়েছে।

দেশত্যাগ ও হিজরতের বিভিন্ন বিধি-বিধান : ইমাম কুরতুবী (র.) এস্থলে হিজরত ও দেশ ত্যাগের প্রকার ও বিধি-বিধান সম্পর্কে একটি উপকারী প্রবন্ধ রচনা করেছেন। পাঠকবর্গের উপকারার্থে নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হলো।

কুরতুবী ইবনে আরাবীর বরাত দিয়ে লিখেন- দেশ ত্যাগ করা এবং দেশ ভ্রমণ করা কোনো সময় কোনো বস্তু থেকে পলায়ন ও আত্মরক্ষার্থে হয় এবং কোনো সময় কোনো বস্তুর অন্বেষণের জন্য হয়। প্রথম প্রকারকে হিরজত বলে। হিজরত ছয় প্রকার। যথা-

প্রথম : দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে যাওয়া। এ প্রকার সফর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলেও ফরজ ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত শক্তিসামর্থ্যের শর্তসহ ফরজ। যদি দারুল কুফরে জান, মাল ও আবরুর নিরাপত্তা না থাকে কিংবা ধর্মীয় কর্তব্য পালন সম্ভব না হয়। এরপরও যদি কেউ দারুল কুফরে অবস্থান করে, তবে সে গোনাহগার হবে।

দ্বিতীয় : বেদআতের স্থান থেকে চলে যাওয়া। ইবনে কাসেম বলেন- আমি ইমাম মালেকের মুখে শুনেছি, এমন জায়গায় কোনো মুসলমানের বসবাস করা হালাল নয়, যেখানে পূববর্তী মনীষীদেরকে গালিগালাজ করা হয়। এ উক্তি উদ্ধৃত করে ইবনে আরাবী লিখেন- এটা সম্পূর্ণ নির্ভুল। কেননা, যদি তুমি কোনো গর্হিত কাজ বন্ধ করতে না পার, তবে নিজে সেখান থেকে দূরে সরে যাও। এটা তোমার জন্য জরুরি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ

তৃতীয় : যেখানে হারামের প্রাধান্য, সেখান থেকে চলে যাওয়া। কেননা, হালাল অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।

চতুর্থ : দৈহিক নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার্থে সফর করা। এরূপ সফর জায়েজ; বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রহমত। যে স্থানে শত্রুদের পক্ষ থেকে দৈহিক নির্যাতনের আশঙ্কা থাকে, সেস্থান ত্যাগ করা উচিত; যাতে আশঙ্কা মুক্ত হওয়া যায়। সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আ.) এই প্রকার সফর করেন। তিনি কওমের নির্যাতন থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ইরাক থেকে সিরিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হন এবং বলেন اِنِّيْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّيْ তারপর হযরত মূসা (আ.) এমনি এক সফর মিসর থেকে মাদইয়ান অভিমুখে করেন। যেমন, কুরআন বলে- فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَّتَرَقَّبُ

পঞ্চম : দূষিত আবহাওয়া ও রোগের আশঙ্কা থেকে আত্মরক্ষার্থে সফর করা। ইসলামি শরিয়ত এরও অনুমতি দেয়। যেমন রসূলুল্লাহ ﷺ কয়েকজন রাখালকে মদিনার বাইরে বনভূমিতে অবস্থান করার আদেশ দেন। কেননা, শহরের আবহাওয়া তাদের অনুকূলে ছিল না। এমনিভাবে হযরত ওমর ফারূক (রা.) আবূ ওবায়দাকে রাজধানী জর্দান থেকে স্থানান্তরিত করে কোনো মালভূমিতে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেন, যেখানে আবহাওয়া দূষিত নয়।

ষষ্ঠ : ধন-সম্পদ হেফাজতের জন্য সফর করা। কোনো স্থানে চোর-ডাকাতের উপদ্রব দেখলে সে স্থান ত্যাগ করার অনুমতি ইসলামে রয়েছে। কেননা, মুসলমানের ধন-সম্পদও তার জানের ন্যায় সম্মানার্হ। এই ছয় প্রকার তো ছিল ঐ দেশ ত্যাগের যা কোনো বস্তু থেকে পলায়ন ও আত্মরক্ষার্থে হয়। আর শেষোক্ত প্রকার অর্থাৎ কোনো বস্তুর অন্বেষণে যে সফর করা হয়, তা নয় ভাগে বিভক্ত।

১. শিক্ষার জন্য সফর অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টজগত, অপার শক্তি ও বিগত জাতিসমূহের অবস্থা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিশ্ব-পর্যটন করা। কুরআন পাক এরূপ সফরে উৎসাহিত করে বলেছে-
   اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ.
   হযরত যুলকারণাইনের সফরও কোনো কোনো আলেমের মতে এ ধরনের সফর ছিল। কেউ কেউ বলেন, তাঁর সফর পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে ছিল।
২. হজের সফর কতিপয় শর্তসহ। এ সফর যে ইসলামি আইন অনুযায়ী ফরজ, তা সুবিদিত।
৩. জিহাদের সফর। এটাও যে ফরজ, ওয়াজিব অথবা মোস্তাহাব, তা সব মুসলমানের জানা রয়েছে।

৪. জীবিকার অন্বেষণে সফর। স্বদেশে জীবিকার প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগৃহীত না হলে অন্যত্র সফর করে জীবিকাঅন্বেষণ করা অপরিহার্য।

৫. বাণিজ্যিক সফর অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ অর্জন করার জন্য সফর করা। শরিয়তে এটাও জায়েজ। আল্লাহ বলেন– لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ আয়াতে اِبْتِغَاء فَضْل (কৃপা অন্বেষণ) বলে বাণিজ্য বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা হজের সফরেও বাণিজ্যের অনুমতি দান করেছেন। অতএব বাণিজ্যের জন্য সফর করা আরো উত্তমরূপে বৈধ হবে।

৬. জ্ঞান অর্জনের জন্য সফর। ধর্ম পালনের জন্য ততটুকু জ্ঞান জরুরি, ততটুকু জ্ঞান অর্জনের জন্য সফর করা ফরজে আইন এবং এর বেশির জন্য ফরজে কেফায়া।

৭. কোনো স্থানকে পবিত্র মনে করে সেদিকে সফর করা। তিনটি মসজিদ ব্যতীত এরূপ সফর বৈধ নয়; মসজিদে হারাম (মক্কা,) মসজিদে নববী (মদিনা) এবং মসজিদে আকসা (বায়তুল মোকাদ্দাস)। এ হচ্ছে কুরতুবী ও ইবনে আরাবীর অভিমত। অন্যান্য আলেমের মতে সাধারণ পবিত্র স্থানসমূহের দিকে সফর করাও জায়েজ।

৮. ইসলামি সীমান্ত সংরক্ষণের জন্যে সফর। একে 'রিবাত' বলা হয়। বহু হাদীসে রিবাতের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে।

৯. স্বজন ও বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের জন্য সফর। হাদীসে একেও পুণ্যকাজ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সহীহ মুসলিমের হাদীসে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সাক্ষাতের জন্য যে, সফর করে, তার জন্য ফেরেশতাদের দোয়া করার কথা উল্লিখিত রয়েছে। এটা তখন, যখন কোনো বৈষয়িক স্বার্থের জন্য নয়; বরং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা হয়।

শব্দবিশ্লেষণ :

شَآءَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার مَشِيْئَةٌ মূলবর্ণ (ش ـ ى ـ أ) জিনস مركب (مهموز لام ও اجوف يائ) অর্থ– চাওয়া।

اِجْتَنِبُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِجْتِنَابٌ মূলবর্ণ (ج ـ ن ـ ب) জিনস صحيح অর্থ– বাঁচা, বিরত থাকা।

فَسِيْرُوْا : ف আতফের হরফ, سيروا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلسَّيْرُ মূলবর্ণ (س ـ ى ـ ر) জিনস اجوف يائ। অর্থ– জমিনে চলা।

اَرَدْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرَادَةُ মূলবর্ণ (ر ـ و ـ د) জিনস اجوف واوى অর্থ– ইচ্ছা পোষণ করা।

نُبَوِّئَنَّهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْوِيَةُ মূলবর্ণ (ب ـ و ـ أ) জিনস مركب (مهموز لام ও اجوف واوى) অর্থ– জায়গা দেওয়া।

يَتَوَكَّلُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَكُّلُ মূলবর্ণ (و ـ ك ـ ل) জিনস مثال واوى অর্থ– ভরসা করা।

نُوْحِىْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْحَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ح ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– ইশারা-ইঙ্গিতে কথা বলা, অন্তরে কথা ঢেলে দেওয়া অর্থাৎ ইলহাম করা, শিখানো।

বাংলা অনুবাদ	আয়াত
৪৩. এবং আমি আপনার পূর্বেও কেবলমাত্র মানুষকেই রাসূলরূপে পাঠিয়েছি- যাদের প্রতি ওহী পাঠাতাম, সুতরাং অভিজ্ঞ লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করে দেখ, যদি তোমাদের জানা না থাকে।	وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (٤٣)
৪৪. [সে নবীগণকে প্রেরণ করেছি] মু'জিযা ও কিতাবসমূহ দিয়ে; আর আপনার প্রতিও এ কুরআন নাজিল করেছি, যেন আপনি সে সমস্ত বিষয় মানুষের নিকট প্রকাশ করে দেন যা তাদের জন্য পাঠানো হয়েছে, আর যেন তারা ভেবে দেখে।	بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ؕ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ (٤٤)
৪৫. যে সমস্ত লোক [সত্য ধর্মকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে] যারা নানাবিধ হীন চক্রান্ত করে, সে সমস্ত লোক তবুও কি এ কথা হতে নিশ্চিন্ত রয়েছে যে, আল্লাহ তাদেরকে মাটিতে পুতে ফেলেন, অথবা এমন স্থান হতে তাদের প্রতি আজাব এসে পড়ে যার ধারণাও তাদের ছিল না।	اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ (٤٥)
৪৬. কিংবা তাদেরকে পাকড়াও করেন তাদের চলাফেরার অবস্থায় [কোনো বিপদে] সুতরাং তারা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না।	اَوْ يَاْخُذَهُمْ فِيْ تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ (٤٦)
৪৭. অথবা তাদেরকে পাকড়াও করবেন [দুর্ভিক্ষ বা মহামারীতে] ক্ষয় করতে করতে; বস্তুত তোমাদের প্রভু পরম স্নেহশীল বড় মেহেরবান।	اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ ؕ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (٤٧)

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৩. وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا এবং আমি আপনার পূর্বেও কেবলমাত্র মানুষকেই রাসূলরূপে পাঠিয়েছি نُوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ তাদের পতি ওহী পাঠাতাম فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ সুতরাং অভিজ্ঞ লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করে দেখ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ যদি তোমাদের জানা না থাকে।

৪৪. بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ মু'জিযা ও কিতাব সমূহ দিয়ে وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ আর আপনার প্রতিও এই কুরআন নাজিল করেছি لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ যেন আপনি সে সমস্ত বিষয় মানুষের নিকট প্রকাশ করে দেন مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ যা তাদের জন্য পাঠানো হয়েছে وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ আর যেন তারা ভেবে দেখে।

৪৫. اَفَاَمِنَ الَّذِيْنَ সে সমস্ত লোক তবুও কি একথা হতে নিশ্চিন্ত রয়েছে مَكَرُوا السَّيِّاٰتِ যারা নানাবিধ হীন চক্রান্ত করে اَنْ يَّخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضَ আল্লাহ তাদেরকে মাটিতে পুঁতে ফেলেন اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ অথবা এমন স্থান হতে তাদের প্রতি আজাব এসে পড়ে مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ যার ধারণাও তাদের ছিল না।

৪৬. اَوْ يَاْخُذَهُمْ কিংবা তাদেরকে পাকড়াও করেন فِيْ تَقَلُّبِهِمْ তাদের চলাফেরার অবস্থায় (কোনো বিপদে) فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ সুতরাং তারা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবে না।

৪৭. اَوْ يَاْخُذَهُمْ عَلٰى تَخَوُّفٍ অথবা তাদেরকে পাকড়াও করবেন (দুর্ভিক্ষ বা মহামারিতে) ক্ষয় করতে করতে فَاِنَّ رَبَّكُمْ বস্তুত তোমাদের রব لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ পরম স্নেহশীল, বড় মেহেরবান।

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (٤٨)

৪৮. তারা কি আল্লাহ তা'আলার সে সৃষ্ট পদার্থসমূহ দেখে না যাদের ছায়া কখনো এক দিকে কখনো অপর দিকে ঢলে পড়ে আল্লাহর [আদেশের] বশীভূত হয়ে, আর সেই বস্তুগুলোও বিনীত।

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (٤٩)

৪৯. আর আসমানসমূহে ও ভূপৃষ্ঠে চলমান যত বস্তু বিদ্যমান আছে, সকলেই আল্লাহর অনুগত এবং ফেরেশতাগণও, আর তারা অহঙ্কার করে না।

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۩ (٥٠)

৫০. তারা স্বীয় পরওয়ারদেগারকে ভয় করে যিনি তাদের উপর ক্ষমতাবান এবং তাদেরকে যে আদেশ করা হয়, তারা তা পালন করে।

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۖ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (٥١)

৫১. আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, দুই [বা ততোধিক] মা'বূদ গ্রহণ করো না, শুধু তিনি তো হচ্ছেন একক মা'বূদ, সুতরাং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করতে থাক।

وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ۚ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ (٥٢)

৫২. আর তাঁরই অধিকারে সমস্ত বস্তু যা কিছু আসমানসমূহে এবং পৃথিবীতে আছে এবং অবশ্য পালনীয়রূপে আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য; তবুও কি তোমরা আল্লাহ ভিন্ন অন্যকে ভয় কর?

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৮. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ তারা কি আল্লাহ তা'আলার সেই পদার্থ সমূহ দেখে না يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ যাদের ছায়া কখনো একদিকে কখনো অপরদিকে ঢলে পড়ে سُجَّدًا لِّلَّهِ আল্লাহর (আদেশের) বশীভূত হয়ে وَهُمْ دَاخِرُونَ আর সেই বস্তু গুলো বিনীত।

৪৯. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ আর সকলেই আল্লাহর অনুগত مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ যা কিছু আসমান সমূহ ও ভূপৃষ্ঠে বিদ্যমান আছে مِن دَابَّةٍ চলমান যত বস্তু وَالْمَلَائِكَةُ এবং ফেরেশতাগণও وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ আর তারা অহঙ্কার করে না।

৫০. يَخَافُونَ رَبَّهُم তারা স্বীয় পরওয়ারদেগারকে ভয় করে مِّن فَوْقِهِمْ যিনি তাদের উপর ক্ষমতা বান وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ এবং তাদেরকে যে আদেশ করা হয় তারা তা পালন করে।

৫১. وَقَالَ اللَّهُ আর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ দুই (বা ততোধিক) মা'বূদ গ্রহণ করো না إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ শুধু তিনি তো হচ্ছেন এক মা'বূদ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ সুতরাং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করতে থাক।

৫২. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ আর তাঁরই অধিকারে সমস্ত বস্তু যা কিছু আসমান সমূহ এবং পৃথিবীতে আছে وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا এবং অবশ্য পালনীয়রূপে আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ তবুও কি তোমরা আল্লাহ ভিন্ন অন্যকে ভয় কর?

৫৩. আর তোমাদের নিকট যে কোনো নিয়ামত আছে, তা সমস্তই হচ্ছে আল্লাহরই সন্নিধান হতে, আবার যখন তোমাদেরকে দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করে, তখন তাঁরই নিকট ফরিয়াদ করতে থাক।	وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهِ تَجْـَٔرُوْنَ (٥٣)
৫৪. অতঃপর যখন [আল্লাহ] তোমাদের হতে সে কষ্ট বিদূরিত করেন, তখন তোমাদের মধ্যকার এক দল স্বীয় রবের সাথে শিরক করতে আরম্ভ করে।	ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ (٥٤)

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৩. وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ আর তোমাদের নিকট যে কোনো নিয়ামত আছে فَمِنَ اللّٰهِ তা সমস্তই হচ্ছে আল্লাহর সন্নিধান হতে ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ আবার যখন তোমাদেরকে দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করে فَاِلَيْهِ تَجْـَٔرُوْنَ তখন তার নিকটই ফরিয়াদ করতে থাক।

৫৪. ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ অতঃপর যখন (আল্লাহ) তোমাদের থেকে সেই কষ্ট বিদূরিত করেন اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمْ তখন তোমাদের মধ্যকার একদল بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُوْنَ স্বীয় রবের সাথে শিরক করতে আরম্ভ করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

শানে নুযূল : আমাদের সমাজের একশ্রেণির লোকেরা বলে থাকে যে, আমাদের মহানবী ﷺ মানুষ নন। মক্কার মুশরিকদের দাবিও অনুরূপ ছিল যে, মানুষ রাসূল হতে পারে না। রাসূল হতে হলে ফেরেশতা হওয়া বাঞ্ছনীয়। মক্কার মুশরিক সম্প্রদায় রাসূল ﷺ এর নবুয়তকে অস্বীকার করে বলতো যে, আল্লাহ অতি মহান, তাঁর রাসূল মানুষ হবে কিরূপ ভাবে। তাঁর রাসূল পাঠাবার ইচ্ছা থাকলে তিনি কোনো ফেরেশতাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেননি কেন? তাঁদের এ অযৌক্তিক আকিদা ও বিশ্বাসের জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -(বাহরে মুহীত্ব ৪৭৮/৫, কুরতুবী ৯৭/১০)

মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণ করা : আলোচ্য আয়াতের فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ বাক্যটি যদিও বিশেষ বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু ভাষা ব্যাপক হওয়ার কারণে এ জাতীয় সব ব্যাপারকে শামিল করে। তাই কুরআনি বর্ণনাভঙ্গির দিক দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তিগত ও ইতিহাসগত বিধি যে, যারা বিধি-বিধানের জ্ঞান রাখে না, তারা যারা জানে, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে নিবে এবং তাদের কথা মতো কাজ করা জ্ঞানহীনদের উপর ফরজ হবে। একেই তকলীদ (অনুসরণ) বলা হয়। এটা কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ এবং যুক্তিগতভাবেও এ পথ ছাড়া আমল অর্থাৎ, কর্মকে ব্যাপক করার আর কোনো উপায় নেই। সাহাবীগণের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কোনোরূপ মতানৈক্য ছাড়াই এ বিধি পালিত হয়ে আসছে। যারা তাকলীদ অস্বীকার করে, তারাও এ তাকলীদ অস্বীকার করে না যে, যারা আলেম নয়, তারা আলেমদের কাছ থেকে ফতোয়া নিয়ে কাজ করবে। বলাবাহুল্য, আলেমরা যদি অজ্ঞ জনসাধারণকে কুরআন ও হাদীসের প্রমাণাদি বলেও দেন, তবে

তারা এগুলোকে আলেমদের উপর আস্থার ভিত্তিতেই গ্রহণ করবে। কারণ তাদের মধ্যে প্রমাণাদিকে বুঝা ও পরখ করার যোগ্যতা কোথায়? জ্ঞানীদের উপর আস্থা রেখে কোনো নির্দেশকে শরিয়তের নির্দেশ মনে করে পালন করার নামই তো তাকলীদ। এ তাকলীদ যে বৈধ বরং জরুরি, তাতে কোনোরূপ মতবিরোধের অবকাশ নেই। তবে যেসব আলেম কুরআন, হাদীস ও ইজমার ক্ষেত্রসমূহ বুঝার যোগ্যতা রাখে, তারা কারো তাকলীদ না করে এমন বিধি-বিধানে সরাসরি কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী কাজ করতে পারে, যেগুলো কুরআন ও হাদীসে পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত রয়েছে এবং যেগুলোতে সাহাবী ও তাবেয়ী আলেমদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই। কিন্তু যেসব বিধান পরিষ্কারভাবে কুরআন ও হাদীসে উল্লিখিত নেই অথবা যেগুলোতে কুরআনি আয়াতও হাদীসের মধ্যে বাহ্যত: পরস্পর বিরোধিতা দৃষ্টগোচর হয় অথবা যেগুলোতে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে আয়াত কিংবা হাদীসের অর্থ নির্ধারণে মতভেদ রয়েছে, সেসব বিধি-বিধান ইজতিহাদী বিষয়রূপে গণ্য হয় এবং পরিভাষায় এগুলোকে 'মুজতাহাদ ফিলমাসআলা' বলে। নিজে মুজতাহিদ নয়, এমন প্রত্যেক আলেমের পক্ষেও এ জাতীয় মাসআলায় কোনো একজন মুজতাহিদ ইমামের তাকলীদ করা জরুরি। ব্যক্তিগত অভিমতের ভিত্তিতে এক আয়াত কিংবা হাদীসকে অগ্রগণ্য মনে করে অবলম্বন করা এবং অন্য আয়াত কিংবা হাদীসকে অনগ্রগণ্য সাব্যস্ত করে ছেড়ে দেওয়া তার পক্ষে বৈধ নয়।

এমনিভাবে কুরআনও সুন্নাহতে যেসব বিধানের পরিষ্কার উল্লেখ নেই সেগুলো কুরআন ও সুন্নাহ বর্ণিত মূলনীতি অনুসরণ করে বের করা এবং সেগুলোর শরিয়তসম্মত নির্দেশ নির্ধারণ করাও এমন মুজতাহিদদের কাজ, যারা আরবি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি রাখেন; কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কিত যাবতীয় শাস্ত্রে দক্ষতা রাখেন এবং আল্লাহ ভীতি ও পরহেজগারীতে উচ্চ মর্তবায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন। যেমন ইমাম আজম আবূ হানীফা, শাফে'য়ী, মালেক, আহমদ ইবনে হাম্বল, আওযায়ী, ফকীহ আবুললাইস (র.) প্রমুখ। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নবুয়ত যুগের নৈকট্য এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সংসর্গের বরকতে শরিয়তের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য বুঝার বিশেষ রুচি এবং বর্ণিত বিধানের উপর অবর্ণিত বিধানকে অনুমান করে শরিয়তসম্মত নির্দেশ বের করার অসাধারণ দক্ষতা দান করেছিলেন। এ জাতীয় ইজতিহাদী মাসআলায় সাধারণ আলেমদের পক্ষেও কোনো না কোনো একজন মুজতাহিদ ইমামের তকলীদ করা অপরিহার্য। মুজতাহিদ ইমামদের মতের বিরুদ্ধে কোনো নতুন মত অবলম্বন করা ভুল।

এ কারণেই মুসলিম সম্প্রদায়ের আলেম, মুহাদ্দিস ও ফিকহবিদগণ, ইমাম গাযালী, রাযী, তিরমিযী, ত্বহাভী, মুযানী, ইবনে হুসাম, ইবনে কুদামা (রহ.) এবং এই শ্রেণির আরো লক্ষ লক্ষ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেম আরবি ভাষা ও শরিয়ত সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইজতিহাদী মাসআলাসমূহে সর্বদা মুজতাহিদ ইমামদের তাকলীদ করে গেছেন। তাঁরা সব ইমামের বিপরীতে নিজ মতে কোনো ফতোয়া দেওয়াকে বৈধ মনে করেননি।

তবে উল্লিখিত মনীষীবৃন্দ জ্ঞান ও আল্লাহ ভীতিতে অনন্যসাধারণ মর্তবার অধিকারী ছিলেন। ফলে তাঁরা মুজতাহিদ ইমামগণের উক্তি ও মতামতসমূহকে কুরআন ও সুন্নতের আলোকে যাচাই-বাছাই করতেন। অতঃপর তাঁরা যে ইমামের উক্তিকে কুরআন ও সুন্নতের অধিক নিকটবর্তী দেখতেন, সেই ইমামের উক্তি গ্রহণ করতেন। কিন্তু ইমামগণের মত ও পথের বাইরে, তাঁদের সবার বিরুদ্ধে কোনো মত আবিষ্কার করাকে তাঁরা কখনো বৈধ মনে করতেন না। তকলীদের আসল স্বরূপ এতটুকুই।

এরপর দিন দিন জ্ঞানের মাপকাঠি সঙ্কুচিত হতে থাকে এবং তাকওয়া ও আল্লাহভীতির পরিবর্তে মানবিক স্বার্থপরতা প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে যদি কোনো মাসআলায় যে কোনো ইমামের উক্তি গ্রহণ করার এবং অন্য মাসআলায় অন্য ইমামের উক্তি গ্রহণ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবে এর অবশ্যম্ভাবী

পরিণতিতে মানুষ শরিয়ত অনুসরণের নামে প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে যাবে। যে ইমামের উক্তিতে সে নিজ প্রবৃত্তির স্বার্থ পূর্ণ হতে দেখবে, সেই ইমামের উক্তিকেই গ্রহণ করবে। বলাবাহুল্য এরূপ করার মধ্যে ধর্ম ও শরিয়তের অনুসরণ হবে কম এবং স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ হবে বেশি। অথচ দীন ও শরিয়তের অনুসরণ না করে স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করা উম্মতের ইজমা দ্বারা হারাম। আল্লামা শাতেবী 'মুয়াফাকাত' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সাধারণ তাকলীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইবনে তাইমিয়া এ ধরনের অনুসরণকে স্বীয় ফতোয়া গ্রন্থে ইজমা দ্বারা হারাম বলেছেন। এ কারণে পরবর্তী ফিকহবিদগণ এটা জরুরি মনে করেছেন যে, আমলকারীদের উপর কোনো একজন ইমামেরই তাকলীদ করা বাধ্যতামূলক করে দেওয়া উচিত। এখান থেকেই ব্যক্তিভিত্তিক তাকলীদের সূচনা হয়। এটা প্রকৃতপক্ষে একটি শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা। এর উদ্দেশ্য দীনি ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা কায়েম রাখা এবং মানুষকে দীনের আড়ালে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। হযরত ওসমান গনী (রা.)-এর একটি কীর্তি হুবহু এর দৃষ্টান্ত। তিনি সাহাবায়ে কেরামের ইজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে কুরআনের সাতটি কেরাতের মধ্য থেকে মাত্র একটিকে বহাল রেখেছেন। অথচ কুরআন সাত কেরাতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাসনা অনুযায়ী জিবরাঈলের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু বহির্বিশ্বে প্রচারিত হওয়ার পর সাত কেরাতে কুরআন পাঠ করার ফলে তাতে পরিবর্তনের আশঙ্কা দেখা দেয়। তখন সাহাবীগণের সর্বসম্মতিক্রমে একই কেরাতে কুরআন লেখা ও পড়া বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়। খলীফা হযরত ওসমান (রা.) সেই এক কেরাতে কুরআনের অনেক কপি লিখিয়ে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন এবং আজ পর্যন্তও সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় তা অনুসরণ করে যাচ্ছেন। এর অর্থ এরূপ নয় যে, অন্য কেরাত সঠিক ছিল না; বরং দীনের শৃঙ্খলা বিধান এবং কুরআনের হেফাজতের কারণে একটি মাত্র কেরাত অবলম্বন করা হয়েছে। এমনিভাবে সকল মুজতাহিদ ইমামই সত্য। তাদের মধ্যে কোনো একজনকে তাকলীদের জন্য নির্দিষ্ট করার অর্থ কখনো এরূপ নয় যে, যে ব্যক্তি যে ইমামের তাকলীদ করেছে তাকে ছাড়া অন্য ইমাম তার কাছে তাকলীদের যোগ্য নয়; বরং যে ইমামের মধ্যে নিজের মতাদর্শ ও সুবিধা দেখতে পায় তারই তাকলীদ করে এবং অন্য ইমামদেরকেও এমনিভাবে সম্মানিত মনে করে।

উদাহরণত: রোগী ব্যক্তি হাকীম ও ডাক্তারদের মধ্য থেকে কোনো একজনকেই চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট করাকে জরুরি মনে করে। কারণ সে যদি নিজ মতে এক সময় এক ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করে ঔষধ পান করে এবং অন্য সময় অন্য ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করে অন্য ঔষুধ পান করে, তবে এটা তার ধ্বংসের কারণ হয়। অতএব সে যখন একজন ডাক্তারকে চিকিৎসার জন্য মনোনীত করে, তখন এর অর্থ কখনো এরূপ হয় না যে, অন্য ডাক্তার পারদর্শী নয় কিংবা চিকিৎসা করার যোগ্যতা রাখে না।

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীর যে বিভাগ প্রতষ্ঠিত হয়েছে, তার স্বরূপ এর চাইত বেশি কিছু ছিল না। একে দলাদলির রঙ দেওয়া এবং পারস্পরিক কলহ ও মতানৈক্য সৃষ্টিতে মেতে উঠা দীনের কাজ নয় এবং অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন আলেমগণ কোনো সময় একে সুনজরে দেখেননি। কোনো কোনো আলেমের আলোচনা পারস্পরিক বিতর্কের রূপ ধারণ করে, যা পরে তিরস্কার ও ভর্ৎসনার সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এরপর মুর্খতাসুলভ লড়াই ও কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে, যা আজকাল সাধারণত: ধর্মপরায়ণতা ও মাযহাবপ্রীতির চিহ্ন হয়ে গেছে। অতএব আল্লাহ তা'আলার কাছেই আমাদের অভিযোগ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : তাকলীদ ও ইজতিহাদ সম্পর্কে এখানে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা এ বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত সার। সাধারণ মুসলমানদের বুঝার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট। পণ্ডিতসুলভ বিস্তারিত আলোচনা উসূলে ফিকহর কিতাবাদিতে বিশেষ করে আল্লামা শাতেবীকৃত 'কিতাবুল মুয়াফাকাত' ৪র্থ খণ্ড, ইজতিহাদ অধ্যায়ে, আল্লাম

সাইফুদ্দীন আমেদীকৃত 'আহকামুল আহকাম' ৩য় খণ্ড শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভীকৃত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' ও 'ইকদুল জীদ' এবং মাওলানা আশরাফ আলী থানভীকৃত 'আল ইসতিহাদ ওয়াল ইজতিহাদ' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

হাদীস অস্বীকার কুরআন অস্বীকারের নামান্তর : وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ এ আয়াতে ذِكْر -এর অর্থ সর্বসম্মতভাবে কুরআন পাক। আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি লোকদের কাছে কুরআনের আয়াত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে দিন। এতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন পাকের তত্ত্ব, তথ্য ও বিধানাবলি নির্ভুলভাবে বুঝা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বর্ণনার উপর নির্ভরশীল। যদি প্রত্যেক ব্যক্তি শুধু আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞানলাভ করেই কুরআনের বিধানাবলি আল্লাহর অভিপ্রেত পন্থায় বুঝাতে সক্ষম হতো, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বর্ণনা ও ব্যাখ্যার দায়িত্ব অর্পণ করার কোনো অর্থ থাকত না।

আল্লামা শাতেবী 'মুয়াকাফাত' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে প্রমাণ করেছেন যে, হাদীস আগাগোড়া কুরআনের ব্যাখ্যা। কেননা কুরআন রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে বলেছে : وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এ মহান চরিত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنُ এর সারমর্ম এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যে কোনো উক্তি ও কার্য বর্ণিত রয়েছে, তা সব কুরআনেরই বক্তব্য। কোনো কোনোটি বাহ্যত: কোনো আয়াতের তফসীর ও ব্যাখ্যা, যা সাধারণ আলেমরা জানেন এবং কোন কোনোটি বাহ্যত: কুরআনে নেই, কিন্তু রসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তরে তা ওহী হিসেবে প্রক্ষিপ্ত করা হয়। এটাও একদিক দিয়ে কুরআনই। কেননা কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো কথাই মনগড়া নয়; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী হিসেবে প্রক্ষিপ্ত। وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى এতে জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইবাদত, লেন-দেন, চরিত্র ও অভ্যাস সবই আল্লাহ তা'আলার ওহী ও কুরআনি নির্দেশের অনুসৃতি। তিনি যেখানেই নিজ ইজতিহাদ দ্বারা কোনো কাজ করেছেন, সেখানে ওহী কিংবা নিষেধ না করার মাধ্যমে সত্যায়ন ও সমর্থন করা হয়েছে। ফলে তাও ওহীরই অনুসৃতি। মোটকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কুরআনের ব্যাখ্যা ও বর্ণনাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়তের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছে; যেমন সূরা জুমা ও অন্যান্য সূরার কতিপয় আয়াতে গ্রন্থ শিক্ষাদান বলে এ উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে।

অপরদিকে সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগের হাদীসবিদ পর্যন্ত প্রতিভাধর মনীষীবৃন্দ প্রাণের চাইতেও অধিক হেফাজত করে হাদীসের একটি বিশাল ভাণ্ডার আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁরা এর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সারাজীবন ব্যয় করে হাদীস বর্ণনার কিছু স্তর নির্ধারণ করেছেন। তাঁরা যেসব হাদীসকে সনদের দিক দিয়ে শরয়িতের বিধানাবলির ভিত্তি হওয়ার যোগ্য পাননি, সেগুলোকে পৃথক করে এমন হাদীসসমূহ গ্রন্থকারে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন, যেগুলো সারা জীবনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার পর বিশুদ্ধ নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে।

যদি আজ কেউ হাদীসের এই ভাণ্ডারকে কোনো ছলছুতায় অনির্ভরযোগ্য আখ্যায়িত করে, তবে এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনি নির্দেশ অমান্য করে কুরআনের বিষয়বস্তু বর্ণনা করেননি; কিংবা তিনি বর্ণনা করেছিলেন, কিন্তু তা অব্যাহত ও সংরক্ষিত থাকেনি। উভয় অবস্থাতেই অর্থগতভাবে কুরআন সংরক্ষিত রইল না। অথচ এর সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা একথা বলে গ্রহণ করেছিলেন : وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ অতএব উপরিউক্ত দাবি কুরআনের এ আয়াতের পরিপন্থী হবে। এতে প্রমাণিত হলো যে, যে ব্যক্তি হাদীস অস্বীকার করে, সে প্রকৃতপক্ষে কুরআনই অস্বীকার করে। نَعُوْذُ بِاللّٰهِ

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ثُمَّ يَوْمَ বলে কাফেরদেরকে পরকালের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদেরকে ভয় প্রদর্শনার্থে বলা হয়েছে যে, পরকালের শাস্তির পূর্বে দুনিয়াতেও আল্লাহর আজাব তোমাদেরকে পাকড়াও করতে পারে। তোমরা যে মাটির উপর বসে আছ, তার অভ্যন্তরেই তোমাদেরকে বিলীন

করে দেওয়া যেতে পারে; কিংবা কোনো ধারণাতীত জায়গা থেকে তোমরা আজাবে পতিত হতে পার; যেমন বদর যুদ্ধে এক হাজার অস্ত্রসজ্জিত বীরযোদ্ধা কয়েকজন নিরস্ত্র মুসলমানের হাতে এমন মার খেয়েছে, যার কল্পনাও তারা করতে পারত না। কিংবা এটাও হতে পারে যে, চলাফেরার মধ্যেই তোমরা কোনো আজাবে গ্রেফতার হয়ে যাও; যেমন কোনো দুরারোগ্য প্রাণঘাতী ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে অথবা উচ্চস্থান থেকে পতিত হয়ে অথবা শক্ত জিনিসের সাথে টক্কর লেগে মৃত্যুমুখে পতিত হতে পার, কিংবা এরূপ শাস্তিও হতে পারে যে, অকস্মাৎ আজাব না এসে টাকা-পয়সা, স্বাস্থ্য এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সামগ্রী আস্তে আস্তে হ্রাস পেতে থাকবে এবং এভাবে হ্রাস পেতে পেতে গোটা সম্প্রদায়ই একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

দুনিয়ার আজাবও এক প্রকার রহমত : আলোচ্য আয়াতসমূহে দুনিয়ার বিভিন্ন আজাব বর্ণনা করার পর সর্বশেষে বলা হয়েছে فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ এতে প্রথমে رَبّ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষকে হুশিয়ার করার জন্য দুনিয়ার আজাব হচ্ছে প্রতিপালকত্বের তাকিদ। এরপর তাকিদের لَامْ সহকারে আল্লাহর দয়ালু হওয়া ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়ার হুশিয়ারি প্রকৃতপক্ষে স্নেহ ও দয়ার কারণেই হয়ে থাক, যাতে গাফেল মানুষ হুশিয়ার হয়ে স্বীয় কর্মকাণ্ড সংশোধন করে নেয়।

শব্দবিশ্লেষণ :

لَمْ يَرَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع منفى بلم বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر - أ - ى) জিনসে مركب (مهموز عين ও ناقص يائى) অর্থ- দেখা।

يَتَفَيَّؤُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّفَيُّ মূলবর্ণ (ف - ى - أ) জিনস مركب (اجوف واوى ও مهموزلام) অর্থ- হযরত থানভী (রহ.) ঝুঁকে যাওয়া, প্রত্যাবর্তন করা।

اَلشَّمَائِلُ : কিয়াসের বিপরীত شِمَالٌ-এর বহুবচন। অর্থ- দিক।

دَاخِرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ ও سَمِعَ মাসদার اَلدُّخُوْرُ মূলবর্ণ (د - خ - ر) জিনস صحيح অর্থ- অনুনয়-বিনয় করা, অপদস্থ হওয়া।

فَارْهَبُوْنِ : فاء আতফের হরফ। اِرْهَبُوْا সীগাহ جمع مذكرحاضر বহছ امر حاضر معروف : ن টি نون وقايه উহ্য يَاء متكلم মাফউল। ن হরফে যের দেওয়া হয়েছে। যেন ইয়া হরফ ফেলে দেওয়ার উপর ইঙ্গিত করে। মাসদার اَلرَّهْبَةُ বাব سَمِعَ মূলবর্ণ (ر - ه - ب) জিনস صحيح অর্থ- পেরেশান ও চিন্তাযুক্ত হয়ে ভয় করা।

تَجْئَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ اثبات فعل مضارع معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلْجَارُ ও اَلْجُوَارُ মূলবর্ণ (ج - ء - ر) জিনস مهموز عين অর্থ- জোরে গড়গড়িয়ে ফেলে দেওয়া। চালানো, ফরিয়াদ করা।

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٥٥)

৫৫. যার সারমর্ম এই হয় যে, তারা আমার প্রদত্ত নিয়ামতের না শোকরি করে; তবে কতকদিন উপভোগ করে নাও। অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۗ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ (٥٦)

৫৬. আর এরা তাদের [দেবতাদের] জন্য অংশ নির্দিষ্ট করে আমার প্রদত্ত বস্তুসমূহ হতে, যেগুলোর [মা'বূদ হওয়া] সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, আল্লাহর শপথ! তোমাদের এ মিথ্যা রচনার জন্য তোমাদের নিকট নিশ্চয় কৈফিয়ত তলব করা হবে।

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ ۙ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ (٥٧)

৫৭. আর তারা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে কন্যাসমূহ সুবহানাল্লাহ! এবং নিজেদের জন্য অভিলষিত বস্তু [অর্থাৎ পুত্র]।

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨)

৫৮. আর যখন তাদের কাউকে কন্যা হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়, তখন সমস্ত দিন তার মুখমণ্ডল মলিন থাকে এবং সে মর্মাহত হয়ে পড়ে।

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٥٩)

৫৯. তাকে যে বিষয়ের সংবাদ দেওয়া হলো তার লজ্জায় লোক সমাজ হতে পালিয়ে বেড়ায়। [ভাবতে থাকে যে,] অপমান সয়ে তাকে রাখবে, নাকি তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে? উত্তমরূপে শুনে রাখ, তাদের এ ব্যবস্থা নিতান্ত জঘন্য।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৫. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ যার সারমর্ম এই হয় যে, তারা আমার প্রদত্ত নিয়ামতের না-শোকরি করে فَتَمَتَّعُوا কতদিন উপভোগ করে নাও فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।

৫৬. وَيَجْعَلُونَ এরা তাদের (দেবতাদের) জন্য নির্দিষ্ট করে لِمَا لَا يَعْلَمُونَ যে গুলোর (মা'বূদ হওয়া) সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই نَصِيبًا অংশ مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ আমার প্রদত্ত বস্তুসমূহ হতে تَاللَّهِ আল্লাহর শপথ لَتُسْأَلُنَّ তোমাদের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ তোমাদের এই মিথ্যা রচনার জন্য।

৫৭. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ আর তারা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করেছে কন্যাসমূহ سُبْحَانَهُ সুবহানাল্লাহ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ এবং নিজেদের জন্য অভলষিত বস্তু।

৫৮. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم আর যখন তাদের কাউকেও সংবাদ দেওয়া হয় بِالْأُنثَىٰ কন্যা হওয়ার ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا তখন সমস্ত দিন তার মুখমণ্ডল মলিন থাকে وَهُوَ كَظِيمٌ এবং সে মর্মাহত হয়ে পড়ে।

৫৯. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ লোক সমাজ হতে পালিয়ে বেড়ায় مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ তাকে যে বিষয়ের সংবাদ দেওয়া হলো তার লজ্জায় أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ (ভাবতে থাকে যে) অপমান সয়ে তাকে রাখবে أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ নাকি মাটিতে ফেলবে أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ উত্তমরূপে শুনে রাখ, তাদের এ অবস্থা নিতান্ত জঘন্য।

لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (٦٠)	৬০. যারা পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না তাদের অবস্থা নিকৃষ্টতর এবং আল্লাহ তা'আলার জন্য তো অতি উচ্চতম গুণাবলি বিদ্যমান রয়েছে; আর তিনি মহা পরাক্রান্ত, অতিশয় প্রজ্ঞাময়।
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ (٦١)	৬১. আর যদি আল্লাহ তা'আলা মানুষদেরকে শাস্তি দিতেন তাদের অত্যাচারের কারণে, তবে ভূপৃষ্ঠে কোনো চলমানকে ছেড়ে দিতেন না, কিন্তু তিনি তাদেরকে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত [তওবার] অবকাশ দিচ্ছেন, অবশেষে যখন তাদের নির্দিষ্ট কাল এসে পৌছবে, তখন তা হতে এক মুহূর্তও না পিছে হটতে পারবে, আর না আগে বাড়তে পারবে।
وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى ۭ لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ (٦٢)	৬২. আর তারা আল্লাহর জন্য সে বিষয়গুলো সাব্যস্ত করে যেগুলোকে নিজেরা [নিজেদের জন্য] অপছন্দ করে এবং নিজেদের মুখে মিথ্যা দাবি করতে থাকে যে, [যদি কিয়ামত হয়, তবে] তাদের জন্যই সর্বপ্রকার মঙ্গল রয়েছে; নির্ঘাত কথা যে, তাদের জন্য দোজখ রয়েছে এবং নিঃসন্দেহে তারা সকলের পূর্বে [দোজখে] প্রেরিত হবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬০. لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ যারা পরকালের প্রতি ঈমান রাখেনা مَثَلُ السَّوْءِ তাদের অবস্থা নিকৃষ্টতর وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى এবং আল্লাহ তা'আলার জন্য তো অতি উচ্চতম গুণাবলি বিদ্যমান রয়েছে وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ তিনি মহাপরাক্রান্ত অতিশয় প্রজ্ঞাময়।

৬১. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ আর যদি আল্লাহ তা'আলা মানুষদেরকে পাকড়াও করতেন بِظُلْمِهِمْ তাদের অত্যাচারের কারণে مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ তবে ভূপৃষ্ঠে কোনো চলমানকে ছেড়ে দিতেন না وَلٰكِنْ يُّؤَخِّرُهُمْ কিন্তু তিনি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত فَاِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ অবশেষে যখন তাদের নির্দিষ্ট কাল এসে পৌছবে لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً তখন তা হতে এক মুহূর্তও না পিছে হটতে পারবে وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ আর না আগে বাড়তে পারবে।

৬২. وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ আর তারা আল্লাহর জন্য সে বিষয় গুলো সাব্যস্ত করে مَا يَكْرَهُوْنَ যে গুলোকে নিজেরা অপছন্দ করে وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ এবং নিজেদের মুখে মিথ্যা দাবি করতে থাকে যে اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى তাদের জন্যই সর্বপ্রকার মঙ্গল রয়েছে لَا جَرَمَ নির্ঘাত কথা اَنَّ لَهُمُ النَّارَ তাদের জন্য দোজখ রয়েছে وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ এবং নিঃসন্দেহে তারা সকলের পূর্বে (দোজখে) প্রেরিত হবে।

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰۤى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٦٣)

৬৩. আল্লাহর কসম! আপনার পূর্বে যে সমস্ত সম্প্রদায় গত হয়েছে তাদের নিকটেও আমি রাসূল পাঠিয়ে ছিলাম, অনন্তর শয়তান তাদেরকেও তাদের কার্যকলাপগুলো পছন্দনীয় করে দেখিয়েছেন, সুতরাং সে আজও তাদের বন্ধু এবং তাদের জন্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

وَمَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ (٦٤)

৬৪. এবং আমি আপনার প্রতি এ কিতাবখানা কেবল এ উদ্দেশ্যে নাজিল করেছি যে, যে সমস্ত বিষয়ে লোকেরা মতভেদ করছে, যেন আপনি তাদের নিকট তা প্রকাশ করে দেন, আর [নাজিল করেছি] মুমিন সম্প্রদ্রায়ের হেদায়েত এবং রহমতের উদ্দেশ্যে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৩. تَاللّٰهِ আল্লাহর কসম لَقَدْ اَرْسَلْنَا আমি রাসূল পাঠিয়েছিলাম اِلٰۤى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ আপনার পূর্বে যে সমস্ত সম্প্রদায় গত হয়েছে তাদের নিকটেও فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ অনন্তর শয়তান তাদেরকেও পছন্দনীয় করে দেখিয়েছে اَعْمَالَهُمْ তাদের কার্যকলাপ গুলো فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ সুতরাং সে আজও তাদের বন্ধু وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ এবং তাদের জন্যই যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।

৬৪. وَمَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ এবং আমি আপনার প্রতি এ কিতাবখানা কেবল এ উদ্দেশ্যে নাজিল করেছি اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ যে সমস্ত বিষয়ে লোকেরা মতভেদ করছে যেন আপনি তাদের নিকট তা প্রকাশ করে দেন وَهُدًى وَّرَحْمَةً আর হেদায়েত ও রহমতের উদ্দেশ্যে لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ মুমিন সম্প্রদায়ের।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ.

শানে নুযূল : বনী খুজাআ ও বনী কেনানা নামে দু'টি গোত্র ছিল। তাদের আকীদা ও বিশ্বাস ছিল যে, ফেরেশতা হলো আল্লাহর তা'আলার কন্যা সন্তান। তাদের এহেন বিভ্রান্তিকর আকিদা-বিশ্বাসের জবাবে এবং সন্তান গ্রহণ করা থেকে আল্লাহ পবিত্র ও মহিমান্বিত, তা বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

-(কুরতুবী ১০৩/১০)

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ اَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنٰى لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَاَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ.

শানে নুযূল : পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী মক্কার কাফের সম্প্রদায় মন্তব্য করতেছিল যে, মানুষ মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হবে না নিশ্চিত। তবে পূনর্জীবিত যদি হয়েও যায়, তাহলে আল্লাহ তা'আলার নিকট আমরাই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হব। তাদের এ দাবি যে সত্য নয় তা বর্ণনা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

-(নূরুল কুলূব)

قوله : لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ فَلْيَتَمَتَّعُوْا الخ আলোচ্য আয়াতসমূহে কাফেরদের দু'টি বদ-অভ্যাসের নিন্দা করা হয়েছে। প্রথমতঃ তারা নিজেদের ঘরে কন্যা-সন্তানের জন্মগ্রহণকে এত খারাপ মনে করে যে, লজ্জায় মানুষের সামনে দেখা পর্যন্ত দেয় না এবং চিন্তা করতে থাকে যে, কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণের কারণে তার যে বে-ইজ্জতি হয়েছে, তা মেনে নিয়ে সবর করবে, না একে জীবিত কবরস্থ করে এ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে। উপরন্তু মুর্খতা এই যে, যে সন্তানকে তারা নিজেদের জন্য পছন্দ করে না, তাকেই আল্লাহর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে বলে যে, ফেরেশতারা হলো আল্লাহ তা'আলার কন্যা।

اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ তাফসীরে বাহরে-মুহীতে ইবনে আতিয়্যার বরাত দিয়ে এ বাক্যের মর্ম উপরিউক্ত দু'টি বদঅভ্যাসকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রথমতঃ তাদের এ ফয়সালাটিই মন্দ যে, কন্যা-সন্তান শাস্তি ও বে-ইজ্জতির কারণ। দ্বিতীয়তঃ যে বস্তুকে তারা নিজেদের জন্য বে-ইজ্জতি মনে করে, তাকে আল্লাহর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে।

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ বাক্যেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণকে বিপদ ও অপমান মনে করা এবং মুখ লুকিয়ে ফেরা খোদায়ী রহস্যের মোকাবিলা করার নামান্তর। কেননা, নর ও নারীর সৃষ্টি আল্লাহর একটি সাক্ষাত প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধি। -(রূহুল বয়ান)

শব্দবিশ্লেষণ :

فَتَمَتَّعُوْا : فَاءٌ আতফের হরফ। تَمَتَّعُوْا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّمَتُّعُ মূলবর্ণ (م . ت . ع) জিনস صحيح অর্থ- ফায়দা উঠানো, উপকার হাসিল করা। কুরআন মাজীদে যেখানেই تَمَتَّعْ ও تَمَتَّعُوْا সীগাহ এসেছে, সেখানে দুনিয়া থেকে ফায়দা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এখানে ধমকি ও চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা হয়েছে, "তোমাদেরকে ঢিল দেওয়া হয়েছে। যা করতে চাও, ইচ্ছে মতো করে নাও।" অর্থাৎ, তোমরা ফায়দা গ্রহণ কর।

يَشْتَهُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِشْتِهَاءُ মূলবর্ণ (ش . ه . و) জিনস ناقص واوى অর্থ- আকাঙ্ক্ষা করা, চাওয়া। এটি মূলত : يَشْتَهِيُوْنَ ছিল। তা'লীল হয়ে يَشْتَهُوْنَ হয়ে গেছে।

مُسْوَدًّا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعِلَالٌ মাসদার اَلْاِسْوِدَادُ মূলবর্ণ (س . و . د) জিনস اجوف واوى অর্থ- অনেক কালো হওয়া।

يَتَوَارٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّوَارِىْ মূলবর্ণ (و . ر . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- গোপন করা।

يَدُسُّهٗ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّسُّ মূলবর্ণ (د . س . س) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- গোপন করা, দাফন করা।

يُؤَخِّرُهُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّاْخِيْرُ মূলবর্ণ (أ . خ . ر) জিনস مهموزفاء অর্থ- বিলম্ব করা। ঢিল দেওয়া।

مُفْرَطُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِفْرَاطُ মূলবর্ণ (ف . ر . ط) জিনস صحيح অর্থ- পূর্বে প্রেরিত, সামনে অগ্রসর হওয়া, বাড়াবাড়ি করা।

لِتُبَيِّنَ : لام كى-এর কারণে মানসূব। সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْيِيْنُ মূলবর্ণ (ب . ى . ن) জিনস اجوف يائى অর্থ- বর্ণনা করা।

৬৫. আর আল্লাহ তা'আলা আসমান হতে পানি বর্ষণ করলেন, তৎপর তা দ্বারা জমিনকে সজীব করে দিলেন তার মৃত্যু [শুষ্ক] হওয়ার পর, এতে বড় প্রমাণ রয়েছে এমন লোকদের জন্য যারা শুনে।	وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ (٦٥)
৬৬. আর চতুষ্পদ পশুগুলোর মধ্যেও তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে; তাদের উদরে যে মল ও রক্ত আছে, আমি তোমাদেরকে তার মধ্যস্থল হতে বিশুদ্ধ দুধ পান করতে দেই, যা সহজে পানকারীদের গলা দিয়ে নামে।	وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ (٦٦)
৬৭. আর খেজুর ও আঙ্গুর ফলের মধ্যেও শিক্ষণীয় বিষয় আছে যে, তা হতে তোমরা মাদকদ্রব্য ও উত্তম খাদ্যদ্রব্যসমূহ প্রস্তুত কর; নিঃসন্দেহে এতে সে লোকদের জন্য বড় প্রমাণ রয়েছে যারা জ্ঞান রাখে।	وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ (٦٧)
৬৮. আর আপনার প্রভু মৌমাছির অন্তরে এ কথা জন্মে দিলেন যে, তুমি গৃহ [মৌচাক] নির্মাণ করে নাও পাহাড়ে, বৃক্ষসমূহে এবং মানুষ যে সমস্ত অট্টালিকা নির্মাণ করে [তাতেও]।	وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِيْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ (٦٨)

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৫. وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً আর আল্লাহ তা'আলা আসমান হতে পানি বর্ষণ করলেন فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ তৎপর তা দ্বারা জমিনকে সজীব করে দিলেন بَعْدَ مَوْتِهَا তার মৃত্যু (শুষ্ক) হওয়ার পর اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً এতে বড় প্রমাণ রয়েছে لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা শুনে।

৬৬. وَاِنَّ لَكُمْ আর তোমাদের জন্য রয়েছে فِي الْاَنْعَامِ চতুষ্পদ পশুগুলোর মধ্যেও لَعِبْرَةً শিক্ষাপ্রদ বিষয় نُسْقِيْكُمْ আমি তোমাদেরকে দুধপান করতে দেই مِّمَّا فِيْ بُطُوْنِهٖ مِنْۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ তাদের উদরে যে মল ও রক্ত আছে তার মধ্যস্থল হতে لَّبَنًا خَالِصًا বিশুদ্ধ দুধ سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ যা সহজে পানকারীদের গলা দিয়ে নামে।

৬৭. وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ আর খেজুরও আঙ্গুর ফলের মধ্যেও শিক্ষাপ্রদ বিষয় আছে تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ তা হতে তোমরা প্রস্তুত কর سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا মাদক দ্রব্য ও উত্তম খাদ্যদ্রব্যসমূহ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً নিঃসন্দেহে এতে বড় প্রমাণ রয়েছে لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ সে লোকদের জন্য যারা জ্ঞান রাখে।

৬৮. وَاَوْحٰى رَبُّكَ আর আপনার রব এ কথা জানিয়ে দিলেন اِلَى النَّحْلِ মৌমাছির অন্তরে اَنِ اتَّخِذِيْ তুমি নির্মাণ করে নাও بُيُوْتًا مِنَ الْجِبَالِ গৃহ (মৌচাক) পাহাড়ে وَمِنَ الشَّجَرِ বৃক্ষসমূহে وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ এবং মানুষ যে সমস্ত অট্টালিকা নির্মাণ করে (তাতেও)।

৬৯. অতঃপর সর্বপ্রকারের ফল হতে চোষণ করে বেড়াও , তৎপর [মৌচাকের দিকে ফেরার জন্য] নিজ প্রভুর পথে চল, যা [চলার ও স্মরণ রাখার পক্ষে] সহজ: তার উদর হতে পানীয় বস্তু [মধু] নির্গত হয়, যার রং বিভিন্ন হয়ে থাকে, তাতে মানুষের জন্য আরোগ্য রয়েছে; এতে বড় প্রমাণ রয়েছে সে লোকদের জন্য যারা চিন্তা করে।	ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ۚ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (٦٩)
৭০. আর আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের প্রাণ বের করে নেন এবং তোমাদের মধ্যে কতক লোক এরূপও আছে যাদেরকে অকর্মণ্য বয়স পর্যন্ত পৌছানো হয়, যার ফলে তারা কোনো বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার পর আবার তার অজানা হয়ে যায়; নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ অতিশয় জ্ঞানবান, মহা ক্ষমতাশালী।	وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ ۙ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَىْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ (٧٠)
৭১. আর আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে কতককে অন্য কতকের উপর রিজিকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন অনন্তর যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে তারা নিজেদের অংশের সম্পদ আপন দাসদেরকে এভাবে কখনো দিতে প্রস্তুত হয় না যেন তারা [প্রভু এবং দাস] সকলে তাতে সমান হয়ে যায়; তবুও কি তারা আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করে?	وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَآدِّىْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ ۚ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ (٧١)

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৯. ثُمَّ كُلِىْ অতঃপর চোষণ করে বেড়াও مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ সর্বপ্রকার ফল হতে فَاسْلُكِىْ তৎপর (মৌচাকের দিকে ফিরার জন্য) চল سُبُلَ رَبِّكِ নিজ রবের পথে ذُلُلًا যা (চলার ও স্মরণ রাখার পক্ষে) সহজ। يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا তার উদর হতে নির্গত হয় شَرَابٌ পানীয় বস্তু (মধু) مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ যার রং বিভিন্ন হয়ে থাকে فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ তাতে মানুষের জন্য আরোগ্য রয়েছে اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً এতে বড় প্রমাণ রয়েছে لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ সেই লোকদের জন্য যারা চিন্তা করে।

৭০. وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ আর আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ অতঃপর তোমাদের প্রাণ বের করে নেন وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ এবং তোমাদের মধ্যে কতক লোক এরূপও আছে যাদেরকে অকর্মণ্য বয়স পর্যন্ত পৌছানো হয় لِكَىْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا যার ফলে তারা কোনো বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার পর আবার তার অজানা হয়ে যায় اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ অতিশয় জ্ঞানবান, মহা ক্ষমতাশালী।

৭১. وَاللّٰهُ فَضَّلَ আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ তোমাদের মধ্যে কতককে অন্য কতকের উপর فِى الرِّزْقِ রিজিকে فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا অনন্তর যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে بِرَآدِّىْ رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ তারা নিজেদের অংশের সম্পদ আপন দাসদেরকে এভাবে দিতে কখনো প্রস্তুত হয় না فَهُمْ فِيْهِ سَوَآءٌ যেন তারা সকলে তাতে সমান হয়ে যায় اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ তবুও কি তারা আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করে।

৭২. আর আল্লাহ তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের জন্য পত্নীগণকে বানিয়েছেন এবং সে পত্নীদের থেকে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্রগণকে সৃষ্টি করেছেন, আর তোমাদেরকে খেতে দিয়েছেন উত্তম খাদ্য; তারপরও কি তারা ভিত্তিহীন বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখবে এবং আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহের না শোকরী করতে থাকবে?	وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ (٧٢)

শাব্দিক অনুবাদ :

৭২. وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ আর আল্লাহ তোমাদের জন্য বানিয়েছেন مِّنْ اَنْفُسِكُمْ তোমাদের মধ্য হতেই اَزْوَاجًا পত্নীগণকে وَّجَعَلَ لَكُمْ এবং তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ সেই পত্নীদের থেকে بَنِيْنَ وَحَفَدَةً পুত্র ও পৌত্রগণকে وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ আর তোমাদেরকে খেতে দিয়েছেন উত্তম খাদ্য اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ তারপরও কি তারা ভিত্তিহীন বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখবে وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ এবং আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহের না-শোকরী করতে থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গোবর ও রক্তের মাঝখান দিয়ে পরিষ্কার দুধ বের করা সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, জন্তুর ভক্ষিত ঘাস তার পাকস্থলীতে একত্রিত হলে পাকস্থলী তা সিদ্ধ করে। পাকস্থলীর এই ক্রিয়ার ফলে খাদ্যের বিষ্ঠা নিচে বসে যায় এবং দুধ উপরে থেকে যায়। দুধের উপরে থাকে রক্ত। এরপর যকৃত এই তিন প্রকার বস্তুকে পৃথকভাবে তাদের স্থানে ভাগ করে দেয়, রক্ত পৃথক করে রগের মধ্যে চালায় এবং দুধ পৃথক করে জন্তুর স্তনে পৌঁছে দেয়। এখন পাকস্থলীতে শুধু বিষ্ঠা থেকে যায়, যা গোবর হয়ে বের হয়ে আসে।

মাসআলা : এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সুস্বাদু উপাদেয় খাদ্য ব্যবহার করা দীনদারীর পরিপন্থি নয়। তবে শর্ত এই যে, হালাল পথে উপার্জন করতে হবে এবং অপব্যয় যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। হযরত হাসান বসরী (র.) তাই বলেছেন। -(কুরতুবী)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা আহারের সময় এরূপ দোয়া করবে- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ অর্থাৎ, হে আল্লাহ আমাদেরকে এতে বরকত দিন এবং ভবিষ্যতে আরো উত্তম খাদ্য দিন।

তিনি আরো বলেছেন : দুধ পান করার সময় এরূপ দোয়া করবে-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ অর্থাৎ, হে আল্লাহ আমাদেরকে এতে বরকত দিন এবং আরো বেশি দান করুন। এর চাইতে উত্তম খাদ্য চাওয়া হয়নি। কারণ মানুষের খাদ্য তালিকায় দুধের চাইতে উত্তম কোনো খাদ্য নেই। তাই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর প্রথম খাদ্য করেছেন দুধ, যা মায়ের স্তন থেকে সে লাভ করে। -(কুরতুবী)

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার সেসব নিয়ামতের উল্লেখ ছিল, যা মানুষের খাদ্য-দ্রব্যাদির প্রস্তুতিতে আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর খোদায়ী নৈপুণ্য ও কুদরতের প্রকাশক। এ প্রসঙ্গে প্রথম দুধের কথা উল্লিখিত হয়েছে, খোদায়ী কুদরত যা চতুষ্পদ জীব- জন্তুর উদরস্থিত রক্ত ও আবর্জনা জঞ্জালের মলিনতা থেকে পৃথক করে মানুষের জন্য স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন খাদ্যের আকারে প্রদান করেছে, যার প্রস্তুতিতে মানুষের অতিরিক্ত নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় না। এজন্যই পূর্ববর্তী আয়াতে نُسْقِيْكُمْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, আমরা দুধ পান করিয়েছি।

এরপরে ইরশাদ করেছেন, খেজুর ও আঙ্গুরের ফলসমূহের মধ্য থেকেও মানুষ তার খাদ্য ও লাভজনক সামগ্রী তৈরি করে। এ বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, খেজুর ও আঙ্গুরের ফলসমূহ থেকে নিজেদের খাদ্যোপকরণ ও লাভজনক দ্রব্যসামগ্রীর প্রস্তুতিতে মানবীয় নৈপুণ্যেরও কিছুটা অবদান রয়েছে। আর এই নৈপুণ্যের ফলেই দু'ধরনের দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এর একটি হলো– মাদক দ্রব্য, যাকে মদ্য ও শরাব বলে অবিহিত করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়টি হলো উত্তম জীবনোপরকরণ অর্থাৎ, উত্তম রিজিক। যেমন, খেজুর ও আঙ্গুরকে তাজা খাবার হিসেবে ব্যবহার করা যায় অথবা শুকিয়ে তাকে মজুতও করে নেওয়া যায়। সুতরাং মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অপার শক্তি বলে খেজুর ও আঙ্গুর ফল মানুষকে দান করেছেন এবং তা দ্বারা খাদ্য ইত্যাদি প্রস্তুত করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। এখন এটা তাদের নিজের অবিরুচি যে, কি প্রস্তুত করবে মাদকদ্রব্য তৈরি করে বুদ্ধি-বিবেক নষ্ট করবে? না খাদ্য দ্রব্য তৈরি করে শক্তি অর্জন করবে?

এ তাফসীর অনুযায়ী আলোচ্য আয়াত থেকে মাদকদ্রব্য অর্থাৎ, মদ হালাল হওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেননা, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বশক্তিমানের দান এবং সেগুলো ব্যবহার করার বিভিন্ন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা। এগুলো সর্বাবস্থায় আল্লাহর নিয়ামত, যেমন যাবতীয় খাদ্যসামগ্রী এবং উপাদেয় বস্তুসমূহ। অনেক মানুষ এগুলোকে অবৈধ পন্থায়ও ব্যবহার করে। কিন্তু ভ্রান্ত ব্যবহারের ফলে আসল নিয়ামতের পর্যায় থেকে তা বিয়োজিত হয়ে যায় না। তবে এখানে কোন ব্যবহারটি হালাল ও কোনটি হারাম, তা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। এতদসত্ত্বেও এখানে سَكَرًا -এর বিপরীত رِزْقًا حَسَنًا আনার কারণে জানা গেছে যে, سَكَرًا ভালো রিজিক নয়। অধিকাংশ তাফসীরবিদগণের মতে سَكَرًا -এর অর্থ মাদকদ্রব্য, যা নেশা সৃষ্টি করে। –(রূহুল মা'আনী, কুরতুবী, জাস্সাস)

(কোনো কোনো আলেমের মতে এর অর্থ সিরকা ও এমন নবীয, যা নেশা সৃষ্টি করে না। কিন্তু এখানে এ মতবিরোধ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।)

আলোচ্য আয়াতটি সর্বসম্মতিক্রমে মক্কায় অবতীর্ণ। মদের নিষেধাজ্ঞা এর পরে মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতটি নাজিল হওয়ার সময় মদ নিষিদ্ধ ছিল না। মুসলমানরা সাধারণভাবে তা পান করত। কিন্তু তখনো এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মদ্যপান ভালো নয়। পরবর্তীকালে স্পষ্টতঃ শরাবকে কঠোরভাবে হারাম করার জন্য কুরআনে বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়। –(জাস্সাস, কুরতুবী-সংক্ষেপিত)

اَوْحٰى এখানে وَحْىٌ শব্দটি পারিভাষিক অর্থে নয়; আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, কাউকে কোনো বিশেষ কথা গোপনে এমনভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যে অন্য ব্যক্তি তা বুঝতে না পারে।

النحل। -জ্ঞান, তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও সুকৌশলের দিক দিয়ে মৌমাছি সমস্ত জন্তুর মধ্যে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্বোধনও স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে করেছেন। অন্য জন্তুদের ব্যাপারে সামগ্রিক নীতি হিসেবে اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى বলেছেন। কিন্তু এ ছোট্ট প্রাণীটির ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে وَاَوْحٰى رَبُّكَ বলেছেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটি অন্য জন্তুদের তুলনায় জ্ঞান-বুদ্ধি, চেতনা ও বোধশক্তিতে একটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

মৌমাছিদের বোধশক্তি ও তীক্ষ্ম বুদ্ধি তাদের শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে সুন্দররূপে অনুমান করা যায়। এই দুর্বল প্রাণীর জীবন ব্যবস্থা মানুষের রাজনীতি ও শাসন নীতির সাথে চমৎকার খাপ খায়। সমগ্র আইন-শৃঙ্খলা একটি বড় মৌমাছির হাতে থাকে এবং সে-ই হয় মৌমাছিকুলের শাসক। তার চমৎকার সংগঠন ও কর্মবন্টনের ফলে গোট ব্যবস্থা বিশুদ্ধ ও সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালিত হয়ে থাকে। তার অভাবনীয় ব্যবস্থাও অলঙ্ঘনীয় আইন ও বিধিমালা দেখে মানব-বুদ্ধি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। স্বয়ং এই 'রাণী মৌমাছি' তিন সপ্তাহ সময়ের মধ্যে ছয় হাজার থেকে বার হাজার পর্যন্ত ডিম দেয়। দৈহিক গড়ন ও অঙ্গসৌষ্ঠবের দিক দিয়ে সে অন্য মৌমাছিদের চাইতে ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সে কর্মবন্টন পদ্ধতি অনুসারে প্রজাদেরকে বিভিন্ন দায়িত্ব নিযুক্ত করে। তাদের কেউ দ্বার রক্ষকের কর্তব্য পালন করে এবং অজ্ঞাত ও বাইরের জনকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয় না। কেউ কেউ ডিমের হেফাজত করে। কেউ কেউ অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের লালন-পালনে নিয়োজিত। কেউ স্থাপত্য ও ইঞ্জিনিয়ার বিষয়ক কর্ম সমাধা করে। তাদের নির্মিত অধিকাংশ চাকে বিশ হাজার পর্যন্ত ঘর থাকে। কেউ কেউ মোম সংগ্রহ করে স্থপতিদের কাছে পৌছাতে থাকে। তারা মোম দ্বারা নিজেদের গৃহ নির্মাণ করে। তারা বিভিন্ন উদ্ভিদের উপর জমে থাকা সাদা ধরনের গুড়া থেকে মোম সংগ্রহ করে। আখের গায়ে এই সাদা গুড়া প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। কোনো কোনো মৌমাছি বিভিন্ন প্রকার ফুল ও ফলের উপর বসে রস চুষে। এ রস তাদের পেটে পৌছে মধুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মধু মৌমাছি ও তাদের সন্তানদের খাদ্য এবং এটি আমাদের সবার জন্য সুস্বাদু খাদ্যনির্যাস এবং নিরাময়ের ব্যবস্থাপত্র। মৌমাছিদের এই বিভিন্ন দল অত্যন্ত তৎপরতা সহকারে নিজ নিজ কর্তব্য পালন এবং সম্রাজ্ঞীর প্রত্যেকটি আদেশ মনেপ্রাণে শিরোধার্য করে নেয়। যদি কোনো মৌমাছি আবর্জনার স্তুপে বসে যায়, তবে চাকের দারোয়ান তাকে ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দান করে এবং সাম্রাজ্ঞীর আদেশে তাকে হত্যা করা হয়। তাদের এই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা ও কর্মকুশলতা দেখে মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। –(আল জাওয়াহের)

এরপর ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত এই নির্দেশের যথাযথ ফলশ্রুতি বর্ণনা করা হয়েছে–

يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ. অর্থাৎ, তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় বের হয়। এতে মানুষের জন্য রোগের প্রতিষেধক রয়েছে। খাদ্য ও ঋতুর বিভিন্নতার কারণে মধুর রঙ বিভিন্ন হয়ে থাকে। এ কারণেই কোনো বিশেষ অঞ্চলে কোনো বিশেষ ফল-ফুলের প্রাচুর্য থাকলে সেই এলাকার মধুতে তার প্রভাব ও স্বাদ অবশ্যই পরিলক্ষিত হয়। মধু সাধারণত তরল আকারে থাকে তাই একে পানীয় বলা হয়েছে। এ বাক্যেও আল্লাহর একত্ব ও অপার শক্তির অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান। একটি ছোট্ট প্রাণীর পেট থেকে কেমন উপাদেয় ও সুস্বাদু পানীয় বের হয়। অথচ প্রাণীটি স্বয়ং বিষাক্ত। বিষের মধ্যে এই বিষ-প্রতিষেধক বাস্তবিকই আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির অভাবনীয় নিদর্শন। এরপর সর্বশক্তিমানের আশ্চার্যজনক কারিগরি দেখুন, অন্যান্য দুধের জন্তুর দুধ ঋতু ও খাদ্যের পরিবর্তনে লাল ও হলদে হয় না, কিন্তু মৌমাছির মধু বিভিন্ন রঙ্গের হয়ে থাকে।

فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ মধু যেমন বলকারক খাদ্য এবং রসনার জন্য আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক, তেমনি রোগ-ব্যাধির জন্যও আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক, তেমনি রোগ-ব্যাধির জন্যও ফলদায়ক ব্যবস্থাপত্র। কেন হবে না, স্রষ্টার ভ্রাম্যমান মেশিন সর্বপ্রকার ফল-ফুল থেকে বলকারক রস ও পবিত্র নির্যাস বের করে সুরক্ষিত গৃহে সঞ্চিত রাখে। যদি গাছ-গাছড়ার মধ্যে আরোগ্য লাভের উপাদান নিহিত থাকে, তবে এসব নির্যাসের মধ্যে কেন থাকবে না? কফজনিত রোগে সরাসরি এবং অন্যান্য রোগে অন্যান্য উপাদানের সাথে মিশ্রিত হয়ে মধু ব্যবহৃত হয়। চিকিৎসকরা সালসা তৈরি করতে গিয়ে বিশেষভাবে একে অন্তর্ভুক্ত করেন। এর আরো একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, নিজেও নষ্ট হয় না এবং অন্যান্য বস্তুকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নষ্ট হতে দেয় না এ কারণেই হাজারো বছর ধরে

চিকিৎসকরা একে এলকোহল (Alcohol) -এর স্থলে ব্যবহার করে আসছেন। মধু বিরেচক এবং পেট থেকে দূষিত পদার্থ অপসারক। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে কোনো এক সাহাবী তাঁর ভাইয়ের অসুখের বিবরণ দিলে তিনি তাকে মধু পান করানোর পরামর্শ দেন। দ্বিতীয় দিনও এসে আবার সাহাবী বললেনঃ অসুখ পূর্ববৎ বহাল রয়েছে। তিনি আবারও একই পরামর্শ দিলেন। তৃতীয় দিনও যখন সংবাদ এলো যে, অসুখে কোনো পার্থক্য হয়নি, তখন তিনি বললেন- صَدَقَ اللّٰهُ وَكَذَبَ بَطْنُ اَخِيْكَ অর্থাৎ, আল্লাহর উক্তি নিঃসন্দেহে সত্য, তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যাবদী। উদ্দেশ্যে এই যে, ওষুধের দোষ নেই। রোগীর বিশেষ মেজাযের কারণে ওষুধ দ্রুত কাজ করেনি। এরপর রোগীকে আবার মধু পান করানো হয় এবং সে সুস্থ হয়ে উঠে।

আলোচ্য আয়াতে شِفَاءٌ শব্দটি نَكِرَةٌ تَحْتَ الْاِثْبَاتِ-এতে মধু যে প্রত্যেক রোগের ওষুধ, তা বুঝা যায় না। কিন্তু شِفَاءٌ শব্দের تَنْوِيْن যা تَعْظِيْم-এর অর্থ দিচ্ছে, তা থেকে অবশ্যই বুঝা যায় যে, মধুর নিরাময়শক্তি বিরাট ও স্বতন্ত্র ধরনের। কিছুসংখ্যক আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ এমনও রয়েছেন, যাঁরা মধু সর্বরোগের প্রতিষেধক হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহে। তাঁরা মহান পালনকর্তার উক্তির বাহ্যিক অর্থেই এমন প্রবল ও অটল বিশ্বাস রাখেন যে, তাঁরা ফোঁড়া ও চোখের চিকিৎসাও মধুর মাধ্যমে করেন এবং দেহের অন্যান্য রোগেরও। হযরত ইবনে ওমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁর শরীরে ফোঁড়া বের হলেও তিনি তাতে মধুর প্রলেপ দিয়ে চিকিৎসা করতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন- আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কি মধু সম্পর্কে বলেননি যে, فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ -(কুরতুবী)

কতিপয় বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় : আয়াত থেকে জানা গেল যে, বুদ্ধিবিবেক ও চেতনা মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেও আছে।

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ তবে বুদ্ধির স্তর বিভিন্নরূপ। মানুষের বুদ্ধি সবচাইতে পূর্ণাঙ্গ। এ কারণেই সে শরিয়তের বিধি-বিধান পালন করার আদেশপ্রাপ্ত হয়েছে। উম্মাদনার কারণে যদি মানুষের বুদ্ধিবিভ্রম ঘটে, তবে অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষও বিধি-বিধান পালনের দায় থেকে অব্যাহতি লাভ করে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ মৌমাছিকে মারতে নিষেধ করেছেন। -(আবূ দাঊদ)

চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, মধু মৌমাছির বিষ্ঠা, না মুখের লালা। দার্শনিক এরিষ্টটল কাঁচের একটি উৎকৃষ্ট পাত্রে চাক তৈরি করে তাতে মৌমাছিদেরকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এভাবে তিনি তাদের কর্মপদ্ধতি নিরীক্ষণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মৌমাছিরা সর্বপ্রথম পাত্রের আভ্যন্তরভাগে মোম ও কাদার একটি মোটা প্রলেপ বসিয়ে দেয় এবং আভ্যন্তরভাগ পূর্ণরূপে আবৃত না হওয়া পর্যন্ত কাজই শুরু করেনি।

فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ আয়াতের মর্ম অনুযায়ী আরো জানা গেল যে, ওষুধের মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা করা বৈধ। কারণ আল্লাহ তা'আলা একে নিয়ামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

অন্যত্র বলা হয়েছে- وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ হাদীসে ওষুধ ব্যবহার ও চিকিৎসার প্রতি উৎসাহ দান করা হয়েছে। কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করেন আমরা কি ওষুধ ব্যবহার করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, রোগের চিকিৎসা করবে কারণ, আল্লাহ তা'আলা যত রোগ সৃষ্টি করেছেন, তার ওষুধও সৃষ্টি করেছেন। তবে একটি রোগের চিকিৎসা নেই। সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন সেটি কোন রোগ? তিনি বললেনঃ বার্ধক্য।

-(আবূ দাঊদ, কুরতুবী)

এক রেওয়ায়েত হযরত খুযায়মা (রা.) বলেন- একবার আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম আমরা ঝাড়-ফুঁক করি কিংবা ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করি। এ ধরনের আত্মরক্ষা ও হেফাজতের ব্যবস্থা আল্লাহর তকদিরকে পাল্টে দিতে পারে কি? তিনি বললেন, এগুলোও তো তকদিরেরই প্রকারভেদ।

মোটকথা, চিকিৎসা করা ও ওষুধ ব্যবহার করা যে, বৈধ, এ বিষয়ে সকল আলেমই একমত এবং এ সম্পর্কে বহু হাদীস ও রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। হযরত ইবনে ওমরের পরিবারে কাউকে বিচ্ছু দংশন করলে তাকে তিরইয়াক (বিষনাশক ওষুধ) পান করানো হতো এবং ঝাড়-ফুঁক দ্বারা তার চিকিৎসা করা হতো। তিনি একবার কাঁপুনির রোগীকে দাগ লাগিয়ে তার চিকিৎসা করেন। -(কুরতুবী)

কোনো কোনো সুফী, বুযুর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা চিকিৎসা পছন্দ করতেন না। সাহাবীগণের মধ্যে কারোও কার্যক্রম থেকে তা প্রকাশ পায়। যেমন হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়লে হযরত ওসমান (রা.) তাঁকে দেখতে যান এবং জিজ্ঞেস করেন আপনার অসুখটা কি? তিনি উত্তর দিলেন আমি নিজ গোনাহের কারণে চিন্তিত। হযরত ওসমান (রা.) বললেন, তাহলে কি চান? উত্তর হলো আমি পালনকর্তার রহমত প্রার্থনা করি। হযরত ওসমান (রা.) বললেন, আপনি পছন্দ করলে চিকিৎসক ডেকে আনি। তিনি উত্তর দিলেন, চিকিৎসক তো আমাকে শয্যাশায়ী করেছেন। (এখানে রূপক অর্থে চিকিৎসক বলে আল্লাহ তা'আলাকে বুঝানো হয়েছে।)

কিন্তু এ ধরনের ঘটনা প্রমাণ নয় যে, তাঁরা চিকিৎসাকে মাকরূহ মনে করতেন। সম্ভবত : এটা তখন তাঁদের রুচিবিরুদ্ধ ছিল। তাই তাঁরা একে পছন্দ করেননি এটা প্রবল আল্লাহভীতি ও আল্লাহপ্রেমে মত্তা থাকার ফলে বান্দার একটা সাময়িক অবস্থা মাত্র। কাজেই একে চিকিৎসা অবৈধ অথবা মাকরূহ হওয়ার প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করানো যায় না। হযরত ওসমান (রা.) কর্তৃক চিকিৎসক ডেকে আনার অনুরোধ স্বয়ং চিকিৎসা বৈধ হওয়ার প্রমাণ; বরং কোনো কোনো অবস্থায় চিকিৎসা ওয়াজিবও হয়ে যায়।

وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ- এখানে مَنْ يُّرَدُّ শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পূর্বেও মানুষের উপর দিয়ে এক প্রকার দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। সেটা ছিল তার প্রাথমিক শৈশবের যুগ। তখন সে কোনোরূপ জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী ছিল না। তার হস্তপদ ছিল দুর্বল ও অক্ষম। সে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করতে এবং উঠা-বসা করতে অপরের মুখাপেক্ষী ছিল । এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে যৌবন দান করেছেন। এটা ছিল তার উন্নতির যুগ। এরপর ক্রমান্বয়ে তাকে বার্ধক্যের স্তরে পৌঁছে দেন। এ স্তরে তাকে দুর্বলতা, শক্তিহীনতা ও ক্ষয়ের ঐ সীমায় প্রত্যাবর্তিত করা হয়, যা শৈশবে ছিল। اَرْذَلِ الْعُمُرِ বলে বার্ধক্যের সে সব বয়স বুঝানো হয়েছে, যাতে মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বয়স থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে বলতেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ سُوْٓءِ الْعُمُرِ وفِىْ رِوَايَةٍ مِنْ اَنْ اُرَدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ আমি মন্দ বয়স থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি। এক রেওয়ায়েতে আছে, অকর্মণ্য বয়সে ফিরিয়ে দেওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থন না করি।

اَرْذَلِ الْعُمُرِ এর নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই। তবে উল্লিখিত সংজ্ঞাটি অগ্রগণ্য মনে হয়। কুরআনও এর প্রতি لِكَىْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا বলে ইঙ্গিত করেছে। অর্থাৎ, যে বয়সে হুশ-জ্ঞান অবশিষ্ট না থাকে। ফলে সে সব জানা বিষয়ও ভুলে যায়।

اَرْذَلِ الْعُمُرِ-এর সংজ্ঞা সম্পর্কে আরো অনেক উক্তি বর্ণিত রয়েছে। কেউ ৮০ বছর বয়সকে এবং কেউ ৯০ বছর বয়সকে اَرْذَلِ الْعُمُرِ বলেছেন। হযরত আলী (রা.) থেকে ৭৫ বছর বয়সের কথা বর্ণিত আছে। -(মাযহারী)

لِكَىْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا বার্ধক্যের সর্বশেষ স্তরে পৌঁছার পর মানুষের মধ্যে দৈহিক ও মানসিক শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। ফলে সে এক বিষয়ে জ্ঞাত হওয়ার পর পুনরায় অজ্ঞ হয়ে যায়। সে আদ্যোপান্ত স্মৃতিভ্রমে পতিত হয়ে প্রায় সদ্য প্রসূত শিশুর মতো হয়ে যায়, আর কোনো কিছু খবর থাকে না। হযরত ইকরামা (রা.) বলেন- যে ব্যক্তি নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করে সে এরূপ অবস্থায় পতিত হবে না।

إِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ : নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাশক্তিশালী তিনি জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেকের বয়স জানেন এবং শক্তি দ্বারা যা চান করেন। তিনি ইচ্ছা করলে শক্তিশালী যুবকের উপর অকর্মণ্য বয়সের লক্ষাণাদি চাপিয়ে দেন এবং ইচ্ছা করলে একশত' বছরের বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকেও শক্ত সমর্থ যুবক করে রাখেন। এসবই লা-শরীক সত্তার ক্ষমতাধীন।

জীবিকার শ্রেণি-বিভেদ মানুষের জন্য রহমত স্বরূপ : আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্টভাবে একথা বলা হয়েছে যে, দারিদ্র্য, ধনাঢ্যতা এবং জীবিকায় মানুষের বিভিন্ন শ্রেণিতে ভিভক্ত হওয়া যেমন, কারো দারিদ্র্য হওয়া কিংবা ধনী ও মধ্যবিত্ত হওয়া কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়; বরং এটা আল্লাহর অপার রহস্য ও মানবিক উপকারিতার তাগিদ এবং মানব জাতির জন্য রহমতস্বরূপ। যদি এরূপ না হয় এবং ধন-দৌলতে সব মানুষ সমান হয়ে যায়, তবে বিশ্ব-ব্যবস্থায় ত্রুটি ও অনর্থ দেখা দেবে। তাই যেদিন থেকে পৃথিবীতে জনবসতি স্থাপিত হয়েছে, সেদিন থেকে কোনো যুগে ও কোনো সময়ে সব মানুষ ধন-সম্পদের দিক দিয়ে সমান হয়নি এবং হতে পারে না। যদি কেথাও জোর জবরদস্তিমূলকভাবে এরূপ সাম্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তবে কিছু দিনের মধ্যে মানবিক কাজ-কারবারে ত্রুটি ও অনর্থ দৃষ্টি গোচর হবে। আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানব জাতিকে বুদ্ধি, মেধা, বল, শক্তি ও কর্মদক্ষতায় বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন এবং তাদের মধ্যে উচ্চ, নীচ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিদ্যমান রয়েছে। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথা অস্বীকার করতে পারে না। এরই অপরিহার্য পরিণতি হিসেবে ধন-সম্পদেও বিভিন্ন শ্রেণি থাকা বাঞ্ছনীয়, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ প্রতিভা ও যোগ্যতার যথোপযুক্ত প্রতিদান পেতে পারে। যদি প্রতিভাবান যোগ্য ব্যক্তিকে অযোগ্যের সমান করে দেওয়া হয়, তবে যোগ্য ব্যক্তির মনোবল ভেঙ্গে যাবে। যদি জীবিকায় তাকে অযোগ্যদের সমপর্যায়েই থাকতে হয়, তবে কিসে তাকে অধ্যবসায়, গবেষণা ও কর্মে উদ্বুদ্ধ করবে? এর অনিবার্য পরিণতিতে কর্মদক্ষতায় বন্ধ্যাত্ব নেমে আসবে।

সম্পদ পুঞ্জীভূত করার বিরুদ্ধে কুরআনের বিধান : তবে সৃষ্টিকর্তা যেখানে বুদ্ধিগত ও দেহগত শক্তিতে একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং এর অধীন রিজিক ও ধন-সম্পদে তারতম্য করেছেন, যেখানে এই অটল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, সম্পদের ভাণ্ডার এবং জীবিকা উপার্জনের কেন্দ্রসমূহ যেন কতিপয় ব্যক্তি অথবা বিশেষ শ্রেণির অধিকারভুক্ত না হয়ে পড়ে, ফলে অন্যান্য যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির কাজ করার ক্ষেত্রই অবশিষ্ট না থাকে। অথচ সুযোগ পেলে তারা দৈহিক শক্তি ও জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জন করতে পারে। কুরআন পাক সূরা হাশরে বলে– كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْ - অর্থাৎ আমি সম্পদ বন্টনের আইন এজন্য তৈরি করেছি, যাতে ধন-সম্পদ পুঁজিপতিদের হাতে পুঞ্জীভূত না হয়ে পড়ে।

إِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ আলোচ্য আয়াতের অধীনে এখানে এতটুকু বলাই উদ্দেশ্য ছিল যে, ধন-সম্পদে তারতম্য হওয়া একটি স্বাভাবিক, প্রকৃতিক এবং মানবিক উপকারিতার সাথে সঙ্গতিশীল ব্যাপার।

جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا আয়াতে একটি প্রধান নিয়ামত বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরই স্বজাতি থেকে তোমাদের স্ত্রী নির্ধারণ করেছেন, যাতে পরস্পর ভালোবাসাও পূর্ণরূপে হয় এবং মানব জাতির আভিজাত্য এবং মাহাত্ম্যও অব্যাহত থাকে।

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের পুত্র ও পৌত্র পয়দা করেছেন। এখানে প্রণিধান যোগ্য এই যে, সন্তান-সন্ততি পিতা-মাতা উভয়ের সহযোগে জন্মগ্রহণ করে। আলোচ্য আয়াতে তা শুধু জননী থেকে পয়দা করার কথা বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সন্তান প্রসব ও সন্তান প্রজননে পিতার তুলনায় মাতার দখল বেশি। পিতা থেকে শুধু একটি বীর্যবিন্দু নির্গত হয়। এ বিন্দুর উপর দিয়ে বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রান্ত হয়ে মানবাকৃতিতে পরিণত হওয়া, তাতে প্রাণ সঞ্চার হওয়া, সর্বশক্তিমানের এসব সৃষ্টিজনিত ক্রিয়াকর্মের স্থান মাতার উদরেই। এ জন্যই হাদীসে মাতার হককে পিতার হক থেকে অগ্রে রাখা হয়েছে।

এ বাক্যে পুত্রদের সাথে পৌত্রদের কথা উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এ দম্পতি সৃষ্টির আসল লক্ষ্য হচ্ছে মানব বংশের স্থায়িত্ব যাতে সন্তান ও সন্তানের সন্তান হয়ে মানব জাতির স্থায়িত্বের ব্যবস্থা হয়। অতঃপর وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ বলে মানুষের ব্যক্তিগত স্থায়িত্বের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জন্মের পর মানুষের ব্যক্তিগত স্থায়িত্বের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাও সরবরাহ করেছেন। আয়াতে ব্যবহৃত حَفَدَةً শব্দের আসল অর্থ সাহায্যকারী সেবক। সন্তানদের জন্যে এ শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, পিতা-মাতার সেবক হওয়া সন্তানের কর্তব্য। -(কুরতুবী)

শব্দবিশ্লেষণ :

نُسْقِيْكُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْقَاءُ মূলবর্ণ (س - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- পান করা। كُمْ যমীর মাফউলে বিহী।

فَرْثٌ : একবচন, বহুবচন فُرُوْثٌ অর্থ- ঐ গোবর যা প্রাণীর আঁতে থাকে। فَرَاثَةٌ ও বলে।

دَمٌ : অর্থ- রক্ত, খুন। মূলত : دَمْىٌ অথবা কারো মতে دَمَوٌ ছিল। لام كلمه কে ফেলে দেওয়া হয়েছে অথবা কখনো কখনো لام كلمه কে মীম দ্বারা পরিবর্তন করে মীমকে মীমের মধ্যে ইদগাম করে দেওয়া হয়। যেমন- دم

لَبَنًا : ইসমে জিনস, একবচন, বহুবচন আসে اَلْبَانٌ অর্থ- দুধ। بَنَاتُ اللَّبَنِ অর্থ-দুধের নহর। لَبَّانٌ অর্থ- মহিলাদের স্তন থেকে দুধ পান করানো। لَبُوْنٌ দুগ্ধদাতা প্রাণী অথবা ঐ প্রাণী যার স্তনে দুধ এসেছে। اِبْنُ اللَّبُوْنِ দুই বছরের উট, بِنْتُ لَبُوْنٍ দুই বছররের উটনী, لَبَنًا মাসদারও আসে। বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ অর্থ, দুধ পান করানো।

سَائِغًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلسَّوْغُ মূলবর্ণ (س - و - غ) জিনস اجوف واوى অর্থ- সহজভাবে খাদ্যপানীয় গলার ভেতরে চলে যাওয়া।

اِتَّخِذِى : সীগাহ واحد مؤنث حاضر বহছ امرحاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (أ - خ - ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ- বানানো, গ্রহণ করা।

يَعْرِشُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মূলবর্ণ (ع - ر - ش) জিনস صحيح অর্থ- কাঠের ছাদ বানানো, আবাসন তৈরি করা। আবার লাজেমও আসে। অর্থ- পেরেশান ও উদভ্রান্ত হওয়া। عَرَشَ بِالْمَكَانِ সেখানে অবস্থান করেছে। বাব سَمِعَ থেকে عن যোগে متعدى হলে অর্থ হয় প্রত্যাবর্তন করা।

يَتَوَفَّاكُمْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف মাসদার اَلتَّوَفِّىْ বাব تَفَعُّلٌ মূলবর্ণ (و - ف - ى) জিনস لفيف مقروق অর্থ- মৃত্যু দেওয়া।

৭৩. আর আল্লাহকে ছেড়ে এমন বস্তুসমূহের ইবাদত করতে থাকবে যেগুলো না তাদেরকে আসমান হতে জীবিকা পৌছাবার সামর্থ্য রাখে, আর না জমিন হতে এবং তারা কোনো ক্ষমতাও রাখে না।	وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ شَيْئًا وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ﴿٧٣﴾
৭৪. অতএব, আল্লাহর জন্য উপমাসমূহ গড়িও না; আল্লাহ তা'আলা [ভালোভাবে] জানেন এবং তোমরা জান না।	فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٧٤﴾
৭৫. আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন যে, [কারো] একটি স্বত্বাধিকারভুক্ত দাস আছে- যে কোনো কিছুরই ক্ষমতা রাখে না, তার এক ব্যক্তি আছে যাকে আমি স্বীয় সন্নিধান হতে প্রচুর জীবিকা প্রদান করেছি, অনন্তর সে তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে; এরূপ লোকেরা কি পরস্পর সমান হতে পারে? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য রয়েছে; কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না।	ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَّجَهْرًا ۚ هَلْ يَسْتَوٗنَ ۚ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾
৭৬. এবং আল্লাহ্ আরো একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন যে, এমন দুই ব্যক্তি আছে যাদের মধ্যে একজন তো [দাস, অধিকন্তু সে] বোবা [-ও], কোনো কাজই করতে পারে না এবং সে মনিবের গলগ্রহ, সে তাকে যেখানে পাঠায় কোনো কাজ সমাধা করে আসতে পারে না। এ [বোবা] ব্যক্তি এবং এমন ব্যক্তি কি পরস্পর সমান হতে পারে? যে ব্যক্তি ভালো কথা শিক্ষা দেয় এবং সে নিজেও ন্যায় পথে [চলে] থাকে।	وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ ۙ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ۚ هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ ۙ وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٧٦﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৩. وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আর আল্লাহকে ছেড়ে এমন বস্তুসমূহের ইবাদত করবে مَالَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا যেগুলো না তাদেরকে জীবিকা পৌছাবার সামর্থ্য রাখে مِّنَ السَّمٰوٰتِ আসমান হতে وَالْاَرْضِ شَيْئًا আর না জমিন হতে وَّلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ এবং তারা কোনো ক্ষমতাও রাখে না।

৭৪. فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ অতএব, আল্লাহর জন্য উপমাসমূহ গড়ো না اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ আল্লাহ তা'আলা (ভালোভাবে) জানেন وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ এবং তোমরা জান না।

৭৫. ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন যে, عَبْدًا مَّمْلُوْكًا (কারো) একটি স্বত্বাধিকারভুক্ত দাস আছে لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ যে কোনো কিছুরই ক্ষমতা রাখে না وَّمَنْ رَّزَقْنٰهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا আর এক ব্যক্তি আছে যাকে আমি স্বীয় সন্নিধান হতে প্রচুর জীবিকা প্রদান করেছি فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ অনন্তর সে তা হতে ব্যয় করে سِرًّا وَّجَهْرًا গোপনে ও প্রকাশ্যে هَلْ يَسْتَوِيٰنِ এরূপ লোকেরা কি পরস্পর সমান হতে পারে? اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য রয়েছে بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই জানে না।

৭৬. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا এবং আল্লাহ তা'আলা আরো একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন যে, رَّجُلَيْنِ এমন দু'ব্যক্তি আছে اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ যাদের মধ্যে একজন তো বোবা لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ কোনো কাজই করতে পারে না وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰىهُ এবং সে মনিবের গলগ্রহ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ সে তাকে যেখানে পাঠায় لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ কোনো কাজ সমাধা করে আসতে পারে না هَلْ يَسْتَوِيْ هُوَ এই (বোবা) ব্যক্তি এবং এমন ব্যক্তি কি পরস্পর সমান হতে পারে وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ যে ব্যক্তি ভালো কথা শিক্ষা দেয় وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ এবং সে নিজেও ন্যায় পথে (চলে) থাকে।

৭৭. আর আসমানসমূহ এবং জমিনের সমস্ত গোপন বিষয় [-এর অবগতি] একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই নির্দিষ্ট; আর কিয়ামতের ব্যাপারে এরূপ হবে, যেমন চোখের পলক ফেলা; বরং তা হতেও দ্রুততর; নিশ্চিতরূপে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।	وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَاۤ اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (٧٧)
৭৮. আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বের করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না এবং তিনিই তোমাদেরকে দিয়েছেন কর্ণ ও চক্ষু এবং হৃদয়সমূহ, যেন তোমরা [তাঁর] শোকর কর।	وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَیْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (٧٨)
৭৯. মানুষ কি পক্ষীকুলকে দেখেনি? যে, তারা আসমানের [নীচে] শূন্য মণ্ডলে [আল্লাহরই] বশীভূত হয়ে আছে; এগুলোকে কেউই ধরে রাখে না আল্লাহ ব্যতীত; এর মধ্যে ঈমানদারদের জন্য [আল্লাহর অসীম ক্ষমতার] প্রমাণসমূহ রয়েছে।	اَلَمْ یَرَوْا اِلَی الطَّیْرِ مُسَخَّرٰتٍ فِیْ جَوِّ السَّمَآءِ ؕ مَا یُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ (٧٩)

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৭. وَلِلّٰهِ আর একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই নির্দিষ্ট غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানসমূহ ও জমিনের সমস্ত গোপন বিষয় (এর অবগতি) وَمَاۤ اَمْرُ السَّاعَةِ আর কিয়ামতের ব্যাপারে তো এরূপ হবে اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ যেমন চোখের পলক ফেলা اَوْ هُوَ اَقْرَبُ বরং তা হতেও দ্রুততর اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ নিশ্চিতরূপে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

৭৮. وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বের করেছেন مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে এমন অবস্থায় যে, لَا تَعْلَمُوْنَ شَیْـًٔا তোমরা কিছুই জানতে না وَّجَعَلَ لَكُمُ এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন السَّمْعَ কর্ণ وَالْاَبْصَارَ ও চক্ষু وَالْاَفْـِٕدَةَ এবং হৃদয়সমূহ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ যেন তোমরা (তার) শোকর কর।

৭৯. اَوَلَمْ یَرَوْا মানুষ কি দেখেনি اِلَی الطَّیْرِ পক্ষীকুলকে যে, مُسَخَّرٰتٍ তারা বশীভূত হয়ে আছে فِیْ جَوِّ السَّمَآءِ আসমানের (নীচে) শূন্য মণ্ডলে مَا یُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ তাদেরকে কেউ ধরে রাখে না আল্লাহ ব্যতীত اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ এর মধ্যে প্রমাণসমূহ রয়েছে لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ঈমানদারদের জন্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ : বাক্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এ সত্যের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনই কাফেরসুলভ সন্দেহ ও প্রশ্নের জন্ম দেয়। সত্যটি এই যে, সাধারণভাবে মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে মানবজাতির অনুরূপ মনে করে তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, যেমন রাজা-বাদশাহকে আল্লাহর দৃষ্টান্তরূপে পেশ করে। অতঃপর এই ভ্রান্ত দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে আল্লাহর কুদরতের ব্যবস্থাকেও রাজা-বাদশাহদের ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে বলতে থাকে যে, কোনো রাষ্ট্রে একা বাদশাহ যেমন সমগ্র দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিচালনা করতে পারেন না, অধীনস্থ মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদেরকে ক্ষমতা অর্পণ করে তাদের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করতে হয়, তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার অধীনে আরো কিছুসংখ্যক উপাস্যও থাকা প্রয়োজন, যারা আল্লাহর কাজে সাহায্য করবে। মূর্তি পূজারী এবং মুশরিকদের মধ্যে প্রচলিত ধারণাও তাই। আলোচ্য বাক্যটি তাদের সন্দেহের মূল উপড়ে দিয়ে বলেছে যে, আল্লাহ তা'আলার জন্য সৃষ্টজীবনের দৃষ্টান্ত পেশ করা একান্তই নির্বুদ্ধিতা। তিনি দৃষ্টান্ত, উদাহরণ এবং আমাদের ধারণা কল্পনার অনেক উর্ধ্বে।

لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا : এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জ্ঞান লাভ মানুষের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য নয়। জন্মের সময় তার কোনো জ্ঞান ও নৈপুণ্য থাকে না। অতঃপর মানবিক প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে কিছু কিছু জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি শিক্ষা দেওয়া হয়। এসব জ্ঞান শিক্ষায় পিতামাত ও ওস্তাদের কোনো ভূমিকা নেই। যেমন সর্বপ্রথম তাকে কান্না শিক্ষা দেওয়া হয়। তার এ গুণটিই তখন তার যাবতীয় অভাব মেটায়। ক্ষুধা-তৃষ্ণা শীত-উত্তাপ কিংবা অন্য যে কোনো কষ্ট অনুভব করলেই কান্না জুড়ে দেয়। সর্বশক্তিমান তার অভাব মেটানোর জন্য পিতামাতার অন্তরে বিশেষ স্নেহ মমতা সৃষ্টি করে দেন। শিশুর আওয়াজ শুনতেই তারা তার কষ্ট বুঝতে ও তা দূর করতে সচেষ্ট হয়। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে শিশুকে এ কান্না শিক্ষা দেওয়া না হতো, তবে কে তাকে শিক্ষা দিত যে, কোনো অসুবিধা দেখা দিলেই এভাবে শব্দ করতে হবে? এর সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাকে এলহামের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন যে, মায়ের স্তন থেকে খাদ্যলাভ করার জন্য মাড়ি ও ঠোঁটকে কাজে লাগাতে হবে। এ শিক্ষা প্রাকৃতিক ও সরাসরি না হলে কোনো ওস্তাদের সাধ্য ছিল এ সদ্যজাত শিশুকে মুখ চালনা ও স্তন চোষা শিক্ষা দেওয়া! এমনিভাবে তার প্রযোজন যতই বাড়তে থাকে, সর্বশক্তিমান তাকে পিতামার মধ্যস্থতা ছাড়াই প্রাকৃতিকভাবে শিক্ষাদান করেন। কিছুদিন পর তার মধ্যে এমন নৈপুণ্য সৃষ্টি হতে থাকে যে, পিতামাতা ও নিকটস্থ অন্যান্য লোকের কথাবার্তা শুনে কিংবা কোনো বস্তু দেখে কিছু শিখতে থাকে। অতঃপর শ্রুত শব্দ ও দেখা বিষয় নিয়ে চিন্তা করার ও বুঝার নৈপুণ্য সৃষ্টি হয়।

তাই আয়াতে لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا এর পরে বলা হয়েছে وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ অর্থাৎ, জন্মের শুরুতে যদিও কোনো কিছুর জ্ঞান মানুষের মধ্যে ছিল না, কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা তার অস্তিত্বের মধ্যে জ্ঞান অর্জনের অভিনব উপকরণ স্থাপন করে দিয়েছেন। এসব উপকরণের মধ্যে সর্বপ্রথম سَمْع অর্থাৎ, শ্রবণশক্তির উল্লেখ করা হয়েছে। একে অগ্রে আনার কারণ সম্ভবত : এই যে, মানুষের সর্বপ্রথম জ্ঞান এবং সর্বাধিক জ্ঞান কানের পথেই আগমন করে। সূচনালগ্নে চক্ষু বন্ধ থাকে; কিন্তু কান শ্রবণ করে। এররপরও চিন্তা করলে দেখা যায় যে, মানুষ সারা জীবনে যত জ্ঞান অর্জন করে, তন্মধ্যে কানে শ্রুত জ্ঞানই সর্বাধিক। চোখে দেখা জ্ঞান তুলনামূলকভাবে কম।

এতদুভয়ের পর ঐসব জ্ঞানের পালা, যেগুলো মানুষ শোনা ও দেখা বিষয়সমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে অর্জন করে। কুরআনের উক্তি অনুযায়ী এ কাজটি মানুষের অন্তরের। তাই তৃতীয় পর্যায় افئدة বলা হয়েছে। এটা فؤاد -এর বহুবচন। অর্থ অন্তর। দার্শনিকরা সাধারণভাবে মানুষের মস্তিষ্ককে জ্ঞানবুদ্ধি ও বোধশক্তির কেন্দ্র সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু কুরআনের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, কোনো কিছুর বুঝার ব্যাপারে যদিও মস্তিষ্কের প্রভাব রয়েছে, কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধির আসল কেন্দ্র হচ্ছে অন্তর।

এখানে আল্লাহ তা'আলা শ্রবণশক্তি ও বোধশক্তির উল্লেখ করেছেন; বাকশক্তি ও জিহ্বার কথা উল্লেখ করেননি। কেননা জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বাকশক্তির প্রভাব নেই; বাকশক্তি বরং জ্ঞান প্রকাশের উপায়। এছাড়া ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন– শ্রবণশক্তির সাথে বাকশক্তির উল্লেখও প্রসঙ্গত হয়ে গেছে। কেননা অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়, যে ব্যক্তি কানে শোনে, সে মুখে কথাও বলে। বোবা কথা বলতে অক্ষম, সে কানের দিক থেকেও বধির। সম্ভবত : তার কথা না বলার কারণই হচ্ছে কানে কোনো শব্দ না শোনা। শব্দ শুনলে হয়তো সে তা অনুসরণ করে বলাও শিখত।

শব্দবিশ্লেষণ :

هَلْ يَسْتَوُونَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِوَاءُ মূলবর্ণ (س-و-ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– সমান হওয়া।

يُوَجِّهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْجِيْهُ মূলবর্ণ (و-ج-ه) জিনস مثال واوى অর্থ– কোনো দিকে রুখ করা, পাঠানো।

لَا يَأْتِ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منفى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاِتْيَانُ মূলবর্ণ (أ-ت-ى) জিনস مركب (ناقص يائى ও مهموزفاء) অর্থ– আসা

اَقْرَبُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব كَرُمَ মাসদার اَلْقُرْبُ মূলবর্ণ (ق-ر-ب) জিনস صحيح অর্থ– নিকটবর্তী হওয়া بُعْد ও قُرْب পরস্পর বিরোধী গুণ।

اَلَمْ يَرَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلرُّؤْيَةُ মূলবর্ণ (ر-أ-ى) জিনস مركب (ناقص يائى ও مهموز عين) অর্থ– দেখা

مُسَخَّرَاتٌ : সীগাহ جمع مؤنث বহছ اسم مفعول বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّسْخِيْرُ মূলবর্ণ (س-خ-ر) জিনস صحيح অর্থ– জোর করে পারিশ্রমিক ব্যতীত কাজ হাসিল করা।

مَا يُمْسِكُهُنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِمْسَاكُ মূলবর্ণ (م-س-ك) জিনস صحيح অর্থ– দমন করা। বারণ করা।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُّوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ (٨٠)

৮০. আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গৃহসমূহে থাকার স্থান করে দিয়েছেন এবং তোমাদের জন্য পশুচর্মের গৃহ [তাঁবু] নির্মাণ করেছেন, যেগুলোকে তোমরা ভ্রমণকালে এবং অবস্থানকালে হালকা বোধ কর, আর তাদের পশম ও তাদের লোম ও তাদের চুল দ্বারা গৃহ সরঞ্জামাদি এবং উপকারের দ্রব্যাদি এক নির্দিষ্ট কালের জন্য তৈরি করেছেন।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ (٨١)

৮১. আর আল্লাহ তোমাদের জন্য নিজে কতক সৃষ্টি [বৃক্ষ ইত্যাদি]-র ছায়া বানিয়েছেন এবং তোমাদের জন্য পর্বতসমূহে বহু আশ্রয়স্থল বানিয়ে দিয়েছেন এবং তোমাদের জন্য এমন জামাসমূহ বানিয়েছেন যা তোমাদেরকে তাপ হতে রক্ষা করে, আর এমন জামাসমূহ ও বানিয়ে দিয়েছেন যা তোমদের যুদ্ধে [অস্ত্রের আঘাত হতে] তোমাদেরকে রক্ষা করে, আল্লাহ এভাবেই পূর্ণ করে দেন তোমাদের উপর নিজের নিয়ামতসমূহ, যেন তোমরা ফরমাবরদার হয়ে থাক।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ (٨٢)

৮২. এতদসত্ত্বেও যদি এ লোকেরা বিমুখ হয়ে যায়, তবে আপনার জিম্মায় তো কেবল স্পষ্টরূপে পৌঁছে দেওয়া।

يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ (٨٣)

৮৩. তারা আল্লাহর নিয়ামতকে চিনে, তৎপরও তা অস্বীকার করে আর তাদের অধিকাংশই হচ্ছে অকৃতজ্ঞ।

শাব্দিক অনুবাদ :

৮০. وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْۢ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا আর আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য তোমাদের গৃহ সমূহে থাকার স্থান করে দিয়েছেন وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا এবং তোমাদের জন্য পশু চর্মের গৃহ (তাঁবু) নির্মাণ করেছেন- تَسْتَخِفُّوْنَهَا যে গুলোকে তোমরা হাল্‌কা বোধ কর يَوْمَ ظَعْنِكُمْ ভ্রমণ কালে وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ এবং অবস্থান কালে وَمِنْ اَصْوَافِهَا আর তাদের পশম وَاَوْبَارِهَا ও তাদের লোম وَاَشْعَارِهَا ও তাদের চুল দ্বারা اَثَاثًا গৃহ সরঞ্জামাদি وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ এবং উপকারের দ্রব্যাদি এক নির্দিষ্টকালের জন্য তৈরি করেছেন।

৮১. وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ আর আল্লাহ তোমাদের জন্য বানিয়েছেন مِّمَّا خَلَقَ ظِلٰلًا নিজ কতক সৃষ্টি (বৃক্ষ ইত্যাদি)-এর ছায়া وَّجَعَلَ لَكُمْ এবং তোমাদের জন্য বানিয়েছেন مِّنَ الْجِبَالِ পর্বতসমূহে اَكْنَانًا বহু আশ্রয় স্থল وَّجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ এবং তোমাদের জন্য এমন জামাসমূহ বানিয়েছেন تَقِيْكُمُ الْحَرَّ যা তোমাদেরকে তাপ হতে রক্ষা করে وَسَرَابِيْلَ আর এমন জামাসমূহ ও বানিয়ে দিয়েছেন تَقِيْكُمْ بَاْسَكُمْ যা তোমাদের যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে كَذٰلِكَ يُتِمُّ আল্লাহ এভাবেই পূর্ণ করেছেন نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ তোমাদের উপর নিজের নিয়ামতসমূহ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُوْنَ যেন তোমরা ফরমাবরদার হয়ে থাক।

৮২. فَاِنْ تَوَلَّوْا এতদসত্ত্বেও যদি এই লোকেরা বিমুখ হয়ে যায় فَاِنَّمَا عَلَيْكَ তবে আপনার জিম্মায় তো কেবল الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ স্পষ্টরূপে পৌঁছে দেওয়াই।

৮৩. يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ তারা আল্লাহর নিয়ামতকে চিনে ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا তৎপরও তা অস্বীকার করে وَاَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ আর তাদের অধিকাংশই হচ্ছে অকৃতজ্ঞ।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (٨٤)

৮৪. আর যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত হতে এক এক জন সাক্ষী খাড়া করব, তৎপর সেই কাফেরদেরকে [ওজর পেশ করার] অনুমতি দেওয়া হবে না, আর না তাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের আদেশ দেওয়া হবে।

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (٨٥)

৮৫. আর যখন অনাচারী লোকেরা আজাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন এ আজাব না তাদের হতে হালকা করা হবে, আর না তাদেরকে কোনোও অবকাশ দেওয়া হবে।

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ ۖ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ (٨٦)

৮৬. আর যখন মুশরিকরা নিজেদের [স্থিরীকৃত] উপাস্যদেরকে দেখতে পাবে, তখন [অপরাধ স্বীকার করার ছলে] তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! এরাইতো হচ্ছে আমাদের সেসব উপাস্য, যাদেরকে আমরা পূজা করতাম আপনাকে ছেড়ে, অনন্তর তারা [সেই উপাস্যগুলো] তাদের প্রতি এ বাক্য প্রয়োগ করবে যে, তোমরা মিথ্যাবাদী।

وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ ۖ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٨٧)

৮৭. আর এসব লোকেরা সেদিন আল্লাহর সমীপে আনুগত্যের কথা বলতে থাকবে এবং [পৃথিবীতে] যা কিছু মিথ্যা উদ্ভাবন করত, তৎসমুদয় উধাও হয়ে যাবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৪. وَيَوْمَ نَبْعَثُ আর যেদিন আমি খাড়া করব مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ প্রত্যেক উম্মত হতে شَهِيدًا এক একজন সাক্ষী ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ তৎপর অনুমতি দেওয়া হবে না لِلَّذِينَ كَفَرُوا সেই কাফেরদেরকে (ওজর পেশ করার) وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ আর না তাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের আদেশ দেওয়া হবে।

৮৫. وَإِذَا رَأَى আর যখন প্রত্যক্ষ করবে الَّذِينَ ظَلَمُوا অনাচারী লোকেরা الْعَذَابَ আজাব فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ তখন এ আজাব না তাদের থেকে হালকা করা হবে وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ আর না তাদেরকে কোনো অবকাশ দেওয়া হবে।

৮৬. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا আর যখন মুশরিকরা দেখতে পাবে شُرَكَاءَهُمْ নিজেদের (স্থিরীকৃত) উপাস্যদেরকে قَالُوا তখন বলবে رَبَّنَا হে আমাদের প্রতিপালক! هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا এরাই হচ্ছে আমাদের সে সব উপাস্য الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو যাদেরকে আমরা পূজা করতাম مِنْ دُونِكَ আপনাকে ছেড়ে فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ অনন্তর তারা তাদের প্রতি এ বাক্য প্রয়োগ করবে যে, إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ তোমরা মিথ্যাবাদী।

৮৭. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ আর এসব লোকেরা আল্লাহর সমীপে বলতে থাকবে يَوْمَئِذٍ সেদিন السَّلَمَ আনুগত্যের কথা وَضَلَّ عَنْهُمْ এবং তৎসমুদয় উধাও হয়ে যাবে مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (পৃথিবীতে) যা কিছু মিথ্যা উদ্ভাবন করত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يَعْرِفُوْنَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُوْنَ

শানে নুযূল : হযরত রাসূলে আকরাম ﷺ-এর খেদমতে দাহকানী এক ব্যক্তি আসলে তিনি তাকে ঈমান গ্রহণ করার প্রতি উৎসাহ দান করে পূর্ব আয়াত সমূহে বর্ণিত অনেক ইহসান সমূহ সম্পর্কে তেলাওয়াত করে শোনালেন। এতে সে আল্লাহর অনুগ্রহ সমূহের কথা স্বীকার করে। তবে যখন পূর্ববর্তী আয়াত لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত পৌছেন, তখন সে মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে লাগল। এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا : এখানে بُيُوْتٌ শব্দটি بَيْتٌ-এর বহুবচন। রাত্রিযাপন করা যায় এমন গৃহকে بَيْتٌ বলা হয়। ইমাম কুরতুবী স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'যে বস্তু তোমার মথার উপর রয়েছে এবং তোমাকে ছায়া দান করে, তা ছাদ ও আকাশ বলে কথিত হয়। যে বস্তু তোমার অস্তিত্বকে বহন করছে, তা জমিন এবং যে বস্তু চারদিক থেকে তোমাকে আবৃত করে রাখে, তা প্রাচীর। এগুলো সব কাছাকাছি একত্রিত হয়ে গেলে তাই بَيْتٌ তথা গৃহে পরিণত হয়।'

مِنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ এবং وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا থেকে প্রমাণিত হলো যে, জীব-জন্তুর চামড়া, লোম ও পশম ব্যবহার করা মানুষের জন্য হালাল। এতে জন্তুটি জবাইকৃত হওয়া অথবা মৃত হওয়ারও কোনো শর্ত নেই। এমনিভাবে যে জন্তুর পশম বা চামড়া আহরণ করা হবে, সেটির গোশত হালাল কি হারাম সেটা বিচার করারও কোনো শর্ত নেই। সবরকম জন্তুর চামড়াই লবণ দিয়ে শুকানোর পর ব্যবহার করা হালাল। লোম ও পশমের উপর জন্তুর মৃত্যুর কোনো প্রভাবই পড়ে না। তাই সেটি যথারীতি শুকিয়ে ব্যবহার উপযোগী করে নিলেই তা পাক হয়ে যায় এবং সেটি ব্যবহার করা হালাল ও জায়েজ হয়ে যায়। ইমাম আজম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব তাই। তবে শূকরের চামড়া ও যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও লোম-পশম অপবিত্র ও ব্যবহারের অযোগ্য।

سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ : এখানে গ্রীষ্মের উত্তাপ থেকে রক্ষা করাকে মানুষের পোশাকের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে। অথচ পোশাক মানুষকে শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুর প্রভাব থেকেই রক্ষা করে। ইমাম কুরতুবী ও অন্যান্য তাফসীরবিদগণ এ প্রশ্নের জওয়াবে বলেন যে, কুরআনে পাক আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। সর্বপ্রথম এতে আরবদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাই এতে আবরদের অভ্যাস ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বক্তব্য রাখা হয়েছে। আরব হলো গ্রীষ্ম প্রধান দেশ। সেখানে বরফ জমা ও শীতের কল্পনা করা কঠিন। তাই শুধু গ্রীষ্ম থেকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। হযরত থানভী (র.) বয়ানুল কুরআনে বলেন, কুরআন পাক এ সূরার শুরুতে لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ বলে পোশাকের সাহায্যে শীত থেকে আত্মরক্ষা ও উত্তাপ হাসিল করার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছিল। তাই এখানে শুধু উত্তাপ প্রতিহত করার কথা বলা হয়েছ।

শব্দবিশ্লেষণ :

أَصْوَافِهَا : أَصْوَافٌ শব্দটি صُوْفٌ-এর বহুবচন, هَا যমীর মুযাফ ইলাইহি, অর্থ- তাদের লোম।

أَوْبَارِهَا : বহুবচন, একবচন وَبَرٌ অর্থ- উটের লোম, উটের চুল।

أَشْعَارِهَا : বহুবচন, একবচন شَعْرٌ অর্থ- তাদের চুল।

أَكْنَانًا : বহুবচন, একবচন كِنٌّ বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِكْنَانُ অর্থ- অন্তরে গোপন করা ও সংরক্ষিত রাখা।

سَرَابِيْلُ : একবচন, বহুবচন سِرْبَالٌ অর্থ- পোশাক। জামা।

تَقِيْكُمْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف মাসদার اَلْوِقَايَةُ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- হেফাজত করা, বাঁচানো।

لَا يُؤْذَنُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع مجهول বাব سَمِعَ মাসদার اَلْإِذْنُ - الاذان মূলবর্ণ (أ - ذ - ن) জিনস مهموزفاء অর্থ- অনুমতি দেওয়া।

فَأَلْقَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার اَلْإِلْقَاءُ মূলবর্ণ (ل - ق - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- ঢালা, নিক্ষেপ করা।

كَانُوا يَفْتَرُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى استمرارى معروف বাব إِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْإِفْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ف - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- মিথ্যা অপবাদ, মিথ্যা রটনা করা।

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ (٨٨)

৮৮. যারা কুফরি করত এবং [অপরকেও] আল্লাহর পথ হতে ফিরিয়ে রাখত, আমি তাদের জন্য এক শাস্তির উপর [অন্য] আর এক শাস্তি বর্ধিত করে দিব, তাদের ফ্যাসাদ বিস্তারের বিনিময়ে।

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ اَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ (٨٩)

৮৯. আর যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে তাদের মধ্যকার এক এক জন সাক্ষী তাদের বিরুদ্ধে দাড় করাব এবং এদের সকলের মোকাবিলায় আপনাকে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব; আর আপনার প্রতি [আপনার রাসূল হওয়ার প্রমাণস্বরূপ] এ কুরআন নাজিল করেছি– যা [ধর্মের] সকল বিষয়ের বর্ণনাকারী; [বিশেষ করে] মুসলমানদের জন্য বড় হেদায়েত ও বড় রহমত এবং সুংবাদ জ্ঞাপক।

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (٩٠)

৯০. নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা ন্যায়-নিষ্ঠা ও পরোপকার করা এবং আত্মীয়স্বজনকে দান করার আদেশ করছেন, আর স্পষ্ট পাপ ও সমস্ত মন্দ কাজ এবং [কারো প্রতি] অত্যাচার করা হতে নিষেধ করছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এ জন্য নসিহত করেন, যেন তোমরা নসিহত গ্রহণ কর।

١٢ ع ١٨

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৮. الَّذِيْنَ كَفَرُوْا যারা কুফরি করত وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এবং (অপরকেও) আল্লাহর পথ হতে ফিরিয়ে রাখত زِدْنٰهُمْ আমি তাদের জন্য বর্ধিত করে দিব عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ এক শাস্তির উপর (অন্য) আর এক শাস্তি بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ তাদের ফ্যাসাদ বিস্তারের বিনিময়।

৮৯. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا আর যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে এক একজন সাক্ষী খাড়া করব عَلَيْهِمْ তাদের বিরুদ্ধে مِنْ اَنْفُسِهِمْ তাদের মধ্যকার وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا এবং আপনাকে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব عَلٰى هٰٓؤُلَآءِ এদের সকলের মোকাবিলায় وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ আর আপনার প্রতি এই কুরআন নাজিল করেছি تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ যা (ধর্মের) সকল বিষয়ের বর্ণনাকারী وَهُدًى বড় হেদায়েত وَّرَحْمَةً ও বড় রহমত وَّبُشْرٰى এবং সুসংবাদ জ্ঞাপক لِلْمُسْلِمِيْنَ (বিশেষ করে) মুসলমানদের জন্য।

৯০. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেছেন بِالْعَدْلِ ন্যায়নিষ্ঠা وَالْاِحْسَانِ ও পরোপকার করা وَاِيْتَآئِ ذِي الْقُرْبٰى এবং আত্মীয় স্বজনকে দান করার وَيَنْهٰى আর নিষেধ করেছেন عَنِ الْفَحْشَآءِ স্পষ্ট পাপ وَالْمُنْكَرِ ও সমস্ত মন্দ কাজ وَالْبَغْيِ এবং (কারো প্রতি) অত্যাচার করা হতে يَعِظُكُمْ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এ জন্য নসিহত করেন لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ যেন তোমরা নসিহত গ্রহণ কর।

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ (٩١)

৯১. এবং তোমরা পূর্ণ কর আল্লাহর [শরিয়তসম্মত] প্রতিজ্ঞাকে যখন তোমরা তা নিজেদের জিম্মায় গ্রহণ কর এবং তোমরা নিজেদের কসমগুলো ভঙ্গ করো না তা দৃঢ় করার পর, অথচ তোমরা আল্লাহকে সাক্ষীও বানিয়েছ; নিঃসন্দেহে আল্লাহ অবগত আছেন যা কিছু তোমরা করছ।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا ۭ تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ ۭ اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ ۭ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ (٩٢)

৯২. আর তোমরা সে [উন্মাদিনী] স্ত্রীলোকের অনুরূপ হয়ো না, যে নিজের সুতা কাটার পর টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলল; [তার ন্যায়] তোমরা [-ও] নিজেদের কসমগুলোকে [ভেঙ্গে] পরস্পর বিবাদ সৃষ্টির উপকরণ বানাতে আরম্ভ কর, শুধু এ কারণে যে, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায় হতে অধিকতর উন্নত হয়ে যাবে; এটা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন মাত্র; আর যে সমস্ত বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছ, কিয়ামতের দিন সে সমস্ত বিষয় তোমাদের সম্মুখে প্রকাশ করে দিবেন।

وَلَوْ شَاۗءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَاۗءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (٩٣)

৯৩. আর যদি আল্লাহ তা'আলা চাইতেন, তবে তোমাদের সকলকে একই উম্মত করে দিতেন, কিন্তু তিনি যাকে চান বিপথগামী করেন এবং যাকে চান সুপথে পরিচালিত করেন; আর নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের সকল কৃতকর্মের কৈফিয়ত তলব করা হবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৯১. وَاَوْفُوْا আর তোমরা প্রতিজ্ঞা কর بِعَهْدِ اللّٰهِ আল্লাহর প্রতিজ্ঞাকে اِذَا عٰهَدْتُّمْ যখন তোমরা তা নিজেদের জিম্মায় গ্রহণ কর وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ এবং তোমরা নিজেদের কসমগুলো ভঙ্গ করো না بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا তা দৃঢ় করার পর وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا অথচ তোমরা আল্লাহকে সাক্ষীও বানিয়েছ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা অবগত আছেন مَا تَفْعَلُوْنَ যা কিছু তোমরা করছ।

৯২. وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ আর তোমরা সেই (উন্মাদিনী) স্ত্রীলোকের অনুরূপ হয়ো না نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا যে নিজের সুতা কাটার পর টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেলল تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ তোমরা (-ও) নিজেদের কসমগুলো (ভেঙ্গে) পরস্পর বিবাদ সৃষ্টির উপকরণ বানাতে আরম্ভ কর اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍ এ কারণে যে, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায় হতে অধিকতর উন্নত হয়ে যাবে اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖ এটা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন মাত্র وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ আর সে সমস্ত বিষয় তোমাদের সম্মুখে প্রকাশ করে দিবেন يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামতের দিন مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ যে সমস্ত বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছ।

৯৩. وَلَوْ شَاۗءَ اللّٰهُ আর আল্লাহ যদি চাইতেন لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً তবে তোমাদের সকলকে একই উম্মত করে দিতেন وَلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَاۗءُ কিন্তু তিনি যাকে চান বিপথগামী করেন وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۗءُ এবং যাকে চান সুপথে পরিচালিত করেন وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের সকল কৃতকর্মের কৈফিয়ত তলব করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَأَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ إِذَا عَاهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ.

এ আয়অতের একাধিক শানে নুযূল বর্ণিত রয়েছে। ধারাবাহিক ভাবে তা নিম্নে দেওয়া হলো-

১. **শানে নুযূল :** বুরাইদা হতে বর্ণিত যে, যারা রাসূল ﷺ-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করার বায়াত করেছিলেন তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

২. **শানে নুযূল :** কাতাদা ও মুজাহিদের বর্ণনানুযায়ী জাহেলী যুগে আমার বিল-মা'রূফ ও নাহি আনিল-মুনকার সম্পর্কে যারা মৈত্রী চুক্তি করে ছিল, তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

৩. **শানে নুযূল :** মাইমুন বিন মেহরান বলেন যে, মুসলমান কিংবা অমুসলমান যে কারোর সাথেই কোনো অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি করা হলে, তা পূর্ণ করার গুরুত্ব প্রদান করে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। কারণ অঙ্গীকার মূলত আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যেই।

৪. **শানে নুযূল :** আম্মার বলেন যে, অঙ্গীকার পূর্ণ করার দ্বারা কারো মতে যে, সকল আরবরা অন্য কোনো গোত্রের সাথে কোনো চুক্তিতে আবদ্ধ হতো, তখন তাদের অপেক্ষা শক্তিশালী গোত্র দুর্বল গোষ্ঠীর সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে দিত। তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। -(বাহরে মুহীত্ব : ৫১৪/৫)

৫. **শানে নুযূল :** মক্কা মুয়াজ্জামায় একটি জমাত রাসূল ﷺ-এর নিকট ঈমানের উপর অটল থাকার অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল। যখন কুরাইশদের সাধারণ ও সাময়িক বিজয় ও মুসলমানদের দুর্বলতা প্রকাশ হলো, তখন শয়তান তাদের অন্তর ভ্রান্তির পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, সে মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা ঈমানের উপর অটল ও দৃঢ় থাকার নির্দেশ দিয়ে উক্ত আয়াত নাজিল করেন। -(নূরুল কুলূব)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ এতে কুরআনকে যাবতীয় বিষয়ের বিশ্লেষণকারী বলা হয়েছে। 'যাবতীয় বিষয়' বলে প্রধানতঃ দীনের যাবতীয় বিষয় বুঝানো হয়েছে। কেননা ওহী ও নবুয়তের লক্ষ্য এগুলোর সাথেই সম্পৃক্ত। তাই মানুষের আয়াসসাধ্য অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উদ্ভুত দৈনন্দিন সমস্যাদির তৈরি সমাধান কুরআন পাকে অনুসন্ধান করা ভুল। প্রসঙ্গত : এসব সমস্যাদির সমাধানের ব্যাপারে যে সব ইঙ্গিত রয়েছে, মানবীয় মেধার সংযোগে সেসব থেকেই সমাধান খুঁজে বের করা সম্ভব। এখন প্রশ্ন থাকে যে, কুরআন পাকে অনেক দীনি খুঁটিনাটি বিষয়ও সবিস্তারে বর্ণিত হয়নি। এমতাবস্থায় কুরাআনকে تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ বলা যথার্থ হবে কিরূপে?

এর উত্তর এই যে, কুরআন পাকে সব বিষয়েরই মূলনীতি বিদ্যমান রয়েছে। সে সব মূলনীতির আলোকেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস মাসআলা বর্ণনা করে। কিছু কিছু বিবরণ ইজমা ও কিয়াসের আওতায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস থেকে যেসব মাসআলা নির্গত হয়েছে, সেগুলোও পরোক্ষভাবে কুরআনেরই বর্ণিত মাসআলা।

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ আয়াত সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন- এটি হচ্ছে কুরআন পাকের ব্যাপকতর অর্থবোধক একটি আয়াত। -(ইবনে-কাছীর)

হযরত আকসাম ইবনে সায়ফী (রা.) নামক একজন সাহাবী এ আয়াত শ্রবণ করেই মুসলমান হয়েছিলেন। ইমাম ইবনে-কাছীর হাফেজে হাদীস আবূ ইয়া'লার গ্রন্থ মা'রেফাতুসসাহাবা থেকে সনদসহ এ ঘটনা বর্ণনা করেন যে, আকসাম ইবনে সায়ফী স্বীয় গোত্রের সর্দার ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবুয়ত দাবি ও ইসলাম প্রচারের সংবাদ পেয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আগমন করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু গোত্রের লোকেরা বলল

আপনি সবার প্রধান। আপনার নিজের যাওয়া সমীচীন নয়। আকসাম বললেন, তবে গোত্র থেকে দুজন লোক মনোনীত কর। তারা সেখানে যাবে এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমাকে জানাবে। মনোনীত দু'ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরজ করল, আমরা আকসাম ইবনে সায়ফীর পক্ষ থেকে দু'টি বিষয় জানতে এসেছি। আকসামের প্রশ্ন দু'টি এই مَنْ أَنْتَ وَمَا أَنْتَ আপনি কে এবং কি?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি আল্লাহর দাস ও তাঁর রাসূল। এরপর তিনি সূরা নাহ্লের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ উভয় দূত অনুরোধ করল এ বাক্যগুলো আমাদেরকে আবার শোনানো হোক। রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়াতটি একাধিকবার তেলাওয়াত করলেন। ফলে শেষ পর্যন্ত আয়াতটি তাদের মুখস্থ হয়ে গেল।

দূতদ্বয় আকসাম ইবনে সায়ফীর কাছে ফিরে এসে উল্লিখিত আয়াত শুনিয়ে দিল। আয়াতটি শুনেই আকসাম বলল, এতে বুঝা যায় যে, তিনি উত্তম চরিত্রের আদেশ দেন এবং মন্দ ও অপকৃষ্ট চরিত্র অবলম্বন করতে নিষেধ করেন। তোমরা সবাই তাঁর ধর্মের দীক্ষা নাও, যাতে তোমরা অন্যদের অগ্রে থাক এবং পিছনে অনুসারী হয়ে না থাক। -(ইবনে-কাছীর)

এমনিভাবে হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রা.) বলেন, শুরুতে আমি লোকমুখে শুনে ঝোঁকের মাথায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম, আমার অন্তরে ইসলাম বদ্ধমূল ছিল না। একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, হঠাৎ তাঁর উপর ওহী অবতরণের লক্ষণ প্রকাশ পেল। কতিপয় বিচিত্র অবস্থার পর তিনি বললেন, আল্লাহর দূত এসেছিল এবং এ আয়াত আমার প্রতি নাজিল হয়েছে। হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (র.) বলেন, এ ঘটনা দেখে এবং আয়াত শুনে আমার অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল ও অটল হয়ে গেল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মহব্বত আমার মনে আসন পেতে বসল। ইবনে কাছীর এ ঘটনার বর্ণনা করে এর সনদকে হাসান ও নির্ভুল বলেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াত ওলীদ ইবনে মুগীরার সামনে তেলাওয়াত করলে সে-ও প্রভাবান্বিত হয় এবং কুরায়শদের সামনে ভাষণ দেয় যে- وَاللّٰهِ إِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً وَإِنَّ أَصْلَهُ لَمُورِقٌ وَأَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ بَشَرٍ আল্লাহর কসম, এতে একটি বিশেষ মাধুর্য রয়েছে। এর মধ্যে একটি বিশেষ রওনক ও ঔজ্জ্বল্য রয়েছে। এর মূল থেকে শাখা ও পাতা গজাবে এবং শাখা ফলন্ত হবে। এটা কখনো কোনো মানুষের বাক্য হতে পারে না।

তিনটি বিষয়ের আদেশ ও তিনটি বিষয়ের নিষেধাজ্ঞা : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তিনটি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন : সুবিচার, অনুগ্রহ ও আত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ। পক্ষান্তরে তিন প্রকার কাজ করতে নিষেধ করেছেন : অশ্লীলতা, যাবতীয় মন্দ কাজ এবং জুলুম ও উৎপীড়ন। আয়াতে ব্যবহৃত ছয়টি শব্দের পারিভাষিক অর্থ ও সংজ্ঞার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

عَدْلٌ শব্দের আসল ও আভিধানিক অর্থ সমান করা। এর সাথে সম্বন্ধ রেখেই বিচারকদের জনগণের বিরোধ সংক্রান্ত মোকদ্দমায় সুবিচারমূলক ফয়সালা করাকে عَدْلٌ বলা হয়। أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ আয়াতে এ অর্থই বিধৃত হয়েছে। এ অর্থের দিক দিয়েই স্বল্পতা ও বাহুল্যের মাঝামাঝি সমতাকেও عَدْلٌ বলা হয়। কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ অর্থের সাথে সম্বন্ধ রেখেই আলোচ্য আয়াতে বাইরে ও ভিতরে সমান হওয়া দ্বারা عَدْلٌ শব্দের তাফসীর করেছেন। অর্থাৎ, عَدْلٌ এমন উক্তি অথবা কর্ম, যা মানুষের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে প্রকাশ পায় এবং অন্তরেও তদ্রূপ বিশ্বাস থাকে। বাস্তব সত্য এই যে, এখানে عَدْلٌ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এতে উপরিউক্ত সব অর্থই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাফসীরবিদদের কাছ থেকে বর্ণিত এসব অর্থের মধ্যে কোনো পরস্পর বিরোধিতা নেই।

ইবনে আরবী বলেন : 'আদল' শব্দের প্রকৃত অর্থ সমান করা। এরপর বিভিন্ন সম্পর্কের কারণে এর অর্থ বিভিন্ন হয়ে যায়। উদাহরণত : প্রথম আদল হচ্ছে মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে আদল করা। এর অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলার হককে নিজের ভোগবিলাসের উপর এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে নিজের কামনা-বাসনার উপর অগ্রাধিকার দেওয়া, আল্লাহর বিধানাবলি পালন করা এবং নিষিদ্ধ ও হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা।

দ্বিতীয় আদল হচ্ছে মানুষের নিজের সাথে আদল করা। তা এই যে, দৈহিক ও আত্মিক ধ্বংসের কারণাদি থেকে নিজেকে বাঁচানো, নিজের এমন কামনা পূর্ণ না করা যা পরিণামে ক্ষতিকর হয় এবং সবর ও অল্পেতুষ্টি অবলম্বন করা, নিজের উপর অহেতুক বেশি বোঝা না চাপানো।

তৃতীয় আদল হচ্ছে নিজের এবং সমগ্র সৃষ্টজীবের সাথে শুভেচ্ছা ও সহানুভূতিমূলক ব্যবহার করা, ছোটবড় ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা না করা, সবার জন্য নিজের মনের কাছে সুবিচার দাবি করা এবং কোনো মানুষকে কথা অথবা কার্য দ্বারা প্রকাশ্যে অথবা গোপনে কোনোরূপ কষ্ট না দেওয়া।

এমনিভাবে বিচারে রায় দেওয়ার সময় পক্ষপাতিত্ব না করে সত্যের অনুকূলে রায় দেওয়াও এক প্রকার আদল এবং প্রত্যেক কাজে স্বল্পতাও বাহুল্যের পথ বর্জন করে মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করাও আদল। আবূ আব্দুল্লাহ রাযী এ অর্থ গ্রহণ করেই বলেছেন যে, আদল শব্দের মধ্যে বিশ্বাসের সমতা, কার্যের সমতা, চরিত্রের সমতা সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। -(বাহরে মুহীত)

ইমাম কুরতুবী আদলের অর্থ প্রসঙ্গে উপরিউক্ত বিবরণ উল্লেখ করে বলেছেন যে, এ বিবরণ খুবই চমৎকার। এ থেকে আরো জানা গেল যে, আয়াতের আদল শব্দটিই যাবতীয় উত্তম কর্ম ও চরিত্র অনুসরণ এবং মন্দ কর্ম ও চরিত্র থেকে বেঁচে থাকার অর্থে পরিব্যাপ্ত।

اَلْاِحْسَانُ : এর আসল আভিধানিক অর্থ সুন্দর করা। তা দু'প্রকার। ১. কর্ম, চরিত্রও অভ্যাসকে সুন্দর ও ভালো করা। ২. কোনো ব্যক্তির সাথে ভালো ব্যবহার ও উত্তম আচরণ করা। দ্বিতীয় অর্থের জন্য আরবি ভাষায় اِحْسَانٌ শব্দের সাথে فِىْ অব্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন, এক আয়াতে وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ বলা হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন : আলোচ্য আয়াতে এ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই উপরিউক্ত উভয় প্রকার অর্থই এতে শামিল রয়েছে। প্রথম প্রকার এহসান অর্থাৎ, কোনো কাজকে সুন্দর করা- এটাও ব্যাপক : অর্থাৎ, ইবাদত, কর্ম, চরিত্র, পারস্পরিক লেনদেন ইত্যাদি সুন্দর করা।

প্রসিদ্ধ 'হাদীসে জিবরাঈলে' স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহসানের যে অর্থ বর্ণনা করেছেন, তা হচ্ছে ইবাদতের ইহসান। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহর ইবাদত এভাবে করা দরকার, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি আল্লাহর উপস্থিতির এমন স্তর অর্জন করতে না পার, তবে এতটুকু বিশ্বাস তো প্রত্যেক ইবাদতকারীরই থাকা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা তার কাজ দেখছেন। কেননা আল্লাহর জ্ঞান ও দৃষ্টির বাইরে কোনো কিছু থাকতে পারে না। এটা ইসলামি বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় নির্দেশ ইহসান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এতে ইবাদতের ইহসান এবং যাবতীয় কর্ম, চরিত্র ও অভ্যাসের ইহসান অর্থাৎ এগুলোকে প্রার্থিত উপায়ে বিশুদ্ধ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর করা বুঝানো হয়েছে। এছাড়া মুসলমান কাফের মানুষ ও জীব-জন্তু নির্বিশেষে সকলের সাথে উত্তম ব্যবহার করার বিষয়টিও এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, যার ঘরে তার বিড়াল খাবার ও অন্যান্য দরকারি বস্তু না পায় এবং যার পিঁজরায় আবদ্ধ পাখীর পুরোপুরি দেখাশোনা করা না হয়, সে যত ইবাদতই করুক, ইহসানকারী বলে গণ্য হবে না।

আয়াতে প্রথমে আদল ও পরে ইহসানের আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, আদল হচ্ছে অন্যের অধিকার পুরোপুরি দেওয়া এবং নিজের অধিকার পুরোপুরি নেওয়া- কমও নয়, বেশিও নয়। তোমাকে কেউ কষ্ট দিলে তুমি তাকে ততটুকুই কষ্ট দাও, যতটুকু সে দিয়েছে। পক্ষান্তরে ইহসান হচ্ছে অপরকে তার প্রাপ্য অধিকারের চাইতে বেশি দেওয়া এবং নিজের অধিকার নেওয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি না করা এবং কিছু কম হলেও গ্রহণ করে নেওয়া। এমনিভাবে কেউ তোমাকে হাত কিংবা মুখে কষ্ট দিলে তুমি তার কাছ থেকে সমান প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে ক্ষমা করে দাও। বরং সৎকাজের মাধ্যমে মন্দকাজের প্রতিদান দাও। এমনিভাবে আদলের আদেশ হলো ফরজ ও ওয়াজিবের স্তরে এবং ইহসানের আদেশ হলো কর্মের স্তরে।

وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى এ হচ্ছে তৃতীয় আদেশ। إِيْتَاءِ শব্দের অর্থ কোনো কিছু দেওয়া এবং قُرْبَى শব্দের অর্থ আত্মীয়তা। ذِي الْقُرْبَى শব্দের অর্থ আত্মীয়-স্বজন। অতএব وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى-এর অর্থ হলো আত্মীয়-স্বজনকে কিছু দেওয়া। কি বস্তু দেওয়া এখানে তা উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু অন্য এক আয়াতে তা উল্লেখ করে বলা হয়েছে। وَاٰتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ অর্থাৎ, আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দান কর। বাহ্যত : আলোচ্য আয়াতেও তাই বুঝানো হয়েছে; অর্থাৎ, আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দিতে হবে। অর্থ দিয়ে আর্থিক সেবা করা, দৈহিক সেবা করা, অসুস্থ হলে দেখাশোনা করা, মৌখিক সান্ত্বনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করা ইত্যাদি সবই উপরিউক্ত প্রাপ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহসান শব্দের মধ্যে আত্মীয়ের প্রাপ্য দেওয়ার কথাও অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু অধিক গুরুত্ব বুঝাবার জন্য একে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ তিনটি ছিল ইতিবাচক নির্দেশ। অতঃপর তিনটি নিষেধাজ্ঞা তথা নীতিবাচক নির্দেশ বর্ণিত হচ্ছে।

وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ : অর্থাৎ, আল্লাহ অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন। প্রকাশ্য মন্দকর্ম অথবা কথাকে অশ্লীলতা বলা হয়, যাকে প্রত্যেকেই মন্দ মনে করে। 'মুনকার' তথা অসৎকর্ম এমন কথা অথবা কাজকে বলা হয় যা হারাম ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শরিয়তবিদগণ একমত। তাই মতবিরোধের কারণে কোনো পক্ষকে 'মুনকার' বলা যায় না। প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, কর্মগত ও চরিত্রগত যাবতীয় গোনাহই মুনকারের অন্তর্ভুক্ত। بَغْيٌ শব্দের আসল অর্থ সীমালঙ্ঘন করা। এখানে জুলুম ও উৎপীড়ন বুঝানো হয়েছে। মুনকার শব্দের যে অর্থ বর্ণিত হয়েছে, তাতে فَحْشَاءُ ও بَغْيٌ ও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু চূড়ান্ত মন্দ হওয়ার কারণে فَحْشَاءُ কে পৃথক এবং অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে بَغْيٌ-কে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, এর প্রভাব অপারাপর লোক পর্যন্ত সংক্রমিত হয়। মাঝে মাঝে এই সীমালঙ্ঘন পারস্পরিক যুদ্ধ পর্যন্ত অথবা আরো অধিক সারা বিশ্বেও অশান্তি সৃষ্টির পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, জুলুম ব্যতীত এমন কোনো গোনাহ নেই, যার বিনিময় ও শাস্তি দ্রুত দেওয়া হবে। এতে বুঝা যায় যে, জুলুমের কারণে পরকালীন কঠোর শাস্তি তো হবেই; এর পূর্বে দুনিয়াতেও আল্লাহ তা'আলা জালেমকে শাস্তি দেন; যদিও সে বুঝতে পারে না যে, এটা অমুক জুলুমের শাস্তি। আল্লাহ তা'আলা মজলুমের সাহায্য করারও অঙ্গীকার করেছেন।

আলোচ্য আয়াত যে ছয়টি ইতিবাচক ও নীতিবাচক নির্দেশ দান করেছে, চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এগুলো মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সাফল্যের আমোঘ প্রতিকার।

অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হারাম : যেসব লেনদেন ও চুক্তি কথার মাধ্যমে জরুরি করে নেওয়া হয়, অর্থাৎ, দায়িত্ব নেওয়া হয়, কসম খাওয়া হোক বা না হোক, কাজ করার সাথে সম্পর্কযুক্ত হোক বা না করার সাথে সম্পর্কযুক্ত হোক, সবগুলোই عَهْدٌ শব্দের অন্তর্ভুক্ত।

এই আয়াতগুলো প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহেরই ব্যাখ্যা ও পূর্ণতা প্রদান। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ন্যায়বিচার ও ইহসানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। عَدْل শব্দের মর্মার্থের মধ্যে প্রতিজ্ঞা পূরণও অন্তর্ভুক্ত। -(কুরতুবী)

কারো সাথে অঙ্গীকার করার পর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা অতি বড় গোনাহ। কিন্তু এ ভঙ্গ করার কারণে কোনো নির্দিষ্ট কাফফারা দিতে হয় না; বরং পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর পিঠে একটি পতাকা লাগিয়ে দেওয়া হবে, যা হাশরের মাঠে তার অপমানের কারণ হবে।

এমনিভাবে যে কাজের কসম খাওয়া হয়, তার বিপরীত করাও কবীরা গোনাহ। তাতে তো পরকালে বিরাট শাস্তি হবেই দুনিয়াতেও কোনো কোনো অবস্থায় কাফফারা জরুরি হবে। -(কুরতুবী)

أَنْ تَكُوْنَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبٰى مِنْ أُمَّةٍ-এ আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোনো দলের সাথে তোমাদের চুক্তি হয়ে গেলে পার্থিব স্বার্থ ও উপকারের জন্য সে চুক্তি ভঙ্গ করো না। উদাহরণত : তোমরা অনুভব

কর যে, যে দল অথবা পার্টির সাথে চুক্তি হয়েছে তারা দুর্বল ও সংখ্যায় কম কিংবা আর্থিক দিক দিয়ে নিঃস্ব। তাদের বিপরীতে অপরদল সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তিশালী অথবা ধনাঢ্য। এমতাবস্থায় শুধু এই লোভে যে, শাক্তিশালী ও ধনাঢ্য দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে মুনাফা অধিক হবে, প্রথম পার্টির সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা জায়েজ নয়; বরং তোমরা অঙ্গীকারে অটল থাকবে এবং লাভ ও ক্ষতি আল্লাহর কাছে সোর্পদ করবে। তবে যে দল অথবা পার্টির সাথে অঙ্গীকার করা হয়, তারা যদি শরিয়ত বিরোধী কাজ-কর্ম করে বা করায় তবে তাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করা জায়েজ। শর্ত এই যে, পরিষ্কার ভাষায় তাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে যে, আমরা এখন থেকে আর এ চুক্তি পালন করব না। فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَاءٍ আয়াতে তাই বলা হয়েছে।

আয়াতের শেষে উপরিউক্ত পরিস্থিতিকে মুসলমানদের পরীক্ষার উপায় বলা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে পরীক্ষা নেন যে, তারা রৈপিক স্বার্থ ও কামনা-বাসনার বশবর্তী হয়ে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, না আল্লাহর আদেশ পালনার্থে রিপুর প্রেরণাকে বিসর্জন দেয়?

শব্দবিশ্লেষণ :

زِدْنٰهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلزِّيَادَةُ মূলবর্ণ (ز - ى - د) জিনস اجوف يائى অর্থ- অধিক করা, বাড়ানো।

جِئْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَجِيْئَةُ মূলবর্ণ (ج - ى - أ) জিনস مركب (اجوف يائى ও مهموزلام) অর্থ- আনা।

اَوْفُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْفَاءُ মূলবর্ণ (و - ف - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- পূর্ণ করা।

عَاهَدْتُّمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُعَاهَدَةُ মূলবর্ণ (ع ـ ه ـ د) জিনস صحيح অর্থ- পরস্পর অঙ্গীকার, চুক্তি, কথাবার্তা ও স্বীকারোক্তি করা।

اَنْكَاثًا : বহুবচন, একবচন- نكث অর্থ- সুতার টুকরা

تَتَّخِذُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (أ ـ خ ـ ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ- বানানো।

اَرْبٰى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার رِبًا মূলবর্ণ (ر - ب - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- চড়া, বাড়া।

يَبْلُوْا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَلَاءُ মূলবর্ণ (ب ـ ل ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- তিনি পরীক্ষা করেন।

لَيُبَيِّنَنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله درفعل مستقبل معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّبْيِيْنُ মূলবর্ণ (ب - ى - ن) জিনস اجوف يائى অর্থ- প্রকাশ করা, খুলে দেওয়া।

وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَتَذُوْقُوا السُّوْٓءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (٩٤)

৯৪. আর তোমরা তোমাদের কসমগুলোকে নিজেদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির উপকরণ বানিও না, হয়তো (তা দেখে) অন্য কারো পদস্খলিত হয়ে যেতে পারে তা সুদৃঢ় হওয়ার পর এবং এ কারণে তোমাদেরকে কষ্ট ভোগ করতে হবে যে, তোমরা আল্লাহর পথ হতে বাধা প্রদানকারী হলে, এবং তোমাদের কঠোর আজাব হবে।

وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۭ اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (٩٥)

৯৫. আর তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকারের বিনিময়ে নগণ্য মূল্য গ্রহণ করো না; বস্তুত আল্লাহর নিকট যে জিনিস আছে তা তোমাদের জন্য বহু গুণে উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে চাও।

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ ۭ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٩٦)

৯৬. আর যা কিছু তোমাদের নিকট আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে, আর যা আল্লাহর নিকট আছে তা চিরন্তন থাকবে; আর যারা অটল থাকবে, আমি অবশ্যই তাদেরকে তাদের পুরস্কার প্রদান করব তাদের ভালো কাজের বিনিময়ে।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٩٧)

৯৭. যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে, সে পুরুষই হোক অথবা নারীই হোক, যদি সে ঈমানদার হয়, তবে আমি তাকে এক শান্তিময় জীবন দান করব এবং তাদের ভালো কাজের বিনিময়ে তাদেরকে পুরস্কার প্রদান করব।

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৪. وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ আর তোমরা তোমাদের কসমগুলোকে বানিওনা دَخَلًا بَيْنَكُمْ নিজেদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির উপকরণ فَتَزِلَّ قَدَمٌ হয়তো (তো দেখে) অন্য কারো পদস্খলিত হয়ে যেতে পারে بَعْدَ ثُبُوْتِهَا তা সুদৃঢ় হওয়ার পর وَتَذُوْقُوا السُّوْٓءَ এবং তোমাদেরকে কষ্ট ভোগ করতে হবে بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ এ কারণে যে, তোমরা আল্লাহর পথ হতে বাধা দানকারী হলে وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ এবং তোমাদের কঠোর আজাব হবে।

৯৫. وَلَا تَشْتَرُوْا আর তোমরা গ্রহণ করো না بِعَهْدِ اللّٰهِ আল্লাহর অঙ্গীকারের বিনিময়ে ثَمَنًا قَلِيْلًا নগণ্য মূল্য اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ বস্তুত আল্লাহর নিকট যে জিনিস আছে هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ তা তোমাদের জন্য বহুগুণে উত্তম اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ যদি তোমরা বুঝতে চাও।

৯৬. مَا عِنْدَكُمْ আর যা কিছু তোমাদের নিকট আছে يَنْفَدُ তা নিঃশেষ হয়ে যাবে وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ আর আল্লাহর নিকট যা আছে بَاقٍ তা চিরন্তন থাকবে وَلَنَجْزِيَنَّ আর আমি অবশ্যই তাদেরকে প্রদান করব। الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا যারা অটল থাকবে اَجْرَهُمْ তাদের পুরস্কারের بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তাদের ভালো কাজের বিনিময়ে।

৯৭. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا যে ব্যক্তি নেক কাজ করবে مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى সে পুরুষই হোক অথবা নারী وَهُوَ مُؤْمِنٌ যদি সে ঈমানদার হয় فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً তবে আমি তাকে এক শান্তিময় জীবন দান করব। وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ এবং তাদেরকে পুরস্কার প্রদান করব بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ তাদের ভালো কাজের বিনিময়ে।

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ (٩٨)	৯৮. অনন্তর যখন আপনি কুরআন পাঠ করতে চান, তখন বিতাড়িত শয়তান [-এর ক্ষতি সাধন] হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে নিবেন।
اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ (٩٩)	৯৯. নিশ্চয় তার ক্ষমতা এরূপ লোকদের উপর চলে না যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের প্রতিপালকের উপর [অন্তরের সাথে] ভরসা করে থাকে।
اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ (١٠٠)	১০০. অবশ্য তার ক্ষমতা কেবল তাদের উপরই চলে যারা তার সাথে সংস্রব রাখে, আর কেবল তাদের উপর যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে।
وَاِذَا بَدَّلْنَاۤ اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۙ وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْۤا اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُفْتَرٍ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (١٠١)	১০১. আর যখন আমি কোনো এক আয়াতকে অন্য আয়াতের স্থলে পরিবর্তন করি– অথচ আল্লাহ যে হুকুম পাঠান, তা [যথাযোগ্য হওয়া] তিনিই উত্তমরূপে অবগত আছেন– তখন এরা বলে যে, আপনি মিথ্যা রচনাকারী; বরং তাদের অধিকাংশ লোকই জাহেল।
قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ (١٠٢)	১০২. আপনি বলে দিন যে, তা রূহুল কুদুস [জিবরাঈল] আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যথাযথভাবেই আনয়ন করেছেন যেন, ঈমানদারদেরকে দৃঢ়পদ রাখে এবং মুসলমানদের জন্য হেদায়েত ও সুসংবাদ হয়।

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৮. فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ অনন্তর যখন আপনি কুরআন পাঠ করতে চান فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ তখন আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে নিবেন مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ বিতাড়িত শয়তান হতে।

৯৯. اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ নিশ্চয় তার ক্ষমতা এরূপ লোকদের উপর চলে না عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যারা ঈমান এনেছে وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ এবং নিজ রবের উপর (অন্তরের সাথে) ভরসা করে থাকে।

১০০. اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ অবশ্যই তার ক্ষমতা কেবল عَلَى الَّذِيْنَ তাদের উপরই চলে يَتَوَلَّوْنَهٗ যারা তার সাথে সংস্রব রাখে وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ আর কেবল তাদের উপর যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে।

১০১. وَاِذَا بَدَّلْنَا আর যখন আমি পরিবর্তন করি اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ কোনো এক আয়াতকে অন্য আয়াতের স্থলে وَاللّٰهُ اَعْلَمُ অথচ আল্লাহ তিনি উত্তমরূপে অবগত আছেন بِمَا يُنَزِّلُ যে হুকুম পাঠান তা قَالُوْۤا তখন এরা বলে اِنَّمَاۤ اَنْتَ مُفْتَرٍ আপনি মিথ্যা রচনাকারী بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ বরং তাদের অধিকাংশ লোকই জাহেল।

১০২. قُلْ আপনি বলে দিন نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ এটা রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) আনয়ন করেছেন مِنْ رَّبِّكَ আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে بِالْحَقِّ যথাযথভাবেই لِيُثَبِّتَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا যেন ঈমানদারদেরকে দৃঢ়পদ রাখেন وَهُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ এবং মুসলমানদের জন্য হেদায়েত ও সুসংবাদ হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا اِنَّمَا عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (٩٥) مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (٩٦)

শানে নুযূল : মক্কার কুরাইশরা দরিদ্র মুসলমানদেরকে টাকা কড়ির প্রলোভন দেখিয়ে বলেছিল যে, তোমরা যদি আবারও আমাদের নিকট ফিরে আস, তাহলে আমরা তোমাদেরকে সম্পদশালী বানিয়ে দিব। আল্লাহ তা'আলা ঈমান দৌলতকে জাগতিক নগণ্য ধন-সম্পদের বিনিময়ে বিক্রি করতে নিষেধ করে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

ইবনে আতিয়্যা বলেন, যে কাজ যার দায়িত্বে নির্ধারিত সেটাই তার জন্য আল্লাহর অঙ্গীকার। এরূপ কাজ সম্পন্ন করার জন্য কারো কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করা এবং বিনিময় গ্রহণ ছাড়া কাজ না করাকেই আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা বলা হয়। অনুরূপভাবে যে কাজ না করা ওয়াজিব বিনিময় গ্রহণ করে তা করার অর্থই হলো আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বর্তমান প্রচলিত ঘুষ বা উৎকোচ জাতীয় সব কিছুই হারাম। বেতনভুক্ত সরকারি বা বেসরকারি কর্মচারি তাদের জন্য নির্ধারিত কাজ পালন করা আল্লাহর অঙ্গীকার। সে কাজ উৎকোচ বা বিনিময় ছাড়া করে দিতে গড়িমসি বা অবহেলা যা-ই করে, তাহলে তাও আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করার শামিল

উৎকোচের সংজ্ঞা : যে কাজ করা কারো দায়িত্বে ওয়াজিব হয়, তা করার জন্য বিনিময় গ্রহণ করা অথবা যে কাজ না করা কারো দায়িত্বে ওয়াজিব হয়, তা করার জন্য বিনিময় গ্রহণ করাকে উৎকোচ বলা হয়। -(বাহরে মুহীত : ৫৩৩)

وَاِذَا بَدَّلْنَا اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ وَّاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ.

শানে নুযূল : কোনো রহস্যমূলক কারণে যখন কুরআন শরীফের কোনো আয়াত রহিত হয়ে অন্য কোনো আয়াত নাজিল হতো, তখন কাফের সম্প্রদায় বলত যে, মুহাম্মদ বিদ্রূপ করছে, আজ যে কাজ করার আদেশ করেন কাল তা করতে নিষেধ করেন। তিনি যা চান নিজ থেকে রচনা করে তা শোনিয়ে দিচ্ছেন, তাদের এহেন বিদ্রূপাত্মক উক্তির জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

وَلَا تَتَّخِذُوْا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا : এ আয়াতে আরো একটি বিরাট শাস্তি ও গোনাহ থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ রয়েছে। তা এই যে, যদি কেউ কসম খাওয়ার সময়ই কসমের খেলাফ করার ইচ্ছা পোষণ করে। এবং শুধু অন্যকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য কসম খায়, তবে এটা সাধারণ কসম ভঙ্গ করার চাইতেও অধিক বিপজ্জনক গোনাহ। এর পরিণতিতে ঈমান থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا বাক্যের উদ্দেশ্য তাই।

وَلَا تَشْتَرُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا : অর্থাৎ, আল্লাহর অঙ্গীকার সামান্য মূল্যের বিনিময়ে ভঙ্গ কারো না। এখানে 'সামান্য মূল্য' বলে দুনিয়ার মুনাফাকে বুঝানো হয়েছে। এগুলো পরিমাণে যত বেশিই হোক না কেন, পরকালের মুনাফার তুলনায় দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ সামান্যই বটে। যে ব্যক্তি পরকালের বিনিময়ে দুনিয়া গ্রহণ করে, সে অত্যন্ত লোকসানের কারবার করে। কারণ অনন্তকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট নিয়ামত ও ধন-সম্পদকে ক্ষণভঙ্গুর ও অপকৃষ্ট বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করা কোনো বুদ্ধিমান পছন্দ করতে পারে না।

ইবনে আতিয়্যা বলেন, যে কাজ সম্পন্ন করা কারো দায়িত্বে ওয়াজিব, সেটাই তার জন্য আল্লাহর অঙ্গীকার। এরূপ কাজ সম্পন্ন করার জন্য কারো কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করা এবং বিনিময় না নিয়ে কাজ না করার অর্থই আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। এমনিভাবে যে কাজ না করা ওয়াজিব, কারো কাছ থেকে বিনিময় নিয়ে তা সম্পাদন করার অর্থও আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা।

এতে বুঝা গেল, প্রচলিত সব রকম উৎকোচই হারাম। উদাহরণত সরকারি কর্মচারি কোনো কাজের বেতন সরকার থেকে পায়, সে বেতনের বিনিময়ে অর্পিত দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ। যদি সে একাজ করার জন্য কারো কাছে বিনিময় চায় এবং বিনিময় ছাড়া কাজ করতে গড়িমসি করে, তবে সে আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করছে। এমনিভাবে কর্তৃপক্ষ তাকে যে কাজ করার ক্ষমতা দেয়নি, উৎকোচের বিনিময়ে তা করাও আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করার শামিল। –(বাহরে-মুহীত)

উৎকোচের সংজ্ঞা : ইবনে আতিয়্যার এ আলোচনায় উৎকোচের সংজ্ঞা এসে গেছে। তাফসীরে বাহরে-মুহীতের ভাষায় তা এই :

অর্থাৎ, যে কাজ করা তার দায়িত্বে ওয়াজিব, তা করার জন্য বিনিময় গ্রহণ করা অথবা যে কাজ না করা তার জন্য ওয়াজিব, তা করার জন্য বিনিময় গ্রহণ করাকে উৎকোচ বলে। –(বাহরে মুহীত, ৫৩৩ পৃ. ৫খণ্ড.)

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ অর্থাৎ, যা কিছু তোমাদের কাছে রয়েছে (এতে পার্থিব মুনাফা বুঝানো হয়েছে) তা সবই নিঃশেষ ও ধ্বংস হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর কাছে যা রয়েছে (এতে পরকালের ছওয়াব ও আজাব বুঝানো হয়েছে) তা চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে।

مَا عِنْدَكُمْ শব্দ বলতে সাধারণত ধন-সম্পদের দিকে মন যায়। শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মাওলানা সৈয়দ আসগর হুসাইন সাহেব মরহুম বলেন- مَا শব্দটি আভিধানিকভাবে ব্যাপক অর্থবহ। এখানে ব্যাপক অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে কোনো শরিয়তসম্মত বাধা নেই। তাই এতে পার্থিব ধন-সম্পদ তো অন্তর্ভুক্ত আছেই, এছাড়া দুনিয়াতে মানুষ আনন্দ-বিষাদ, সুখ দুঃখ, সুস্থতা-অসুস্থতা, লাভ-লোকসান, বন্ধুত্ব-শত্রুতা ইত্যাদি যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়, সেগুলোও এতে শামিল রয়েছে। এগুলো সবই ধ্বংসশীল। তবে এসব অবস্থা ও ব্যাপারের যে প্রতিক্রিয়া রয়েছে এবং কিয়ামতের দিন যেগুলোর কারণে ছওয়াব ও আজাব হবে, সেগুলো সব অক্ষয় হয়ে থাকবে। অতএব, ধ্বংশীল অবস্থা ও কাজ-কারবারে মগ্ন হয়ে থাকা এবং জীবন ও জীবনের কর্মক্ষমতা এতেই নিয়েজিত করে চিবস্থায়ী আজাব ও ছওয়াবের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

'হায়াতে তাইয়েবা' কি? সংখ্যা গরিষ্ঠ তাফসীরবিদগণের মতে এখানে 'হায়াতে তাইয়েবা' বলে দুনিয়ার পবিত্র ও আনন্দময় জীবন বুঝানো হয়েছে। কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে এর অর্থ পারলৌকিক জীবন। প্রথমোক্ত তাফসীর অনুযায়ীও এরূপ অর্থ নয় যে, সে কখনো অনাহার-উপবাস ও অসুখ-বিসুখের সম্মুখীন হবে না। বরং অর্থ এই যে, মুমিন ব্যক্তি কোনো সময় আর্থিক অভাব-অনটন কিংবা কষ্টে পতিত হলেও দু'টি বিষয় তাকে উদ্বিগ্ন হতে দেয় না। **এক.** অল্পে তুষ্টি এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপনের অভ্যাস, যা দারিদ্র্যের মাঝেও কেটে যায়। **দুই.** তার এ বিশ্বাস যে, এ অভাব-অনটন ও অসুস্থতার বিনিময়ে পরকালে সুমহান, চিরস্থায়ী নিয়ামত পাওয়া যাবে। কাফের ও পাপাচারীর অবস্থা এর বিপরীত। সে অভাব-অনটন ও অসুস্থতার সম্মুখীন হলে তার জন্য সান্ত্বনার কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে সে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। প্রায়শ : আত্মহত্যা করে। পক্ষান্তরে সে যদি সচ্ছল জীবনের অধিকারী হয়, তবে লোভের অতিশয্য তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। সে কোটিপতি হয়ে গেলে অর্ধপতি হওয়ার চিন্তায় জীবনকে বিড়ম্বনাময় করে তোলে।

পূর্বাপর সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি এবং সৎকর্ম সম্পাদনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও উৎসাহিত করা হয়েছে। শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ এসব বিধি-বিধানে শৈথিল্য প্রদর্শন করে। তাই ৯৮তম আয়াত থেকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি সৎকর্মের বেলায় এর প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে কুরআন পাঠের সাথে এর উল্লেখ রয়েছে। এ বিশেষত্বের কারণ এটাও হতে পারে যে, কুরআন তেলাওয়াত এমন একটি কাজ, যা দ্বারা শয়তান পলায়ন করে।

যারা কুরআন পাঠ করে, তাদের কাছ থেকে দৈত্যদানব লেজ গুটিয়ে পালায়। এছাড়া কোনো কোনো বিশেষ আয়াত ও সূরা শয়তানি প্রভাব দূর করার জন্য পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্র। এগুলোর কার্যকারিতা ও উপকারিতা হাদীস ও কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত। −(বায়ানুল কুরআন)

এ সত্ত্বেও যখন কুরআন, তেলাওয়াতের সাথে শয়তান থেকে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তখন অন্যান্য কাজের বেলায়ও এটা আরো জরুরি হয়ে যায়। এ ছাড়া স্বয়ং কুরআন তেলাওয়াতের মধ্যে শয়তানি কুমন্ত্রণারও আশঙ্কা থাকে। ফলে তেলাওয়াতের আদব-কায়দা কম হয়ে যায় এবং চিন্তাভাবনা ও বিনিয়-নম্রতা থাকে না। এ জন্যও কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা জরুরি মনে করা হয়েছে। −(ইবনে কাছীর, মাযহারী)

ইবনে-কাছীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন− মানুষের শত্রু দু'রকম। এক. স্বয়ং মানবজাতির মধ্যে থেকে; যেমন সাধারণ কাফের। দুই. জিনদের মধ্য থেকে অবাধ্য শয়তানের দল। ইসলামে প্রথম প্রকার শত্রুকে জিহাদ ও লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রতিহত করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার শত্রুর জন্য শুধু আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার আদেশ দিয়েছে। কারণ প্রথম প্রকার শত্রু স্বজাতীয়। তার আক্রমণ প্রকাশ্যভাবে হয়। তাই তার সাথে জিহাদ ও লড়াই ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে শয়তানের শত্রুতা, দৃষ্টিগোচর হয় না। তার আক্রমণও মানুষের উপর সামনা-সামনি হয় না। তাই তাকে প্রতিহত করার জন্য এমন সত্তার আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য করা হয়েছে, যিনি মানুষ ও শয়তান কারো দৃষ্টিগোচর নয়।। আর শয়তানকে প্রতিহত করার বিষয়টি আল্লাহর কাছে সমর্পণ করার যথার্থতা এই যে, যে ব্যক্তি শয়তানের কাছে পরাজিত হবে, সে আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত এবং আজাবের যোগ্য হবে। মানবশত্রুর বেলায় এমন নয়। কাফেরদের সাথে যুদ্ধে কেউ পরাজিত হলে কিংবা নিহত হলে সে শহীদ ও ছওয়াবের অধিকারী হবে। তাই দেহও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা মানব শত্রুর মোকাবিলা করা সর্বাবস্থায় লাভজনক জয়ী হলেও শত্রুর শক্তি নিশ্চিহ্ন হবে এবং পরাজিত হলে শহীদ হয়ে আল্লাহর কাছে ছওয়াবের অধিকারী হবে।

মাসআলা : কুরআন তেলাওয়াতের সময় 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম' পাঠ করা আলোচ্য আয়াতের আদেশ পালনকল্পে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত রয়েছে। কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে তা পাঠ করেননি বলেও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। তাই অধিকাংশ আলেম এ আদেশকে ওয়াজিব নয়− সুন্নত বলেছেন। ইবনে জারীর তাবারী এ বিষয়ে সবার ইজমা বর্ণনা করেছেন।

নামাজে আউযুবিল্লাহ শুধু প্রথম রাকাতের শুরুতে, না প্রত্যেক রাকাতের শুরুতে পড়তে হবে, এ সম্পর্কে ফিকহবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইমাম আবূ হানীফার (র.) মতে শুধু প্রথম রাকাতে পড়া উচিত। ইমাম শাফেয়ীর মতে প্রত্যেক রাকাতের শুরুতে পড়া মোস্তাহাব। উভয় পক্ষের প্রমাণাদি তাফসীরে মাযহারীতে বিস্তারিত উল্লেখ হয়েছে।

কুরআন তেলাওয়াত নামাজে হোক কিংবা নামাজের বাইরে- উভয় অবস্থাতেই তেলাওয়াতের পূর্বে আউযুবিল্লাহ পাঠ করা সুন্নত। তবে একবার পড়ে নিলে পরে যতবারই তেলাওয়াত হবে প্রথম আউযুবিল্লাহই যথেষ্ট হবে। মাঝখানে তেলাওয়াত বাদ দিয়ে সাংসারিক কোনো কাজে মশগুল হলে পুনর্বার তেলাওয়াতের সময় আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ে নেওয়া উচিত।

কুরআন তেলাওয়াত ছাড়া অন্য কোনো কালাম অথবা কিতাব পাঠ করার পূর্বে আউযুবিল্লাহ পড়া সুন্নত নয়। সেক্ষেত্রে শুধু বিসমিল্লাহ পড়া উচিত। −(দুররে-মুখতার)

তবে বিভিন্ন কাজ ও অবস্থায় আউযুবিল্লাহর শিক্ষা হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। উদাহরণত কারো অধিক ক্রোধের উদ্রেক হলে হাদীসে আছে যে, আউযুবিল্লাহ পাঠ করলে ক্রোধ দমিত হয়ে যায়। −(ইবনে-কাছীর)

হাদীসে আরো বলা হয়েছে, পায়খানায় প্রবেশ করার পূর্বে আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবায়িছি' পাঠ করা মোস্তাহাব। −(শামী)

আল্লাহর প্রতি ঈমান ও ভরসা শয়তানের আধিপত্য থেকে মুক্তির পথ : এ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে এমন শক্তি দেননি যাতে সে যে কোনো মানুষকে মন্দ কাজে বাধ্য করতে পারে। মানুষ স্বয়ং নিজের ক্ষমতা ও শক্তি অসাবধানতা বশতঃ কিংবা কোনো স্বার্থের কারণে প্রয়োগ না করলে সেটা তারই দোষ। তাই বলা হয়েছে যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং যাবতীয় অবস্থা ও কাজকর্মে স্বীয় ইচ্ছাশক্তির পরিবর্তে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে (কেননা তিনিই সৎকাজের তৌফিকদাতা এবং প্রত্যেকটি অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারী) এ ধরনের লোকের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। অবশ্যই যারা আত্মস্বার্থের কারণে শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব করে, তার কথাবার্তা পছন্দ করে এবং আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করে, তাদের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে তাদেরকে কোনো সৎকাজের দিকে যেতে দেয় না; বরং তারা সমস্ত মন্দ কাজের অগ্রভাগে থাকে।

শব্দবিশ্লেষণ :

لَا تَتَّخِذُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (أ - خ - ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ- গ্রহণ করা।

تَذُوْقُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلذَّوْقُ মূলবর্ণ (ذ - و - ق) জিনস اجوف واوى অর্থ- স্বাদ অস্বাদন করা।

صَدَدْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلصَّدُّ মূলবর্ণ (ص - د - د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- বিরত করা। বিরত থাকা।

لَا تَشْتَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِشْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ش - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- কেনা ও বেচা।

لَنَجْزِيَنَّهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ لام تاكيد بانون ثقيله درفعل مستقبل معروف বাব ضرب মাসদার الجزاء মূলবর্ণ (ج - ز - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- প্রতিদান দেওয়া।

فَلَنُحْيِيَنَّهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله درفعل مستقبل معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْيَاءُ মূলবর্ণ (ح - ز - ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- জীবন দান করা।

يَتَوَلَّوْنَهُ : সীগাহ جمع مذكرغائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّوَلِّى মূলবর্ণ (و - ل - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- বন্ধুত্ব রাখা।

مُفْتَرٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِفْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ف - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- চামড়া উঠানো চাই ঠিক করার জন্য হোক কিংবা নষ্ট করার জন্য।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ ؕ لِسَانُ الَّذِیْ یُلْحِدُوْنَ اِلَیْهِ اَعْجَمِیٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِیٌّ مُّبِیْنٌ (١٠٣)

১০৩. আর আমার জানা আছে যে, তারা এটাও বলে, তাঁকে তো মানুষেই শিক্ষা দিয়ে থাকে; তারা যার প্রতি এ শিক্ষা দেওয়ার ইঙ্গিত করে, তার ভাষা তো আজমী [অর্থাৎ] আরবি নয়] অথচ এ কুরআন সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়।

اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ ۙ لَا یَهْدِیْهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ (١٠٤)

১০৪. নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ তা'আলার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে না, তাদেরকে আল্লাহ কখনো সৎপথ প্রদর্শন করবেন না এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।

اِنَّمَا یَفْتَرِی الْكَذِبَ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ (١٠٥)

১০৫. মিথ্যা উদ্ভাবনকারী তো কেবল তারাই যারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের উপর ঈমান রাখে না এবং তারাই হচ্ছে সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী।

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِیْمَانِهٖۤ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِیْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ (١٠٦)

১০৬. যারা ঈমান আনার পর পুনরায় আল্লাহ তা'আলার সাথে কুফর করে, সেই ব্যক্তি ছাড়া যার প্রতি [কুফর করার জন্য] জবরদস্তি করা হয়, অথচ তার অন্তঃকরণ ঈমানে অবিচলিত থাকে- কিন্তু হ্যাঁ, যে ব্যক্তি প্রাণ খুলে কুফর করে, তবে এরূপ লোকদের উপর আল্লাহ তা'আলার গজব অবতীর্ণ হবে এবং তাদের ভীষণ শাস্তি হবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৩. وَلَقَدْ نَعْلَمُ আর আমার জানা আছে যে اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ তারা এটাও বলে اِنَّمَا يُعَلِّمُهٗ بَشَرٌ তাকে তো মানুষই শিক্ষা দিয়ে থাকে لِسَانُ الَّذِیْ یُلْحِدُوْنَ اِلَیْهِ اَعْجَمِیٌّ তারা যার প্রতি এ শিক্ষা দেওয়ার ইঙ্গিত করে তার ভাষাতো অজমী (অর্থাৎ) আরবি নয় وَهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِیٌّ مُّبِیْنٌ অথচ এ কুরআন সুস্পষ্ট আরবি ভাষায়।

১০৪. اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ নিশ্চয় যারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে না لَا یَهْدِیْهِمُ اللّٰهُ তাদেরকে আল্লাহ কখনো সৎ পথ প্রদর্শন করবেন না وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।

১০৫. اِنَّمَا یَفْتَرِی الْكَذِبَ মিথ্যা উদ্ভাবনকারী তো কেবল তারাই الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ যারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহের উপর ঈমান রাখে না وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ এবং তারাই হচ্ছে সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী।

১০৬. مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ যারা পুনরায় আল্লাহ তা'আলার সাথে কুফরি করে مِنْۢ بَعْدِ اِیْمَانِهٖ ঈমান আনার পর اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ সে ব্যক্তি ছাড়া যার প্রতি যবরদস্তি করা হয় وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِیْمَانِ অথচ তার অন্তকরণ ঈমানে অবিচলিত থাকে وَلٰكِنْ কিন্তু হ্যাঁ। مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا যে ব্যক্তি প্রাণ খুলে কুফরি করে فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ তবে এরূপ লোকদের উপর আল্লাহ তা'আলার গজব অবতীর্ণ হবে وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ এবং তাদের ভীষণ শাস্তি হবে।

১০৭. এটা এ জন্য হবে যে, তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের তুলনায় অতিশয় ভালোবেসেছে, আর এ কারণে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা এরূপ কাফেরদেরকে হেদায়েত করেন না।	ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ (١٠٧)
১০৮. এরা ঐ লোক, আল্লাহ্ তা'আলা যাদের অন্তঃকরণসমূহে এবং কর্ণসমূহে ও চক্ষুসমূহে মোহর লাগিয়ে দিয়েছেন, আর এরা তো [স্বীয় পরিণাম সম্বন্ধে] একেবারেই গাফেল।	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ (١٠٨)
১০৯. এ কথা অনিবার্য যে, পরলোকে এরাই সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত থাকবে।	لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ (١٠٩)
১১০. অতঃপর নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক এরূপ লোকদের জন্য যারা কুফরে লিপ্ত থাকার পর [ঈমান এনে] হিজরত করেছে, অতঃপর জিহাদ করেছে এবং [ঈমানে] অটল রয়েছে, তবে অবশ্যই আপনার রব এর পর [এ সমস্ত লোকদের জন্য] অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جٰهَدُوْا وَصَبَرُوْٓا ۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١١٠)
১১১. যেদিন প্রত্যেক মানুষ নিজেরই পক্ষ সমর্থনে কথা বলবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের পূর্ণ বিনিময় পাবে, আর তাদের প্রতি অত্যাচারও করা হবে না।	يَوْمَ تَاْتِىْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ (١١١)

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৭. ذٰلِكَ এটা এ জন্য হবে যে بِاَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوْا তারা অতিশয় ভালোবেসেছে الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনকে عَلَى الْاٰخِرَةِ পরকালের তুলনায় وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ আর এ কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা এরূপ কাফেরদের কে হেদায়েত করেন না।

১০৮. اُولٰٓئِكَ এরা ঐ লোক الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ আল্লাহ তা'আলা যাদের মহর লাগিয়ে দিয়েছেন عَلٰى قُلُوْبِهِمْ অন্তকরণ সমূহে وَسَمْعِهِمْ এবং কর্ণসমূহে وَاَبْصَارِهِمْ ও চক্ষুসমূহে وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ আর এরা তো স্বীয় পরিণাম সম্পর্কে একেবারেই গাফেল।

১০৯. لَا جَرَمَ একথা অনিবার্য যে اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ পরলোকে এরাই هُمُ الْخٰسِرُوْنَ সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

১১০. ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ অতঃপর নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক এরূপ লোকদের জন্য لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا যারা হিজরত করেছে। مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا কুফরে লিপ্ত থাকার পর (ঈমান এনে) ثُمَّ جٰهَدُوْا অতঃপর জিহাদ করেছে وَصَبَرُوْٓا এবং অটল রয়েছে اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ তবে অবশ্যই আপনার রব এরপর (এ সমস্ত লোকদের জন্য) অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১১১. يَوْمَ যেদিন تَاْتِىْ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَّفْسِهَا প্রত্যেক মানুষ নিজেরই পক্ষ সমর্থনে কথা বলবে وَتُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ এবং প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ণ বিনিময় পাবে مَّا عَمِلَتْ তার কৃতকর্মের وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ আর তাদের প্রতি অত্যাচারও করা হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِيْ يُلْحِدُوْنَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ.

শানে নুযূল : ইবনে ইসহাক বলেন, আমি যতটুকু জানতে পারলাম যে, নবী করীম ﷺ মারওয়ার সন্নিকটে জাবার নামক এক গোলামের কাছে বসতেন। লোকটি ধর্মের দিকে ছিল খ্রিস্টান বনু হাজরামীর কৃতদাস। সে পূর্ববর্তী অনেক কিতাব পড়ত বিধায় মুশরিকরা বলত যে, আল্লাহর কসম মুহাম্মদ যা আবৃত্তি করছে তা জাবার থেকে সংগৃহীত।

কাতাদাহর মতে ইয়াঈশ নামক বনূ মুগীরার এক গোলাম, সে আজমী কিতাবসমূহ পড়তে জানত। সুতরাং কুরাইশের মুশরিকরা বলতে লাগল যে, তাকে তো একজন মানুষ তা শিক্ষা দিচ্ছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় মক্কায় বলআম নামক এক খ্রিস্টানের একটি গোলাম ছিল। সে তাওরাত পড়তে জানত। রাসূল ﷺ তার কাছে যখন, গমন করতেন এবং বের হয়ে আসতেন তখন মুশরিকরা তাদেরকে বলত যে বলআম তাকে শিক্ষা দিয়েছে। মুশরিকদের সকল হঠকারী মন্তব্যের প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

শানে নুযূল-১ : হযরত আম্মার (রা.) তার পিতা-মাতা ইয়াসির ও সুমাইয়া, সুহাইব, বিলাল এবং খাব্বাব (রা.) হিজরত করতে অক্ষম দরিদ্র সাহাবীগণ। তাদের মধ্যে হযরত আম্মারের পিতা-মাতা ইয়াসের ও সুমাইয়াকে নির্যাতন ভোগ করে নির্মম ভাবে শাহাদাত বরণ করতে হয়েছিল। কুফরি বাক্য উচ্চারণ না করার কারণে ইয়াসিরকে হত্যা করা হয় এবং সুমাইয়াকে দুটি উটের মাঝখানে বেধে উট দুটিকে দুদিকে হাঁকিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে শহীদ করা হয়। এভাবে এ দম্পত্তি ইসলামের প্রথম শহীদানের স্থান লাভ করে। এভাবে শহীদ হতে হয় হযরত খাব্বাবকেও। তাদের মধ্যে কেবল হযরত আম্মার (রা.) প্রাণের ভয়ে মৌখিকভাবে কুফরি বাক্য উচ্চারণ করে মুশরিকদের কবল থেকে মুক্তি লাভ করেন। তখনো তার অন্তর ছিল ঈমানে পরিপূর্ণ অটল, শত্রুর কবল থেকে রক্ষা পেয়ে হযরত আম্মার রাসূল ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে হৃদয় বিদারক ঘটনাটি বর্ণনা করেন। রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি যখন কুফরি কালাম বলছিলে তখন তোমার অন্তর কেমন ছিল? জবাবে বললেন, আমার অন্তরে তখন ঈমানে স্থির ও পরিপূর্ণ অটল ছিল। রাসূল ﷺ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে, এজন্য তোমাকে কোনো শাস্তি ভোগ করতে হবে না। রাসূল ﷺ -এর সান্ত্বনাবাণী সত্যায়ন করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল-২ : ইবনে ইসহাক বলেন যে, উক্ত আয়াত আম্মার, আইয়্যাশ বিন আবী রবীআ ও ওয়ালীদ বিন ওয়ালীদ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল-৩ : ইকরিমা ও হাসান বলেন, আব্দুল্লাহ বিন আবূ সুরাহ ও তার ন্যায় অন্যান্য সাহাবীগণের শানে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে। -(কুরতুবী ১৬১/ ১০)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جَاهَدُوْا وَصَبَرُوْا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

শানে নুযূল-১ : নুহাসের বর্ণনা মতে আলোচ্য আয়াতও আম্মার বিন ইয়াসিরের (রা.) শানে নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল-২ : কাতাদাহ বলেন, যে সকল সাহাবায়ে কেরাম কাফের মুশরিকদের সীমাহীন দুঃখ কষ্ট ভোগ করার পর হিজরত করে মদিনার দিকে বের হয়েছিলেন, তাদের শানে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল-৩ : কারোর মতে ইবনে আবী সুরাহ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। ইবনে আবী সুরাহ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মুশরিকদের সাথে মিলে গিয়েছিল। সুতরাং রাসূল ﷺ তাকে মক্কা বিজয়ের দিন হত্যা করার নির্দেশ দেন। অতঃপর সে হযরত ওসমান (রা.) -এর মধ্যস্থতায় আশ্রয় প্রার্থনা করল। নবী করীম ﷺ তাকে আশ্রয় দিলেন।

শানে নুযূল-৪ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, এ আয়াতে যার কথা বলা হচ্ছে তিনি হলেন আব্দুল্লাহ বিন সা'আদ বিন আবী সুরাহ। তিনি মিসর অবস্থান করেছিলেন। তিনি রাসূল ﷺ -এর কাতেব ছিলেন। শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করে ফেলল। অতঃপর রাসূল ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.) তার নিরাপত্তার আবেদন করে, তখন রাসূল ﷺ তাকে নিরাপত্তা দান করলেন। এ ঘটনা বহুলের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। -(কুরতুবী - ১৭০ - ৭০/১৯)

মাসআলা : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তিকে হত্যার হুমকি দিয়ে কুফরি কালাম উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয়, যদি প্রবল বিশ্বাস থাকে যে, হুমকিদাতা তা কার্যে পরিণত করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখে, তবে এমন জবরদস্তির ক্ষেত্রে সে যদি মুখে কুফরি কালাম উচ্চারণ করে তবে তাতে কোনো গোনাহ নেই এবং তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হবে না। তবে শর্ত এই যে, তার অন্তর ঈমানে অটল থাকতে হবে এবং কুফরি কালামকে মিথ্যা ও মন্দ; বলে বিশ্বাস করতে হবে। -(কুরতুবী, মাযহারী)

জোর-জবরদস্তির সংজ্ঞা ও সীমা : اِكْرَاهٌ -এর শাব্দিক অর্থ এই যে, কোনো ব্যক্তিকে এমন কথা বলতে অথবা এমন কাজ করতে বাধ্য করা, যা বলতে বা করতে সে সম্মত নয়। এরূপ জোর-জবরদস্তির দু'টি পর্যায় রয়েছে। এক. মনে-প্রাণে তাতে সম্মত নয়, কিন্তু এমন অক্ষম ও অবশও নয় যে, অস্বীকার করতে পারে না। ফিকহবিদদের পরিভাষায় এ স্তরকে اِكْرَاهٌ غَيْرُ مُلْجِئْ বলা হয়। এরূপ জবরদস্তির কারণে কুফরি বাক্য বলা অথবা কোনো হারাম কাজ করা জায়েজ নয়। তবে কোনো কোনো খুঁটিনাটি বিধানে এর কারণেও কিছু প্রতিক্রিয়া প্রমাণিত হয়। যার বিস্তারিত বিবরণ ফিকহ্ শাস্ত্রে বর্ণিত রয়েছে।

জোর-জবরদস্তির দ্বিতীয় পর্যায়ে হচ্ছে এমন অক্ষম ও অপারগ করে দেওয়া যে, সে যদি জোর-জবরদস্তিকারীদের কথামতো কাজ না করে, তবে তাকে হত্যা করা হবে কিংবা তার কোনো অঙ্গহানি করা হবে। ফিকহবিদদের পরিভাষায় এ পর্যায়কে اِكْرَاهٌ مُلْجِئْ বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে এমন জোর-জবরদস্তি, যা মানুষকে ক্ষমতাহীন ও অক্ষম করে দেয়। এমন জবরদস্তির অবস্থায় অন্তর ঈমানের উপর স্থির ও অটল থাকার শর্তে মুখে কুফরি কলিমা উচ্চারণ করা জায়েজ। এমনিভাবে কাউকে হত্যা করা ছাড়া অন্য কোনো হারাম কাজ করতে বাধ্য করলে তা করলেও কোনো গোনাহ নেই।

কিন্তু উভয় প্রকার জোর-জবরদস্তির মধ্যে শর্ত এই যে, হুমকিদাতা যে বিষয়ের হুমকি দেয়, তা বাস্তাবায়নের শক্তিও তার থাকতে হবে এবং যাকে হুমকি দেওয়া হয় তার প্রবল ধারণা থাকতে হবে যে, সে যদি তার কথা না মানে, তবে যে বিষয়ের হুমকি দিচ্ছে, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত করে ফেলবে। -(মাযহারী)

লেনদেন দু'প্রকার। এক. যাতে আন্তরিকভাবে সম্মতি অপরিহার্য; যেমন- কেনা-বেচা, দান-খয়রাত ইত্যাদি। এগুলোতে আন্তরিকভাবে সম্মত হওয়া শর্ত। কুরআন বলে اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ অর্থাৎ, অপরের মাল হালাল হয় না যে পর্যন্ত উভয় পক্ষের সম্মতিতে ব্যবসা ইত্যাদির আদান-প্রদান না হয়। হাদীসে আছে- لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ اِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِّنْهُ "কোনো মুসলমানের মাল হালাল হয় না, যে পর্যন্ত সে মনের খুশিতে তা দিতে সম্মত না হয়।"

এ জাতীয় লেনদেন যদি জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে করা হয়, তবে শরিয়তের আইনে তা অগ্রাহ্য হবে। জোর-জবরদস্তির অবস্থা কেটে গেলে যখন সে স্বাধীন হবে- জোর জবরদস্তির অবস্থায় কৃত কেনা-বেচা অথবা দান-খয়রাত ইচ্ছা করলে সে বহালও রাখতে পারে, বাতিলও করে দিতে পারে।

কিছু কাজ ও বিষয় এমনও রয়েছে যেগুলো মুখের কথার উপর নির্ভরশীল। ইচ্ছা সম্মতি, খুশি ইত্যাদি শর্ত নয়; যেমন বিয়ে, তালাক, তালাক প্রত্যাহার, গোলাম মুক্তকরণ ইত্যাদি। এ জাতীয় ব্যাপার সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে- ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ اَلنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ অর্থাৎ, দু'ব্যক্তি

যদি মুখে বিয়ের ইজাব-কবুল শর্তানুযায়ী করে নেয় অথবা কোনো স্বামী স্ত্রীকে মুখে তালাক দিয়ে দেয় অথাব ১/ ২ তালাকের পর মুখে তা প্রত্যাহার করে নেয় হাসি-ঠাট্টার ছলে হলেও এবং অন্তরে বিয়ে, তালাক ও তালাক প্রত্যাহারের ইচ্ছা না থাকলেও মুখের কথা দ্বারা বিয়ে, তালাক এবং প্রত্যাহার বাস্তবায়িত হয়ে যাবে। -(মাযহারী)

ইমাম আযম আবূ হানীফা, শা'বী, যুহরী, নখয়ী ও কাতাদাহ (র.) প্রমুখ বলেন- জবরদস্তির অবস্থায় যদিও সে তালাক দিতে আন্তরিকভাবে সম্মত ছিল না, অক্ষম হয়ে তালাক শব্দ বলে দিয়েছে, তবুও তালাক হয়ে যাবে। কারণ, তালাক হওয়ার সম্পর্ক শুধু তালাক শব্দ বলে দেওয়ার সাথে মনের ইচ্ছা ও মনন শর্ত নয়; যেমন, পূর্বোক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু ইমাম শাফেয়ী, হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা.) -এর মতে জবরদস্তি অবস্থায় তালাক হবে না। কেননা হাদীসে আছে, رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَاءُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ অর্থাৎ, আমার উম্মত থেকে ভুল, বিস্মৃতি এবং যে কাজে তাদেরকে বাধ্য করা হয়, সব তুলে নেওয়া হয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এ হাদীসটি পরকালীন বিধানের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ ভুল-বিস্মৃতির কারণে অথবা জবরদস্তির অবস্থায় কোনো কথা অথবা কাজ শরিয়তের বিরুদ্ধে করে বা বলে ফেললে সেজন্যে কোনো গোনাহ হবে না। দুনিয়ার বিধান এবং এ কাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, এগুলোর প্রতিফল অনুভূত ও চাক্ষুষ। এর প্রতিফলনের কারণে দুনিয়ার যেসব বিধান হওয়া সম্ভব, সেগুলো অবশ্যই হবে। উদাহরণত একজন অন্য জনকে ভুলবশত হত্যা করল। এখানে হত্যার গোনাহ এবং পরকালের শাস্তি নিশ্চয় হবে না। কিন্তু হত্যার চাক্ষুষ পরিণতি অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির প্রাণ বিয়োগ যেমন অবশ্যই হয়, তেমনি এর শরিয়তগত পরিণতিও সাব্যস্ত হবে যে, তার স্ত্রী ইদ্দতের পর পুনর্বিবাহ করতে পারবে এবং তার ধন-সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। এমনিভাবে যখন তালাক, তা প্রত্যাহার ও বিয়ের শব্দ মুখে বলে দেয়, তখন তার শরিয়তগত পরিণতিও প্রতিফলিত হয়ে যাবে -(মাযহারী, কুরতুবী)

শব্দবিশ্লেষণ :

يَلْحِدُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَللَّحْدُ মূলবর্ণ (ل ـ ح ـ د) জিনস صحيح অর্থ- কবর দেওয়া, দাফন করা, খনন করা।

يَفْتَرِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اِفْتِرَاءٌ মূলবর্ণ (ف ـ ر ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- সে মিথ্যা আরোপ করে।

اُكْرِهَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِكْرَاهُ মূলবর্ণ (ك ـ ر ـ ه) জিনস صحيح অর্থ- জোর জবরদস্তি করা।

مُطْمَئِنٌّ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعِيْلَالٌ মাসদার اَلْاِطْمِيْنَانُ মূলবর্ণ (ط ـ م ـ ن ـ ن) জিনস مضاعف رباعى অর্থ- আত্মতৃপ্তি পাওয়া।

اِسْتَحَبُّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضي معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِحْبَابُ মূলবর্ণ (ح ـ ب ـ ب) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- মহব্বত এবং বন্ধুত্ব রাখা।

فُتِنُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُفَاتَنَةُ মূলবর্ণ (ف ـ ت ـ ن) জিনস صحيح অর্থ- কষ্ট দেওয়া, পরীক্ষা করা।

تُوَفّٰى : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْفِيَةُ মূলবর্ণ (و ـ ف ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- মানে কোনো জিনিসকে পূর্ণভাবে সমাপ্ত করা, পূর্ণ করা।

فَاَذَاقَهَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِذَاقَةُ মূলবর্ণ (ذ ـ و ـ ق) জিনস اجوف واوى অর্থ- স্বাদ গ্রহণ করানো।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ (١١٢)

১১২. আর আল্লাহ্ তা'আলা এক জনপদের অধিবাসীদের বিচিত্র অবস্থা বর্ণনা করছেন যে, তারা নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত ছিল, তাদের পানাহারের দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে সর্বদিক হতে তাদের নিকট পৌছত, কিন্তু তারা আল্লাহর নিয়ামতসমূহের না শোকরী করল, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এ সমস্ত আচরণের কারণে এক সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ ও ত্রাসের মজা আস্বাদন করালেন।

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ (١١٣)

১১৩. আর তাদের নিকট তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূলও আসলেন, অনন্তর তারা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল, অতঃপর তাদেরকে আজাব পাকড়াও করল, যখন তারা পূর্ণ উদ্যমে অত্যাচার করতে লাগল।

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ (١١٤)

১১৪. অনন্তর যে সমস্ত জিনিস আল্লাহ্ তোমাদেরকে হালাল ও পবিত্ররূপে দান করেছেন, সেগুলো খাও এবং আল্লাহর নিয়ামতের শোকর কর, যদি তোমরা [প্রকৃতপক্ষে] তারই ইবাদত কর।

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١١٥)

১১৫. তোমাদের প্রতি তো কেবলমাত্র হারাম করেছেন মৃত জন্তুকে এবং রক্তকে আর শুকরের গোশতকে, আর ঐ জিনিসকে যা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা হয়েছে, অতঃপর যে ব্যক্তি [ক্ষুধায়] সম্পূর্ণরূপে অস্থির হয়ে পড়ে, যদি সে স্বাদ গ্রহণেচ্ছুক না হয় এবং সীমালঙ্ঘনকারীও না হয়, তবে আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল, দয়াবান।

শাব্দিক অনুবাদ :

১১২. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً আর আল্লাহ্ তা'আলা এক জনপদের অধিবাসীদের বিচিত্র অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً তারা নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত ছিল يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ তাদের পানাহারের দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে সর্বদিক হতে তাদের নিকট পৌছত فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ তারা নিয়ামতসমূহের না শোকরিয়া করল فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আস্বাদন করালেন لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ এক সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ ও ত্রাসের মজা بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ এ সমস্ত আচরণের কারণে।

১১৩. وَلَقَدْ جَآءَهُمْ আর তাদের নিকট আসলেন رَسُوْلٌ একজন রাসূলও مِّنْهُمْ তাদেরই মধ্য হতে فَكَذَّبُوْهُ অনন্তর তারা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ অতঃপর তাদেরকে আজাব পাকড়াও করল وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ যখন তারা পূর্ণ উদ্যমে অত্যাচার করতে লাগল।

১১৪. فَكُلُوْا অনন্তর সেগুলো খাও مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ যে সমস্ত জিনিস আল্লাহ্ তোমাদেরকে দান করেছেন حَلٰلًا طَيِّبًا হালাও পবিত্ররূপে وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ এবং আল্লাহর নিয়ামতের শোকর কর اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ যদি তোমরা (প্রকৃত পক্ষে) তারই ইবাদত কর।

১১৫. اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ তোমাদের প্রতি তো কেবলমাত্র হারাম করেছেন الْمَيْتَةَ মৃত জন্তুকে وَالدَّمَ এবং রক্তকে وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ আর শূকরের গোশতকে وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ আর ঐ জিনিস যা আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা হয়েছে فَمَنِ اضْطُرَّ অতঃপর যে ব্যক্তি (ক্ষুধায়) সম্পূর্ণরূপে অস্থির হয়ে পড়ে غَيْرَ بَاغٍ যদি সে স্বাদ গ্রহণেচ্ছুক না হয় وَّلَا عَادٍ এবং সীমালঙ্ঘনকারীও না হয় فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ তবে আল্লাহ্ অতিশয় ক্ষমাশীল দয়াবান।

১১৬. আর যে সমস্ত জিনিস সম্বন্ধে কেবল তোমাদের মৌখিক মিথ্যা দাবি রয়েছে, তাদের সম্বন্ধে এরূপ বলো না যে, অমুক জিনিস হালাল এবং অমুক জিনিস হারাম, এর সারমর্ম এই হয় যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ কর ; নিঃসন্দেহে যে সকল লোক আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তারা সফলতা লাভ করবে না;	وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (١١٦)
১১৭. এটা [দুনিয়ার] কতক দিনের সুখ সম্পদ মাত্র, অতঃপর তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।	مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١١٧)
১১৮. আর আমি কেবল ইহুদিদের প্রতি ঐ দ্রব্যগুলো হারাম করেছিলাম, যেগুলো সম্বন্ধে আমি ইতঃপূর্বে আপনার নিকট বর্ণনা করেছি এবং আমি তাদের প্রতি কোনো অবিচার করিনি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অবিচার করত।	وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ ۖ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١١٨)

শাব্দিক অনুবাদ :

১১৬. وَلَا تَقُولُوا আর তাদের সম্বন্ধে এরূপ বলো না لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ যে সমস্ত জিনিস সম্বন্ধে কেবল তোমাদের মৌখিক মিথ্যা দাবি রয়েছে هَٰذَا حَلَالٌ যে, অমুক জিনিস হালাল وَهَٰذَا حَرَامٌ এবং অমুক জিনিস হারাম لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ এর সারমর্ম এই হয় যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ কর إِنَّ الَّذِينَ নিঃসন্দেহে যে সকল লোক يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে لَا يُفْلِحُونَ তারা সফলতা লাভ করবে না।

১১৭. مَتَاعٌ قَلِيلٌ এটা কতক দিনের সুখ সম্পদ মাত্র وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ অতঃপর তাদের জন্য যন্ত্রণাময় শাস্তি রয়েছে।

১১৮. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا আর কেবল ইহুদিদের প্রতি حَرَّمْنَا আমি ঐ দ্রব্যগুলো হারাম করেছিলাম مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ যেগুলো সম্বন্ধে আমি আপনার নিকট বর্ণনা করেছি مِن قَبْلُ ইতিপূর্বে وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ এবং আমি তাদের প্রতি কোনো অবিচার করিনি وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১১২ তম আয়াতে ক্ষুধা ও ভীতির স্বাদ আস্বাদনের জন্য 'লেবাস' শব্দ ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক আস্বাদন করানো হয়েছে। অথচ পোশাক আস্বাদন করার বস্তু নয়। কিন্তু এখানে লেবাস শব্দটি পুরোপুরি পরিবেষ্টনকারী হওয়ার কারণে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, ক্ষুধা ও ভীতি তাদের সবাইকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে নিয়েছে, যেমন পোশাক দেহের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে যায়, ক্ষুধা এবং ভীতিও তাদের উপর তেমনিভাবে চেপে বসে।

আয়াতে বর্ণিত দৃষ্টান্তটি কোনো কোনো তাফসীরবিদের মতে একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত। এর সম্পর্ক বিশেষ কোনো জনপদের সাথে নয়। অধিকাংশ তাফসীরবিদ একে মক্কা মুকাররমার ঘটনা সাব্যস্ত করেছেন। মক্কাবাসীরা সাত বছর পর্যন্ত নিদারুন দুর্ভিক্ষে নিপতিত ছিল। এমনকি, মৃত জন্তু, কুকুর ও ময়লা-আবর্জনা পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়ে

পড়েছিল। এছাড়া মুসলমানদের ভয়ও তাদেরকে পেয়ে বসেছিল। অবশেষে মক্কার সরদাররা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আরজ করল যে, কুফরি ও অবাধ্যতার দোষে তো পুরুষরা দোষী হতে পারে। কিন্তু শিশু ও মহিলারা তো নির্দোষ। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য মদিনা থেকে খাদ্যসম্ভার পাঠিয়ে দেন। −(মাযহারী)

আবূ সুফিয়ান কাফের অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অনুরোধ করেন যে, আপনি তো আত্মীয় বাৎসল্য, দয়া-দাক্ষিণ্য ও মার্জনা শিক্ষা দেন। আপনারই স্বজাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। দুর্ভিক্ষ দূর করে দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জন্য দোয়া করেন এবং দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে যায়। −(কুরতুবী)

উল্লিখিত চারের মধ্যেই হারাম বস্তু সীমাবদ্ধ নয় : ১১৫ তম আয়াতে ব্যবহৃত إِنَّمَا শব্দ থেকে বুঝা যায় যে, হারাম বস্তু আয়াতে উল্লিখিত চারটিই। এর চাইতে আরো অধিক স্পষ্টভাবে قُلْ لَآ أَجِدُ فِىْ مَآ أُوْحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا আয়াত থেকে জানা যায় যে, এগুলো ছাড়া অন্য কোনো বস্তু হারাম নয়। অথচ কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী ইজমা দ্বারা আরো বহু বস্তু হারাম। এ সংশয়ের জওয়াব আলোচ্য আয়াতসমূহের বর্ণনাভঙ্গি সম্পর্কে চিন্তা করলেই খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে সাধারণ হালাল ও হারাম বস্তুসমূহের তালিকা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং জাহেলিয়াত আমলের মুশরিকরা নিজেদের পক্ষ থেকে যে অনেক বস্তু হারাম করে নিয়েছিল, অথচ আল্লাহ তদ্রূপ কোনো নির্দেশ দেননি, সেগুলো বর্ণনা করাই এখানে উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাদের হারাম করা বস্তু সমূহের মধ্যে আল্লাহর কাছে শুধু এগুলোই হারাম। এ আয়াতের পুরোপুরি তাফসীর এবং চারটি হারাম বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা মা'আরেফুল কুরআন প্রথম খণ্ডে সূরা বাক্বারার ১৭৩ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য।

শব্দবিশ্লেষণ :

فَكُلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْاَكْلُ মূলবর্ণ (أ ـ ك ـ ل) জিনস مهموزفاء অর্থ– খাওয়া।

اُهِلَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِهْلَالُ মূলবর্ণ (ه ـ ل ـ ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– উৎসর্গ করা, জবাই করা।

اُضْطُرَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِضْطِرَارُ মূলবর্ণ (ض - ر - ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– মানুষকে কোনো কষ্টদায়ক জিনিসের উপর বাধ্য করা।

بَاغٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبَغْىُ মূলবর্ণ (ب - غ ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– অতিক্রম করা, সীমালঙ্ঘন করা।

عَادٍ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَدْوُ মূলবর্ণ (ع ـ د ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– জুলুম করা।

لَا تَقُوْلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نصر মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق - و - ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– বলা।

لِتَفْتَرُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِفْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ف - ر - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– মিথ্যুক সাব্যস্ত করা।

هَادُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْهَوْدُ মূলবর্ণ (ه - و - د) জিনস اجوف واوى অর্থ– লজ্জিত হওয়া, হকের দিকে প্রত্যাবর্তন করা, ইহুদি হওয়া।

١١٩. অনন্তর আপনার প্রতিপালক এরূপ লোকদের জন্য যারা মূর্খতাবশত মন্দ কাজ করে ফেলেছে, আবার তার পর তওবা করেছে এবং নিজেদের আমল সংশোধন করেছে, তবে নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক এর পরে অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।	ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (١١٩)
১২০. নিঃসন্দেহে ইবরাহীম শ্রেষ্ঠ অনুসরণীয় ছিলেন আল্লাহ তা'আলার [পূর্ণ] অনুগত ছিলেন, সম্পূর্ণরূপে এক [আল্লাহর] দিকে [আকৃষ্ট] ছিলেন এবং তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।	إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١٢٠)
১২১. আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহের শোকরগুজার ছিলেন; আল্লাহ তাঁকে পছন্দ করেছিলেন এবং তাঁকে সরল পথে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।	شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۚ ٱجْتَبَٰهُ وَهَدَىٰهُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ (١٢١)
১২২. আর আমি তাঁকে ইহলোকেও মহৎ গুণাবলি দান করেছিলাম এবং তিনি পরলোকেও উত্তম লোকের অন্তর্ভুক্ত হবেন।	وَءَاتَيْنَٰهُ فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ (١٢٢)
১২৩. অতঃপর আমি ওহী প্রেরণ করলাম আপনার প্রতি যে, অনুসরণ করে চলুন ইবরাহীমের ধর্মাদর্শের উপর, যিনি সম্পূর্ণরূপে এক [আল্লাহর] দিকে আকৃষ্ট ছিলেন; আর তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।	ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١٢٣)

শাব্দিক অনুবাদ :

১১৯. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ অনন্তর আপনার আপনার প্রতিপালক এমন লোকদের জন্য عَمِلُوا السُّوٓءَ যারা মন্দ কাজ করে ফেলেছে بِجَهَالَةٍ মূর্খতা বশত ثُمَّ تَابُوا مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ আবার তারপরে তওবা করেছে وَأَصْلَحُوٓا এবং নিজেদের আমল সংশোধন করেছে إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ তবে নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক এর পরে অতিশয় ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

১২০. إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ নিঃসন্দেহে ইবরাহীম শ্রেষ্ঠ অনুসরণীয় ছিলেন كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ আল্লাহ তা'আলার (পূর্ণ) অনুগত ছিলেন حَنِيفًا সম্পূর্ণরূপে এক (আল্লাহর) দিকে (আকৃষ্ট) ছিলেন وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ এবং তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

১২১. شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ তিনি আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত সমূহের শোকরগুজার ছিলেন ٱجْتَبَٰهُ আল্লাহ তাকে পছন্দ করেছিলেন وَهَدَىٰهُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ এবং তাকে সরল পথে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

১২২. وَءَاتَيْنَٰهُ আর আমি তাকে দান করেছিলাম فِى ٱلدُّنْيَا ইহলোকেও حَسَنَةً মহৎ গুণাবলি وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ এবং তিনি পরলোকেও হবেন لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ উত্তম লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

১২৩. ثُمَّ أَوْحَيْنَآ অতঃপর আমি ওহী প্রেরণ করলাম إِلَيْكَ আপনার প্রতি أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ অনুসরণ করে চলুন ইবরাহীমের পন্থার উপর حَنِيفًا যিনি সম্পূর্ণরূপে এক (আল্লাহর) দিকে আকৃষ্ট ছিলেন وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ আর তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١٢٤)	১২৪. শনিবারের সম্মান তো কেবল তাদের উপরই অবশ্য পালনীয় করে দেওয়া হয়েছিল, যারা এতে বিরোধিতা করেছিল, নিঃসন্দেহে আপনার প্রভু কিয়ামতের দিন তাদের পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত।
ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (١٢٥)	১২৫. আপনি আপনার প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করুন জ্ঞানগর্ভ কথা ও উত্তম উপদেশসমূহের দ্বারা এবং তাদের সাথে উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক করুন; আপনার প্রভু সেই ব্যক্তিকেও উত্তমরূপে জানেন, যে তার পথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং তিনি সুপথগামীদেরকেও উত্তমরূপে জানেন।
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ (١٢٦)	১২৬. আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে উদ্যত হও, তবে ঐ পরিমাণই প্রতিশোধ গ্রহণ কর, যে পরিমাণ তোমরা অত্যাচারিত হয়েছ; আর যদি সবর কর, তবে তা সবরকারীদের জন্য অতি উত্তম কাজ।
وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ (١٢٧)	১২৭. আর আপানি ধৈর্য ধরুন এবং আপনার ধৈর্যধারণ হবে কেবল আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে, আর তাদের [বিরোধিতার] উপর দুঃখিত হবেন না এবং তারা যে সমস্ত চক্রান্ত করেছে তার দরুন সংকীর্ণমনা হবেন না।
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ (١٢٨)	১২৮. নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এমন লোকদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে চলে এবং তারা সৎকর্ম পরায়ণ হয়।

ركوع ١٦ / ٢٢

শাব্দিক অনুবাদ :

১২৪. إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ শনিবারের সম্মান তো কেবল তাদের উপরই অবশ্য পালনীয় করে দেওয়া হয়েছিল اخْتَلَفُوا فِيهِ যারা এতে বিরোধিতা করেছিল وَإِنَّ رَبَّكَ নিঃসন্দেহে আপনার প্রভু لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ এদের পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন يَوْمَ الْقِيَامَةِ কিয়ামতের দিন فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত।

১২৫. ادْعُ আপনি আহ্বান করুন إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ আপনার প্রতিপালকের পথের দিকে بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ জ্ঞান-গর্ভ কথা ও উত্তম উপদেশসমূহের দ্বারা وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ এবং তাদের সাথে উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক করুন إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ আপনার প্রভু সেই ব্যক্তিকেও উত্তমরূপে জানেন بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ যে তার পথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ এবং তিনি সুপথগামীদেরকেও উত্তমরূপে জানেন।

১২৬. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে উদ্যত হও فَعَاقِبُوا তবে এ পরিমাণই প্রতিশোধ গ্রহণ কর بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ যে পরিমাণ তোমরা অত্যাচারিত হয়েছ وَلَئِن صَبَرْتُمْ আর যদি সবর কর لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ তবে তা সবরকারীদের জন্য অতি উত্তম কাজ।

১২৭. وَاصْبِرْ আপনি ধৈর্য ধরুন وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ এবং আপনার ধৈর্য ধারণ হবে কেবল আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ আর তাদের (বিরোধিতার) উপর দুঃখিত হবেন না وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ এবং সংকীর্ণমনা হবেন না مِّمَّا يَمْكُرُونَ তারা যে সমস্ত চক্রান্ত করেছে তার দরুন।

১২৮. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এমন লোকদের সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে চলে وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ এবং যারা সৎকর্ম পরায়ণ হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِيْنَ.

শানে নুযূল : ওহুদ যুদ্ধের দিন কাফের গোষ্ঠী হযরত হামযা (রা.) কে শহীদ করে মুছলা অর্থাৎ তাঁর নাক, কান কেটে দিল এবং চক্ষুদ্বয় উপরে ফেলল। রাসূল ﷺ এ দৃশ্যপট দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তিনি দেখতে পান হযরত হামযা (রা.) এর পেট ফেরে দিয়েছে . নাক-কান কেটে নিয়েছে, তখন রাসূল ﷺ বলেছিলেন যে, অবশ্যই আমি একজনের স্থলে তাদের সত্তর জন মানবকে এধরনের মুছলা তথা আকৃতি বিকৃতি করব। আল্লাহ তা করা থেকে বিরত থাকা এবং সমতা বজায় রাখার নির্দেশ দিয়ে আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। অনন্তর সে অপরাধ বারণ করে ক্ষমা করারও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। -(কুরতুবী : ১৭৭/১০, ইবনে কাছীর : ২১১/২)

যে গোনাহ বুঝে-সুঝে করা হয় এবং যে গোনাহ না বুঝে করা হয় সবই তওবা দ্বারা মাফ হতে পারে : আয়াতে إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ এ جَهْلٌ শব্দ নয় বরং جَهَالَةٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। جَهْلٌ শব্দটি عِلْمٌ -এর বিপরীতে অজ্ঞানতা ও বোধহীনতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে جَهَالَةٌ -এর অর্থ হয় মূর্খসুলভ কাণ্ড, যদিও তা বুঝে-সুঝে করা হয়। এতে বুঝা গেল যে, তওবা দ্বারা শুধু না বুঝে অথবা অনিচ্ছায় করা গোনাহই মাফ হয় না; বরং যে গোনাহ সচেতনভাবে করা হয়, তাও মাফ হয়।

১২০তম আয়াতে أُمَّةً (উম্মত) শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর প্রসিদ্ধ অর্থ দল ও সম্প্রদায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এখানে এ অর্থই বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.) একাই এক ব্যক্তি, এক সম্প্রদায় ও কওমের গুণাবলি ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। উম্মত শব্দের আরেক অর্থ হচ্ছে জাতির অনুসৃত নেতা ও গুণাবলির আধার। কোনো কোনো তাফসীরকার এখানে এ অর্থই নিয়েছেন। قَانِتٌ শব্দের অর্থ আজ্ঞাবহ। হযরত ইবরাহীম (আ.) উভয় গুণে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। অনুসৃত এ কারণে যে, সমগ্র বিশ্বের প্রসিদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সবাই একবাক্যে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর দীনের অনুসরণকে সম্মান ও গৌরবের বিষয় মনে করে। ইহুদি, খ্রিস্টান ও মূর্তিপূজা সত্ত্বেও এ মূর্তি সংহারকের প্রতি ভক্তিতে গদগদ এবং তাঁর ধর্মের অনুসরণকে গর্বের বিষয় গণ্য করে। হযরত ইবরাহীম (আ.) যে, আল্লাহর আজ্ঞাবহ ও অনুগত ছিলেন, এর বিশেষ স্বাতন্ত্র্য সেসমস্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ফুটে উঠে, যেগুলোতে আল্লাহর এ দোস্ত উত্তীর্ণ হন। নমরূদের আগুন, পরিবার-পরিজনকে জনশূন্য প্রান্তরে ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ, অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার পর পাওয়া পুত্রকে কুরবানি করতে উদ্যত হওয়া- এসব স্বাতন্ত্র্যের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উল্লিখিত উপাধিসমূহে সম্মানিত করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দীনে ইবরাহীমের অনুসরণের নির্দেশ : আল্লাহ তা'আলা যে শরিয়ত ও বিধানাবলি হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে দান করেছিলেন, শেষনবী ﷺ -এর শরিয়তেও কতিপয় বিশেষ বিধান ছাড়া তদ্রূপ রাখা হয়েছে। যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ পয়গাম্বর ও রাসূলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর; কিন্তু এখানে শ্রেষ্ঠতরকে স্বল্পশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অনুসরণ করার নির্দেশ দানের পিছনে দু'টি তাৎপর্য কার্যকর। **এক.** সেই শরিয়ত পূর্বে দুনিয়াতে এসে গেছে এবং সর্বজনবিদিত ও প্রসিদ্ধ হয়েছে। সর্বশেষ শরিয়তও যেহেতু তদ্রূপ হবার ছিল, তাই একে অনুসরণ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। **দুই.** আল্লামা যমখশারীর ভাষায় অনুসরণের এ নির্দেশও হযরত ইবরাহীম

(আ.) -এর সম্মানসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ সম্মান। এর বৈশিষ্ট্যের প্রতি ثُمَّ (অতঃপর) শব্দের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর গুণাবলি ও শ্রেষ্ঠত্ব একদিকে এবং এগুলোর মধ্যে সর্বোপরি গুণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ও হাবীবকে তাঁর দীনের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

দাওয়াত ও প্রচারের মূলনীতি এবং পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম : আলোচ্য ১২৫তম আয়াতে দাওয়াত ও প্রচারের পূর্ণাঙ্গ কর্মপন্থা, মূলনীতি ও শিষ্টাচারের পূর্ণ বিবরণ অল্প কথায় বিধৃত হয়েছে। তাফসীরে কুরতুবীতে রয়েছে, হযরত হরম ইবনে হাইয়্যানের মৃত্যুর সময় তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা অনুরোধ করল : আমাদেরকে কিছু অসিয়ত করুন। তিনি বললেন "মানুষ সাধারণত অর্থ সম্পদের ব্যাপারে অসিয়ত করে। অর্থ সম্পদ আমার কাছে নেই। কিন্তু আমি তোমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ বিশেষত : সূরা নাহলের সর্বশেষ আয়াতসমূহের ব্যাপারে অসিয়ত করছি। এগুলোকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকবে।" উল্লিখিত আয়াতসমূহই হচ্ছে সে আয়াত।

دَعْوَةٌ -এর শাব্দিক অর্থ ডাকা, আমন্ত্রণ জানানো, আহ্বান করা। পয়গাম্বরগণের সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে মানবজাতিকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা। এরপর নবী ও রাসূলের সমস্ত শিক্ষা হচ্ছে এ দাওয়াতেরই ব্যাখ্যা। কুরআন পাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশেষ পদবী হচ্ছে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী হওয়া। সূরা আহযাবের ৪৬তম আয়াতে বলা হয়েছে- وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا এবং সূরা আহকাফের ৩১ আয়াতে বলা হয়েছে, يٰقَوْمَنَا اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া উম্মতের উপরও ফরজ করা হয়েছে। সূরা আলে-ইমরানে আছে, وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ তোমাদের মধ্যে একটি দল এমন থাকা উচিত, যারা মানুষকে মঙ্গলের প্রতি দাওয়াত দিবে (অর্থাৎ) সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজের নিষেধ করবে।

অন্য আয়াতে আছে, وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ, কথা বার্তার দিক দিয়ে সে ব্যক্তির চাইতে উত্তম কে হবে, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়?

বর্ণনায় বিষয়টিকে কোনো সময় دَعْوَتُ اِلَى الْخَيْرِ কোনো কোনো সময় دَعْوَتُ اِلَى اللّٰهِ কোনো কোনো সময় دَعْوَتُ اِلٰى سَبِيْلِ اللّٰهِ শিরোনাম দেওয়া হয়। সবগুলোর সারমর্ম এক। কেননা আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার দ্বারা তাঁর দীন এবং সরল পথের দিকেই দাওয়াত দেওয়া উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ এতে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ رَبٌّ (পালনকর্তা) উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি এর সম্বন্ধ করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, দাওয়াতের কাজটি লালন ও পালনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। আল্লাহ তা'আলা যেমন তাঁকে পালন করেছেন, তেমনি তাঁরও প্রতিপালনের ভঙ্গিতে দাওয়াত দেওয়া উচিত। এতে প্রতিপক্ষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে এমন পন্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে, তার উপর চাপ সৃষ্টি না হয় এবং অধিকতর ক্রিয়াশীল হয়। স্বয়ং দাওয়াত শব্দটিও এই কর্ম প্রকাশ করে। কেননা পয়গাম্বরের দায়িত্ব শুধু বিধি-বিধান পৌঁছে দেওয়া ও শুনিয়ে দেওয়া নয়; বরং লোকদের তা পালন করার দাওয়াত দেওয়াও বটে। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি কাউকে দাওয়াত দেয়, সে তাকে এমন সম্বোধন করে না, যাতে তার মনে বিরক্তি ও ঘৃণা জন্মে অথবা তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও তামাশা করে না।

بِالْحِكْمَةِ 'হিকমত' শব্দটি কুরআন পাকে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এস্থলে কোনো কোনো তাফসীরবিদ হেকমতের অর্থ কুরআন, কেউ কেউ কুরআন ও সুন্নাহ এবং কেউ কেউ অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ স্থির করেছেন। রূহুল মা'আনী বাহরে মুহীতের বরাত দিয়ে হিকমতের তাফসীর নিম্নরূপ করেছেন اِنَّهَا الْكَلَامُ الصَّوَابُ الْوَاقِعُ مِنَ

اَلنَّفْسِ اَجْمَلُ مَوْقِعٍ। অর্থাৎ এমন বিশুদ্ধ বাক্যকে হিকমত বলা হয়, যা মানুষের মনে আসন করে নেয়। এ তাফসীরের মধ্যে সব উক্তি সন্নিবেশিত হয়ে যায়। রূহুল-বয়ানের গ্রন্থকারও প্রায় এই অর্থটিই এরূপ ভাষায় বর্ণনা করেছেন–

'হিকমত বলে সে অন্তর্দৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে, যার সাহায্যে মানুষ অবস্থার তাগিদ জেনে নিয়ে তদনুযায়ী কথা বলে। এমন সময় ও সুযোগ খুঁজে নেয় যে প্রতিপক্ষের উপর বোঝা হয় না। নম্রতার স্থলে নম্রতা এবং কঠোরতার স্থলে কঠোরতা অবলম্বন করে। যেখানে মনে করে যে, স্পষ্টভাবে বললে প্রতিপক্ষ লজ্জিত হবে সেখানে ইঙ্গিতে কথা বলে কিংবা এমন ভঙ্গি অবলম্বন করে, যদ্দরুন প্রতিপক্ষ লজ্জার সম্মুখীন হয় না এবং তার মনে একগুঁয়েমিভাবও সৃষ্টি হয় না।

وَالْمَوْعِظَةِ - مَوْعِظَةٌ ও وَعْظٌ-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোনো শুভেচ্ছামূলক কথা এমনভাবে বলা, যাতে প্রতিপক্ষের মন তা কবুল করার জন্য নরম হয়ে যায়। উদাহরণত তার কাছে কবুল করার ছওয়াব ও উপকারিতা এবং কবুল না করার শাস্তি ও অপকারিতা বর্ণনা করা। –(কামূস, মুফরাদাত, রাগিব)

اَلْحَسَنَةِ। -এর অর্থ বর্ণনা ও শিরোনাম এমন হওয়া যে, প্রতিপক্ষের অন্তর নিশ্চিত হয়ে যায়, সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং অনুভব করে যে, এতে আপনার কোনো স্বার্থ নেই– শুধু তার শুভেচ্ছার খাতিরে বলেছেন।

مَوْعِظَةٌ শব্দ দ্বারা শুভেচ্ছামূলক কথা কার্যকরী ভঙ্গিতে বলার বিষয়টি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু শুভেচ্ছামূলক কথা মাঝে মাঝে মর্মবিদারক ভঙ্গিতে কিংবা এমনভাবে বলা হয় যে, প্রতিপক্ষ অপমানবোধ করে। –(রূহুলমা'আনী) এ পন্থা পরিত্যাগ করার জন্য حَسَنَةٌ শব্দটি সংযুক্ত করা হয়েছে।

وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ : جَادِلْ শব্দটি مُجَادَلَةٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এখানে مُجَادَلَةٌ বলে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক বুঝানো হয়েছে। بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ -এর অর্থ এই যে, যদি দাওয়াতের কাজে কোথাও তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তর্ক-বিতর্কও উত্তম পন্থায় হওয়া দরকার। রূহুলমা'আনীতে বলা হয়েছে, উত্তম পন্থার মানে এই যে, কথাবার্তায় নম্রতা ও কমনীয়তা অবলম্বন করতে হবে। এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে হবে, যা প্রতিপক্ষ বুঝতে সক্ষম হয়। বহুল প্রচলিত প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত বাক্যাবলির মাধ্যমে প্রমাণ দিতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষের সন্দেহ দূরীভূত হয় এবং সে হঠকারিতার পথ পরিহার করে। কুরআন পাকের অন্যান্য আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, 'উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক' শুধু মুসলমানদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং আহলে কিতাব সম্পর্কে বিশেষভাবে কুরআন বলে যে, وَلَا تُجَادِلُوْا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ, অন্য আয়াতে হযরত মূসা ও হারূন (আ.) -কে فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا নির্দেশ দিয়ে আরো বলা হয়েছে যে, ফেরাউনের মতো অবাধ্য কাফেরের সাথেও নম্র আচরণ করা উচিত।

দাওয়াতের মূলনীতি ও শিষ্টাচার : আলোচ্য আয়াতে দাওয়াতের জন্য তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। ১. হিকমত, ২. সদুপদেশ, ৩. উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক। কোনো কোনো তাফসীরকার বলেন– এ তিনটি বিষয় তিন প্রকার। প্রতিপক্ষের জন্য বর্ণিত হয়েছে। হিকমতের মাধ্যমে দাওয়াত জ্ঞানী ও সুধীজনের জন্য, উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত জনসাধারণের জন্য, এবং বিতর্কের মাধ্যমে দাওয়াত তাদের জন্য যাদের অন্তরে সন্দেহ ও দ্বিধা রয়েছে অথবা যারা হঠকারিতা ও একগুঁয়েমির কারণে কথা মেনে নিতে সম্মত হয় না।

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (র.) বয়ানুল কুরআনে বলেন– এ তিনটি বিষয় পৃথক পৃথক তিন প্রকার প্রতিপক্ষের জন্য হওয়া আয়াতের বর্ণনা পদ্ধতির দিক দিয়ে অযৌক্তিক মনে হয়।

বাহ্যিক অর্থ এই যে, দাওয়াতের এই সুষ্ঠ পন্থাগুলো প্রত্যেকের জন্যই ব্যবহার্য। কেননা দাওয়াতে সর্বপ্রথম হিকমতের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের অবস্থা যাচাই করে তদনুযায়ী শব্দ চয়ন করতে হবে। এরপর এসব বাক্যে শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে হবে, যা দ্বারা প্রতিপক্ষ নিশ্চিত হতে পারে। বর্ণনাভঙ্গি ও কথাবার্তা সহানুভূতি পূর্ণ ও নরম রাখতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষ নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে যে, সে যা কিছু বলছে, আমারই উপকারার্থে এবং হিতাকাঙ্ক্ষাবশত বলছে- আমাকে শরমিন্দা করা অথবা আমার মর্যাদাকে আহত করা তার লক্ষ্য নয়।

অবশ্য রুহুল-মা'আনীর গ্রন্থকার এখানে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব বর্ণনা করে বলেছেন যে, আয়াতের বর্ণনা পদ্ধতি থেকে জানা যায়, আসলে দু'টি বিষয়ই দাওয়াতের মূলনীতি হিকমত ও উপদেশ। তৃতীয় বিষয় বিতর্ক, মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে দাওয়াতের পথে কোনো কোনো সময় এরও প্রয়োজন দেখা দেয়।

মোটকথা, দাওয়াতের মূলনীতি দু'টি– হিকমত ও উপদেশ। এগুলো থেকে কোনো দাওয়াত খালি থাকা উচিত নয়। আলেম ও বিশেষ শ্রেণির লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়া হোক কিংবা সর্বসাধারণকে দাওয়াত দেওয়া হোক। তবে দাওয়াতের কাজে মাঝে মাঝে এমন লোকদেরও সম্মুখীন হতে হয়, যারা সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িত থাকে এবং দাওয়াতদানকারীর সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় বিতর্কের শিক্ষা দান করা হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ -এর শর্ত হিসেবে বলা হয়েছে যে, যে বিতর্ক এ শর্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, শরিয়তে তার কোনো মর্যাদা নেই।

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ বাক্যে প্রথমত : আল্লাহর পথে দাওয়াত দানকারীদেরকে আইনগত অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, যারা নির্যাতন চালায়, তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা আপনার জন্যে বৈধ, কিন্তু এই শর্তে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্যাতনের সীমা অতিক্রম করা যাবে না। যতটুকু জুলুম প্রতিপক্ষের তরফ থেকে করা হয়, প্রতিশোধ ততটুকুই গ্রহণ করতে হবে; বেশি হতে পারবে না।

আয়াতের শেষে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, যদিও প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার রয়েছে, কিন্তু সবর করা উত্তম।

আয়াতের শানে নুযূল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীদের পক্ষ থেকে নির্দেশ পালন : সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরবিদগণের মতে এ আয়াতটি মদিনায় অবতীর্ণ। ওহুদ যুদ্ধে সত্তর জন সাহাবীর শাহাদাত বরণ এবং হযরত হামযা (রা.) -কে হত্যার পর তাঁর লাশের নাক-কান কর্তনের ঘটনা সম্পর্কে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। সহীহ বোখারীর রেওয়ায়েত তদ্রূপই। দারাকুতনী হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে,

ওহুদের যুদ্ধে-ময়দান থেকে মুশরিকরা ফিরে যাওয়ার পর সত্তরজন সাহাবীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হলো। তাঁদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শ্রদ্ধেয় পিতৃব্য হযরত হামযা (রা.) -এর মৃতদেহও ছিল। তার প্রতি মুশরিকদের প্রচণ্ড ক্রোধছিল। তাই তাকে হত্যা করার পর মনের ঝাল মিটাতে গিয়ে তার নাক, কান ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে এবং পেট চিরে দিয়েছিল। এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ দারুণভাবে মর্মাহত হলেন। তিনি বললেন আল্লাহর কসম, আমি হামযার পরিবর্তে মুশরিকদের সত্তর জনের মৃতদেহ বিকৃত করব। এ ঘটনা সম্পর্কে আলোচ্য وَاِنْ عَاقَبْتُمْ শীর্ষক তিনটি আয়াত নাজিল হয়েচছে। –(তাফসীর কুরতুবী)

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, কাফেররা অন্যান্য সাহাবীদের মৃতদেহও বিকৃত করেছিল।

–(তিরমিযী, আহমদ, ইবনে খুযায়মা, ইবনে-হাব্বান)

এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য না রেখেই দুঃখের আতিশয্যে বিকৃতদেহ সাহাবীদের পরিবর্তে সত্তরজন মুশরিকের মৃতদেহ বিকৃত করার সংকল্প করেছিলেন। এটা আল্লাহর কাছে সে সমতা ও সুবিচারের অনুকূল ছিল না, যা তাঁর মাধ্যমে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রথমে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার আপনার রয়েছে বটে, কিন্তু সে পরিমাণই, যে পরিমাণ জুলুম হয়েছে। সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য না রেখে কয়েক জনের প্রতিশোধ সত্তর জনের উপর শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে ঠিক নয়। দ্বিতীয়ত : রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ন্যায়ানুগ আচরণের উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, সমপরিমাণ প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি যদিও রয়েছে, কিন্তু তাও ছেড়ে দিন এবং অপরাধীদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। এটা অধিক শ্রেয়।

এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এখন আমরা সবরই করব। একজনের উপরও প্রতিশোধ নেব না এরপর তিনি কসমের কাফফারা আদায় করে দেন। −(মাযহারী)

মক্কা বিজয়ের সময় এসব মুশরিক পরাজিত হয়ে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের হস্তগত হয়, তখন ওহুদ যুদ্ধের সময় কৃত সংকল্প পূর্ণ করার একটা উত্তম সুযোগ ছিল। কিন্তু উল্লিখিত আয়াত নাজিল হওয়ার সময়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় সংকল্প পরিত্যাগ করে সবর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তাই মক্কা বিজয়ের সময় তিনি আয়াত অনুযায়ী সবর অবলম্বন করেন। সম্ভবত এর কারণেই কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতগুলো মক্কা বিজয়ের সময় অবতীর্ণ হয়েছিল। এটাও সম্ভব যে, আয়াতগুলো বার বার নাজিল হয়েছে। প্রথমে ওহুদ যুদ্ধের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে এবং পরে মক্কা বিজয়ের সময় পুনর্বার অবতীর্ণ হয়েছে। −(মাযহারী)

মাসআলা : আলোচ্য আয়াতটি প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে সমতার আইন ব্যক্ত করেছে। এ কারণেই ফিকহবিদগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে,তার বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে। আহত করলে আহতকারীকে জখমের পরিমাণে জখম করা হবে। কেউ কাউকে হাত পা কেটে হত্যা করলে নিহতের ওলীকে অধিকার দেওয়া হবে, সেও প্রথমে হত্যাকারীর হাত-পা কর্তন করবে, অতঃপর হত্যা করবে।

তবে কেউ যদি কাউকে পাথর মেরে কিংবা তীর দ্বারা আহত করে হত্যা করে, তাহলে এতে হত্যার প্রকারভেদের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভবপর নয় যে, কি পরিমাণ আঘাত দ্বারা হত্যা সংঘটিত হয়েছে এবং নিহত ব্যক্তি কি পরিমাণ কষ্ট পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে সত্যিকার সমতার কোনো মাপকাঠি নেই। তাই হত্যাকারীকে তরবারি দ্বারাই হত্যা করা হবে। −(জাস্‌সাস)

মাসআলা : আয়াতটি যদিও দৈহিক কষ্ট ও দৈহিক ক্ষতি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু ভাষা ব্যাপক এবং এতে আর্থিক ক্ষতিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ কারণেই ফিকহবিদগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি কারো অর্থসম্পদ ছিনতাই করে, প্রতিপক্ষেরও অধিকার রয়েছে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার কিংবা অপহরণ করার। তবে শর্ত এই যে, যে অর্থসম্পদ সে ছিনিয়ে নেবে কিংবা অপহরণ করবে, তা ছিনতাইকৃত অর্থসম্পদের অভিন্ন প্রকার হতে হবে। উদাহরণত নগদ টাকা-পয়সা ছিনতাই করলে বিনিময়ে সেই পরিমাণ নগদ টাকা-পয়সা তার কাছ থেকে ছিনতাই কিংবা অপহরণের মাধ্যমে নিতে হবে। খাদ্যশস্য, বস্ত্র ইত্যাদি ছিনতাই করলে, সেই রকম খাদ্য শস্য ও বস্ত্র নিতে পারে। কিন্তু এক প্রকার সামগ্রীর বিনিময়ে অন্য কোনো ব্যবহারিক বস্তু জোরপূর্বক নিতে পারবে না। কোনো কোনো ফিকহবিদ সর্বাবস্থায় অনুমতি দিয়েছেন এক প্রকার হোক কিংবা ভিন্ন প্রকার। এ মাসআলার কিছু বিবরণ কুরতুবী স্বীয় তাফসীরে লিপিবদ্ধ করেছেন। বিস্তারিত আলোচনা ফিকহগ্রন্থের দ্রষ্টব।

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ : আয়াতে সাধারণ আইন বর্ণিত হয়েছিল। এতে সব মুসলমানের জন্য সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করা বৈধ, কিন্তু সবর করা শ্রেয় বলা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিশেষভাবে সম্বোধন করে সবর করতে উৎসাহ দান করা হয়েছে। কেননা তাঁর মহত্ত্ব ও উচ্চপদ হেতু অন্যের তুলনায় এটাই ছিল তাঁর পক্ষে অধিকতর উপযোগী। তাই বলা হয়েছে وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلاَّ بِاللّٰهِ অর্থাৎ, আপনি তো প্রতিশোধের ইচ্ছাই করবেন না সবরই করুন। সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, আপনার সবর আল্লাহর সাহায্যে হবে। অর্থাৎ, সবর করা আপনার জন্য সহজ করে দেওয়া হয়েছে যে, اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ-এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য তাদের সাথে থাকে, যারা দুটি গুণে গুণান্বিত। এক তাকওয়া ও ইহসান। তাকওয়ার অর্থ সৎকর্ম করা এবং ইহসানের অর্থ এখানে সৃষ্ট জীবের সাথে সদ্ব্যবহার করা। অর্থাৎ, যারা শরিয়তের অনুসারী হয়ে নিয়মিত সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং অপরের সাথে সদ্ব্যবহার করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সঙ্গে আছেন। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য (সাহায্য) অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, তার অনিষ্ট সাধন করার সাধ্য কার?

শব্দবিশ্লেষণ :

تَابُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتَّوْبُ ও اَلتَّوْبَةُ মূলবর্ণ (ت - و - ب) জিনস اجوف واوى অর্থ- তওবা কবুল করা।

اُدْعُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدَّعْوَةُ মূলবর্ণ (د - ع - و) জিনস ناقص واوى অর্থ- ডাকা, আহ্বান করা।

جَادِلْهُمْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُجَادَلَةُ মূলবর্ণ (ج - د - ل) জিনস صحيح অর্থ- ঝগড়া করা।

اَلْمُهْتَدِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِهْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ه - د - ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- রাস্তা পাওয়া তা দীনি হোক বা দুনিয়াবি।

عَاقِبُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُعَاقَبَةُ মূলবর্ণ (ع - ق - ب) জিনস صحيح অর্থ- বদলা নেওয়া, প্রতিশোধ গ্রহণ করা।

عُوْقِبْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى مجهول বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُعَاقَبَةُ মূলবর্ণ (ع - ق - ب) জিনস صحيح অর্থ- শাস্তি দেওয়া।

لَا تَكُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكَوْنُ মূলবর্ণ (ك - و - ن) জিনস اجوف واوى অর্থ- হওয়া।

اِتَّقَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّقَاءُ মূলবর্ণ (و - ق - ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- বিরত থাকা, ভয় করা।

مُحْسِنُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحْسَانُ মূলবর্ণ (ح - س - ن) জিনস صحيح অর্থ- ভালো কাজ করা।

১৫ তম পারা

سُوْرَةُ بَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ
সূরা বনী ইসরাঈল

মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত-১১১, রুকূ'-১২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

১. ঐ সত্তা [আল্লাহ] পবিত্র, যিনি স্বীয় বান্দা [মুহাম্মদ ﷺ]-কে রাতারাতি মসজিদে হারাম [কা'বা শরীফ] হতে মসজিদে আকসা [বায়তুল মাকদিস] পর্যন্ত নিয়ে গেলেন, যার চতুষ্পার্শ্বকে [সিরিয়া দেশব্যাপী] আমি নানাবিধ বরকতময় করে রেখেছি, উদ্দেশ্য- আমি তাঁকে আমার কুদরতের বিস্ময়কর কিছু নির্দশন দেখিয়ে দেই; নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।	سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ (١)
২. আর আমি মূসাকে কিতাব প্রদান করলাম এবং আমি তাঁকে বনী ইসরাঈলদের জন্য পথপ্রদর্শক করে দিলাম যে, তোমরা আমাকে ব্যতীত কোনো কার্যনির্বাহক সাব্যস্ত করো না।	وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا (٢)
৩. হে তাদের বংশধরগণ! যাদেরকে আমি নূহের সাথে [নৌকায়] আরোহণ করিয়েছিলাম, সে নূহ ছিলেন অতিশয় শোকর গুজার বান্দা।	ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۭ اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا (٣)

শাব্দিক অনুবাদ :

০১. سُبْحٰنَ ঐ সত্তা (আল্লাহ) পবিত্র الَّذِيْٓ اَسْرٰى যিনি নিয়ে গেলেন بِعَبْدِهٖ স্বীয় বান্দা (মুহাম্মদ ﷺ)-কে لَيْلًا রাতারাতি مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ মসজিদে হারাম (কা'বা শরীফ) হতে اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى আকসা (বায়তুল মুকাদ্দিস) পর্যন্ত الَّذِيْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ যার চতুষ্পার্শ্বকে আমি নানাবিধ বরকতময় করে রেখেছি لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا উদ্দেশ্য আমি তাকে আমার কুদরতের বিস্ময়কর কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

০২. وَاٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ আর আমি মূসাকে কিতাব প্রদান করেছি وَجَعَلْنٰهُ هُدًى لِّبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ এবং আমি তাকে বনী ইসরাঈলের জন্য পথপ্রদর্শক করে দিলাম যে اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِيْ وَكِيْلًا তোমরা আমাকে ব্যতীত কোনো কার্যনির্বাহক সাব্যস্ত করো না।

০৩. ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ হে তাদের বংশধরগণ! যাদের কে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়ে ছিলাম اِنَّهٗ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا সে নূহ ছিলেন অতিশয় শোকর গুজার বান্দা।

وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ فِى الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا (٤)	৪. আর আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাবের মধ্যে এটা বলে দিয়েছিলাম যে, তোমরা জমিনে দুবার [মূসা ও ঈসার বিরোধিতা করে] অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং অতিশয় বল প্রয়োগ করতে থাকবে।
فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ ؕ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا (٥)	৫. অতঃপর যখন এতদুভয়ের প্রথমবারের প্রতিশ্রুতি সমাগত হবে, [তখন] তোমাদের উপর আমার এমন বান্দাদেরকে ক্ষমতাশালী করে দিব যারা ভীষণ যোদ্ধা হবে, তখন তারা তোমাদের ঘরে ঢুকে পড়বে, আর এটা এমন একটি ওয়াদা যা অবশ্যই ঘটবে।
ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا (٦)	৬. অতঃপর আমি পুনরায় তোমাদেরকে তাদের উপর জয়ী করে দিব এবং আমি ধন সম্পদ ও পুত্র সন্তানাদি দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করব, আর তোমাদেরকে বৃহৎ দলে পরিণত করে দিব।
اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ ۟ وَاِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا ؕ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْٓءٗا وُجُوْهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا (٧)	৭. যদি নেক কাজ করতে থাক, তবে নিজেদেরই হিতার্থে নেক কাজ করবে। আর যদি মন্দ কাজ কর, তা-ও তোমাদের নিজেদেরই জন্য; অতঃপর যখন দ্বিতীয়বারের প্রতিশ্রুতি সমাগত হবে, [তখন অপর জাতিকে ক্ষমতাবান করে দিব] যেন তারা তোমাদের চেহারা বিকৃত করে দেয় এবং যেরূপে প্রথমবার ঐ লোকেরা মসজিদে ঢুকেছিল, তদ্রূপ এরাও যেন তাতে ঢুকে পড়ে এবং যে যে বস্তুর উপর সক্ষম হয়, তা যেন ধ্বংস করে ফেলে।

শাব্দিক অনুবাদ :

০৪. وَقَضَيْنَآ اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ আর আমি বনী ইসরাঈলকে এটা বলে দিয়েছিলাম فِى الْكِتٰبِ কিতাবের মধ্যে لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ তোমরা জমিনে অশান্তি সৃষ্টি করবে مَرَّتَيْنِ দু'বার وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا এবং অতিশয় বল প্রয়োগ করতে থাকবে।

০৫. فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُوْلٰىهُمَا অতঃপর যখন এতদুভয়ের প্রথমবারের প্রতিশ্রুতি সমাগত হবে [তখন] بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ তোমাদের উপর আমার এমন বান্দাগণকে ক্ষমতাশালী করে দিব اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ যারা ভীষণ যোদ্ধা হবে فَجَاسُوْا خِلٰلَ الدِّيَارِ তখন তারা তোমাদের ঘরে ঘরে ঢুকে পড়বে وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا আর এটা এমন একটি ওয়াদা যা অবশ্যই ঘটবে।

০৬. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ অতঃপর আমি পুনরায় তোমাদেরকে তাদের উপর জয়ী করে দিব وَاَمْدَدْنٰكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ এবং আমি ধন-সম্পদও পুত্র সন্তানাদি দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করব। وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا আর তোমাদেরকে বৃহৎ দলে পরিণত করে দিব।

০৭. اِنْ اَحْسَنْتُمْ যদি নেক কাজ করতে থাক اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ তবে নিজেদেরই হিতার্থে নেক কাজ করবে وَاِنْ اَسَاْتُمْ আর যদি মন্দ কাজ কর فَلَهَا তাও নিজেদের জন্যই فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ অতঃপর যখন দ্বিতীয়বারের প্রতিশ্রুতি সমাগত হবে لِيَسُوْٓءٗا وُجُوْهَكُمْ যেন তারা তোমাদের চেহারা বিকৃত করে দেয় وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ যেরূপে প্রথমবার ঐ লোকেরা মসজিদে ঢুকেছিল তদ্রূপ এরাও যেন তাতে ঢুকে পড়ে وَّلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَوْا تَتْبِيْرًا এবং যে যে বস্তুর উপর সক্ষম হয় তা যেন ধ্বংস করে ফেলে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নামকরণ : সূরা বনী ইসরাঈলকে সূরাতুল 'ইসরা'ও বলা হয়। মক্কায় অবতীর্ণ এ সূরায় যেহেতু বনী ইসরাঈলের অনেক কথা রয়েছে এজন্য এর নামকরণ করা হয়েছে বনী ইসরাঈল। আর যেহেতু এ সূরায় প্রিয়নবী হযরত রাসূলে কারীম ﷺ -এর মি'রাজের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এজন্য এ সূরাকে "সূরাতুল ইসরা" বলা হয়। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, এ সূরাটি মক্কী। কিন্তু কোনো কোনো তত্ত্বজ্ঞানী বলেন, দু'টি আয়াত ব্যতীত পূর্ণ সূরাটি মক্কী। আয়াত দু'টি হলো- وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ ...... سُلْطَانًا نَّصِيْرًا.
দ্বিতীয়টি হলো- وَاِذْ قُلْنَالَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ.

ফজিলত : হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী ﷺ প্রত্যেক রাতে সূরা বনী ইসরাঈল এবং সূরায়ে যুমার তেলাওয়াত করতেন।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : পূর্ববর্তী সূরায় তাওহীদের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে। আর এ সূরায় নবুয়তের দলিল প্রমাণ এবং শরিয়তের বিধান স্থান পেয়েছে। এতদ্ব্যতীত, পূর্ববর্তী সূরার শেষে যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছিল তাদের উল্লেখ ছিল। আর এ সূরার শুরুতেই বনী ইসরাঈলের জুলুম-অত্যাচার, অন্যায়-অবিচার এবং তাদের শোচনীয় পরিণামের কথা বর্ণিত হয়েছে যাতে করে মক্কাবাসী নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করে ও সতর্ক হয়; কেননা মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে মক্কা থেকে বের করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। যেমন ফেরাউন হযরত মূসা (আ.) এবং তাঁর সাথিদেরকে মিশর থেকে বের করার ইচ্ছা করেছিল। পরিণামে ফেরাউন তার সৈন্য সামন্তসহ লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়। আর বনী ইসরাঈলরা তাদের বাড়ি-ঘরের উত্তরাধিকারী হয়। এভাবে আল্লাহ পাক মুসলমানগণকে মক্কা শহর তথা সমগ্র আরবের উত্তরাধিকারী করবেন, এমন সময় এ সূরা অবতীর্ণ হয়।

سُبْحَانَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِىْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ.

শানে নুযূল-১ : হযরত আবুল কাসেম সুলাইমান আল-আনসারী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী করীম ﷺ যখন উচ্চ মর্যাদায় পৌছেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন যে, হে মুহাম্মদ! আপনাকে এখন কোন মর্যাদায় ভূষিত করব? রাসূল ﷺ বললেন, আপনার প্রতি আমাকে উবুদিয়্যাত বা দাসত্বের সাথে সম্পর্ক যুক্ত করবেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীব ﷺ -এর চাওয়া অনুযায়ী সে উবুদিয়্যাতের মর্যাদা দ্বারাই তাঁকে ভুষিত করে উল্লিখিত আয়াত নাজিল করেন। -(রূহুল মা'আনী পৃ.৪, খ.৮. পারা-১৫)

শানে নুযূল-২ : রাসূল ﷺ কুরাইশদের সামনে যখন উর্ধ্বাকাশ পরিভ্রমণ বা মি'রাজের বিস্ময়কর ঘটনা ব্যক্ত করেন, তখন কুরাইশের লোকজন রাসূল ﷺ -এর কথাকে মনে প্রাণে মেনে নিতে না পেরে, তা অসত্য বা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল। রাসূল ﷺ যা বলেছেন তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভাবে সত্যতার স্বীকৃতি দিয়েই আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। -(বাহরে মুহীত্ব : ৪/৬)

اَسْرٰى শব্দটি اِسْرَاءٌ ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ রাত্রে নিয়ে যাওয়া। এরপর لَيْلًا শব্দটি স্পষ্টতঃ এ অর্থ ফুটিয়ে তুলেছে। لَيْلًا শব্দটি نَكِرَةٌ ব্যবহার করে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমগ্র ঘটনায় সম্পূর্ণ রাত্রি নয়; বরং রাত্রির একটা অংশ ব্যয়িত হয়েছে। আয়াতে উল্লিখিত মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফরকে 'ইসরা' বলা হয় এবং সেখান থেকে আসমান পর্যন্ত যে সফর হয়েছে, তার নাম মি'রাজ। ইসরা অকাট্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আর মি'রাজ সূরা নাজমে উল্লিখিত রয়েছে এবং অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা

প্রমাণিত। সম্মান ও গৌরবের স্তরে بِعَبْدِهٖ শব্দটি একটি বিশেষ প্রেমময়তার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কাউকে 'আমার বান্দা' বললে এর চাইতে বড় সম্মান মানুষের জন্য আর হতে পারে না।

কুরআন ও হাদীস থেকে দৈহিক মি'রাজের প্রমাণাদি ও ইজমা : ইসরা ও মি'রাজের সমগ্র সফর যে শুধু আত্মিক ছিল না, বরং সাধারণ মানুষের সফরের মতো দৈহিক ছিল, একথা কুরআন পাকের বক্তব্য ও অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আলোচ্য আয়াতের প্রথম سُبْحٰنَ শব্দের মধ্যে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা এ শব্দটি আশ্চর্যজনক ও বিরাট বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। মি'রাজ যদি শুধু আত্মিক অর্থাৎ স্বপ্নজগতে সংঘটিত হতো, তবে তাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? স্বপ্নে তো প্রত্যেক মুসলমান, বরং প্রত্যেক মানুষ দেখতে পারে যে, সে আকাশে উঠেছে, অবিশ্বাস্য বহু কাজ করেছে।

عَبْدٌ শব্দ দ্বারা এদিকেই দ্বিতীয় ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ শুধু আত্মাকে দাস বলে না; বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের সমষ্টিকেই দাস বলা হয়। এছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মি'রাজের ঘটনা হযরত উম্মে হানী (রা.) -এর কাছে বর্ণনা করলেন, তখন তিনি পরামর্শ দিলেন যে, আপনি কারো কাছে একথা প্রকাশ করবেন না; প্রকাশ করলে কাফেররা আপনার প্রতি আরো বেশি মিথ্যারোপ করবে। ব্যাপারটি যদি নিছক স্বপ্নই হতো, তবে মিথ্যারোপ করার কি কারণ ছিল?

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ঘটনা প্রকাশ করলেন, তখন কাফেররা মিথ্যারোপ করল এবং ঠাট্টা বিদ্রূপ করল। এমনকি, কতক নও-মুসলিম এ সংবাদ শুনে ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। ব্যাপারটি স্বপ্নের হলে এতসব তুলকালাম কাণ্ড ঘটার সম্ভাবনা ছিল কি? তবে, এ ঘটনার আগে এবং স্বপ্নের আকারে কোনো আত্মিক মি'রাজ হয়ে থাকলে তা এর পরিপন্থি নয়। وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِىْ اَرَيْنٰكَ আয়াতে সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরবিদদের মতে رُؤْيَا (স্বপ্ন) বলে رُؤْيَتْ (দেখা) বুঝানো হয়েছে। কিন্তু একে رُؤْيَا শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ এই হতে পারে যে, এ ব্যাপারটিকে রূপক অর্থে رُؤْيَا বলা হয়েছে। অর্থাৎ, এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কেউ স্বপ্ন দেখে। পক্ষান্তরে যদি رُؤْيَا শব্দের অর্থ স্বপ্নই নেওয়া হয়, তবে এমনটিও অসম্ভব নয়। কারণ মি'রাজের ঘটনাটি দৈহিক হওয়া ছাড়া এবং আগে কিংবা পরে আত্মিক অর্থাৎ স্বপ্নযোগেও হয়ে থাকবে। এ কারণে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং হযরত আয়েশা (রা.) থেকে যে স্বপ্নযোগে মি'রাজ হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে, তাও যথাস্থানে নির্ভুল। কিন্তু এতে শারীরিক মিরাজ না হওয়া প্রমাণিত হয় না।

তাফসীরে কুরতুবীতে আছে, ইসরার হাদীসসমূহ সব মুতাওয়াতির। নাক্কাশ এ সম্পর্কে বিশ জন সাহাবীর রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন এবং কাজি আয়াজ শেফা গ্রন্থে আরো বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

ইমাম ইবনে কাছীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে এসব রেওয়ায়েত পূর্ণরূপে যাচাই-বাছাই করে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর পঁচিশ জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁদের কাছ থেকে এসব রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। নামগুলো এই: হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব, আলী মর্তুজা, ইবনে মাসউদ, আবূ যর গিফারী, মালেক ইবনে ছা'ছা, আবূ হুরায়রা, আবূ সায়ীদ, ইবনে আব্বাস, শাদ্দাদ ইবনে আউস, উবাই ইবনে কা'ব, আব্দুর রহমান ইবনে কুর্য, আবূ হাইয়্যান, আবূ লায়লা, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ, হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান, বুরায়দাহ, আবূ আইয়ূব আনসারী, আবূ উমামা, সামুরা ইবনে জুনদুব, আবুল হামরা, সোহায়ব রুমী, উম্মে হানী, আয়েশা, আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.)।

এরপর ইবনে-কাছীর বলেন فَحَدِيْثُ الْاِسْرَاءِ اَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ وَاَعْرَضَ عَنْهُ الزَّنَادِقَةُ وَالْمُلْحِدُوْنَ সম্পর্কে সব মুসলমানের ঐকমত্য রয়েছে। শুধু ধর্মদ্রোহী যিন্দীকরা একে মানেনি।

মি'রাজের সংক্ষিপ্ত ঘটনা ইবনে-কাছীরের রেওয়ায়েত থেকে : ইমাম ইবনে কাছীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে আলোচ্য আয়াতের তাফসীর এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করার পর বলেন : সত্য কথা এই যে, নবী করীম ﷺ ইসরা সফর জাগ্রত অবস্থায় করেন; স্বপ্নে নয়। মক্কা মোকাররমা থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত এ সফর বোরাকযোগে করেন। বায়তুল-মোকাদ্দাসের দ্বারে উপনীত হয়ে তিনি বোরাকটি অদূরে বেঁধে দেন এবং বায়তুল-মোকাদ্দাসের মসজিদে প্রবেশ করেন এবং কেবলার দিকে মুখ করে দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ

নামাজ আদায় করেন। অতঃপর সিঁড়ি আনা হয়, যাতে নীচ থেকে উপরে যাওয়া জন্য ধাপ বানানো ছিল। তিনি সিঁড়ির সাহায্যে প্রথমে প্রথম আকাশে, অতঃপর অবশিষ্ট আকাশসমূহে গমন করেন। এ সিঁড়িটি কি এবং কিরূপ ছিল, তার প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। ইদানিং-কালেও অনেক প্রকার সিঁড়ি পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে। স্বয়ংক্রিয় লিফটের আকারে সিঁড়িও আছে এই অলৌকিক সিঁড়ি সম্পর্কে সন্দেহ ও দ্বিধার কারণ নেই। প্রত্যেক আকাশে সেখানকার ফেরেশতারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানায় এবং প্রত্যেক আকাশে সে সমস্ত পয়গম্বরগণের সাথে সাক্ষাত হয়, যাঁদের অবস্থান কোনো নির্দিষ্ট আকাশে রয়েছে। উদাহরণতঃ ষষ্ঠ আকাশে হযরত মূসা (আ.) এবং সপ্তম আকাশে হযরত ইবরাহীম (আ.) -এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর তিনি পয়গম্বরগণের স্থানসমূহও অতিক্রম করে যান এবং এক ময়দানে পৌঁছেন, যেখানে ভাগ্যলিপি লেখার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তিনি 'সিদরাতুল-মুনতাহা' দেখেন, যেখানে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে স্বর্ণের প্রজাপতি এবং বিভিন্ন রঙ-এর প্রজাপতি ইতস্ততঃ ছোটাছুটি করছিল। ফেরেশতারা স্থানটিকে ঘিরে রেখেছিল। এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত জিবরাঈলকে তাঁর স্বরূপে দেখেন। তাঁর ছয় শত পাখা ছিল। সেখানেই তিনি একটি দিগন্তবেষ্টিত সবুজ রঙ্গের 'রফরফ' দেখতে পান। সবুজ রঙের গদিবিশিষ্ট পাল্কীকে রফরফ বলা হয়। তিনি বায়তুল-মা'মূরও দেখেন। বায়তুল-মামুরের নিকটেই কা'বার প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রাচীরের সাথে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। এই বায়তুল মামুরে দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের পুনর্বার প্রবেশ করার পালা আসবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বচক্ষে জান্নাত ও জাহান্নাম পরিদর্শন করেন। সে সময় তাঁর উম্মতের জন্য প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্তের নামাজ ফরজ হওয়ার নির্দেশ হয়। অতঃপর তা হ্রাস করে পাঁচ ওয়াক্ত করে দেওয়া হয়। এ দ্বারা সব ইবাদতের মধ্য নামাজের বিশেষ গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

অতঃপর তিনি বায়তুল-মোকাদ্দাসে ফিরে আসেন এবং বিভিন্ন আকাশে যেসব পয়গম্বরের সাথে সাক্ষাত হয়েছিল তাঁরাও তাঁর সাথে বায়তুল-মোকাদ্দাসে অবতরণ করেন। তাঁরা (যেন) তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্য বায়তুল-মোকাদ্দাস পর্যন্ত আগমন করেন। তখন নামাজের সময় হয়ে যায় এবং তিনি পয়গম্বরগণের সাথে নামাজ আদায় করেন। সেটা সেদিনকার ফজরের নামাজও হতে পারে। ইবনে-কাছীর বলেন : নামাজে পয়গম্বরগণের ইমাম হওয়ার এ ঘটনাটি কারো কারো মতে আকাশে যাওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়। কিন্তু বাহ্যতঃ এ ঘটনাটি প্রত্যাবর্তনের পর ঘটে। কেননা আকাশে পয়গম্বরগণের সাথে সাক্ষাতের ঘটনায় একথাও বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল সব পয়গম্বরগণের সাথে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন। ইমামতির ঘটনা প্রথমে হয়ে থাকলে এখানে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এছাড়া সফরের আসল উদ্দেশ্য ছিল উর্ধ্ব জগতে গমন করা। কাজেই এ কাজটি প্রথমে সেরে নেওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। আসল কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর সব পয়গম্বর বিদায় দানের জন্য তাঁর সাথে বায়তুল-মোকাদ্দাস পর্যন্ত আসেন এবং জিবরাঈলের ইঙ্গিতে তাঁকে সবাই ইমাম বানিয়ে কার্যতঃ তাঁর নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেওয়া হয়।

এরপর তিনি বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে বিদায় নেন এবং বোরাকে সওয়ার হয়ে অন্ধকার থাকতেই মক্কা মোকাররমা পৌঁছে যান।

মি'রাজের ঘটনা সম্পর্কে একজন অমুসলিমের সাক্ষ্য :' তাফসীরে ইবনে কাছীরে বলা হয়েছে, হাফেজ আবূ নাঈম ইস্পাহানী দালায়েলুন্নবুয়ত গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে ওমর ওয়াকেদীর সনদে মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুযীর বাচনিক নিম্নোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

'রাসূলুল্লাহ ﷺ রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পত্র লিখে হযরত দিহইয়া ইবনে খলীফাকে প্রেরণ করেন। এরপর দিহইয়ার পত্র পৌঁছানো, রোম সম্রাট পর্যন্ত পৌঁছা এবং তিনি যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ সম্রাট ছিলেন, এসব কথা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে, যা সহীহ বুখারী এবং হাদীসের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। এ বর্ণনার উপসংহারে বলা হয়েছে যে, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস পত্র পাঠ করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ -

এর অবস্থা জানার জন্য আরবের কিছু সংখ্যক লোককে দরবারে সমবেত করতে চাইলেন। আবূ সুফিয়ান ইবনে হরব ও তাঁর সঙ্গিরা সে সময় বাণিজ্যিক কাফেলা নিয়ে সে দেশে গমন করছিল। নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে দরবারে উপস্থিত করা হলো। হিরাক্লিয়াস তাদেরকে যেসব প্রশ্ন করেন, সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ সহীহ বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। আবূ সুফিয়ানের আন্তরিক বাসনা ছিল যে, সে এই সুযোগে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে এমন কিছু কথাবার্তা বলবে যাতে, সম্রাটের সামনে তাঁর ভাবমূর্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আবূ সুফিয়ান নিজেই বলে যে, আমার এই ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করার পথে একটি মাত্র অন্তরায় ছিল। তা এই যে, আমার মুখ দিয়ে কোনো সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা বের হয়ে পড়লে সম্রাটের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হব এবং আমার সঙ্গিরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে ভর্ৎসনা করবে। তখন আমার মনে মি'রাজের ঘটনাটি বর্ণনা করার ইচ্ছা জাগে। এটা যে মিথ্যা ঘটনা তা সম্রাট নিজেই বুঝে নিবেন। আমি বললাম : আমি তাঁর ব্যাপারটি আপনার কাছে বর্ণনা করছি। আপনি নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, ব্যাপারটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনাটি কি? আবূ সুফিয়ান বলল : নবুয়তের এই দাবিদারের উক্তি এই যে, সে এক রাত্রিতে মক্কা মোকাররমা থেকে বের হয়ে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং প্রত্যুষের পূর্বে মক্কায় আমাদের কাছে ফিরে গেছে।

ইলিয়ার (বায়তুল-মোকদ্দাসের) সর্বপ্রধান যাজক ও পণ্ডিত তখন রোম সম্রাটের পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, আমি সে রাত্রি সম্পর্কে জানি। রোম সম্রাট তার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন : আপনি এ সম্পর্কে কিরূপে জানেন? সে বলল, আমার অভ্যাস ছিল যে, বায়তুল মোকাদ্দাসের সব দরজা বন্ধ না করা পর্যন্ত আমি শয্যা গ্রহণ করতাম না। সে রাত্রে আমি অভ্যাস অনুযায়ী সব দরজা বন্ধ করে দিলাম, কিন্তু একটি দরজা আমার পক্ষে বন্ধ করা সম্ভব হলো না। আমি আমার কর্মচারীদের ডেকে আনলাম। তারা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা চালাল। কিন্তু দরজাটি তাদের পক্ষেও বন্ধ করা সম্ভব হলো না। (দরজার কপাট স্বস্থান থেকে মোটেই নড়ছিল না।) মনে হচ্ছিল যেন আমরা কোনো পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লাগাচ্ছি। আমি অপারগ হয়ে কর্মকার ও মিস্ত্রীদেরকে ডেকে আনলাম। তারা পরীক্ষা করে বলল: কপাটের উপর দরজার প্রাচীরের বোঝা চেপে বসেছে। এখন ভোর না হওয়া পর্যন্ত দরজা বন্ধ করার কোনো উপায় নেই। সকালে আমরা চেষ্টা করে দেখব, কি করা যায়? আমি বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম এবং দরজার কপাট খোলাই থেকে গেল। সকাল হওয়া মাত্র আমি সে দরজার নিকট উপস্থিত হয়ে দেখি যে, মসজিদের দরজার কাছে ছিদ্র করা একটি প্রস্তর খণ্ড পড়ে রয়েছে। মনে হচ্ছিল যে, ওখানে কোনো জন্তু বাঁধা হয়েছিল। তখন আমি সঙ্গিদেরকে বলেছিলাম : আল্লাহ তা'আলা এ দরজাটি সম্ভবতঃ এ কারণে বন্ধ হতে দেননি যে, হয়তো বা আল্লাহর কোনো প্রিয় বান্দা আগমন করেছিলেন। অতঃপর তিনি বর্ণনা করেন যে, ঐ রাত্রে তিনি আমাদের মসজিদে নামাজ পড়েন। অতঃপর তিনি আরো বিশদ বর্ণনা দিলেন। —(ইবনে কাছীর : ৩য় খণ্ড, ২৪ পৃষ্ঠা)

ইসরা ও মি'রাজের তারিখ : ইমাম কুরতুবী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বলেন, মি'রাজের তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। মূসা ইবনে ওকবার রেওয়ায়েত এই যে, ঘটনাটি হিজরতের ছয়মাস পূর্বে সংঘটিত হয়। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত খাদীজার ওফাত নামাজ ফরজ হওয়ার পূর্বেই হয়েছিল। ইমাম যুহরী (র.) বলেন, হযরত খাদীজার ওফাত নবুয়ত প্রাপ্তির সাত বছর পরে হয়েছিল।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে, মি'রাজের ঘটনা নবুয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পরে ঘটেছে। ইবনে ইসহাক বলেন, মি'রাজের ঘটনা তখন ঘটেছিল, যখন ইসলাম আরবের সাধারণ গোত্রসমূহে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, মি'রাজের ঘটনাটি হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।

হরবী বলেন, ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা রবিউসসানী মাসের ২৭তম রাত্রিতে হিজরতের এক বছর পূর্বে ঘটেছে। ইবনে কাসেম সাহাবী বলেন, নবুয়ত প্রাপ্তির আঠার মাস পর এ ঘটনা ঘটেছে। মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন রেওয়ায়েত উল্লেখ করার পর কোনো সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেননি। কিন্তু সাধারণ ভাবে খ্যাত এই যে, রজব মাসের ২৭তম রাত্রি মি'রাজের রাত্রি।

মসজিদে-হারাম ও মসজিদে-আকসা : হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম, বিশ্বের সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদে-হারাম। অতঃপর আমি আরজ করলাম, এরপর কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদে আকসা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এতদুভয়ের নির্মাণের মধ্য কতদিনের ব্যবধান রয়েছে? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। তিনি আরো বললেন, এ তো হচ্ছে মসজিদদ্বয়ের নির্মাণক্রম। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকেই মসজিদ করে দিয়েছেন। যেখানে নামাজের সময় হয়, সেখানেই নামাজ পড়ে নাও। -(মুসলিম)

তাফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন, আল্লাহ তা'আলা বায়তুল্লাহর স্থানকে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে দু'হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন এবং এর ভিত্তিপ্রস্তর সপ্তম জমিনের অভ্যন্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে। মসজিদে আকসা হযরত সোলায়মান (আ.) নির্মাণ করেছেন। -(নাসায়ী, তাফসীর কুরতুবী, ১২৭ পৃ, ৪র্থ খণ্ড)

বায়তুল্লাহর চারপাশে নির্মিত মসজিদকে মসজিদে-হারাম বলা হয়। মাঝে মাঝে সমগ্র হারামকেও মসজিদে হারাম বলে দেওয়া হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে দু'টি রেওয়ায়েতের এ বৈপরীত্যও দূর হয়ে যায় যে, এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত উম্মে হানীর গৃহ থেকে ইসরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে কা'বার হাতীম থেকে রওয়ানা হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে। মসজিদে হারামের শেষোক্ত অর্থ নেওয়া হলে এটা অসম্ভব নয় যে, তিনি প্রথমে উম্মেহানীর গৃহে ছিলেন। অতঃপর সেখান থেকে কা'বার হাতীমে আগমন করেন এবং সেখান থেকে সফরের সূচনা হয়।

মসজিদে-আকসা ও শাম অঞ্চলের বরকত : আয়াতে بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ বলা হয়েছে। এখানে حَوْل বলে সমগ্র সিরিয়াকে বুঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা আরশ থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত বরকতময় ভূপৃষ্ঠকে বিশেষ পবিত্রতা দান করেছেন। -(রূহুল-মা'আনী)

এর বরকতসমূহ দ্বিবিধ : ধর্মীয় ও পার্থিব। ধর্মীয় বরকত এই যে, এ ভূভাগটি পূর্ববর্তী সব পয়গম্বরের কেবলা, বাসস্থান এবং সমাধিস্থান। জাগতিক বরকত হচ্ছে যে, এর উর্বর ভূমি, অসংখ্য ঝরণা ও বহমান নদ-নদী এবং অফুরন্ত ফল-ফসলের বাগানাদি। বিভিন্ন ধরনের সুমিষ্ট ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলটির তুলনা সত্যই বিরল। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রেওয়ায়েতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, হে শাম ভূমি। জনবসতিগুলোর মধ্যে তুমি আমার মনোনীত ভূ-ভাগ। আমি তোমার কাছেই স্বীয় মনোনীত বান্দাদেরকে পৌঁছে দেব। -(কুরতুবী) মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, দাজ্জাল সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করবে, কিন্তু চারটি মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। ১. মদিনার মসজিদ, ২. মক্কার মসজিদ, ৩. মসজিদে আকসা এবং ৪. মসজিদে তূর।

ঘটনাপ্রবাহের আলোকে মসজিদুল-আকসা

প্রথম ঘটনা : বর্তমান মসজিদে-আকসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত সোলায়মান (আ.) -এর ওফাতের কিছুদিন পরে সংশ্লিষ্ট প্রথম ঘটনাটি সংঘটিত হয়। বায়তুল মোকাদ্দাসের শাসনকর্তা ধর্মদ্রোহিতা ও কুকর্মের পথ অবলম্বন করলে মিসরের জনৈক সম্রাট তার উপর চড়াও হয় এবং বায়তুল-মোকাদ্দাসের স্বর্ণ ও রৌপ্যের আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে যায়, কিন্তু নগরী ও মসজিদকে বিধ্বস্ত করেনি।

দ্বিতীয় ঘটনা : এর প্রায় চারশ' বছর পর সংঘটিত হয় দ্বিতীয় ঘটনাটি। বায়তুল-মোকাদ্দাসে বসবাসকারী কতিপয় ইহুদি মূর্তিপূজা শুরু করে দেয় এবং অবশিষ্টরা অনৈক্যের শিকার হয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়। পরিণামে পুনরায় মিসরের জনৈক সম্রাট তাদের উপর আক্রমণ চালায় এবং নগরী ও মসজিদ প্রাচীরেরও কিছুটা ক্ষতিসাধন করে। এরপর তাদের অবস্থান যৎকিঞ্চিত উন্নতি হয়।

তৃতীয় ঘটনা : এর কয়েক বছর পর তৃতীয় ঘটনাটি সংঘটিত হয়, যখন বাবেল সম্রাট বুখতা নছর বায়তুল-মোকাদ্দাস আক্রমণ করে এবং শহরটি পদানত করে প্রচুর ধন-সম্পদ লুট করে নেয়। সে অনেক লোককে বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে যায় এবং সাবেক সম্রাট পরিবারের জনৈক ব্যক্তিকে নিজের প্রতিনিধিরূপে নগরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে।

চতুর্থ ঘটনা : এর কারণ এই যে, উপরিউক্ত নতুন সম্রাট ছিল মূর্তিপূজক ও অনাচারী সে বুখতা নছরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে বুখতা নছর পুনরায় বায়তুল-মোকাদ্দাস আক্রমণ করে। এবার সে হত্যা ও লুটতরাজের চূড়ান্ত করে দেয়। আগুন লাগিয়ে সমগ্র শহরটিকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে। এ দুর্ঘটনাটি হযরত সোলায়মান (আ.) কর্তৃক মসজিদ নির্মাণের প্রায় ৪১৫ বছর পর সংঘটিত হয়। এরপর ইহুদিরা এখান থেকে নির্বাসিত হয়ে বাবেলে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে চরম অপমান, লাঞ্ছনা ও দুর্গতির মাঝে সত্তর বছর অতিবাহিত হয়। অতঃপর ইরান সম্রাট বাবেলেও চড়াও হয়ে বাবেল অধিকার করে নেয়। ইরান সম্রাট নির্বাসিত ইহুদিদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পুনরায় সিরিয়ায় পৌঁছে দেয় এবং তাদের লুণ্ঠিত দ্রব্য-সামগ্রীও তাদের হাতে প্রত্যার্পণ করে। এ সময় ইহুদিরা নিজেদের কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং নতুনভাবে বসতি স্থাপন করে ইরান সম্রাটের সহযোগিতায় পূর্বের নমুনা অনুযায়ী মসজিদে আকসা পুনঃনির্মাণ করে।

পঞ্চম ঘটনা : ইহুদিরা এখানে পুনরায় সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করে অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। তারা আবার ব্যাপকভাবে পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর হযরত ঈসা (আ.) -এর জন্মের ১৭০ বছর পূর্বে এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়। আন্তাকিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট ইহুদিদের উপর চড়াও হয়। সে চল্লিশ হাজার ইহুদিকে হত্যা এবং চল্লিশ হাজারকে বন্দী ও গোলাম বানিয়ে সঙ্গে নিয়ে যায়। সে মসজিদেরও অবমাননা করে, কিন্তু মসজিদের মূল ভবনটি রক্ষা পেয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে এ সম্রাটের উত্তরাধিকারীরা শহর ও মসজিদকে সম্পূর্ণ ময়দানে পরিণত করে দেয়। এর কিছুদিন পর বায়তুল মোকাদ্দাস রোম সম্রাটের দখলে চলে যায়। তারা মসজিদের সংস্কার সাধন করে এবং এর আট বছর পর হযরত ঈসা (আ.) দুনিয়াতে আগমন করেন।

ষষ্ঠ ঘটনা : হযরত ঈসা (আ.) -এর সশরীরে আকাশে উত্থিত হওয়ার চল্লিশ বছর পর ষষ্ঠ ঘটনাটি ঘটে। ইহুদিরা রোম সম্রাটদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে রোমকরা শহর ও মসজিদ পুনরায় বিধ্বস্ত করে পূর্বের ন্যায় ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে দেয়। তখনকার সম্রাটের নাম ছিল তাইতিস। সে ইহুদিও ছিল না এবং খ্রিস্টানও ছিল না। কেমনা তার অনেকদিন পর কনষ্টানটাইন প্রথম খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। এরপর থেকে খলীফা হযরত ওমর (রা. -এর আমল পর্যন্ত মসজিদটি বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। হযরত ওমর (রা.) এটি পুনঃ নির্মাণ করান। এ ছয়টি ঘটনা তাফসীরে হক্কানীর বরাত দিয়ে তাফসীরে বয়ানুল-কুরআনে লিখিত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই ছয়টি ঘটনার মধ্যে কুরআনে উল্লিখিত দু'টি ঘটনা কোনগুলো? এর চূড়ান্ত ফয়সালা করা কঠিন। তবে বাহ্যতঃ এগুলোর মধ্যে যে ঘটনাগুলো অধিক গুরুতর ও প্রধান এবং যেগুলোর মধ্যে ইহুদিদের নষ্টামিও অধিক হয়েছে এবং শাস্তিও কঠোরতর পেয়েছে, সেগুলোই বুঝা দরকার। বলাবাহুল্য, সেগুলো হচ্ছে চতুর্থ ও ষষ্ঠ ঘটনা। তাফসীরে কুরতুবীতে এ প্রসঙ্গে সাহাবী হযরত হুযায়ফার বাচনিক একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতেও নির্ধারিত হয় যে, এখানে চতুর্থ ও ষষ্ঠ ঘটনাই বুঝানো হয়েছে। দীর্ঘ হাদীসটির অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে আরজ করলাম, বায়তুল মোকাদ্দাস আল্লাহ তা'আলার কাছে একটি বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন মসজিদ। তিনি বললেন, দুনিয়ার সব গৃহের মধ্যে এটি একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মহান গৃহ। এটি আল্লাহ তা'আলা সোলায়মান ইবনে দাউদের (আ.) জন্য স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মুক্তা ইয়াকূত ও যমরদ দ্বারা নির্মাণ করেছিলেন। হযরত সোলায়মান (আ.) যখন এর নির্মাণকাজ আরম্ভ করেন, তখন

আল্লাহ তা'আলা জিনদেরকে তাঁর অনুগত করে দেন। জিনরা এসব মণিমুক্তা ও স্বর্ণরৌপ্য সংগ্রহ করে মসজিদ নির্মাণ করে। হযরত হুযায়ফা বলেন, আমি আরজ করলাম, এরপর বায়তুল-মোকাদ্দাস থেকে মণি-মুক্তা ও স্বর্ণ-রৌপ্য কোথায় এবং কিভাবে উধাও হয়ে গেল? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বনী ইসরাঈলরা যখন আল্লাহর নাফরমানি করে, গোনাহ ও কুকর্মে লিপ্ত হলো এবং পয়গম্বরগণকে হত্যা করল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের ঘাড়ে বুখতা নছরকে চাপিয়ে দিলেন। বুখতা নছর ছিল অগ্নিউপাসক। সে সাতশ' বছর বায়তুল-মোকাদ্দাস শাসন করে। কুরআন পাকের فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ আয়াতে এ ঘটনাই বুঝানো হয়েছে। বুখতা নছরের সৈন্যবাহিনী মসজিদে আকসায় ঢুকে পড়ে, পুরুষদের হত্যা, মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করে এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের সমস্ত ধনসম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য ও মণি-মুক্তা এক লক্ষ সত্তর হাজার গাড়িতে বহন করে নিয়ে যায় এবং স্বদেশ বাবেলে সংরক্ষিত রাখে। সে বনী-ইসরাঈলকে একশ' বছর পর্যন্ত লাঞ্ছনা সহকারে নানা রকম কষ্টকর কাজে নিযুক্ত করে রাখে।

এরপর আল্লাহ তা'আলা ইরানের এক সম্রাটকে তার মোকাবিলার জন্য তৈরি করে দেন। সে বাবেল জয় করে এবং অবশিষ্ট বনী-ইসরাঈলকে বুখতা নছরের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে। বুখতা নছর যেসব ধন-সম্পদ বায়তুল-মোকাদ্দাস থেকে নিয়ে গিয়েছিল, ইরানী বাদশাহ সেগুলোও বায়তুল-মোকাদ্দাসে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দেন, যদি তোমরা আবারও নাফরমানি কর এবং গুনাহর দিকে ফিরে যাও, তবে আমিও পুনরায় হত্যা ও বন্দীত্বের আজাব তোমাদের উপর চাপিয়ে দেব। আয়াত عَسٰى رَبُّكُمْ أَنْ يَّرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا বলে একথাই বুঝানো হয়েছে।

বনী ইসরাঈলরা যখন বায়তুল-মোকাদ্দাসে ফিরে এলো এবং সমস্ত ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্র তাদের হস্তগত হয়ে গেল, তখন আবারও পাপ ও কুকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ল। তখন আল্লাহ তা'আলা রোম সম্রাটকে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন।

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ আয়াতে এ ঘটনাই বুঝানো হয়েছে। রোম সম্রাট জলে ও স্থলে উভয় ক্ষেত্রে তাদের সাথে যুদ্ধ করে অগণিত লোককে হত্যা ও বন্দী করে এবং বায়তুল-মোকাদ্দাসের সমস্ত ধন-সম্পদ এক লক্ষ সত্তর হাজার গাড়িতে বোঝাই করে নিয়ে যায়। এসব ধন-সম্পদ রোমের স্বর্ণমন্দিরে এখনো পর্যন্ত সংরক্ষিত রয়েছে এবং থাকবে। শেষ জমানায় হযরত মাহদী আবির্ভূত হয়ে এগুলোকে আবার এক লক্ষ্য সত্তর হাজার নৌকা বোঝাই করে বায়তুল মোকাদ্দাসে ফিরিয়ে আনবেন এবং এখানেই আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষকে একত্রিত করবেন। (এ দীর্ঘ হাদীসটি কুরতুবী স্বীয় তাফসীরে উদ্ধৃত করেছেন)

বয়ানুল-কুরআনে বলা হয়েছে, কুরআনে উল্লিখিত ঘটনাদ্বয়ের অর্থ দুটি শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণ। এক. হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণ এবং দুই. হযরত ঈসা (আ.)-এর নবুয়ত লাভের পর তাঁর শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণ। উপরিউল্লিখিত ঘটনাবলি প্রথম বিরুদ্ধাচরণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ঘটনাবলির বিবরণের পর আলোচ্য আয়াতসমূহের তাফসীর দেখুন।

উল্লিখিত ঘটনাবলির সারমর্ম এই যে, বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালা ছিল এই যে, তারা যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর আনুগত্য করবে, ততদিন ধর্মীয় ও জাগতিক ক্ষেত্রে কৃতকার্য ও সফলকাম থাকবে এবং যখনই ধর্মের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়বে, তখনই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে এবং শত্রুদের হাতে পিটুনি খাবে। শত্রুরা তাদের উপর প্রবল হয়ে শুধু তাদের জান ও মালেরই ক্ষতি করবে না; বরং তাদের পরম প্রিয় কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাসও শত্রুর কবল থেকে নিরাপদ থাকবে না। তাদের কাফের শত্রু বায়তুল-মোকাদ্দাসের মসজিদে ঢুকে এর অবমাননা করবে এবং একে পর্যুদস্ত করে ফেলবে। এটাও হবে বনী-ইসরাঈলের শাস্তির একটি

অংশবিশেষ। কুরআন পাক তাদের দু'টি ঘটনা বর্ণনা করেছে। প্রথম ঘটনা হযরত মূসা (আ.) -এর শরিয়ত চলাকালীন এবং দ্বিতীয় ঘটনা হযরত ঈসা (আ.) -এর আমলের। উভয় ক্ষেত্রেই বনী-ইসরাঈল সমকালীন শরিয়তের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। ফলে প্রথম ঘটনায় জনৈক অগ্নিপূজক সম্রাটকে তাদের উপর এবং বায়তুল-মোকাদ্দাসের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। সে অবর্ণনীয় ধ্বংসলীলা চালায়। দ্বিতীয় ঘটনায় জনৈক রোম সম্রাটকে তাদের উপর চাপানো হয়। সে হত্যা ও লুটতরাজ করে এবং বায়তুল মোকাদ্দাসকে বিধ্বস্ত মৃত্যের পুরীতে পরিণত করে দেয়। সাথে সাথে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, উভয় ক্ষেত্রে বনী-ইসরাঈলা যখন স্বীয় কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের দেশ, ধন-সম্পদ এবং জনবল ও সন্তান-সন্ততিকে পুনর্বহাল করে দেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

اَسْرٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْرَاءُ মূলবর্ণ (س . ر . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– রাতে নিয়ে চলা, রাতে সফর করা।

بَارَكْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُبَارَكَةُ মূলবর্ণ (ب . ر . ك) জিনস صحيح অর্থ– বরকত দেওয়া।

لِنُرِيَهٗ : لام كى এর কারণে মানসূব। সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرَاءَةُ মূলবর্ণ (ر . أ . ى) জিনস مركب (مهموز عين ও ناقص يائى) অর্থ– দেখানো।

اٰتَيْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (أ . ت . ى) জিনস مركب (مهموز فاء ও ناقص يائى) অর্থ– দেওয়া।

لَتَعْلُنَّ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله درفعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعُلُوُّ মূলবর্ণ (ع . ل . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– উচ্চ হওয়া, অবাধ্যতা করা।

فَجَاسُوْا : فاء জাযাইয়্যাহ। جاسوا সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْجَوْسُ মূলবর্ণ (ج . و . س) জিনস اجوف واوى অর্থ– হত্যা-লুণ্ঠনের জন্য ঢুকে পড়া।

لِيَسُوْٓءُا : لام كى এর কারণে মানসূব। সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلسَّوْءُ মূলবর্ণ (س . و . ء) জিনস مركب (اجوف واوى ও مهموز لام) অর্থ– পাল্টে দেওয়া, পরিপূর্ণ করা।

لِيُتَبِّرُوْا : لام كى এর কারণে মানসূব। সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّتْبِيْرُ মূলবর্ণ (ت . ب . ر) জিনস صحيح অর্থ– ধ্বংস করে দেওয়া।

عَلَوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعُلُوُّ মূলবর্ণ (ع . ل . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– উঁচু হওয়া, বিরুদ্ধাচরণ করা, কোনো কাজে সামর্থ্যবান হওয়া, কোনো ব্যক্তির উপর বিজয়ী হওয়া।

৮. বিচিত্র নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর দয়া করবেন, আর যদি তোমরা পুনরায় তা-ই কর, তবে আমিও পুনরায় তা-ই করব। এবং আমি দোজখকে কাফেরদের জন্য কারাগার করে রেখেছি।	عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ ۚ وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا ۘ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا (٨)
৯. নিশ্চয় এ কুরআন এমন পথের সন্ধান দেয়, যা সবচেয়ে সুদৃঢ়, আর সে সমস্ত ঈমানদারদেরকে– যারা নেক কাজ করে এ সুসংবাদ দেয় যে, তারা বড় পুরস্কার পাবে।	اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا (٩)
১০. আর [এটাও বলে দেয় যে] যারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না আমি তাদের জন্য এক যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।	وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا (١٠)
১১. আর [কোনো কোনো] মানুষ অকল্যাণের প্রার্থনা এমনভাবে করে, যেমন কল্যাণের প্রার্থনা; বস্তুত মানুষ হচ্ছে অতি মাত্রায় ত্বরাপ্রিয়।	وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا (١١)

শাব্দিক অনুবাদ :

৮. عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْحَمَكُمْ বিচিত্র নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তোমার উপর দয়া করবেন وَاِنْ عُدْتُّمْ عُدْنَا আর যদি তোমরা পুনরায় তাই কর, তবে আমিও পুনরায় তাই করব وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ এবং আমি দোজখকে করে রেখেছি لِلْكٰفِرِيْنَ حَصِيْرًا কাফেরদের জন্য কারাগার।

৯. اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ নিশ্চয় এ কুরআন يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ এমন পথের সন্ধান দেয় যা সবচেয়ে সুদৃঢ় وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ আর সে সমস্ত ঈমানদারগণকে এ সুসংবাদ দেয় যে الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ যারা নেক কাজ করে اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا তারা বড় পুরস্কার পাবে।

১০. وَّاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ আর এটাও বলে দেয় যে, যারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না اَعْتَدْنَا لَهُمْ আমি তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি عَذَابًا اَلِيْمًا এক যন্ত্রণাময় শাস্তি।

১১. وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ আর [কোনো কোনো] মানুষ অকল্যাণের প্রার্থনা এমনভাবে করে دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ যেমন কল্যাণের প্রার্থনা وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا বস্তুত মানুষ হচ্ছে অতি মাত্রায় ত্বরাপ্রিয়।

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ اٰيَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ؕ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا (١٢)

১২. আর আমি রাত্রি ও দিবসকে [স্বীয় অসীম কুদরতে] করে দিয়েছি দুটি নিদর্শন, অনন্তর রাত্রির নিদর্শনকে নিস্প্রভ এবং দিবসের নিদর্শনকে উজ্জ্বল করে দিয়েছি, যেন তাতে তোমাদের প্রভুর [প্রদত্ত] জীবিকা অন্বেষণ করতে পার, আর যেন বৎসরের গণনা ও [অন্যান্য ছোট ছোট] হিসাব জানতে পার এবং আমি প্রত্যেক বিষয়কে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ ؕ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا (١٣)

১৩. আর আমি প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্মকে তার গলার হারস্বরূপ করে রেখেছি এবং কিয়ামতের দিন তার আমলনামা তার জন্য বের করে তার সম্মুখে উপস্থিত করব, যা সে উন্মুক্ত অবস্থায় দেখে নিবে।

اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا (١٤)

১৪. [বলা হবে] তোমার আমলনামা পাঠ কর, আজ তোমার হিসাব গ্রহণকারীরূপে তুমি নিজেই যথেষ্ট।

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا (١٥)

১৫. [আর] যে ব্যক্তি সৎপথে চলে, সে নিজেরই হিতার্থে সৎপথে চলে থাকে, আর যে ব্যক্তি বিপথে চলে, বস্তুতঃ সেও নিজেরই অনিষ্টের জন্য পথভ্রষ্ট হয়ে থাকে, আর [আমার নীতি এই যে,] কেউই কারো বোঝা বহন করবে না, আর আমি [কখনো] শাস্তি প্রদান করি না, যে পর্যন্ত না কোনো রাসূল প্রেরণ করি।

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. وَجَعَلْنَا আর আমি করে দিয়েছি الَّيْلَ وَالنَّهَارَ রাত্রি ও দিবসকে اٰيَتَيْنِ দুটি নিদর্শন فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ অনন্তর রাত্রির নিদর্শনকে নিস্প্রভ وَجَعَلْنَا এবং করে দিয়েছি اٰيَةَ النَّهَارِ দিবসের নিদর্শনকে مُبْصِرَةً উজ্জ্বল لِّتَبْتَغُوْا যেন তাতে অন্বেষণ করতে পার فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ তোমাদের রবের [প্রদত্ত] জীবিকা وَلِتَعْلَمُوْا আর যেন জানতে পার عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ বৎসরের গণনা ও হিসাব وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنٰهُ تَفْصِيْلًا এবং আমি প্রত্যেক বিষয়কে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

১৩. وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ আর আমি প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্মকে তার গলার হার স্বরূপ করে রেখেছি وَنُخْرِجُ لَهٗ এবং তার জন্য বের করে তার সম্মুখে উপস্থিত করব يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামতের দিন كِتٰبًا তার আমলনামা يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا যা সে উন্মুক্ত অবস্থায় দেখে নিবে।

১৪. اِقْرَاْ كِتٰبَكَ [বলা হবে] তোমার আমলনামা পাঠ কর كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا আজ তোমার হিসাব গ্রহণকারীরূপে তুমি নিজেই যথেষ্ট।

১৫. مَنِ اهْتَدٰى আর যে ব্যক্তি সৎ পথে চলে فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ সে নিজেরই হিতার্থে সৎ পথে চলে থাকে وَمَنْ ضَلَّ আর যে ব্যক্তি বিপথে চলে فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا বস্তুতঃ সেও নিজেই অনিষ্টের জন্য পথভ্রষ্ট হয়ে থাকে وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى আর কেউ কারো বোঝা বহন করবে না وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ আর আমি (কখনো) শাস্তি প্রদান করি না حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا যে পর্যন্ত না কোনো রাসূল প্রেরণ করি।

১৬. আর যখন আমি কোনো জনপদকে ধ্বংস করতে চাই, তখন উক্ত জনপদের সম্পদশালী লোকদেরকে [ঈমান আনার জন্য] আদেশ প্রদান করি, অতঃপর [যখন] তারা তথায় দুষ্কর্ম করতে থাকে, তখন তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সম্পূর্ণ হয়ে যায়, তৎপর আমি উক্ত জনপদকে ধ্বংস করে ফেলি	وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا (١٦)
১৭. আর আমি নূহের পর বহু জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি, বস্তুতঃ আপনার প্রতিপালক স্বীয় বান্দাদের পাপসমূহ সম্বন্ধে খবরদার [ও] পর্যবেক্ষকরূপে যথেষ্ট।	وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًاۢ بَصِيْرًا (١٧)

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً আর যখন আমি কোনো জনপদকে ধ্বংস করতে চাই اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا তখন উক্ত জনপদের সম্পদশালী লোকদেরকে আদেশ প্রদান করি فَفَسَقُوْا فِيْهَا অতঃপর (যখন) তারা তথায় দুষ্কর্ম করতে থাকে فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ তখন তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সম্পূর্ণ হয়ে যায় فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا তৎপর আমি উক্ত জনপদকে ধ্বংস করে ফেলি ।

১৭. وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ আর আমি বহু জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি مِنْۢ بَعْدِ نُوْحٍ নূহের পর وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًاۢ بَصِيْرًا বস্তুত আপনার রব স্বীয় বান্দাদের পাপসমূহ সম্বন্ধে খবরদার (ও) পর্যবেক্ষকরূপে যথেষ্ট ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا.

শানে নুযূল : বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূল ﷺ হযরত সাওদা (রা.) কে একটি কয়েদী অর্পণ করেন। তখন সে কয়েদীটি কাঁদতে লাগল। সুতরাং হযরত সাওদা (রা.) তাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে জবাবে বলল, বেত্রাঘাত ও বাঁধনের ব্যাথায় কাঁদছি। সে জন্য তিনি তাঁর কাঁধের বাঁধন ছেড়ে দিলেন। অতঃপর যখন তিনি ঘুমিয়ে যান, তখন সে পালিয়ে যায়। সুতরাং তিনি নবী করীম ﷺ কে এ বিষয়ে অবগত করলেন। যে পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল ﷺ বললেন যে, "আল্লাহ তোমার হাত কেটে দিক" সুতরাং ভোর প্রভাত যখন হয়, তখন তিনি কোনো বিপদ এসে যাওয়ার শঙ্কা বোধ করছিলেন। অবস্থা দৃষ্টে, রাসূল ﷺ বললেন যে, আমি তো আল্লাহর নিকট এমন কোনো বস্তুর প্রার্থনা করেছি। আমার গৃহের লোকজন যার যোগ্য নয়, তা যেন আল্লাহর রহমতে পরিণত করে দেন। কারণ আমিতো একজন মানুষ, অন্যান্য মানুষ যেরূপভাবে রাগান্বিত হয়, আমিও অনুরূপ ভাবে রাগান্বিত হই। রাসূল ﷺ কর্তৃক বদদোয়া করতে দ্রুততা করার প্রসঙ্গ নিয়ে এ আয়াত নাজিল করা হয়েছে। -(কুরতুবী : ১৯৯/১০)

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ؕ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ؕ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا.

শানে নুযূল-১ : হযরত ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, আলোচ্য আয়াত ওয়ালিদ বিন মুগীরা সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে ওয়ালিদ বিন মুগীরা মক্কার লোকজনকে বলত, তোমরা আমার

অনুসরণ কর। আর মুহাম্মাদের সাথে তোমরা কুফুরি কর। তোমাদের পাপ পঙ্কিলতার দায় দায়িত্ব সব কিছুই আমার উপর। ওয়ালিদ বিন মুগীরা এহেন প্রতারণা করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –(কুরতুবী ২০২/১০, রূহুল মা'আনী পৃ.৩৫, খ.৮, পারা-১৫, বাহরে মুহীত্ব ১৫/৬)

শানে নুযূল–২ : ইবনে আকিল (রা.) হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রা.) কর্তৃক দুর্বল সনদের এক রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত খাদীজা (রা.) রাসূল ﷺ কে মুশরিকদের সন্তান সন্তুতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। রাসূল ﷺ বলেন, তারা তাদের মাতা-পিতার আওতাধীন থাকবে। তারপর আবারও তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তখন রাসূল ﷺ বললেন যে, যারা যে আমলকারী সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন। পরবর্তীতে ইসলামের মজবুতী হয়ে গেল। তিনি আবার এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন। হযরত খাদীজা (রা.)-এর জিজ্ঞাসার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

–(রূহুল মা'আনী পৃ.৩৫, খ.৮, পারা-১৫, ফতহুল কাদীর ২১৫/২)

শানে নুযূল–৩ : কারো মতে আলোচ্য আয়াত আবূ সালমা বিন আবুল আসওয়াদ ও ওয়ালিদ বিন মুগীরা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। হেদায়েতের ইঙ্গিত করা হয়েছে আবূ সালমা বিন আবুল আসওয়াদের প্রতি: আর ভ্রষ্টতার মধ্যে ওয়ালীদ বিন মুগীরার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। –(বাহরে মুহীত্ব ১৫/৬)

ঐ ঘটনাদ্বয় উল্লেখ করার পর পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা এসব ব্যাপারে স্বীয় বিধি বর্ণনা করে বলেছেন : وان عدتم عدنا -অর্থাৎ, তোমরা পুনরায় নাফরমানির দিকে প্রত্যাবর্তন করলে আমিও পুনরায় এমনি ধরনের শাস্তি ও আজাব চাপিয়ে দিব। বর্ণিত এ বিধিটি কিয়ামত পর্যন্ত সকলের জন্য বলবৎ থাকবে। এতে বনী-ইসরাঈলের সেসব লোককে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে বিদ্যমান ছিল। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রথমবার হযরত মূসা (আ.)-এর শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণের কারণে এবং দ্বিতীয়বার হযরত ঈসা (আ.)-এর শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণের কারণে যেভাবে তোমরা শাস্তি ও আজাবে পতিত হয়েছিলে, এখন তৃতীয় যুগ হচ্ছে শরিয়তে মুহাম্মদীয়ার যুগ যা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এর বিরুদ্ধাচরণ করলেও তোমাদেরকে পূর্বের পরিণতিই ভোগ করতে হবে। আসলে তাই হয়েছে। তারা শরিয়তে-মুহাম্মদী ও ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হলে মুসলমানদের হাতে নির্বাসিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত তো হয়েছেই, শেষ পর্যন্ত তাদের পবিত্র কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাস ও মুসলমানদের করতলগত হয়েছে। পার্থক্য এতটুকু যে, পূর্ববর্তী সম্রাটরা তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেছিল এবং তাদের পবিত্র কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাসেরও অবমাননা করেছিল, কিন্তু মুসলমানরা বায়তুল-মোকাদ্দাস জয় করার পর শত শত বছর যাবত বিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত মসজিদটি নতুন ভাবে পুনঃনির্মাণ করে এবং পয়গম্বরগণের এ কেবলার যথাযথ সম্মান পুনর্বহাল করেন।

বনী-ইসরাঈলের ঘটনাবলি মুসলমানদের জন্য শিক্ষাপ্রদ। বায়তুল মোকাদ্দাসের বর্তমান ঘটনা এ ঘটনার পরম্পরার একটি অংশ: বনী-ইসরাঈলের এসব ঘটনা কুরআন পাকে বর্ণনা করা এবং মুসলমানদেরকে শোনানোর উদ্দশ্য বাহ্যতঃ এই যে, মুসলমানগণ এ খোদায়ী বিধি-ব্যবস্থা থেকে আলাদা নয়। তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব সম্মান, শান-শওকত, অর্থ-সম্পদও আল্লাহর আনুগত্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যখন তারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়ে যাবে, তখন তাদের শত্রু ও কাফেরদেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে, যাদের হাতে তাদের উপাসনালয়ও মসজিদসমূহেরও অবমাননা হবে।

একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার : আল্লাহ তা'আলা ভূপৃষ্ঠে ইবাদতের জন্য দু'টি স্থানকে ইবাদতকারীদের কেবলা করেছেন। একটি বায়তুল-মাকদিস আর অপরটি বায়তুল্লাহ। কিন্তু আল্লাহর আইন উভয় ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। বায়তুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ এবং কাফেরদের হাত থেকে একে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। এরই পরিণতি হস্তী বাহিনীর সে ঘটনা যা কুরআন পাকের সূরা ফীলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়ামানের

খ্রিস্টান বাদশাহ বায়তুল্লাহ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে অভিযান করলে আল্লাহ তা'আলা বিরাট হস্তী বাহিনীসহ তাকে বায়তুল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বেই পাখীদের মাধ্যমে বিধ্বস্ত ও বরবাদ করে দেন।

কিন্তু বায়তুল-মাকদিসের ক্ষেত্রে এ আইন নেই। বরং আলোচ্য আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, মুসলমানরা যখন পথভ্রষ্টতা ও গুনাহে লিপ্ত হবে, তখন শাস্তি হিসেবে তাদের কাছ থেকে এ কেবলাও ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং কাফেররা এর উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে।

কাফের আল্লাহর বান্দা, কিন্তু প্রিয় বান্দা নয়: উল্লিখিত প্রথম ঘটনায় কুরআন পাক বলেছে, আল্লাহর দীনের অনুসারীরা যখন ফেৎনা ও ফ্যাসাদে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর এমন বান্দাদেরকে চাপিয়ে দিবেন, যারা তাদের ঘরে প্রবেশ করে তাদের উপর হত্যা ও লুটতরাজ চালাবে। এ স্থলে কুরআন পাক عِبَادًا لَّنَا শব্দ ব্যবহার করেছে عِبَادَنَا বলেনি। অথচ এটাই ছিল সংক্ষিপ্ত। এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহর দিকে কোনো বান্দার সম্বন্ধ হয়ে যাওয়া তার জন্য পরম সম্মানের বিষয়। যেমন, এ সূরার প্রারম্ভে أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ এর অধীনে একথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, শবে মি'রাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সম্মান ও অসাধারণ নৈকট্য লাভ করেছিলেন। কুরআন পাক এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম অথবা কোনো বিশেষ বর্ণনা করার পরিবের্ত শুধু عَبْدِهِ (দাস) বলে ব্যক্ত করেছে যে, মানুষের সর্বশেষ উৎকর্ষ এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক তাকে দাস বলে আখ্যায়িত করা। বনী-ইসরাঈলকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যেসব লোককে ব্যবহার করা হয়েছিল, তারা ছিল কাফের। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে عِبَادَنَا শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার পরিবর্তে إِضَافَتْ তথা সম্বন্ধ পদ পরিহার করে عِبَادًا لَّنَا বলেছেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৃষ্টিগতভাবে তো সমগ্র মানবগুলীই আল্লাহর বান্দা; কিন্তু ঈমান ব্যতীত প্রিয় বান্দা হয় না যে, তাদের إِضَافَتْ তথা সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে হতে পারে।

'আকওয়াম' পথ : কুরআন পাক যে পথনির্দেশ করে, তাকে আকওয়াম বলা হয়েছে, 'আকওয়াম' সে পথ, যা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে নিকটবর্তী, সহজ এবং বিপদাপদমুক্তও।-(কুরতুবী) এ থেকে বুঝা গেল যে, কুরআন পাক মানব জীবনের জন্য যেসব বিধি-বিধান দান করে, সেগুলোতে এ তিনটি গুণই বিদ্যমান রয়েছে। যদিও মানুষ স্বল্পবুদ্ধির কারণে মাঝে মাঝে এ পথকে দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল মনে করতে থাকে; কিন্তু রাব্বুল আলামীন সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে সমান। একমাত্র তিনিই এ সত্য জানতে পারেন যে, মানুষের উপকার কোন কাজে ও কিভাবে বেশি। স্বয়ং মানুষ যেহেতু সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, তাই সে নিজের ভালোমন্দও পুরোপুরি জানতে পারে না।

সম্ভবত : س এদিকে লক্ষ্য রেখেই আলোচ্য আয়াতসমূহের সর্বশেষ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ তো মাঝে মাঝে তাড়াহুড়া করে নিজের জন্য এমন দোয়া করে বসে, যা পরিণামে তার জন্য ধ্বংস ও বিপর্যয় ডেকে আনে। আল্লাহ তা'আলা এমন দোয়া কবুল করে নিলে তা নিশ্চিতই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা অধিকাংশ সময় এমন দোয়া তাৎক্ষণিকভাবে কবুল করেন না। শেষ পর্যন্ত মানুষ নিজেই বুঝতে পারে যে, তার এ দোয়া ভ্রান্ত এবং তার জন্য ভীষণ ক্ষতিকর ছিল। আয়াতের সর্বশেষ বাক্যে মানুষের একটি স্বভাবগত দুর্বলতা বিধির আকারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ স্বভাবের তাড়নায়ই দ্রুততাপ্রিয়। সে বাহ্যিক লাভ-লোকসানের দিকে দৃষ্টি রাখে, অথচ পরিণামদর্শিতায় ভুল করে, তাৎক্ষণিক সুখ অল্প হলেও তাকে বড় ও স্থায়ী সুখের উপর অগ্রাধিকার দান করে। এ বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, আলোচ্য আয়াতে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা বর্ণিত হয়েছে।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ এ আয়াতটিকে একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বলে সাব্যস্ত করেছেন। ঘটনাটি এই যে, নযর ইবনে হারেস একবার ইসলামের বিরোধিতায় দোয়া করে বসে যে, اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ অর্থাৎ, হে আল্লাহ যদি আপনার কাছে

ইসলামই সত্য হয় তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করুন অথবা অন্য কোনো যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রেরণ করুন। এমতাবস্থায় 'ইনসান' শব্দ দ্বারা এই বিশেষ ব্যক্তি অথবা তার সমস্বভাবযুক্তদের বুঝতে হবে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে প্রথমে দিবারাত্রির পরিবর্তনকে আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির নিদর্শন সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে যে, রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দিনকে উজ্জ্বল করার মধ্যে বহুবিধ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করার তাৎপর্য এখানে বর্ণনা করা হয়নি। অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাত্রির অন্ধকার নিদ্রা ও আরামের জন্য উপযুক্ত। আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, রাত্রির অন্দকারেই প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর ঘুম আসে। সমগ্র জগত একই সময়ে ঘুমায়। যদি বিভিন্ন লোকের ঘুমের জন্য বিভিন্ন সময় নির্ধারিত থাকত, তবে জাগ্রতদের হট্টগোলে ঘুমন্তদের ঘুমেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হতো।

এখানে দিনকে ঔজ্জ্বল্যময় করার দু'টি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। **এক.** দিনের আলোতে মানুষ রিজিক অন্বেষণ করতে পারে। মেহনত, মজুরী, শিল্পও কারিগরি সব কিছুর জন্য আলো অত্যাবশ্যক। **দুই.** দিবারাত্রির গমনাগমনের দ্বারা সন-বছরের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। উদারহরণত : ৩৬০ দিন পূর্ণ হলে একটি সন পূর্ণ তালাভ করে।

এমনিভাবে অন্যান্য হিসাব-নিকাশও দিবারাত্রির গমনাগমনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দিবারাত্রির এই পরিবর্তন না হলে মজুরের মুজুরী , চাকরের চাকরি এবং লেন-দেনের মেয়াদ নির্দিষ্ট করা সুকঠিন হয়ে যাবে।

আমলানামা গলার হার হওয়ার মর্মার্থ : মানুষ যে কোনো জায়গায় যে কোনো অবস্থায় থাকুক, তার আমলনামা তার সাথে থাকে এবং তার আমল লিপিবদ্ধ হতে থাকে। মৃত্যুর পর তা বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয়। কিয়ামতের দিন এ আমলনামা প্রত্যেকের হাতে হাতে দিয়ে দেওয়া হবে, যাতে নিজে পড়ে নিজেই মনে মনে ফয়সালা করে নিতে পারে যে, সে পুরস্কারের যোগ্য, না আজাবের যোগ্য। হযরত কাতাদা থেকে বর্ণিত আছে, সেদিন লেখাপড়া না জানা ব্যক্তিও আমলনামা পড়ে ফেলবে। এ প্রসঙ্গে আল্লমা ইস্পাহানী হযরত আবূ উমামার একটি রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কিয়ামতের দিন কোনো কোনো লোকের আমলনামা যখন তাদের হাতে দেওয়া হবে, তখন তারা নিজেদের কিছু কিছু সৎকর্ম তাতে অনুপস্থিত দেখে আরজ করবে: পরওয়ারদেগার ! এতে আমার অমুক অমুক সৎকর্ম লেখা হয়নি। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উত্তর হবে, আমি সেসব সৎকর্ম নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি। কারণ তোমরা অন্যদের গিবত করতে। -(মাযহারী)

পয়গম্বর প্রেরণ ব্যতীত আজাব না হওয়ার ব্যাখ্যা : এ আয়াতদৃষ্টে কোনো কোনো ফিকহবিদদের মতে যাদের কাছে কোনো নবী ও রাসূলের দাওয়াত পৌঁছেনি কাফের হওয়া সত্ত্বেও তাদের কোনো আজাব হবে না। কোনো কোনো ইমামের মতে ইসলামের যেসব আকীদা বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা বুঝা যায়। যেমন, আল্লাহর অস্তিত্ব, তাওহীদ প্রভৃতি-সেগুলো যারা অস্বীকার করে, কুফরের কারণে তাদের আজাব হবে, যদিও তাদের কাছে নবী ও রাসূলদের দাওয়াত না পৌঁছে থাকে। তবে পয়গম্বরগণের দাওয়াত ও তাবলীগ ব্যতীত সাধারণ গুনাহর কারণে আজাব হবে না। কেউ কেউ এখানে রাসূল শব্দের ব্যাপক অর্থ নিয়েছেন। রাসূল ও নবী অথবা তাদের কোনো প্রতিনিধিও হতে পারেন কিংবা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও হতে পারে। কেননা বিবেক-বুদ্ধিও এক দিক দিয়ে আল্লাহর রাসূল বটে।

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَىٰ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরে মাযহারীতে লেখা রয়েছে, এতে প্রমাণিত হয় যে, মুশরিক ও কাফেরদের যেসব সন্তান বালেগ হওয়ার পূর্বে মারা যায়, তাদের আজাব হবে না। কেননা পিতা-মাতার কুফরের কারণে তারা শাস্তির যোগ্য হবে না। অবশ্য এ প্রশ্নে ফিকহবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ।

একটি সন্দেহ ও তার জওয়াব : وَإِذَآ أَرَدْنَآ এবং أَمَرْنَا অতঃপর বাক্যদ্বয়ের বাহ্যিক অর্থ থেকে এরূপ সন্দেহের অবকাশ ছিল যে, তাদেরকে ধ্বংস করাই ছিল আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য। তাই প্রথমে তাদেরকে পয়গাম্বগণের

মাধ্যমে ঈমান ও আনুগত্যের আদেশ দেওয়া অতঃপর তাদের পাপাচারকে আজাবের কারণ বানানো এসব তো আল্লাহ তা'আলারই পক্ষ থেকে হয়। এমতাবস্থায় বেচারাদের দোষ কি? তারা তো অপারগ ও বাধ্য। এর জওয়াবের প্রতি অনুবাদে ও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিবেক -বুদ্ধি ও ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন এবং আজাব ও ছওয়াবের পথ সুস্পষ্টভাবে বাতলে দিয়েছেন। কেউ যদি স্বেচ্ছায় আজাবের পথে চলারই ইচ্ছা ও সংকল্প গ্রহণ করে তবে আল্লাহর রীতি এই যে, তিনি তাকে সেই আজাবের উপায় -উপরকরণাদি সরবরাহ করে দেন। কাজেই আজাবের আসল কারণ স্বয়ং তাদের কুফরি ও গুনাহের সংকল্প-আল্লাহর ইচ্ছাই একমাত্র কারণ নয়। তাই তারা ক্ষমার যোগ্য হতে পারে না।

ধনীদের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হওয়া একটি স্বভাবিক ব্যাপার : আয়াতে বিশেষভাবে অবস্থাপন্ন ধনীদের কথা উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবেই বিত্তশালী ও শাসক-শ্রেণির চরিত্র ও কর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এরা কুকর্মপরায়ণ হয়ে গেলে সমগ্র জাতি কুকর্মপরায়ণ হয়ে যায়। তাই আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে ধন-দৌলত দান করেন, কর্ম ও চিত্তেও সংশোধনের প্রতি তাদের অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। এমন হওয়া উচিত নয় যে, তারা বিলাসিতায় পড়ে কর্তব্য ভুলে যাবে এবং তাদের কারণে সমগ্র জাতি ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হবে। এমতাবস্থায় সমগ্র জাতির কুকর্মের শাস্তিও তাদেরকে ভোগ করতে হবে।

শব্দবিশ্লেষণ :

عُدْتُّمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْعَوْدُ মূলবর্ণ (ع . و . د) জিনস اجوف واوى অর্থ– কোনো জিনিস থেকে ফিরে যাওয়ার পর পুনরায় তার দিকে প্রত্যাবর্তন করা।

اَقْوَمُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقِيَامُ মূলবর্ণ (ق . و . م) জিনস اجوف واوى অর্থ– সঠিক পথে থাকা, ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে থাকা।

اَعْتَدْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِعْتَادُ মূলবর্ণ (ع . ت . د) জিনস صحيح অর্থ– তৈরি করা।

فَمَحَوْنَا : ফা تعقيب-এর জন্য مَحَوْنَا সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف মাসদার اَلْمَحْوُ বাব نصر মূলবর্ণ (م . ح . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– মিটিয়ে দেওয়া, চিহ্ন মুছে দেওয়া। باب سمع থেকেও এ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু سَمِعَ থেকে হলে মাসদার হবে اَلْمَحْىُ

يَلْقٰهُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَللُّقِى মূলবর্ণ (ل . ق . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– পাওয়া।

مَنْشُوْرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসাদর اَلنَّشْرُ মূলবর্ণ (ن . ش . ر) জিনস صحيح অর্থ– খোলা। বিস্তৃত হওয়া, জীবিত হয়ে উঠা, জীবিত করে উঠানো। এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য।

مُتْرَفِيْهَا : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِتْرَافُ মূলবর্ণ (ت . ر . ف) জিনস صحيح অর্থ- আরাম-আয়েশ দেওয়া। মূলত مُتْرِفِيْن ছিল। هَا যমীরের দিকে ইযাফতের কারণে নূন পড়ে গেছে। هَا-এর যমীরের مرجع হচ্ছে قَرْيَةً অর্থ– বসতির সুখী মানুষ, স্বচ্ছল মানুষ।

فَدَمَّرْنٰهَا : فاء আতফের হরফ পরে বুঝানোর জন্য। دَمَّرْنَا সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تفعيل মাসদার اَلتَّدْمِيْرُ মূলবর্ণ (د . م . ر) জিনস صحيح অর্থ– ধ্বংস করে দেওয়া।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلٰهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا (١٨)

১৮. যে ব্যক্তি দুনিয়ার নিয়ত রাখবে, আমি তাকে ইহজগতে যতটুকু ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা সত্বরই প্রদান করব, অতঃপর তার জন্য দোজখ নির্ধারণ করব, সে তাতে দুর্দশাগ্রস্ত [ও] বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে।

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا (١٩)

১৯. পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আখেরাতের নিয়ত রাখবে এবং তার জন্য যেমন চেষ্টার প্রয়োজন তেমন চেষ্টাও করবে, যদি সে মুমিন হয়, এরূপ লোকদের চেষ্টা কবুল হবে।

كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ وَهٰٓؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ۭ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا (٢٠)

২০. আপনার প্রতিপালকের দান হতে তো আমি এদেরকেও সাহায্য করে থাকি এবং ওদেরকেও, আর আপনার প্রতিপালকের [এ পার্থিব] দান [কারো জন্য] বন্ধ নয়।

اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۭ وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجٰتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا (٢١)

২১. আপনি লক্ষ্য করুন, আমি একজনকে অপরজনের উপর কিরূপে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি, আর নিশ্চয় পরকাল মর্যাদার হিসেবেও অনেক বড় এবং ফজিলতের হিসেবেও অতি শ্রেষ্ঠ।

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا (٢٢)

২২. আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে অন্য কোনো উপাস্য নির্ধারিত করো না, অন্যথা তুমি দুর্দশাগ্রস্ত [ও] সহায়হীন হয়ে বসে পড়বে।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৮. مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ যে ব্যক্তি দুনিয়ার নিয়ত রাখবে عَجَّلْنَا لَهٗ আমি তাকে সত্বরই প্রদান করব فِيْهَا مَا نَشَآءُ ইহজগতে যতটুকু ইচ্ছা لِمَنْ نُّرِيْدُ যার জন্য ইচ্ছা ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ অতঃপর তার জন্য দোজখ নির্ধারণ করব يَصْلٰهَا সে তাতে প্রবেশ করবে مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا দুর্দশাগ্রস্ত ও বিতাড়িত অবস্থায়।

১৯. وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আখেরাতের নিয়ত রাখবে وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا এবং তার জন্য যেমন চেষ্টার প্রয়োজন তেমন চেষ্টাও করবে وَهُوَ مُؤْمِنٌ যদি সে মুমিন হয় فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا এরূপ লোকদের চেষ্টা কবুল হবে।

২০. كُلًّا نُّمِدُّ هٰٓؤُلَآءِ আমি এদেরকেও সাহায্য করে থাকি وَهٰٓؤُلَآءِ এবং তাদেরকেও مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ আপনার পরওয়ারদেগারের দান হতেই তো وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا আর আপনার প্রতিপালকের (এই পার্থিব) দান (কারো জন্য) বন্ধ নয়।

২১. اُنْظُرْ আপনি লক্ষ্য করুন كَيْفَ فَضَّلْنَا আমি কিরূপে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ একজনকে অপর জনের উপর وَلَلْاٰخِرَةُ اَكْبَرُ আর নিশ্চয় পরকাল অনেক বড় دَرَجٰتٍ মর্যাদার হিসেবেও وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلًا এবং ফজিলতের হিসেবেও অতি শ্রেষ্ঠ।

২২. لَا تَجْعَلْ নির্ধারিত করো না مَعَ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে اِلٰهًا اٰخَرَ অন্য কোনো উপাস্য فَتَقْعُدَ অন্যথা তুমি বসে পড়বে مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا দুর্দশাগ্রস্ত (ও) সহায়হীন হয়ে

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا (٢٣)

২৩. আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করো না এবং তুমি মা-বাপের সাথে সদ্ব্যবহার কর, যদি তোমার সম্মুখে তাঁদের একজন কিংবা উভয় বার্ধক্যে উপনীত হন, তবে তাঁদেরকে উহ্ পর্যন্ত বলো না, আর তাঁদেরকে ধমক দিও না এবং তাঁদের সঙ্গে খুব আদবের সাথে কথা বল।

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا (٢٤)

২৪. এবং তাঁদের সম্মুখে করুণভাবে বিনয়ের সাথে নত থাকবে, আর এরূপ দোয়া করতে থাকবে- হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন- যেরূপ তাঁরা আমাকে লালনপালন করেছেন শৈশবকালে।

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا (٢٥)

২৫. যা কিছু তোমাদের অন্তরে আছে, তোমাদের প্রতিপালক তা উত্তমরূপে জানেন; যদি তোমরা সৎপ্রকৃতির হয়ে থাক, [এবং ঘটনাক্রমে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে পড়ে, অতঃপর অনুতপ্ত হয়ে তওবা কর] তবে তিনি তওবাকারীদের অপরাধ ক্ষমা করে দেন।

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا (٢٦)

২৬. এবং আত্মীয়স্বজনকে তার হক আদায় করতে থাক, আর অভাবগ্রস্ত এবং মুসাফিরকেও দান কর এবং বিপথে অপব্যয় করো না।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৩. وَقَضٰى رَبُّكَ আর তোমার পরওয়ারদেগার আদেশ করেছেন যে, اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ তোমরা তাঁকে ব্যতীত আর কারো ইবাদত করো না وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا এবং তুমি মা বাপের সাথে সদ্ব্যবহার কর اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ যদি তোমার সম্মুখে বার্ধক্যে উপনীত হন اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا তাদের একজন কিংবা উভয়ে فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ তবে তাদেরকে উহ্ পর্যন্তও বলো না وَّلَا تَنْهَرْهُمَا আর তাঁদেরকে ধমক দিও না وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا এবং তাদের সঙ্গে খুব আদবের সাথে কথা বল।

২৪. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ এবং তাদের সম্মুখে করুণভাবে বিনয়ের সাথে নত থাকবে وَقُلْ আর এরূপ দোয়া করবে رَّبِّ হে আমার পরওয়ার দেগার! ارْحَمْهُمَا তাদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا যেরূপ তারা আমাকে লালন পালন করেছেন শৈশবকালে।

২৫. رَبُّكُمْ اَعْلَمُ তোমাদের রব তা উত্তমরূপে জানেন بِمَا فِيْ نُفُوْسِكُمْ যা কিছু তোমাদের অন্তরে আছে اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ যদি তোমরা সৎ প্রকৃতির হয়ে থাক فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا তবে তিনি তওবাকারীদের অপরাধ ক্ষমা করে দেন।

২৬. وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ এবং আত্মীয়-স্বজনকে তার হক আদায় করতে থাক وَالْمِسْكِيْنَ আর অভাবগ্রস্ত وَابْنَ السَّبِيْلِ এবং মুসাফিরকেও দান কর। وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا এবং বিপথে অপব্যয় করো না।

২৭. নিশ্চয় অপব্যয়ীরা শয়তানের ভাই; বস্তুতঃ শয়তান স্বীয় প্রতিপালকের বড়ই অকৃতজ্ঞ।	إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا إِخْوَانَ الشَّيٰطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا (٢٧)
২৮. আর যদি তোমাকে সে রিজিকের প্রতীক্ষায়– যা তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে আশা করছ, তাদের [-কে দান করা] হতে বিরত থাকতে হয়, তবে তাদেরকে কোমল [মন সন্তুষ্টিকর] বাক্য বলে দাও।	وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا (٢٨)
২৯. আর নিজের হাতকে [কৃপণতাবশতঃ] কাঁধের দিকে সঙ্কুচিত করে রেখ না, আর একেবারে প্রসারিতও করে দিও না, অন্যথা তিরস্কৃত ও রিক্তহস্ত হয়ে বসে পড়বে।	وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً إِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا (٢٩)

শাব্দিক অনুবাদ :

২৭. إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা كَانُوٓا إِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ শয়তানের ভাই وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا বস্তুত শয়তান স্বীয় পরওয়ারদেগারের বড়ই অকৃতজ্ঞ।

২৮. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ আর যদি তোমাকে তাদের (-কে দান করা) হতে বিরত থাকতে হয় ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ সে রিজিকের প্রতীক্ষায় مِّنْ رَّبِّكَ তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে تَرْجُوْهَا যা তুমি আশা করছ فَقُلْ তবে বলে দাও قَوْلًا مَّيْسُوْرًا তাদেরকে কোমল (মন তুষ্টিকর) বাক্য।

২৯. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ আর নিজের হাতকে করে রেখ না مَغْلُوْلَةً إِلٰى عُنُقِكَ (কৃপণতা বশতঃ) কাঁধের দিকে সঙ্কুচিত وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ আর একেবারে প্রসারিতও করে দিও না فَتَقْعُدَ অন্যথা বসে পড়বে مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا তিরস্কৃতও রিক্ত হস্ত হয়ে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا.

শানে নুযূল–১ : ইবনে যায়েদ বলেন যে, রাসূল ﷺ -এর নিকট কতজন লোক এসে কিছু প্রার্থনা করল, রাসূল ﷺ তাদেরকে দেন নি। কারণ রাসূল ﷺ তাদের সম্পর্কে জানতেন যে খারাপ কাজে সে মাল ব্যয়িত হবে। যাতে করে খারাপ কাজে সহযোগিতা না হয়, সে জন্য তাদেরকে নিষেধ করেন। সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল–২ : আত্বা খুরাসানী বলেন যে, নবী করীম ﷺ -এর নিকট মুযাইনা গোত্রের লোকজন এসে তাদের জন্য বাহনের আবেদন করে। রাসূল ﷺ তখন বললেন যে, তোমাদের সওয়ার করার এমন জন্তু আমার নিকট নেই। ফলে তারা দুঃখিত হয়ে কেঁদে কেঁদে ফিরে যায়। সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াত নাজিল করেন। –(কুরতুবী ২১৮/১০, রূহুল মা'আনী পৃ.৬৪, খ.৮, পারা-১৫, বাহরে মুহীত্ব ২৭/৬)

শানে নুযূল–৩ : রাসূল ﷺ -এর নিকট কোনো বস্তুর আবেদন করলে রাসূল ﷺ -এর নিকট তা না থাকলে আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে আসার প্রত্যাশায় চুপ থাকতেন ; কারণ কাউকে ফিরিয়ে দেওয়া রাসূল ﷺ -এর নিকট অত্যন্ত অপছন্দ বলে মনে হতো। সে প্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

–(কুরতুবী ২১৮/১০, রূহুল মা'আনী পৃ.৬৪, খ.৮, পারা-১৫)

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا.

শানে নুযূল–১ : হযরত জাবের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল ﷺ এর সাথে বসা ছিলাম। এমন এক মুহূর্তেই একটি বালক এসে উপস্থিত হয়ে বলল যে, আমার আম্মা আপনার নিকট একটি চাদর চাচ্ছেন। রাসূল ﷺ বললেন, এখন থেকে জোহর পর্যন্ত অপেক্ষা কর অতঃপর আবার এসো। সুতরাং সে তার মাতার নিকট চলে গেল। তার মাতা বলল যে, তুমি রাসূল ﷺ কে বল যে, আমার আম্মা বলেছেন আপনার গায়ে যে চাদরটি আছে তাই দিয়ে দেওয়ার জন্য। এ মহূর্তেই রাসূল ﷺ ঘরে গমন করে নিজ গায়ের জামা খুলে দিলেন। তিনি খালি গায়ে ঘরে বসে গেলন। পরবর্তী নামাজের সময় হলে হযরত বিলাল (রা.) আজান দিয়ে রাসূল ﷺ -এর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন, কিন্তু তিনি নামাজে আসতে সক্ষম হলেন না। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –(রূহুল মা'আনী পৃ.৬৫, খ.৮, পারা-১৫, কুরতুবী ২২০/১০)

শানে নুযূল–২ : সাঈদ বিন মানসূর ও ইবনুল মুনযির সাইয়্যার আবুল হিকাম এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ -এর নিকট ইরাক হতে কিছু কাপর চোপর আসল। রাসূল ﷺ এসব কিছু মানুষের মধ্য বণ্টন করে দিলেন। তখন অন্যসব গোত্র গুলোতে এ সংবাদ প্রচারিত হলে পরস্পরে বলতে লাগল যে, চল আমরাও রাসূল ﷺ -এর নিকট গিয়ে এর জন্য আবেদন করি। সে লক্ষ্যে তারা রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে দেখতে পেল, তিনি সব কিছু বিতরণ করে ফেলেছেন। সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

–(রূহুল মা'আনী পৃ.৬৬, খ.৮, পারা-১৫)

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ ..... الخ যারা স্বীয় আমল দ্বারা শুধু ইহকাল লাভ করার ইচ্ছা করে, উদ্দেশ্য এই যে, জাহান্নামের শাস্তি শুধু তখন হবে, যখন তার প্রত্যেক কর্মকে ক্রমাগতভাবে ও সদাসর্বদা শুধু ইহকালের উদ্দেশ্যই আচ্ছন্ন করে রাখে-পরকালের প্রতি কোনো লক্ষ্য না থাকে। পক্ষান্তরে পরকালের ইচ্ছা করা এবং তার প্রতিদানের বর্ণনায় اَرَادَ الْاٰخِرَةَ বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ এই যে, মুমিন যখনই যে কাজে পরকালের ইচ্ছা ও নিয়ত করবে, তার সেই কাজ গ্রহণযোগ্য হবে; যদিও তার কোনো কোনো কাজের নিয়তে মন্দ মিশ্রিত হয়ে যায়।

প্রথমোক্ত অবস্থাটি শুধু কাফের বা পরকালে অবিশ্বাসী ব্যক্তিরই হতে পারে। তাই তার কোনো কর্মই গ্রহণযোগ্য নয়। শেষোক্ত অবস্থাটি হলো মুমিনের। তার যে কর্ম খাঁটি নিয়ত সহকারে অন্যান্য শর্তানুযায়ী হবে, তা গ্রহণযোগ হবে এবং যে কর্ম এরূপ হবে না, তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

বিদআত ও মনগড়া আমল যতই ভালো দেখা যাক- গ্রহণযোগ্য নয় : এ আয়াতে চেষ্টা ও কর্মের সাথে سَعْيَهَا শব্দযোগ করে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক কর্ম ও চেষ্টা কল্যাণকর ও আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না; বরং সেটিই ধর্তব্য হয়, যা (পরকালের) লক্ষ্যের উপযোগী। উপযোগী হওয়া না হওয়া শুধু আল্লাহ ও রাসূলের বর্ণনা দ্বারাই জানা যেতে পারে। কাজেই যে সৎকর্ম মনগড়া পন্থায় করা হয়- সাধারণ বেদআতী পন্থাও এর অন্তর্ভুক্ত, তা দৃশ্যত: যতই সুন্দর ও উপকারী হোক না কেন- পরকালের জন্য উপযোগী নয়। তাই সেটা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং পরকালেও কল্যাণকর নয়।

তাফসীরে রূহুল মা'আনী سَعْيَهَا শব্দের ব্যাখ্যায় সুন্নত অনুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে একথাও অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, কর্মেও দৃঢ়তা থাকতে হবে। অর্থাৎ, কর্মটি সুন্নত অনুযায়ী এবং দৃঢ় অর্থাৎ, সার্বক্ষণিকও হতে হবে। বিশৃঙ্খলা ভাবে কোনো সময় করল কোনো সময় করল না- এতে পূর্ণ উপকার পাওয়া যায় না।

পিতা-মাতার আদব, সম্মান ও আনুগত্যের গুরুত্ব : ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন ঃ এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার আদব, সম্মান এবং তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করাকে নিজের ইবাদতের সাথে একত্রিত করে ফরজ করেছেন। যেমন, সূরা লোমানে নিজের শোকরের সাথে পিতা-মাতার শোকরকে একত্রিত করে অপরিহার্য করেছেন। বলা হয়েছেঃ أَنِ اشْكُرْلِي وَلِوَالِدَيْكَ অর্থাৎ, আমার শোকর কর এবং পিতা-মাতারও। এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের পর পিতা-মাতার আনুগত্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার ন্যায় পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াও ওয়াজিব। সহীহ বুখারীর একটি হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। হাদীসে রয়েছে, কোন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলঃ আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোনটি? তিনি বললেনঃ (মোস্তাহাব) সময় হলে নামাজ পড়া। সে আবার প্রশ্ন করলঃ এরপর কোন কাজটি সর্বাধিক প্রিয? তিনি বললেন ঃ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার। -(কুরতুবী)

হাদীসের আলোকে পিতা-মাতার আনুগত্য ও সেবাযত্নের ফজিলত : মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুস্তাদরাকে হাকেমে বিশুদ্ধ সনদসহ হযরত আবুদ্দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। এখন তোমাদের ইচ্ছা, এর হেফাজত কর অথবা একে বিনষ্ট করে দাও। -(মাযহারী)

১. তিরমিযী ও মুস্তাদরাক হাকেমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: পিতা জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। এখন তোমাদের ইচ্ছা, এর হেফাজত কর অথবা একে বিনষ্ট করে দাও। -(মাযহারী)

২. তিরমিযী ও মুস্তাদরাক হাকেমে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্য এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত।

৩. হযরত আবূ উমামার বাচনিক ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল: সন্তানের উপর পিতা-মাতার হক কি? তিনি বললেন : তাঁরা উভয়েই তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁদের আনুগত্য ও সেবাযত্ন জান্নাতে নিয়ে যায় এবং তাঁদের সাথে বেআদবী ও তাঁদের অসন্তুষ্টি জাহান্নামে পৌঁছে দেয়।

৪. বায়হাকী শোয়াবুল-ঈমান গ্রন্থে এবং ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাসের বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে পিতা-মাতার আনুগত্য করে, তার জন্য জান্নাতের দু'টি দরজা খোলা থাকবে এবং যে ব্যক্তি তাদের অবাধ্য হবে, তার জন্যে জাহান্নামের দু'টি দরজা খোলা থাকবে। যদি পিতা-মাতার মধ্য থেকে একজনই ছিল, তবে জান্নাত অথবা জাহান্নামের এক দরজা খোলা থাকবে। একথা শুনে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল : জাহান্নামের এই শাস্তিবাণী কি তখনও প্রযোজ্য যখন পিতা-মাতা এই ব্যক্তির প্রতি জুলুম করে? তিনি তিন বার বলেন: যদি পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি জুলুমও করে তবু পিতা-মাতার অবাধ্যতার কারণে সন্তান জাহান্নামে যাবে। এর সারমর্ম এই যে, পিতা-মাতার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার সন্তানের নেই। তাঁরা জুলুম করলে সন্তান সেবাযত্ন ও আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিতে পারে না।

৫. বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: যে সেবাযত্নকারী পুত্র পিতামাতার দিকে দয়া ও ভালোবাসা সহকারে দৃষ্টিপাত করে, তার প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সে একটি মকবুল হজের ছওয়াব পায়। লোকেরা আরজ করল: সে যদি দিনে একশ' বার এভাবে দৃষ্টিপাত করে? তিনি বললেন: হ্যাঁ, একশ' বার দৃষ্টিপাত করলেও প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে এই ছওয়াব পেতে থাকবে। সুবহানাল্লাহ! তাঁর ভাণ্ডারে কোনো অভাব নেই।

পিতা-মাতার হক নষ্ট করার শাস্তি দুনিয়াতেও পাওয়া যায় : ৬. বায়হাকী শোয়াবুল-ঈমানে হযরত আবূ বকর (রা.) বাচনিক বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : সমস্ত গুনাহের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা যেগুলো ইচ্ছা করেন কিয়ামত পর্যন্ত পিছিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু পিতা-মাতার হক নষ্ট করা এবং তাঁদের প্রতি অবাধ্য আচরণ করা এর ব্যতিক্রম। এর শাস্তি পরকালের পূর্বে ইহকালেও দেওয়া হয়। (এ সবগুলো রেওয়ায়েত তাফসীরে-মাযহারী থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।)

কোনো কোনো বিষয়ে পিতা-মাতার আনুগত্য ওয়াজিব এবং কোনো কোনো বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণের অবকাশ আছে : এ ব্যাপারে আলেম ও ফিকহবিদগণ একমত যে, পিতামাতার আনুগত্য শুধু বৈধ কাজে ওয়াজিব। অবৈধ ও গুনাহর কাজে আনুগত্য ওয়াজিব তো নয়ই; বরং জায়েজও নয়। হাদীসে বলা হয়েছে- لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার নাফরমানির কাজে কোনো সৃষ্টজীবের আনুগত্য জায়েজ নয়।

পিতা-মাতার সেবাযত্ন ও সদ্ব্যবহারের জন্য তাঁদের মুসলমান হওয়া জরুরি নয় : ইমাম কুরতুবী (র.) এ বিষয়টির সমর্থনে বুখারী থেকে হযরত আসমা (রা.)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা বর্ণনা করেছেন। হযরত আসমা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন : আমার জননী মুশরিকা। তিনি আমার সাথে দেখা করতে আসেন। তাঁকে আদর-আপ্যায়ন করা জায়েজ হবে কি? তিনি বললেন : صِلِىْ أُمَّكِ অর্থাৎ, "তোমার জননীকে আদর-আপ্যায়ন কর।" কাফের পিতামাতা সম্পর্কে স্বয়ং কুরআন পাক বলে : وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا অর্থাৎ, যার পিতা-মাতা কাফের এবং তাকেও কাফের হওয়ার আদেশ করে এ ব্যাপারে তাদের আদেশ পালন করা জায়েজ নয়, কিন্তু দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে। বলাবাহুল্য, আয়াতে 'মারূফ' বলে তাদের সাথে আদর-আপ্যায়নমূলক ব্যবহার বুঝানো হয়েছে।

মাসআলা : যে পর্যন্ত জিহাদ ফরজে আইন না হয়ে যায়, ফরজে কেফায়ার স্তরে থাকে, সে পর্যন্ত পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া সন্তানের জন্য জেহাদে যোগদান করা জায়েজ নয়। সহীহ বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) -এর বাচনিক বর্ণিত রয়েছে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে জিহাদের অনুমতি নেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ, জীবিত আছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে তুমি পিতা-মাতার সেবাযত্নে আত্মনিয়োগ করেই জিহাদ কর। অর্থাৎ, তাঁদের সেবাযত্নের মাধ্যমেই তুমি জিহাদের ছওয়াব পেয়ে যাবে। অন্য রেওয়ায়েতে এর সাথে একথাও উল্লিখিত রয়েছে যে, লোকটি বলল, আমি পিতা-মাতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যাও, তাঁদের হাসাও; যেমন কাঁদিয়েছ। অর্থাৎ, তাঁদেরকে গিয়ে বল, এখন আমি আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জিহাদে যাব না। -(কুরতুবী)

মাসআলা : এ রেওয়ায়েত থেকে জানা গেল যে, কোনো কাজ ফরজে-আইন না হলে এবং ফরজে কেফায়ার স্তরে থাকলে সন্তানের জন্য পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া সে কাজ করা জায়েজ নয়। দীনি শিক্ষা অর্জন করা এবং তাবলীগের কাজে সফর করাও এর অন্তর্ভুক্ত। ফরজ পরিমাণ দীনি জ্ঞান যার অর্জিত আছে, সে যদি বড় আলেম হওয়ার জন্য সফর করে কিংবা তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজে সফর করে, তবে পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত তা জায়েজ নয়।

মাসআলা ঃ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার যে নির্দেশ কুরআন ও হাদীসে উক্ত হয়েছে, পিতা-মাতার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে সদ্ব্যবহার করাও এর অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে পিতা-মাতার মৃত্যুর পর। সহীহ বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর বাচনিক বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পিতার সাথে সদ্ব্যবহার এই যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধুদের সাথেও সদ্ব্যবহার করতে হবে। হযরত আবূ উসায়দ বদরী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বসেছিলাম, ইতিমধ্যে এক আনসার এসে প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পিতামাতার ইন্তেকালের পরও তাদের কোনো হক আমার জিম্মায় আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ তাদের

জন্য দোয়া ও এস্তেগফার করা, তাঁরা কারো সাথে কোনো অঙ্গীকার করে থাকলে তা পূরণ করা, তাঁদের বন্ধুবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁদের এমন আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখা, যাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক শুধু তাঁদেরই মাধ্যমে। পিতা-মাতার এসব হক তাঁদের পরও তোমার জিম্মায় অবশিষ্ট রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অভ্যাস ছিল যে, হযরত খাদীজা (রা.)-এর ওফাতের পর তিনি তাঁর বান্ধবীদের কাছে উপঢৌকন প্রেরণ করতেন। এতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল হযরত খাদীজা (রা.)-এর হক আদায় করা।

পিতা-মাতার আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা, বিশেষত বার্ধক্যে পিতা-মাতার সেবাযত্ন ও আনুগত্য পিতা-মাতা হওয়ার দিক দিয়ে কোনো সময়ও বয়সের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। সর্বাবস্থায় এবং সব বয়সেই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ওয়াজিব। কিন্তু ওয়াজিব ও ফরজ কর্তব্যসমূহ পালনের ক্ষেত্রে স্বভাবতঃ সেসব অবস্থা প্রতিবন্ধক হয়, কর্তব্য পালন সহজ করার উদ্দেশ কুরআন পাক যেসব অবস্থায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে চিন্তাধারার লালন-পালনও করে এবং এর জন্য অতিরিক্ত তাকিদও প্রদান করে। এটাই কুরআন পাকের সাধারণ নীতি।

বার্ধক্যে উপনীত হয়ে পিতা-মাতা সন্তানের সেবাযত্নের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং তাদের জীবন সন্তানের দয়া ও কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তখন যদি সন্তানের পক্ষ থেকে সামান্যও বিমুখতা প্রকাশ পায়, তবে তাঁদের অন্তরে তা ক্ষত হয়ে দেখা দেয়। অপরদিকে বার্ধক্যের উপসর্গসমূহ স্বভাবগতভাবে মানুষকে খিটখিটে করে দেয়। তৃতীয়তঃ বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে যখন বুদ্ধি-বিবেচনাও অকেজো হয়ে পড়ে, তখন পিতা-মাতার বাসনা এবং দাবিদাওয়াও এমনি ধরনের হয়ে যায়, যা পূর্ণ করা সন্তানের পক্ষে কঠিন হয়। কুরআন পাক এসব অবস্থায় পিতা-মাতার মনোতুষ্টি ও সুখ-শান্তি বিধানের আদেশ দেওয়ার সাথে সাথে সন্তানকে তার শৈশবকাল স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, আজ পিতা-মাতা তোমার যতটুকু মুখাপেক্ষী, এক সময় তুমিও তদাপেক্ষা বেশি তাদের মুখাপেক্ষী ছিলে। তখন তাঁরা যেমন নিজেদের আরাম-আয়েশ ও কামনা-বাসনা তোমার জন্য কুরবান করেছিলেন এবং তোমার অবুঝ কথাবার্তাকে স্নেহ-মমতার আবরণ দ্বারা ঢেকে নিয়েছিলেন, তেমনি মুখাপেক্ষীতার এই দুঃসময়ে বিবেক ও সৌজন্যবোধের তাগিদ এই যে, তাঁদের পূর্ব ঋণ শোধ করা কর্তব্য। كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا বাক্য এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে পিতা-মাতার বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার সময় সম্পর্কিত কতিপয় আদেশ দান করা হয়েছে।

প্রথম আদেশ, তাঁদেরকে 'উহ' -ও বলবে না। এখানে 'উহ' শব্দটি বলে এমন শব্দ বুঝানো হয়েছে, যা দ্বারা বিরক্তি প্রকাশ পায়। এমনকি, তাঁদের কথা শুনে বিরক্তিবোধক দীর্ঘশ্বাস ছাড়াও এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত আলী (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পীড়া দানের ক্ষেত্রে 'উহ' বলার চাইতেও কম কোনো স্তর থাকলে তাও অবশ্য উল্লেখ করা হতো। (মোটকথা, যে কথায় পিতা-মাতার সামান্য কষ্ট হয়, তাও নিষিদ্ধ।)

দ্বিতীয় আদেশ, وَلَا تَنْهَرْهُمَا. نَهَرَ শব্দের অর্থ ধমক দেওয়া। এটা যে কষ্টের কারণ তা বলাবাহুল্য।

তৃতীয় আদেশ, وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا, প্রথমোক্ত দু'টি আদেশ ছিল নেতিবাচক তাতে পিতা-মাতার সামান্যতম কষ্ট হতে পারে, এমনসব কাজও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তৃতীয় আদেশে ইতিবাচক ভঙ্গিতে পিতা-মাতার সাথে কথা বলার আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, তাঁদের সাথে সম্প্রীতি ও ভালোবাসার সাথে নম্র স্বরে কথা বলতে হবে। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (র.) বলেন, যেমন কোনো গোলাম তার রূঢ় স্বভাবসম্পন্ন প্রভুর সাথে কথা বলে।

চতুর্থ আদেশ, وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, এর সারমর্ম এই যে, তাদের সামনে নিজেকে অক্ষম ও হেয় করে পেশ করবে; যেমন গোলাম প্রভুর সামনে। جَنَاحٌ শব্দের অর্থ পাখা। শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পিতা-মাতার জন্য নিজ নিজ পাখা নম্রতা সহকারে নত করে দেবে। শেষে مِنَ الرَّحْمَةِ বলে প্রথমতঃ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, পিতা-মাতার সাথে এই ব্যবহার যেন নিছক লোক দেখানো না হয়, বরং আন্তরিক মমতা ও সম্মানের ভিত্তিতে

হওয়া কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ এ দিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, পিতা-মাতার সামনে নম্র ও হেয় হয়ে পেশ হওয়া সত্যিকার ইজ্জতের পটভূমি। কেননা এরূপ করা বাস্তব অর্থে হেয় হওয়া নয়, বরং এর কারণ মহব্বত ও অনুকম্পা।

পঞ্চম আদেশ, وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا এর সারমর্ম এই যে, পিতা-মাতার ষোল আনা সুখ-শান্তি বিধান মানুষের সাধ্যাতীত। কাজেই সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে তাঁদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করবে যে, তিনি যেন করুণাবশতঃ তাঁদের সব মুশকিল আসান করেন এবং কষ্ট দূর করেন। সর্বশেষ আদেশটি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও দোয়ার মাধ্যমে সর্বদা পিতা-মাতার খেদমত করা যায়।

মাসআলা ঃ পিতা-মাতা মুসলমান হলে তো তাঁদের জন্য রহমতের দোয়া করা যাবেই, কিন্তু মুসলমান না হলে তাঁদের জীবদ্দশায় এ দোয়া জায়েজ হবে এবং নিয়ত থাকবে এই যে, তাঁরা পার্থিব কষ্ট থেকে মুক্ত থাকুন এবং ঈমানের তাওফীক লাভ করুন। মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য রহমতের দোয়া করা জায়েজ নয়।

পিতার আদব ও সম্মান সম্পর্কিত উল্লিখিত আদেশসমূহের কারণে সন্তানদের মনে এমন একটা আশঙ্কা দেখা দিতে পারে যে, পিতা-মাতার সাথে সদাসর্বদা থাকতে হবে তাঁদের এবং নিজেদের অবস্থাও সবসময় সমান যায় না। কোনো সময় মুখ দিয়ে এমন কথাও বের হয়ে যেতে পারে, যা উপরিউক্ত আদবের পরিপন্থি। এর জন্য জাহান্নামের শাস্তির কথা শোনানো হয়েছে। কাজেই গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন হবে। আলোচ্য সর্বশেষ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ আয়াতে মনের এই সংকীর্ণতা দূর করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বেআদবীর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোনো সময় কোনো পেরেশানি অথবা অসাবধানতার কারণে কোনো কথা বের হয়ে গেলে এবং এজন্য তওবা করলে আল্লাহ তা'আলা মনের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন যে, কথাটি বেআদবী অথবা কষ্টদানের জন্য বলা হয়নি। সুতরাং তিনি ক্ষমা করবেন। اَوَّابِيْن শব্দের অর্থ تَوَّابِيْن অর্থাৎ, তওবাকারী। হাদীসে বাদ মাগরিব ছয় রাকাত এবং ইশরাকের নফল নামাজকে صَلٰوةُ الْاَوَّابِيْن বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই নামাজগুলো পড়ার তাওফীক তাদেরই হয়, যারা اَوَّابِيْن অর্থাৎ تَوَّابِيْن (তওবাকারী)।

সকল আত্মীয়ের হক দিতে হবে : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পিতা-মাতার হক এবং তাঁদের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা ছিল : আলোচ্য আয়াতে সকল আত্মীয়দের হক বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক আত্মীয়ের হক আদায় করতে হবে। অর্থাৎ, কমপক্ষে তাদের সাথে সুন্দরভাবে জীবন যাপন ও সদ্ব্যবহার করতে হবে। যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের আর্থিক সাহায্যও এর অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াত দ্বারা এতটুকু বিষয় তো প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রত্যেকের উপরই তার সাধারণ আত্মীয়দেরও হক রয়েছে। সে হক কি এবং কতটুকু তার বিশদ বর্ণনা আয়াতে নেই। তবে সাধারণভাবে আত্মীয়তা বজায় রাখা এবং সুন্দরভাবে জীবন যাপন করা যে এর অন্তর্ভুক্ত, তা না বললেও চলে। ইমাম আজম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ- এমন আত্মীয় মহিলা কিংবা বালক-বালিকা হয়, নিঃস্ব হয় এবং উপার্জন করতেও সক্ষম না হয়; এমনিভাবে সে যদি বিকলাঙ্গ কিংবা অন্ধ হয়, জীবনধারণের মতো ধন-সম্পদের অধিকারী না হয়, তবে তার ভরণ-পোষণ করা সক্ষম আত্মীয়দের উপর ফরজ। যদি একই স্তরের কয়েকজন আত্মীয় সক্ষম হয়, তবে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে কয়েকজনকেই বহন করতে হবে। সূরা বাকারার আয়াত وعلى الوارث مثل ذلك দ্বারাও এ বিধানটি প্রমাণিত হয়। -(তাফসীরে মাযহারী)

এ আয়াতে আত্মীয়, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের আর্থিক সাহায্য দানকে তাদের হক হিসেবে গণ্য করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের প্রতি দাতার অনুগ্রহ প্রকাশ করার কোনো কারণ নেই। কেননা তাদের হক তার জিম্মায় ফরজ। দাতা সে ফরজই পালন করছে মাত্র; কারো প্রতি অনুগ্রহ করছে না।

تَبْذِيْر অর্থাৎ, অপব্যয়ের নিষেধাজ্ঞা ঃ কুরআন পাক অপব্যয়কে দু'টি শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। একটি تَبْذِيْر -এবং অপরটি اِسْرَاف। আলোচ্য আয়াতে تَبْذِيْر নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং وَلَا تُسْرِفُوْا আয়াতে اِسْرَاف

নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন : উভয় শব্দ সমার্থবোধক। গুনাহর কাজে কিংবা অযথা অস্থানে ব্যয় করাকে إِسْرَافٌ ও تَبْذِيرٌ বলা হয়। কেউ কেউ বলেন : গোনাহর কাজে কিংবা সম্পূর্ণ অযথা ও অস্থানে ব্যয় করাকে تَبْذِيرٌ বলা হয়, আর বৈধ স্থানে প্রয়োজনের চাইতে অধিক ব্যয় করাকে إِسْرَافٌ বলা হয়। তাই تَبْذِيرٌ টা إِسْرَافٌ-এর চাইতে গুরুতর। تَبْذِيرٌ কারীদেরকে শয়তানের ভাই বলে অভিহিত করা হয়েছে।

হযরত মুজাহিদ বলেন, কেউ নিজের সমস্ত মাল হক আদায় করার জন্য ব্যয় করে দিলে তা অযথা ব্যয় হবে না। পক্ষান্তরে যদি অন্যায়-অহেতুক কাজে এক 'মুদ' ও (অর্ধ সের) ব্যয় করে, তবে তা অযথা ব্যয় বলে গণ্য হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, হক নয় এমন অস্থানে ব্যয় করাকে تَبْذِيرٌ বলা হয় (মাযহারী)। ইমাম মালেক (র.) বলেন, হক পথে অর্থ উপার্জন করে নাহক পথে ব্যয় করাকে تَبْذِيرٌ বলা হয়। একে إِسْرَافٌ ও বলে। এটা হারাম। -(কুরতুবী)

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন : হারাম ও অবৈধ কাজে এক দিরহাম খরচ করাও تَبْذِيرٌ এবং বৈধ ও অনুমোদিত কাজে সীমাতিরিক্ত খরচ করা, যদ্দরুন ভবিষ্যতে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়- এটাও تَبْذِيرٌ এর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য যদি কেউ আসল মূলধন ঠিক রেখে তার মুনাফাকে বৈধ কাজে মুক্ত হস্তে ব্যয় করে, তবে তা تَبْذِيرٌ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। -(কুরতুবী)

২৮ নং আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর মাধ্যমে সমগ্র উম্মতকে অভূতপূর্ব নৈতিক চরিত্র শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, কোনো সময় যদি অভাবগ্রস্ত লোকেরা সওয়াল করে এবং আপনার কাছে দেওয়ার মতো কিছু না থাকার দরুন আপনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরাতে বাধ্য হন, তবে এ মুখ ফিরানো আত্মম্ভরিতাযুক্ত অথবা প্রতিপক্ষের জন্য অপমানজনক না হওয়া উচিত; বরং তা অপারগতা ও অক্ষমতা প্রকাশ সহকারে হওয়া কর্তব্য।

এ আয়াতের শানে-নুযূল সম্পর্কে ইবনে জায়েদ রেওয়ায়েত করেন যে, কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অর্থ কড়ি চাইত। তিনি জানতেন যে, এদেরকে অর্থকড়ি দিলে তা দুষ্কর্মে ব্যয় করবে। তাই তিনি এদেরকে কিছু দিতে অস্বীকার করতেন এবং এটা ছিল তাদেরকে দুষ্কর্ম থেকে বিরত রাখার একটি উপায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাজিল হয়।

মুসনাদে সাঈদ ইবনে মনসূর সাবা ইবনে হাকামের বাচনিক উল্লেখিত আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে কিছু বস্ত্র আসলে তিনি তা হকদারদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। বণ্টন শেষ হওয়ার পর আরো কিছু লোক আসলে তাদেরকে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাদের সম্পর্কেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

খরচ করার ব্যাপারে মধ্যবর্তিতার নির্দেশ ঃ ২৯ নং আয়াতে সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এবং তাঁর মধ্যস্থতায় সমগ্র উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এমন মিতাচার শিক্ষা দেওয়া, যা অপরের সাহায্যে প্রতিবন্ধকও না হয় এবং নিজের জন্যও বিপদ ডেকে না আনে।

আল্লাহর পথে বেশি ব্যয় করে নিজে পেরেশান হওয়ার স্তর : এ আয়াত থেকে বাহ্যত: এ ধরনের ব্যয় করার নিষেধাজ্ঞা জানা যায়, যার পর নিজেকেই অভাবগ্রস্ত হয়ে পেরেশানি ভোগ করতে হয়। ইমাম কুরতুবী বলেন : সাধারণ অবস্থায় যেসব মুসলমান ব্যয় করার পর কষ্টে পতিত হয় এবং পেরেশান হয়ে বিগত ব্যয়ের জন্য অনুতাপ ও আফসোস করে, আয়াতে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কুরআন পাকের مَحْسُورًا শব্দের মধ্য এ দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু যারা এতটুকু সৎসাহসী যে, পরবর্তী কষ্টের জন্য মোটেই ঘাবড়ায় না এবং হকদাদের হকও আদায় করতে পারে, তাদের জন্য এ নিষেধাজ্ঞা নয়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাধারণ অভ্যাস ছিল এই যে, তিনি আগামীকালের জন্য কিছুই সঞ্চয় করতেন না। যেদিন যা আসত, সেদিনই তা নিঃশেষে ব্যয় করে দিতেন। প্রায়ই তাঁকে ক্ষুধা ও উপবাসের কষ্টও ভোগ করতে হতো এবং পেটে পাথর বাঁধার প্রয়োজনও দেখা দিত। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও এমন অনেক রয়েছেন, যাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলে স্বীয় ধন-সম্পদ নিঃশেষে আল্লাহর পথে ব্যয় করে দিয়েছেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে নিষেধ বা তিরস্কার

কোনো কিছুই করেননি। এ থেকে বুঝা গেল যে, আয়াতের নিষেধাজ্ঞা তাদের জন্য, যারা ক্ষুধা ও উপবাসের কষ্ট সহ্য করতে পারে না এবং খরচ করার পর 'খরচ না করলেই ভালো হতো' বলে অনুতাপ করে। এরূপ অনুতাপ তাদের বিগত সৎকাজকে নষ্ট করে দেয়। তাই তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বিশৃঙ্খল খরচ নিষিদ্ধ : আসল কথা এই যে, আলোচ্য আয়াতটি বিশৃঙ্খলভাবে খরচ করতে নিষেধ করেছে। ভবিষ্যৎ অবস্থা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যা কিছু হাতে আছে, তৎক্ষণাৎ তা খরচ করে ফেলা এবং আগামীকাল কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি এলে অথবা ধর্মীয় প্রয়োজন দেখা দিলে অক্ষম হয়ে পড়া এটাই বিশৃঙ্খলা (কুরতুবী)। কিংবা খরচ করার পর পরিবার-পরিজনের ওয়াজিব হক আদায় করতে অপরাগ হয়ে পড়াও বিশৃঙ্খলা। (মাযহারী) مَلُومًا مَّحْسُورًا শব্দদ্বয় সম্পর্কে তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, مَلُوْمٌ শব্দটি প্রথম অবস্থা অর্থাৎ, কৃপণতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, কৃপণতার কারণে হাত গুটিয়ে রাখলে মানুষের কাছে তিরস্কৃত হতে হবে। مَحْسُورًا শব্দটি দ্বিতীয় অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ বেশি ব্যয় করে নিজে ফকির হয়ে গেলে সে مَحْسُورًا অর্থাৎ, শ্রান্ত, অক্ষম অথবা অনুতপ্ত হয়ে যাবে।

শব্দবিশ্লেষণ :

يَصْلٰهَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلصَّلٰى মূলবর্ণ (ص . ل . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- দাখেল হওয়া, তাপ দেওয়া। কষ্ট সহ্য করা।

مَشْكُورًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসাদর اَلشُّكْرُ মূলবর্ণ (ش . ك . ر) জিনস صحيح অর্থ- শোকর করা, মূল্যায়ন করা।

مَحْظُورًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব سَمِعَ মাসদার اَلْحَظْرُ মূলবর্ণ (ح . ظ . ر) জিনস صحيح অর্থ- বন্ধ, নিষিদ্ধ।

فلا تقل : فاء টি جزائيه : لَا تَقُل সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق . و . ل) জিনস اجوف واوى অর্থ- বলা।

لا تَنْهَرْهُمَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلنَّهْرُ মূলবর্ণ (ن . ه . ر) জিনস صحيح অর্থ- কঠোরভাবে ধমকি দেওয়া এবং তিরস্কার করা।

اٰتِ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (أ . ت . ى) জিনস مركب (مهموزفاء ও ناقص يائى) অর্থ- দেওয়া।

تُعْرِضَنَّ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نون تاكيد ثقيله درفعل مستقبل معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِعْرَاضُ মূলবর্ণ (ع . ر . ض) জিনস صحيح অর্থ- চেহারা ফিরানো। বিমুখ হওয়া।

مَغْلُوْلَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْغُلُّ মূলবর্ণ (غ . ل . ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- লাগাম, হাতকড়া, বদ প্রকৃতির মহিলা। (কামূস) এখানে পরোক্ষভাবে অতিকৃপণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

مَلُوْمًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَلَامَةُ মূলবর্ণ (ل . و . م) জিনস اجوف واوى অর্থ- অভিসম্পাদ করা, কোনো জিনিসকে খারাপ মনে করে অভিশাপ দেওয়া।

مَحْسُوْرً : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব ضَرَبَ ও نَصَرَ : মাসদার اَلْحَسْرُ ও اَلْحَسْرَةُ মূলবর্ণ (ح . س . ر) জিনস صحيح অর্থ- ব্যতিব্যস্ত, আক্ষেপ করা।

৩০. নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক যাকে ইচ্ছা প্রচুর রিজিক দান করে থাকেন এবং তিনিই সংকীর্ণ করে দেন; নিশ্চয় তিনি নিজ বান্দাদেরকে খুব জানেন, দেখেন।	إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (٣٠)
৩১. আর তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের আশঙ্কায় হত্যা করো না; আমি তাদেরকে রিজিক দেই এবং তোমাদেরকেও দেই; নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।	وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (٣١)
৩২. আর তোমরা জেনার নিকটবর্তী হয়ো না, নিশ্চয় তা বড়ই নির্লজ্জতার কাজ এবং অসৎ পন্থা।	وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)
৩৩. আর যাকে [হত্যা করা] আল্লাহ তা'আলা হারাম করে দিয়েছেন তাকে হত্যা করো না, তবে হাঁ, ন্যায়সঙ্গতভাবে [হত্যা করা যাবে], আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, তবে অবশ্য আমি তার উত্তরাধিকারীকে [কেছাছ নেওয়ার] অধিকার দিয়েছি, সুতরাং তার উচিত যে, হত্যার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন না করে; [তবেই] সে ব্যক্তি সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য	وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (٣٣)

শাব্দিক অনুবাদ :

৩০. إِنَّ رَبَّكَ নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক يَبْسُطُ الرِّزْقَ প্রচুর রিজিক দান করে থাকেন لِمَنْ يَشَاءُ যাকে ইচ্ছা وَيَقْدِرُ এবং তিনিই সংকীর্ণ করে দেন إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا নিশ্চয় তিনি নিজ বান্দাদেরকে খুব জানেন, দেখেন।

৩১. وَلَا تَقْتُلُوا আর তোমরা হত্যা করো না أَوْلَادَكُمْ নিজেদের সন্তানদেরকে خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ দারিদ্র্যের আশঙ্কায় نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ আমি তাদেরকে রিজিক দেই وَإِيَّاكُمْ এবং তোমাদেরকেও দেই إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা গুরুতর পাপ।

৩২. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ আর তোমরা জেনার নিকটবর্তী হয়ো না إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً নিশ্চয় তা বড়ই নির্লজ্জতার কাজ وَسَاءَ سَبِيلًا এবং অসৎ পন্থা।

৩৩. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ আর তাকে হত্যা করো না الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ যাকে (হত্যা করা) আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন إِلَّا بِالْحَقِّ তবে হ্যাঁ ন্যায়সঙ্গত ভাবে وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا আর যে ব্যক্তি অন্যায় ভাবে নিহত হয় فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا তবে অবশ্য আমি তার উত্তরাধিকারীকে (কেসাস নেওয়ার) অধিকার দিয়েছি فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ সুতরাং তার উচিত যে, হত্যার ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন না করে إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (তবেই) সে ব্যক্তি সহানুভূতি পাওয়ার যোগ্য।

৩৪. আর তোমরা এতিমের ধন-সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না ন্যায়সঙ্গত [শরিয়তানুযায়ী] পন্থা ব্যতীত, যে পর্যন্ত না সে বালেগ হওয়ার বয়সে উপনীত হয় এবং প্রতিশ্রুতিকে পূর্ণ কর, নিশ্চয় প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে জবাবদিহি করতে হবে।

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۪ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا (٣٤)

৩৫. আর যখন [কোনো বস্তু] মেপে দিবে, তখন পুরাপুরি মেপে দিও এবং সঠিক পাল্লা দ্বারা ওজন কর, এটা উত্তমব্যবস্থা এবং এর পরিণামও উত্তম।

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا (٣٥)

৩৬. আর যে বিষয়ে তোমার যথাযথ জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না, [কেননা] কর্ণ ও চক্ষু এবং অন্তঃকরণ, এগুলো সম্বন্ধে প্রত্যেক ব্যক্তিকে [কিয়ামতের দিন] জিজ্ঞেস করা হবে।

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ؕ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا (٣٦)

৩৭. আর তুমি জমিনের উপর গর্ভভরে চলো না, নিশ্চয় তুমি জমিনকে বিদীর্ণ করে ফেলতে পারবে না এবং [তোমাদের দেহকে খুব টান করে] উচ্চতায় পর্বতসমও পৌঁছতে পারবে না।

وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا (٣٧)

৩৮. এ সমস্ত নিন্দনীয় কাজ তোমার প্রতিপালকের নিকট অপছন্দনীয়।

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا (٣٨)

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৪. وَلَا تَقْرَبُوْا আর তোমরা নিকটবর্তী হয়ো না مَالَ الْيَتِيْمِ এতিমের ধন সম্পদের اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ন্যায়সঙ্গত পন্থা ব্যতীত حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ যে পর্যন্ত না সে বালেগ হওয়ার বয়সে উপনীত হয় وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ এবং প্রতিশ্রুতিকে পূর্ণ কর اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا নিশ্চয় প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে জবাবদেহী করতে হবে।

৩৫. وَاَوْفُوا الْكَيْلَ আর তখন পুরোপুরি মেপে দাও اِذَا كِلْتُمْ যখন মেপে দিবে وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ এবং সঠিক পাল্লা দ্বারা ওজন কর ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا এটা উত্তম ব্যবস্থা এবং এর পরিণামও উত্তম।

৩৬. وَلَا تَقْفُ আর তার অনুসরণ করো না مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই اِنَّ السَّمْعَ (কেননা) কর্ণ وَالْبَصَرَ ও চক্ষু وَالْفُؤَادَ এবং অন্তঃকরণ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا এগুলো সম্বন্ধে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে।

৩৭. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا আর তুমি জমিনের উপর গর্বভরে চলো না اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ নিশ্চয় তুমি জমিনকে বিদীর্ণ করে ফেলতে পারবে না وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا এবং উচ্চতায় পর্বতসমও পৌঁছতে পারবে না।

৩৮. كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ এ সমস্ত নিন্দনীয় কাজ عِنْدَ رَبِّكَ তোমার প্রতিপালকের নিকট مَكْرُوْهًا অপছন্দনীয়।

৩৯. [হে মুহাম্মদ!] এ বিষয়গুলো সে হেকমতের অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, [আর হে মানব!] আল্লাহ তা'আলার সাথে অপর কোনো উপাস্য সাব্যস্ত করো না, অন্যথা তুমি তিরস্কৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে।	ذٰلِكَ مِمَّآ اَوْحٰٓى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ؕ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِيْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا (٣٩)
৪০. তবুও কি [এ কথা বলছ যে,] তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরই জন্য পুত্র-সন্তানকে নির্ধারণ করেছেন এবং তিনি নিজ ফেরেশতাদেরকে আপন কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? নিশ্চয় তোমরা বড় [জঘন্য] কথা বলছ।	اَفَاَصْفٰىكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا ؕ اِنَّكُمْ لَتَقُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا (٤٠)

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৯. ذٰلِكَ এ বিষয়গুলো مِمَّآ اَوْحٰٓى اِلَيْكَ رَبُّكَ যা আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন مِنَ الْحِكْمَةِ সেই হেকমতের অন্তর্ভুক্ত وَلَا تَجْعَلْ (আর হে মানব!) সাব্যস্ত করো না مَعَ اللّٰهِ আল্লাহ তা'আলার সাথে اِلٰهًا اٰخَرَ অপর কোনো উপাস্য فَتُلْقٰى فِيْ جَهَنَّمَ অন্যথা তুমি দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا তিরস্কৃত ও বিতাড়িত অবস্থায়।

৪০. اَفَاَصْفٰىكُمْ তবু ও কি (এ কথা বলছ যে,) তোমাদেরই জন্য নির্ধারণ করেছেন رَبُّكُمْ তোমাদের রব بِالْبَنِيْنَ পুত্র সন্তানকে وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ اِنَاثًا এবং তিনি নিজ ফেরেশতাগণকে আপন কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন اِنَّكُمْ নিশ্চয় তোমরা لَتَقُوْلُوْنَ বলছ قَوْلًا عَظِيْمًا বড় (জঘন্য) কথা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا.

শানে নুযূল : জাহিলিয়্যাতের যুগে অনেক লোকেরাই দারিদ্রতার ভয়ে আবার কেউ সমাজের মাঝে লজ্জার ভয়ে তাদের নবজাতক কন্যা সন্তানদরকে জীবিত দাফন করে দিত। আল্লাহর প্রতি তাদের ছিল ভ্রান্ত ধারণা আর এর সাথে পৃথিবীর বুকে মানব বংশ বিস্তারের পথে ছিল ভয়াল প্রতিবন্ধকতা । তাদের এহেন অসৎ উদ্দেশ্যের প্রতি বাধা প্রদান করে আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াত নাজিল করেন। (তালীকাতে জাদীদা, জালালাইন : ২৩২)

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে একের পর এক মানবিক অধিকার সংক্রান্ত নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য ৩১ আয়াতে এই ষষ্ঠ নির্দেশটি জাহিলিয়াত যুগের একটি নিপীড়নমূলক অভ্যাস সংশোধনের নিমিত্তে উল্লিখিত হয়েছে। জাহিলিয়াত যুগে কেউ কেউ জন্মের পরপরই সন্তানদেরকে বিশেষ করে কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করত, যাতে তাদের ভরণ-পোষণের বোঝা বহন করতে না হয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের এই কর্মপন্থাটি যে, অত্যন্ত জঘন্য ও ভ্রান্ত তাই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। অনুধাবন করতে বলেছেন যে, রিজিক দানের তোমরা কে? এটা তো একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার কাজ। তোমাদেরকেও তো তিনিই রিজিক দিয়ে থাকেন। যিনি তোমাদেরকে দেন তিনিই তাদেরকেও দেবেন। তোমরা এ চিন্তায় কেন সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী হচ্ছ? বরং এ ক্ষেত্রে রিজিক দেওয়ার বর্ণনায় সন্তানদের কথা অগ্রে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি আগে তাদেরকে ও পরে তোমাদেরকে দেব। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা যে, বান্দাকে নিজের

পরিবার-পরিজনের ভরণ পোষণ ও অন্য দারিদ্রদের সাহায্য করতে দেখেন, তাকে সে হিসেবেই দান করেন, যাতে সে নিজের প্রয়োজন ও মেটাতে পারে এবং অন্যকেও সাহায্য করতে পারে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন بِضُعَفَائِكُمْ إِنَّمَا تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ অর্থাৎ, তোমাদের দুর্বল শ্রেণির জন্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের সাহায্য করা হয় এবং তোমাদেরকে রিজিক দেওয়া হয়। এতে জানা গেল যে, পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণকারী পিতা-মাতা যা কিছু পায় তা দুর্বল চিত্ত নারী ও শিশু সন্তানের অসিলাতেই পায়।

ব্যভিচারের অবৈধতা সম্পর্কে এটি সপ্তম নির্দেশ। এতে ব্যভিচার হারাম হওয়ার দুটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। এক, এটি একটি অশ্লীল কাজ মানুষের মধ্যে লজ্জা-শরম না থাকলে সে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। অতঃপর তার দৃষ্টিতে ভালোমন্দ পার্থক্য লোপ পায়। এ অর্থেই হাদীসে বলা হয়েছে إِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ অর্থাৎ তোমার লজ্জাই যখন লোপ পাবে, তখন যা খুশি তাই করতে পার। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ লজ্জাকে ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সাব্যস্ত করেছেন। বলেছেন, الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ (বুখারী)। দ্বিতীয় কারণ সামাজিক অনাসৃষ্টি। ব্যভিচারের কারণে এটা এত প্রসার লাভ করে যে, এর কোনো সীমা-পরিসীমা থাকে না। এর অশুভ পরিণাম অনেক সময় সমগ্র গোত্র ও সম্প্রদায়কে বরবাদ করে দেয়। বর্তমান বিশ্বে গোলযোগ, চুরি-ডাকাতি ও হত্যার যে ছড়াছড়ি, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, তার অর্ধেকের চাইতেও বেশি ঘটনার কারণ কোনো পুরুষ ও নারী যারা এ অপকর্মে লিপ্ত। এ অপরাধটি যদিও সরাসরি বান্দার হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় কিন্তু এখানে বান্দার হক সম্পর্কিত নির্দেশাবলি বর্ণনা প্রসঙ্গে একে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, অপরাধটি এমন অনেকগুলো অপরাধ সঙ্গে নিয়ে আসে, যার দ্বারা বান্দার হক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং হত্যা ও লুটতরাজের হাঙ্গামা সংঘটিত হয়। এ কারণেই ইসলাম এ অপরাধটিকে সব অপরাধের চাইতে গুরুতর বলে সাব্যস্ত করেছে এবং এর শাস্তি ও সব অপরাধের শাস্তির চাইতে কঠোর বিধান করেছে। কেননা এ একটি অপরাধ অন্যান্য শত শত অপরাধকে নিজের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সপ্ত আকাশ এবং সপ্ত পৃথিবী বিবাহিত জেনাকারদের প্রতি অভিসম্পাত করে। জাহান্নামে এদের লজ্জাস্থান থেকে এমন দুর্গন্ধ ছড়াবে যে, জাহান্নামীরাও তা থেকে অতিষ্ঠ হয়ে পড়বে। আগুনের আজাবের সাথে সাথে জাহান্নামে তাদের লাঞ্ছনাও হতে থাকবে। -(বাযযার)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : জেনাকার ব্যক্তি জেনা করার সময় মুমিন থাকে না। চোর চুরি করার সময় মুমিন থাকে না। মদ্যপায়ী মদ্যপান করার সময় মুমিন থাকে না। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে। আবূ দাউদের রেওয়ায়েতে এর ব্যাখ্যা এই যে, এসব অপরাধী যখন অপরাধে লিপ্ত হয়, তখন ঈমান তাদের অন্তর থেকে বাইরে চলে আসে। এরপর যখন অপরাধ থেকে ফিরে আসে, তখন ঈমানও ফিরে আসে। -(মাযহারী)

অন্যায় হত্যার অবৈধতা বর্ণনা প্রসঙ্গে এটা অষ্টম নির্দেশ। অন্যায় হত্যা যে মহা অপরাধ, তা বিশ্বের দলমত ও ধর্মাধর্ম নির্বিশেষে সবার কাছে স্বীকৃত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন " একজন মুমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার চাইতে আল্লাহর কাছে সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করে দেওয়া লঘু অপরাধ। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এতদসঙ্গে আরো বলা হয়েছে যে, যদি আল্লাহ তা'আলার সপ্ত আকাশ ও সপ্ত ভূমণ্ডলের অধিবাসীরা সম্মিলিতভাবে কোনো মুমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে আল্লাহ তা'আলা সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

-(ইবনে মাজাহ, মুসনাদে হাসান, বায়হাকী, মাযহারী)

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের হত্যাকাণ্ডে একটি কথা দ্বারাও হত্যাকারীর সাহায্য করে, হাশরের মাঠে সে যখন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে , তখন তার কপালে লেখা থাকবে অর্থাৎ, এ লোকটিকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে দেওয়া হয়েছে। -(মাযহারী,ইবনে মাজাহ হতে)

বায়হাকী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত মু'আবিয়া (রা.) -এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রত্যেক গুনাহ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি কুফরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে অথবা যে, ব্যক্তি জেনে-শুনে ইচ্ছাপূর্বক কোনো মুসলমানকে হত্যা করে, তার গুনাহ ক্ষমা করা হবে না।

অন্যায় হত্যার ব্যাখ্যা : ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে মুসলমান আল্লাহ এক এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়, তার রক্ত হালাল নয়; কিন্তু তিনটি কারণে তা হালাল হয়ে যায়। **এক.** বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সে যদি জেনা করে, তবে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করাই তার শরিয়তসম্মত শাস্তি। **দুই.** সে যদি অন্যায়ভাবে কোনো মানুষকে হত্যা করে, তবে তার শাস্তি এই যে, নিহত ব্যক্তির ওলী তাকে কেসাস হিসেবে হত্যা করতে পারে। **তিন.** যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে, তার শাস্তিও হত্যা।

কেসাস নেওয়ার অধিকার কার? আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই অধিকার নিহত ব্যক্তির ওলীর । যদি রক্ত সম্পর্কিত ওলী না থাকে, তবে ইসলামি রাষ্ট্রের সরকার প্রধান এ অধিকার পাবে। কারণ সরকারও একদিক দিয়ে সব মুসলমানের ওলী।

فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ এটা ইসলামি একটা বিশেষ নির্দেশ। এর সারমর্ম এই যে, অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায়ের মাধ্যমে নেওয়া জায়েজ নয় । প্রতিশোধের বেলায়ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য। যে পর্যন্ত নিহত ব্যক্তির ওলী ইনসাফ সহকারে নিহতের প্রতিশোধ কেসাস নিতে চাইবে, সেই পর্যন্ত শরিয়তের আইন তার পক্ষে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তার সাহায্যকারী হবেন, পক্ষান্তরে সে যদি প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে কেসাসের সীমালঙ্ঘন করে, তবে সে মজলুমের পবিরর্তে জালেমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে এবং জালেম মজলুম হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর আইন এখন তার সাহায্য করার পরিবর্তে প্রতিপক্ষের সাহায্য করবে এবং তাকে জুলুম থেকে বাঁচাবে।

জাহেলিয়াত যুগের আরবে সাধারণত ঃ এক ব্যক্তির হত্যার পরিবর্তে হত্যাকারীর পরিবার অথবা সঙ্গি-সাথিদের মধ্য থেকে যাকে পাওয়া যেত তাকেই হত্যা করা হতো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি গোত্রের সরদার অথবা বড়লোক হলে তার পরিবর্তে শুধু এক ব্যক্তিকে কেসাস হিসেবে হত্যা করা যথেষ্ট মনে করা হতো না ; রবং এক খুনের পরিবর্তে দু-তিন কিংবা আরো বেশি মানুষের প্রাণ সংহার করা হতো। কেউ কেউ প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে হত্যাকারীকে শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হতো না রবং তার নাক, কান ইত্যাদি কেটে অঙ্গ বিকৃত করা হতো। ইসলামি কেসাসের আইনে এগুলো অতিরিক্ত ও হারাম । তাই فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ আয়াতে এ ধরনের বাড়াবাড়িকে প্রতিরোধ করা হয়েছে।

একটি স্মরণীয় গল্প : একজন মুজাহিদ ইমামের সামনে জনৈক ব্যক্তি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইসলামি ইতিহাসের সর্বাধিক জালেম এবং কুখ্যাত ব্যক্তি। সে হাজারো সাহাবী ও তাবেয়ীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। তাই সাধারণভাবে তাকে মন্দ বলা যে মন্দ, সেদিকে কারো লক্ষ্য থাকে না। যে বুযুর্গ ব্যক্তির সামনে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে দোষারোপ করা হয়, তিনি দোষারোপকারীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে এই অভিযোগের পক্ষে কোনো সনদ অথবা সাক্ষ্য রয়েছে কি? সে বলল, না। তিনি বললেন, যদি আল্লাহ তা'আলা জালেম হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কাছ থেকে হাজারো নিরপরাধ নিহত ব্যক্তির

প্রতিশোধ নেন, তবে মনে রেখ, যে ব্যক্তি হাজ্জাজের উপর কোনো জুলুম করে, তাকেও প্রতিশোধের কবল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে না। আল্লাহ তা'আলা তার কাছ থেকেও হাজ্জাজের প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। তাঁর আদালতে কোনো অবিচার নেই যে, অসৎ ও পাপী বান্দাদেরকে যা ইচ্ছা তা দোষারোপ ও অপবাদ আরোপের জন্য অন্যদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হবে।

এতিমদের মাল সম্পর্কে সাবধানতা : প্রথম আয়াতে এতিমদের মালের রক্ষণা-বেক্ষণ এবং এ ব্যাপারে সাবধানতা সম্পর্কে নবম নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। এতে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এতিমদের মালের কাছেও যেয়ো না। অর্থাৎ, এতে যেন শরিয়তবিরোধী অথবা এতিমদের স্বার্থের পরিপন্থি কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ না হয় । এতিমের মালের হেফাজত ও ব্যবস্থাপনা যাদের দায়িত্বে অর্পিত হয় এ ব্যাপারে তাদের খুব সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। তারা শুধু এতিমদের স্বার্থ দেখে ব্যয় করবে। এ কর্মধারা ততদিন অব্যাহত থাকবে, যতদিন এতিম শিশু যৌবনে পদার্পণ করে নিজের মালের হেফাজত নিজেই করতে সক্ষম না হয়। এর সর্বনিম্ন বয়স পনের বৎসর এবং সর্বোচ্চ বয়স আঠার বৎসর ।

অবৈধ পন্থায় যে কোনো ব্যক্তির মাল খরচ করা জায়েজ নয়। এখানে বিশেষ করে এতিমের কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, সে নিজে কোনো হিসাব নেওয়ার যোগ্য নয়। অন্যেরাও এ সম্পর্কে জানতে পারে না। যেখানে মানুষের পক্ষ থেকে হক দাবি করার কেউ না থাকে সেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে দাবি কঠোরতর হয়ে যায়। এত ক্রটি হলে সাধারণ মানুষের হকের তুলনায় গুনাহ অধিক হয়।

অঙ্গীকার পূর্ণ ও কার্যকরী করার নির্দেশ : অঙ্গীকার পূর্ণ করার তাকিদ হচ্ছে দশম নির্দেশ। অঙ্গীকার দুই প্রকার। **এক.** যা বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে রয়েছে; যেমন সৃষ্টির সূচনাকালে বান্দা অঙ্গীকার করেছিল যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আমাদের পালনকর্তা। এ অঙ্গীকারের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া এই যে, তাঁর নির্দেশাবলি মানতে হবে এবং সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। অঙ্গীকার তো সে সময় প্রত্যেকেই করেছে। দুনিয়াতে সে মুমিন হোক কিংবা কাফের। এছাড়া মুমিনের একটি অঙ্গীকার রয়েছে যা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্যের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। এর সারমর্ম আল্লাহর বিধানাবলির পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন।

দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গীকার যা এক মানুষ অন্য মানুষের সাথে করে। এতে ব্যক্তিবর্গ অথবা গোষ্ঠীবর্গের মধ্যে সম্পাদিত সমস্ত রাজনৈতিক , বাণিজ্যিক ও লেন-দেন সম্পর্কিত চুক্তি অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম প্রকার অঙ্গীকার পূর্ণ করা মানুষের জন্য ওয়াজিব এবং দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে যে সব চুক্তি শরিয়ত বিরোধী নয়, সেগুলো পূর্ণ করা ওয়াজিব। শরিয়তবিরোধী হলে প্রতি পক্ষকে জ্ঞাত করে তা খতম করে দেওয়া ওয়াজিব। যে চুক্তি পূর্ণ করা ওয়াজিব, যদি কোনো এক পক্ষ তা পূর্ণ না করে, তবে আদালতে উত্থাপন করে তাকে পূর্ণ করতে বাধ্য করার অধিকার প্রতিপক্ষের রয়েছে। চুক্তির স্বরূপ হচ্ছে দুই পক্ষ সম্মত হয়ে কোনো কাজ করা বা না করার অঙ্গীকার করা। যদি কোনো লোক এক তরফাভাবে কারো সাথে ওয়াদা করে যে, অমুক বস্তু তাকে দেব অথবা অমুক কাজ করে দেব, তাবে তা পূর্ণ করাও ওয়াজিব। কেউ কেউ একেও উল্লিখিত অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু পার্থক্য এই যে, দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে কেউ বিরুদ্ধাচরণ করলে ব্যাপারটি আদালতে উত্থাপিত করে তাকে চুক্তি পালনে বাধ্য করা যায়; কিন্তু এক তরফা চুক্তিকে আদালতে উত্থাপন করে পূর্ণ করতে বাধ্য করা যায় না। হ্যাঁ, শরিয়তসম্মত ওজর ব্যতিরেকে কারো সাথে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করলে সে গুনাহগার হবে। হাদীসে একে কার্যতঃ নিফাক বলা হয়েছ।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا অর্থাৎ কিয়ামতে অন্যান্য ফরজ ও ওয়াজিব কর্ম এবং খোদায়ী বিধানাবলি পালন করা বা না করা সম্পর্কে যেমন জিজ্ঞাসাবাদ হবে, তেমনি পারস্পরিক চুক্তি সম্পর্কেও

প্রশ্ন করা হবে। এখানে শুধু 'প্রশ্ন করা হবে' বলে বক্তব্য শেষ করে দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন করার পর কি হবে, সেটাকে অব্যক্ত রাখার মধ্যে বিপদ যে গুরুতর হবে, সেদিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

একাদশতম নির্দেশ হচ্ছে লেন-দেনের ক্ষেত্রেও মাপ ও ওজন পূর্ণ করার আদেশ এবং কম মাপার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে। এরা বিস্তারিত বিবরণ সূরা মুতাফফিফীনে উল্লিখিত আছে।

মাসআলা : ফিকহবিদগণ বলেছেন, আয়াতে মাপ ও ওজন সম্পর্কে যে নির্দেশ আছে, তার সারমর্ম এই যে, যার যতটুকু হক, তার চাইতে কম দেওয়া হারাম। কাজেই কর্মচারী যদি তার নির্দিষ্ট ও অর্পিত কাজের চাইতে কম কাজ করে অথবা নির্ধারিত সময়ের চাইতে কম সময় দেয় অথবা শ্রমিক যদি কাজ চুরি করে, তবে তাও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে।

কম মাপ দেওয়া ও কম ওজন করার নিষেধাজ্ঞা :

মাসআলা : وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ তাফসীরে বাহরে মুহীতে আবূ হাইয়ান বলেন, এ আয়াতে মাপ পূর্ণ করার দায়িত্ব বিক্রেতার উপর অর্পিত হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, মাপ ও ওজন পূর্ণ করার জন্য বিক্রেতা দায়ী।

আয়াতের শেষে মাপ ও ওজন পূর্ণ করা সম্পর্কে বলা হয়েছে: ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا -এতে মাপ ও ওজন করা সম্পর্কে দু'টি বিষয় বলা হয়েছে। (এক) এর উত্তম হওয়া। অর্থাৎ, এরূপ করা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে উত্তম। শরিয়তের আইন ছাড়া ও যুক্তি ও স্বভাবগত ভাবেও কোনো বিবেকবান ব্যক্তি কম মাপা ও কম ওজন করাকে ভালো মনে করতে পারে না। (দুই) -এর পরিণতি শুভ। এতে পরকালের পরিণতি তথা ছওয়াব ও জান্নাত ছাড়াও দুনিয়ার নিকৃষ্ট পরিণতির দিকেও ইঙ্গিত আছে। কোনো ব্যবসা ততক্ষণ পর্যন্ত উন্নতি করতে পারে না, যে পর্যন্ত জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে না পারে। বিশ্বাস ও আস্থা উপরিউক্ত বাণিজ্যিক সততা ব্যতীত অর্জিত হতে পারে না।

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا -এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করা হবে, কানকে প্রশ্ন করা হবে, তুমি সারা জীবন কি কি শুনেছ? চক্ষুকে প্রশ্ন করা হবে, তুমি সারা জীবন কি কি দেখেছ? অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করা হবে, সারা জীবনে মনে কি কি কল্পনা করেছ এবং কি কি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ? যদি কান দ্বারা শরিয়তবিরোধী কথা বার্তা শুনে থাকে; যেমন কারো গিবত এবং হারাম গানবাদ্য কিংবা চক্ষু দ্বারা শরিয়তবিরোধী বস্তু দেখে থাকে; যেমন বেগানা স্ত্রীলোক বা স্ত্রী সাদৃশ্য সুশ্রী বালকের প্রতি কুদৃষ্টি করা কিংবা অন্তরে কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী বিশ্বাসকে স্থান দিয়ে থাকে অথবা কারো সম্পর্কে প্রমাণ ছাড়া কোনো অভিযোগ মনে কায়েম করে থাকে, তবে এ প্রশ্নের ফলে আজাব ভোগ করতে হবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ প্রদত্ত সব নিয়ামত সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হবে। لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে সব নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। এসব নিয়ামতের মধ্যে কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সার্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই এখানে বিশেষভাবে এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে এরূপ অর্থও বর্ণিত হয়ছে যে, পূর্ববর্তী বাক্যে বলা হয়েছিল وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার জানা নেই, তা কার্যে পরিণত করো না। এর সাথে সাথে কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণকে প্রশ্ন করার উদ্দশ্য এই যে, যে ব্যক্তি জানাশোনা ছাড়াই উদাহরণত: কাউকে দোষারোপ করল কিংবা কোনো কাজ করল, যদি তা কানে শুনার বস্তু হয়ে থাকে, তবে কানকে প্রশ্ন করা হবে, যদি চোখে দেখার বস্তু হয় তবে, চোখকে প্রশ্ন করা হবে এবং অন্তর দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করার বস্তু হলে অন্তরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, অন্তরে প্রতিষ্ঠিত অভিযোগ ও কল্পনাটি সত্যা ছিল না মিথ্যা? প্রত্যেক ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এ ব্যাপারে স্বয়ং সাক্ষ্য দিবে। এটা হাশরের ময়দানে ভিত্তিহীন অভিযোগকারী এবং না জেনে আমলকারীদের জন্য অত্যন্ত লাঞ্ছনার কারণ

হবে। সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে- اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ অর্থাৎ, আজ (কিয়ামতের দিন) আমি এদের (অপরাধীদের) মুখ মোহর করে দিব। ফলে, তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের চরণসমূহ সাক্ষ্য দিবে তাদের কৃতকর্মের। এখানে কান, চক্ষু ও অন্তরের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার কারণ স্বভাবতঃ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে এসব ইন্দ্রিয় চেতনা ও অনুভূতি এ জন্যই দান করেছেন, যাতে মনে যেসব কল্পনা ও বিশ্বাস আসে, সেগুলোকে এসব ইন্দ্রিয় ও চেতনা দ্বারা পরীক্ষা করে নেয়। বিশুদ্ধ হলে তা কার্যে পরিণত করবে এবং ভ্রান্ত হলে তা থেকে বিরত থাকবে। যে ব্যক্তি এগুলোকে কাজে না লাগিয়ে অজানা বিষয়াদির পিছনে লেগে পড়ে, সে আল্লাহর এই নিয়ামতসমূহের নাশোকরী করে।

অতঃপর পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় দ্বারা মানুষ বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞান লাভ করে-কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা , জিহবা এবং সমস্ত দেহে ছড়ানো ঐ অনুভূতি, যা দ্বারা উত্তাপ ও শৈত্য উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু স্বভাবগতভাবে মানুষ অধিকতর জ্ঞান কর্ণ ও চক্ষু দ্বারা লাভ করে। নাকে ঘ্রাণ নিয়ে , জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন করে এবং হাতে স্পর্শ করে যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা হয়, সেগুলো শোনা ও দেখার বিষয়াদির তুলনায় অনেক কম । এখানে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্য থেকে মাত্র দু'টি উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ তাই। এতদুভয়ের মধ্যে ও কান অগ্রে উল্লিখিত হয়েছে। কুরআন পাকের অন্যত্র যেখানেই এ দু'টি ইন্দ্রিয় একসাথে উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে কানকেই অগ্রে রাখা হয়েছে। এর কারণও সম্ভবতঃ এই যে, মানুষের জানা বিষয়াদির মধ্যে কানে শোনার বিষয়াদির সংখ্যাই বেশি। এগুলোর তুলনায় চোখে দেখার বিষয়াদি অনেক কম।

৩৭ নং আয়াতে ত্রয়োদশতম নির্দেশ এই : ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে পদচারণ করো না। অর্থাৎ, এমন ভঙ্গিতে চলো না যা দ্বারা অহংকার ও দম্ভ প্রকাশ পায়। এটা নির্বোধসুলভ কাজ । সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেন এভাবে চলে ভূপৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করে দিতে চায় এটা তার সাধ্যাতীত। বুক টান করে চলার উদ্দেশ্য যেন অনেক উঁচু হওয়া। আল্লাহর সৃষ্ট পাহাড় তার চাইতে অনেক উঁচু । অহংকার প্রকৃতপক্ষে মানুষের অন্তরের একটি কবিরা গুনাহ। মানুষের ব্যবহার ও চলাচলের যেসব বিষয় থেকে অহংকার ফুটে উঠে, সেগুলোও অবৈধ। আহংকারের অর্থ হচ্ছে নিজেকে অন্যের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ এবং অন্যকে নিজের তুলনায় হেয় ও ঘৃণ্য মনে করা। হাদীসে এর জন্য কঠোর সর্তকবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

ইমাম মুসলিম হযরত আয়ায ইবনে আম্মার (রা.) -এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছেন যে, নম্রতা ও হেয়তা অবলম্বন কর। কেউ যেন অন্যের উপর গর্ব ও অহংকারের পথ অবলম্বন না করে এবং কেউ যেন কারো উপর জুলুম না করে। -(মাযহারী)

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا অর্থাৎ, উল্লিখিত সব মন্দ কাজ আল্লাহর কাছে মাকরূহ ও অপছন্দনীয়।

উল্লিখিত নির্দেশাবলির মধ্য যেগুলো হারাম ও নিষিদ্ধ, সেগুলো যে, মন্দ ও অপছন্দনীয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কিছু করণীয়, আদেশও আছে, যেমন পিতা-মতা ও আত্মীয় স্বজনের হক আদায় করা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা ইত্যাদি । যেহেতু এগুলোর মধ্যেও উদ্দেশ্য এদের বিপরীত কর্ম থেকে বেঁচে থাকা; অর্থা, পিতা-মাতাকে কষ্ট দেওয়া থেকে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সর্ম্পচ্ছেদ করা থেকে বেঁচে থাকা, তাই এসবগুলোও হারামও অপছন্দনীয়।

হুশিয়ারি : পূর্বোল্লোখিত পনেরটি আয়াতে বর্ণিত নির্দেশাবলি একদিক দিয়ে আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় সাধনা ও কর্মেরই ব্যাখ্যা, যা আঠারো আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল, وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا এতে

ব্যক্ত করা হয়েছিল যে, প্রত্যেক চেষ্টা ও কর্মই আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় নয়, বরং যে চেষ্টা ও কর্ম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুন্নত ও শিক্ষার সাথে সঙ্গতিশীল, শুধু সেগুলোই গ্রহণীয়। এসব নির্দেশে গ্রহণীয় চেষ্টা ও কর্মের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো বর্ণিত হয়ে গেছে। তন্মধ্যে প্রথমে আল্লাহর হক ও পরে বান্দার হক বর্ণিত হয়েছে।

এই পনেরটি আয়াত সমগ্র তাওরাতের সারসংক্ষেপ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন: সমগ্র তাওরাতের বিধানাবলি সূরা বনী ইসরাঈলের পনের আয়াতে সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে। -(মাযহারী)

শব্দবিশ্লেষণ :

لَا تَقْتُلُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَتْلُ মূলবর্ণ (ق ـ ت ـ ل) জিনস صحيح অর্থ- হত্যা করা, মেরে ফেলা।

اَوْفُوْا : সীগাহ جمع مذحاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اَلْاِفْعَالُ মাসাদর اَلْاِيْفَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ف ـ ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- পূর্ণ করা।

كِلْتُمْ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْكَيْلُ ও اَلْمَكِيْلُ মূলবর্ণ (ك ـ ى ـ ل) জিনস اجوف يائى অর্থ- যন্ত্র দ্বারা পরিমাপ করা।

وَزِنُوْا : واو হরফে আতফ, زنوا সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَزْنُ মূলবর্ণ (و ـ ز ـ ن) জিনস مثال واوى অর্থ- পরিমাপ করা।

لَا تَقْفُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব نصر মাসদার اَلْقَفْوُ মূলবর্ণ (ق ـ ف ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- কারো পিছনে চলা, পিছনে পড়া।

لَنْ تَخْرِقَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نفى تاكيد بلن در فعل مستقبل معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْخَرْقُ মূলবর্ণ (خ ـ ر ـ ق) জিনস صحيح অর্থ- না বুঝে না শুনে কোনো জিনিস কেটে ফেলা।

فَتُلْقٰى : ফা আতফের হরফ تُلْقٰى সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِلْقَاءُ মূলবর্ণ (ل ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- ঢেলে দেওয়া, প্রক্ষিপ্ত করা।

اَفَاَصْفٰكُمْ : اَ প্রশ্নবোধক। ফা আতফের হরফ। اَصْفٰى সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِصْفَاءُ মূলবর্ণ (ص ـ ف ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- মনোনীত করা, সম্মানী করা।

اِنَاثًا : এটি اُنْثٰى-এর বহুবচন। অর্থ- মহিলাগণ

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَذَّكَّرُوْا ؕ وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا (٤١)

৪১. আর আমি এ কুরআনে বিভিন্ন পদ্ধতিতে [তাওহীদের প্রমাণ] বর্ণনা করেছি, যেন তারা উত্তমরূপে বুঝে নেয়; কিন্তু তাদের বিরাগভাব বেড়েই চলছে।

قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗۤ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِي الْعَرْشِ سَبِيْلًا (٤٢)

৪২. আপনি বলে দিন, যদি আল্লাহর সাথে আরো অন্য উপাস্য থাকত, যেমন এরা বলে থাকে, তবে সে অবস্থায় তারা আরশের অধিপতি [আল্লাহ] পর্যন্ত [পৌছার জন্য] পথ খুঁজে নিত।

سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا (٤٣)

৪৩. এরা যা কিছু বলে, আল্লাহ তা'আলা তা হতে পবিত্র এবং বহু উর্ধ্বে।

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ؕ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا (٤٤)

৪৪. সাত আসমান ও জমিন এবং এদের মধ্যে যত কিছু আছে, সকলেই তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছে; আর কোনো বস্তু এমন নেই যা প্রশংসার সাথে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা না করে; কিন্তু তোমরা তাদের পবিত্রতা বর্ণনা করা বুঝছ না; নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا (٤٥)

৪৫. আর যখন আপনি কুরআন পাঠ করতে থাকেন, তখন আমি আপনার মধ্যে, আর যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যে এক সংগোপনীয় আবরণ অন্তরাল করে দেই।

শাব্দিক অনুবাদ :

৪১. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ আর আমি এ কুরআনে বিভিন্ন পদ্ধতিতে (তাওহীদের প্রমাণ) বর্ণনা করেছি لِيَذَّكَّرُوْا যেন তারা উত্তমরূপে বুঝে নেয় وَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا نُفُوْرًا কিন্তু তাদের বিরাগ ভাব বেড়েই চলছে।

৪২. قُلْ আপনি বলে দিন لَوْ كَانَ مَعَهٗۤ اٰلِهَةٌ যদি আল্লাহর সাথে আরো অন্য উপাস্য থাকত كَمَا يَقُوْلُوْنَ যেমন এরা বলে থাকে اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِي الْعَرْشِ سَبِيْلًا তবে সে অবস্থায় তারা আরশের অধিপতি (আল্লাহ) পর্যন্ত পৌছবার জন্য পথ খুঁজে নিত

৪৩. سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى আল্লাহ তা'আলা পবিত্র এবং উর্ধ্বে عَمَّا يَقُوْلُوْنَ এরা যা কিছু বলে তা হতে عُلُوًّا كَبِيْرًا বহু উর্ধ্বে।

৪৪. تُسَبِّحُ لَهٗ সকলেই তার পবিত্রতা বর্ণনা করছে السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ সাত আসমান وَالْاَرْضُ ও জমিন وَمَنْ فِيْهِنَّ এবং এদের মধ্যে যা কিছু আছে وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ আর কোনো বস্তু এমন নেই যা প্রশংসার সাথে তার পবিত্র বর্ণনা না করে وَلٰكِنْ কিন্তু لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ তোমরা তাদের পবিত্রতা বর্ণনা করা বুঝছ না اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا তিনি বড়ই ধৈর্যশীল, পরম ক্ষমাশীল।

৪৫. وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ আর যখন আপনি কুরআন পাঠ করতে থাকেন جَعَلْنَا তখন আমি অন্তরাল করে দেই بَيْنَكَ আপনার মধ্যে وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ আর যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যে حِجَابًا مَّسْتُوْرًا এক সংগোপনীয় আবরণ।

وَّجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا (٤٦)

৪৬. আর আমি তাদের অন্তঃকরণসমূহের উপর আবরণ ফেলে দেই, যেন তারা তা [কুরআনের উদ্দেশ্য] না বুঝে এবং তাদের কানে ছিপি লাগিয়ে দেই; আর যখন আপনি কুরআনে শুধু আপনার রবের [গুণ গরিমার] উল্লেখ করেন, তখন তারা ঘৃণাভরে পশ্চাদপসরণ করে চলে যায়।

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖٓ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوٰٓى اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا (٤٧)

৪৭. যখন এরা আপনার প্রতি কর্ণপাত করে, আমি খুব অবগত আছি, এরা যে উদ্দেশ্যে তা [কুরআন] শ্রবণ করে আর [শ্রবণের পর] যখন এরা পরস্পর কানাঘুষা করতে থাকে– যখন এ অনাচারীরা এরূপ বলে যে, হে মুহাম্মদের সহচরবৃন্দ! তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত বক্তির অনুসরণ করছ।

اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ۞ (٤٨)

৪৮. হে মুহাম্মদ! আপনি লক্ষ্য করুন, এরা আপনার জন্য কেমন উপমাসমূহ নির্ধারণ করছে, বস্তুতঃ তারা গোমরাহ হয়ে গেছে, সুতরাং তারা সত্য পথ পেতে পারে না।

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا (٤٩)

৪৯. আর তারা বলে যে, আমরা যখন [মরে] হাড়-স্তুপ এবং চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনো কি আমাদেরকে নতুনভাবে পুনরায় সৃষ্টি ও জীবিত করা হবে?

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৬. وَجَعَلْنَا আর আমি ফেলে দেই عَلٰى قُلُوْبِهِمْ তাদের অন্তকরণ সমূহের উপর اَكِنَّةً আবরণ اَنْ يَّفْقَهُوْهُ যেন তারা তা (কুরআনের উদ্দেশ্য) না বুঝে। وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا এবং তাদের কানে ছিপি লাগিয়ে দেই وَاِذَا ذَكَرْتَ আর যখন আপনি উল্লেখ করেন رَبَّكَ আপনার রবের (গুণ গরিমার) فِى الْقُرْاٰنِ কুরআনে وَحْدَهٗ শুধু وَلَّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ তখন তারা পশ্চাদপসরণ করে চলে যায়। نُفُوْرًا ঘৃণা ভরে

৪৭. نَحْنُ اَعْلَمُ আমি খুব অবগত আছি بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ যখন এরা আপনার প্রতি কর্ণপাত করে اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ এরা যে উদ্দেশ্যে তা (কুরআন) শ্রবণ করে وَاِذْ هُمْ نَجْوٰٓى আর (শ্রবণের পর) এরা পরস্পর কানাঘুষা করতে থাকে اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ যখন এ অনাচারীরা এরূপ বলে। اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا হে মুহাম্মদের সহচরবৃন্দ! তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ

৪৮. اُنْظُرْ হে মুহাম্মদ! আপনি লক্ষ্য করুন كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ -এরা আপনার জন্য কেমন কেমন উপমাসমূহ নির্ধারণ করছে। فَضَلُّوْا বস্তুতঃ তারা গোমরাহ হয়ে গেছে فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا সুতরাং তারা সত্য পথ পেতে পারে না

৪৯. وَقَالُوْا আর তারা বলে ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا, আমরা যখন মরে হাড়-স্তুপ এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাব ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ তখনো কি আমাদেরকে নতুন ভাবে পুনরায় সৃষ্টি ও জীবিত করা হবে। خَلْقًا جَدِيْدًا

৫০. আপনি বলে দিন, তোমরা পাথর বা লোহা হয়ে যাও।	قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا (٥٠)
৫১. অথবা অন্য এমন কোনো সৃষ্ট-পদার্থ হয়ে দেখ, যা তোমাদের ধারণায় সুদূরপরাহত, তখন তারা বলবে– তিনি কে? যিনি আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন; আপনি বলে দিন, তিনি সে [আল্লাহ] যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তবুও তারা আপনার সম্মুখে মাথা নেড়ে নেড়ে বলবে, তা কখন হবে? আপনি বলে দিন, আশ্চর্য নয় যে, তা অচিরেই এসে পড়বে।	اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِىْ صُدُوْرِكُمْ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا ؕ قُلِ الَّذِىْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ ؕ قُلْ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا (٥١)

শাব্দিক অনুবাদ :

৫০. قُلْ আপনি বলে দিন كُوْنُوْا তোমরা হয়ে যাও حِجَارَةً পাথর اَوْ حَدِيْدًا বা লোহা।

৫১. اَوْ خَلْقًا অথবা অন্য এমন কোনো সৃষ্ট-পদার্থ হয়ে দেখ مِّمَّا يَكْبُرُ فِىْ صُدُوْرِكُمْ যা তোমাদের ধারণায় সুদূর পরাহত فَسَيَقُوْلُوْنَ তখন তারা বলবে مَنْ يُّعِيْدُنَا তিনি কে? যিনি আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবেন قُلِ আপনি বলে দিন الَّذِىْ فَطَرَكُمْ যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন اَوَّلَ مَرَّةٍ প্রথমবার فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ তবুও তারা আপনার সম্মুখে মাথা নেড়ে নেড়ে وَيَقُوْلُوْنَ বলবে مَتٰى هُوَ তা কখন হবে? قُلْ আপনি বলে দিন عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا আশ্চর্য নয় যে, তা অচিরেই এসে পড়বে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا.

শানে নুযূল : আল্লামা কালবী (র.) বলেন, উপরিউক্ত আয়াত আবূ সুফিয়ান, নযর বিন হারেছ, আবূ জাহেল, আবূ লাহাব পত্নী উম্মে জামীল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। রাসূল ﷺ যখন কুরআন তেলাওয়াত করতেন, তারা তখন রাসূল ﷺ কে কষ্ট দিত। সুতরাং রাসূল ﷺ যখন কুরআন পাঠ করতেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের চোখের উপর পর্দা এঁটে দিলেন। তারা রাসূল ﷺ -এর পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করত; কিন্তু তারা তাঁকে দেখতে পেত না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উল্লিখিত আয়াত আবূ লাহাব পত্নী উম্মে জামীল সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। একদা উম্মে জামীল হাতে পাথর নিয়ে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এর ঘরে প্রবেশ করে, এমন মুহূর্তে রাসূল ﷺ নিজেও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সে ঘরে প্রবেশ করে বলতে লাগল যে, তোমার সাথি আমার কুৎসা ও ব্যঙ্গ করছে। হযরত আবূ বরক সিদ্দীক (রা.) বললেন, তা কোন কবিতার দ্বারা? সে বলল فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ আর আমার গলদেশে কি রয়েছে তিনি কি জানেন? তখন রাসূল ﷺ হযরত আবূ বকর (রা.) কে বললেন যে, তুমি তাকে জিজ্ঞেস কর সে কি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে দেখছে? কারণ ফেরেশতাগণতো আমাকে আবরণ করে রেখেছে। সুতরাং তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে সে বলল, তুমি আমার সাথে বিদ্রূপ করছ না কি? আমিতো তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে দেখতে পাচ্ছিনা। ফলে সেখান থেকে চলে গেল। কিন্তু রাসূল ﷺ কে দেখতে পায়নি। সে প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে।

কারো মতে বনূ আব্দিদ্দারের গোত্র সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, রাসূল ﷺ রাতের বেলায় যখন উচ্চ কেরাতে নামাজ আদায় করতেন, তখন কুরাইশ নেতারা রাসূল ﷺ কে বিভিন্ন ভাবে কষ্ট দিত। সে অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে এবং রাসূল ﷺ -এর মাঝে এক আবরণ এটে দেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াত নাজিল করেন। -(বাহরে মুহীত্ব ৩৮/৬)

وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِى الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا.

শানে নুযূল : বর্ণিত রয়েছে যে, একদা কুরাইশ নেতৃবর্গ আবূ তালিবের সাথে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে তার নিকট গমন করে। সে মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সেখানে গমন করেন। এ সুযোগে তিনি কুরআন তেলাওয়াত করে তাওহীদ সম্পর্কে আলোচনা করে তিনি বলেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা বল لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বূদ নেই, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ﷺ আল্লাহর রাসূল। এর দ্বারা তোমরা আরবের নেতৃত্ব লাভ করবে এবং আনারবরা ধর্মীয় দিক দিয়ে তোমাদের অনুসারী হবে। তৎক্ষণাত তারা ফিরে চলে যায়। রাসূল ﷺ -এর দাওয়াত পেয়ে তারা চলে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উপরিউক্ত আয়াতাংশটি নাজিল হয়েছে। -(বাহরে মুহীত্ব)

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖٓ اِذْ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوٰٓى اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا.

শানে নুযূল : হযরত কাতাদা (রা.) বলেন যে, মুশরিকেরা কানাঘুষা করে বলছিল যে, মুহাম্মদ হয় উন্মাদ, না হয় জাদুকর, লোকটি পূর্ববর্তী গল্প বলছে। কারো কারো মতে উরাকা একদা ভোজ সভার আয়োজন করে কুরাইশ নেতৃবর্গকে দাওয়াত করে। তখন রাসূল ﷺ তাদের নিকট প্রবেশ করে তাদের সামনে কুরআন পাঠ করেন এবং আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দেন। তারা সে মুহূর্তে পরস্পরে কানাকানি করে বলতে লাগল যে, লোকটি হয় জাদুকর না উন্মাদ পাগল। আবার কারো মতে নবী করীম ﷺ হযরত আলী (রা.) কে আদেশ করলেন যে, খাবার তৈরি করে কুরাইশ মুশরিক নেতৃবৃন্দকে দাওয়াত দাও। সুতরাং হযরত আলী (রা.) খাবারের প্রস্তুতি করে তাদেরকে দাওয়াত করেন এবং রাসূল ﷺ সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের সামনে কুরআন পাঠ করে তাদেরকে একত্ববাদের দাওয়াত দিয়ে বলেন قُوْلُوْا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ لِتُطِيْعَكُمُ الْعَرَبُ وَتَدِيْنَ لَكُمُ الْعَجَمُ তোমরা বল! আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর অন্য কোনো মাবূদ নেই, আরববাসী অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ করবে এবং অনারবরা তোমাদের ধর্মে দীক্ষিত হবে। তারা তা প্রত্যাখ্যান করে এবং নবী করীম ﷺ -এর কথা শুনে তারা কানাকানি করে বলতে ছিল যে, লোকটি জাদুকর এবং জাদুগ্রস্থ। তাদের এহেন মন্তব্য করার পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত আয়াত নাজিল হয়েছে। -(কুরতুবী ২৩৭/১০)

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا.

শানে নুযূল : আবূ জাফর তাবারী বর্ণনা করেন যে, উল্লিখিত আয়াত ওয়ালীদ বিন মুগীরা ও তার সহচরদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ এ সকল নরাধমেরা রাসূল ﷺ কে জাদুগ্রস্থ ব্যক্তি বলত এবং তাদের ধারণা মতে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করত। সুতরাং এর পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত আয়াত নাজিল হয়েছে। -(বাহরে মুহীত্ব ৪১/৬)

اِذًا لَّابْتَغَوْا আয়াতে তাওহীদের প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে যে, যদি সমগ্র সৃষ্ট জগতের স্রষ্টা মালিক ও পরিচালক এক আল্লাহ না হন, রবং তার খোদায়ীত্বে অন্যরাও শরিক হয় তবে অবশ্যই তাদের মধ্যে কোনো মতানৈক্যও হবে। মতানৈক্য হলে সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা রববাদ হয়ে যাবে। কেননা তাদের সবার মধ্যে চিরস্থায়ী সন্ধি হওয়া এবং অনন্তকাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকা স্বভাবগতভাবে অসম্ভব। এ প্রমাণটি এখানে নেতিবাচক ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু কালাম শাস্ত্রের গ্রন্থাদিতে এ প্রমাণটির ইতিবাচক যুক্তি ও প্রমাণভিত্তিক হওয়া ও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ সেখানে দেখে নিতে পারেন।

জমিন, আসমান ও এতদুভয়ের সব বস্তুর তাসবীহ্ পাঠ করার অর্থ, ফেরেশতারা সবাই এবং ঈমানদার মানব ও জিনদের তাসবীহ্ পাঠ করার বিষয়টি জাজ্বল্যমান-সবারই জানা। কাফের মানব ও জিন বাহ্যতঃ তাসবীহ্ পাঠ করে না। এমনিভাবে জগতের অন্যান্যবস্তু যেগুলোকে বিবেক ও চেতনাহীন বলা হয়ে থাকে, তাদের তাসবীহ্ পাঠ করার অর্থ কি? কোনো কোনো আলেম বলেন, তাদের তাসবীহ্ পাঠের অর্থ অবস্থাগত তাসবীহ। অর্থাৎ তাদের অবস্থার সাক্ষ্য। কেননা আল্লাহ ব্যতীত সব বস্তুর সমষ্টিগত অবস্থা ব্যক্ত করছে যে, তারা স্বীয় অস্তিত্বে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়; বরং স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষায় কোনো বৃহৎ শক্তির মুখাপেক্ষী। অবস্থার এই সাক্ষ্যই হচ্ছে তাদের তাসবীহ।

কিন্তু অন্য চিন্তাবিদদের উক্তি এই যে, ইচ্ছাগত তাসবীহ্ তো শুধু ফেরেশতা এবং ঈমানদার জিন ও মানবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহ তা'আলা জগতের প্রত্যেকটি অণুপরমাণুকে তাসবীহ্ পাঠকারী বানিয়ে রেখেছেন। কাফেররাও সাধারণভাবে আল্লাহকে মানে এবং তাঁর মহত্ত্ব স্বীকার করে। যেসব বস্তুবাদী নাস্তিক এবং আজকালকার কম্যুনিষ্ট বাহ্যতঃ আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করে না তাদের অস্তিত্বের প্রত্যেকটি অংশও বাধ্যতামূলক ভাবে আল্লাহর তাসবীহ্ পাঠ করছে, যেমন বৃক্ষ, প্রস্তর, মৃত্তিকা ইত্যাদি সব বস্তু আল্লাহর তাসবীহ পাঠে মশগুল রয়েছে। কিন্তু তাদের এই সৃষ্টিগত ও বাধ্যতামূলক তাসবীহ্ সাধারণ মানুষের শ্রুতিগোচর হয় না। কুরআন পাকের وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ উক্তি একথা প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টিগত তাসবীহ এমন জিনিস, যা সাধারণ মানুষ বুঝতে সক্ষম নয়। অবস্থাগত তাসবীহ্ তো বিবেকবান ও বুদ্ধিমানরা বুঝতে পারে। এ থেকে জানা গেল যে, এই তাসবীহ পাঠ শুধু অবস্থাগত নয়, সত্যিকারের, কিন্তু আমাদের বোধশক্তি ও অনুভূতির উর্ধ্বে। -(কুরতুবী)

হাদীসে একটি মু'জিযা উল্লিখিত আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতের তালুতে কঙ্করের তাসবীহ পাঠ সাহাবায়ে কেরাম নিজ কানে শুনেছেন। এটা যে, মু'জিযা তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু 'খাসায়েসে -কুবরা' গ্রন্থে শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) বলেন, কঙ্কর সমূহের তাসবীহ পাঠ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মু'জিযা নয়। তারা তো যেখানে থাকে সেখানেই তাসবীহ পাঠ করে। বরং মু'জিযা এই যে, তাঁর পবিত্র হাতে আসার পর তাদের তাসবীহ পাঠ কানেও শোনা গেছে।

ইমাম কুরতুবী (র.) এ বক্তব্যকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং এর পক্ষে কুরআন ও হাদীস থেকে অনেক যুক্তি - প্রমাণ পেশ করেছেন।

উদাহরণত : সূরা সাদে হযরত দাঊদ (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে- اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ অর্থাৎ, আমি পাহাড়সমূহকে আজ্ঞাবহ করে দিয়েছি। তারা দাউদের সাথে সকাল বিকাল তাসবীহ পাঠ করে। সূরা বাক্বারায় পাহাড়ের পাথর সম্পর্কে বলা হয়েছে- وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ কতক পাথর আল্লাহর ভয়ে নীচে পড়ে যায়। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, পাথরের মধ্যেও চেতনা, অনুভূতি ও আল্লাহর ভয় রয়েছে। সূরা মরিয়মে খ্রিস্টান সম্প্রদায় কর্তৃক হযরত ঈসা (আ.) -কে আল্লাহর পুত্র আখ্যায়িত করার প্রতিবাদে বলা হয়েছে। وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا অর্থাৎএরা আল্লাহর জন্য পুত্র সন্তান সাব্যস্ত করে। তাদের এই কুফরি বাক্যের কারণে পাহাড় ভীত হয়ে পতিত হয়। বলা বাহুল্য এই ভয়-ভীতি তাদের চেতনা ও অনুভূতির পরিচায়ক। চেতনা ও অনুভূতি থাকলে তাসবীহ পাঠ করা অসম্ভব নয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এক পাহাড় অন্য পাহাড়কে ডেকে জিজ্ঞেস করে, আল্লহকে স্মরণ করে -এমন কোনো বান্দা তোমার উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করেছে কি? যদি সে উত্তরে হ্যাঁ বলে তবে প্রশ্নকারী পাহাড় তাতে আনন্দিত হয়। এর প্রমাণ হিসেবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এ আয়াতটি পাঠ করেন: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا অতঃপর বলেন: এ আয়াত থেকে যখন প্রমাণিত হলো যে, পাহাড় কুফরি বাক্য

শুনে প্রভাবান্বিত হয় এবং ভীত হয়ে যায়, তখন তুমি কি মনে কর যে, তারা বাতিল কথাবার্তা শুনে; কিন্তু সত্য কথা ও আল্লাহর জিকর শুনে না এবং তা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না? -(কুরতুবী) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কোনো জিন, মানব, পাথর ও টিলা এমন নেই যে, মুয়াজ্জিনের আওয়াজ শুনে কিয়ামতের দিন তার ঈমানদার ও সৎ হওয়া সম্পর্কে সাক্ষ্য না দিবে। -(মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ইবনে মাজাহ)

পয়গম্বরের উপর জাদুর ক্রিয়া হতে পারে : পয়গম্বরগণ মানবিক বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত নন। তাঁরা যেমন রোগাক্রান্ত হতে পারেন, জ্বর ব্যথায় ভুগতে পারেন, তেমনি তাঁদের উপর জাদুর ক্রিয়াও সম্ভবপর। কেননা জাদুর ক্রিয়াও বিশেষ স্বভাবগত কারণে জিন ইত্যাদির প্রভাবে হয়ে থাকে। হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপরও জাদুর ক্রিয়া হয়েছিল। শেষ আয়াতে কাফেররা তাঁকে জাদুগ্রস্ত বলেছে এবং কুরআন তা খণ্ডন করেছে। এর সারমর্ম হচ্ছে যে, জাদুগ্রস্ত বলে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল পাগল বলা। কুরআন তাই খণ্ডন করেছে। এতএব জাদুর হাদীসটি এ আয়াতের পরিপন্থি নয়।

শত্রুর দৃষ্টি থেকে গোপন থাকার একটি আমল : হযরত কা'ব বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মুশরিকদের দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করতে চাইতেন, তখন কুরআনের তিনটি আয়াত পাঠ করতেন। এর প্রভাবে শত্রুরা তাঁকে দেখতে পেত না। আয়াতত্রয় এই- এক আয়াত-সূরা কাহাফের وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا দ্বিতীয় আয়াত সূরা নাহলের- أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ

এবং তৃতীয় আয়াত সূরা জাসিয়ার أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً হযরত কা'ব বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এই ব্যাপারটি আমি সিরিয়ার জনৈক ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করি। তিনি কোনো প্রয়োজন বশতঃ রোম দেশে গমন করেন। বেশ কিছুদিন সেখানে অবস্থান করার পর তিনি রোমীয় কাফেরদের নির্যাতনের শিকার হয়ে পড়লে প্রাণের ভয়ে সেখান থেকে পলায়ন করেন। শত্রুরা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে। এহেন সংকটময় মুহূর্তে হঠাৎ হাদীসটি তাঁর মনে পড়ে। তিনি কালবিলম্ব না করে আয়াত তিনটি পাঠ করতেই শত্রুদের দৃষ্টির সমানে পর্দা পড়ে যায়। যে রাস্তায় তিনি চলছিলেন, শত্রুরাও সেই রাস্তায় চলাফেরা করছিল, কিন্তু তারা তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল না।

ইমাম সা'লাবী (র.) বলেন, হযরত কা'ব থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতটি আমি 'রায়' অঞ্চলের জনৈক ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করেছিলাম। ঘটনাক্রমে সায়লামের কাফেররা তাঁকে গ্রেফতার করে। তিনি কিছুদিন কয়েদ থাকার পর সুযোগ পেয়ে পলায়ন করেন। শত্রুরা তাঁকে পিছনে ধাওয়া করে। তিনি উল্লিখিত আয়াতত্রয় পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা তাদের চোখের উপর পর্দা ফেলে দেন। ফলে তাদের দৃষ্টি থেকে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান, অথচ তারা পাশাপাশি চলছিল এবং তাদের কাপড় তাঁর কাপড় স্পর্শ করছিল।

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন: উপরিউক্ত আয়াতত্রয়ের সাথে সূরা ইয়াসীনের ঐ আয়াত গুলো মেলানো উচিত, যেগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরতের সময় পাঠ করেছিলেন। তখন মক্কার মুশরিকরা তাঁর বাস গৃহ ঘেরাও করে রেখেছিল। তিনি আয়াগুলো পাঠ করে তাদের মাঝখান দিয়ে চলে যান বরং তাদের মাথায় ধুলা নিক্ষেপ করতে করতে যান, কিন্তু তাদের কেউ টেরও পায়নি। সূরা ইয়াসীনের আয়াতগুলো এই :

يس ـ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ـ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ـ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ـ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ـ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ـ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ـ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ـ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, আমি স্বদেশ আন্দালুসে কর্ডোভার নিকটবর্তী মনসুর দূর্গে নিজেই এ ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম। অবশেষে নিরূপায় অবস্থায় আমি শত্রুদের সম্মুখ দিয়ে দৌড়ে এক জায়গায় বসে গেলাম। শত্রুরা দু'জন অশ্বারোহীকে আমার পশ্চাদ্ধাবন করার উদ্দেশে প্রেরণ করে। আমি সম্পূর্ণ খোলা মাঠেই ছিলাম। আড়াল করার মতো কোনো বস্তুই ছিল না। আমি তখন বসে বসে সূরা ইয়াসীনের আয়াতগুলো পাঠ করেছিলাম। অশ্বারোহী ব্যক্তিদ্বয় আমার সম্মুখ দিয়ে "কোনো শয়তান হবে" বলতে বলতে যেখান থেকে এসেছিল, সেখানেই ফিরে গেল। বলাবাহুল্য তারা, আমাকে অবশ্যই দেখেনি। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আমার দিক থেকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন। -(কুরতুবী)

শব্দবিশ্লেষণ :

لِيَذَّكَّرُوْا : لام كى-এর দ্বারা মানসূব সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَعُّلْ মাসদার اَلتَّذَكُّرُ মূলবর্ণ (ذ . ك . ر) জিনস صحيح অর্থ- নসিহত গ্রহণ করা। মূলত শব্দটি يَتَذَكَّرُوْنَ ছিল। افتعال এর تاء কে ذال বানিয়ে ইদগাম করা হয়েছে এবং لام كى-এর কারণে نون اعرابى পড়ে গেছে।

لَايَبْتَغُوْا : لام তাকিদের হরফ। اِبْتَغُوْا সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِبْتِغَاءُ মূলবর্ণ (ب . غ . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- চাওয়া, তালাশ করা।

وَلَّوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব تفعيل মাসদার اَلتَّوْلِيَةُ : মূলবর্ণ (و . ل . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা, পলায়ন করা।

تَتَّبِعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّبَاعُ মূলবর্ণ (ت . ب . ع) জিনস صحيح অর্থ- অনুসরণ করা, অনুগত হওয়া

مَسْحُوْرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم مفعول বাব فتح মাসদার اَلسِّحْرُ মূলবর্ণ (س . ح . ر) জিনস صحيح অর্থ- জাদু করা, ধোঁকা দেওয়া, দূর হওয়া।

لَمَبْعُوْثُوْنَ : لام তাকিদের জন্য, مَبْعُوْثُوْنَ সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم مفعول বাব فتح মাসদার اَلْبَعْثُ মূলবর্ণ (ب . ع . ث) জিনস صحيح অর্থ- পাঠানো, পুনরুত্থিত করা

يُعِيْدُنَا : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব افعال মাসদার اَلْاِعَادَةُ মূলবর্ণ (ع . و . د) জিনস اجوف واوى অর্থ- পুনর্বার সৃষ্টি করা।

فَسَيُنْغِضُوْنَ : فاء আতফের হরফ, سَيُنْغِضُوْنَ সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْغَاضُ মূলবর্ণ (ن . غ . ض) জিনস صحيح অর্থ- [illegible]

৫২. এটা সেদিন হবে- যেদিন আল্লাহ তোমাদেরকে আহ্বান করবেন এবং তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে আদেশ পালন করবে, আর তোমরা মনে করবে যে, অতি সামান্য কাল অবস্থান করেছিলে।	يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (٥٢)
৫৩. আর আপনি আমার বান্দাগণকে বলে দিন, তারা যেন এরূপ কথা বলে যা উত্তম; শয়তান মানুষের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে; বস্তুতঃ শয়তান মানুষের খোলাখুলি শত্রু।	وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا (٥٣)
৫৪. তোমাদের সকলের অবস্থাই তোমাদের প্রভু খুব জানেন; যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তবে তোমাদের প্রতি রহম করতে পারেন অথবা যদি ইচ্ছা করেন, তবে তোমাদেরকে আজাব প্রদান করতে পারেন, আর আমি আপনাকে তাদের জন্য জিম্মাদার করে পাঠাইনি।	رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ۖ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (٥٤)
৫৫. আর আপনার প্রভু তাদেরকে খুব জানেন, যারা আসমানসমূহে ও জমিনে আছে এবং আমি ফজিলত দিয়েছি কোনো কোনো নবীকে অপর নবীদের উপর, আর আমি দাউদকে যাবূর কিতাব প্রদান করেছিলাম।	وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (٥٥)

শাব্দিক অনুবাদ :

৫২. يَوْمَ يَدْعُوكُمْ এটা সেদিন হবে যেদিন আল্লাহ তোমাদেরকে আহবান করবেন فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ এবং তোমরা তার প্রশংসা করতে করতে আদেশ পালন করবে وَتَظُنُّونَ আর তোমরা মনে করবে যে إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا অতি সামান্য কাল অবস্থান করে।

৫৩. وَقُلْ لِعِبَادِي আর আপনি আমার বান্দাগণকে বলে দিন يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ তারা যেন এরূপ কথা বলে যা উত্তম إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ শয়তান মানুষের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا বস্তুত শয়তান মানুষের খোলাখুলি শত্রু।

৫৪. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ তোমাদের সকলের অবস্থাই তোমাদের প্রভু খুব জানেন إِنْ يَشَأْ যদি তিনি ইচ্ছা করেন يَرْحَمْكُمْ তবে তোমাদের প্রতি রহম করতে পারেন وَإِنْ يَشَأْ অথবা যদি ইচ্ছা করেন يُعَذِّبْكُمْ তবে তোমাদের কে শাস্তি প্রদান করতে পারেন وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا আর আমি আপনাকে তাদের জন্য জিম্মাদার করে পাঠাইনি।

৫৫. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ আর আপনার প্রভু তাদেরকে খুব জানেন بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ যারা আসমানসমূহে ও জমিনে আছে وَلَقَدْ فَضَّلْنَا এবং আমি ফজিলত দিয়েছি بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ কোনো কোনো নবীকে অপর নবীগণের উপর। وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا আর আমি দাউদকে যাবূর কিতাব প্রদান করেছিলাম।

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيْلًا (٥٦)

৫৬. আপনি বলে দিন– আল্লাহ ভিন্ন যাদেরকে তোমরা [উপাস্য] স্থির করছ, তাদেরকে একটু ডাক তো! তারা না তোমাদের দুঃখ নিবারণের ক্ষমতা রাখে, আর না তা পরিবর্তনের।

أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ إِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ ۗ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا (٥٧)

৫৭. এরা [মুশরিকরা] যাদেরকে [হিতসাধন বা অনিষ্ট রোধের জন্য] ডাকে, এরা নিজেরাই আপন প্রভুর দিকে [পৌছার] অসিলা অন্বেষণ করছে যে, তাদের মধ্যে কে [আল্লাহর] অধিক সান্নিধ্য লাভ করতে পারে এবং তাঁর রহমতের আশা রাখে আর তাঁর আজাবকে ভয় করে; নিঃসন্দেহে আপনার প্রভুর আজাব ভয়াবহ।

وَإِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا ۭ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا (٥٨)

৫৮. আর এমন কোনো জনপদ নেই যাকে আমি কিয়ামত দিবসের পূর্বে ধ্বংস করে না দিব অথবা তা [-র অধিবাসীবৃন্দ]-কে কঠিন আজাব না দিব, এ কথা কিতাবে [লওহ মাহফূযে] লিপিবদ্ধ রয়েছে।

وَمَا مَنَعَنَآ أَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ إِلَّآ أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُوْنَ ۭ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا ۭ وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ إِلَّا تَخْوِيْفًا (٥٩)

৫৯. আর বিশেষ মু'জিযাসমূহ পাঠাতে আমার জন্য শুধু এটাই প্রতিবন্ধক হয়েছে যে, পূর্ব যুগের লোকেরা ঐগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল এবং আমি সামূদ সম্প্রদায়কে উষ্ট্রী প্রদান করেছিলাম যা জ্ঞান লাভের উপায়স্বরূপ ছিল; কিন্তু তারা তার উপর জুলুম করল, আর আমি এরূপ মু'জিযাসমূহ কেবল ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে থাকি।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৬. قُلْ আপনি বলে দিন اُدْعُوا তাদেরকে একটু ডাক তো الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ আল্লাহ ভিন্ন যাদেরকে তোমরা উপাস্য স্থির করছ فَلَا يَمْلِكُوْنَ তারা না ক্ষমতা রাখে كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ তোমাদের দুঃখ নিবারণের وَلَا تَحْوِيْلًا আর না তা পরিবর্তনের।

৫৭. اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ এরা যাদেরকে ডাকে يَبْتَغُوْنَ এরা নিজেরাই অন্বেষণ করছে اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ নিজের রবের দিকে অসিলা اَيُّهُمْ اَقْرَبُ তাদের মধ্যে কে (আল্লাহর) অধিক সন্নিধ্য লাভ করতে পারে وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ এবং তাঁর রহমতের আশা রাখে وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ আর তাঁর আজাবকে ভয় করে اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ নিঃসন্দেহে আপনার প্রভুর আজাব كَانَ مَحْذُوْرًا ভয় করার বিষয়ই।

৫৮. وَاِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ আর এমন কোনো জনপদ নেই اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا যাকে আমি ধ্বংস করে না দিব قَبْلَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবেসের পূর্বে اَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا অথবা তা (-র অধিবাসীবৃন্দ) কে কঠিন আজাব না দিব كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتٰبِ مَسْطُوْرًا এটা কিতাবে (লাওহে মাহফূজে) লিপিবদ্ধ রয়েছে।

৫৯. وَمَا مَنَعَنَآ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ আর বিশেষ মু'জিযাসমূহ পাঠাতে আমার জন্য শুধু এটাই প্রতিবন্ধক হয়েছে যে اِلَّآ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ পূর্ব যুগের লোকেরা ঐ গুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল وَاٰتَيْنَا আর আমি প্রদান করেছিলাম ثَمُوْدَ ছামূদ সম্প্রদায়কে النَّاقَةَ উষ্ট্রী مُبْصِرَةً যা জ্ঞান লাভের উপায়স্বরূপ ছিল فَظَلَمُوْا بِهَا কিন্তু তারা তার উপর জুলুম করল وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا আর আমি এরূপ মু'জিযাসমূহ কেবল ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে থাকি।

وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ ؕ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْاٰنِ ؕ وَنُخَوِّفُهُمْ ۙ فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا (٦٠)

৬০. আর সে সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন আমি আপনাকে বলেছিলাম, আপনার প্রভু মানবমণ্ডলীকে বেষ্টন করে আছেন; আর [জাগ্রতাবস্থায়] আপনাকে যে দৃশ্য দেখিয়েছি; তা কেবল গোমরাহির একটি উপাদান করে দিয়েছি মানবমণ্ডলীর জন্য, আর সে বৃক্ষটিও কুরআনে যার নিন্দা করা হয়েছে, এবং আমি তাদরেকে ভয় প্রদর্শন করছি; কিন্তু তাদের গুরুতর অবাধ্যতা বেড়েই চলছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬০. وَاِذْ قُلْنَا لَكَ আর সে সময়ের কথা স্মরণ করুন, যখন আমি আপনাকে বলেছিলাম اِنَّ رَبَّكَ আপনার রব اَحَاطَ بِالنَّاسِ মানব মণ্ডলীকে বেষ্টন করে আছেন وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيْٓ اَرَيْنٰكَ আর (জাগ্রতাবস্থায়) আপনাকে যে দৃশ্য দেখিয়েছি اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ তা কেবল গোমরাহীর একটি উপাদান করে দিয়েছি মানব মণ্ডলীর জন্য وَالشَّجَرَةَ আর সেই বৃক্ষটিও الْمَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرْاٰنِ কুরআনে যার নিন্দা করা হয়েছে وَنُخَوِّفُهُمْ এবং আমি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছি فَمَا يَزِيْدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا কিন্তু তাদের গুরুতর অবাধ্যতা বেড়েই চলছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا .

শানে নুযূল-২ : আল্লামা ছা'লাবী, মাওয়ারদী, ইবনে আতিয়্যা ও ওয়াহেদী বর্ণনা করেন, উক্ত আয়াত হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, আরবের কোনো লোক তাঁকে গালী দিয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ওমর (রা.) তাকে গালী দিলেন এবং হত্যা করার পরিকল্পনাও করলেন। তখন একটি কলহ বিবাদের রূপ গ্রহণ করার উপক্রম হয়েছিল। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখিত আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল-২ : কারো মতে মুসলমানেরা কাফেরদের দ্বারা যখন নির্যাতিত ও নিগৃহীত হয়ে অতিষ্ট হয়ে পড়েন, তখন তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট আবেদন জানালেন যে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আমাদের অনুমতি দান করুন। তৎকালে সাহাবায়ে কেরামের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –(কুরতুবী ২৪১/১০, বাহরে মুহীত্ব ৪৭/৬)

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا .

শানে নুযূল-১ : কুরাইশদেরকে দুর্ভিক্ষ দিয়ে যখন পরীক্ষা করা হলো, তখন তারা দুর্ভিক্ষের কারণে রাসূলল্লাহ ﷺ -এর নিকট নিজেদের দুর্দশাগ্রস্ততা সম্পর্কে অভিযোগ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –(কুরতুবী : ২৪৩/১০)

শানে নুযূল-২ : হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, জিনদের ইবাদত করা সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। বনূ খুজা'আর লোকেরা জিনদের ইবাদত করতঃ পরবর্তীতে জিনেরা যখন মুসলমান হয়ে গেল কিন্তু তারা তাদের ইবাদত করতেই থাকে। সে সম্পর্কে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। –(বাহরে মুহীত্ব ৪৯/৬)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

শানে নুযূল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) কর্তৃক একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেন, আরবদের একটি সম্প্রদায় জিনের ইবাদত করত। পরবর্তীতে জিন্নাতেরা ইসলাম গ্রহণ করে তদুপরি মানুষেরা তাদের ইবাদতে লিপ্ত থাকে। আল্লাহ তা'আলা সে পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

–(কুরতুবী ২৪৩/১০, তাফসীরে ফতহুল কাদীর ২৩৯/৩)

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا.

শানে নুযূল : আহমদ, নাসাঈ, ইবনে জারীর ও ইবনে মুনযির প্রমুখ তাফসীরবিদগণ হযরত ইবনে অব্বাস (রা.)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মক্কার অধিবাসীরা রাসূল ﷺ -এর নিকট দাবি জানাল যে, তিনি যেন তাদের জন্য সাফা এর পবর্তকে স্বর্ণে পরিণত করে দেন। পর্বতগুলো যেন স্থানান্তর করে দেন, যাতে তারা চাষাবাদ করতে পারে। তখন হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে রাসূল ﷺ কে জানানো হলো যে, আপনি যদি ইচ্ছে করেন, তাহলে আপনি বিলম্ব করতে পারেন। আবার আপনি ইচ্ছে করলে তারা যা দাবি করছে তা পূর্ণও করে দিতে পারেন। তবে তারা যদি অমান্য করে ঈমান গ্রহণ না করে তাহলে তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় তারাও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে যাবে। রাসূল ﷺ বললেন তাদের সম্পর্কে আমি অবকাশ কামনা করি। এ প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে –(ফতহুল কাদীর ২৩৯/১০, ইবনে কাছীর ৪৮/৩)

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا.

শানে নুযূল–১ : আবূ সাঈদ, আবূ ইয়ালা ও ইবনে আসাকির উম্মে হানী-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মি'রাজ তথা উর্ধ আকাশ ভ্রমণ করার পর সকাল বেলা এ সম্পর্কে কুরাইশদের কোনো এক দলের সাথে আলোচনা করেন, তখন তারা রাসূল ﷺ কে নিয়ে বিদ্রূপ ও উপহাস করতে লাগল, সুতরাং তারা রাসূল ﷺ এর নিকট সে সম্পর্কে প্রমাণাদি দাবি করে। ফলে রাসূল ﷺ তাদের সামনে বায়তুল মুকাদ্দাসের চিত্র তুলে ধরেন। এমন কি তাদেরকে একটি কাফেলার কথাও বলে দিলেন। তখন ওয়ালিদ বিন মুগীরা বলল, এ লোকটি তো জাদুকর। সে পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়। –(ফতহুল কাদীর ২৪০/৩)

শানে নুযূল–২ : ইবনে জারীর, সাহল বিন সা'আদ এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে রাসূল ﷺ একদা বনূ ফলানের কিছু লোককে তাঁর মিম্বারের কাছে বানরের ন্যায় লাফালাফি করতে দেখতে পেলেন। তাঁর নিকট তা অত্যন্ত অপছন্দীয় বলে মনে হলো। অতঃপর হাঁসতে হাঁসতেই তারা মারা গেল। রাসূল ﷺ -এর ইন্তেকাল পর্যন্ত এমন ভাবে হাঁসির আসর আর হয়নি। সে প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে ওমর (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেন যে, আমি হেকাম বিন আবূ আসকে মিম্বারের পাশেই বানরের ন্যায় লাফালাফি করতে দেখি। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –(ফতহুল কাদীর ২৪০/৩, কুরতুবী ২৪৬/১০, রূহুল মা'আনী পৃ.৭, খ.৮, পারা-১৫)

শানে নুযূল–৩ : হযরত রাসূলে কারীম ﷺ মি'রাজ থেকে আসার পর যখন জান্নাত জাহান্নামের বর্ণনা দিতে গিয়ে জাহান্নামের ফল যাককূম সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন যে, তা জাহান্নামের তলদেশ থেকে উত্থিত হয়। তখন

আবূ জাহেল তা শুনে কুরাইশের লোকজনের সাথে বিদ্রূপাত্মক ভাবে বলতে লাগল যে, শোন! তোমাদের মাঝে যিনি নবী বলে দাবি করছেন, তিনি বলছেন, জাহান্নামের আগুন পাথরকে পর্যন্ত জ্বালিয়ে দেবে তথাপি তিনি আবার বলছেন যে সে আগুনের মধ্যে বৃক্ষ উৎপন্ন হবে। সে প্রেক্ষিতে وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُوْنَةَ আয়াতাংশ নাজিল হয়। -(ফতহুল কাদীর ২৩৯/৩)

يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ - يَدْعُوْ শব্দটি دُعَاءٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আওয়াজ দিয়ে ডাকা। আয়াতের অর্থ এই যে, যেদিন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সবাইকে হাশরের ময়দানের দিকে ডাকবেন। এই ডাকা ফেরেশতা ইসরাফীলের মাধ্যমে হবে। তিনি যখন দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন, তখন সব মৃত জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। এছাড়া জীবিত হওয়ার পর হাশরের ময়দানে একত্রিত করার জন্য আওয়াজ দেওয়াও সম্ভবপর। -(কুরতুবী)

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নিজের এবং পিতার নাম ধরে ডাকা হবে। কাজেই ভালো নাম রাখবে (অর্থহীন নাম রাখবে না)।

হাশরে কাফেররাও আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে উত্থিত হবে: فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ - اِسْتَجَابَتْ শব্দের অর্থ ডাকার পর আদেশ পালন করা এবং উপস্থিত হওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, হাশরের ময়দানে যখন তোমাদেরকে ডাকা হবে, তখন তোমরা সবাই ঐ আওয়াজ অনুরসণ করে একত্রিত হয়ে যাবে। بِحَمْدِهٖ অর্থাৎ, ময়দানে আসার সময় তোমরা সবাই আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে উপস্থিত হবে।

আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে জানা যায় যে, তখন মুমিনও কাফের সবারই এ অবস্থা হবে। কেননা আয়াতে প্রকৃতপক্ষে কাফেরদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কেই বর্ণনা করা হচ্ছে যে, সবাই প্রশংসা করতে করতে উত্থিত হবে। তাফসীরবিদদের মধ্যে হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের বলেন: কাফেররাও কবর থেকে বের হওয়ার সময় سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ বলতে বলতে বের হবে। কিন্তু তখনকার প্রশংসা ও গুণকীর্তন তাদের কোনো উপকারে আসবে না। -(কুরতুবী) কেননা তারা মৃত্যুর পর যখন জীবন দেখবে, তখন অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের মুখ থেকে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণবাচক বাক্য উচ্চারিত হবে। এটা প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য আমল হবে না।

কোনো কোনো তাফসীরবিদ একে বিশেষভাবে মুমিনদের অবস্থা আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের যুক্তি এই যে, কাফেরদের সম্পর্কে কুরআন পাকে বলা হয়েছে, যখন তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে, তখন তারা একথা বলবে: يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا হায় আফসোস! কে আমাদেরকে কবর থেকে জীবিত করে উত্থিত করেছে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, তারা বলবে يٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِىْ جَنْۢبِ اللّٰهِ হায় আফসোস! আমরা আল্লাহর ব্যাপারে বিরাট ত্রুটি করেছি।

কিন্তু সত্য এই যে, উভয় তাফসীরের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। শুরুতে সবাই প্রশংসা করতে করতে উঠবে। পরে কাফেরদেরকে মুমিনদের কাছ থেকে পৃথক করে দেওয়া হবে, যেমন সূরা ইয়াসীনের আয়াতে রয়েছে وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ অর্থাৎ হে অপরাধীরা! আজ তোমরা সবাই পৃথক হয়ে যাও। তখন কাফেরদের মুখ থেকে উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত বাক্যাবলি উচ্চারিত হবে। কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হাশরের ময়দানে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতে হবে এবং প্রত্যেক অবস্থান স্থলে মানুষের অবস্থা বিভিন্নরূপ হবে। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন: হাশরে পুনরুত্থানের শুরু হামদ দ্বারা হবে। সবাই হামদ করতে করতে উত্থিত হবে এবং সব ব্যাপারে সমাপ্তি ও হামদের মাধ্যমে হবে। যেমন- বলা হয়েছে, وَقَضٰى

بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ, হাশরবাসীদের ফয়সালা হক অনুযায়ী করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য।

কটুভাষা ও কড়া কথা কাফেরদের সাথেও জায়েজ নয় : ৫৩ নং আয়াতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের সাথে কড়া কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, বিনা প্রয়োজনে কেঠোরতা করা যাবে না এবং প্রয়োজন হলে হত্যা পর্যন্ত করার অনুমতি রয়েছে।

হত্যা ও যুদ্ধের মাধ্যমে কুফরের শান-শওকত এবং ইসলাম বিরোধীকার্যকে নির্মূল করা যায়। তাই এর অনুমতি রয়েছে। গালি গালাজ ও কটু কথা দ্বরা কোনো দুর্গ জয় করা যায় না এবং কারো হেদায়েত হয় না। তাই এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন: আলোচ্য আয়াত হযরত ওমর (রা.)-এর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়। ঘটনাটি এই যে, জনৈক ব্যক্তি হযরত ওমর (রা.) কে গালি দিলে প্রত্যুত্তরে তিনিও তার বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাকে হত্যা করতেও মনস্থ করেন, ফলে দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। কুরতুবীর বক্তব্য এই যে, এ আয়াতে মুসলমানদের পারস্পরিক কথাবার্তা বলা সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পারস্পরিক মতানৈক্যের সময় কঠোর ভাষা প্রয়োগ করো না। এর মাধ্যমে শয়তান তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ -কলহ সৃষ্টি করে দেয়।

وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا - এখানে বিশেষভাবে যাবূরের কথা উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, যাবূর গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি পয়গম্বর হওয়ার সাথে সাথে দেশ ও সাম্রাজ্যের অধিকারীও হবেন। কুরআনে বলা হয়েছে وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْۢ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ বর্তমানে প্রচলিত যাবূরেও কেউ কেউ এ কথার অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। -(তাফসীরে হক্কানী)

ইমাম বগভী স্বীয় তাফসীরে এ স্থানে লেখেন : যাবূর আল্লাহর গ্রন্থ, যা হযরত দাউদের প্রতি অবতীর্ণ হয়। এতে একশ পঞ্চাশটি সূরা রয়েছে এবং প্রত্যেকটি সূরা দোয়া হামদও গুণকীর্তনে পরিপূর্ণ। এগুলোতে হালাল, হারাম এবং ফরজ কর্তব্যাদির বর্ণনা নেই।

وَسِيْلَةٌ : يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ শব্দের অর্থ এমন বস্তু যাকে অন্য কারো কাছে পৌছার উপায় হিসেবে গ্রহণ করা হয়। আল্লহর জন্য অসিলা হচ্ছে কথায় ও কাজে আল্লাহর মর্জির প্রতি সব সময় লক্ষ্য রাখা এবং শরিয়তের বিধি -বিধান অনুসরণ করা। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা সবাই সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণে মশগুল আছেন।

وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهٗ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهٗ হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আল্লাহর রহমতের আশা করতে থাকা এবং ভয়ও করতে থাকা-মানুষের এ দু'টি ভিন্নমুখী অবস্থা যে পর্যন্ত সমান সামান পর্যায়ে থাকে, সেই পর্যন্ত মানুষ সঠিক পথে অনুগমণ করে। পক্ষান্তরে যদি কোনো একটি অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে সেই পরিমাণে সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। -(কুরতুবী)

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْٓ اَرَيْنٰكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ অর্থাৎ, শবে-মি'রাজে যে দৃশ্যাবলি আমি আপনাকে দেখিয়েছিলাম, তা মানুষের জন্য একটি ফেতনা ছিল। আরবি ভাষায় 'ফেতনা' শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর এক অর্থ গোমরাহী। আরেক অর্থ পরীক্ষাও হয় এবং অন্য এক অর্থ হাঙ্গামা ও গোলযোগ। এখানে সব অর্থের সম্ভাবনা বিদ্যমান। হযরত আয়েশা, সুফিয়ান, হাসান, মুজাহিদ (র.) প্রমুখ তাফসীরবিদ এখানে শেষোক্ত অর্থ নিয়েছেন। তাঁরা বলেনঃ এটা ছিল ধর্মত্যাগের ফেতনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন শবে-মি'রাজে বায়তুল মোকাদ্দাস, সেখান থেকে ঊর্ধ্বাকাশে যাওয়ার এবং প্রত্যুষের পূর্বেই ফিরে আসার কথা প্রকাশ করলেন, তখন কোনো কোনো অপক্ক নওমুসলিম এ কথা মিথ্যা মনে করে মুরতাদ হয়ে গেল। -(কুরতুবী)

এ ঘটনা থেকে একথাও প্রমাণিত হয়ে গেল যে, رُؤْيَا শব্দটি আরবি ভাষায় যদিও স্বপ্নের অর্থেও আসে, কিন্তু এখানে স্বপ্নের কিসসা বুঝানো হয়নি। কারণ এরূপ হলে কিছু লোকের মুরতাদ হয়ে যাওয়ার কোনো কারণ ছিল না। স্বপ্ন তো প্রত্যেকেই দেখতে পারে; বরং এখানে رُؤْيَا শব্দ দ্বারা জাগ্রত অবস্থায় অভিনব ঘটনা দেখানো বুঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে কোনো কোনো তাফসীরবিদ মি'রাজের ঘটনা ছাড়া অন্যান্য ঘটনা বুঝানোর প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু সেগুলো এখানে খাপ খায় না। এ কারণে অধিক সংখ্যক তাফসীরবিদ মি'রাজের ঘটনাকে আয়াতের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছেন। –(কুরতুবী)

শব্দবিশ্লেষণ :

فَتَسْتَجِيْبُوْنَ : فاءٌ আতফের হরফ। تَسْتَجِيْبُوْنَ সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِجَابَةُ মূলবর্ণ (ج . و . ب) জিনস اجوف واوى অর্থ– জবাব দেওয়া, গ্রহণ করা।

اَعْلَمُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব سَمِعَ মাসদার اَلْعِلْمُ মূলবর্ণ (ع . ل . م) জিনস صحيح অর্থ– জানা।

يَبْتَغُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِبْتِغَاءُ মূলবর্ণ (ب . غ . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– চাওয়া, কামনা করা।

يَرْجُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف মাসদার اَلرَّجَاءُ বাব نَصَرَ মূলবর্ণ (ر . ج . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– আশা রাখা। আশঙ্কা করা।

يَخَافُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْخَوْفُ মূলবর্ণ (خ . و . ف) জিনস اجوف واوى অর্থ– ভয় করা।

مُبْصِرَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব افعالٌ মাসদার اَلْاِبْصَارُ মূলবর্ণ (ب . ص . ر) জিনস صحيح অর্থ– দেখানো, দেখা।

اَحَاطَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحَاطَةُ মূলবর্ণ (ح . و . ط) জিনস اجوف واوى অর্থ– ঘিরে ফেলা, কোনো জিনিসের উপর এভাবে বেষ্টনী দেওয়া, যাতে পলায়ন করতে না পারে।

اَرَيْنٰكَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِرَاءَةُ মূলবর্ণ (ر . ء . ى) জিনস مركب (مهموز عين ও ناقص يائى) অর্থ– দেখানো।

قُلْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق . و . ل) জিনস اجوف واوى অর্থ– বলা।

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا (٦١)

৬১. আর যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সেজদা কর, তখন সকলেই সেজদা করল ইবলিস ব্যতীত, সে বলল, আমি কি এমন ব্যক্তিকে সেজদা করব, যাকে আপনি মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন?

قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ ؗ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلًا (٦٢)

৬২. সে [বিতাড়িত হয়ে আরো] বলল, আচ্ছা বলুন তো এ ব্যক্তি যাকে আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন, [তার মধ্যে কি গুণ আছে?] আপনি যদি আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দেন, তবে আমি তাঁর সমস্ত বংশধরকে আমার বশে এনে নিব সামান্য কয়েকজন ব্যতীত।

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا (٦٣)

৬৩. আল্লাহ বললেন, যাও! তাদের মধ্যে যারা তোমার সঙ্গি হবে, তবে নিশ্চয় দোজখ তোমাদের সকলের শাস্তি– পূর্ণ শাস্তি।

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ؕ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا (٦٤)

৬৪. আর তাদের মধ্যে যাদের উপর তোমার ক্ষমতা চলে, তুমি তোমার চিৎকার দ্বারা তাদের পদস্খলন করে দাও এবং তাদের উপর তোমার অশ্বারোহী ও পাদাতিক নিয়ে আক্রমণ কর এবং তাদের বিষয়-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততিতে নিজের ভাগ বসিয়ে নিও, আর তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিও, এবং শয়তান তাদেরকে কেবলমাত্র মিথ্যা প্রতিশ্রুতিই দিয়ে থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬১. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ, আর যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ আদমকে সেজদা কর فَسَجَدُوْٓا তখন সকলেই সেজদা করল اِلَّآ اِبْلِيْسَ ইবলীস ব্যতীত قَالَ সে বলল ءَاَسْجُدُ আমি কি এমন ব্যক্তিকে সেজদা করব لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا যাকে আপনি মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।

৬২. قَالَ সে বলল اَرَءَيْتَكَ আচ্ছা বলুন তো هٰذَا الَّذِىْ এ ব্যক্তি যাকে كَرَّمْتَ عَلَىَّ আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন لَئِنْ اَخَّرْتَنِ আপনি যদি আমাকে অবকাশ দেন اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবস পর্যন্ত لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ তবে আমি তার সমস্ত বংশধরকে আমার বশে এনে নিব اِلَّا قَلِيْلًا সামান্য কয়েকজন ব্যতীত।

৬৩. قَالَ আল্লাহ বললেন اذْهَبْ যাও فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ তাদের মধ্যে যারা তোমার সঙ্গি হবে فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ তবে নিশ্চয় দোজখ তোমাদের সকলের শাস্তি جَزَآءً مَّوْفُوْرًا পূর্ণ শাস্তি।

৬৪. وَاسْتَفْزِزْ, আর তাদের পদস্খলন করে দিও مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ তাদের মধ্যে যাদের উপর তোমার ক্ষমতা চলে بِصَوْتِكَ তোমার চীৎকার দ্বারা وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ, এবং তাদের উপর আক্রমণ কর بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক নিয়ে وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ এবং তাদের বিষয় সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততিতে নিজের ভাগ বসিয়ে নিও وَعِدْهُمْ আর তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিও। وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا এবং শয়তান তাদেরকে কেবল মিথ্যা প্রতিশ্রুতিই দিয়ে থাকে।

৬৫. আমার বিশিষ্ট বান্দাদের উপর তোমার কোনো ক্ষমতা চলবে না, আর কর্মবিধায়ক হিসেবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট।	إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا (٦٥)
৬৬. তোমাদের প্রভু এমন, যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে নৌকা পরিচালিত করেন, যেন তাঁর প্রদত্ত রিজিক অন্বেষণ করতে পার; নিঃসন্দেহে তিনি তোমাদের প্রতি অতি দয়ালু।	رَّبُّكُمُ ٱلَّذِى يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِى ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٦٦)
৬৭. আর যখন সমুদ্রে তোমাদের কোনো বিপদ স্পর্শ করে, তখন আল্লাহ ভিন্ন আর যাদেরকে তোমরা ডাক সকলেই অদৃশ্য হয়ে যায়; অনন্তর যখন তোমাদেরকে রক্ষা করে স্থলের দিকে নিয়ে আসেন, তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে থাক, বস্তুতঃ মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ।	وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ كَفُورًا (٦٧)
৬৮. তবে কি তোমরা এ কথা হতে নিশ্চিন্ত বসে আছ যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে এনে ভূগর্ভে ধসিয়ে দেন কিংবা তোমাদের প্রতি এমন কোনো প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করেন, যা কাঁকর-পাথর বর্ষণ করতে থাকে। অতঃপর তোমরা কাউকেও তোমাদের কার্যনির্বাহক পাবে না।	أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا۟ لَكُمْ وَكِيلًا (٦٨)

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৫. إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ আমার বিশিষ্ট বান্দাদের উপর তোমার কোনো ক্ষমতা চলবে না وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا আর আপনার রব ওলী হিসেবে যথেষ্ট।

৬৬. رَبُّكُمُ الَّذِي তোমাদের প্রভু এমন يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ যিনি তোমাদের জন্য নৌকা পরিচালিত করেন فِي الْبَحْرِ সমুদ্রে لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ যেন তার প্রদত্ত রিজিক অন্বেষণ করতে পার إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا নিঃসন্দেহে তিনি তোমাদের প্রতি অতি দয়ালু।

৬৭. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ আর যখন তোমাদেরকে কোনো বিপদ স্পর্শ করে فِي الْبَحْرِ সমুদ্রে ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ তখন আল্লাহ তা'আলা ভিন্ন আর যাদেরকে তোমরা ডাক সকলেই অদৃশ্য হয়ে যায় فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ অনন্তর যখন তোমাদেরকে রক্ষা করে স্থলের দিকে নিয়ে আসেন أَعْرَضْتُمْ তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে থাক وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا বস্তুত মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ।

৬৮. أَفَأَمِنْتُمْ তবে কি তোমরা এ কথা হতে নিশ্চিন্তে বসে আছ যে أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ তিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে এনে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দেন أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا কিংবা তোমাদের প্রতি এমন কোনো প্রচণ্ড বায়ু প্রেরণ করেন যা কাঁকর-পাথর বর্ষণ করতে থাকে ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا অতঃপর তোমরা কাউকেও তোমাদের কার্যনির্বাহক পাবে না।

৬৯. অথবা এ কথা হতে কি নিশ্চিন্ত হয়ে গেলে যে, আল্লাহ পুনরায় তোমাদেরকে সমুদ্রের দিকেই নিয়ে যেতে পারেন? তৎপর তোমাদের প্রতি প্রচণ্ড ঝড়-বায়ু পাঠিয়ে দেন, অতঃপর তোমাদের কুফরের দরুন তোমাদেরকে নিমজ্জিত করে দেন, তৎপর তোমাদের জন্য এ ব্যাপারে কাউকেও আমার পশ্চাদ্ধাবনকারী পাবে না।	اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُّعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً اُخْرٰى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهٖ تَبِيْعًا (٦٩)

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৯. اَمْ اَمِنْتُمْ অথবা এ কথা হতে কি নিশ্চিন্ত হয়ে গেলে যে اَنْ يُّعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً اُخْرٰى আল্লাহ পুনরায় তোমাদেরকে সমুদ্রের দিকেই নিয়ে যেতে পারেন فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ তৎপর তোমাদের প্রতি প্রচণ্ড ঝড় বায়ু পাঠিয়ে দেন فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ অতঃপর তোমাদের কুফরের দরুন তোমাদেরকে নিমজ্জিত করে দেন ثُمَّ لَا تَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهٖ تَبِيْعًا তৎপর তোমাদের জন্য এ ব্যাপারে কাউকেও আমার পশ্চাদ্ধাবণকারী পাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَاَحْتَنِكَنَّ - اِحْتِنَاكٌ শব্দের অর্থ কোনো বস্তুর মূলোৎপাটন করা, ধ্বংস করা অথবা সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করা। وَاسْتَفْزِزْ - اِسْتِفْزَازٌ শব্দের আসল অর্থ- বিছিন্ন করা। এখানে সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা বুঝানো হয়েছে। بِصَوْتِكَ - صَوْتٌ শব্দের অর্থ- আওয়াজ। শয়তানের আওয়াজ কি? এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, গান, বাদ্যযন্ত্র ও রং-তামাশার আওয়াজই শয়তানের আওয়াজ। এর মাধ্যমে সে মানুষকে সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এ থেকে জানা গেল যে, বাদ্যযন্ত্র ও গান-বাজনা হারাম। -(কুরতুবী)

ইবলীস হযরত আদম (আ.)-কে সেজদা না করার সময় দু'টি কথা বলেছিল। এক. আদম মাটি দ্বারা সৃজিত হয়েছে এবং আমি অগ্নির দ্বারা সৃজিত। আপনি মাটিকে অগ্নির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন কেন? এ প্রশ্নটি আল্লাহর আদেশের বিপরীতে নির্দেশের রহস্য জানার সাথে সম্পর্ক যুক্ত ছিল। কোনো আদিষ্ট ব্যক্তির এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার নেই। আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট ব্যক্তির যে রহস্য অনুসন্ধানের অধিকার নেই একথা বলাই বাহুল্য। কারণ দুনিয়াতে স্বয়ং মানুষ তার চাকরকে এ অধিকার দেয় না যে, সে তার চাকরকে কোনো কাজ করতে বলবে এবং চাকর সেই কাজটি করার পরিবর্তে প্রভুকে প্রশ্ন করবে যে, এর রহস্য কি? তাই ইবলীসের এই প্রশ্নটিকে উত্তরের অযোগ্য সাব্যস্ত করে আয়াতে তার উত্তর দেওয়া হয়নি। এছাড়া বাহ্যিক উত্তর এটাই যে, এক বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করার অধিকার একমাত্র সে সত্তার, যিনি সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তিনি যখন যে বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন, তখন তাই শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে।

ইবলীসের দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, যদি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত জীবন দান করা হয়, তবে আমি আদমের গোটা বংশধরকে অবশ্য তাদের কয়েকজন ছাড়া পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব। আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এর উত্তরে বলেছেন: আমার খাঁটি বান্দা যারা, তাদের উপর তোর কোনো ক্ষমতা চলবে না; যদিও তোর গোটা বাহিনীও সর্বশক্তি এ কাজে নিয়োজিত হয়। অবশিষ্ট অখাঁটি বান্দারা তোর বশীভূত হয়ে গেলে তাদেরও দুর্দশা তাই হবে,

যা তোর জন্য নির্ধারিত, অর্থাৎ, জাহান্নামের আজাবে তোদের সবাই গ্রেফতার হবে। আয়াতের وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ বাক্যে শয়তানের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে করে বাস্তবেও শয়তানের কিছু অশ্বারোহী ও কিছু পদাতিক বাহিনী জরুরি বিবেচিত হয় না; বরং এই বাক পদ্ধতিটি পূর্ণ বাহিনী তথা পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বাস্তবে যদি এরূপ থেকেও থাকে, তবে তাও অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যারা কুফরের সমর্থনে যুদ্ধ করতে যায়, সেসব অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী শয়তানেরই অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী। এখন প্রশ্ন রইল, শয়তান কিরূপে জানতে পারল যে, সে আদমের বংশধরগণকে কুমন্ত্রণা দিয়ে পথভ্রান্ত করতে সক্ষম হবে? সম্ভবতঃ সে মানুষের গঠন প্রকৃতি দেখে বুঝে নিয়েছে যে, এর মধ্যে কুপ্রবৃত্তির প্রাবল্য হবে। তাই কুমন্ত্রণার ফাঁদে পড়ে যাওয়া কঠিন হবে না। এছাড়া এটা যে, মিছামিছি দাবিই ছিল, তাও অবান্তর নয়। وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ মানুষের ধন-সম্পদও সন্তান-সন্ততির মধ্যে শয়তানের শরিকানার অর্থ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে এই যে, ধন-সম্পদে অবৈধ হারাম পন্থায় উপার্জন করা অথবা হারাম কাজে ব্যয় করাই হচ্ছে ধন-সম্পদ শয়তানের শরিকানা। সন্তান-সন্ততির মধ্যে শয়তানের শরিকানা কয়েকভাবে হতে পারে : সন্তান অবৈধও জারজ হলে, সন্তানের মুশরিক সুলভ নাম রাখা হলে, তাদের লালন-পালনে অবৈধ পন্থায় উপার্জন করলে। –(কুরতুবী)

শব্দবিশ্লেষণ :

مَوْفُوْرًا : সীগাহ اسم مفعول বহছ واحد مذكر বাব ضَرَبَ ও كَرُمَ মাসদার اَلْوَفَارَةُ، اَلْوَفْرُ মূলবর্ণ (و ـ ف ـ ر) জিনস مثال واوى অর্থ– অনেক হওয়া, পূর্ণ হওয়া।

اِسْتَفْزِزْ : সীগাহ امر حاضر معروف বহছ واحد مذكر حاضر বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِفْزَازُ মূলবর্ণ (ف ـ ز ـ ز) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ– ঘাবড়ানো।

شَارِكْهُمْ : সীগাহ امر حاضر معروف বহছ واحد مذكر حاضر বাব مُفَاعَلَةٌ মাসদার اَلْمُشَارَكَةُ মূলবর্ণ (ش ـ ر ـ ك) জিনস صحيح অর্থ– পরস্পরে শরিক হওয়া।

عِدْهُمْ : সীগাহ امر حاضر معروف বহছ واحد مذكر حاضر বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوَعْدُ মূলবর্ণ (و ـ ع ـ د) জিনস مثال واوى অর্থ– দান করা, ওয়াদা দেওয়া।

يُزْجِىْ : সীগাহ مضارع معروف বহছ واحد مذكر غائب বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِزْجَاءُ মূলবর্ণ (ز ـ ج ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ– কাজ সহজ হওয়া (সহজ হওয়ার কারণে পূর্ণ হয়ে যাওয়া।)

لِتَبْتَغُوْا : لام كى-এর কারণে মানসূব। সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِبْتِغَاءُ মূলবর্ণ (ب ـ غ ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– চাওয়া। তালাশ করা। মূলতঃ تَبْتَغُوْنَ ছিল। لام كى-এর কারণে نون اعرابى পড়ে গেছে।

فَيُغْرِقَكُمْ : فاء আতফের হরফ تعقيب-এর জন্য। يُغْرِقُ সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغْرَاقُ মূলবর্ণ (غ ـ ر ـ ق) জিনস صحيح অর্থ– ডুবিয়ে দেওয়া। فَيُغْرِقَ-এর মধ্যে فاء-এর পরে اَنْ উহ্য থেকে مضارع কে নসব দিয়েছে।

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا (٧٠)

৭০. আর আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে জলে ও স্থলে আরোহণ করিয়েছি এবং উত্তম বস্তুসমূহ প্রদান করেছি এবং আমি তাদেরকে আমার বহু সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ ۚ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَاُولٰٓئِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا (٧١)

৭১. যে দিন আমি সমস্ত মানুষকে তাদের আমলনামাসহ আহ্বান করব, অতঃপর যাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, তারা নিজ নিজ আমলনামা পাঠ করবে এবং তারা বিন্দুমাত্র অত্যাচারিত হবে না।

وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا (٧٢)

৭২. আর যে ব্যক্তি ইহকালে [হেদায়েত হতে] অন্ধ থাকবে সে ব্যক্তি পরকালেও অন্ধ থাকবে এবং অধিক পথভ্রষ্ট হবে।

وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ ۖ وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا (٧٣)

৭৩. আর এরা আপনাকে সে বস্তু হতে প্রতারিত করতে আরম্ভ করেছিল, যা আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি, যেন আপনি তা ব্যতীত আমার প্রতি ভুল কথা আরোপ করেন, এবং এ অবস্থায় তারা আপনাকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নিত।

শাব্দিক অনুবাদ :

৭০. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ اٰدَمَ আর আমি বনী আদমকে সম্মানিত করেছি وَحَمَلْنٰهُمْ এবং তাদেরকে আরোহণ করিয়েছি فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ জলে ও স্থলে وَرَزَقْنٰهُمْ এবং প্রদান করেছি مِّنَ الطَّيِّبٰتِ উত্তম বস্তুসমূহ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا আর আমি তাদেরকে আমার বহু সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

৭১. يَوْمَ نَدْعُوْا যেদিন আমি আহ্বান করব كُلَّ اُنَاسٍ সমস্ত মানুষকে بِاِمَامِهِمْ তাদের আমলনামাসহ فَمَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ অতঃপর যাদের আমলনামা দেওয়া হবে بِيَمِيْنِهٖ ডান হাতে فَاُولٰٓئِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ তারা নিজ নিজ আমলনামা পাঠ করবে وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا এবং তারা বিন্দুমাত্র ও অত্যাচারিত হবে না।

৭২. وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى আর যে ব্যক্তি ইহকালে (হেদায়েত থেকে) অন্ধ থাকবে فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى সে ব্যক্তি পরকালেও অন্ধ থাকবে وَاَضَلُّ سَبِيْلًا এবং অধিক পথভ্রষ্ট হবে।

৭৩. وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ আর এরা আপনাকে সে বস্তু হতে প্রতারিত করতে আরম্ভ করেছিল عَنِ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ যা আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ যেন আপনি তা ব্যতীত আমার প্রতি ভুল কথা আরোপ করেন وَاِذًا لَّاتَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا এবং এ অবস্থায়, তারা আপনাকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গণ্য করে নিত।

৭৪. আর যদি আমি আপনাকে দৃঢ় পদ না করতাম, তবে হয়তো আপনি তাদের দিকে কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হয়ে পড়তেন।	وَلَوْلَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيْلًا ﴿٧٤﴾
৭৫. যদি এরূপ হতো, তবে আমি আপনাকে জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাতাম, তখন আপনি আমার মোকাবিলায় কোনো সাহায্যকারী পেতেন না।	اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ﴿٧٥﴾
৭৬. আর এরা এ ভূমি হতে আপনাকে উৎখাত করতে উদ্যত হয়েছিল, যেন আপনাকে তথা হতে বের করে দেয়, আর যদি এরূপ ঘটে যেত, তবে এরাও আপনার পর [এখানে] অতি অল্প সময় টিকে থাকতে পারত।	وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٧٦﴾
৭৭. যেরূপ সে মহাপুরুষদের ব্যাপারে [আমার নিয়ম ছিল] যাদেরকে আপনার পূর্বে নবীরূপে পাঠিয়েছিলাম, আর আপনি আমার [এ] নিয়মের ব্যতিক্রম পাবেন না।	سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا ﴿٧٧﴾ ع
৭৮. সূর্য ঢলে পড়ার পর হতে রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া পর্যন্ত নামাজগুলো আদায় করতে থাকুন, আর প্রাতঃকালের নামাজও; নিশ্চয় প্রাতঃকালের নামাজ [ফেরেশতাদের] উপস্থিতির সময়।	اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ؕ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ﴿٧٨﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৪. وَلَوْلَآ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ আর যদি আমি আপনাকে দৃঢ় পদ না করতাম لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ তবে হয়তো আপনি তাদের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়তেন شَيْـًٔا قَلِيْلًا কিঞ্চিৎ।

৭৫. اِذًا لَّاَذَقْنٰكَ যদি এরূপ হতো তবে আমি আপনাকে আস্বাদন করাতাম ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে দ্বিগুণ শাস্তি ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا তখন আপনি আমার মোকাবিলায় কোনো সাহয্যকারী পেতেন না।

৭৬. وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ আর এরা এই ভূমি হতে আপনাকে উৎখাত করতে উদ্যত হয়েছিল لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا যেন আপনাকে তথা হতে বহির্গত করে দেয় وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلَّا قَلِيْلًا আর যদি এরূপ ঘটে যেত তবে এরাও আপনার পর (এখানে) অতি অল্প সময় টিকে থাকতে পারত।

৭৭. سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا যেরূপ সেই মহাপুরুষদের ব্যাপারে (আমার নিয়ম ছিল) যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا আপনার পূর্বে নবীরূপে وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلًا আর আপনি আমার (এ) নিয়মের ব্যতিক্রম পাবেন না।

৭৮. اَقِمِ الصَّلٰوةَ নামাজগুলো আদায় করতে থাকুন لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ সূর্য ঢলে পড়ার পর হতে اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া পর্যন্ত وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ আর প্রাতঃকালের নামাজও اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ নিশ্চয় প্রাতঃকালের নামাজ كَانَ مَشْهُوْدًا (ফেরেশতাদের) উপস্থিতির সময়।

৭৯. আর রাত্রের কিছু অংশের মধ্যেও, অনন্তর তাতে তাহাজ্জুদ পড়ুন, যা আপনার জন্য অতিরিক্ত কাজ, অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে প্রশংসিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন ।	وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا (٧٩)
৮০. আর আপনি এ প্রার্থনা করুন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে উত্তমরূপে পৌছে দিন, আর আমাকে উত্তমরূপে নিয়ে যান এবং আমাকে আপনার নিকট হতে [কাফেরদের উপর] এমন বিজয় দান করুন যাতে [আপনার] সাহায্য থাকে ।	وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا (٨٠)

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৯. وَمِنَ الَّيْلِ আর রাত্রের কিছু অংশের মধ্যেও فَتَهَجَّدْ بِهٖ অনন্তর তাতে তাহাজ্জুদ পড়ুন نَافِلَةً لَّكَ যা আপনার জন্য অতিরিক্ত কাজ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে স্থান দিবেন مَقَامًا مَّحْمُوْدًا মাকামে মাহমূদে ।

৮০. وَقُلْ আর আপনি এ প্রার্থনা করুন رَّبِّ হে আমার প্রতিপালক اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ আমাকে উত্তমরূপে পৌছে দিন وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ আর আমাকে উত্তমরূপে নিয়ে যান وَّاجْعَلْ لِّىْ এবং আমাকে দান করুন مِنْ لَّدُنْكَ আপনার নিকট হতে سُلْطٰنًا এমন বিজয় (কাফেরদের উপর) نَّصِيْرًا যাতে (আপনার) সাহায্য থাকে ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِىْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ وَاِذًا لَّا تَّخَذُوْكَ خَلِيْلًا

শানে নুযূল-১ : আত্তার (র.)-এর বর্ণনা মতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, বনূ ছাকীফের প্রতিনিধি সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে । ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, তারা নবী করীম ﷺ কে বলল যে, আপনি যতক্ষণ না পর্যন্ত এমন কতগুলো বিষয়ের অনুমতি দিবেন, যে গুলো দ্বারা আরব জাহানের উপর আমরা গর্ববোধ করব, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার ধর্মে আমরা দাখেল হব না । সে বিষয় গুলো হচ্ছে, আমরা রাষ্ট্রীয় কর [উশর] দিব না । জিহাদে অংশ গ্রহণ করব না । নামাজ আদায় করব না । আমরা যে সকল সুদ পাব তা অবশ্যই আদায় যোগ্য । আমাদের নিকট যে সুদ পাওয়া যাবে তা রহিত করতে হবে । আমরা এক বৎসরকাল লাত দেবতার উপাসনা করে যাব । আমাদের মক্কাকে যে রূপভাবে হেরেম করা হয়েছে অনুরূপভাবে (তায়েফে) "ওয়াজ" নগরীটিকেও হেরেমে পরিণত করতে হবে । আরববাসী যদি বলে যে, এমন কেন করলেন, তাহলে আপনি বলবেন যে, আল্লাহ আমাকে হুকুম করেছেন । সে প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন ।

-(রূহুল মা'আনী পৃ.১২৭, খ.৮, পারা-১৫)

শানে নুযূল-২ : ইবনে আবী ইসহাক ও ইবনে মারদূয়া প্রসঙ্গে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) কর্তৃক এক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, উমাইয়্যা বিন খালফ ও আবূ জাহেল এবং কুরাইশের অন্যান লোকজনসহ রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে বলল যে, আপনি আমাদের দেবতা গুলোকে শুধুমাত্র মুছে দিন, তাহলে আমরা আপনার দীনে দাখেল হব । পক্ষান্তরে নিজ গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ারও রাসূল ﷺ -এর নিকট অত্যন্ত কষ্ট দায়ক

ও পীড়াদায়ক হয়ে দাড়াল। আবার তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করুক সেই কামনা তিনি করছিলেন। সুতরাং রাসূল ﷺ তাদের জন্য নমনীয় হয়ে পড়ছিলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা। وَاِنْ كَادُوْا هُمْ হতে لَكَ عَلَيْنَا لَا تَجِدُ نَصِيْرًا পর্যন্ত নাজিল করেন।

শানে নুযূল–৩ : ইবনে আবী হাতেম জুবাইর বিন নফীর কর্তৃক এক রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, একদা কুরাইশ লোকজন রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে বলল, আপনি যদি আমাদের প্রতিই রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়ে থাকেন, তাহলে এ সকল নিম্ন শ্রেণি ও দাস শ্রেণির লোকজনকে আপনার নিকট থেকে তাড়িয়ে দিন, তাহলেই তো আমরা আপনার সাথি হয়ে যাব। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

কারো মতে রাসূল ﷺ -এর নিকট তারা এসে বলেছিল যে, আপনি আমাদের জন্য ধ্বংসাত্মক বিষয়টিকে করুণাপূর্ণ বিষয় বানিয়ে দিন। তাহলেইতো আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব। সে সম্পর্কে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। –(রূহুল মা'আনী পৃ.১২৭-২৮, খ.৮, পারা-১৫, কুরতুবী ২৩০/১০, তাবারী ১১৮/৮, ফতহুল কাদীর ২৪৮/৩)

وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذًا لَّا يَلْبَثُوْنَ خِلَافَكَ اِلَّا قَلِيْلًا

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াত মক্কী ও মদনী হওয়া সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে এ আয়াত মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর কারো মতে এ আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। মদিনায় নাজিল হয়েছে বলে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে, তার সমর্থনে আয়াতের শানে নুযূল হবে এ ধরনের যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, রাসূল ﷺ -এর মদিনায় অবস্থানরত মুশরিকদের অন্তরে ঈর্ষার কারণ হয়ে দাড়াল। সে জন্য তারা একটি বিভ্রান্তি ছড়ানোর লক্ষ্যে বলল যে, নবীগণ তো সিরিয়ায় প্রেরিত হতেন। প্রকৃত পক্ষে আপনি যদি নবী হয়ে থাকেন, তাহলে সেখানে চলে যান। আপনি সেখানে চলে গেলেই তো আমরা আপনাকে সমর্থন করে আপনার প্রতি ঈমান গ্রহণ করে নেব। রাসূল যেহেতু তাদের ঈমান গ্রহণ করার প্রতি অভিলাসী ছিলেন সেহেতু তাঁর অন্তরে সে কথাগুলো রেখাপাত করল। সে উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ মদিনা হতে কিছু পথ অতিক্রমও করে গিয়ে ছিলেন। তখন উক্ত আয়াত আল্লাহ তা'আলা নাজিল করেন।

আব্দুর রহমান ইবনে গানম বলেন যে, রাসূল ﷺ সিরিয়ার উদ্দেশ্য করেই তিনি তাবুক অভিযানে বের হন। তাবুক অবস্থান গ্রহণ করার পর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। আয়াত মক্কী বলে যারা মত প্রকাশ করেন তাদের সমর্থনে আলোচ্য আয়াতের শানে নুযূল হলো নিম্নরূপ–

মুজাহিদ ও কাতাদাহ বলেন, আলোচ্য আয়াত মক্কা বাসীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। কেননা তারা রাসূল ﷺ কে বহিষ্কার করতে চেয়েছিল সে পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে।

মদনী হওয়া সম্পর্কীয় ইবনে আবী হাতেম হযরত সাঈদ বিন জুবাইর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, মক্কার মুশরিক সম্প্রদায় রাসূল ﷺ কে বলল যে, পূর্ব যোগের নবীগণ বসবাস করতেন সিরিয়াতে। সুতরাং মদিনা আপনার জন্য কিরূপভাবে বাসস্থান হলো। তখন রাসূল ﷺ সিরিয়া চলে যাবার ইচ্ছা করে নিয়েছিলেন। সে পরিাপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –(কুরতুবী ২৬১/১০, ফতহুল কাদীর ২৪৯/৩, তাবারী ১২১/৮, রূহুল মা'আনী পৃ১৩০, খ.৮, পারা-১৫, ইবনে কাছীর ৫৪/৩)

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا

শানে নুযূল : আহমদ, তিরমিযী, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, নবী করীম ﷺ মক্কায়ই অবস্থান করছিলেন। পরবর্তীতে হিজরত করার নির্দেশ করা হলো। তখন আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। –(ফতহুল কাদীর ৩৫৬/৩, তাবারী ১৩৫/৮, ইবনে কাছীর ৬০/৩)

অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর আদম-সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব কেন? ৭০ নং আয়াতে অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর আদম-সন্তানদের শ্রেষ্ঠত্ব উল্লিখিত হয়েছে। এ ব্যাপারে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য **এক**. এই শ্রেষ্ঠত্ব কি গুণাবলিও কি কারণের উপর নির্ভরশীল? **দুই**. অধিকাংশ সৃষ্টিজীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের কথা বলে কি বুঝানো হয়েছে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, আল্লাহ তা'আলা আদম-সন্তানকে বিভিন্ন দিক দিয়ে এমন সব বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যেগুলো অন্যান্যা সৃষ্টজীবের মধ্যে নেই। উদাহরণত সুশ্রী চেহারা, সুষম দেহ, সুষম প্রকৃতি এবং অঙ্গসৌষ্ঠব। এগুলো মানুষকে দান করা হয়েছে যা অন্য কোনো জীবের মধ্যে নেই। এছাড়া বুদ্ধি ও চেতনায় মানুষকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছে। এর সাহায্যে সে সমগ্র উর্ধ্বজগত ও অধঃজগতকে নিজের কাজে নিয়োজিত করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা তাকে বিভিন্ন সৃষ্ট বস্তুর সংমিশ্রণে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করার শক্তি দিয়েছেন, সেগুলো তার বসবাস, চলাফেরা, আহার্য ও পোশাক-পরিচ্ছদে গুরুত্বপূণ ভূমিকা পালন করে।

বাকশক্তি ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার যে নৈপুণ্য মানুষ লাভ করেছে, তা অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে নেই। ইঙ্গিতের মাধ্যমে মনের কথা অন্যকে বলে দেওয়া, লেখা ও চিঠির মাধ্যমে গোপন ভেদ অন্যজন পর্যন্ত পৌঁছানো -এগুলো সব মানুষেরই স্বাতন্ত্র্য। কোনো কোনো আলেম বলেন: হাতের অঙ্গুলি দ্বারা আহার করাও মানুষেরই বিশেষ গুণ। মানুষ ব্যতীত সব জন্তু মুখে আহার্য গ্রহণ করে। বিভিন্ন জিনিসের সংমিশ্রণে খাদ্যবস্তুকে সুস্বাদু করাও মানুষেরই কাজ। অন্যান্য সব প্রাণী একক বস্তু আহার করে। কেউ কাঁচা গোশত, কেউ মাছ এবং কেউ ফল আহার করে। মানুষই কেবল সংমিশ্রিত খাদ্য প্রস্তুত করে। বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা মানুষের সর্বপ্রধান শ্রেষ্ঠত্ব। এর মাধ্যমে সে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা ও প্রভুর পরিচয় এবং তাঁর পছন্দ ও অপছন্দ জেনে পছন্দের অনুগমন করে এবং অপছন্দ থেকে বিরত থাকে। বিবেক-বুদ্ধিও চেতনার দিক দিয়ে সৃষ্টজীবকে এভাবে ভাগ করা যায় যে, সাধারণ জীব-জন্তুর মধ্যে কামভাব ও কামনা-বাসনা আছে, কিন্তু বুদ্ধি ও চেতনা নেই। ফেরেশতাদের মধ্যে বুদ্ধি ও চেতনা আছে, কিন্তু কামভাব ও বাসনা নেই। একমাত্র মানুষের মধ্যেই বিবেক বুদ্ধিও চেতনা আছে এবং কামভাব ও কামনা-বাসনাও আছে। এ কারণেই সে বুদ্ধি ও চেতনার সাহায্যে কামভাব ও বাসনাকে পরাভূত করে দেয় এবং আল্লাহ তা'আলার অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। ফলে তার স্থান ফেরেশতার চাইতেও উর্ধ্বে উন্নীত হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন আদম-সন্তানকে অনেক সৃষ্টজীবের উপর শ্রেষ্ঠ করার অর্থ কি? এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত পোষণ করার অবকাশ নেই যে, সমগ্র উর্ধ্ব ও অধঃজগতের সৃষ্টজীব এবং সমস্ত জীব-জন্তুর চাইতেও আদম-সন্তান শ্রেষ্ঠ। এমনিভাবে বুদ্ধি ও চেতনায় মানুষের সমতুল্য জ্বিন জাতির চাইতেও আদম সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব সবার কাছে স্বীকৃত। এখন শুধু ফেরেশতাদের ব্যাপারে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে, মানুষ ও ফেরেশতাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এ ব্যাপারে সুচিন্তিত কথা এই যে, মানুষের মধ্যে যারা সাধারণ ঈমানদার ও সৎকর্মী যেমন, আওলিয়া-দরবেশ, তাঁরা সাধারণতঃ ফেরেশতাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বিশেষ ফেরেশতা; যেমন -জিবরাঈল মীকাঈল প্রমুখ, তারা সাধারণ সৎকর্মী মুমিনের চাইতেও শ্রেষ্ঠ। বিশেষ শ্রেণির মুমিন যেমন পয়গম্বর শ্রেণি, তাঁরা বিশেষ শ্রেণির ফেরেশতাদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ। এখন রইল কাফের ও পাপিষ্ঠ মানুষের কথা। বলাবাহুল্য, এরা ফেরেশতাদের চাইতে উত্তম হওয়া তো দূরের কথা, আসল লক্ষ্য, সাফল্য ও যুক্তির দিক দিয়ে জন্তু-জানোয়ারের চাইতেও অধম। এদের সম্পর্কে কুরআনের ফয়সালা এই: أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ অর্থাৎ, এরা চতুষ্পদ জন্তুদের ন্যায়, রবং তাদের চাইতেও পথভ্রান্ত। –(মাযহারী)

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ এখানে إِمَامٌ শব্দের অর্থ গ্রন্থ; যেমন সূরা ইয়াসীনে রয়েছে, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ এখানে إِمَامٍ مُبِينٍ অর্থ সুস্পষ্ট গ্রন্থ। গ্রন্থকে ইমাম বলার কারণ এই যে, ভুলভ্রান্তি ও দ্বিমত দেখা দিলে গ্রন্থের আশ্রয় নেওয়া হয়। যেমন কোনো অনুসৃত ইমামের আশ্রয় নেওয়া হয়। –(কুরতুবী)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) -এর রেওয়ায়েতে তিরমিযীর হাদীস থেকেও জানা যায় যে, আয়াতে ইমাম শব্দের অর্থ গ্রন্থ। হাদীসের ভাষা এরূপ– يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ قَالَ يُدْعَى أَحَدُهُمْ فَيُعْطَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ

অর্থাৎ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ আয়াতের তাফসীরে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন যে, এক এক ব্যক্তিকে ডাকা হবে এবং তার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে। এ হাদীস থেকে নির্ণীত হয়ে গেল যে, ইমাম শব্দের অর্থ গ্রন্থ এবং গ্রন্থ অর্থ আমলনামা করা হয়েছে।

হযরত আলী (রা.) ও মুজাহিদ থেকে এখানে ইমাম শব্দের অর্থ নেতাও বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নেতার নাম নিয়ে ডাকা হবে। এই নেতা পয়গম্বরও তাঁদের নায়েব, মাশায়েখ এবং ওলামা হোক কিংবা পথভ্রষ্টতার প্রতি আহবানকারী নেতা হোক। -(কুরতুবী)

এ অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের ময়দানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নেতার নাম দ্বারা ডাকা হবে এবং সবাইকে এক জায়গায় জমায়েত করা হবে। উদাহরণতঃ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর অনুসারী দল, হযরত মূসা (আ.) -এর অনুসারী দল, হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুসারী দল এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর অনুসারী দল। এ প্রসঙ্গে এসব অনুসারীর প্রত্যেক নেতাদের নাম নেওয়াও সম্ভবপর।

আমলনামা : কুরআন পাকের একাধিক আয়াত থেকে জানা যায় যে শুধু কাফেরদেরকেই বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে; যেমন এক আয়াতে রয়েছে إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ অন্য এক আয়াতে রয়েছে- إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ -প্রথম আয়াতে স্পষ্টভাবে ঈমান না থাকার কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে পরকালে অবিশ্বাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও কুফরই। এ থেকে জানা গেল যে, ডান হাতে আমলনামা ঈমানদারদেরকে দেওয়া হবে, পরহেজগার হোক কিংবা গুনাহগার। তারা আনন্দচিত্তে আমলনামা পাঠ করবে, রবং অন্যদেরকেও পাঠ করতে দেবে। এ আনন্দ ঈমান ও চিরস্থায়ী আজাব থেকে মুক্তির হবে যদিও কোনো কোনো কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তিও ভোগ করতে হবে।

কুরআন পাকে আমলনামা ডান হাতে অথবা বাম হাতে অর্পণের অবস্থা বর্ণিত হয়নি, কিন্তু কোনো কোনো হাদীসে تَطَايُرَ الْكُتُبِ শব্দটি উল্লিখিত আছে। অর্থাৎ, আমলনামা উড়ে এসে হাতে পড়বে। কোনো কোনো হাদীসে আছে সব আমলনামা আরশের নীচে একত্রিত হবে। অতঃপর বাতাস প্রবাহিত হবে এবং সবগুলোকে উড়িয়ে মানুষের হাতে পৌছে দিবে কারো ডান হাতে এবং কারো বাম হাতে। -(বয়ানুল-কুরআন)

إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ অর্থাৎ, যদি অসম্ভবকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে আপনি তাদের ভ্রান্ত কার্যক্রমের দিকে ঝুঁকে পড়ার কাছাকাছি হয়ে যেতেন তবে আপনার শাস্তি ইহকালেও দ্বিগুণ হতো এবং মৃত্যুর পর কবর অথবা পরকালেও দ্বিগুণ হতো। কেননা, নৈকট্যশীলদের মামুলী ভ্রান্তিকেও বিরাট মনে করা হয়। এ বিষয়বস্তুটি সে বিষয়বস্তুর প্রায় অনুরূপ, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পত্নীদের সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ অর্থাৎ, হে নবী পত্নীরা, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্যে নির্লজ্জ কাজ করে, তবে তাকে দিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে।

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ - اِسْتِفْزَازٌ -এর শাব্দিক অর্থ , কর্তন করা। এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে স্বীয় বাসভূমি মক্কা অথবা মদিনা থেকে বের করে দেওয়া বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কাফেররা আপনাকে নিজ দেশ থেকে বের করে দেওয়ার উপক্রম করেছিল। তারা যদি এরূপ করত, তবে এর শাস্তি ছিল এই যে, তারাও আপনার পরে বেশি দিন এ শহরে বাস করতে পারত না। এটি অপর একটি ঘটনার বর্ণনা, যার নির্ণয়েও দু'রকম রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে। একটি মদিনা তাইয়্যেবার ঘটনা এবং অপরটি মক্কা মোকাররমার। মদিনার ঘটনা এই যে, একদিন মদিনার ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে আরজ করল: হে আবুল কাসেম ﷺ যদি আপনি নবুয়তের দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাকেন, তবে সিরিয়ায় গিয়ে বসবাস করাই আপনার পক্ষে সমীচীন। কেননা সিরিয়াই হবে হাশরের মাঠ এবং সেটাই পয়গাম্বরগণের বাসভূমি। রাসূলুল্লাহ

ﷺ -এর মনে তাদের একথা কিছুটা রেখাপাত করে। তাবুক যুদ্ধের সময় তিনি যখন সিরিয়া সফর করেন, তখন সিরিয়াকে অন্যতম বাসস্থান করার ইচ্ছা তাঁর মনে জাগ্রত হয়। কিন্তু আলোচ্য وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ আয়াতটি নাজিল করে, তাঁকে এ ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়। ইবনে কাছীর রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করে একে অসন্তোষজনক আখ্যা দিয়েছেন।

তিনি অপর একটি ঘটনার প্রতিও আয়াতের ইঙ্গিত বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি মক্কায় সংঘটিত হয়। যা সূরাটির মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পক্ষে শক্তিশালী ইঙ্গিত। ঘটনাটি এই যে, একবার কোরাইশরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মক্কা থেকে বের করে দেওয়ার ইচ্ছা করে। তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে কাফেরদের হুঁশিয়ারি করা হয়েছে যে, যদি তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মক্কা থেকে বহিষ্কার করে দেয়, তবে নিজেরাও মক্কায় বেশিদিন সুখে - শান্তিতে টিকতে পারবে না। ইবনে কাছীর আয়াতের ইঙ্গিত হিসেবে এ ঘটনাটিকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন এবং বলেছেন কুরআন পাকের এই হুশিয়ারিও মক্কার কাফেররা খোলা চোখে দেখে নিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন, তখন মক্কা ওয়ালারা একদিনও মক্কায় আরামে থাকতে পারেনি। মাত্র দেড় বছর পর আল্লাহ তাদেরকে বদরের ময়দানে উপস্থিত করে দেন, যেখানে তাদের সত্তর জন সরদার নিহত হয় এবং গোটা শক্তি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর ওহুদ যুদ্ধের শেষ পরিণতিতে তাদের উপর আরো ভয়-ভীতি চড়াও হয়ে যায় এবং খন্দক যুদ্ধের সর্বশেষ সংঘর্ষ তো তাদের মেরুদণ্ডই ভেঙ্গে দেয়। হিজরি অষ্টম বর্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ সমগ্র মক্কা মোকাররামা জয় করে নেন।

سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার সাধারণ নিয়ম পূর্ব থেকেই এরূপই চালু রয়েছে যে, যখন কোনো জাতি তাদের পয়গম্বরকে তাঁর মাতৃভূমি থেকে বের করে দেয়, তখন সেই জাতিকেও সেখানে বেশিদিন টিকিয়ে রাখা হয় না। তাদের উপর আল্লাহর আজাব নাজিল হয়।

শত্রুদের দুরভিসন্ধি থেকে আত্মরক্ষার উত্তম প্রতিকার নামাজ : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে শত্রুদের বিরোধিতা, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বিভিন্ন প্রকার কষ্টে পতিত করার অপচেষ্টা এবং এর জবাব উল্লেখ করা হয়েছিল । আলোচ্য আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে নামাজ কায়েম করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শত্রুদের দুরভিসন্ধিও উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার উত্তম প্রকার হচ্ছে নামাজ কায়েম করা। সূরা হিজরের আয়াতে আরো স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে- وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ অর্থাৎ, আমি জানি যে, কাফেরদের পীড়াদায়ক কথাবার্তা শুনে আপনার অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়। এতএব আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। -(কুরতুবী)

এ আয়াতে আল্লাহর জিকির, প্রশংসা, তাসবীহ ও নামাজে মশগুল হয়ে যাওয়াকে শত্রুদের উৎপীড়নের প্রতিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে। আল্লাহর জিকির ও নামাজ বিশেষেভাবে এ থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার। এ ব্যাখ্যাও অবান্তর নয় যে, শত্রুদের উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষা করা আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের উপর নির্ভরশীল এবং আল্লাহর সাহায্য লাভ করার উত্তম পন্থা হচ্ছে নামাজ। যেমন কুরআনপাক বলে: وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ অর্থাৎ, সবর ও নামাজ দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর।

পাঞ্জেগানা নামাজের নির্দেশ : অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে এ আয়াতটি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশ। কেননা دُلُوْكٌ শব্দের অর্থ আসলে ঝুঁকে পড়া। সূর্যের ঝুঁকে পড়া তখন শুরু হয়, যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে, সূর্যাস্তকেও دُلُوْكٌ বলা যায়। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এ স্থলে শব্দের অর্থ ঢলে পড়াই নিয়েছেন। -(কুরতুবী, মাযহারী, ইবনে কাছীর)

اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ - غَسَقٌ শব্দের অর্থ রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া। ইমাম মালেক (র.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এ তাফসীর বর্ণনা করেছেন।

এভাবে لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ-এর মধ্যে চারটি নামাজ এসে গেছে: জোহর, আসর, মাগরিব ও এশা। এদের মধ্যে দু'নামাজের প্রথম ওয়াক্তও বলে দেওয়া হয়েছে যে, জোহরের প্রথম ওয়াক্ত সূর্য ঢলার সময় থেকে শুরু হয় এবং এশার সময় غَسَقِ الَّيْلِ অর্থাৎ, অন্ধকার পূর্ণ হয়ে গেলে হয়। এ কারণেই ইমাম আজম আবূ হানীফা (রহ.) সে সময়কে এশার ওয়াক্তের শুরু সাব্যস্ত করেছেন, যখন সূর্যাস্তের লাল আভার পর সাদা আভাও অস্তমিত হয়। এটা সবারই জানা যে, সূর্যাস্তের পর পর পশ্চিমদিগন্তে লাল আভা দেখা দেয়। এরপর এক প্রকার সাদা আভা দিগন্তে ছড়িয়ে থাকে। এরপর এই সাদা আভাও অস্তিমিত হয়ে যায়। বলা-বাহুল্য, দিগন্তের শুভ্র আভা শেষ হয়ে গেলেই রাত্রির অন্ধকার পূর্ণতা লাভ করে। তাই আয়াতের এই শব্দের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফার মাযহাবের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। অন্য ইমামগণ লাল আভা অস্তমিত হওয়াকে এশার ওয়াক্তের শুরু সাব্যস্ত করেছেন এবং একেই غَسَقِ الَّيْلِ-এর তাফসীর স্থির করেছেন।

وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ এখানে قُرْاٰنَ শব্দ বলে নামাজ বুঝানো হয়েছে। কেননা, কুরআন নামাজের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ইবনে কাছীর, কুরতুবী, মাযহারী প্রমুখ অধিকাংশ তাফসীরবিদ এ অর্থই লিখেছেন। কাজেই আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ বাক্যে চার নামাজের বর্ণনা ছিল এবং এতে পঞ্চম নামাজের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। একে আলাদা করে বর্ণনা করার মধ্যে এই নামাজের বিশেষ গুরুত্ব ও ফজিলতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

كَانَ مَشْهُوْدًا : شَهَادَةٌ ধাতু থেকে এর উৎপত্তি । অর্থ উপস্থিত হওয়া । সহীহ হাদীস সমূহের বর্ণনা অনুযায়ী এ সময় দিবা-রাত্রির উভয় দল ফেরেশতা নামাজে উপস্থিত হয় । তাই একে مَشْهُوْدًا বলা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে পাঞ্জেগানা নামাজের নির্দেশ সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ণ তাফসীর ও ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ ﷺ কথা ও কাজ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ না করা পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি নামাজ আদায়ই করতে পারে না। জানি না, যারা কুরআনকে হাদীস ও রাসূলের বর্ণনা ছাড়াই বুঝার দাবি করে, তারা নামাজ কিভাবে পড়ে? এমনিভাবে এ আয়াতে নামাজে কুরআন পাঠের কথাও সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে। এর বিবরণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথা ও কাজ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ, ফজরের নামাজে সামর্থ্যানুযায়ী দীর্ঘ কেরাত করতে হবে। মাগরিবে দীর্ঘ কেরাত এবং ফজরে সংক্ষিপ্ত কেরাতের কথাও কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তা কার্যতঃ পরিত্যক্ত। সহীহ মুসলিমের যে রেওয়ায়েতে মাগরিবের নামাজে সূরা আ'রাফ, সূরা মুরসালাত ইত্যাদি দীর্ঘ সূরা পাঠ করা এবং ফজরের নামাজে শুধু 'কুল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক'ও 'কুল আ'উযু বিরাব্বিন্নাস' পাঠ করার কথা বর্ণিত আছে, ইমাম কুরতুবী সেই রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করে বলেছেন : মাগরিবে দীর্ঘ কেরাত ও ফজরে সংক্ষিপ্ত কেরাতের এসব কদাচিৎ ঘটনা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সার্বক্ষণিক আমল ও মৌখিক উক্তি দ্বারা পরিত্যক্ত।

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ - تَهَجَّدْ শব্দটি নিদ্রা যাওয়া ও জাগ্রত হওয়া এই পরস্পর বিরোধী দুই অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, রাত্রির কিছু অংশে কুরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন। কেননা بِهٖ-এর সর্বনাম দ্বারা কুরআন বুঝানো হয়েছে। -(মাযহারী) কুরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকার অর্থ নামাজ পড়া। এ কারণেই শরিয়তের পরিভাষায় রাত্রিকালীন নামাজকে "নামাজে তাহাজ্জুদ" বলা হয়েছে। সাধারণত ঃ এর অর্থ, এরূপ নেওয়া হয় যে কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর যে নামাজ পড়া হয় তাই তাহাজ্জুদের নামাজ । কিন্তু তাফসীরে মাযহারীতে রয়েছে, আয়াতের অর্থ এতটুকুই যে, রাত্রির কিছু অংশ নামাজ পড়ার জন্য নিদ্রা ত্যাগ কর। কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর জাগ্রত হয়ে নামাজ পড়লে যেমন এই অর্থ ঠিক থাকে, তেমনি প্রথমেই নামাজের জন্য নিদ্রাকে পিছিয়ে নিলেও এ অর্থের ব্যতিক্রম হয় না। তাই তাহাজ্জুদের জন্য প্রথমে নিদ্রা যাওয়ার শর্ত কুরআনের অভিপ্রেত অর্থ নয়। এরপর কোনো কোনো হাদীস দ্বারা তাহাজ্জুদের এই সাধারণ অর্থ প্রমাণ করা হয়েছে।

ইবনে কাছীর হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে তাহাজ্জুদের যে, সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন, তাও এই ব্যাপক অর্থের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ইবনে কাছীর লেখেন- قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ هُوَ مَا كَانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَيُحْمَلُ عَلٰى مَا

كان بعد النوم অর্থাৎ, হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন: এশার পরে পড়া হয় এমন প্রত্যেক নামাজকে তাহাজ্জুদ বলা যায়। তবে প্রচলিত পদ্ধতির কারণে কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর পড়ার অর্থে বুঝা দরকার।

এর সারমর্ম এই যে, তাহাজ্জুদের আসল অর্থে নিদ্রার পরে হওয়ার শর্ত নেই এবং কুরআনের ভাষায়ও এরূপ শর্তের অস্তিত্ব নেই, কিন্তু সাধারণতঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরাম শেষ রাত্রে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তেন। তাই এভাবে পড়াই উত্তম হবে।

তাহাজ্জুদ ফরজ না নফল? : نَافِلَةً لَكَ : نَفْل শব্দের আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত। এ কারণেই যেসব নামাজ সদকা-খয়রাত ওয়াজিব ও জরুরি নয় করলে ছওয়াব পাওয়া যায় এবং না করলে গুনাহ নেই, সেগুলোকে নফল বলা হয়। আয়াতে নামাজে তাহাজ্জুদের সাথে نَافِلَةً لَكَ শব্দ সংযুক্ত হওয়ায় বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, তাহাজ্জুদের নামাজ বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য নফল। অথচ এটা সমগ্র উম্মতের জন্যও নফল। এ জন্যই কোনো কোনো তাফসীরবিদ এখানে نَافِلَةً শব্দটিকে فَرِيضَةً-এর বিশেষণ করে অর্থ এরূপ স্থির করেছেন যে, সাধারণ উম্মতের উপর তো শুধু পাঞ্জেগানা নামাজই ফরজ, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর তাহাজ্জুদও একটি অতিরিক্ত ফরজ। অতএব, এখানে نَافِلَةً শব্দের অর্থ অতিরিক্ত ফরজ-নফলের সাধারণ অর্থে নয়।

এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ব্যক্তব্য এই যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন সূরা মুযযাম্মিল অবতীর্ণ হয়, তখন পাঞ্জেগানা নামাজ ফরজ ছিল না, শুধু তাহাজ্জুদের নামাজ সবার উপর ফরজ ছিল। সূরা মুযযাম্মিলে -এর উল্লেখ রয়েছে। এরপর শবে-মি'রাজে যখন পাঞ্জেগানা নামাজ ফরজ করা হয়, তখন তাহাজ্জুদের ফরজ নামজ সাধারণ উম্মতের পক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে রহিত হয়ে যায় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষেও রহিত হয় কিনা, সে ব্যাপারে মতভেদ থেকে যায়। আলোচ্য আয়াতের نَافِلَةً لَكَ বাক্যের অর্থ তাই এই যে, তাহাজ্জুদের নামাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষে একটি অতিরিক্ত ফরজ। কিন্তু তাফসীরে কুরতুবীতে কয়েক কারণে এ ব্যক্তব্যকে অশুদ্ধ বলা হয়েছে। **এক,** ফরজকে নফল শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কোনো কারণ নেই। যদি রূপক অর্থ বলা হয়, তবে এটি এমন একটি রূপক অর্থ হবে, যার কোনো প্রকৃত অর্থ নেই। **দুই.** সহীহ হাদীসসমূহে শুধু পাঞ্জেগানা নামাজ ফরজ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এক হাদীসের শেষে এ কথা ও উল্লেখ করা হয়েছে যে, শবে মি'রাজে প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়েছিল। অতঃপর তা হ্রাস করে পাঁচ ওয়াক্ত করে দেওয়া হয়। এখানে যদিও সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে কিন্তু ছওয়াব পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই পাওয়া যাবে। এরপর বলা হয়েছে: مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ - অর্থাৎ, আমার কথা পরিবর্তিত হয় না। যখন পঞ্চাশ ওয়াক্তের নির্দেশ দিয়েছিলাম, তখন ছওয়াব পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই দেওয়া হবে, যদিও কাজ হাল্কা করে দেওয়া হয়েছে।

এসব রেওয়ায়েতের সারমর্ম এই যে, সাধারণ উম্মত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর পাঞ্জেগানা নামাজ ছাড়া কোনো নামাজ ফরজ ছিল না। আরো এক কারণ এই যে, نَافِلَةً শব্দটি যদি এখানে অতিরিক্ত ফরজের অর্থে হতো, তবে এরপর لَكَ শব্দের পরিবর্তে عَلَيْكَ হওয়া উচিত ছিল, যা ওয়াজিব হওয়ার অর্থ দেয় لَكَ তো শুধু জায়েজ হওয়া অনুমতির অর্থ বুঝায়।

তাফসীরে মাযহারীতে এ ব্যাখ্যাকেই বিশুদ্ধ বলা হয়েছ। অর্থাৎ, তাহাজ্জুদের ফরজ নামজ যখন উম্মতের পক্ষে রহিত হয়ে যায় তখন তা রাসূল ﷺ -এর পক্ষেও রহিত হয়ে যায় এবং সাবর জন্য নফল থেকে যায়। কিন্তু এমতাবস্থায় প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তাহলে نَافِلَةً لَكَ বলার কি অর্থ হবে? তাহাজ্জুদ তো সবার জন্যই নফল। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য কি? উত্তর এই যে, হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী সমগ্র উম্মতের নফল ইবাদত তাদের গুনাহের কাফফারা এবং ফরজ নামাজের ত্রুটি পূরণের উপকারে লাগে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ গুনাহ থেকে এবং ফরজ নামাজের ত্রুটি থেকেও মুক্ত। কাজেই তাঁর পক্ষে নফল ইবাদত সম্পূর্ণ অতিরিক্ত বৈ নয়। তাঁর নফল ইবাদত কোন ত্রুটি পূরণের জন্য নয় বরং তা শুধু অধিক নৈকট্য লাভের উপায়। −(কুরতুবী, মাযহারী)

"মাকামে মাহমূদ" : আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাকামে মাহমূদের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। এ মাকাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট- অন্য কোনো পয়গম্বরের জন্য নয়। এর তাফসীর প্রসঙ্গ বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সহীহ হাদীসসমূহে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, এ হচ্ছে শাফায়াতে কুবরার মাকাম। হাশরের ময়দানে যখন সমগ্র মানব জাতি একত্রিত হবে এবং প্রত্যেক পয়গম্বরের সমীপে শাফায়াতের দরখাস্ত করবে, তখন সব পয়গম্বরই ওজর পেশ করবেন। একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ -ই এই মহান সম্মান লাভ করবেন এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য শাফায়াত করবেন। এ সম্পর্কে ইবনে কাছীর ও তাফসীরে মাযহারীতে লিখিত রেওয়ায়েত সমূহের বিবরণ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ।

শাফা'আতের মর্তবা অর্জনে তাহাজ্জুদ নামাজের বিশেষ প্রভাব : হযরত মুজাদ্দিদে আলফে-ছানী (র.) বলেন এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রথমে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অতঃপর মাকামে মাহমূদ অর্থাৎ, শাফা'আতে কুবরার ওয়াদা করা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, শাফা'আতের মর্তবা অর্জনে তাহাজ্জুদের নামজের বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান।

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথমে মক্কার কাফেরদের উৎপীড়ন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেওয়ার অপকৌশলের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এর সাথে একথাও বলা হয়েছিল যে, তাদের সে অপকৌশল সফল হবে না। তাদের মোকবিলায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কে আসল তদবীরের পর্যায়ে শুধু পাঞ্জেগানা নামাজ কায়েম করা ও তাহাজ্জুদ পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর পরকালে তাঁকে সব পয়গম্বরের তুলনায় উচ্চ মাকাম অর্থাৎ,"মাকামে মাহমূদ" দান করার ওয়াদা করা হয়েছে, এ ওয়াদা পরকালে পূর্ণ হবে। আলোচ্য وَقُلْ رَّبِّ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইহকালেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কাফেরদের দুরভিসন্ধি ও উৎপীড়ন থেকে মুক্তি দেওয়ার কৌশল মদিনায় হিজরতের আকারে ব্যক্ত করেছেন, অতঃপর وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ আয়াতে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ দান করেছেন।

তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় ছিলেন। অতঃপর তাঁকে মদিনায় হিজরত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাজিল হয়।

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ এখানে- مُدْخَلَ ও مُخْرَجَ -এর অর্থ প্রকাশ করার স্থান ও বহির্গমনের স্থান। উভয়ের সাথে صِدْقٍ বিশেষণ যুক্ত হওয়ার অর্থ এই যে, এই প্রবেশ ও বহির্গমন সব আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী উত্তম পন্থায় হোক। কেননা আরবি ভাষায় صِدْق এমন কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়, যা ব্যহ্যতঃ ও অন্তরগত উভয় দিক দিয়ে সঠিক ও উত্তম হবে। কুরআন পাকে لِسَانَ صِدْقٍ . قَدَمَ صِدْقٍ ও مَقْعَدِ صِدْقٍ শব্দগুলো এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। 'প্রবেশ কবরার স্থান' বলে মদিনা এবং বহির্গমনের স্থান বলে মক্কা বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, হে আল্লাহ; মদিনায় আমার প্রবেশ উত্তমভাবে সম্পন্ন হোক। সেখানে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে এবং মক্কা থেকে আমার বের হওয়াও উত্তমভাবে সম্পন্ন হোক। মাতৃভূমি এবং বাড়ি-ঘরের মহব্বতে অন্তর যেন জড়িয়ে না পড়ে। এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আরো বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু এই তাফসীরটি হযরত হাসান বসরী ও কাতাদাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাছীর একে সর্বাধিক বিশুদ্ধ তাফসীর আখ্যা দিয়েছেন । ইবনে জারীরও এ তাফসীরই গ্রহণ করেছেন। তবে এখানে প্রথমে বহির্গমনের স্থান ও পরে প্রবেশ করার স্থান উল্লেখ করা সঙ্গত ছিল। এই ক্রম উল্টিয়ে দেওয়ার মধ্যে সম্ভবতঃ ইঙ্গিত রয়েছে যে, মক্কা থেকে বের হওয়া স্বয়ং কোনো লক্ষ্য ছিল না ; বরং বায়তুল্লাহকে ত্যাগ করে যাওয়া অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয় ছিল। অবশ্য ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য শান্তির আবাসস্থল খোঁজ করা ছিল এখানে লক্ষ্য। মদিনা প্রবেশের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার আশা ছিল তাই লক্ষ্য বস্তুকেই অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যের জন্য মকবুল দোয়া : হিজরতের সময় আল্লাহ তা'আল রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ দোয়াটি শিক্ষা দেন যে, মক্কা থেকে বহির্গমন এবং মদিনায় পৌঁছা উভয়টি উত্তমভাবে ও নিরাপদে সম্পন্ন হোক। এ দোয়ার ফলেই হিজরতের সময় পশ্চাদ্ধাবনকারী কাফেরদের কবল থেকে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে প্রতি পদক্ষেপে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং মদিনাকে বাহ্যতঃ ও অন্তরগত উভয় দিক দিয়েই তাঁর জন্য ও মুসলমানদের জন্য উপযোগী করেছেন। এ কারণেই কোনো কোনো আলেম বলেন : এ দোয়াটি লক্ষ্য অর্জনের শুরুতে প্রত্যেক মুসলমানদের মনে রাখা উচিত । প্রত্যেক লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে দোয়াটি উপকারী। পরবর্তী বাক্য وَاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا -এ দোয়ারই পরিশিষ্ট। হযরত কাতাদাহ (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জানতেন যে, শত্রুদের চক্রান্ত জালের মধ্যে অবস্থান করে রিসালাতের কর্তব্য পালন সাধ্যাতীত ব্যাপার। তাই তিনি আল্লাহর দরবারে বিজয় ও সাহায্যের দোয়া করেন, যা কবুল হয় এবং এর শুভফল সবার দৃষ্টিগোচর হয়।

শব্দবিশ্লেষণ :

كَادُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلْكَوْدُ ও اَلْمَكَادَةُ মূলবর্ণ (ك . و . د) জিনস اجوف واوى অর্থ- নিকটবর্তী হওয়া।

لِتَفْتَرِىَ : لام كى-এর কারণে মানসূব। সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِفْتِرَاءُ মূলবর্ণ (ف . ر . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- অপবাদ আরোপ করা। মিথ্যারোপ করা।

ثَبَّتْنَاكَ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْلٌ মাসদার اَلتَّثْبِيْتُ মূলবর্ণ (ث . ب . ت) জিনস صحيح অর্থ- প্রমাণ করা, দৃঢ় রাখা।

لَاَذَقْنٰكَ : لام তাকিদের জন্য اَذَقْنَا সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معرف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِذَاقَةُ মূলবর্ণ (ذ . و . ق) জিনস اجوف واوى অর্থ- স্বাদ গ্রহণ করানো।

لِيَسْتَفِزُّوْنَكَ : لام তাকিদের জন্য। يَسْتَفِزُّوْنَ সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِفْزَازُ মূলবর্ণ (ف . ز . ز) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- কাউকে হালকা এবং নিকৃষ্ট মনে করা। ভয় দেখিয়ে কাউকে তার স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া ও ঘর থেকে বের করে দেওয়া।

فَتَهَجَّدْ : فاء আতফের হরফ। تَهَجَّدْ সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّهَجُّدُ মূলবর্ণ (ه . ج . د) জিনস صحيح অর্থ- শোয়া এবং জেগে উঠা।

اَدْخِلْنِىْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِدْخَالُ মূলবর্ণ (د . خ . ل) জিনস صحيح অর্থ- প্রবেশ করা।

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا (٨١)

৮১. আর বলে দিন, সত্য এসেছে এবং অসত্য [কুফর] বিলুপ্ত হয়ে গেল, বস্তুতঃ অসত্য তো এরূপেই বিলুপ্ত হয়ে থাকে।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا (٨٢)

৮২. আর আমি এমন বস্তু অর্থাৎ কুরআন নাজিল করছি যে, তা ঈমানদারদের জন্য শেফা ও রহমত এবং তা দ্বারা জালেমদের কেবল অনিষ্টই বর্ধিত হয়।

وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَـُٔوْسًا (٨٣)

৮৩. আর আমি যখন মানবকে নিয়ামত দান করি, তখন মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পাশ ফিরায়, আর যখন তার উপর কোনো বিপদ আসে, তখন সে নিরাশ হয়ে যায়।

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ۗ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا (٨٤)

৮৪. আপনি বলে দিন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ পন্থা অনুসারে কাজ করছে, অনন্তর তোমাদের প্রভু খুব অবগত আছেন কে অধিক সঠিক পথে রয়েছে।

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ۗ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا (٨٥)

৮৫. আর এরা আপনাকে রূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে, আপনি বলে দিন, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশে সৃষ্ট এবং তোমাদেরকে অতি সামান্য জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৮১. وَقُلْ আর বলে দিন جَآءَ الْحَقُّ সত্য এসেছে وَزَهَقَ الْبَاطِلُ এবং অসত্য (কুফর) বিলুপ্ত হয়ে গেল اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا বস্তুতঃ অসত্য তো এরূপেই বিলুপ্ত হয়ে থাকে।

৮২. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ আর আমি এমন বস্তু অর্থাৎ, কুরআন নাজিল করছি যে مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ তা শেফা ও রহমত لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ঈমানদারদের জন্য। وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا এবং তা জালেমদের কেবল অনিষ্টই বর্ধিত হয়।

৮৩. وَاِذَآ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ আর আমি যখন মানুষকে নিয়ামত দান করি اَعْرَضَ وَنَاٰ بِجَانِبِهٖ তখন মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পাশ ফিরায় وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ আর যখন তার উপর কোনো বিপদ আসে كَانَ يَـُٔوْسًا তখন সে নিরাশ হয়ে যায়।

৮৪ قُلْ আপনি বলে দিন كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ প্রত্যেকেই নিজ নিজ পন্থা অনুসারে কাজ করছে فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ অনন্তর তোমাদের প্রভু খুব অবগত আছেন بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا কে অধিক সঠিক পথে রয়েছে।

৮৫. وَيَسْـَٔلُوْنَكَ আর এরা আপনাকে জিজ্ঞসা করছে عَنِ الرُّوْحِ রূহ সম্বন্ধে قُلِ আপনি বলে দিন الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশে সৃষ্ট وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا এবং তোমাদেরকে অতি সামান্য জ্ঞান দেওয়া হয়েছে।

৮৬. আর যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে যে পরিমাণ ওহী আপনার প্রতি পাঠিয়েছি সমস্তই ছিনিয়ে নিতে পারি, অতঃপর আপনি তার জন্য আমার মোকাবিলায় কোনো সহায় পাবেন না।	وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا (٨٦)
৮৭. কিন্তু [তা] শুধু আপনার প্রতিপালকের অনুকম্পা; নিশ্চয় আপনার পতি তাঁর বড় অনুগ্রহ রয়েছে।	اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۭ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا (٨٧)
৮৮. আপনি বলে দিন, যদি মানুষ ও জিন, সকলে এ উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয় যে, এরূপ কুরআন রচনা করে আনবে, তথাপিও তার অনুরূপ আনয়ন করতে পারবে না, যদিও তারা একে অন্যের সাহায্যকারী হয়।	قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا (٨٨)
৮৯. আর আমি মানুষের জন্য এ কুরআনে প্রত্যেক প্রকারের উত্তম বিষয়বস্তু বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছি, তথাপিও অধিকাংশ মানুষ অস্বীকার করা ব্যতীত রইল না।	وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۡ فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا (٨٩)
৯০. আর এরা বলে, আমরা আপনার উপর কিছুতেই ঈমান আনব না, যে পর্যন্ত আপনি আমাদের জন্য জমিন হতে কোনো ঝরনা প্রবাহিত করে না দেন;	وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْۢبُوْعًا (٩٠)

শাব্দিক অনুবাদ :

৮৬. وَلَئِنْ شِئْنَا আর আমি যদি ইচ্ছা করি لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ তবে যে পরিমাণ ওহী আপনার নিকট পাঠিয়েছি সমস্তই ছিনিয়ে নিতে পারি ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلًا অতঃপর আপনি তার জন্য আমার মোকাবিলায় কোনো সহায় পাবেন না।

৮৭. اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ কিন্তু (এটা) শুধু আপনার প্রতিপালকের অনুকম্পা। اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا নিশ্চয় আপনার প্রতি তার বড় অনুগ্রহ রয়েছে।

৮৮. قُلْ আপনি বলে দিন لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ যদি মানুষ ও জিন সকলে এই উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয় যে عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ এরূপ কুরআন রচনা করে আনবে لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ তথাপিও তারা অনুরূপ আনয়ন করতে পারবে না। وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا যদিও তারা একে অন্যের সাহায্যকারী হয়।

৮৯. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا আর আমি বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছি لِلنَّاسِ মানুষের জন্য فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ এ কুরআনে مِنْ كُلِّ مَثَلٍ প্রত্যেক প্রকারের উত্তম বিষয়বস্তু فَاَبٰٓى اَكْثَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُوْرًا তথাপিও অধিকাংশ মানুষ অস্বীকার করা ব্যতীত রইল না।

৯০. وَقَالُوْا আর এরা বলে لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ আমরা আপনার উপর কিছুতেই ঈমান আনব না حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا যে পর্যন্ত না আপনি আমাদের জন্য প্রবাহিত করে না দেন مِنَ الْاَرْضِ জমিন হতে يَنْۢبُوْعًا কোনো ঝরনা।

৯১. অথবা আপনার নিজের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের কোনো বাগান না হয়, অতঃপর সে বাগানের মাঝে স্থানে স্থানে আপনি বহুসংখ্যক নহর প্রবাহিত করে দেন।	اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا (٩١)
৯২. অথবা আসমানের খণ্ডসমূহ আমাদের উপর পতিত না করেন যেরূপ আপনি বলে থাকেন, অথবা আপনি আল্লাহকে এবং ফেরেশতাদেরকে আনয়ন করে আমাদের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে না দেন।	اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا (٩٢)

শাব্দিক অনুবাদ :

৯১. اَوْ تَكُوْنَ لَكَ অথবা আপনার নিজের জন্য না হয় جَنَّةٌ কোনো বাগান مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ খেজুর ও আঙ্গুরের فَتُفَجِّرَ الْاَنْهٰرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا অতঃপর সেই বাগানের মাঝে স্থানে স্থানে আপনি বহু সংখ্যক নহর প্রবাহিত করে দেন।

৯২. اَوْ تُسْقِطَ অথবা পতিত না করেন السَّمَآءَ আসমানের كَمَا زَعَمْتَ যেরূপ আপনি বলে থাকেন عَلَيْنَا আমাদের উপর كِسَفًا খণ্ডসমূহ اَوْ تَاْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ قَبِيْلًا অথবা আপনি আল্লাহকে এবং ফেরেশতাগণ কে আনয়ন করে আমাদের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে না দেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا.

শানে নুযূল-১ : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাসূল ﷺ -এর সাথে চলতে ছিলাম। তখন আমরা কতিপয় ইহুদি লোকজনের পার্শ্ব হয়ে যাচ্ছিলাম। সে মুহূর্তে ইহুদিরা রাসূল ﷺ কে লক্ষ্য করে বলল, হে আবুল কাসেম! রূহ (আত্মা) কি বস্তু? তখন রাসূল ﷺ কে নীরব দেখাচ্ছিল, সে সময় তাঁর নিকট ওহী অবতরণ হচ্ছিল। তিনি ঝুকে পড়ছিলেন প্রায়, তখন আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। এ আয়াত শুনে ইহুদিরা বলেছিল যে আমরাও এমনই পেয়েছি। -(তাবারী ১৪০/৮, রূহুল মা'আনী পৃ.১২৫, খ.৮, পারা-১৫)

শানে নুযূল-২ : আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী ইবনে জারীর ও ইবনে মারদুয়া প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, কুরাইশ নেতৃবর্গ ইহুদিদেরকে বলেছিল যে, ঐ ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ কে জিজ্ঞেস করতে পারি, এমন কোনো বিষয় সম্পর্কে আমাদেরকে বলে দাও। তারা বলল, তাঁকে রূহ (আত্মা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।

-(ফতহুল কাদীর ২৫৬/৩ রূহুল মা'আনী পৃ.১৫২, খ.৮, পারা-১৫)

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا.

শানে নুযূল : ইবনে জারীর ও ইবনে মুনযির প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ এর নিকট মুহাম্মদ বিন শায়খান, নাঈমান বিন আসী, বাহরী বিন আমর ও সালাম বিন মুশকাম প্রমুখ এসে বলল যে, হে মুহাম্মদ! কুরআন প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকেই কী আগত? সে সম্পর্কে তথ্য বলুন। কারণ তাওরাতে যে ধরনের সামঞ্জস্যতা রয়েছে, তাতে আমরা অনুরূপ সামঞ্জস্যতা দেখতে পাচ্ছিনা তো? রাসূল ﷺ

তখন তাদেরকে বললেন যে, আল্লাহর শপথ তোমরা তো জান যে, তা নিঃসন্দেহে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। তখন ওরা বলল, আপনি যা বর্ণনা করেছেন অনুরূপ আমরাও রচনা করতে সক্ষম। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন।

–(ফতহুল কাদীর ২৫৯/৩, রূহুল মা'আনী পৃ.১৬৭, খ.৮, পারা-১৫, তাবারী ১৪৫/৮, ইবনে কাছীর ৬৩/৩) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে কুরাইশদের একটি জামাত রাসূল ﷺ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল যে, এ কুরআন ব্যতিরেকে অন্য কোনো অত্যাশ্চর্য প্রমাণাদি আমাদের সামনে উপস্থিত করুন। কারণ আপনি যা কিছু রচনা করেছেন, তা আমরাও রচনা করতে সক্ষম। সে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

–(রূহুল মা'আনী পৃ.১৬৭, খ.৮, পারা-১৫)

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ এ আয়াতটি হিজরতের পর মক্কা বিজয় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন : মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন বায়তুল্লাহর চতুষ্পার্শ্বে তিনশত ষাটটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। এই বিশেষ সংখ্যার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কোনো কোনো আলেম বলেন: বছরের প্রত্যেক দিনের জন্য মুশরিকদের আলাদা আলাদা মূর্তি ছিল এবং তারা প্রত্যহ নির্ধারিত মূর্তিরই উপাসনা করত। –(কুরতুবী) রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সেখানে পৌছেন, তখন তাঁর মুখে এ আয়াতটি উচ্চারিত হচ্ছিল, جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ এবং তিনি স্বীয় ছড়ি দ্বারা প্রত্যেক মূর্তির বক্ষে আঘাত করে যাচ্ছিলেন। –(বুখারী, মুসলিম) কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে, ঐ ছড়ির নীচ দিকে রাঙ্গতা অথবা লোহার রজত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোনো মূর্তির বুকে আঘাত করতেন, তখন তা উল্টে পড়ে যেত, এভাবে সব মূর্তিই ভূমিস্যাৎ হয়ে যায়। অতঃপর তিনি সেগুলো ভেঙ্গে চুরমার করার আদেশ দেন। –(কুরতুবী)

শিরক ও কুফরের চিহ্ন মিটিয়ে দেওয়া ওয়াজিব : ইমাম কুরতুবী (র.) বলেন, এ আয়াতে প্রমাণ রয়েছে যে, মুশরিকদের মূর্তি ও অন্যান্য মুশরিক সুলভ চিহ্ন মিটিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। যেসব হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি গুনাহর কাজে ব্যবহৃত হয়, সেগুলো মিটিয়ে দেওয়া ও এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে মুনযির বলেন, কাষ্ঠ, পিতল ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত চিত্র ও ভাস্কর্যশিল্পও মূর্তির অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ রঙ-বেরঙের চিত্র অঙ্কিত পর্দা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। এ থেকে সাধারণ চিত্রের বিধান জানা যায়। হযরত ঈসা (আ.) যখন শেষ জমানায় আগমন করবেন, তখন সহীহ হাদীস অনুযায়ী খ্রিস্টানদের ক্রুশ ভেঙ্গে দিবেন এবং শূকর হত্যা করবেন। শিরক, কুফর ও বাতিলের আসবাবপত্র ভেঙ্গে দেওয়া যে ওয়াজিব , এসব বিষয় তারই প্রমাণ।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ কুরআন পাক যে, অন্তরের ঔষধ এবং শিরক, কুফর, কুচরিত্র ও আত্মিক রোগসমূহ থেকে মনের মুক্তিদাতা এটা সর্বজনস্বীকৃত সত্য। কোনো কোনো আলেমের মতে কুরআন যেমন আত্মিক রোগসমূহের ঔষধ, তেমনি বাহ্যিক রোগসমূহেরও অমোঘ ব্যবস্থাপত্র। কুরআনের আয়াত পাঠ করে রোগীর গায়ে ফুঁ দেওয়া এবং তাবিজ লিখে গলায় ঝুলানো বাহ্যিক রোগ নিরাময়ের কারণ হয়ে থাকে। হাদীসের অনেক রেওয়ায়েত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। হযরত আবূ সাঈদ খুদরীর এই হাদীস সব গ্রন্থেই বিদ্যমান দেখা যায় যে, সাহাবীদের একটি দল একবার সফররত ছিলেন। তখন কোনো এক গ্রামের জনৈক এক সরদার কে বিচ্ছু দংশন করলে লোকেরা সাহাবীদের কাছে জিজ্ঞেস করল : আপনারা এ রোগীর চিকিৎসা করতে পারেন কি? সাহাবীরা সাতবার সূরা ফাতিহা পাঠ করে রোগীর গায়ে ফুঁ দিলে রোগী সুস্থ হয়ে যায়। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ঘটনা বর্ণনা করা হলে তিনি এ কার্যক্রমকে জায়েজ বলে মত প্রকাশ করেন।

এমনিভাবে আরো অনেক হাদীস থেকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর 'কুল আউযু' শীর্ষক সূরাসমূহ পাঠ করে ফুঁ দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। সাহাবী ও তাবেয়ীগণও কুরআনের আয়াত দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করেছেন বলে প্রমাণিত আছে। এ আয়াতের অধীনে কুরতুবী এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

وَلَا يَزِيدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا এ থেকে জানা যায় যে, বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে কুরআন পাঠ করলে যেমন কুরআন দ্বারা রোগের চিকিৎসা হয়ে থাকে, তেমনি অবিশ্বাস এবং কুরআনের প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন ক্ষতি এবং বিপদাপদের কারণও হয়ে থাকে।

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ এখানে شَاكِلَةٌ শব্দের তাফসীর প্রসঙ্গে স্বভাব, অভ্যাস, প্রকৃতি, নিয়ত ও রীতি ইত্যাদি বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। সবগুলোর সারমর্ম পরিবেশ, অভ্যাস এবং প্রথা ও প্রচলনের দিক দিয়ে প্রত্যেক মানুষের একটি অভ্যাস ও মানসিকতা গড়ে উঠে। এই অভ্যাস ও মানসিকতা অনুযায়ী তার কাজ কর্ম হয়ে থাকে। -(কুরতুবী) এতে মানুষকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, মন্দ পরিবেশ, মন্দ সংসর্গ ও মন্দ অভ্যাস থেকে বিরত থাকা দরকার এবং সৎলোকদের সংসর্গ ও সৎ অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। -(জাসসাস) কেননা পরিবেশ সংসর্গ এবং প্রথা ও প্রচলিত রীতি দ্বারা মানুষের যে স্বভাব গড়ে উঠে, তার প্রত্যেক কাজ তদনুযায়ীই হয়ে থাকে। ইমাম জাসসাস এ স্থলে شَاكِلَةٌ -এর এক অর্থ, সমভাবাপন্নও উল্লেখ করেছেন। এদিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার সমভাবাপন্ন ব্যক্তির সাথে অন্তরঙ্গ হয়। সাধু সাধুর সাথে এবং দুষ্ট দুষ্টের সাথে অন্তরঙ্গ হয় এবং তারই কর্মপন্থা অনুরসণ করে, আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত উক্তি এর নজির:

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ অর্থাৎ, ভ্রষ্টা নারী ভ্রষ্টপুরুষদের জন্য এবং পবিত্রা নারী পবিত্র পুরুষদের জন্য। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রকৃতির অনুরূপ পুরুষ ও নারীর সাথে অন্তরঙ্গ হয়। এর সারমর্মও এই যে, খারাপ সংসর্গ ও খারাপ অভ্যাস থেকে বিরত থাকার প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত।

আলোচ্য ৮৫ নং আয়াতে রূহ সম্পর্কে কাফেরদের পক্ষ থেকে একটি প্রশ্ন এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এর জবাব উল্লিখিত হয়েছে। রূহ শব্দটি অভিধান, বাকপদ্ধতি এবং কুরআন পাকে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত অর্থ তাই যা এ শব্দ থেকে সাধারণভাবে বুঝা যায়। অর্থাৎ প্রাণ, যার বদৌলতে জীবন কায়েম রয়েছে। কুরআন পাকে এ শব্দটি জিবরাঈলের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِكَ -এবং হযরত ঈসা (আ.) -এর জন্যও কয়েক আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। এমন কি স্বয়ং কুরআনেও ওহীকে রূহ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন- اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا

রূহ বলে কি বুঝানো হয়েছে : এ বিষয়ই এখানে প্রথম প্রণিধানযোগ্য যে, প্রশ্নকারীরা কোন অর্থের দিক দিয়ে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল? কোনো কোনো তাফসীরবিদ বর্ণনার পূর্বাপর ধারার প্রতি লক্ষ্য করে প্রশ্নটি ওহী, কুরআন অথবা ওহীবাহক ফেরেশতা জিবরাঈল সম্পর্কে সাব্যস্ত করেছেন। কেননা এর পূর্বেও وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ এ কুরআনের উল্লেখ ছিল এবং পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আবার কুরআনের উল্লেখ রয়েছে। এর সাথে মিল রেখে তারা বুঝেছেন যে, এ প্রশ্নেও রূহ বলে ওহী, কুরআন অথবা জিবরাঈলকেই বুঝানো হয়েছে। প্রশ্নের উদ্দেশ্য এই যে, আপনার প্রতি ওহী কিভাবে আসে? কে আনে? কুরআন পাক এর উত্তরে শুধু এতটুকু বলেছে যে, আল্লহর নির্দেশে ওহী আসে। ওহীর পূর্ণ বিবরণ ও অবস্থা বলা হয়নি।

কিন্তু যেসব সহীহ হাদীসে এ আয়াতের শানে-নুযূল বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোতে প্রায় পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে যে, প্রশ্নকারীরা জৈব রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল এবং রূহের স্বরূপ অবগত হওয়াই প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল। অর্থাৎ রূহ কি? মানবদেহে রূহ কিভাবে আগমন করে? কিভাবে এর দ্বারা জীবজন্তু ও মানুষ জীবিত হয়ে যায়? সহীহ বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ

-এর সাথে মদিনার জনবসতিহীন এলাকায় পথ অতিক্রম করছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে খর্জুর ডালের একটি ছড়ি ছিল। তিনি কয়েকজন ইহুদির কাছ দিয়ে গমন করছিলেন। তারা পরস্পরে বলাবলি করছিল, মুহাম্মদ ﷺ আগমন করছেন। তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। অপর কয়েকজন নিষেধ করল। কিন্তু কয়েকজন ইহুদি প্রশ্ন করেই বসল। প্রশ্ন শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ ছড়িতে ভর দিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি অনুমান করলাম যে, তাঁর প্রতি ওহী নাজিল হবে। কিছুক্ষণ পর ওহী নাজিল হলে তিনি এ আয়াত পাঠ করে শোনালেন وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ বলাবাহুল্য কুরআন অথবা ওহীকে রূহ বলা কুরআনের একটি বিশেষ পরিভাষা ছিল। এখানে তাদের প্রশ্নকে এ অর্থে নেওয়া খুবই অবান্তর; তবে জৈব ও মানবীয় রূহের ব্যাপারটি এমন যে, এর প্রশ্ন প্রত্যেকের মনেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ জন্যই ইবনে কাছীর ও ইবনে জারীর, কুরতবী, বাহরে মুহীত, রূহুল মা'আনী প্রমুখ সাধারণ তাফসিরবিদরাই সাব্যস্ত করেছেন যে, জৈব রূহের স্বরূপ সম্পর্কেই প্রশ্ন করা হয়েছিল। বর্ণনার পূর্বাপর ধারায় কুরআনের আলোচনা এবং মাঝখানে রূহের প্রশ্নোত্তর বেখাপ্পা বলে প্রশ্ন করা হলে এর উত্তর এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফের ও মুশরিকদের বিরোধিতা এবং হঠকারিতাপূর্ণ প্রশ্নের আলোচনা এসেছে, যার উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালত পরীক্ষা করা। এ প্রশ্নটিও তারই একটা অংশ; কাজেই বেখাপ্পা নয়। বিশেষ করে শানে নুযূল সম্পর্কে অপর একটি সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে। তাতে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, প্রশ্নকারীদের উদ্দেশ্য ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ- এর রিসালত পরীক্ষা করা।

মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন: কোরায়শরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সঙ্গত অসঙ্গত অনেক প্রশ্ন করত। একবার তারা মনে করল যে, ইহুদিরা বিদ্বান লোক। তারা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহেরও জ্ঞান রাখে। কাজেই তাদের কাছ থেকে কিছু প্রশ্ন জেনে নেওয়া দরকার; যেগুলো দ্বারা মুহাম্মদের পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। তদনুসারে কোরায়শরা কয়েকজন লোক ইহুদিদের কাছে প্রেরণ করল। তারা শিখিয়ে দিল যে, তোমরা তাঁকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন কর। (ইবনে কাছীর) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেই এক আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত রয়েছে যে, ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যে প্রশ্ন করেছিল তাতে এ কথাও বলেছিল যে, রূহকে কিভাবে আজাব দেওয়া হয়। তখন পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোনো আয়াত নাজিল হয়নি বিধায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাৎক্ষণিক উত্তরদানে বিরত থাকেন। এরপর ফেরেশতা হযরত জিবরাইল (আ.) قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ আয়াত নিয়ে অবতরণ করেন। -(ইবনে কাছীর)

প্রশ্ন মক্কায় করা হয়েছিল না মদিনায় : এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর যে দু'টি হাদীস উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস অনুযায়ী প্রশ্নটি মদিনায় করা হয়েছিল। এ কারণেই কোনো কোনো তাফসীরবিদ আয়াতটিকে "মদনী' সাব্যস্ত করেছেন যদিও সূরা বনী-ইস্রাঈলের অধিকাংশই মক্কী। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত অনুসারে প্রশ্নটি মক্কায় করা হয়েছিল। এ দিক দিয়ে গোটা সূরার ন্যায় এ আয়াতটিও মক্কী। এ কারণেই আল্লামা ইবনে কাছীর (র.) এ সম্ভাবনাকেই অগ্রাধিকার দিয়ে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীসের উত্তরে বলেছেন যে, সম্ভবত এ আয়াতটি মদিনায় পুনর্বার নাজিল হয়েছে; যেমন কুরআনের অনেক আয়াতের পুনর্বার অবতরণ সবার কাছেই স্বীকৃত। তাফসীরে মাযহারী হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর রেওয়ায়েতকে অগ্রাধিকার দিয়ে সূরাটি মদিনার এবং আয়াতকে মদনী সাব্যস্ত করেছে। তাফসীরে মাযহারী এর দু'টি কারণ উল্লেখ করেছে : **এক.** এ রেওয়ায়েতটি বুখারী ও মুসলিমে বর্তমান। এর সনদ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতের সনদের চাইতে শক্তিশালী। **দুই.** এতে বর্ণনাকারী হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) স্বয়ং নিজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত থেকে বাহ্যত ঃ এটাই বুঝা যায় যে, তিনি বিষয়টি কারো কাছে শুনেছেন।

উল্লিখিত প্রশ্নের জবাব : প্রশ্নের উত্তরে কুরআন বলেছে : قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي এই জবাবের ব্যাখ্যায় তাফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। তন্মধ্যে কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (র.)-এর উক্তিটিই সর্বাধিক বোধগম্য ও সুস্পষ্ট। তা এই যে, জবাবে যতটুকু বিষয় বলা জরুরি ছিল এবং যতটুকু বিষয় সাধারণ লোকের বোধগম্য ছিল, ততটুকুই বলে দেওয়া হয়েছে। রূহের সম্পূর্ণ স্বরূপ সম্পর্কে যে প্রশ্ন ছিল জবাবে তা বলা হয়নি। কারণ তা বুঝা সাধারণ লোকের সাধ্যাতীত ব্যাপার ছিল এবং তাদের কোনো প্রয়োজন এটা বুঝার উপর নির্ভরশীলও ছিল না। এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে উত্তরে বলে দিন : রূহ আমার পালনকর্তার আদেশের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, রূহ সাধারণ সৃষ্টজীবের মতো উপাদানের সমন্বয়ে এবং জন্ম ও বংশবিস্তারের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেনি, বরং তা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার আদেশ كُنْ (হও) দ্বারা সৃজিত। এই জবাব একথা ফুটিয়ে তুলেছে যে, রূহকে সাধারণ বস্তু নির্ণয়ের মাপকাঠিতে পরখ করা যায় না। ফলে, রূহকে সাধারণ বস্তু নির্ণয়ের মাপকাঠিতে পরখ করার ফলশ্রুতিতে যেসব সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে সেগুলো দূর হয়ে গেল। রূহ সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞানই মানুষের জন্য যথেষ্ট। এর বেশি জ্ঞানের উপর তার কোনো ধর্মীয় অথবা পার্থিব প্রয়োজন আটকা নয়। তাই প্রশ্নের সেই অংশটিকে অনর্থক ও বাজে সাব্যস্ত করে জবাব দেওয়া হয়নি; বিশেষত : যে ক্ষেত্রে এর স্বরূপ বুঝা সাধারণ লোকের তো কথাই নেই, বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিতের পক্ষেও সহজ নয়।

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ পূর্ববর্তী আয়াতে রূহ সম্পর্কিত প্রশ্নের প্রয়োজন পরিমাণে উত্তর দিয়ে রূহের স্বরূপ আবিষ্কারের প্রয়াস থেকে একথা বলে নিবৃত্ত করা হয়েছিল যে, মানুষের জ্ঞান যত বেশিই হোক না কেন, বস্তুনিচয়ের সর্বব্যাপী স্বরূপের দিক দিয়ে তা অল্পই। তাই অনাবশ্যক আলোচনা ও খোঁজাখুঁজিতে লিপ্ত হওয়া মূল্যবান সময় নষ্ট করারই নামান্তর। وَلَئِنْ شِئْنَا আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষকে যতটুকুই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাও তো তার ব্যক্তিগত জায়গীর নয়। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাও ছিনিয়ে নিতে পারে। কাজেই বর্তমান জ্ঞানের জন্য তার কৃতজ্ঞ থাকা এবং অনর্থক ও বাজে গবেষণায় সময় নষ্ট না করা উচিত। বিশেষত যখন উদ্দেশ্য গবেষণা করা নয়; রবং অপরকে পরীক্ষা করা ও লজ্জিত করাই উদ্দেশ্য হয়। মানুষ যদি এরূপ করে, তবে এই বক্রতার পরিণতিতে তার অর্জিত জ্ঞানটুকু বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। এ আয়াতে যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু আসলে উম্মতকে শোনানোই উদ্দেশ্য; অর্থাৎ রাসূলের জ্ঞানও যখন তার ক্ষমতাধীন নয়, তখন অন্যের তো প্রশ্নই উঠে না।

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ এ বিষয়বস্তুটি কুরআন পাকের কয়েকটি আয়াতেই ব্যক্ত হয়েছে। এতে সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে সম্বোধন করে দাবি করা হয়েছে যে, যদি তোমরা কুরআনকে আল্লাহর কালাম স্বীকার না কর, রবং কোনো মানব রচিত কালাম মনে কর, তবে তোমরাও তো মানব, সুতরাং এর সমতুল্য কালাম রচনা করে তোমরা দেখিয়ে দাও। আয়াতে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, শুধু মানবই নয় জিনদেরকেও সাথে মিলিয়ে নাও। অতঃপর সবাই মিলে কুরআনের একটি সূরা রবং একটি আয়াতের অনুরূপ ও রচনা করতে সক্ষম হবে না।

এ বিষয়বস্তুর এখানে পুনরাবৃত্তি সম্ভবতঃ এ কারণে যে, তোমরা আমার রাসূলকে নবুয়ত ও রিসালাত পরীক্ষা করার জন্য রূহ ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন তাঁর প্রতি করে থাক। তোমরা কেন এসব অনর্থক কাজে ব্যাপৃত রয়েছ? স্বয়ং কুরআনকে দেখে নিলেই তাঁর নবুয়তও রিসালত সম্পর্কে কোনো সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ থাকবে না। কেননা সমগ্র বিশ্বের মানবও জিন যখন তাঁর সামান্যতম দৃষ্টান্ত রচনা করতে সক্ষম নয়, তখন এটা যে আল্লাহর কালাম, তাতে কি সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে? কুরআনের খোদায়ী কালাম হওয়া যখন এভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নবুয়ত ও রিসালত সম্পর্কেও কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

সর্বশেষ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদিও কুরআনের মু'জিযা এতটুকু জাজ্বল্যমান যে, এরপর কোনো প্রশ্ন ও সন্দেহের অবকাশ থাকে না ; কিন্তু বাস্তব হচ্ছে এই যে, অধিকাংশ লোক আল্লাহর নিয়ামতের শোকর করে না এবং কুরআনরূপী নিয়ামতকেও মূল্য দেয় না। তাই পথভ্রষ্টতায় উদভ্রান্ত হয়ে তারা ঘোরাফেরা করে।

শব্দবিশ্লেষণ :

زَهَقَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلزُّهُوْقُ মূলবর্ণ (ز . ه . ق) জিনস صحيح অর্থ- শরীর থেকে প্রাণ বের হয়ে যাওয়া, কোনো জিনিস মিটে যাওয়া।

لَايَزِيْدُ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلزِّيَادَةُ মূলবর্ণ (ز . ى . د) জিনস اجوف يائى অর্থ- বেশি হওয়া, বেশি করা।

نَاَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلنَّأْىُ মূলবর্ণ (ن . أ . ى) জিনস مركب (مهموز عين ও ناقص يائى) অর্থ- সে দূর হয়ে গেল। (আবূ উবায়দা) চেহারা ফিরিয়ে নিল। (আবূ আমর ইবনুল আলা) যেহেতু আয়াতে কারীমার মধ্যে نا ফে'লটি باء হরফের সঙ্গে এসেছে, এজন্য আবূ উবায়দা (রা.)-এর কথানুযায়ী তরজমা হবে, সে চেহারা দূর করে নিল। হযরত আবূ আমর এর অভিমত অনুযায়ী তরজমা হবে, সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে নিল। কোনো কোনো কেরাতে نَاءَ بِجَانِبِهٖ এসেছে। এর মাসদার اَلنَّوْءُ বাব نَصَرَ অর্থাৎ গর্দানকে গর্ব ভরে উঠিয়ে নেওয়া। ناء-এর পরে যদি عن হয়, তবে দূর করার অর্থে আসে।

اَهْدٰى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْهِدَايَةُ মূলবর্ণ (ه . د . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- হেদায়েত পাওয়া।

مَاۤاُوْتِيْتُمْ : مَا নাফিয়া اُوْتِيْتُمْ সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (أ . ت . ى) জিনস مركب (مهموز فاء ও ناقص يائى) অর্থ- দেওয়া।

لَنَذْهَبَنَّ : সীগাহ جمع متكلم বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله ردفعل مستقبل معروف বাব فَتَحَ মাসদার اَلذَّهَابُ মূলবর্ণ (ذ . ه . ب) জিনস صحيح অর্থ- যাওয়া। চলা।

فَاَبٰى : فَاء হরফে আতফ। اَبٰى সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব فتح ও ضرب মাসদার اَلْاِبَاءُ মূলবর্ণ (ا . ب . ى) জিনস مركب (مهموز فاء ও ناقص يائى) অর্থ- কঠিনভাবে অস্বীকার করা। তাছাড়া ابَاء (অস্বীকার) -এর ক্ষেত্রে কাঠিণ্যতা না থাকলে, তাকে اِبَاء বলা যায় না।

يَنْبُوْعًا : ইসম; একবচন, বহুবচন يَنَابِيْعُ মাসদার اَلنُّبُوْعُ ও اَلنَّبْعُ বাব فَتَحَ ও نَصَرَ، ضَرَبَ অর্থ- ঝরনা; কূয়া বা ঝরনা হতে পানি উপচে পড়া।

فَتُفَجِّرَ : فَاء হরফে আতফ। তা'কীবের জন্য। تُفَجِّرَ সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّفْجِيْرُ মূলবর্ণ (ف . ج . ر) জিনস صحيح অর্থ- প্রবাহিত করা।

অনুবাদ	আয়াত
৯৩. কিংবা আপনার নিমিত্ত কোনো স্বর্ণ-নির্মিত ঘর না হয়, অথবা আপনি আসমানে আরোহণ না করেন, আর আমারা তো আপনার আরোহণের কথা কখনো বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত না আপনি আমাদের নিকট একটি লিখিত নির্দশন না আনেন, যা আমরা পড়েও নিতে পারি; আপনি বলে দিন, সুবহানাল্লাহ! আমি তো একজন মানুষ-রাসূল ব্যতীত আর কিছুই নই।	أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ ۚ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا (٩٣)
৯৪. আর যখন সে লোকদের নিকট হেদায়েত পৌঁছল, তখন তাদেরকে ঈমান আনায় এটা ব্যতীত আর কিছুই বাধা দেয়নি যে, তারা বলল, আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন?	وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا (٩٤)
৯৫. আপনি বলে দিন, যদি জমিনে ফেরেশতা থাকত, যারা তাতে চলাফেরা করত, অবস্থান করত, তবে অবশ্যই আমি আসমান হতে ফেরেশতাকে তাদের প্রতি রাসূলরূপে পাঠাতাম।	قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا (٩٥)
৯৬. আপনি বলে দিন, আমারও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই সাক্ষীরূপে যথেষ্ট, তিনি তো তাঁর বান্দাদেরকে সবিশেষ জানেন ও দেখেন।	قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (٩٦)

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৩. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ কিংবা আপনার নিমিত্ত কোনো স্বর্ণ-নির্মিত ঘর না হয় أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ অথবা আপনি আসমানে আরোহণ না করেন وَلَن نُّؤْمِنَ আর আমরা তো কখনো বিশ্বাস করব না لِرُقِيِّكَ আপনার আরোহণের কথা حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا যে পর্যন্ত না আপনি আমাদের নিকট না আনেন كِتَابًا একটি লিখিত নিদর্শন نَّقْرَؤُهُ যা আমরা পড়েও নিতে পারি قُلْ আপনি বলে দিন سُبْحَانَ رَبِّي সুবহানাল্লাহ هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا আমি তো একজন মানুষ-রাসূল ব্যতীত আর কিছুই নই।

৯৪. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا আর তাদেরকে ঈমান আনয়নে এটা ব্যতীত আর কিছুই বাধা দেয় নি যে, إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ যখন সে লোকদের নিকট হেদায়েত পৌঁছেছিল তখন إِلَّا أَن قَالُوا তারা বলল أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا আল্লাহ কি মাননুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন?

৯৫ قُلْ আপনি বলে দিন لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ যদি জমিনে ফেরেশতা থাকত يَمْشُونَ যারা চলাফেরা করত مُطْمَئِنِّينَ অবস্থান করত لَنَزَّلْنَا তবে অবশ্যই আমি পাঠাতাম عَلَيْهِم তাদের প্রতি مِّنَ السَّمَاءِ আসমান থেকে مَلَكًا ফেরেশতাকে رَّسُولًا রাসূলরূপে।

৯৬. قُلْ আপনি বলে দিন كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا আল্লাহই সাক্ষীরূপে যথেষ্ট بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ আমার ও তোমাদের মধ্যে إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا তিনি নিজ বান্দাদেরকে খুব জানেন খুব দেখেন।

وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكْمًا وَّصُمًّا ؕ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا (٩٧)

৯৭. আর আল্লাহ যাকে সৎপথে আনেন সে-ই সৎপথে আসে, আর যাকে তিনি বিপথগামী করেন, তবে আপনি আল্লাহ ভিন্ন কাউকেও এরূপ লোকদের সাহায্যকারী পাবেন না; আর আমি কিয়ামত দিবসে তাদেরকে অন্ধ, বোবা ও বধির করে মুখের উপর ভর দিয়ে হাটাব, তাদের বাসস্থান দোজখ, তা যখনই কিছু নিস্তেজ হতে থাকবে, তখনই তাদের জন্য আরো সতেজ করে দিব।

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا (٩٨)

৯৮. এটা তাদের শাস্তি, এজন্য যে, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছিল, আর এরূপ বলেছিল- তবে কি যখন আমরা হাড় এবং একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনো কি আমাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করে পুনরুত্থিত করা হবে?

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا (٩٩)

৯৯. তাদের কি এতটুকুও জানা নেই যে, যে আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি এটাও করতে সক্ষম যে, তাদের অনুরূপ মানুষ দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করেন এবং তিনি তাদের জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, যাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই, তবুও এ জালেমরা অস্বীকার করা ব্যতীত রইল না।

শাব্দিক অনুবাদ :

৯৭. وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ আর আল্লাহ যাকে সৎ পথে আনেন فَهُوَ الْمُهْتَدِ সে-ই সৎপথে আসে وَمَنْ يُّضْلِلْ আর যাকে তিনি বিপথগামী করেন فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِهٖ তবে আপনি আল্লাহ ভিন্ন কাউকেও এরূপ লোকদের সাহায্যকারী পাবেন না وَنَحْشُرُهُمْ আর আমি তাদেরকে হাটাব يَوْمَ الْقِيٰمَةِ কিয়ামত দিবসে عَلٰى وُجُوْهِهِمْ মুখের উপর ভর দিয়ে عُمْيًا অন্ধ وَّبُكْمًا বোবা وَّصُمًّا ও বধির করে مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ তাদের বাসস্থান দোজখ كُلَّمَا خَبَتْ তা যখনই কিছু নিস্তেজ হতে থাকবে زِدْنٰهُمْ سَعِيْرًا তখনই তাদের জন্য আরো সতেজ করে দিব।

৯৮. ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ এটাই তাদের শাস্তি بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا এজন্য যে, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছিল وَقَالُوْا আর এরূপ বলেছিল ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا তবে কি যখন আমরা হাড় এবং একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ তখনো কি পুনরুত্থিত করা হবে خَلْقًا جَدِيْدًا আমাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি করে।

৯৯. اَوَلَمْ يَرَوْا তাদের কি এতটুকুও জানা নেই যে اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ যে আল্লাহ আসমানসমূহ ও জমিনকে সৃষ্টি করেছেন قَادِرٌ তিনি এটাও করতে সক্ষম যে عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ তাদের অনুরূপ মানুষ দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করেন وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا এবং তিনি তাদের জন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন لَا رَيْبَ فِيْهِ যাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই فَاَبَى الظّٰلِمُوْنَ اِلَّا كُفُوْرًا তবুও এ জালেমরা অস্বীকার করা ব্যতীত রইল না।

১০০. আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের রহমতের ভাণ্ডারসমূহের অধিকারী হতে, তবে তোমরা খরচের ভয়ে অবশ্যই হাত গুটিয়ে রাখতে, বস্তুতঃ মানুষ হচ্ছে বড়ই সঙ্কীর্ণমনা।	قُلْ لَّوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْٓ اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ ۭ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا (۱۰۰)

শাব্দিক অনুবাদ :

১০০. قُلْ আপনি বলে দিন لَوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ যদি তোমরা অধিকারী হতে خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّيْٓ আমার প্রতিপালকের রহমতের ভাণ্ডার সমূহের اِذًا لَّاَمْسَكْتُمْ তবে তোমরা অবশ্যই হাত গুটিয়ে রাখতে خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ খরচের ভয়ে وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُوْرًا বস্তুতঃ মানুষ হচ্ছে বড়ই সঙ্কীর্ণমনা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوْعًا .... قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا

শানে নুযূল : আলোচ্য আয়াতসমূহ নাজিল হবার কারণ সম্পর্কে দীর্ঘ এক হাদীছ বর্ণিত রয়েছে। আয়াতের ভাবার্থ বোধগম্য লক্ষ্য হবার জন্য দীর্ঘ হাদীসের সারসংক্ষেপটুকু পাঠকের সামনে তুলে ধরা হলো।

আলোচ্য আয়াতসমূহ কুরাইশ নেতৃবর্গ যথা রবীআর দু'পুত্র আবূ সুফিয়ান, উতবা, শায়বা, নযর বিন হারেছ, আবূ জাহল, আব্দুল্লাহ বিন আবী উমাইয়্যা, উমাইয়্যা বিন খালফ, আবুল বাখতারী ও ওয়ালীদ বিন মুগীরা প্রমুখ, একদা রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে কতিপয় দাবি উত্থাপন করে। সর্বপ্রথম তারা বলল, হে মুহাম্মদ! আমরা আপনার নিকট আলোচনা করতে প্রেরিত হয়েছি। আপনি আপনার কওমে যে সকল বিষয়ের সুচনা করেছেন, আরবের মধ্যে আর অন্য কেউ এমন করেছে বলে আমাদের জানা নেই। আপনি পূর্ব পুরুষদেরকে মন্দাচারী করছেন, ধর্ম সম্পর্কে দোষারোপ করছেন, মাবুদদেরকে ভর্ৎসনা করছেন, গোত্রের ঐক্যে ফাটল ধরালেন, বুদ্ধিমানদেরকে বোকা বানালেন, আমাদের মধ্যে এমন কোনো জঘন্য কাজ নেই যেগুলো আপনি করেন নি। আপনি যদি মাল চান, তাহলে বলুন তা জমায়েত করে দেব। আপনি যদি মর্যাদা চান তাহলে বলুন আপনাকে নেতা বানিয়ে নেব। আপনি যদি আমাদের উপর রাজ্য চালনা করতে চান তাহলে রাজ্যাধিনায়ক বানিয়ে নেব। আপনার প্রতি যদি কোনো দুষ্ট জিনের আসিব থাকে, তাহলে বলুন আমরা সম্পদ ব্যয় করে তার চিকিৎসা করে দিব। রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা যা বলছ আমার মধ্যে তা থেকে কিছুই নেই। আল্লাহ আমাকে তোমাদের প্রতি রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। আমি যা নিয়ে এসেছি, যদি তা মান্য কর তাহলে উভয় জাহানে তোমাদেরই কল্যাণ নিহিত। আর তোমরা যদি তা প্রত্যাখান করে দাও, তাহলে আল্লাহর ফয়সালা আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষায় থাকব। তারা আরো বলল যে, জায়গার সঙ্কীর্ণতার কারণে আমাদের জীবন ধারাই চলছে সংকীর্ণতার সাথে। সুতরাং যে পাহাড়গুলোর কারণে সঙ্কীর্ণতায় রয়েছি সেগুলোকে সমতল করে প্রস্রবর্ণ প্রাবাহিত করত ঃ আমাদের পিতৃপুরুষকে পূর্ণজীবন গঠিয়ে দিন। তারা আরো বলল, আপনার রবকে বলুন, আপনাকে সমর্থন করার জন্য আপনার সাথে একজন ফেরেশতা নির্ধারণ করার জন্য। আপনার জন্য উদ্যান, অট্টালিকা ও স্বর্ণ রৌপ্যের ধন ভাণ্ডারের আবেদন করুন। আপনাকে যেন আমাদের ন্যায় জীবিকা অন্বেষণ করতে না হয়। আপনার ধারণা

মতে আপনার রবের ক্ষমতা থাকলে আসমানের কোনো একটি খণ্ডকে আমাদের উপর যেন ফেলে দেন। আমরা যতদূর জেনেছি তা হলো যে, ইয়ামামার অধিবাসী রাহমান নামক জনৈক ব্যক্তি আপনাকে শিক্ষা দিচ্ছে। সে রাহমানের প্রতি আমরা কখনো বিশ্বাস করি না। তাদের এ সকল প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত আয়াতসমূহ নাজিল করেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে ইকরিমার বরাতে ওয়াহেদী এ রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন। −(কুরতুবী ২৮৭/১০, ইবনে কাছীর ৬৪/৩, তাবারী ১৪৯/৮, রূহুল মা'আনী পৃ.১৭০, খ.৮, পারা-১৫)

قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا

শানে নুযূল : বর্ণিত রয়েছে কাফের কুরাইশরা هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا আয়াত যখন শুনতে পেল, তখন তারা রাসূল ﷺ-কে বলল যে, আপনি যদি সত্যিকার ভাবেই আল্লাহর রাসূল হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার পক্ষের সাক্ষী কে? তাদের সে জিজ্ঞাসার জবাব দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। −(কুরতুবী : ২৯০/১০)

অসামঞ্জস্য প্রশ্নের পয়গম্বরসুলভ জবাব : আলোচ্য আয়াতসমূহে যে সব প্রশ্ন ও ফরমায়েশ বিশ্বাস স্থাপনের শর্ত হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে করা হয়েছে, প্রত্যেক মানুষ এগুলোকে এক প্রকার ঠাট্টা এবং বিশ্বাস স্থাপন না করার বেহুদা বাহানা ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারে না। এ ধরনের প্রশ্নের জবাবে মানুষ স্বভাবতই রাগের বশবর্তী হয়ে জবাব দেয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পয়গম্বরকে যে জবাব শিক্ষা দিয়েছেন, তা প্রণিধানযোগ্য সংস্কারদের জন্য চিরস্মরণীয় এবং কর্মের আদর্শ করার বিষয়। সবগুলো প্রশ্নের জবাবে তাদের নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করা হয়নি এবং হঠকারিতা পূর্ণ দুষ্টামিও ফুটিয়ে তোলা হয়নি। তাদের বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রূপাত্মক বাক্যও উচ্চারণ করা হয়নি, বরং সাদাসিধা ভাষায় আসল স্বরূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, সম্ভবতঃ তোমাদের ধারণা এই যে, আল্লাহর রাসূলও সমগ্র খোদায়ী ক্ষমতার মালিক এবং সব কিছু করতে সক্ষম হওয়া উচিত। এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। রাসূলের কাজ শুধু আল্লাহর পয়গাম পৌঁছানো। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রেসালাত প্রমাণ করার জন্য অনেক মু'জিযাও প্রেরণ করেন। কিন্তু সেগুলো নিছক আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও ক্ষমতা দ্বারা হয়। রাসূল খোদায়ী ক্ষমতা লাভ করেন না। তিনি একজন মানব, কাজেই মানবিক শক্তি বহির্ভূত নন। তবে যদি আল্লাহ তা'আলাই তাঁর সাহায্যার্থে স্বীয় শক্তি প্রকাশ করেন, তবে তা ভিন্ন কথা।

মানবের রাসূল মানবই হতে পারেন: সাধারণ কাফের ও মুশরিকদের ধারণা ছিল, মানব আল্লাহর রাসূল হতে পারে না। কেননা সে মানবীয় অভাব ও প্রয়োজনে অভ্যস্ত হয়। কাজেই সাধারণ মানুষের উপর তার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই যে, তারা তাকে রাসূল মনে করে অনুসরণ করবে। তাদের এ ধারণার জবাব কুরআন পাকে কয়েক জায়গায় বিভিন্ন শিরোনামে দেওয়া হয়েছে। এখানে وَمَا مَنَعَ النَّاسَ আয়াতে যে জবাব দেওয়া হয়েছে, তার সারমর্ম হলো যে, রাসূলকে যাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়, তাকে তাদেরই শ্রেণিভুক্ত হতে হবে। তারা মানব হলে রাসূলেরও মানব হওয়া উচিত। কেননা ভিন্ন শ্রেণির সাথে পারস্পরিক মিল ব্যতীত হেদায়েত ও পথ প্রদর্শনের উপকার অর্জিত হয় না। ফেরেশতা ক্ষুধা পিপাসা জানে না, কাম-প্রবৃত্তিরও জ্ঞান রাখে না এবং শীত-গ্রীষ্মের অনুভূতি ও পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি থেকেও মুক্ত। এমতাবস্থায় মানুষের প্রতি কোনো ফেরেশতাকে রাসূল করে প্রেরণ করা হলে সে মানবের কাছেও উপরিউক্ত কর্ম আশা করত এবং মানবের দুর্বলতা ও অক্ষমতা উপলব্ধি করত না। এমনিভাবে মানব যখন বুঝত যে, সে ফেরেশতা, তার কাজ কর্মের অনুকরণ করার যোগ্যতা মানুষের নেই, তখন মানব তার অনুসরণ মোটেই করত না। সংশোধন ও পথ প্রদর্শনের উপকার তখন অর্জিত হতে পারে, যখন আল্লাহর রাসূল মানব জাতির মধ্য থেকে হন। তিনি একদিকে মানবীয় ভাবাবেগ ও স্বভাবগত কামনা-বাসনার বাহকও হবেন এবং সাথে সাথে এক প্রকার ফেরেশতা সুলভ শানেরও অধিকারী হবেন, যাতে সাধারণ

মানব ও ফেরেশতাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন ও মধ্যস্থতার দায়িত্ব পালন করতে পারেন এবং ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার কাছ থেকে ওহী বুঝে নিয়ে স্বজাতীয় মানবের কাছে পৌঁছাতে পারেন।

উপরিউক্ত বক্তব্য দ্বারা এ সন্দেহও দূর হয়ে গেল যে, মানুষ ফেরেশতার কাছ থেকে উপকার লাভে সক্ষম না হলে রাসূল মানব হওয়া সত্ত্বেও ফেরেশতার কাছ থেকে ওহী কিরূপে লাভ করতে পারবে?

প্রশ্ন হয় যে, রাসূল ও উম্মতের সমজাতীয় হওয়া যখন শর্ত, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিন জাতির রাসূল হিসেবে নিযুক্ত হলেন কিরূপে ? জিন তো মানবের সমজাতীয় নয়। উত্তর এই যে, রাসূল শুধু মানবই নন, বরং তিনি ফেরেশতাসুলভ ব্যক্তিত্ব এবং মর্যাদারও অধিকারী। এ কারণে তাঁর সাথে জিনদেরও সম্পর্ক থাকতে পারে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : তোমরা মানব হওয়া সত্ত্বেও দাবি কর যে, তোমাদের রাসূল ফেরেশতা হওয়া উচিত। এ দাবি অযৌক্তিক। যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা বসবাস করত এবং তাদের প্রতি রাসূল প্রেরণ করার প্রয়োজন দেখা দিত, তবে ফেরেশতাকেই রাসূল করা হতো। এখানে পৃথিবীতে বসবাসকারী ফেরেশতাদের বিশেষণ يَمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, তারা পৃথিবীতে নিশ্চিন্তে বিচরণ করে। এ থেকে জানা যায় যে, ফেরেশতাদের প্রতি ফেরেশতাকে রাসূল করে প্রেরণ করার প্রয়োজন তখনই হতো, যখন পৃথিবীর ফেরেশতারা স্বয়ং আকাশে যেতে না পারত, বরং পৃথিবীতেই বিচরণ করতে হতো। পক্ষান্তরে যদি তারা স্বয়ং আকাশে যাওয়ার শক্তি রাখত, তবে পৃথিবীতে রাসূল প্রেরণ করার প্রয়োজনই দেখা দিত না।

সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে, যদি তোমরা আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডারের মালিক হয়ে যাও, তবে তাতেও কৃপণতা করবে। কাউকে দিবে না এ আশঙ্কায় যে, এভাবে দিতে থাকলে ভাণ্ডারই নিঃশেষ হয়ে যাবে। অবশ্য আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডার কখনো নিঃশেষ হয় না। কিন্তু মানুষ স্বভাবগত ভাবে ছোটমনা ও কম সাহসী। অকাতরে দান করার সাহস তার নেই।

এখানে সাধারণ তাফসীরবিদগণ 'পালনকর্তার রহমতের ভাণ্ডার' শব্দের অর্থ নিয়েছেন ধনভাণ্ডার। পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, মক্কার কাফেররা ফরমায়েশ করেছিল, যদি আপনি বাস্তবিকই সত্য নবী হন, তবে মক্কার শুষ্ক মরুভূমিতে নদী-নালা প্রবাহিত করে একে সিরিয়ার মতো সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা করে দিন। এর জবাব পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমরা যেন আমাকে খোদাই মনে করে নিয়েছ। ফলে আমার কাছ থেকে খোদায়ী ক্ষমতা দাবি করছ। আমি তো একজন রাসূল মাত্র। খোদা নই যে, তোমরা যা চাইবে, তাই করব আলোচ্য আয়াতকে যদি এর সাথেই সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, মক্কার মরুভূমিকে নদী-নালা বিধৌত শস্য-শ্যামলা প্রান্তরে পরিণত করার ফরমায়েশ যদি আমার রেসালাত পরীক্ষা করার জন্য হয়, তবে এর জন্য কুরআনের অলৌকিকতার মু'জিযাটিই যথেষ্ট। অন্য ফরমায়েশের কোনো প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে যদি জাতীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য হয়, তবে স্মরণ রেখ, যদি তোমাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী মক্কার ভূখণ্ডে তোমাদেরকে সবকিছু দেওয়াও হয় এবং ধন-ভাণ্ডারের মালিক তোমাদেরকে করে দেওয়া হয়, তবে এর পরিণামেও জাতীয় ও জনগণের সুখ-স্বাচ্ছান্দ্য হবে না। বরং মানবীয় অভ্যাস অনুযায়ী যার হাতে এই ধন ভাণ্ডার থাকবে, সে সর্প হয়ে তার উপর বসে যাবে, জনগণের কল্যাণার্থে ব্যয় করতে চাইবে না দারিদ্রের আশঙ্কা করবে। এমতাবস্থায় মক্কার গুটিকতক বিত্তশালীর আরো বিত্তশালী ও সুখী হওয়া ছাড়া জনগণের আর কি উপকার হবে? অধিকাংশ তাফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতের এ অর্থই সাব্যস্ত করেছেন।

কিন্তু হাকীমুল উম্মত হযরত আশ্রাফ আলী থানভী (র.) বয়ানুল কুরআনে এখানে রহমতের অর্থ নবুয়তও রিসালাত এবং ভাণ্ডারের অর্থ নবুয়তের উৎকর্ষ নিয়েছেন। এ তাফসীর অনুযায়ী পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক এই যে,

তোমরা আমার নবুয়ত ও রিসালাতের জন্য যেসব আগাগোড়াহীন অনর্থক দাবি করছ, সেগুলোর সারমর্ম এই যে, তোমরা আমার নবুয়ত স্বীকার করতে চাও না। অতঃপর তোমরা কি চাও যে, নবুয়তের ব্যবস্থাপনা তোমাদের হাতে অর্পণ করা হোক, যাতে তোমরা যাকে ইচ্ছা নবী করে দাও। এরূপ করা হলে এর পরিণতি হবে এই যে, তোমরা কাউকে নবুয়ত দেবে না -কৃপণ হয়ে বসে থাকবে। হযরত থানভী (র.) এই তাফসীর লিপিবদ্ধ করে বলেছেন যে, এটা আল্লাহ তা'আলার অন্যতম দান। তাফসীরটি খুবই স্থানোপযোগী। এ স্থলে নবুয়তকে রহমত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা এমন, যেমন -اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَةَ رَبِّكَ আয়াতে সর্বস্বীকৃত মতে রহমত শব্দের অর্থ- নবুয়ত।

শব্দবিশ্লেষণ :

تَرْقٰى : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلرُّقِيُّ মূলবর্ণ (ر ـ ق ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- উপরে চড়া।

نَقْرَءُهٗ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব فتح মাসদার اَلْقِرَاءَةُ ও اَلْقُرْاٰنُ মূলবর্ণ (ق ـ ر ـ أ) জিনস مهموز لام অর্থ- পড়া।

اَنْ يُّؤْمِنُوْا : اَنْ নাসেবা يؤمنوا সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْمَانُ মূলবর্ণ (أ ـ م ـ ن) জিনস مهموز فاء অর্থ- ঈমান আনা।

يَمْشُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَشْيَةُ মূলবর্ণ (م ـ ش ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- চলা।

مُطْمَئِنِّيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِطْمِيْنَانُ মূলবর্ণ (ط ـ م ـ ن) জিনস صحيح অর্থ- স্বাচ্ছন্দে থাকা, প্রশান্তিতে থাকা।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ فَسْـَٔلْ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ اِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا (١٠١)

১০১. আর আমি মূসাকে দান করেছিলাম নয়টি স্পষ্ট মু'জিযা, যখন তিনি বনী ইসরাঈলদের নিকট এসেছিলেন, আপনি বনী ইসরাঈলদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন– তখন ফেরাউন তাঁকে বলল, হে মূসা! আমার ধারণা যে, অবশ্যই তোমার উপর কেউ জাদুমন্ত্র করেছে।

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بَصَآئِرَ ۚ وَاِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا (١٠٢)

১০২. মূসা বললেন, তুমি খুব ভালো করেই জান যে, এ সমস্ত বিস্ময়কর নির্দশনসমূহ আসমান ও জমিনের প্রতিপালকই পাঠিয়েছেন, যা জ্ঞান লাভের উপায়, আর আমার ধারণা, হে ফেরাউন! অবশ্যই তোমার দুর্গতির দিন এসে পড়েছে।

فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا (١٠٣)

১০৩. অতঃপর সে সংকল্প করল যে, বনী ইসরাঈলদেরকে সে দেশ হতে উচ্ছেদ করে দিবে, সুতরাং আমি তাকে এবং যারা তার সঙ্গে ছিল, সকলকে নিমজ্জিত করে দিলাম।

وَّقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ لِبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا (١٠٤)

১০৪. এবং তার পর আমি বলে দিলাম– বনী ইসরাঈলদেরকে, তোমরা এ দেশে বসবাস করতে থাক, অতঃপর যখন পরলোকের অঙ্গীকার এসে পড়বে, তখন আমি সকলকে একত্র করে উপস্থিত করব।

শাব্দিক অনুবাদ :

১০১. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى আর আমি মূসাকে দান করেছিলাম تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ নয়টি স্পষ্ট মু'জিযা فَسْـَٔلْ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ আপনি বনী ইসরাঈলদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন اِذْ جَآءَهُمْ যখন তিনি বনী ইসরাঈলদের নিকট এসেছিলেন فَقَالَ لَهٗ فِرْعَوْنُ তখন ফেরাউন তাকে বলল اِنِّىْ لَاَظُنُّكَ يٰمُوْسٰى مَسْحُوْرًا হে মূসা ! আমার ধারণা যে, আবশ্যই তোমার উপর কেউ জাদু মন্ত্র করেছে।

১০২. قَالَ মূসা বললেন لَقَدْ عَلِمْتَ তুমি খুব ভালো করেই জান যে مَآ اَنْزَلَ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا এ সমস্ত বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহ পাঠিয়েছেন رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিনের প্রতিপালকই بَصَآئِرَ যা জ্ঞান লাভের উপায় وَاِنِّىْ لَاَظُنُّكَ আমার ধারণা হে ফেরাউন يٰفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا অবশ্যই তোমার দুর্গতির দিন এসে পড়েছে।

১০৩. فَاَرَادَ অতঃপর সে সংকল্প করল যে اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ বনী ইসরাঈলদেরকে নির্মূল করে দিবে مِّنَ الْاَرْضِ সে দেশ থেকে فَاَغْرَقْنٰهُ সুতরাং আমি তাকে নিমজ্জিত করে দিলাম وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا এবং যারা তার সঙ্গে ছিল সকলকে।

১০৪. وَّقُلْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ এবং তার পর আমি বলে দিলাম لِبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ বনী ইসরাঈলরদের কে اسْكُنُوا الْاَرْضَ তোমরা এ দেশে বসবাস করতে থাক فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ অতঃপর যখন পরলোকের অঙ্গীকার এসে পড়বে جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا তখন আমি সকলকে একত্র করে উপস্থিত করব।

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ؕ وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا (١٠٥)

১০৫. আর আমি এ কুরআনকে বরহকভাবেই নাজিল করেছি এবং তা যথাযথভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে; আর আমি আপনাকে শুধু সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপেই পাঠিয়েছি।

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا (١٠٦)

১০৬. এবং আমি কুরআনকে পৃথক পৃথক করে দিয়েছি, যেন আপনি তা মানুষের সমক্ষে থেমে থেমে পড়তে পারেন, আর আমি তাকে অবতরণ করার সময়ও ক্রমে ক্রমে নাজিল করেছি।

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖۤ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖۤ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا (١٠٧)

১০৭. আপনি বলে দিন যে, তোমরা এ কুরআনের উপর ঈমান আন কিংবা না আন [কোনো ক্ষতি নেই]; এর পূর্বে যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছিল, যখন এ কুরআন তাদের সম্মুখে পঠিত হতে থাকে, তখন তারা চিবুকের উপর সেজদায় পড়ে যায়।

وَّيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا (١٠٨)

১০৮. এবং তারা বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র! নিঃসন্দেহে আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্য পূর্ণ হয়ে থাকে।

وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا (١٠٩)

১০৯. এবং তারা চিবুকের উপর পতিত হয় কাঁদতে কাঁদতে, আর কুরআন তাদের নম্রভাবকে আরো বৃদ্ধি করে দেয়।

শাব্দিক অনুবাদ :

১০৫. وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ আর আমি এ কুরআনকে বরহক ভাবেই নাজিল করেছি وَبِالْحَقِّ نَزَلَ এবং তা যথাযথ ভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে। وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا আর আমি আপনাকে শুধু সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শক রূপেই পাঠিয়েছি।

১০৬. وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ এবং আমি কুরআনকে পৃথক পৃথক করে দিয়েছি لِتَقْرَاَهٗ যেন আপনি তা পড়তে পারেন عَلَى النَّاسِ মানুষের সম্মুখে عَلٰى مُكْثٍ থেমে থেমে وَنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا আর আমি তাকে অবতরণ করার সময় ও ক্রমে ক্রমে নাজিল করেছি।

১০৭. قُلْ আপনি বলে দিন اٰمِنُوْا بِهٖۤ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا তোমরা এই কুরআনের উপর ঈমান আন বা না আন। اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছিল مِنْ قَبْلِهٖۤ এর পূর্বে اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ যখন এই কুরআন তাদের সম্মুখে পঠিত হতে থাকে। يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا তখন তারা চিবুকের উপর সেজদায় পড়ে যায়।

১০৮. وَيَقُوْلُوْنَ এবং বলে سُبْحٰنَ رَبِّنَاۤ আমাদের পরওয়ারদেগার পবিত্র اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا নিঃসন্দেহে আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি অবশ্য পূর্ণ হয়ে থাকে।

১০৯. وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ এবং তারা চিবুকের উপর পতিত হয় يَبْكُوْنَ কাঁদতে কাঁদতে وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا আর কুরআন তাদের নম্রভাবকে আরো বৃদ্ধি করে দেয়।

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ؕ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۚ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا (١١٠)

১১০. আপনি বলে দিন, আল্লাহ বলেই ডাক কিংবা রহমান বলেই ডাক, যে নামেই ডাকবে [তাই উত্তম], বস্তুতঃ তাঁর বহু উত্তম নামসমূহ রয়েছে, আর স্বীয় নামাজ খুব উচ্চৈঃস্বরেও পড়বেন না এবং খুব চুপিচুপিও পড়বেন না; বরং উভয়ের মাঝামাঝি একটি পন্থা অবলম্বন করুন।

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا (١١١)

১১১. আর বলে দিন যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি না কোনো সন্তান রাখেন, আর না তাঁর রাজত্বে কোনো শরিক আছে, আর [নাউযুবিল্লাহ] না দুর্বলতাহেতু তাঁর কোনো সহায্যকারী আছে, আর তাঁর মহত্ত্ব খুব বর্ণনা করতে থাকুন।

শাব্দিক অনুবাদ :

১১০. قُلْ আপনি বলে দিন اُدْعُوا اللّٰهَ আল্লাহ বলেই ডাক اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ কিংবা রহমান বলেই ডাক اَيًّا مَّا تَدْعُوْا যে নামেই ডাকবে فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى বস্তুতঃ তাঁর বহু উত্তম নামসমূহ রয়েছে– وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ আর স্বীয় নামাজ খুব উচ্চৈঃস্বরেও পড়বে না وَلَا تُخَافِتْ بِهَا এবং খুব চুপি চুপি ও পড়বে না وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا বরং উভয়ের মাঝমাঝি একটি পথ অবলম্বন করুন।

১১১. وَقُلِ আর আপনি বলে দিন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا যিনি না কোনো সন্তান রাখেন وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ আর না তার রাজ্যে কোনো শরিক আছে وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ আর (নাউযুবিল্লাহ) না দুর্বলতা হেতু তার কোনো সাহায্যকারী আছে। وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا আর তার মহত্ত্ব খুব বর্ণনা করতে থাকুন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا

শানে নুযূল : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূল ﷺ মক্কা নগরীতে একদা রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করছিলেন। তখন সেজদায় পড়ে يَا رَحِيْمُ وَ يَا رَحْمٰنُ বলে কাঁদছিল। অবস্থা দৃষ্টে মুশরিকরা বলছিল যে, মুহাম্মদ তো এক ইলাহের ইবাদত করে আসছিল। তিনি এবার দু' ইলাহকে আহ্বান করছেন কিরূপ ভাবে অর্থাৎ আল্লাহ ও রহমান! ইয়ামামার রহমান ছাড়া তো আর অন্য কেউ নেই। এর দ্বারা মুসাইলামাকে বুঝানো হয়েছিল। সে পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

রাসূল ﷺ পত্রের প্রথমে بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ লিখতেন। ফলে সূরায়ে নামলের আয়াতে اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ নাজিল হয়। অতঃপর রাসূল ﷺ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ লিখতে আরম্ভ করেন। তখন মুশরিকরা বলতে লাগল যে, رَحِيْم কে তো আমরা চিনি কিন্তু رَحْمٰن কে? তখন এ আয়াতাংশ নাজিল হয়েছে। কারো মতে ইহুদিরা বলছিল যে, তাওরাতের মধ্যে যে নামটি অধিক রয়েছে তা কুরআনের মধ্যে তেমন শুনতে পাচ্ছি

না কেন? অর্থাৎ رَحْمٰن তখন আলোচ্য আয়াতাংশ নাজিল হয়েছে। -(কুরতুবী ১৯৭-১৯৮/১০, রূহুল মা'আনী পৃ.১৯১, খ.৮, পারা-১৫, বাহরে মুহীত্ব ৮৬/৬, ইবনে কাছীর ৭০/৩, তাবারী ১৬৫/৮, ফতহুল কাদীর ২৬৬/৩)

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا

শানে নুযূল-১ : আলোচ্য আয়াতাংশটির শানে নুযূল সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে হাব্বান প্রমুখ হাদীস সংকলকগণ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা মক্কায় অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে তিনি সাহাবীগণকে নিয়ে যখন নামাজ আদায় করতেন, তখন তিনি উচ্চ আওয়াজে কেরাত পাঠ করতেন। ফলে মুশরিকরা তা শুনতে পেত, তারা যিনি কুরআন নাজিল করেছেন এবং যিনি নিয়ে এসেছেন, সকলকে ভর্ৎসনা করত। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেছেন।

শানে নুযূল-২ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন যে, বনূ তামীম গোত্রের কিছু লোক রাসূল ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ফলে রাসূল ﷺ তাদের জন্য উচু আওয়াজে দোয়া করেন। اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا مَالًا وَّ وَلَدًا তখন সে পরিপ্রেক্ষিতে দোয়া গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল-৩ : ইবনে সিরীন (র.) বলেন যে, আরবীয়রা তাশাহহুদ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করতেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতাংশটি নাজিল করেন।

শানে নুযূল-৪ : ইবনে সিরীন (র.) হতে অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত আবূ বকর (রা.) রাত্রিকালে নামাজে কেরাত অত্যন্ত চুপিসারে পাঠ করতেন এবং হযরত ওমর (রা.) রাত্রিকালে নামাজে উঁচু স্বরে কেরাত পাঠ করতেন। সুতরাং তারা দুজনের সাথে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলে হযরত আবূ বকর (রা.) বলেন যে, আমি আমার রবের সাথে গোপনীয় আলোকপাত করি। তিনি তো আমার সকল প্রয়োজনাদি সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন যে, আমি শয়তানকে বিতারিত করি এবং তন্দ্রাকে ছাড়িয়ে নেই ও ঘুমন্তদের জাগ্রত করি। সে পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত আয়াত নাজিল হয়েছে। অতঃপর আবূ বকর (রা.)-কে একটু আওয়াজ করে এবং ওমর (রা.)-কে বলে দেওয়া হলো একটু নিচু আওয়াজে তেলাওয়াত করার জন্য।

শানে নযূল-৫ : ইবনে আবী শাইবা হযরত সাঈদ বিন মুসায়্যিব (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে মুসান্নাফে আবী শায়বা গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করতেন। অপর দিকে মুসাইলামার নামও رَحْمٰن ছিল। সুতরাং নবী করীম ﷺ হতে যখন মুশরিকরা তা শুনতে পেল তখন ব্যাঙ্গ করে বিশ্রী আওয়াজে তার বিদ্রূপ করত। এ পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী : ২৮৮/১০, রূহুল মা'আনী : পৃ.১৯৪, খ.৮, পারা-১৫, ইবনে কাছীর : ৭০/-৭১/৩, ফতুহুল কাদীর ২৬৬/৩, তাবারী ১৬৫/৮]

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا

শানে নুযূল : ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম মুহাম্মদ বিন কা'আব কারযীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, তিনি বলেন, ইহুদিরা হযরত উযাইর (আ.) কে আল্লাহর পুত্র বলে থাকে, খ্রিস্টানেরা হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর পুত্র বলে অপবাদ রটনা ছাড়াও মুশরিকরা বলত, ফেরেশ্‌তা আল্লাহর কন্যা। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -(রূহুল মা'আনী : পৃ.১৯৫, খ.৮, পারা-১৫, ইবনে কাছীর : ৭১/৩, ফতহুল কাদীর : ১৬৭/৩)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍ এতে হযরত মূসা (আ.)-কে নয়টি প্রকাশ্য নিদর্শন দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। اٰيَة শব্দটি মু'জিযা এবং কুরআনি আয়াত অর্থাৎ, আহকামে এলাহীর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলে উভয় অর্থের সম্ভাবনা আছে। একদল তাফসীরবিদ এখানে اٰيَة -এর অর্থ মু'জিযা নিয়েছেন। নয় সংখ্যা উল্লেখ করার নয়ের বেশি না হওয়া জরুরি নয়। কিন্তু এখানে বিশেষ গুরুত্বের কারণে নয় উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত

আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস নয়টি মু'জিযা এভাবে গণনা করেছেন : ১. হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি, যা অজগর সাপ হয়ে যেত, ২. শুভ্র হাত, যা জামার নীচ থেকে বের করতেই চমকাতে থাকত, ৩. মুখের তোতলামি– যা দূর করে দেওয়া হয়েছিল, ৪. বনী ইসরাঈলকে নদী পার করার জন্য নদীকে দু'ভাগে বিভক্ত করে রাস্তা করে দেওয়া, ৫. অস্বাভাবিকভাবে পঙ্গপালের আজাব প্রেরণ করা, ৬. তুফান প্রেরণ করা, ৭. শরীরের কাপড়ে এত উকুন সৃষ্টি করা, যা থেকে আত্মরক্ষার কোনো উপায় ছিল না, ৮. ব্যাঙের আজাব চাপিয়ে দেওয়া, ফলে প্রত্যেক পানাহারের বস্তুতে ব্যাঙ কিলবিল করতো এবং ৯. রক্তের আজাব প্রেরণ করা। ফলে প্রত্যেক পাত্রে ও পানাহারের বস্তুতে রক্ত দেখা যেত।

يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا তাফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে : কুরআন তেলাওয়াতের সময় ক্রন্দন করা মোস্তাহাব। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে, সে জাহান্নামে যাবে না, যে পর্যন্ত না দোহন করা দুধ পুনর্বার স্তনে ফিরে আসে। (অর্থাৎ, দোহন করা দুধ স্তনে ফিরে যাওয়া যেমন সম্ভবপর নয়, তেমনিভাবে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারী ব্যক্তির জাহান্নামে যাওয়াও অসম্ভব)। অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে : আল্লাহ তা'আলা দু'টি চক্ষুর উপর জাহান্নামের অগ্নি হারাম করেছেন। (এক) যে চক্ষু আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে। (দুই) যে চক্ষু ইসলামি সীমান্তের হেফাজতে রাত্রিকালে জাগ্রত থাকে।–(বায়হাকী, হাকেম) হযরত নযর ইবনে সা'দ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে সম্প্রদায়ে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দকারী রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সেই সম্প্রদায়কে তার কারণে অগ্নি থেকে মুক্তি দিবেন। –[রূহুল মা'আনী]

এগুলো সূরা বনী ইসরাঈলের সর্বশেষ আয়াত। এ সূরার প্রারম্ভেও আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ও তাওহীদের বর্ণনা ছিল এবং সর্বশেষ আয়াতগুলোতেও এ বিষয়বস্তুই বিবৃত হয়েছে।

দুনিয়াতে সৃষ্টিজীব যার শক্তিলাভ করে সে কোনো সময় নিজের চাইতে ছোট হয়। যেমন, সন্তান; কোনো সময় নিজের সমতুল্য হয়। যেমন, অংশীদার এবং কোনো সময় নিজের চাইতে বড় হয়। যেমন, সমর্থক ও সাহায্যকারী। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্য যথাক্রমে তিনটিই নাকচ করে দিয়েছেন।

মাসআলা : উল্লিখিত আয়াতে নামাজে কুরআন তেলাওয়াতের আদব বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, খুব উচ্চৈঃস্বরে না হওয়া চাই এবং এমন নিঃশব্দেও না হওয়া চাই যে, মুক্তাদীরা শুনতে পায় না। বলাবাহুল্য এ বিধান বিশেষ করে 'জেহরী' (সশব্দে পঠিত) নামাজ সমূহের জন্য। জোহর ও আসরের নামাজে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে পাঠ করা মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

'জেহরী' নামাজ বলতে ফজর, মাগরিব ও এশার নামাজ বুঝায়। তাহাজ্জুদের নামাজও এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন, এক হাদীসে রয়েছে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদের সময় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ও হযরত ওমর ফারূক (রা.) -এর কাছ দিয়ে গেলে হযরত আবূ বকরকে নিঃশব্দে এবং হযরত ওমরকে উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াতরত দেখতে পান। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বললেন : আপনি এত নিঃশব্দে তেলাওয়াত করেন কেন? তিনি আরজ করলেন : যাঁকে শোনানো উদ্দেশ্য তাঁকে শুনিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ তা'আলা গোপনতম আওয়াজও শ্রবণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : সামান্য শব্দ সহকারে পাঠ করুন।

অতঃপর হযরত ওমরকে বললেন : আপনি এত উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করেন কেন? তিনি আরজ করলেন : আমি নিদ্রা ও শয়তানকে বিতাড়িত করে দেওয়ার জন্য উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আদেশ দিলেন, যে অনুচ্চ শব্দে পাঠ করুন। –[তিরমিযী]

নামাজের ভিতরে ও বাইরে সশব্দে ও নিঃশব্দে কুরআন তেলাওয়াত সম্পর্কিত মাসআলা সূরা আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে। সর্বশেষ আয়াত قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ সম্পর্কে হাদীসে আছে যে, এটি এজ্জাতের আয়াত। –(আহমদ, তাবারানী) এ আয়াতে এরূপ নির্দেশও আছে যে, মানুষ যতই আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও তাসবীহ্ পাঠ করুক, নিজের আমলকে কম মনে করা এবং ত্রুটি স্বীকার করা তার জন্য অপরিহার্য। –[মাযহারী]

হযরত আনাস (রা.) বলেন : আবদুল মুত্তালিবের পরিবারে যখন কোনো শিশু কথা বলার যোগ্য হয়ে যেত, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এ আয়াত শিখিয়ে দিতেন।

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন : একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে বাইরে গেলাম। তখন আমার হাত তাঁর হাতে আবদ্ধ ছিল। তিনি জনৈক দুর্দশাগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন ব্যক্তির কাছ দিয়ে গমন করার সময় তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার এই দুদর্শা কেন? লোকটি আরজ করল : রোগব্যাধি ও দারিদ্র্যের কারণে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য বলে দেই। এগুলো পাঠ করলে তোমার রোগব্যাধি ও অভাব-অনটন দূর হয়ে যাবে। বাক্যগুলো এই : وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ - الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا -এর কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার সেদিকে গমন করলে লোকটিকে সুখী দেখতে পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন। সে আরজ করল : যেদিন আপনি আমাকে বাক্যগুলো বলে দেন, সেদিন থেকে নিয়মিতই সেগুলো পাঠ করি। -[মাযহারী]

শব্দবিশ্লেষণ :

مُبَشِّرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّبْشِيْرُ মূলবর্ণ (ب ـ ش ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- সুসংবাদ দেওয়া।

فَرَقْنَاهُ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মসদার اَلْفَرْقُ মূলবর্ণ (ف ـ ر ـ ق) জিনস صحيح অর্থ- পৃথক করা।

لِتَقْرَءَهٗ : শুরুতে لام كي নাসেব। সীগাহ تقرأ সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقِرَاءَةُ মূলবর্ণ (ق ـ ر ـ ء) জিনস مهموز لام অর্থ- পড়া।

لَا تُؤْمِنُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসাদর اَلْاِيْمَانُ মূলবর্ণ (أ ـ م ـ ن) জিনস مهموز অর্থ- ঈমান আনা।

يَخِرُّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْخَرُّ মূলবর্ণ (خ ـ ر ـ ر) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- লুটিয়ে পড়া।

يَبْكُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبَكْيُ ও اَلْبُكَاءُ মূলবর্ণ (ب ـ ك ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- ক্রন্দন করা।

اُدْعُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّعَاءُ ও اَلدَّعْوَةُ মূলবর্ণ (د ـ ع ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- ডাকা, আহ্বান করা।

لَا تُخَافِتْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব مُفَاعَلَه মাসদার اَلْمُخَافَتَةُ মূলবর্ণ (خ ـ ف ـ ت) জিনস اجوف واوى অর্থ- আস্তে কথোপকথন করা। চুপিচুপি কথা বলা।

لَمْ يَتَّخِذْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى حجد بلم در فعل مستقبل معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (أ ـ خ ـ ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ- গ্রহণ করা; বানানো।

كَبِّرْهُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّكْبِيْرُ মূলবর্ণ (ك ـ ب ـ ر) জিনস صحيح অর্থ- বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা।

سُوْرَةُ الْكَهْفِ

সূরা কাহফ

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত-১১০, রুকূ'-১২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

পরম করুণাময়, দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

অনুবাদ	আয়াত
১. সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি নিজ [বিশিষ্ট] বান্দা [মুহাম্মদ ﷺ] -এর প্রতি এ কিতাব নাজিল করেছেন এবং তাতে একটুও বক্রতা রাখেননি।	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْۤ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ یَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ﴿١﴾
২. [বরং] সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যেন তা এক কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করে, যা আল্লাহর পক্ষ হতে আসবে, আর সে ঈমানদারদেরকে– যারা নেক কাজ করে– এ সুসংবাদ প্রদান করে যে, তাদের জন্য উত্তম বিনিময় রয়েছে।	قَیِّمًا لِّیُنْذِرَ بَاْسًا شَدِیْدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَیُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾
৩. যাতে তারা অনন্তকাল থাকবে।	مّٰكِثِیْنَ فِیْهِ اَبَدًا ﴿٣﴾
৪. আর যেন ঐ সকল লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করে যারা এরূপ বলে যে, আল্লাহর সন্তান আছে।	وَّیُنْذِرَ الَّذِیْنَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ﴿٤﴾
৫. এ কথার কোনো প্রমাণ না তাদের কাছে আছে আর না তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে ছিল, এটা অতি গুরুতর কথা যা তাদের মুখ দিয়ে বের হয়, তারা কেবল মিথ্যাই বকছে।	مَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ ؕ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ؕ اِنْ یَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ﴿٥﴾

শাব্দিক অনুবাদ :

০১. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ সমস্ত -প্রশংসা সে আল্লাহ তা'আলার জন্য الَّذِیْۤ اَنْزَلَ যিনি অবতীর্ণ করেছেন عَلٰی عَبْدِهٖ নিজ (বিশিষ্ট) বান্দা মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি الْكِتٰبَ এ কিতাব وَلَمْ یَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا এবং তাতে একটুও বক্রতা রাখেন নি।

০২. قَیِّمًا সম্পূর্ণরূপে সরল সংযত করেছেন لِّیُنْذِرَ যেন তা ভয় প্রদর্শন করে بَاْسًا شَدِیْدًا এক কঠোর আজাবের مِّنْ لَّدُنْهُ যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসবে وَیُبَشِّرَ আর এই সুসংবাদ প্রদান করেছে الْمُؤْمِنِیْنَ সেই ঈমানদারগণকে الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ যারা নেক কাজ করে اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا তাদের জন্য উত্তম বিনিময় রয়েছে।

০৩. مّٰكِثِیْنَ তারা থাকবে فِیْهِ তাতে اَبَدًا অনন্ত কাল।

০৪. وَّیُنْذِرَ আর যেন ভয় প্রদর্শন করে ঐ সকল লোকদেরকে الَّذِیْنَ قَالُوا যারা এরূপ বলে যে اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا আল্লাহর সন্তান আছে।

০৫. مَا لَهُمْ بِهٖ এ কথার না তাদের কাছে আছে مِنْ عِلْمٍ কোনো প্রমাণ وَّلَا لِاٰبَآئِهِمْ আর না তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে ছিল كَبُرَتْ كَلِمَةً এটা অতি গুরুতর কথা تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ যা তাদের মুখ দিয়ে বের হয় اِنْ یَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا তারা কেবল মিথ্যাই বকছে।

৬. অতঃপর হয়তো আপনি এদের পিছনে আপনার জীবন বিসর্জন করে দিবেন– যদি তারা এ বিষয়গুলোর প্রতি ঈমান না আনে– আক্ষেপ করতে করতে।	فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا (٦)
৭. ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে, তা আমি তার জন্য সৌন্দর্যের উপকরণ করে দিয়েছি, যেন আমি মানুষকে পরীক্ষা করে নেই যে, তাদের মধ্যে কে কর্মে শ্রেষ্ঠ।	اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا (٧)
৮. এবং আমি পৃথিবীস্থ সমুদয় বস্তুকে একটি পরিস্কার ময়দানে পরিণত করব।	وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ مَا عَلَيْهَا صَعِيْدًا جُرُزًا (٨)
৯. আপনি কি মনে করেন যে, গুহাবাসী এবং পবর্তবাসীরা আমার বিস্ময়কর বিষয়গুলো হতে কোনো আশ্চর্য বিষয় ছিল?	اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا (٩)
১০. সে সময়টিও স্মরণীয়, যখন সে যুবকরা ঐ গুহার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিল, তখন বলল, হে আমাদের প্রভু! আপনার নিকট হতে আমাদেরকে রহমত বর্ষণ করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে দিন।	اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوْا رَبَّنَآ اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا (١٠)
১১. অনন্তর আমি সে গুহার মধ্যে তাদের কর্ণসমূহের উপর নিদ্রার আবরণ ফেলে রাখলাম বহু বৎসর পর্যন্ত।	فَضَرَبْنَا عَلَىٰٓ اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا (١١)

শাব্দিক অনুবাদ :

০৬. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ অতঃপর হয়তো আপনার জীবন বিসর্জন করে দিবেন عَلَىٰٓ اٰثَارِهِمْ এদের পিছনে اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا যদি তারা ঈমান না আনে بِهٰذَا الْحَدِيْثِ এ বিষয় গুলোর প্রতি اَسَفًا আক্ষেপ করতে করতে।

০৭. اِنَّا جَعَلْنَا আমি করে দিয়েছি مَا عَلَى الْاَرْضِ ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে তা زِيْنَةً لَّهَا তার জন্য সৌন্দর্যের উপকরণ لِنَبْلُوَهُمْ যেন আমি মানুষ কে পরীক্ষা করে নেই اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا তাদের মধ্যে কে অধিকতর ভালো কাজ করে।

০৮. وَاِنَّا لَجٰعِلُوْنَ এবং আমি পরিণত করব مَا عَلَيْهَا পৃথিবীস্থ সমুদয় বস্তুকে صَعِيْدًا جُرُزًا একটি পরিষ্কার ময়দানে।

০৯. اَمْ حَسِبْتَ আপনি কি মনে করেন যে اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ গুহাবাসী এবং পর্বতবাসীরা كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا আমার বিস্ময়কর বিষয় গুলো হতে কোনো আশ্চর্য বিষয় ছিল।

১০. اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ সে সময়টিও স্মরণীয় যখন সেই যুবকেরা আশ্রয় নিল اِلَى الْكَهْفِ ঐ গুহার মধ্যে গিয়ে فَقَالُوْا তখন বলল رَبَّنَآ হে আমাদের রব اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً আপনার নিকট হতে আমাদের কে রহমত বর্ষণ করুন وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا এবং আমদের জন্য আমাদের কাজে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে দিন।

১১. فَضَرَبْنَا অনন্তর আমি নিদ্রার আবরণ ফেলে রাখলাম عَلَىٰٓ اٰذَانِهِمْ তাদের কর্ণ সমূহের উপর فِى الْكَهْفِ সেই গুহার মধ্যে سِنِيْنَ عَدَدًا বহু বৎসর পর্যন্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সূরা কাহ্ফের ফজিলত : হাদীস শরীফে এ সূরার অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আহমদে রয়েছে, এক সাহাবী এ সূরা তেলাওয়াত করছিলেন, তার গৃহে একটি চতুষ্পদ জন্তু ছিল। সে ছুটাছুটি করতে লাগল। সাহাবী লক্ষ্য করলেন, আকাশ তাঁর ঘরের উপরে একটি মেঘখণ্ড চাঁদোয়ার মতো ছায়া বিস্তার করে রয়েছে। উক্ত সাহাবী প্রিয়নবী ﷺ -এর খেদমতে যখন এ ঘটনা বর্ণনা করলেন, তখন তিনি ইরশাদ করলেন, এটি হলো সাকিনা, যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কুরআনে কারীম তেলাওয়াতের কারণে নাজিল হয়েছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, এই সাহাবীর নাম ছিল হযরত উবাইদ ইবনে হুজায়ের (রা.)।

মুসনাদে আহমদে রয়েছে, যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করবে তাকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা করা হবে। অবশ্য তিরমিযীতে তিন আয়াতের কথা উল্লেখ রয়েছে।

মুসনাদে আহমদে আরো রয়েছে, যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফের প্রথম ও শেষ অংশ পাঠ করবে, তার জন্যে তা মাথা থেকে পা পর্যন্ত নূর হবে। আর যে সম্পূর্ণ সূরাটি পাঠ করবে সে জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত নূর লাভ করবে।

তাফসীরে ইবনে মারদুয়াতে রয়েছে, জুমার দিন যে ব্যক্তি সূরা কাহফ পাঠ করবে তার পায়ের তলা থেকে আসমান পর্যন্ত নূর প্রদান করা হবে। যা কিয়ামতের দিন অত্যন্ত উজ্জ্বল হবে এবং পরবর্তী জুমা পর্যন্ত তার সকল গুনাহ মাফ করা হবে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি সূরা কাহফ জুমার দিন পাঠ করে তার নিকট থেকে বায়তুল্লাহ শরীফ পর্যন্ত নূরে পরিপূর্ণ হয়ে যায়।

হাকেম (র.) আরেকটি বর্ণনা সংকলন করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহফ পাঠ করে তার জন্য দু'জুমার মধ্যে নূরের আলো হবে।

বায়হাকীতে রয়েছে, যে ব্যক্তি সূরা কাহফ সেভাবে তেলাওয়াত করে, যেভাবে তা নাজিল হয়েছে তবে কিয়ামতের দিন তা তার জন্য নূর হবে।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ইমাম হাসান (রা.) প্রত্যেক রাতে এই সূরা পাঠ করতেন।

ইবনে মারদূয়া আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যে গৃহে এই সূরা কোনো রাতে পাঠ করা হয় তাতে সেই রাতে ইবলীস শয়তান প্রবেশ করতে পারে না।

মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, আহমদ, ইবনে হিব্বান প্রমুখ হযরত আবুদ দারদা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্থ করে রাখবে তাকে দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা করা হবে। অন্য একটি বর্ণনায় এই কথাটি সূরা কাহ্ফের শেষ দশটি আয়াত সম্পর্কেও বলা হয়েছে।

হযরত কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত আছে, এই সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর এই সূরা সম্পর্কে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি কি সেই সূরা সম্পর্কে তোমাদেরকে বলব না, যা নাজিল হওয়ার সময় সত্তর হাজার ফেরেশতা অবতরণ করেছেন? তা হলো সূরা কাহাফ।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক : সূরা বনী ইসরাঈল শুরু হয়েছে তাসবীহ দ্বারা, আর শেষ হয়েছে হামদ দ্বারা। আর এ সূরাও শুরু করা হয়েছে হামদ দ্বারা।

দ্বিতীয়ত : সূরা বনী ইসরাঈলে একটি আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেরেরা প্রিয়নবী ﷺ -এর নিকট তিনটি প্রশ্ন করেছে। একটি রূহ সম্পর্কে, দ্বিতীয়টি আসহাবে কাহফ সম্পর্কে, তৃতীয়টি জুলকারনাইন সম্পর্কে। প্রথম প্রশ্নটির জবাব সূরা বনী ইসরাঈলে প্রদান করা হয়েছে, আর আবশিষ্ট প্রশ্ন দু'টির জবাব এ সূরায় স্থান পেয়েছে।

যেহেতু কাফেরদের এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো, প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়ত ও রিসালাতকে অস্বীকার করা, তাই এ সূরার শুরুতে পবিত্র কুরআন নাজিল হওয়ার কথা উল্লেখ হয়েছে। কেননা পবিত্র কুরআন প্রিয়নবী ﷺ-এর নবুয়ত ও রেসালাতের সর্বশ্রেষ্ঠ দলিল। এরপর আসহাবে কাহফের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয়ত : আসহাবে কাহফের ঘটনা দ্বারা হাশর-নাশর তথা মানব জাতির পুনরুত্থানের কথা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য ছিল। এ জন্য আসহাবে কাহফের বর্ণনার পর দুনিয়ার স্থায়িত্ব হীনতা এবং কিয়ামত ও আখেরাতের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। যেভাবে রূহ সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে ইরশাদ হয়েছে– وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا অর্থাৎ তোমাদেরকে খুবই অল্প জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে।

ঠিক এমনিভাবে আসহাবে কাহফের বর্ণনার পর এ সূরায় হযরত মূসা (আ.) ও হযরত খিজির (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যাতে এ সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে যে ইলম দান করেছেন, তা অতি সামান্য। কোনো লোককে আল্লাহ তা'আলা কোনো বিষয়ে ইলম দিয়েছেন, অন্য লোককে সেই ইলম না দিয়ে অন্য ইলম দিয়েছেন। হযরত মূসা (আ.) ও খিজির (আ.)-এর এই ঘটনা এ কথারই প্রমাণ যে, মানুষকে আল্লাহ তা'আলা অতি সামান্য ইলমই দান করেছেন। এ সূরার শেষাংশে জুলকারনাইনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এরপর কিয়ামত এবং আখেরাতের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। তাওহীদ ও রিসালাতের বর্ণনার মাধ্যমে সূরা শেষ করা হয়েছে।

অথবা বিষয়টিকে এভাবেও বর্ণনা করা যেতে পারে। সূরা বনী ইসরাঈলে নবুয়তের শান, উচ্চ মর্তবা এবং সম্মান বর্ণিত হয়েছে এবং নবীর মু'জিযার বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর এ সূরায় আল্লাহর ওলীগণের বেলায়েত, তাদের কারামত এবং ফকিরী ও দরবেশীর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যায়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ সূরায় আসহাবে কাহাফের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এরা ক'জন সাহসী যুবক ছিলেন। যারা কুফরি, নাফরমানি এবং শিরক থেকে নিজেকে রক্ষা করার নিমিত্তে পালায়ন করেছিলেন এবং একটি গর্তে আত্মগোপন করেছিলেন। ইমাম বুখারী (র.) এ সম্পর্কে কিতাবুল ঈমানে একটি পরিচ্ছেদ সংযোজন করেছেন, যার অর্থ হলো– 'তাদের কথা যারা কুফর ও শিরক থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য কোনো পাহাড়ের গর্তে আশ্রয় নিয়েছেন।' এটিও ঈমানের একটি বড় শাখা। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ পাকের দিকে পালায়ন কর। দারুল হরব থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করা এ কর্মসূচিরই একটি অংশ। যেভাবে সূরা বনী ইসরাঈলে উল্লিখিত হয়েছে যে প্রিয়নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মদিনায় হিজরত করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে এ সূরায় আসহাবে কাহাফের কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা ঈমানের হেফাজতের জন্য এবং কুফর ও শিরক থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে পাহাড়ের গর্তের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

একথা সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পাপাচারের স্থান পরিত্যাগ করে, পাহাড়ের গর্তে আশ্রয় গ্রহণ করা একটি বিরাট ইবাদত। স্বয়ং হযরত রাসূলে কারীম ﷺ নবুয়ত লাভের পূর্বক্ষণে লোক সমাজ থেকে দূরে হেরা নামক গুহায় সাধনায় রত হতেন। এর তাৎপর্য হলো,আধ্যাত্মিক সাধনায় সৃষ্টি থেকে দূরে থেকে স্রষ্টার নৈকট্যে ধন্য হওয়ার চেষ্টা সবজর্ন স্বীকৃত একটি পন্থা।

যেভাবে হযরত রাসূলে কারীম ﷺ-এর মহাশূন্য পরিভ্রমণ তথা মি'রাজের কথা সূরা বনী ইসরাঈলে বর্ণিত হয়েছে, এমনিভাবে সূরা কাহফে আসহাবে কাহফের পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ ও সাধনায় রত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর জুলকারনাইনের ঘটনা বর্ণনার পর এই সূরা শেষ করা হয়েছে। এভাবে উভয় সূরার মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।

শানে নুযূল : মুফাসসীরে কুরআন ইকরিমা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, কুরায়শেরা নযর বিন হারিছ ও উকবা বিন আবী মুঈত্বকে মদিনার ইহুদি পণ্ডিতদের নিকট এ মর্মে পাঠালো যে,

তোমরা তাদের নিকট গিয়ে মুহাম্মদের স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে অবগত করে মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে তাদের মন্তব্য কি তা জিজ্ঞেস কর। কারণ তারা হলো পূর্ববর্তী কিতাবের অধিকারী। তাদের নিকট নবীগণ সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে, যা আমাদের মাঝে নেই।

সুতরাং তারা মক্কা হতে মদিনায় গিয়ে পৌঁছল্। অতঃপর মদিনার ইহুদি পণ্ডিতদের নিকট রাসূল ﷺ সম্পর্কে এ কথা বলে জিজ্ঞেস করল যে, তোমরা হলে তাওরাতের অধিকারী। আমাদের এ ব্যক্তিটি সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু তথ্য দেবে, এ প্রত্যাশা নিয়েই এখানে এসেছি। তারা বলল যে, আমরা তোমাদেরকে তিনটি বিষয় সম্পর্কে বলে দিচ্ছি। এগুলো সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস কর। এ তিনটি বিষয় সম্পর্কে যদি তোমাদেরকে জবাব দিতে পারেন, তাহলে তিনি আল্লাহর প্রেরিত একজন রাসূল হবেন নিশ্চত। আর যদি তার জবাব দিতে অপারগ হন তাহলে সে হবে একজন মিথ্যুক। তখন সে ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের কি করণীয় হবে, তা হচ্ছে তোমাদের ব্যাপার।

১. তাঁকে পূর্ব কালের পলাতক যুবকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। তাদের আশ্চর্য জনক ঘটনাটি কি ছিল? ২. যে ব্যক্তি পৃথিবীর পূর্ব পশ্চিম পদানত করেছিলেন, সে ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস কর। ৩. তাঁকে রূহ বা আত্মা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর তা কি বস্তু? প্রকৃত পক্ষে এ সকল বিষয় সম্পর্কে যদি সমাধান দিতে পারেন তাহলে তিনি নবী হবেন। তোমরা তাঁর অনুসরণ করবে। যদি সামাধান দিতে সক্ষম না হন, তাহলে সে একজন মিথ্যুক। তার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার যা তা করবে।

অতঃপর নযর ও উকবা ফিরে এসে কুরাইশদের নিকট বলল যে, হে কুরাইশ লোকজন ! আমরা তোমাদের ও মুহাম্মদের মধ্যকার সংগঠিত বিরোধ নিষ্পত্তি করার একটি ব্যবস্থা নিয়ে এসেছি। ইহুদি পণ্ডিতেরা তাঁকে কতটি প্রশ্ন করতে বলেছেন। এবং সেই বিষয়গুলো তাদের সামনে ব্যক্ত করল। সুতরাং তারা রাসূল ﷺ -এর দরবারে গিয়ে বলল, হে মুহাম্মদ ! এ কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে উত্তর দাও। রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা যে সকল বিষয় জানতে চেয়েছ আগামীকাল তোমাদেরকে সে সম্পর্কে বলে দেব। তবে তিনি তৎসঙ্গে إِنْ شَاءَ اللّٰهُ বলেননি। সুতরাং তারা চলে গেল। পরবর্তীতে পরের দিন চলে গেল কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নিকট কোনো ওহী আসে নি। এমন কি জিবরাইল (আ.) ও আসেন নি। যার দরুন মক্কার কাফেররা ব্যঙ্গ করে বলতে লাগল যে, মুহাম্মদ আমাদেরকে আগামীকালের কথা বলেছে। কিন্তু আজ পনের দিন গত হয়ে যাচ্ছে। আজও সে সম্পর্কে কোনো জবাব পেলাম না। এ দিকে রাসূল ﷺ ও ওহী বন্ধ হওয়াতে তাদের তিক্ত মন্তব্যের কারণে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয় হয়ে পড়েন। অতঃপর হযরত জিবরাইল (আ.) আল্লাহর পক্ষ হতে সূরায়ে কাহাফ নিয়ে নাজিল হন। প্রথম দুটি প্রশ্নের উত্তর এ সূরা এবং তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর পূর্ববর্তী সূরায় বনী ইসরাঈলে দেওয়া হয়েছে।

–[ইবনে কাছীর : ৭৩/৩, বাহরে মুহীত্ব : ৯৩/৬, তাবারী : ১৭৪/৮, কুরতুবী : ৩০২/১০]

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا.

শানে নযূল : ইবনে মারদূয়া হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, উতবা বিন রবীআ, শাইবা বিন রবীআ, আবূ জাহিল বিন হিশাম, নযর বিন হারিছ, উমায়্যা বিন খালফ, আস বিন ওয়ায়েল, আসওয়াদ বিন মুত্তালিব ও আবুল বাখতারী প্রমুখ কুরাইশের একটি জামাতের সাথে একত্রিত হয়। রাসূল ﷺ তাঁর কওমকে তাঁর প্রতিপক্ষে একত্রিত দেখতে পেয়ে এবং তাঁর আনীত ঐশী প্রত্যাদেশকে প্রত্যাখান করার কারণে রাসূল ﷺ -এর নিকট তা অত্যন্ত পীড়াদায়ক পেরেশানির কারণ হয়ে দাড়াল। তখন আল্লাহ তা'আলা তদীয় রাসূল ﷺ -কে প্রশান্তি দান করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। –[রূহুল মা'আনী]

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا অর্থাৎ, পৃথিবীর জীবজন্তু, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ এবং ভূগর্ভস্থ বিভিন্ন বস্তুর খনি–এগুলো সবই পৃথিবীর সাজ-সজ্জা ও চাকচিক্য। এখানে প্রশ্ন হয় যে, পৃথিবীর সৃষ্টিজীবের মধ্যে সাপ, বিচ্ছু,

হিংস্র জন্তু এবং অনেক ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক বস্তুও রয়েছে। এগুলোকে পৃথিবীর সাজ-সজ্জা ও চাকচিক্য কিরূপে বলা যায়? উত্তর এই যে, দুনিয়াতে যেসব বস্তু বাহ্যত: ধ্বংসাত্মক ও খারাপ, সেগুলো একদিক দিয়ে খারাপ হলেও সমষ্টিগতভাবে কোনো কিছুই খারাপ নয় কেননা প্রত্যেক মন্দ বস্তুর মধ্যে অন্যান্য নানা দিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলা অনেক উপকারও নিহিত রেখেছেন। বিষাক্ত জন্তু ও হিংস্র প্রাণীদের দ্বারা মানুষের চিকিৎসা ইত্যাদি সংক্রান্ত হাজারো অভাব পূরণ করা হয়। তাই যেসব বস্তু একদিক দিয়ে মন্দ, বিশ্বচরাচরের গোটা কারখানার দিক দিয়ে সেগুলোও মন্দ নয়।

শব্দার্থ : كَهْف -এর অর্থ বিস্তীর্ণ পার্বত্য গুহা। বিস্তীর্ণ না হলে তাকে غَارْ বলা হয়। رَقِيْم -এর শব্দিক অর্থ مَرْقُوْم বা লিখিত বস্তু। এ স্থলে কি বুঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েত দৃষ্টে যাহহাক, সুদ্দী ও ইবনে জোবায়েরের মতে এর অর্থ একটি লিখিত ফলক। সমসাময়িক বাদশাহ্ এই ফলকে আসহাবে কাহ্ফের নাম লিপিবদ্ধ করে গুহার প্রবেশ পথে ঝুলিয়ে রেখেছিল। এ কারণেই আসহাবে রকীমও বলা হয়। কাতাদা, আতিয়্যা, আউফী ও মুজাহিদ বলেন : রকীম সে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত উপত্যকার নাম, যাতে আসহাবে-কাহ্ফের গুহা ছিল। কেউ কেউ স্বয়ং পাহাড়টিকেই রকীম বলেছেন। হযরত ইকরিমা বলেন : আমি ইবনে আব্বাসকে বলতে শুনেছি যে, রকীম কোনো লিখিত ফলকের নাম না জনবসতির নাম, তা আমার জানা নেই। কা'ব আহ্বার, ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ থেকে বর্ণনা করেন যে, রকীম রোমে অবস্থিত আয়লা অর্থাৎ আকাবার নিকটবর্তী একটি শহরের নামা। فِتْيَةً শব্দটি বহুবচন। এর একবচন فَتَى অর্থ– যুবক। فَضَرَبْنَا عَلَى اٰذَانِهِمْ -এর শাব্দিক অর্থ কর্ণকুহর বন্ধ করে দেয়। অচেতন নিদ্রাকে এই ভাষায় ব্যক্ত করা হয়। কেননা নিদ্রায় সর্বপ্রথম চক্ষু বন্ধ হয়, কিন্তু কান সক্রিয় থাকে। আওয়াজ শোনা যায়। অতঃপর যখন নিদ্রা পরিপূর্ণ ও প্রবল হয়ে যায়, তখন কানও নিষ্ক্রীয় হয়ে পড়ে। জাগরণের সময় সর্বপ্রথম কান সক্রিয় হয়। আওয়াজের কারণে নিদ্রিত ব্যক্তি সচকিত হয়, অতঃপর জাগ্রত হয়।

আসহাবে কাহ্ফ ও রকীমের কাহিনী : এ কাহিনীতে কয়েকটি আলোচ্য বিষয় আছে। **এক.** 'আসহাবে কাহ্ফ' ও আসহাবে রকীম' একই দলের দুই নাম, না তারা আলাদা দু'টি দল? যদিও কোনো সহীহ্ হাদীসে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো বর্ণনা নেই, কিন্তু ইমাম বুখারী 'সহীহ' নামক গ্রন্থে আসহাবে কাহফ ও আসহাবে রকীমের দু'টি আলাদা আলাদা শিরোনাম রেখেছেন। অতঃপর আসহাবে রকীম শিরোনামের অধীনে তিন ব্যক্তির গুহায় আটকে পড়া, তৎপর দোয়ার মাধ্যমে রাস্তা খুলে যাওয়ার প্রসিদ্ধ কাহিনীর উল্লেখ করেছেন, যা সব হাদীস গ্রন্থেই বিস্তারিতভাবে বিদ্যমান আছে। ইমাম বুখারীর এ কাজ থেকে বুঝা যায় যে, তাঁর মতে আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রকীম পৃথক পৃথক দু'টি দল এবং আসহাবে রকীম ঐ তিন ব্যক্তিকে বলা হয়েছে, যারা কোনো সময় পাহাড়ের গুহার আত্মগোপন করেছিল। এরপর পাহাড়ের একটি বিরাট পাথর গুহার মুখে পড়ে যাওয়ায় গুহা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং তাদের বের হওয়ার পথ থাকে না। আটক ব্যক্তিদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সৎকাজের অসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে যে, যদি আমরা এ কাজটি খাঁটিভাবে আপনার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তবে নিজ কৃপায় আমাদের পথ খুলে দিন। প্রথম ব্যক্তির দোয়ায় পাথর কিছুটা সরে যায়। ফলে, ভিতরে আলো আসতে থাকে। দ্বিতীয় ব্যক্তির দোয়ায় আরো একটু সরে যায় এবং তৃতীয় ব্যক্তির দোয়ায় রাস্তা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বোখারীর টীকায় বলেছেন যে, উপরিউক্ত তিন ব্যক্তির নাম আসহাবে রকীম, হাদীস দৃষ্টে এর কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। ব্যাপার এতটুকু যে, গুহার ঘটনার বর্ণনাকারী নোমান ইবনে বশীরের রেওয়ায়েতে কোনো কোনো রাবী এই কথাগুলো সংযুক্ত করেছেন : নো'মান ইবনে বাশীর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ

-কে রকীমের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি গুহায় আবদ্ধ তিন ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। এই অতিরিক্ত কথাগুলো ফতহুল বারীতে বাযযার ও তাবারানীর রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু প্রথমত : সেহাহ্ সিত্তা ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এই হাদীসের সাধারণ রাবীদের যেসব রেওয়ায়েত বিদ্যমান আছে, সেগুলোতে কেউ নোমান ইবনে বশীরের উপরিউক্ত বাক্য উদ্ধৃত করেননি। স্বয়ং বুখারীর রেওয়ায়েতও এই বাক্য থেকে মুক্ত। দ্বিতীয়ত: এই বাক্যেও একথার উল্লেখ নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গুহায় আবদ্ধ তিন ব্যক্তিকে আসহাবে রকীম বলেছিলেন; বরং বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ রকীমের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন এবং এ প্রসঙ্গে তিন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছিলেন। রকীমের অর্থ সম্পর্কে সাহাবী, তাবেয়ীও সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরবিদদের মধ্যে যে মতবিরোধ উপরে বর্ণিত হয়েছে এটাই তার প্রমাণ যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে রকীমের অর্থ নির্ধারণ সম্পর্কে কোনো হাদীস ছিল না। নতুবা রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো অর্থ নির্দিষ্ট করে দিলে সাহাবী, তাবেয়ী ও অন্যান্য তাফসীরবিদ এর বিপরীতে অন্য কোনো অর্থ নেবেন–এটা কিরূপে সম্ভবপর ছিল? এ কারণেই বুখারীর টীকাকার হাফেজ ইবনে হাজার আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রকীমের দু'টি আলাদা আলাদা দল হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে একই দলের দুই নাম হওয়াই ঠিক। রকীমের আলোচনার সাথে সাথে গুহায় আবদ্ধ তিন ব্যক্তির আলোচনা এসে গেছে। এ থেকে জরুরি হয় না যে, এই তিন ব্যক্তিই আসহাবে রকীম ছিল।

হাফেজ ইবনে হাজার ও অধিকাংশ তাফসীরবিদের মতে কুরআনের পূর্বাপর বর্ণনা অনুযায়ী আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রকীম একই দল।

এ কাহিনীর দু'টি অংশ **এক.** এ কাহিনীর আসল উদ্দেশ্য, যা দ্বারা ইহুদিদের প্রশ্নের জবাব হয়ে যায় এবং মুসলমানদের জন্য হেদায়েত ও উপদেশ। **দুই.** কাহিনীর ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পটভূমি-আসল উদ্দেশ্যের সাথে যার বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। উদাহরণতঃ ঘটনাটি কোন কালে এবং কোন শহরে ও জনপদে সংঘটিত হয়, যে কাফের বাদশাহ্‌র কাছ থেকে পালায়ন করে তাঁরা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, সে কে ছিল? তার ধর্ম বিশ্বাস ও চিন্তাধারা কি ছিল? সে তাঁদের সাথে কি ব্যবহার করেছিল, যদ্দরুন তাঁরা পালায়ন করতে ও গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন? তাঁদের সংখ্যা কত ছিল? তাঁরা কতকাল ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন? তাঁরা এখনো জীবিত আছেন, না মরে গেছেন।

কুরআন পাক স্বীয় বিজ্ঞজনোচিত মূলনীতি ও বিশেষ বর্ণনা পদ্ধতি অনুযায়ী সমগ্র কুরআনে একটি মাত্র কাহিনী তথা হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ইতিবৃত্ত ব্যতীত কোনো কাহিনী সাধারণ ঐতিহাসিক গ্রন্থাদির অনুরূপ পূর্ণ বিবরণ ও ক্রমসহকারে বর্ণনা করেননি; বরং প্রত্যেক কাহিনীর শুধু ঐ অংশই বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন, যা মানবীয় হেদায়েত ও শিক্ষার সাথে সম্পর্ক যুক্ত।

আসহাবে কাহ্ফের কাহিনীতেও পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। কুরআন বর্ণিত অংশগুলো এর আসল উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অবশিষ্ট যেসব অংশ একান্ত ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক, সেগুলো উল্লেখ করা হয়নি। আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যা ও ঘুমের সময়কাল সম্পর্কিত প্রশ্নও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং জবাবের প্রতিও ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু সাথে সাথে এ নির্দেশও প্রদত্ত হয়েছে যে, এ জাতীয় প্রসঙ্গে বেশি চিন্তা-ভাবনা ও তর্ক-বিতর্ক করা সমীচীন নয়। এগুলো আল্লাহর উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত।

প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেয়ীগণের এই কর্মপন্থা অনুযায়ী এখানেও কাহিনীর ঐসব অংশ বাদ দেওয়া উচিত ছিল, যেগুলো কুরআন ও হাদীস বাদ দিয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কারকেই সর্ববৃহৎ কৃতিত্ব মনে করা হয়। পরবর্তী যুগের তাফসীরবিদগণ এ জন্যই তাঁদের গ্রন্থে কম-বেশি এসব অংশও

বর্ণনা করেছেন। তাই আলোচ্য তাফসীরে কাহিনীর যেসব অংশ স্বয়ং কুরআনে উল্লিখিত আছে। সেগুলো তো আয়াতের তাফসীরের অধীনে বর্ণিত হবেই। এছাড়া অবশিষ্ট ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অংশ ও প্রয়োজন অনুসারে বর্ণনা করা হচ্ছে। বর্ণনা করার পরও সর্বশেষ ফলাফল এটাই হবে যে, এ ধরনের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা করা অসম্ভব। কেননা ইসলাম ও খ্রিস্টীয় ইতিহাসে এ সম্পর্কে যা কিছু লিখিত আছে, সেগুলো এত বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী যে, একজন গ্রন্থকার যদি স্বীয় গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ইঙ্গিতের সাহায্যে কোনো একদিন নির্দিষ্ট করেন, তবে অন্যজন এমনিভাবে অন্য দিনকে অগ্রাধিকার দান করেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

لَمْ يَجْعَلْ : সীগাহ نفی جحد بلم در فعل مستقبل معروف বহছ واحد مذكر غائب বাব فَتَحَ মাসদার اَلْجَعْلُ মূলবর্ণ (ج ـ ع ـ ل) জিনস صحيح অর্থ– বানানো, করা।

لِيُنْذِرَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع منصوب بلام كى বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِنْذَارُ মূলবর্ণ (ن ـ ذ ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– ভয় দেখানো।

مَاكِثِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْمَكْثُ মূলবর্ণ (م ـ ك ـ ث) জিনস صحيح অর্থ– অবস্থান করা, সর্বদা থাকা।

اِتَّخَذَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (أ ـ خ ـ ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ– বানানো।

كَبُرَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব كَرُمَ মাসদার اَلْكِبْرُ ,اَلْكِبَارَةُ মূলবর্ণ (ك ـ ب ـ ر) জিনস صحيح অর্থ– বড় হওয়া। আয়তনে অধিক হওয়া।

بَاخِعٌ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব فَتَحَ মাসদার اَلْبَخْعُ মূলবর্ণ (ب ـ خ ـ ع) জিনস صحيح অর্থ– দুঃখে-শোক নিপাত করে দেওয়া।

لِنَبْلُوَهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبَلَاءُ মূলবর্ণ (ب ـ ل ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ– পরীক্ষা করা।

اَوٰى : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاُوِىُّ মূলবর্ণ (أ ـ و ـ ى) জিনস مركب (مهموز فاء ও لفيف مقرون) অর্থ– অবতরণ করা, অবস্থিত হওয়া, আশ্রয় নেওয়া।

اٰتِنَا : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (أ ـ ت ـ ى) জিনস مركب (مهموز فاء ও ناقص يائى) অর্থ– দেওয়া।

هَيِّئْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব تفعيل মাসদার اَلتَّهْيِئَةُ ,اَلتَّهَيِّئُ মূলবর্ণ (ه ـ ى ـ ء) জিনস مركب (مهموز لام ও اجوف يائى) অর্থ– প্রস্তুত করা, ঠিক করা।

১২. অতঃপর তাদেরকে জাগরিত করলাম, যেন জানতে পারি যে, তাদের উভয় দলের মধ্যে কোনটি তাদের অবস্থানকাল সম্বন্ধে অধিকতর অবগত ছিল।	ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَیُّ الْحِزْبَیْنِ اَحْصٰی لِمَا لَبِثُوْۤا اَمَدًا (١٢)
১৩. আমি আপনার নিকট তাদের ঘটনা সঠিকরূপে বলছি, তারা কয়েকজন যুবক ছিল, যারা নিজ রবের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমি তাদের আরো উন্নতি দিয়েছিলাম সৎপথ অনুসরণে।	نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّهُمْ فِتْیَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًی (١٣)
১৪. আর আমি তাদের অন্তরসমূহ দৃঢ় করেছিলাম, যখন তারা মজবুত হয়ে বলতে লাগল, আমাদের প্রভু তো তিনি যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের প্রতিপালক, আমরা তো তাঁকে ছেড়ে অন্য কোনো উপাস্যের ইবাদত করব না, কেননা [যদি এরূপ করি, তবে] আমরা এ অবস্থায় নিশ্চিতরূপে বড়ই অন্যায় উক্তি করলাম।	وَّرَبَطْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَا۠ مِنْ دُوْنِهٖۤ اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَاۤ اِذًا شَطَطًا (١٤)
১৫. এই যে আমাদের কওম, যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করে রেখেছে; এরা সে উপাস্যদের পক্ষে কোনো স্পষ্ট প্রমাণ কেন উপস্থিত করে না? সুতরাং সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বড় জালেম আর কে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে?	هٰۤؤُلَآءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً ؕ لَوْلَا یَاْتُوْنَ عَلَیْهِمْ بِسُلْطٰنٍۭ بَیِّنٍ ؕ فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا (١٥)

শাব্দিক অনুবাদ :

১২. ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ অতঃপর তাদেরকে জাগ্রত করলাম لِنَعْلَمَ যেন জানতে পারে اَیُّ الْحِزْبَیْنِ তাদের উভয় দলের মধ্যে কোনটি اَحْصٰی অধিকতর অবগত ছিল। لِمَا لَبِثُوْۤا اَمَدًا তাদের অবস্থান কাল সম্বন্ধে।

১৩. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ আমি আপনার নিকট বলছি نَبَاَهُمْ তাদের ঘটনা بِالْحَقِّ সঠিক রূপে اِنَّهُمْ فِتْیَةٌ তারা কয়েকজন যুবক ছিল اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ যারা নিজের রবের প্রতি ঈমান এনেছিল وَزِدْنٰهُمْ هُدًی এবং আমি তাদের আরো উন্নতি দিয়েছিলাম সৎপথ অনুসরণে।

১৪. وَّرَبَطْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ আর আমি তাদের অন্তরসমূহ দৃঢ় করেছিলাম। اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا যখন তারা মজবুত হয়ে বলতে লাগল رَبُّنَا আমাদের রব তো তিনি رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ যিনি আসমান সমূহ ও জমিনের প্রতিপালক لَنْ نَّدْعُوَا۠ আমরা তো ইবাদত করব না مِنْ دُوْنِهٖۤ তাঁকে ছেড়ে اِلٰهًا অন্য কোনো উপাস্যের لَقَدْ قُلْنَاۤ اِذًا شَطَطًا কেননা (যদি এরূপ করি, তবে) আমরা এ অবস্থায় নিশ্চিতরূপে বড়ই অন্যায় উক্তি করলাম।

১৫. هٰۤؤُلَآءِ قَوْمُنَا এই যে, আমাদের কওম اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করে রেখেছে لَوْلَا یَاْتُوْنَ عَلَیْهِمْ এরা সেই উপাস্যদের পক্ষে কেন আনয়ন করে না بِسُلْطٰنٍۭ بَیِّنٍ কোনো স্পষ্ট প্রমাণ فَمَنْ اَظْلَمُ সুতরাং সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বড় জালেম আর কে আছে مِمَّنِ افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ كَذِبًا যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে।

وَاِذِ اعۡتَزَلۡتُمُوۡهُمۡ وَمَا یَعۡبُدُوۡنَ اِلَّا اللّٰهَ فَاۡوٗۤا اِلَی الۡکَهۡفِ یَنۡشُرۡ لَکُمۡ رَبُّکُمۡ مِّنۡ رَّحۡمَتِهٖ وَیُهَیِّیٴۡ لَکُمۡ مِّنۡ اَمۡرِکُمۡ مِّرۡفَقًا (۱۶)

১৬. আর যখন তোমরা তাদের হতে পৃথক হয়েছ এবং তাদের উপাস্যগণ হতেও কিন্তু আল্লাহ হতে [নয়] তখন তোমরা গুহায় গিয়ে আশ্রয় নাও, তোমাদের প্রভু তোমাদের প্রতি নিজ রহমত বিস্তার করে দিবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের এ কাজে সফলতার আসবাব বন্দোবস্ত করে দিবেন।

وَتَرَی الشَّمۡسَ اِذَا طَلَعَتۡ تَّزٰوَرُ عَنۡ کَهۡفِهِمۡ ذَاتَ الۡیَمِیۡنِ وَاِذَا غَرَبَتۡ تَّقۡرِضُهُمۡ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمۡ فِیۡ فَجۡوَۃٍ مِّنۡهُ ؕ ذٰلِکَ مِنۡ اٰیٰتِ اللّٰهِ ؕ مَنۡ یَّهۡدِ اللّٰهُ فَهُوَ الۡمُهۡتَدِ ۚ وَمَنۡ یُّضۡلِلۡ فَلَنۡ تَجِدَ لَهٗ وَلِیًّا مُّرۡشِدًا (۱۷)

১৭. আর [হে শ্রোতা!] যখন সূর্য উদিত হয়, তখন তুমি তাকে দেখবে যে, ঐ গুহা হতে দক্ষিণ দিকে সরে যায়, আর যখন তা অস্তমিত হয়, তখন [গুহার] বাম দিকে সরে যায়, এবং তারা উক্ত গুহার এক প্রশস্ত স্থানে ছিল, এটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত; আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেন, সেই হেদায়েত পায়, আর যাকে তিনি বিপথগামী করেন, অতঃপর আপনি তার জন্য কোনো পথ প্রদর্শনকারী-সহায়ক পাবেন না।

وَتَحۡسَبُهُمۡ اَیۡقَاظًا وَّهُمۡ رُقُوۡدٌ ٭ۖ وَّنُقَلِّبُهُمۡ ذَاتَ الۡیَمِیۡنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ٭ۖ وَکَلۡبُهُمۡ بَاسِطٌ ذِرَاعَیۡهِ بِالۡوَصِیۡدِ ؕ لَوِ اطَّلَعۡتَ عَلَیۡهِمۡ لَوَلَّیۡتَ مِنۡهُمۡ فِرَارًا وَّلَمُلِئۡتَ مِنۡهُمۡ رُعۡبًا (۱۸)

১৮. আর তুমি [যদি দেখতে, তবে] তাদেরকে জাগ্রত বলে ধারণা করতে অথচ তারা নিদ্রিত ছিল, এবং আমি তাদেরকে [কখনো] ডান দিকে এবং [কখনো] বাম দিকে পার্শ্ব পরিবর্তন করে দিতাম, আর তাদের কুকুরটি দাওয়ার উপর তার বাহুদ্বয় ছড়িয়ে [বসে] ছিল, যদি তুমি তাদের প্রতি উঁকি মেরে দেখতে, তবে তাদের হতে পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্বক পালাতে এবং তোমার মধ্যে তাদের ভয় পরিপূর্ণ হয়ে যেত।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৬. وَاِذِ اعۡتَزَلۡتُمُوۡهُمۡ আর যখন তোমরা তাদের থেকে পৃথক হয়েছ وَمَا یَعۡبُدُوۡنَ اِلَّا اللّٰهَ এবং তাদের উপাস্যগণ হতেও কিন্তু আল্লাহ হতে (নয়) فَاۡوٗۤا তখন তোমরা আশ্রয় নাও اِلَی الۡکَهۡفِ গুহায় যেয়ে یَنۡشُرۡ لَکُمۡ তোমাদের প্রতি বিস্তার করে দিবেন رَبُّکُمۡ তোমাদের প্রভু مِّنۡ رَّحۡمَتِهٖ নিজ রহমত وَیُهَیِّیٴۡ لَکُمۡ এবং তোমাদের জন্য বন্দোবস্ত করে দিবেন مِّنۡ اَمۡرِکُمۡ তোমাদের এই কাজে مِّرۡفَقًا সফলতার আসবাব।

১৭. وَتَرَی الشَّمۡسَ আর হে শ্রোতা তুমি সূর্য কে দেখবে যে اِذَا طَلَعَتۡ যখন সূর্য উদিত হয় تَّزٰوَرُ সরে যায় عَنۡ کَهۡفِهِمۡ তাদের এ গুহা হতে ذَاتَ الۡیَمِیۡنِ দক্ষিণ দিকে وَاِذَا غَرَبَتۡ আর যখন তা অস্তমিত হয় تَّقۡرِضُهُمۡ ذَاتَ الشِّمَالِ তখন (গুহার) বাম দিকে সরে যায় وَهُمۡ فِیۡ فَجۡوَۃٍ مِّنۡهُ এবং তারা উক্ত গুহার এক প্রশস্ত স্থানে ছিল ذٰلِکَ مِنۡ اٰیٰتِ اللّٰهِ এটা আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত مَنۡ یَّهۡدِ اللّٰهُ আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেন فَهُوَ الۡمُهۡتَدِ সে-ই হেদায়েত পায় وَمَنۡ یُّضۡلِلۡ আর যাকে তিনি বিপথগামী করেন فَلَنۡ تَجِدَ لَهٗ অতঃপর আপনি তার জন্য পাবেন না। وَلِیًّا مُّرۡشِدًا কোনো পথ প্রদর্শনকারী-সহায়ক।

১৮. وَتَحۡسَبُهُمۡ اَیۡقَاظًا তুমি তাদেরকে জাগ্রত বলে ধারণা করতে وَّهُمۡ رُقُوۡدٌ অথচ তারা নিদ্রিত ছিল وَّنُقَلِّبُهُمۡ এবং আমি তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করে দিতাম ذَاتَ الۡیَمِیۡنِ (কখনো) ডান দিকে وَذَاتَ الشِّمَالِ এবং (কখনো) বাম দিকে وَکَلۡبُهُمۡ আর তাদের কুকুরটি بَاسِطٌ ذِرَاعَیۡهِ بِالۡوَصِیۡدِ দাওয়ার উপর তার বাহুদ্বয় ছড়িয়ে (বসে) ছিল لَوِ اطَّلَعۡتَ عَلَیۡهِمۡ যদি তুমি তাদের প্রতি উঁকি মেরে দেখতে। لَوَلَّیۡتَ مِنۡهُمۡ فِرَارًا তবে তাদের থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বক পালাতে وَّلَمُلِئۡتَ مِنۡهُمۡ رُعۡبًا এবং তোমার মধ্যে তাদের ভয় পরিপূর্ণ হয়ে যেত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

দীনের হেফাজতের জন্য গুহায় আশ্রয় গ্রহণের ঘটনা বিভিন্ন শহর ও ভূখণ্ডে অনেক সংঘটিত হয়েছে : ইতিহাসবিদদের মতভেদের একটি বড় কারণ এই যে, খ্রিস্টধর্মে বৈরাগ্যকে ধর্মের সর্বপ্রধান অঙ্গ মনে করা হয়েছিল। ফলে প্রত্যেক ভূখণ্ডেই এ ধরনের ঘটনাবলি এতবেশি সংঘটিত হয়েছে যে, কিছুসংখ্যক লোক আল্লাহর ইবাদতের জন্য গুহায় আশ্রয়গ্রহণ করে সারা জীবন সেখানেই কাটিয়ে দিয়েছেন। এখন যেখানে যেখানে এমন কোনো ঘটনা ঘটেছে, সেখানেই আসহাবে কাহ্ফের ধারণা হওয়া ইতিহাসবিদদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

আসহাবে কাহ্ফের স্থান ও কাল : তাফসীরবিদ কুরতুবী আন্দালুসী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এ স্থলে কিছু শ্রুত ও কতিপয় চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন শহরের সাথে ঘটনাগুলো সম্পর্কযুক্ত। কুরতুবী সর্বপ্রথম যাহ্হাকের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন যে, রকীম রোমের একটি শহরের নাম। এর একটি গুহায় একুশ জন লোক শায়িত রয়েছে। মনে হয় তারা যেন ঘুমিয়ে আছে। এরপর তাফসীরবিদ ইবনে অতিয়্যার থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি অনেক লোকের মুখে শুনেছি, সিরিয়ার একটি গুহায় কিছু সংখ্যক মৃতদেহ আছে। সেখানকার সেবায়েতরা বলে যে, এরাই আসহাবে কাহ্ফ। গুহার নিকটে একটি মসজিদ এবং একটি গৃহও নির্মিত আছে; একে রকীম বলা হয়। মৃতদেহগুলোর সাথে একটি মৃত কুকুরের কঙ্কালও বিদ্যমান।

দ্বিতীয় ঘটনা আন্দালুস গার্নাতার (স্পেনের গ্রানাডা)। ইবেন আতিয়্যা বলেন : গার্নাতায় 'লাওশা' নামক গ্রামের অদূরে একটি গুহা আছে। একে রকীম বলা হয়। এই গুহায় কয়েকটি মৃতদেহ এবং তাদের সাথে একটি মৃত কুকুরের কঙ্কালও বিদ্যমান আছে। অধিকাংশ মৃতদেহ মাংসবিহীন শুধু অস্থি-কঙ্কাল এবং কিছুসংখ্যক মৃতদেহে এখনও মাংস আছে। এভাবে বহু শতাব্দী পরেও বিশুদ্ধ উপায়ে তাদের কোনো অবস্থা জানা যায় না। অনেকে বলে, এরাই আসহাবে কাহ্ফ। ইবনে আতিয়্যা বলেন : এই সংবাদ শুনে আমি ৫০৪. হিজরিতে সেখানে পৌঁছে দেখি, বাস্তবিকই মৃতদেহগুলো তেমনি অবস্থায়ই পড়ে রয়েছে। তাদের নিকটবর্তী স্থানে একটি মসজিদ ও রোমীয় যুগের একটি গৃহ আছে, যাকে রকীম বলা হয়। মনে হয়, প্রাচীনকালে এটা ছিল একটা রাজপ্রাসাদ। তখনো এর কোনো কোনো প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান ছিল। এটা একটা জনশূন্য জঙ্গলে অবস্থিত। তিনি আরো বলেন : গার্নাতার উপরিভাগে একটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। শহরটি রোমীয় স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন। শহরের নাম 'রাকিউস' বলা হয়। আমি এর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অনেক আশ্চর্য বস্তু এবং কবর দেখেছি। আন্দালুসের অধিবাসী হয়েও কুরতুবী এসব ঘটনা বর্ণনা করার পরও এদের কোনো একটিকেও আসহাবে কাহ্ফ বলতে অপ্রস্তুত। ইবনে আতিয়্যাও চাক্ষুষ দেখা সত্ত্বেও দৃঢ়তার সাথে একথা বলেন না যে, এরাই আসহাবে কাহ্ফ। তাঁরা সাধারণত জনশ্রুতি বর্ণনা করেন মাত্র। অপর এক আন্দালুসী তাফসীরবিদ আবূ হাইয়্যান সপ্তম শতাব্দীতে (৬৫৪ হিজরিতে) গার্নাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই বসবাস করেন। তিনিও তাফসীর বাহ্‌রে-মুহীতে গার্নাতার এই গুহার প্রসঙ্গে কুরতুবীর মতই উল্লেখ করেছেন। তিনিও ইবনে আতিয়্যার চাক্ষুষ দেখার কথা বর্ণনা করার পর লিখেছেন : আমি যখন আন্দালুসে (আর্থাৎ, কায়রোতে পুনর্বাসিত হওয়ার পূর্বে) ছিলাম, তখন অনেক মানুষ এই গুহাটি দেখতে আসত। তারা বলত যে, যদিও মৃতদেহগুলো এখন পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে এবং দর্শকরা এগুলো গণনাও করে, কিন্তু সর্বদাই তারা সংখ্যা বলতে ভুল করে। তিনি আরো লিখেছেন : ইবনে আতিয়্যা যে রাকিউস শহরের কথা উল্লেখ করেছেন, সেটি গার্নাতার কেবলার দিকে অবস্থিত। আমি নিজে এ শহরে বহুবার গিয়েছি এবং তাতে বিরাট বিরাট অসাধারণ পাথর দেখতে পেয়েছি। অতঃপর আবূ হাইয়্যান লিখেছেন : যে কারণে আসহাবে কাহফের আন্দালুসে অবস্থিত হওয়া সম্পর্কে প্রবল ধারণা জন্মে, তা এই যে, সেখানে

খ্রিস্টধর্মের চর্চা প্রবল। এমনকি, এটাই তাদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় কেন্দ্র"। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, আবূ হাইয়্যানের মতে আসহাবে কাহফের আন্দালুসে অবস্থিত হওয়াই অগ্রগণ্য। -[তাফসীরে কুরতুবী, নবম খণ্ড, ৩৫৬ পৃষ্ঠা]

তাফসীরবিদ ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম উভয়ই আওফীর রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রকীম একটি উপত্যকার নাম, যা ফিলিস্তীনের পাদদেশে আয়লার (আকাবা) অদূরে অবস্থিত। ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম এবং আরো কয়েকজন হাদীসবিদ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : রকীম কি আমার জানা নেই, কিন্তু কা'বে আহ্‌বারকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছেন যে, রকীম ঐ জনপদকে বলা হয়, যাতে আসহাবে কাহ্‌ফ গুহায় আশ্রয়গ্রহণের পূর্বে বসবাস করত। -[রূহুল-মা'আনী]

ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুন্‌যির ও ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে রোমীয়দের মোকবিলায় একটি জেহাদে অংশগ্রহণ করি, যাকে 'গাযওয়াতুল মুযীক' বলা হয়। এ সময় আমরা কুরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্‌ফের গুহার নিকট উপস্থিত হই। হযরত মুয়াবিয়া গুহার ভেতরে প্রবেশ করে আসহাবে কাহ্‌ফের মৃতদেহগুলো প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস বাধা দিয়ে বললেন : এরূপ করা ঠিক নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ কেও তাঁদের মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করতে বারণ করেছেন। তিনি তো আপনার চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন : "আপনি তাদেরকে দেখলে পালায়ন করবেন এবং ভয়-ভীতিতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়বেন"। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বাধা মানলেন না। সম্ভবতঃ এ কারণে যে, কুরআনে তাঁদের যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, সেটা তাঁদের জীবদ্দশায় ছিল। এখনো তাঁদের সে অবস্থা থাকা জরুরি নয়। হযরত মুয়াবিয়া কয়েকজন লোককে দেখার জন্য প্রেরণ করলেন। তারা গুহায় পৌছে যখন ভিতরে প্রবেশ করতে চাইল, তখন একটি দমকা হাওয়া এসে তাঁদেরকে গুহা থেকে বের করে দিল। -[রূহুল মা'আনী : পৃ.২২৭, খ.৮, পারা-১৫]

তাফসীরবিদদের উল্লিখিত রেওয়ায়েত ও উক্তি মোটামুটিভাবে আসহাবে কাহ্‌ফের তিনটি স্থান নির্দেশ করে।

এক. পারস্য উপসাগরের উপকূলীয় শহর আকাবার (আয়লা) নিকটবর্তী স্থান। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অধিকাংশ রেওয়ায়েত এরই সমর্থন করে।

দুই. ইবনে আতিয়্যার দেখা ও আবূ হাইয়্যানের সমর্থন দ্বারা এ ধারণা প্রবল হয় যে, এই গুহাটি স্পেনের গ্রানাডায় অবস্থিত। এ দু'টি স্থানের মধ্য থেকে আকাবার একটি শহর অথবা কোনো বিশেষ দালান-কোঠার নাম রকীম হওয়াও বর্ণিত আছে। এমনিভাবে গ্রানাডায় গুহা সংলগ্ন বিরাট ভগ্ন প্রাচীরের নাম রকীম বলা হয়েছে। উপরিউক্ত উভয় প্রকার রেওয়ায়েতের মধ্যে কেউই এমন আকাট্য ফয়সালা গ্রহণ করেননি যে, এটাই আসহাবে কাহ্‌ফের গুহা। বরং উভয় প্রকার রেওয়ায়েত স্থানীয় জনশ্রুতি ও কিংবদন্তির উপর ভিত্তিশীল।

তিন. কুরতুবী, আবূ হাইয়্যান, ইবনে জারির ইত্যাদি প্রায় সকল তাফসীর গ্রন্থের রেওয়ায়েতে আসহাবে কাহ্‌ফ যে শহরে বাস করতেন, তার প্রাচীন নাম 'আফসুস' এবং ইসলামি নাম 'তরসূস' বলা হয়েছে। এ শহরটি যে এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত, এ ব্যাপারে ইতিহাসবিদদের মধ্যে দ্বিমত নেই। এতে বুঝা যায় যে, এ গুহাটিও এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। কাজেই এর কোনো একটিকে অকাট্যরূপে বিশুদ্ধ এবং বাকিগুলোকে ভ্রান্ত বলার কোনো প্রমাণ নেই। তিনটি স্থানেরই সমান সম্ভাবনা রয়েছে। বরং এ সম্ভাবনাও কেউ নাকচ করতে পারে না যে, এসব গুহার ঘটনাবলির নির্ভুল হওয়া সত্ত্বেও এগুলো কুরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্‌ফের গুহা নাও হতে পারে এবং সে গুহাটি অন্য কোথাও অবস্থিত থাকতে পারে। আর এটাও জরুরি নয় যে, এখানে রকীম কোনো শহর অথবা প্রাচীরেরই নাম হবে; বরং এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, রকীম ঐ ফলকের নাম, যার মধ্যে কোনো বাদশাহ্ আসহাবে কাহ্‌ফের নাম অঙ্কিত করে গুহার মুখে টাঙ্গিয়ে রেখেছিলেন।

আধুনিক ইতিহাসবিদদের গবেষণা : আধুনিক যুগের কোনো কোনো ইতিহাসবিদ ও আলেম খ্রিস্টান ইতিহাস ও ইউরোপীয় ইতিহাসের সাহায্যে আসহাবে কাহ্ফের গুহার স্থান ও কাল নির্ণয়ের লক্ষ্যে যথেষ্ট আলোচনা ও গবেষণা করেছেন।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ আয়লার (আকাবা) নিকটবর্তী বর্তমান শহর পাট্রাকে প্রাচীন শহর রকীম সাব্যস্ত করেছেন। আরব ইতিহাসবিদরা এর নাম লেখেন 'বাত্রা'। তিনি বর্তমান ইতিহাস থেকে এর নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে গুহার চিহ্নও দেখা যায় বলে উল্লেখ করেছেন, যার সাথে মসজিদ নির্মাণের লক্ষণাদিও দেখা যায়। এর সমর্থনে তিনি লিখেছেন : বাইবেলের ইশীয় গ্রন্থের অধ্যায় ১৮, আয়াত ২৭-এ যে জায়গাকে 'রকম' অথবা 'রাকেম' বলা হয়েছে, একেই বর্তমানে পাট্রা বলা হয়। কিন্তু এ বর্ণনায় সন্দেহ করা হয়েছে যে, ইশীয় গ্রন্থে বনী ইবনে ইয়ামীনের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পর্কে যে 'রকম' অথবা 'রাকেমের' উল্লেখ আছে, সেটা জর্দান নদী ও মৃত সাগরের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। এখানে পাট্রা শহর অবস্থিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এজন্য বর্তমান যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা এ বর্ণনা মেনে নিতে ঘোর আপত্তি করেছেন যে, পাট্রা ও রাকেম একই শহর।

–(এনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকা, মুদ্রণ ১৯৪৬, সপ্তদশ খণ্ড, ৬৫৮ পৃষ্ঠা)

অধিকাংশ তাফসীরবিদ 'আফসুস' নগরীকে অসহাবে কাহ্ফের স্থান সাব্যস্ত করেছেন। এটি এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে আবস্থিত রোমকদের সর্ববহৎ নগরী ছিল। এর ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান। এটি তুরস্কের ইজমীর (স্মার্ণা) শহর থেকে বিশ-পঁচিশ মাইল দক্ষিণে পাওয়া যায়।

হযরত মওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভীও 'আরদুল কুরআন' গ্রন্থে পাট্রা শহরের নাম উল্লেখ করে বন্ধনীর ভেতরে রকীম লিখেছেন। কিন্তু এর কোনো প্রমাণ তিনি পেশ করেননি যে, পাট্রা শহরের পুরনো নাম রকীম ছিল। মাওলানা হিফজুর রহমান 'কাসাসুল কুরআনে' একেই গ্রহণ করেছেন এবং এর প্রমাণস্বরূপ তওরাত ও 'সহীফা সুইয়ার' বরাত দিয়ে পাট্রা শহরের নাম রাকেমা বর্ণনা করেছেন।–[দায়েরাতুল মা'আরিফ, আরব থেকে গৃহীত]

জর্দানে আম্মানের নিকটবর্তী এক বিরান ভূমিতে একটি গুহার সন্ধান পাওয়া গেলে সরকারি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ১৯৬৩ ইং সনে সে স্থানটি খননের কাজ আরম্ভ করে। মাটি ও পাথর সরানোর পর অস্থি ও প্রস্তরে পূর্ণ ছয়টি শবাধার ও দু'টি সমাধি আবিষ্কার হয়। গুহার দক্ষিণ দিকে পাথরে খোদিতী বাইজেন্টিনীয় ভাষায় লিখিত কিছু নকশাও আবিষ্কৃত হয়। স্থানীয় লোকদের ধারণা, এ স্থানটিই রকীম এবং এর পাশে আসহাবে কাহফের এই গুহা।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (র.) বয়ানুল-কুরআনে তাফসীরে হাক্কানীর বরাত দিয়ে আসহাবে কাহ্ফের স্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধৃত করে লেখেন : যে অত্যাচারী বাদশাহ্র ভয়ে পালিয়ে গিয়ে আসহাবে কাহ্ফ গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার সময়কাল ছিল ২৫০ খ্রিস্টাব্দ। এরপর তিন শ'বছর পর্যন্ত তাঁরা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকেন। ফলে ৫৫০ খ্রিস্টাব্দে তাঁদের জাগ্রত হওয়ার ঘটনা ঘটে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মের ২০ বছর পূর্বে আসহাবে কাহ্ফ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হন। তাফসীরে-হক্কানীতেও তাঁদের স্থান 'আফসুস' অথবা 'তরতুস' শহর সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। বর্তমানেও এর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রয়েছে।

এসব ঐতিহাসিকও ভৌগোলিক তথা প্রাচীন তাফসীরবিদগণের রেওয়ায়েতও আধুনিক ইতিহাসবিদদের বর্ণনা থেকে পেশ করা হলো। আমি পূর্বেই আরজ করেছিলাম যে, কুরআনের কোনো আয়াত বুঝা এসব বিষয়ের উপর নির্ভশীল নয় এবং যে, উদ্দেশে কুরআন এ কাহিনী বর্ণনা করেছে, তার কোনো জরুরি অংশ এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত নয়। রেওয়ায়েত ও বর্ণনা এবং এগুলোর ইঙ্গিতাদিও এত বিভিন্নমুখী যে, সমগ্র গবেষণা এবং অধ্যবসায়ের পরেও কোনোরূপ চূড়ান্ত ফয়সালা সম্ভবপর নয়, কিন্তু আজকাল শিক্ষিত মহলে ঐতিহাসিক

গবেষণার প্রতি যে আসাধারণ ঝোঁক পবিদৃষ্ট হয়, তার পরিতৃপ্তির জন্য এসব তথ্য উদ্ধৃত করা হলো। এগুলো থেকে আনুমানিকভাবে এতটুকু জানা যায় যে, এ ঘটনাটি হযরত ঈসা (আ.)-এর পর এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জমানার কাছাকাছি সময়ে সংঘটিত হয়। অধিকাংশ রেওয়ায়েত এ বিষয়ে একমত। দেখা যায় যে, ঘটনাটি আফসূস অথবা তরতূস শহরের নিকটেই ঘটেছে।

আসহাবে কাহ্ফ এখনো জীবিত আছে কি? এ সম্পর্কে এটাই বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট যে, তাদের ওফাত হয়ে গেছে। তাফসীরে মাযহারীতে ইবনে ইসহাকের বিস্তারিত রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, আসহাবে কাহ্ফের জাগরণ, শহরে আশ্চর্য ঘটনার জানাজানি এবং বাদশাহ বায়দুসীসের কাছে পৌঁছে সাক্ষাতের পর আসহাবে কাহ্ফ বাদশাহর কাছে বিদায় প্রার্থনা করে। বিদায়ী সালামের সাথে তারা বাদশাহর জন্য দোয়া করে। বাদশাহর উপস্থিতিতেই তারা নিজেদের শয়নস্থলে গিয়ে শয়ন করে এবং আল্লাহ তা'আলা তখনই তাদেরকে মৃত্যুদান করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতটি ইবনে-জারীর ও ইবনে-কাছীর প্রমুখ তাফসীরবিদগণ উল্লেখ করেছেন : "কাতাদা বলেন : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হাবীব ইবনে মাসলামার সাথে এক জেহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। রোম দেশে একটি গুহার কাছ দিয়ে যাবার সময় তাঁরা সেখানে মৃত লোকদের হাড় দেখতে পান। এক ব্যক্তি বলল : এগুলো আসহাবে কাহ্ফের হাড়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন : তাদের হাড় তো তিনশ' বছর পূর্বেই মটিতে পরিণত হয়ে গেছে।"

কাহিনীর এসব অংশ কুরআনে নেই এবং হাদীসেও বর্ণিত হয়নি। ঘটনার কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য অথবা কুরআনোর কোনো আয়াত বুঝাও এগুলোর উপর নির্ভরশীল নয়। ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতদৃষ্টে এসব বিষয়ের কোনো অকাট্য ফয়সালা করা সম্ভবপর নয়।

إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ : فَتًى-এর বহুবচন فِتْيَةٌ অর্থ যুবক। তাফসীরবিদগণ লিখেছেন, এ শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, কর্ম সংশোধন, চরিত্র গঠন এবং হেদায়েত লাভের উপযুক্ত সময় হচ্ছে যৌবন কাল। বৃদ্ধ বয়সে পূর্ববর্তী কর্ম ও চরিত্র এত শক্তভাবে শিকড় গেড়ে বসে যে, যতই এর বিপরীত সত্য পরিস্ফুট হোক না কেন, তা থেকে বের হয়ে আসা দুরূহ হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাওয়াতে বিশ্বাস স্থাপনকারী সহাবায়ে কেরামের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন যুবক। −(ইবনে কাছীর, আবূ হাইয়্যান)

وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ ইবনে কছীরের বরাত দিয়ে উপরে যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের চিত্ত সুদৃঢ় করার ঘটনা তখন হয়েছে, যখন অত্যাচারী পৌত্তলিক বাদশাহ যুবকদেরকে দরবারে হাজির করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এই জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে হত্যার আশঙ্কা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে স্বীয় মহব্বত, ভীতি ও মহাত্ম্য এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেন যে, এর মোকাবিলায় হত্যা, মৃত্যুও যে কোনো বিপদাপদ সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হয়ে পরিষ্কারভাবে নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ঘোষণা করে যে, তারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কোনো উপাস্যের ইবাদত করে না−ভবিষ্যতেও করবে না। যারা আল্লাহর জন্য কোনা কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের এ ধরনের সাহায্য হয়ে থাকে।

فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ ইবনে কাছীর বলেন : আসহাবে কাহ্ফের অবলম্বিত কর্মপন্থা ছিল এই যে, যে শহরে থেকে আল্লাহর ইবাদত করা যায় না, সে শহর পরিত্যাগ করে গুহায় আশ্রয় নেওয়া উচিত। এটাই সব পয়গম্বরে সুন্নত। তাঁরা এরূপ স্থান থেকে হিজরত করে এমন জায়গায় আশ্রয় নেন, যেখানে আল্লাহর ইবাদত করা যেতে পারে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহ্ফের তিনটি বিস্ময়কর অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এগুলো তাঁদের কারামত হিসেবে অলৌকিকভাবে প্রকাশ লাভ করেছে।

এক. দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রায় অভিভূত থাকা এবং তাতে খাদ্য ইত্যাদি ছাড়াই জীবিত থাকা সর্ববৃহৎ কারামত ও অলৌকিক কাণ্ড। পরবর্তী আয়াতে এর বিবরণ আসবে। এখানে বলা হয়েছে যে, এই দীর্ঘ নিদ্রাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে গুহার অভ্যন্তরে এমনভাবে নিরাপদ রেখেছিলেন যে, সূর্য তাদের কাছ দিয়ে সকাল-বিকাল অতিক্রম করত, কিন্তু গুহার ভেতরে তাদের দেহে রোদ পড়ত না। কাছ দিয়ে অতিক্রম করার উপকারিতা জীবনের স্পন্দন প্রতিষ্ঠা, বাতাস, উত্তাপ, ও শৈত্যের সমতা ইত্যাদি ছিল।

ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ বাক্য থেকেও বাহ্যত বুঝা যায় যে, রোদ থেকে হেফাজতের এই ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির একটি নিদর্শন ছিল। -[মাযহারী]

দীর্ঘ নিদ্রার সময় আসহাবে কাহ্ফ এমতাবস্থায় ছিল যে, দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করত : দ্বিতীয় অবস্থা এই বর্ণিত হয়েছে যে, আসহাবে কাহ্ফকে এত দীর্ঘকাল নিদ্রায় অভিভূত রাখা সত্ত্বেও তাদের দেহে নিদ্রার চিহ্ন মাত্র ছিল না। বরং দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করত। অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন : তাদের চক্ষু খোলা ছিল। নিদ্রার কারণে দেহে যে শৈথিল্য আসে তাও তাদের মধ্যে ছিল না। বাহ্যত এ অবস্থাও আসাধারণ এবং একটি কারামতই ছিল। এর কারণ ছিল তাদের হেফাজত করা- যাতে নিদ্রিত মনে করে কেউ তাদের উপর হামলা না করে অথবা তাদের আসবাবপত্র চুরি না করে। বিভিন্ন দিকে পার্শ্ব পরিবর্তন থেকেও দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করতে পারে। এর আরেক কারণ ছিল এই যে, যাতে এক পার্শ্বকে মাটি খেয়ে না ফেলে।

আসহাবে কাহ্ফের কুকুর : সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে, যে গৃহে কুকুর কিংবা কোনো প্রাণীর ছবি থাকে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে ইবনে ওমরের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর অথবা জন্তুদের হেফাজতকারী কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পালন করে, প্রত্যহ তার পুণ্য থেকে দু'কীরাত হ্রাস পায়। -(কীরাত একটি ছোট ওজনের নাম।) হযরত আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েতে এক তৃতীয় প্রকার কুকুরের ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে : অর্থাৎ, শস্যক্ষেত্রের হেফাজতের জন্য পালিত কুকুর।

এসব হাদীসের ভিত্তিতে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহর ভক্ত আসহাব কাহ্ফ কুকুর সঙ্গে নিলেন কেন? এর এক উত্তর এই যে, কুকুর পালনের নিষিদ্ধতা শরিয়তে মুহাম্মদীর বিধান। সম্ভবত খ্রিস্টধর্মে এটা নিষিদ্ধ ছিল না। দ্বিতীয় জবাব এই যে, খুব সম্ভব তাঁরা সম্পদশালী ও পশু পালনকারী ছিলেন। এগুলোর হেফাজতের জন্য কুকুর পালন করতেন। কুকুরের প্রভুভক্তি সুবিদিত। তাঁরা যখন শহর থেকে রওয়ানা হন, তখন কুকুরও তাঁদের অনুসরণ করতে থাকে।

সৎ সংসর্গের বরকত কুকুরেরও সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছে : ইবনে আতিয়্যা বলেন : আমার শ্রদ্ধেয় পিতা বলেছেন যে, তিনি ৪৬৯ হিজরিতে মিসরের জামে মসজিদে আবুল ফজল জাওহরীর একটি ওয়াজ শুনেছেন। তিনি মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন : যে ব্যক্তি সৎলোকদেরকে ভালোবাসে, তাদের নেকীর অংশ সে-ও পায়। দেখ, আসহাবে কাহ্ফের কুকুর তাদেরকে ভালোবেসেছে এবং তদের সঙ্গি হয়ে গেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা কুরআনেও তার কথা উল্লেখ করেছেন।

কুরতুবী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে ইবনে আতিয়্যার বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন : একটি কুকুর যখন সৎলোক ও গুণীদের সংসর্গের কারণে এই মর্যাদা পেতে পারে, তখন আপনি অনুমান করুন, যেসব ঈমানদার তাওহীদী লোক আল্লাহর ওলী ও সৎলোকদেরকে ভালোবাসে, তাদের মর্যাদা কতটুকু হবে? এ ঘটনায় সেসব মুসলমানদের জন্য সান্ত্বনা ও সুসংবাদ রয়েছে, যারা আমলে কাঁচা, কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মনে প্রাণে ভালোবাসে।

সহীহ বুখারীর হাদীসে হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন : একদিন আমি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম। মসজিদের দরজায় এক ব্যক্তির সাথে দেখা হলো। সে প্রশ্ন করল : ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! কিয়ামত

কবে হবে? তিনি বললেন : তুমি কিয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ (যে, আসার জন্য তাড়াহুড়া করছ)? একথা শুনে লোকটি মনে মনে কিছুটা লজ্জিত হলো। অতঃপর সে বলল : আমি কিয়ামতের জন্য অনেক নামাজ, রোজা ও দান-খয়রাত সঞ্চয় করিনি, কিন্তু আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: যদি তাই হয়, তবে (শুনে নাও), তুমি (কিয়ামতে) তার সাথেই থাকবে, যাকে তুমি ভালোবাস। হযরত আনাস (রা.) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখে এ কথা শুনে আমরা এতই আনন্দিত হলাম যে, মুসলমান হওয়ার পর এর চাইতে বেশি আনন্দিত আর কখনো হইনি। হযরত আনাস (রা.) আরো বলেন: (আলহামদুলিল্লাহ) আমিও আল্লাহকে, তাঁর রাসূলকে, আবূ বকর ও ওমরকে ভালোবাসি এবং আশা করি যে, তাঁদের সাথেই কিয়ামতের দিন থাকব। -(কুরতুবী)

শব্দবিশ্লেষণ :

زِدْنٰهُمْ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلزِّيَادَةُ মূলবর্ণ (ز . ى . د) জিনস اجوف يائى অর্থ- অতিরিক্ত হওয়া; বাড়িয়ে দেওয়া।

اَظْلَمُ : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلظُّلْمُ মূলবর্ণ (ظ . ل . م) জিনস صحيح অর্থ- সীমালঙ্ঘন করা, অন্যের মালিকানায় হস্তক্ষেপ করা।

فَأْوٗا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْاَيُّوْ মূলবর্ণ (أ . و . ى) জিনস مركب (مهموز فاء ও لفيف مقرون) অর্থ- স্থান দেওয়া, অবস্থান করা (অবতরণ করা)।

يَنْشُرْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلنَّشْرُ মূলবর্ণ (ن . ش . ر) জিনস صحيح অর্থ- বিস্তার করা, বিক্ষিপ্ত হওয়া।

يُهَيِّئْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّهْيِئَةُ মূলবর্ণ (ه . ى . ء) জিনস مركب (مهموز لام ও اجوف يائى) অর্থ- প্রস্তুত করা; একত্রিত করা।

تَزَاوَرُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَاعُلْ মাসদার اَلتَّزَاوُرُ মূলবর্ণ (ز . و . ر) জিনস اجوف واوى অর্থ- পাশ কেটে যাওয়া। এর মূল অর্থ পরস্পর সাক্ষাৎ করা, সামনাসামনি হওয়া। কিন্তু যখন عن সেলা আসে, তখন অর্থ হবে- এড়িয়ে যাওয়া, পাশ কেটে যাওয়া, বক্ষ ঘুরিয়ে এড়িয়ে যাওয়া। এ স্থানে عن সেলা হয়েছে। তাই অর্থ হবে- এড়িয়ে যাওযা, পাশ কেটে যাওয়া।

تَقْرِضُهُمْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْقَرْضُ মূলবর্ণ (ق . ر . ض) জিনস صحيح অর্থ- কাটা, কর্তন করা, পার্শ্ববর্তী হওয়া।

اِطَّلَعْتَ : সীগাহ واحد مؤنث حاضر বহছ ماضى معروف মাসদার اَلْاِطِّلَاعُ বাব اِفْتِعَالْ মূলবর্ণ (ط . ل . ع) জিনস صحيح উঁকি দেওয়া, অবগত হওয়া।

لَوَلَّيْتَ : لام তাকিদের জন্য। وَلَّيْتَ সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّوْلِيَةُ মূলবর্ণ (و . ل . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ- মুখ ফিরিয়ে পালায়ন করা।

وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ ؕ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ؕ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوْٓا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَآ اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا (١٩)

১৯. আর এরূপেই আমি তাদেরকে জাগ্রত করে দিলাম, যেন তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করে, তাদের মধ্যকার এক বক্তা বলল, তোমরা কতক্ষণ অবস্থান করেছ? তাদের কতিপয় বলল, একদিন কিংবা একদিন অপেক্ষাও কিছু কম অবস্থান করে থাকব, অপর কতিপয় বলল, এটা তোমাদের প্রভুই অধিক অবগত রয়েছেন যে, তোমরা কতক্ষণ অবস্থান করেছ, এখন তোমাদের মধ্য হতে কোনো একজনকে তোমাদের এ মুদ্রাটি দিয়ে শহরে পাঠাও, অনন্তর সে যাচাই করবে যে, কোন খাদ্য হালাল, পরে সে তা হতে তোমাদের জন্য কিছু খাদ্য নিয়ে আসবে, আর যেন সে খুব সুকৌশলে কাজ করে এবং কাউকেও তোমাদের খবর জানতে না দেয়।

اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُمْ اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوْٓا اِذًا اَبَدًا (٢٠)

২০. যদি তারা কোনোরূপে তোমাদের বিষয় জানতে পারে, তবে তোমাদেরকে হয় প্রস্তারাঘাতে মেরে ফেলবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে এবং এরূপ ঘটলে কখনো তোমাদের মঙ্গল হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ :

১৯. وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ আর এরূপেই আমি তাদেরকে জাগ্রত করে দিলাম لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ যেন তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করে قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ তাদের মধ্যকার এক বক্তা বলল كَمْ لَبِثْتُمْ তোমরা কতক্ষণ অবস্থান করেছ قَالُوْا তাদের কতিপয় বলল لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ একাদিন কিংবা একদিন আপেক্ষাও কিছু কম আবস্থান করে থাকব। قَالُوْا অপর কতিপয় বলল رَبُّكُمْ اَعْلَمُ এটা তোমাদের রবই অধিক অবগত রয়েছেন যে بِمَا لَبِثْتُمْ তোমরা কতক্ষণ অবস্থান করেছ فَابْعَثُوْٓا اَحَدَكُمْ এখন তোমাদের মধ্য হতে কোনো একজনকে পাঠাও بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖٓ তোমাদের এ মুদ্রা দিয়ে اِلَى الْمَدِيْنَةِ শহরে فَلْيَنْظُرْ অনন্তর সে যাচাই করবে اَيُّهَآ اَزْكٰى طَعَامًا কোন খাদ্য হালাল فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ পরে সে তা হতে তোমাদের জন্য কিছু খাদ্য নিয়ে আসবে وَلْيَتَلَطَّفْ আর যেন সে খুব কৌশলে কাজ করে। وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا এবং কাউকেও তোমাদের খবর জানতে না দেয়।

২০. اِنَّهُمْ اِنْ يَّظْهَرُوْا عَلَيْكُمْ যদি তারা কোনোরূপে তোমাদের সন্ধান জেনে ফেলে يَرْجُمُوْكُمْ তবে তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলবে اَوْ يُعِيْدُوْكُمْ فِيْ مِلَّتِهِمْ অথবা তেমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে وَلَنْ تُفْلِحُوْٓا اِذًا اَبَدًا এবং এরূপ ঘটলে কখনো তোমাদের মঙ্গল হবে না।

وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوْٓا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا ۚ اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ۗ رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ ۗ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰٓى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا (٢١)

২১. আর এরূপে আমি লোকদেরকে তাদের সম্বন্ধে অবহিত করে দিলাম, যেন তারা এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামত সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই, সে সময়টিও স্মরণীয়, যখন লোকেরা তাদের সম্পর্কে পরস্পর ঝগড়া করছিল, তখন তারা বলল, তাদের [গুহার] সন্নিকটে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে দাও, তাদের প্রভু তাদের সম্বন্ধে খুব জানতেন, যারা নিজেদের কার্যে প্রবল ছিল, তারা বলল, আমরা তো তাদের [গুহার] সন্নিকটে একটি মসজিদ নির্মাণ করব।

سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا ۢ بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۗ قُلْ رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ ۟ فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ اِلَّا مِرَاۗءً ظَاهِرًا ۠ وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا (٢٢)

২২. কতিপয় বলবে, তারা ছিল তিন জন, চতুর্থ তাদের কুকুর, আর কতিপয় বলবে, তারা ছিল পাঁচ জন, ষষ্ঠ তাদের কুকুর– অদৃশ্য বিষয় অনুমান করেই বলে, আর কতিপয় বলবে, তারা ছিল সাত জন এবং অষ্টম তাদের কুকুর, আপনি বলে দিন, আমার প্রভু তাদের সংখ্যা খুব অবগত আছেন, তাদের [সংখ্যা] -কে অতি অল্প লোকই জানে। সুতরাং আপনি তাদের সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করবেন না মোটামুটি আলোচনা ব্যতীত, [ওহী অনুযায়ী কাহিনীটি বলুন] এবং আপনি তাদের সম্বন্ধে এদের কাউকেও কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।

শাব্দিক অনুবাদ :

২১. وَكَذٰلِكَ اَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ আর এরূপে আমি লোকদেরকে তাদের সম্বন্ধে অবহিত করে দিলাম لِيَعْلَمُوْٓا যেন তারা এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে যে اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ আল্লাহর ওয়াদা সত্য وَّاَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيْهَا এবং কিয়ামত সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই اِذْ يَتَنَازَعُوْنَ بَيْنَهُمْ اَمْرَهُمْ সে সময়টিও স্মরণীয় যখন লোকেরা তাদের সম্বন্ধে ঝগড়া করছিল فَقَالُوا তখন তারা বলল ابْنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا তাদের (গুহার) সন্নিকটে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে দাও رَبُّهُمْ اَعْلَمُ بِهِمْ তাদের রব তাদের সম্বন্ধে খুব জানতেন قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰٓى اَمْرِهِمْ যারা নিজেদের কার্যে প্রবল ছিল, তারা বলল لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا আমরা তো তাদের (গুহার) সন্নিকটে একটি মসজিদ নির্মাণ করব।

২২. سَيَقُوْلُوْنَ কতিপয় বলবে ثَلٰثَةٌ তারা ছিল তিন জন رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ চতুর্থ তাদের কুকুর وَيَقُوْلُوْنَ আর কতিপয় বলবে خَمْسَةٌ তারা ছিল পাঁচ জন سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ ৬ষ্ঠ তাদের কুকুর رَجْمًا بِالْغَيْبِ অদৃশ্য বিষয় অনুমান করেই বলে وَيَقُوْلُوْنَ আর কতিপয় বলবে سَبْعَةٌ তারা ছিল সাত জন وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ এবং অষ্টম তাদের কুকুর قُلْ আপনি বলে দিন رَّبِّيْٓ اَعْلَمُ আমার রব খুব অবগত আছেন بِعِدَّتِهِمْ তাদের সংখ্যা مَّا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيْلٌ তাদের (সংখ্যা) কে অতি অল্প লোকই জানে فَلَا تُمَارِ فِيْهِمْ সুতরাং আপনি তাদের সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করবেন না اِلَّا مِرَاۗءً ظَاهِرًا মোটামুটি আলোচনা ব্যতীত وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيْهِمْ مِّنْهُمْ اَحَدًا এবং আপনি তাদের সম্বন্ধে এদের কাউকেও কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَكَذَالِكَ-এ শব্দটি তুলানামূলক ও দৃষ্টান্তমূলক অর্থ দেয়। এখানে দু'টি ঘটনার পারস্পরিক তুলনা বুঝানো হয়েছে। প্রথম ঘটনা আসহাবে কাহ্ফের দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রাভিভূত থাকা, যা কাহিনীর শুরুতে فَضَرَبْنَا عَلٰى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় ঘটনা দীর্ঘকালীন নিদ্রার পর সুস্থ থাকা এবং খাদ্য না পাওয়া সত্ত্বেও সবল ও সুঠাম দেহে জাগ্রত হওয়া। উভয় ঘটনা আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন হওয়ার ব্যাপারে পরস্পর তুল্য। তাই এ আয়াতে তাদেরকে জাগ্রত করার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে كَذَالِكَ শব্দে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের নিদ্রা যেমন সাধারণ মানুষের নিদ্রার মতো ছিল না, তেমনি তাদের জাগরণও স্বতন্ত্র ছিল। এরপর لِيَتَسَاءَلُوْا বলা হয়েছে, অর্থাৎ, যাতে তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে যে, কতকাল ঘুমানো হয়েছে। এটা জাগ্রত করার আসল কারণ নয়; বরং একটি অভ্যস্ত ঘটনার বর্ণনা। এ কারণেই এর لَامْ কে তাফসীরবিদগণ لَامْ عَاقِبَتْ অথবা لَامْ صَيْرُوْرَتْ নাম দিয়েছেন। -[আবূ হাইয়্যান, কুরতুবী]

মোটকথা, তাদের দীর্ঘ নিদ্রা যেমন কুদরতের একটি নিদর্শন ছিল, এমনিভাবে শত শত বছর পর পানাহার ছাড়া সুস্থ-সবল অবস্থায় জাগ্রত হওয়াও ছিল আল্লাহর অপার শক্তির একটি নিদর্শন। আল্লাহর এটাও ইচ্ছা ছিল যে, শত শত বছর নিদ্রামগ্ন থাকার বিষয়টি স্বয়ং তারাও জানুক। তাই পারস্পরিক জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এর সূচনা হয় এবং সে ঘটনা দ্বারা চূড়ান্ত রূপ নেয়, যা পরবর্তী وَكَذَالِكَ اَعْثَرْنَا আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের গোপন রহস্য শহরবাসীরা জেনে ফেলে এবং সময়কাল নির্ণয়ে মতানৈক্য সত্ত্বেও দীর্ঘকাল গুহায় নিদ্রামগ্ন থাকার ব্যাপারে সবার মনেই বিশ্বাস জন্মে।

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ কাহিনীর শুরুতে সংক্ষেপে বলা হয়েছে যে, গুহায় অবস্থানের সময়কাল সম্পর্কে তাদের পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য হয় এবং তাদের এক দলের উক্তি শুদ্ধ ছিল। এখানে তারই বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আসহাবে কাহ্ফের এক ব্যক্তি প্রশ্ন তুলল যে, তোমরা কতকাল নিদ্রামগ্ন রয়েছ? কেউ কেউ উত্তর দিল : একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ। কেননা তারা সকাল বেলায় গুহায় প্রবেশ করেছিল এবং জাগরণের সময়টি ছিল বিকাল। তাই মনে করল যে, এটা সেই দিন যেদিন আমরা গুহায় প্রবেশ করেছিলাম। কিন্তু তাদের মধ্য থেকেই অন্যেরা অনুভব করল যে, এটা সম্ভবতঃ সে দিন নয়। তাহলে কতদিন গেল জানা নেই। তাই তারা বিষয়টি আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে বলল : رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ অতঃপর তারা এ আলোচনাকে অনাবশ্যক মনে করে জরুরি কাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল যে, শহর থেকে কিছু খাদ্য আনার জন্য একজনকে পাঠানো হোক।

اِلَى الْمَدِيْنَةِ এ শব্দ থেকে জানা গেল যে, গুহার নিকটে একটি বড় শহর ছিল। সেখানে তারা পূর্বে বসবাস করত। এ শহরের নাম সম্পর্কে আবূ হাইয়্যান তাফসীরে বাহ্রে-মুহীতে বলেন : যে সময়ে আসহাবে কাহ্ফ এ শহর থেকে বের হয়েছিল তখন তার নাম ছিল 'আফসুস।' বর্তমানে এর নাম 'তরসূস।' কুরতুবী স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে বলেন : এ শহরের উপর যখন মূর্তিপূজারীদের আধিপত্য ছিল, তখন এর নাম ছিল 'আফসূস।' অতঃপর যখন মুসলমান অর্থাৎ তৎকালীন খ্রিস্টানগণ শহরটি দখল করে নেয়, তখন এর নাম রেখে দেওয়া 'তরসূস'।

بِوَرِقِكُمْ থেকে জানা যায় যে, তারা গুহায় আসার সময় কিছু টাকা-পয়সাও সাথে এনেছিল। অতএব, বুঝা গেল যে, প্রয়োজনীয় ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা বৈরাগ্য ও তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি নয়। -(বাহ্রে-মুহীত)

اَيُّهَا اَزْكٰى طَعَامًا : اَزْكٰى শব্দের অর্থ পাক-সাফ। ইবনে জোবায়রের তাফসীর অনুযায়ী এখানে হালাল খাদ্য বুঝানো হয়েছে। এর প্রয়োজন এজন্য দেখা দেয় যে, যখন তারা শহর থেকে বের হয়েছিল, তখন সেখানে মূর্তিদের নামে পশু জবাই করা হতো এবং বাজারে তা-ই বিক্রি করা হতো। তাই প্রেরিত ব্যক্তিকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, খাদ্য হালাল কিনা, তা যেন যাচাই করে আনা হয়।

এ থেকে জানা গেল যে, শহরে কিংবা যে বাজারে অথবা যে হোটেলে অধিকাংশ হারাম খাদ্য প্রচলিত, সেখানকার খাদ্য যাচাই না করে খাওয়া জায়েজ নয়।

يَرْجُمُوكُمْ : رَجْم শব্দের অর্থ পাথর মেরে মেরে হত্যা করা। গুহায় যাওয়ার পূর্বে বাদশাহ হুমুক দিয়েছিল যে, তোমাদের এ ধর্ম পরিত্যাগ না করলে তোমাদেরকে হত্যা করা হবে। এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, তাদের মতে ধর্মত্যাগীদের শাস্তি ছিল প্রস্তর বর্ষণের মাধ্যমে হত্যা, যাতে সবাই এতে অংশগ্রহণ করে এবং সমগ্র জাতি যেন ক্রোধ প্রকাশ করে হত্যা করে।

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ আসহাবে কাহফ নিজেদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে শহরে প্রেরণের জন্য মনোনীত করে এবং খাদ্য আনার জন্য তার কাছে অর্থ অর্পণ করে। কুরতুবী বলেন : এ থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যায় : এক. অর্থ-সম্পদে অংশীদারিত্ব জায়েজ। দুই. অর্থ-সম্পদের উকিল নিযুক্ত করা জায়েজ এবং শরিকানাধীন সম্পদ কোনো এক ব্যক্তি অন্যদের অনুমতিক্রমে ব্যয় করতে পারে; তিন. খাদ্যদ্রব্যে কয়েকজন সঙ্গী শরিক হলে তা জায়েজ; যদিও খাওয়ার পরিমাণ বিভিন্নরূপ হয়- কেউ কম খায় আর কেউ বেশি খায়।

وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ এ আয়াতে আসহাবে কাহফের রহস্য শহরবাসীদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ার বিষয় এবং পরকাল ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস অর্জিত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

سَيَقُولُونَ অর্থাৎ, তারা বলবে, 'তারা' কারা-এ সম্পর্কে দু'রকম সম্ভাবনা আছে- এক. এখানে তাদের কথাই বলা হয়েছে, যারা আসহাবে কাহফের আমলে তাদের নাম, বংশ ইত্যাদি সম্পর্কে মতভেদ করেছিল। তাদের মধ্যেই কেউ কেউ তাদের সংখ্যা সম্পর্কে প্রথম উক্তি, কেউ কেউ দ্বিতীয় উক্তি এবং কেউ কেউ তৃতীয় উক্তি করেছিল। -[বাহর]

দুই. سَيَقُولُونَ বাক্যে নাজারানের খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে আসহাবে কাহফের সংখ্যা সম্পর্কে বিতর্ক করেছিল। নাজারানের খ্রিস্টান সম্প্রদায় তিন দলে বিভক্ত ছিল। এক দলের নাম ছিল 'মালকানিয়া'। এরা সংখ্যা সম্পর্কে প্রথম উক্তি, অর্থাৎ, তিন বলেছিল। দ্বিতীয় দলের নাম ছিল 'এয়াকুবিয়্যা'। তারা দ্বিতীয় সংখ্যা অর্থাৎ, পাঁচ বলেছিল; তৃতীয় দল ছিল 'নাস্তুরীয়া'। তারা তৃতীয় সংখ্যা অর্থাৎ, সাত বলেছিল। কেউ কেউ বলেন : তৃতীয় উক্তিটি ছিল মুসলমানদের। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস এবং কুরআনের ইঙ্গিত দ্বারা তৃতীয় উত্তরের বিশুদ্ধতাই প্রমাণিত হয়। -[বাহরে-মুহীত]

وَثَامِنُهُمْ এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, আসহাবে কাহফের সংখ্যা সম্পর্কে আয়াতে তিনটি উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে : তিন, পাঁচ ও সাত। প্রত্যেকটি সংখ্যার পর তাদের কুকুরের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রথমোক্ত দুই উক্তিতে তাদের সংখ্যা ও কুকুরের গণনার মাঝখানে وَاو عَاطِفَة (সংযোগকারী ওয়াও) ব্যবহার না করে বলা হয়েছে- ثَلٰثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ এবং خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ কিন্তু তৃতীয় উক্তিতে سَبْعَة-এর পর وَاو عَاطِفَة এনে وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ বলা হয়েছে।

তাফসীরবিদগণ এর কারণ এই লিখেন যে, আরবদের কাছে সংখ্যার প্রথম ধাপ ছিল সাত। সাতের পরে যে সংখ্যা আসত, তা অনেকটা পৃথক বলে গণ্য হতো; যেমন আজকাল নয় সংখ্যাটি নয় পর্যন্ত একক সংখ্যা ধরা হয়। দশ থেকে দ্বি-সংখ্যা আরম্ভ হয়। এ কারণেই আরবরা তিন থেকে সাত পর্যন্ত সংখ্যা গণনায় وَاو عَاطِفَة ব্যবহার করত না। সাতের পর কোনো সংখ্যা বর্ণনা করতে হলে وَاو عَاطِفَة এনে পৃথক করে বর্ণনা করত। এ জন্যই এই واو -কে وَاو ثَمَان নাম দেওয়া হতো। -[মাযহারী]

আসহাবে কাহফের নাম : প্রকৃতপক্ষে কোনো সহীহ হাদীস থেকে আসহাবে কাহফের নাম সঠিকভাবে প্রমাণিত নেই। তাফসীরী ও ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতে বিভিন্ন নাম বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে তাবারানী 'মু'জামে আওসাত' গ্রন্থে বিশুদ্ধ সনদ সহযোগে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে যে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, সেটিই বিশুদ্ধতর। এতে তাদের নাম নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে-মুকসালমিনা, তামলিখা, মরতুনুস, সনুনুস, সারিনুতুস, যুনওয়াস, কায়াস্তুরিতয়ুনুস।

فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا অর্থাৎ, আপনি আসহাবে কাহফের সংখ্যা প্রভৃতি সম্পর্কে তাদের সাথে বৃথা বিতর্কে প্রবৃত্ত হবেন না; বরং সাধারণ আলোচনা করুন। আপনি নিজেও তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না।

বিরোধপূর্ণ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা থেকে বিরত থাকা উচিত : বর্ণিত উভয় বাক্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে আলেম সম্প্রদায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশক নীতি। কোনো প্রশ্নে মতবিরোধ দেখা দিলে জরুরি বিষয়গুলো বর্ণনা করা উচিত। এরপরও যদি কেউ অনাবশ্যক আলোচনায় জড়িত হয়ে পড়ে, তবে তার সাথে সাধারণ আলোচনা করে বিতর্ক শেষ করে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। নিজের দাবি প্রমাণ করার জন্য উঠে-পড়ে, লেগে যাওয়া এবং প্রতিপক্ষের দাবি খণ্ডনে অধিক জোর দেওয়া অনুচিত। কারণ এতে বিশেষ কোনো উপকারিতা নেই। উপরন্তু অতিরিক্ত আলোচনা ও কথা কাটাকাটিতে মূল্যবান সময়ও নষ্ট হয় এবং পরস্পরের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টিরও সম্ভাবনা থাকে।

দ্বিতীয় বাক্যে দ্বিতীয় নির্দেশ এই ব্যক্ত হয়েছে যে, ওহীর মাধ্যমে আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কে যে পরিমাণ তথ্য আপনাকে সরবরাহ করা হয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। কারণ এতটুকুই যথেষ্ট। আরো বেশি জানার জন্য খোঁজাখুঁজি ও মানুষের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ না করার এক উদ্দেশ্য এমনও হতে পারে যে, তার অজ্ঞতা ও মুর্খতা জনসমক্ষে ফুটে উঠুক-এটাও পয়গম্বরী-চরিত্রের পরিপন্থি। তাই ভালো ও মন্দ উভয় উদ্দেশ্যে অপরকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

لِيَتَسَاءَلُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّسَاءُلُ মূলবর্ণ (س . أ . ل) জিনস مهموزعين অর্থ- একে অন্যের কাছে জিজ্ঞাসা করা, প্রশ্ন করা।

اَزْكٰى : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم تفضيل বাব نَصَرَ মাসদার اَلزَّكٰوةُ মূলবর্ণ (ز . ك . و) জিনস ناقص واوى অর্থ- পাক-সাফ, পুতঃপবিত্র হওয়া।

لِيَتَلَطَّفْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব تَفَعُّلٌ মাসদার اَلتَّلَطُّفُ মূলবর্ণ (ل . ط . ف) জিনস صحيح অর্থ- পরস্পর নম্রতা ও উত্তম আচরণের সাথে সামনে আসা।

لَا يُشْعِرَنَّ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ نفى فعل مضارع معروف بانون تاكيد ثقيله বাব اِفْعَالٌ মাসদার الاشعار মূলবর্ণ (ش . ع . ر) জিনস صحيح অর্থ- জ্ঞাত করানো।

يُعِيْدُوْكُمْ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِعَادَةُ মূলবর্ণ (ع . و . د) জিনস اجوف واوى অর্থ- ফিরানো, ফিরিয়ে নেওয়া।

يَتَنَازَعُوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব تَفَاعُلٌ মাসদার اَلتَّنَازُعُ মূলবর্ণ (ن . ز . ع) জিনস صحيح অর্থ- পরস্পর বিতর্ক করা, মতানৈক্য করা, ঝগড়া করা।

اُبْنُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبِنَاءُ মূলবর্ণ (ب . ن . أ) জিনস مهموز لام অর্থ- ইমারত বানানো।

لَنَتَّخِذَنَّ : সীগাহ جمع متكلم বহছ لام تاكيد بانون تاكيد ثقيله درفعل مستقبل معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّخَاذُ মূলবর্ণ (أ . خ . ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ- বানানো, নির্মাণ করা, তৈরি করা; গ্রহণ করা।

لَا تُمَارِ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف মাসদার اَلْمِرَاءُ ও اَلْمُمَارَاةُ বাব مُفَاعَلَه মূলবর্ণ (م . ر . ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- এমন কথায় ঝগড়া করা, যে কথায় সন্দেহ বিদ্যমান।

لَا تَسْتَفْتِ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اِسْتِفْعَال মাসদার اَلْاِسْتِفْتَاءُ মূলবর্ণ (ف . ت . و) জিনস ناقص واوى অর্থ- হুকুম/বিধান/সমাধান জানতে চাওয়া।

২৩. আর আপনি কোনো কাজ সম্বন্ধে এরূপ বলবেন না যে, এটা আগামীকল্য করব।	وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَايْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا (٢٣)
২৪. বরং আল্লাহর ইচ্ছাকে সংযোগ করবেন, আর যখন [তা] ভুলে যান, তখন স্বীয় প্রভুকে স্মরণ করবেন, আর বলে দিন, আশা করি আমার প্রভু আমাকে [নবুয়তের] প্রমাণ হওয়ার জন্য এটা অপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী বিষয় শিখিয়ে দিবেন।	اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۫ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا (٢٤)
২৫. আর তারা তাদের সে গুহায় তিন শত বৎসর ছিল এবং আরো নয় বৎসর বেশি।	وَلَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا (٢٥)
২৬. আপনি বলে দিন, তাদের অবস্থানকাল সম্বন্ধে আল্লাহই অধিক জানেন, আসমানসমূহ ও জমিনের সকল গায়বি ইলম তাঁরই জন্য, তিনি কেমন দর্শনকারী, কেমন শ্রবণকারী। আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ তাদের সাহায্যকারী নেই, আর না আল্লাহ নিজ হুকুমের মধ্যে কাউকেও শরিক করেন।	قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا ۚ لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ ۫ وَلَا يُشْرِكُ فِيْ حُكْمِهٖۤ اَحَدًا (٢٦)
২৭. এবং আপনার নিকট আপনার প্রভুর যে কিতাব ওহী যোগে এসেছে, তা পড়ে শুনান, তাঁর বাণীসমূহ কেউই পরিবর্তন করতে পারবে না। আর আপনি আল্লাহ ব্যতীত অপর কোনো আশ্রয়ই পাবেন না।	وَاتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتٰبِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا (٢٧)

শাব্দিক অনুবাদ :

২৩. وَلَا تَقُوْلَنَّ আর আপনি এরূপ বলবেন না لِشَايْءٍ কোনো কাজ সম্বন্ধে যে اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا এটা আগামীকাল করব।

২৪. اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ বরং আল্লাহর ইচ্ছাকে সংযোগ করবেন وَاذْكُرْ رَّبَّكَ আর স্বীয় প্রভুকে স্মরণ করবেন اِذَا نَسِيْتَ যখন তা ভুলে যান তখন وَقُلْ আর বলে দিন عَسٰٓى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّيْ আশা করি আমার রব আমাকে শিখিয়ে দিবেন لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا এটা অপেক্ষা আধিক নিকটবর্তী বিষয় رَشَدًا (নবুয়তের) প্রমাণ হওয়ার জন্য।

২৫. وَلَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ আর তারা তাদের সে গুহায় ছিল ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ তিনশত বৎসর وَازْدَادُوْا تِسْعًا এবং আরো নয় বৎসর বেশি।

২৬. قُلْ আপনি বলে দিন اللّٰهُ اَعْلَمُ আল্লাহই আধিক জানেন بِمَا لَبِثُوْا তাদের অবস্থানকাল সম্বন্ধে لَهٗ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমানসমূহ ও জমিনের সকল গায়বি ইলম তারই জন্য اَبْصِرْ بِهٖ وَاَسْمِعْ তিনি কেমন দর্শনকারী কেমন শ্রবণকারী مَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ আল্লাহ ব্যতীত আর কেউই তাদের সাহায্যকারী নেই وَلَا يُشْرِكُ আর না আল্লাহ শরিক করেন فِيْ حُكْمِهٖ নিজ হুকুমের মধ্যে اَحَدًا কাউকেও।

২৭. وَاتْلُ এবং পড়ে শুনান مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتٰبِ رَبِّكَ আপনার নিকট আপনার প্রভুর যে কিতাব ওহী যোগে এসেছে তা لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ তাঁর বাণীসমূহ কেউই পরিবর্তন করতে পারবে না وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ مُلْتَحَدًا আর আপনি আল্লাহ ব্যতীত কোনো আশ্রয় পাবেন না।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا ﴿٢٨﴾

২৮. এবং আপনি নিজকে তাদের সঙ্গে সংযুক্ত রাখুন যারা সকালে ও সন্ধ্যায় [সর্বদা] স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত শুধু তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে থাকে এবং পার্থিব জীবনের জাঁকজমকের খেয়াল করে আপনার দৃষ্টি যেন তাদের হতে সরে না যায়, আর [দরিদ্রদেরকে বিতাড়ন সম্পর্কে] এমন ব্যক্তির কথায় কর্ণপাত করবেন না, যার অন্তরকে আমার স্মরণ হতে গাফেল করে রেখেছি এবং সে স্বীয় প্রবৃত্তি অনুযায়ী চলে এবং তার অবস্থা সীমাতিক্রম করে গেছে।

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۫ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۙ اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ؕ وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ؕ بِئْسَ الشَّرَابُ ؕ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾

২৯. আর আপনি বলে দিন, সত্য [ধর্ম] তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এসেছে। সুতরাং যার মনে চায় ঈমান আনুক, আর যার মনে চায় কাফের থাকুক, নিশ্চয় আমি এরূপ অনাচারীদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার আবরণী তাদেরকে ঘিরে নিবে; আর যদি তারা [পিপাসায়] ফরিয়াদ করে, তবে এমন পানি দ্বারা তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করা হবে, যা তৈলের গাদের ন্যায় হবে এবং মুখমণ্ডলকে ভুনিয়ে ফেলবে: তা কতইনা নিকৃষ্ট পানীয় হবে এবং সে দোজখও কতই না নিকৃষ্ট স্থান হবে।

শাব্দিক অনুবাদ :

২৮. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ এবং আপনি নিজেকে তাদের সঙ্গে লিপ্ত রাখুন يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ যারা স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত করে থাকে بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ সকাল ও সন্ধ্যায় يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ শুধু তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে وَلَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ এবং আপনার দৃষ্টি যেন তাদের থেকে সরে না যায় تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনের জাকজমকের খেয়াল করে وَلَا تُطِعْ, আর এমন ব্যক্তির কথায় কর্ণপাত করবেন না مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا যার অন্তকরণকে আমার স্মরণ হতে গাফেল করে রেখেছে وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ এবং সে স্বীয় প্রবৃত্তি অনুযায়ী চলে وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا এবং তার অবস্থা সীমাতিক্রম করে গেছে।

২৯. وَقُلِ আর আপনি বলে দিন الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ সত্য তোমাদের রবের পক্ষ হতে এসেছে فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ সুতরাং যার মনে চায় ঈমান আনুক وَمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ আর যার মনে চায় কাফের থাকুক اِنَّآ اَعْتَدْنَا নিশ্চয় আমি প্রস্তুত করে রেখেছি لِلظّٰلِمِيْنَ এরূপ অনাচারীদের জন্য। نَارًا অগ্নি اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا যার আবরণী তাদেরকে ঘিরে নিবে। وَاِنْ يَّسْتَغِيْثُوْا আর যদি তারা (পিপাসায়) ফরিয়াদ করে يُغَاثُوْا بِمَآءٍ তবে এমন পানি দ্বারা তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করা হবে كَالْمُهْلِ যা তৈলের গাদের ন্যায় হবে يَشْوِى الْوُجُوْهَ যা মুখমণ্ডলকে ভুনে ফেলবে بِئْسَ الشَّرَابُ তা কতই না নিকৃষ্ট পানীয় হবে وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا এবং সেই দোজখ কতইনা নিকৃষ্ট স্থান হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا

শানে নুযূল : ইবনে মারদুয়া যাহহাকের বরাত দিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতে وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ আয়াতাংশটি যখন নাজিল হয়, তখন রাসূল ﷺ -এর নিকট জানার জন্য আবেদন করা হলো যে, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! তারা গোহায় তিনশত অবস্থান করেছে বলে যা উল্লেখ্য রয়েছে। তা বৎসর, মাস ও দিন হতে কোনটি? তখন আল্লাহ তা'আলা سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا আয়াতাংশটি নাজিল করেন। –[ফতুহুল কাদীর ২৮০/৩, কুরতুবী ৩৩২/১০, তাবারী ২১০/৮, রূহুল মা'আনী পৃ.২৫৩, খ.৮, পারা-১৫]

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ .... وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (٢٧-٢٨)

শানে নুযূল-১ : উয়াইনা বিন বদর, আকরা বিন হাবেস প্রমুখ একদা রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি যদি বৈঠকের মধ্যস্থলে বসে থাকেন এবং এ সকল দুঃস্থ মুসলমান অর্থাৎ সালমান, আবূ যর, সুহাইব, আম্মার, বিলাল, ইবনে মাসউদ ও খাব্বাব প্রমুখের মধ্যে আপনাকে ডুবিয়ে রাখেন, অথচ তাদের পরিধানে থাকে মোটা বর্ম পোষাক, যার দুর্গন্ধ আমাদের কষ্ট হয়, তাহলে কিরূপভাবে আমরা আপনার সাথে বসে আলোচনা করে আপনার নিকট হতে ধর্মীয় বিষয় জেনে নিতে পারি? তখন আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন।

শানে নুযূল-২ : ইবনে মারদুয়া হুলিয়া গ্রন্থে আবূ নাঈম ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত সালমান ফাসী (রা.) -এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল ﷺ -এর নিকট মুআল্লাফাতুল কুলূব অর্থাৎ উয়াইনা বিন হিসন ও আকরা বিন হাবেস প্রমুখ এসে বলল, আপনি যদি মজলিসে দুঃস্থ মুসলমানদের মাঝে বসে থাকেন, যাদের গায়ে, মোটা পোষাক থাকে যার দুর্গন্ধ যুক্ত বাতাস আমাদের কষ্ট হয়। আমরা আপনার নিকট হতে ধর্মীয় জ্ঞান কিরূপ ভাবে সংগ্রহ করব। সে পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। পূর্বোক্ত বর্ণনা অনুসারে আয়াত মক্কী এবং পরবর্তী বর্ণনা অনুসারে তা হলো মদনী।

–[কুরতুবী ২২৯/১০, বাহরে মুহীত্ব ১১৩/৬, তাবারী ২১৫/৮ ফতহুল কাদীর ২৮২/৩]

শানে নযূল-৩ : ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুয়া আমর বিন শুয়াইব তদীয় পিতা ও দাদার উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াত وَاصْبِرْ نَفْسَكَ ফজরের নামাজ এবং আসরের নামাজ সম্পর্কে নাজিল হয়েছে।

শানে নুযূল-৪ : ইবনে মারদূয়া জুয়াইবের মধ্যস্থতায় যাহ্হাক কর্তৃক হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর এক রেওয়ায়েতে উদ্ধৃত করেন যে, তিনি বলেন, আলোচ্য আয়াতের অংশ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا উমায়্যা বিন খালফ আল জুমাহী সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। ঘটনা প্রবাহ হচ্ছে যে, সে একদা নবী করীম ﷺ-কে পরামর্শ দিয়ে বলেছিল, রাসূল ﷺ যেন গরীব মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মক্কার নেতাদের নিকটতম হয়ে থাকেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে وَلَا تُطِعْ .... فُرُطًا আয়াতাংশটি নাজিল হয়েছে।

–[কুরতুবী ৩৪০/১০, ফতহুল কাদীর ২৮৪/৩]

শানে নুযূল-৫ : ইবনে আবী হাতেম ইবনে বুরাইদা এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, উয়াইনা বিন হিসন একদা গ্রীষ্মকালে রাসূল ﷺ -এর নিকট গমন করে। সে মুহূর্তে হযরত সালমান ফার্সী (রা.) মোটা জুব্বা পড়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তার শরীর থেকে ঘামের দুর্গন্ধ যুক্ত বাতাসও বের হচ্ছিল। তখন উয়াইনা বলল, হে মুহাম্মদ ! আমরা যখন আপনার নিকট আসব, তখন এ ধরনের লোক সকলকে বের করে দিবেন, তাহলে আমাদের কষ্ট হবে না। অতঃপর আমরা যখন চলে যাব, তখন আপনি তাদের সাথে আলোচনা করুন। উয়াইনার এ উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা .... وَلَا تُطِعْ আয়াতাংশটি নাজিল করেন।

-[ফতহুল কাদীর ১৩৪/৩, কুরতুবী ৩৪০/১০, রূহুল মা'আনী পৃ.২৬২, খ.৮, পারা-১৫]

উল্লিখিত ২৩-২৬ নং আয়াতে আসহাবে কাহ্ফের কাহিনী সমাপ্ত হচ্ছে। তন্মধ্যে প্রথম দু'আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতকালে কোনো কাজ করার ওয়াদা বা স্বীকারোক্তি করলে এর সাথে 'ইনশাআল্লাহ' বাক্যটি যুক্ত করতে হবে। কেননা ভবিষ্যতে জীবিত থাকবে কিনা তা কারো জানা নেই। জীবিত থাকলেও কাজটি করতে পারবে কিনা, তার নিশ্চয়তা নেই। কাজেই মুমিনের উচিত মনে মনে এবং মুখে স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আল্লাহর উপর ভরসা করা। ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার কথা বললে এভাবে বলা দরকার : যদি আল্লাহ চান, তবে আমি এ কাজটি আগামীকাল করব। ইনশাআল্লাহ বাক্যের অর্থ তাই।

তৃতীয় আয়াতে একটি বিরোধপূর্ণ আলোচনার ফয়সালা করা হয়েছে। এতে আসহাবে কাহ্ফের আমলের লোকদের মতামতও বিভিন্নরূপ ছিল এবং বর্তমান যুগের ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মতামতও বিভিন্নরূপ। অর্থাৎ, গুহায় নিদ্রামগ্ন থাকার সময়কাল। এ আয়াতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, এই সময়কাল তিনশ' নয় বছর। কাহিনীর শুরুতে فَضَرَبْنَا عَلَىٰ اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا বলে যে বিষয়টি সংক্ষেপে বলা হয়েছে, এখানে যেন তাই বর্ণনা করে দেওয়া হলো।

এরপর চতুর্থ আয়াতে আবার মতভেদকারীদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা আসল সত্য জান না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব অদৃশ্য বিষয়ে পরিজ্ঞাত, শ্রোতা ও দ্রষ্টা। তিনি তিনশ' নয় বছরের সময়কাল বর্ণনা করেছেন। এতেই সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত।

ভবিষ্যত কাজের জন্য ইনশাআল্লাহ্ বলা : 'লোবাব' গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে প্রথম দু'আয়াতের শানে নুযূল সম্পের্কে বর্ণিত আছে যে, মক্কার কাফেররা যখন ইহুদিদের শিক্ষা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আসহাবে কাহফ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তখন তিনি ইনশাআল্লাহ না বলেই তাদের সাথে আগামীকাল জবাব দেওয়ার ওয়াদা করেছিলেন। নৈকট্যশীলদেরকে সামান্য ত্রুটির জন্যও হুশিয়ার করা হয়। তাই পনের দিন পর্যন্ত কোনো ওহী আগমন করেনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ খুবই চিন্তিত হলেন। মুশরিকরা বিদ্রূপ ও উপহাসের সুযোগ পেল। পনের দিন বিরতির পর যখন এ সূরায় প্রশ্নের জবাব নাজিল হলো, তখন এর সাথে হেদায়েতের জন্য এ দু'টি আয়াতও অবতীর্ণ হলো যে, ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার কথা বলা হলে ইনশাআল্লাহ বলে এ কথার স্বীকারোক্তি করা উচিত যে, প্রত্যেক কাজ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

মাসআলা : এ আয়াত থেকে প্রথমত : জানা গেল যে, এরূপ ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ বলা মোস্তাহাব। দ্বিতীয়তঃ যদি ভুলক্রমে বাক্যটি না বলা হয়, তবে যখনই স্মরণ হয়, তখনই তা বলা দরকার। আয়াতে বর্ণিত বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য এ বিধান। অর্থাৎ, শুধু বরকত লাভ ও দাসত্বের শীকারোক্তির জন্য এ বাক্য বলা উদ্দেশ্য- কোনো শর্ত

লাগানো উদ্দেশ্য নয়। কাজেই এ থেকে জরুরি হয় না যে, কেনা-বেচা ও পারস্পরিক চুক্তির মধ্যেও অনুরূপ বিধান হবে। কেনা-বেচার মধ্যে শর্ত লাগানো হয়, এবং উভয়পক্ষের জন্য শর্ত লাগানোর উপর পারস্পরিক চুক্তি নির্ভরশীল থাকে। এসব ক্ষেত্রেও যদি চুক্তির সময় শর্ত লাগাতে ভুলে যায় এবং পরে কোনো সময় স্মরণে আসে, তবে যা ইচ্ছা তা শর্ত লাগাতে পারবে না। এ মাসআলায় কোনো কোনো ফিকহ্‌বিদ ভিন্ন মতও পোষণ করেন।

তৃতীয় আয়াতে গুহায় নিদ্রার সময়কাল তিন শত বছর বলা হয়েছে। কুরআনের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে বাহ্যতঃ এ কথাই বুঝা যায় যে, এই সময়কাল আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাছীরের মতে এটাই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিক সংখ্যক তাফসীরবিদের উক্তি। আবূ হাইয়্যান ও কুরতুবী প্রমুখ তাফসীরবিদ ও তাই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু হযরত কাতাদা প্রমুখ থেকে এ সম্পর্কে আরো একটি উক্তি বর্ণিত আছে। তা এই যে, তিন শত বছরের সময় কালের উক্তিটিও উপরিউক্ত মতভেদকারীদের কারো কারো পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার উক্তি হচ্ছে শুধু اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا। বাক্যটি। কেননা তিন শত নয় বছর নির্দিষ্ট করার কথাটি যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, তবে পরে اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوْا বলার কোনো প্রয়োজন থাকে না। এখানে প্রশ্ন হয় যে, কুরআন পাক সময়কাল প্রথমে তিন শত বছর বর্ণনা করেছে। এরপর বলেছে যে, এই তিন শতের উপর আরো নয় বেশি। প্রথমেই তিন শত নয় বলেনি কেন? তফসীরবিদগণ এর কারণ লিখেছেন যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মধ্যে সৌর-বর্ষের প্রচলন ছিল। এই হিসেবে মোট তিনশ'ত বছরই হয়। ইসলামে চান্দ্র-বর্ষ প্রচলিত। চান্দ্র-বর্ষের হিসেবে প্রতি একশ' বছরে তিন বছর বেড়ে যায়। তাই তিনশ' সৌর-বছরে চান্দ্র বছর হিসেবে তিন শত নয় বছর হয়। এই দুই প্রকার বর্ষপঞ্জীর পার্থক্য বুঝাবার জন্য উপরিউক্ত ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

দাওয়াত ও তাবলীগের বিশেষ রীতি : وَاصْبِرْ نَفْسَكَ-এ আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সবগুলোই আয়াত অবতরণের কারণ হতে পারে। বগভী বর্ণনা করেন, মক্কার সরদার ওয়াইনা ইবনে হিস্ন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়। তখন তাঁর কাছে হযরত সালমান ফারেসী (রা.) উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র সাহাবীদের অন্যতম। তাঁর পেশাক ছিন্ন এবং আকার-আকৃতি ফকিরের মতো ছিল। তার মতো আরো কিছুসংখ্যক দরিদ্র ও নিঃস্ব সাহাবী মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। ওয়াইনা বলল : এই লোকদের কারণেই আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না এবং আপনার কথা শুনতে পরি না। এমন ছিন্নমূল মানুষের কাছে আমরা বসতে পারি না। আপনি হয় তাদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে রাখুন, না হয় আমাদের জন্য আলাদা এবং তাদের জন্য আলাদা মজলিস অনুষ্ঠান করুন।

ইবনে মারদুয়াহ্ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, উমাইয়া ইবনে খলফ জুমাহী রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পরামর্শ দেন যে, দরিদ্র, নিঃস্ব ও ছিন্নমূল মুসলমানদেরকে আপনি নিজের কাছে রাখবেন না; বরং কোরায়েশ সরদারদেরকে সাথে রাখুন। এরা আপনার ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেলে ধর্মের খুব উন্নতি হবে।

এ ধরনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়– এতে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। শুধু নিষেধই নয়-নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ অর্থাৎ, আপনি নিজেকে তাদের সাথে বেঁধে রাখুন। এর অর্থ এরূপ নয় যে, কোনো সময় পৃথক হবেন না। বরং উদ্দেশ্য এই যে, সম্পর্ক ও মনোযোগ তাদের প্রতি নিবদ্ধ রাখুন। কাজে-কর্মে তাদের কাছ থেকেই পরামর্শ নিন। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহর ইবাদত ও জিকির করে। তাদের কার্যকলাপ একান্তভাবেই

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিবেদিত। এসব অবস্থা আল্লাহর সাহায্য ডেকে আনে। আল্লাহর সাহায্য তাদের জন্যই আগমন করে। ক্ষণস্থায়ী দুরবস্থা দেখে অস্থির হবেন না। পরিণামে সাহায্য ও বিজয় তারাই লাভ করবে।

কোরায়েশ সরদারদের পরামর্শ কবুল না করার কারণও আয়াতের শেষে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের মন আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল এবং তাদের সমস্ত কার্যকলাপ তাদের খেয়াল-খুশির অনুসারী। এসব অবস্থা মানুষকে আল্লাহর রহমত ও সাহায্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, তাদের জন্য আলাদা মজলিস করার পরামর্শটি তো গ্রহণযোগ্য ছিল। এর ফলে তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো এবং তাদের পক্ষে তা কবুল করা সহজ হতো। কিন্তু এ ধরনের মজলিস বন্টনের মধ্যে অবাধ্য ধনীদের প্রতি বিশেষ সম্মান দেখানো হতো। ফলে দরিদ্র মুসলমানদের মন ভেঙ্গে যেত। তাই আল্লাহ তা'আলা তা পছন্দ করেননি এবং এ ব্যাপারে পার্থক্য না করাকেই দাওয়াত ও প্রচারের মূলনীতি স্থির করেছেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

اِزْدَادُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِزْدِيَادُ মূলবর্ণ (ز . ى . د) জিনস اجوف يائى অর্থ– বৃদ্ধি পাওয়া, অতিরিক্ত হওয়া।

وَاتْلُ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلتِّلَاوَةُ মূলবর্ণ (ت . ل . و) জিনস ناقص واوى অর্থ– পড়া, পাঠ করা, তেলাওয়াত করা।

اُوْحِيَ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِيْحَاءُ মূলবর্ণ (و . ح . ى) জিনস لفيف مفروق অর্থ– নির্দেশ দেওয়া, প্রত্যাদেশ করা, ইঙ্গিত করা।

مُلْتَحَدً : সীগাহ واحدمذكر বহছ اسم ظرف مكان বাব اِفْتِعَالْ মাসদার اَلْاِلْتِحَادُ মূলবর্ণ (ل . ح . د) জিনস صحيح অর্থ– আশ্রয়স্থল।

فَلْيُؤْمِنْ : فاء হরফে আতফ, জাযার জন্য। لِيُؤْمِنْ সীগাহ- واحد مذكر غائب বহছ امر غائب معروف বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِيْمَانُ মূলবর্ণ (ا . م . ن) জিনস مهموز فاء অর্থ– বিশ্বাস স্থাপন করা।

اِنْ يَسْتَغِيْثُوْا : اِنْ হরফে শর্ত। يَسْتَغِيْثُوْا সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِسْتِفْعَالْ মাসদার الاستغاثة মূলবর্ণ (غ . ى . ث) জিনস اجوف يائى অর্থ– সাহায্য কামনা করা, ফরিয়াদ করা।

يُغَاثُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব اِفْعَالْ মাসদার اَلْاِغَاثَةُ মূলবর্ণ (غ . ى . ث) জিনস اجوف يائى অর্থ– অভিযোগ সমাধান করা।

يَشْوِىْ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلشَّيُّ মূলবর্ণ (ش . و . ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ– ভুনা করা।

سَائَتْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلسُّوْءُ মূলবর্ণ (س . و . ء) জিনস مركب (اجوف واوى ও مهموز لام) অর্থ– নিকৃষ্ট হওয়া।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (٣٠)

৩০. নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে আমি এমন লোকদের বিনিময় বিনষ্ট করব না যারা উত্তমরূপে কার্য সমাধা করেছে।

أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ نِعْمَ الثَّوَابُ ۚ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (٣١)

৩১. [অনন্তর] সে সকল লোকদের জন্য অনন্তকাল বসবাসের উদ্যানসমূহ রয়েছে, তাদের [বাসস্থানের] নিম্নদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ-কঙ্কনে সজ্জিত করা হবে এবং সেখানে তারা সবুজ রঙ্গের মিহিন ও পুরু-রেশমের তৈরি পোশাক পরিধান করবে, সেখানে তারা পালঙ্কের উপর ঠেস দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে, এটা কতই না উত্তম প্রতিদান এবং কতই না উৎকৃষ্ট স্থান।

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا (٣٢)

৩২. আর আপনি তাদের নিকট সে দুই ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করুন, যাদের একজনকে আমি দুটি আঙ্গুরের বাগান দিয়েছিলাম, আর সে বাগান দুটিকে খেজুর-বৃক্ষ দ্বারা [প্রাচীরের ন্যায়] পরিবেষ্টন করে দিয়েছিলাম এবং সে দুটির মধ্যে শষ্যক্ষেত্রও করে রেখেছিলাম।

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا (٣٣)

৩৩. উভয় বাগানই পুরাপুরি ফল দিচ্ছিল এবং কোনোটিরই ফসল কিছুমাত্রও কম হচ্ছিল না, আর ঐ উভয়ের মধ্য দিয়ে নহর প্রবাহিত করে রেখেছিলাম।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩০. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ এবং নেক কাজ করেছে إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ আমি এমন লোকদের বিনিময় নষ্ট করব না مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا যারা উত্তম রূপে কার্য সমাধা করেছে।

৩১. أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ সে সকল লোকদের জন্য অনন্তকাল বসবাসের উদ্যানসমূহ রয়েছে تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ তাদের নিম্ন দেশে নহর সমূহ বইতে থাকবে يُحَلَّوْنَ فِيهَا তথায় তাদেরকে সজ্জিত করা হবে مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ স্বর্ণ কঙ্কনে وَيَلْبَسُونَ এবং তথায় তারা পরিধান করবে ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ সবুজ রঙ্গের মিহিন ও পুরু রেশমির তৈরি পোশাক مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ তথায় তারা পালঙ্কের উপর ঠেস দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে نِعْمَ الثَّوَابُ এটা কতইনা উত্তম প্রতিদান وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا এবং কতই না উৎকৃষ্ট স্থান।

৩২. وَاضْرِبْ لَهُمْ আপনি তাদের নিকট বর্ণনা করুন مَثَلًا رَجُلَيْنِ সেই দুই ব্যক্তির অবস্থা جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ যাদের একজনকে আমি দুটি বাগান দিয়েছিলাম مِنْ أَعْنَابٍ আঙ্গুরের وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ আর সে বাগান দুটিকে খেজুর-বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টন করে দিয়েছিলাম وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا এবং সে দুটির মধ্যে শস্য ক্ষেত্রও করে রেখেছিলাম।

৩৩. كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا উভয় বাগানই পুরোপুরি ফল দিচ্ছিল وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا এবং কেনোটির ফল কিছু মাত্রও কম হচ্ছিল না। وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا আর ঐ উভয়ের মধ্যে দিয়ে নহর প্রবাহিত করে রেখেছিলাম।

وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا (٣٤)	৩৪. এবং তার জন্য সম্পদের আরো উপকরণ ছিল, অনন্তর সে কথা প্রসঙ্গে তার সঙ্গিকে বলতে লাগল, আমি সম্পদেও তোমার চেয়ে অধিক এবং আমার দলবলও বিরাট।
وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ قَالَ مَاۤ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖۤ اَبَدًا (٣٥)	৩৫. এবং সে নিজের উপর জুলুম করে বাগানে পৌছল, বলতে লাগল, আমার তো মনে হয় না যে, এ বাগানটি কখনো বিনষ্ট হবে।
وَّمَاۤ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً ۙ وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا (٣٦)	৩৬. আর আমি ধারণা করি না যে, কিয়ামত আসবে, আর যদি আমি আমার প্রভুর সম্মুখে প্রত্যাবর্তিত হই, তবে আমি অবশ্যই এ বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্থান পাব।
قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَكَفَرْتَ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا (٣٧)	৩৭. তার সঙ্গি সে প্রসঙ্গে তাকে বলল, তুমি কি সে আল্লাহর সাথে কুফরি করছ? যিনি তোমাকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর শুক্র হতে, তৎপর তোমাকে সুস্থ ও নিখুঁত মানুষ বানিয়েছেন।
لٰكِنَّا۠ هُوَ اللّٰهُ رَبِّىْ وَلَاۤ اُشْرِكُ بِرَبِّىْۤ اَحَدًا (٣٨)	৩৮. কিন্তু আমি তো এ বিশ্বাস করি যে, তিনিই অর্থাৎ আল্লাহ আমার প্রভু এবং আমি তাঁর সাথে কাউকেও শরিক স্থির করি না।

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৪. وَّكَانَ لَهٗ ثَمَرٌ এবং তার জন্য সম্পদের আরো উপকরণ ছিল فَقَالَ অনন্তর সে বলতে লাগল لِصَاحِبِهٖ তার সঙ্গিকে وَهُوَ يُحَاوِرُهٗ কথা প্রসঙ্গে اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا আমি সম্পদেও তোমার চেয়ে অধিক وَّاَعَزُّ نَفَرًا এবং আমার দলবল ও বিরাট।

৩৫. وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ এবং সে বাগানে পৌছল وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ নিজের উপর জুলুম করে قَالَ বলতে লাগল مَاۤ اَظُنُّ আমার তো মনে হয় না যে اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖۤ اَبَدًا এ বাগানটি কখানো বিনষ্ট হয়ে যাবে।

৩৬. وَّمَاۤ اَظُنُّ আর আমি ধারণা করি না যে السَّاعَةَ قَآئِمَةً কিয়ামত আসবে وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ আর যদি আমি আমার রবের সম্মুখে প্রত্যাবর্তিত হই لَاَجِدَنَّ তবে আমি অবশ্যই পাব خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا এই বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্থান।

৩৭. قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗ তার সঙ্গি সেই প্রসঙ্গে তাকে বলল اَكَفَرْتَ بِالَّذِىْ তুমি কি সেই আল্লাহর সাথে কুফরি করছ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ যিনি তোমাকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ অতঃপর শুক্র হতে ثُمَّ سَوّٰىكَ رَجُلًا তৎপর তোমাকে সুস্থ ও নিখুঁত মানুষ বানিয়েছেন।

৩৮. لٰكِنَّا কিন্তু আমি তো এই বিশ্বাস করি যে هُوَ اللّٰهُ رَبِّىْ তিনিই অর্থাৎ আল্লাহ আমার রব وَلَاۤ اُشْرِكُ بِرَبِّىْۤ اَحَدًا এবং আমি তাঁর সাথে কাউকেও শরিক স্থির করি না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ـ

শানে নুযূল-১ : আল্লামা কালবী বলেন, (ইসরাঈলী বর্ণনা মতে) আলোচ্য আয়াত মক্কার মাখযূমী গোত্রের দু'ভাই সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তাদের একজন ছিল মুমিন, তিনি হলেন আবূ সালমা আব্দুল্লাহ বিন আবুল আসওয়াদ, অপর জন কাফের আসওয়াদ বিন আবুল আসওয়াদ।

শানে নুযূল-২ : কারো কারো মতে বনী ইসরাঈলের দু'ভাইয়ের ঘটনা একজন কাফের সে হলো ফরত্রোস, মতান্তরে কিত্বফীর। অপর জন হলেন ঈমানদার তিনি হলেন ইয়াহুযা, ইবনে আব্বাস (রা.) -এর বর্ণনা মতে। মুকাতিল বলেন যে, তাঁর নাম হলো তামলীখা। (সূরা সাফফাতে যার বর্ণনা রয়েছে।) কারো মতে হযরত মহনবী ﷺ এবং মক্কাবাসীর সম্পর্কে তুলনা বর্ণনা করে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

শানে নুযূল-৩ : কারো কারো মতে আলোচ্য আয়াতে উয়াইনা বিন হিসন ও তার সঙ্গি সাথিসহ সালমান, সুহাইব (রা.) এবং তাদের সঙ্গি সাথিগণের সাথে আল্লাহ তা'আলা তাদের তুলনা বর্ণনা করেছেন। অথবা বনী ইসরাঈলের তুলনা করেছেন। যাদের একজন মুমিন ছিলেন, নাম ছিল ইয়াহইয়া বা তামীমা অপরজন কাফের নাম ছিল ফরতোশ। কারো মতে বনী ইসরাঈলের মধ্যে দু'ভাই পিতার ত্যাজ্য সম্পদ আট হাজার মুদ্রা পেল। চার হাজার করে ভাগে পেল, তাদের মধ্যে একজন ছিল মু'মিন অপরজন কাফের। কাফের ভাই ১০০০ মুদ্রা দ্বারা কিছু জমিন ক্রয় করে, তখন মুমিন ভাই বলে যে, হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট থেকে বেহেশতের জমিন ক্রয় করলাম বলে ১০০০ মুদ্রা দান করে দেন। অতঃপর কাফের ভাই ১০০০ মুদ্রা দ্বারা একটি গৃহ নির্মাণ করল, তখন মু'মিন ভাই বলল, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হতে বেহেশতের একটি গৃহ ক্রয় করছি বলে ১০০০ মুদ্রা দান করে দিলেন। পরবর্তীতে তার কাফের ভাই ১০০০ মুদ্রা ব্যয়ে এক মহিলাকে বিবাহ করলে মু'মিন ভাই বললেন, হে আল্লাহ ! আমার ভাই ১০০০ মুদ্রা ব্যয় করে বিবাহ করেছে। আমি তোমার নিকট বেহেশতের রমণীর বিবাহের প্রস্তাব দিচ্ছি বলে ১০০০ মুদ্রা দান করে দিলেন। সর্বশেষে কাফের ভাই ১০০০ মুদ্রা ব্যয় করে সেবক ও আসবাব পত্র ক্রয় করে, ফলে মু'মিন ভাই বললেন, হে আল্লাহ ! আমি তোমার নিকট হতে ১০০০ এক হাজারের বিনিময়ে বেহেশতের সেবক ও আসবাব পত্র ক্রয় করছি বলে বাকি ১০০০ মুদ্রাও দান করে দিলেন।

বলাবাহুল্য পরবর্তীতে মুমিন ভাইয়ের দারিদ্র্যতা দেখা দিল। তাই সহযোগিতার জন্য কাফের ও ধনাঢ্য ভাইয়ের শরণাপন্ন হন। তখন সে বলল, তোমার সে বিশাল মাল কি হলো? মুমিন ভাই সে ঘটনা বললে সে তাকে তিরস্কার করে তাড়িয়ে বলল, তুমি আসমানের উপাস্যের ইবাদত করছ, আর আমি উপাসনা করছি প্রতিমা দেবদেবীর। আমি তোমার অপেক্ষা অধিক সম্পদশালী। মু'মিন ভাই বললেন যে, আল্লাহর নিকট দুনিয়া অত্যন্ত তুচ্ছ। আলোচ্য আয়াত উল্লিখিত ঘটনা গুলোর ন্যায় আরো বহু ঘটনাবলির প্রতি ইঙ্গিত করে ঈমানদার এবং কাফেরদের মধ্যকার তুলনা বর্ণনা করে মক্কাবাসীর সামনে দৃষ্টান্ত পেশ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নাজিল করেন। -[কুরতুবী ৩৪৬/১০, বাহরে মুহীত্ব ১১৮/৬, সাবী ১৩/৩, রূহুল মা'আনী : পৃ.২৭৩, পারা-১৫]

জান্নাতীদের অলংকার : يُحَلَّوْنَ فِيْهَا এ আয়াতে জান্নাতী পুরুষদেরকেও স্বর্ণের কংকন পরানোর কথা বলা হয়েছে। এতে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, অলংকার পরিধান করা পুরুষদের জন্য যেমন শোভনীয় নয়, তেমনি সৌন্দর্য ও সাজ-সজ্জাও নয়। তাদেরকে কংকন পরানো হলে তারা বিশ্রী হয়ে যাবে।

উত্তর এই যে, শোভা ও সৌন্দর্য প্রথা ও প্রচলনের অনুসারী। এক দেশে যাকে শোভা ও সৌন্দর্য মনে করা হয়, অন্য দেশে প্রায়ই তা ঘৃণার বস্তু বলে বিবেচনা করা হয়। এর বিপরীতও হয়ে থাকে। এমনিভাবে এক সময় কোনো বিশেষ বস্তু সৌন্দর্য বিবেচিত হয়, অন্য সময়ে তাকেই দোষ মনে করা হয়। জান্নাতে পুরুষদের জন্যও অলংকার এবং রেশমী বস্ত্র শোভা ও সৌন্দর্য সাব্যস্ত করা হলে তা কারো কাছে অপরিচিত ঠেকবে না। এটা শুধু দুনিয়ার আইন যে, এখানে পুরুষদের জন্য স্বর্ণের কোনো অলংকার, এমনকি স্বর্ণের আংটি, ঘড়ির চেইন ইত্যাদিও ব্যবহার করা জায়েজ নয়। এমনিভাবে রেশমী বস্ত্রও পুরুষদের জন্য জায়েজ নয়। কিন্তু জান্নাত পৃথক এক জগত। সেখানে এ আইন থাকবে না।

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ - ثَمَرٌ শব্দের অর্থ বৃক্ষের ফল এবং সাধারণ ধন-সম্পদ। এখানে হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদা থেকে দ্বিতীয় অর্থ বর্ণিত হয়েছে। (ইবনে কাছীর) কামূস গ্রন্থে আছে, ثَمَرٌ শব্দটি বৃক্ষের ফল এবং নানা রকমের ধন-সম্পদের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ থেকে জানা যায় যে, লোকটির কাছে শুধু ফলের বাগান ও শস্যক্ষেত্রই ছিল না, বরং স্বর্ণ-রৌপ্য ও বিলাস-ব্যসনের যাবতীয় সাজ সরঞ্জামও বিদ্যমান ছিল।

স্বয়ং তার বাক্য, যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا ও এ অর্থই বুঝায়।

فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا. সে তার সঙ্গিকে কথা প্রসঙ্গে বলে, আমার নিকট তোমার চেয়ে অধিক পরিমাণে ধন সম্পদ রয়েছে এবং সম্মানী লোক রয়েছে।

একটি বর্ণনায় রয়েছে ধন সম্পদশালী ভাই তার দরিদ্র ভাইয়ের হাত ধরে তার বাগানে নিয়ে যায় এবং তার সম্পদের প্রাচুর্য তাকে দেখায়, তখন সে একথা বলে। وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ قَالَ مَآ اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ اَبَدًا. এভাবে নিজের প্রতি জুলুম করেই সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল, আমি মনে করি না যে এ বাগান কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে। অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাকে অবকাশ দিয়েছেন সে গাফলতের আবর্তে নিপতিত হয়েছে এবং ভোগবাদর মরফীয়া পান করে ধারণা করছে যে, যা কিছু আমার কাছে রয়েছে তা কোনো দিন বিনষ্ট হবে না। এসব কিছু আমি আজীবন ভোগ করতে থাকব। এতদ্ব্যতীত সে অর্থ– সম্পদের কারণে অহংকারী হয়ে উঠেছিল। ধরাকে সরা জ্ঞান করছিল, ক্ষণস্থায়ী জীবনকেই চিরস্থায়ী মনে করছিল। লোকটি শেরক, কুফর, অহংকার এবং গাফলতের মধ্যে ডুবে ছিল। তার ধারণা ছিল এ জগত, এ জীবন এবং যাবতীয় সুখ– সামগ্রী সবই চিরদিন থাকবে। وَّمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً وَّلَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّىْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا "আর আমি মনে করিনা যে কিয়ামত হবে, যদি কখনো আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তনও করি তবে সেখানে পৌছে ও আমি এর চেয়ে উত্তম স্থান লাভ করব।" অর্থাৎ সে আখেরাতেও বিশ্বাস করতো না, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান হবে এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাজির হতে হবে এবং জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসাব নিকাশ হবে একথায়ও সে বিশ্বাস করতো না।

وَلَئِنْ رُّدِدْتُّ আর যদি তোমাদের কথা মতো আমার প্রতিপালকের দরবারে প্রত্যাবর্তনও করতে হয় তবে তাতেও কোনো চিন্তার কারণ নেই। কেননা আল্লাহ যা কিছু আমাকে দান করছেন তা এ কথারই প্রমাণ যে তিনি আমাদের সম্মানিত করেছেন, কিয়ামতের দিন তিনি আমার এই বাগ-বাগিচার চেয়ে উত্তম সম্পদ তিনি দান করবেন।

قَالَ لَهٗ صَاحِبُهٗ وَهُوَ يُحَاوِرُهٗٓ اَكَفَرْتَ بِالَّذِىْ خَلَقَكَ .... এর উত্তরে তার সাথি তাকে বলল, তুমি কি তাকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে? এরপর শুক্র বিন্দু থেকে তোমাকে পূর্ণ পরিণত ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন। সম্পদশালী অহংকারী কাফের লোকটিকে দরিদ্র মুমিন ভাইটি বলল, তুমি

নাফরমানি করছ সেই করুণাময় আল্লাহ পাকের, যিনি প্রথমে মাটি থেকে, এরপর শুক্র বিন্দু থেকে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। শৈশবে তুমি ছিলে মায়ের কোলে। এরপর আজ তোমাকে আল্লাহ পাক পূর্ণ পরিণত ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন। তুমি ছিলে অজ্ঞ, তিনিই তোমাকে বিজ্ঞে পরিণত করেছেন, তুমি ছিলে নিঃস্ব, তিনিই তোমাকে সম্পদশালীতে পরিণত করেছেন। আজ তুমি তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছ, তুমি কিয়ামতের দিনকে অস্বীকার করছ, আর কিয়ামতের দিনকে অস্বীকার করার অর্থ হলো আল্লাহ পাকের কুদরতকে অস্বীকার করা। যে আল্লাহ পাকের কুদরতে বিশ্বাস করে সে একথাও বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ পাক মানুষকে প্রথমবার যেমন সৃষ্টি করেছেন, তিনি তেমনিভাবে দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি করবেন, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

لَّٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. কিন্তু আমি একথাই বলব যে আল্লাহ পাকই আমার প্রতিপালক, আর আমি আমার প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরিক করি না।

অর্থাৎ তুমি জেনে রাখ যে, আমি সকল অবস্থায় এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করি, কোনো কিছুকে তাঁর সাথে শরিক করি না, আমি বিশ্বাস করি তিনিই স্রষ্টা তিনিই পালনকর্তা, তিনি সর্বশক্তিমান। তাঁর কোনো শরিক নেই; তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণ তাঁর বন্দেগিতেই নিহিত রয়েছে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يُحَلَّوْنَ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع مجهول বাব تَفْعِيْل মাসদার اَلتَّحْلِيَةُ মূলবর্ণ (ح ـ ل ـ ل) জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ– অলংকার পরানো।

مُتَّكِئِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِتِّكَاءُ মূলবর্ণ (و ـ ك ـ ء) জিনস مركب (مثال واوى ও مهموز لام) অর্থ– ঠেস দেওয়া, হেলান দেওয়া।

اَرَائِكَ : اَرِيْكَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ, সজ্জিত সিংহাসন যার উপর পর্দা ঝুলানো।

حَفَفْنٰهُمَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْحَفُّ মূলবর্ণ (ح ـ ف ـ ف) জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ– চারপাশ বেষ্টন করে নেওয়া এবং চার পাশ থেকে বেষ্টনী দ্বারা ঘিরে নেওয়া।

يُحَاوِرُهٗ : সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব مُفَاعَلَه মাসদার اَلْمُحَاوَرَةُ মূলবর্ণ (ح ـ و ـ ر) জিনস اجوف واوى অর্থ– কথোপকথন করা।

اَنْ تَبِيْدَ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبَيَادُ মূলবর্ণ (ب ـ ى ـ د) জিনস اجوف يائى অর্থ– নষ্ট হওয়া।

رُدِدْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى مجهول বাব نَصَرَ মাসদার اَلرَّدُّ মূলবর্ণ (ر ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثي অর্থ– ফিরা, ফিরানো।

لَاَجِدَنَّ : সীগাহ واحد متكلم বহছ معروف مستقبل درفعل ثقيله تاكيد بانون لام তাকিদ বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْوُجُوْدُ মূলবর্ণ (و ـ ج ـ د) জিনস مثال واوى অর্থ– পাওয়া।

৩৯. আর যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করেছিলে, তখন এরূপ কেন বললে না যে- আল্লাহ যা চান, তাই হয় এবং আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কারো কোনো ক্ষমতা নেই, তুমি যদিও আমাকে সম্পদও সন্তানসন্ততিতে তোমার চেয়ে হীন দেখছ।	وَلَوْلَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۚ اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا (٣٩)
৪০. তবে আমি মনে করছি যে, অচিরেই আমার প্রভু আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বাগান দিবেন এবং (তোমার) বাগানের উপর আসমান হতে কোনো তকদীরী আপদ প্রেরণ করে দিবেন- যাতে তা নিমিষে একটি পরিষ্কার ময়দানে পরিণত হয়ে পড়ে।	فَعَسٰى رَبِّىْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا (٤٠)
৪১. অথবা তার পানি তা হতে একেবারে তলদেশে নেমে (শুকিয়ে) যাবে, অতঃপর তুমি তার জন্য চেষ্টাও করতে পারবে না।	اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا (٤١)
৪২. এবং সে ব্যক্তির সম্পদের যাবতীয় উপকরণকে আসমানি আপদ এসে ঘিরে নিল, অতঃপর সে যা কিছু সে বাগানে ব্যয় করেছিল, তজ্জন্য পরিতাপ করতে লাগল, আর সে বাগানটি তার মাচানের উপর পড়ে রইল এবং সে বলতে লাগল, কতইনা উত্তম হতো, যদি আমি আমার প্রভুর সাথে কাউকেও শরিক না করতাম।	وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلٰى مَآ اَنْفَقَ فِيْهَا وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا وَيَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّىْٓ اَحَدًا (٤٢)

শাব্দিক অনুবাদ :

৩৯. وَلَوْلَآ আর এরূপ কেন বললে না اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করেছিলে তখন قُلْتَ مَا شَآءَ اللّٰهُ আল্লাহ যা চান তাই হয় لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ এবং আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কারো কোনো ক্ষমতা নেই اِنْ تَرَنِ যদিও তুমি আমাকে দেখছ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে আমার চেয়ে হীন।

৪০. فَعَسٰى رَبِّىْٓ اَنْ يُّؤْتِيَنِ তবে আমি মনে করছি যে, অচিরেই আমার রব আমাকে দিবেন خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বাগান وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا এবং (তোমার) বাগানের উপর প্রেরণ করে দিবেন حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ আসমান হতে কোনো তকদীরী আপদ فَتُصْبِحَ যাতে তা পরিণত হয়ে পড়বে صَعِيْدًا زَلَقًا একটি পরিষ্কার ময়দানে।

৪১. اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا অথবা তার পানি তা হতে একেবারে তলদেশে নেমে যাবে فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا অতঃপর তুমি তার জন্য চেষ্টাও করতে পারবে না।

৪২. وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ এবং সে ব্যক্তির সম্পদের যাবতীয় উপকরণকে আসমানি বিপদ এসে ঘিরে নিল فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ অতঃপর সে পরিতাপ করতে লাগল عَلٰى مَآ اَنْفَقَ فِيْهَا যা কিছু সেই বাগানে ব্যয় করেছিল তজ্জন্য وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا আর সে বাগানটি তার মাচানের উপর পড়ে রইল وَيَقُوْلُ এবং বলতে লাগল يٰلَيْتَنِىْ কতই না উত্তম হতো। لَمْ اُشْرِكْ بِرَبِّىْٓ اَحَدًا যদি আমি আমার রবের সাথে কাউকেও শরিক না করতাম।

৪৩. আর তার জন্য এমন কোনো দলও হলো না যে, আল্লাহ ভিন্ন তাকে সাহায্য করত এবং সে নিজেও প্রতিশোধ নিতে পারল না।	وَلَمْ تَكُنْ لَّهُ فِئَةٌ يَّنْصُرُوْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا (٤٣)
৪৪. এরূপ ক্ষেত্রে সাহায্য করা আল্লাহ বরহকেরই কাজ, তাঁর পুরস্কারই সর্বোত্তম এবং তাঁর প্রতিফলই সর্বোৎকৃষ্ট।	هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ عُقْبًا (٤٤)
৪৫. আর আপনি তাদের নিকট পার্থিব জীবনের অবস্থা বর্ণনা করুন যে, তা এরূপ- যেমন আমি আসমান হতে পানি বর্ষণ করলাম, তৎপর তার সাহায্যে জমিনের উদ্ভিদসমূহ ঘন সন্নিবেশিত হয়ে গেল, অতঃপর তা (শুকিয়ে) চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় যে, বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে ফিরে: (দুনিয়ার অবস্থাও তদ্রূপ)। আর আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।	وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا (٤٥)
৪৬. ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের একটি শোভা এবং যে সমস্ত নেক কাজ (অনন্তকালের জন্য) থেকে যাবে তাই আপনার প্রভুর নিকট পুণ্য হিসেবেও সহস্র গুণে উত্তম এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার দিক দিয়েও সহস্র গুণে শ্রেয়।	اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا (٤٦)
৪৭. আর সেদিনটিও স্মরণীয়, যেদিন আমি পাহাড়গুলোকে স্থানচ্যুত করব, আর আপনি ভূপৃষ্ঠকে দেখবেন- খোলা ময়দান পড়ে আছে এবং আমি তাদের সকলকে একত্রি করব, বস্তুত তাদের কাউকেও ছাড়ব না।	وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً ۙ وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا (٤٧)

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৩. وَلَمْ تَكُنْ لَّهُ فِئَةٌ আর তার জন্য এমন কোনো দলও হলো না يَّنْصُرُوْنَهُ যে তাকে সাহায্য করতে পারে مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ আল্লাহ ভিন্ন। وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا এবং সে নিজেও প্রতিশোধ নিতে পারল না।

৪৪. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ এরূপ ক্ষেত্রে সাহায্য করা لِلّٰهِ الْحَقِّ আল্লাহ তা'আলা বরহকেরই কাজ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا তাঁর পুরস্কারই উত্তম وَّخَيْرٌ عُقْبًا এবং তার প্রতিফলই সর্বোৎকৃষ্ট।

৪৫. وَاضْرِبْ لَهُمْ আপনি তাদের জন্য বর্ণনা করুন مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনের অবস্থা كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ যে তা এরূপ যেমন আমি আসমান হতে পানি বর্ষণ করলাম فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ তৎপর তার সাহায্যে জমিনের উদ্ভিদ সমূহ ঘন সন্নিবেশিত হয়ে গেল فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا অতঃপর তা শুকিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে ফিরে। وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا আর আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

৪৬. اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততি زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনের একটি শোভা وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ এবং যে সমস্ত নেক কাজ (অনন্ত কালের জন্য) থেকে যাবে خَيْرٌ তাই সহস্র গুণে উত্তম عِنْدَ رَبِّكَ আপনার রবের নিকট ثَوَابًا পুণ্য হিসেবেও وَّخَيْرٌ اَمَلًا এবং আশা আকাঙ্ক্ষার দিক দিয়েও সহস্র গুণে শ্রেয়।

৪৭. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ আর সেদিনটি ও স্মরণীয় যেদিন আমি পাহাড় গুলোকে স্থানচ্যুত করব وَتَرَى الْاَرْضَ আর আপনি ভূপৃষ্ঠ কে দেখবেন بَارِزَةً খোলা ময়দানে পড়ে আছে- وَّحَشَرْنٰهُمْ এবং আমি তাদের সকলকে একত্রিত করব। فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا বস্তুত তাদের কাউকেও ছাড়ব না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ শো'আবুল ঈমানে হযরত আনাসের রেওয়ায়েত ক্রমে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কোনো পছন্দনীয় বস্তু দেখার পর যদি مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলে দেওয়া হয়, তবে কোনো বস্তু তার ক্ষতি করতে পারবে না। (অর্থাৎ, পছন্দনীয় বস্তুটি নিরাপদ থাকবে।) কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, প্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তু দেখে এই কালেমা পাঠ করলে তা 'চোখলাগা' বা বদ নজর থেকে নিরাপদ থাকবে।

حُسْبَانًا হযরত কাতাদার মতে এর তাফসীর আজাব। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অর্থ নিয়েছেন অগ্নি এবং কেউ কেউ অর্থ নিয়েছেন প্রস্তর বর্ষণ। وَاُحِيْطَ بِثَمَرِهٖ এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, তার বাগান ও ধন-সম্পদের উপর কোনো অদৃশ্য বিপদ পতিত হলো। ফলে সব ধ্বংস হয়ে গেল। কুরআন পরিষ্কারভাবে কোনো বিশেষ বিপদের নাম উল্লেখ করেনি। বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, কোনো অদৃশ্য আগুন এসে সবগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। যেমন– হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও حُسْبَانٌ শব্দের তাফসীরে আগুনই বর্ণিত আছে।

قَوْلُهٗ وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ : আর্থাৎ মু'মিন ভাই তার সম্পদশালী অহংকারী কাফের ভাইকে বলল, তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন অহংকার করে একথা কেন বললে যে, আমার এই বাগান স্থায়ী সম্পদ? কেন এ কথা বললে না যে, আল্লাহ তা'আলার যা ইচ্ছা তাই হয়, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হলে তিনি এই বাগান আবাদ রাখবেন, ইচ্ছা হলে বরবাদ করে দিবেন?

অহংকার পতনের মূল : বস্তুত ধন-সম্পদ হলো আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত, কিন্তু যদি ধন-সম্পদের কারণে মানব অন্তরে অহংকার সৃষ্টি হয়, মহান দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা হয়, তবে সেই ধন-সম্পদ তার জন্য বিপদজনক হয়ে দাঁড়ায়। কেননা অহংকার মানুষের পতনের কারণ হয়। তাই তুমি যখন তোমার বাগানে প্রবেশ করলে, তোমার ধন শক্তি ও জনশক্তির জন্য গৌরব বোধ করলে, অথচ তোমার কর্তব্য ছিল একথা বলা– مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ অর্থাৎ যা আল্লাহ তা'আলার মর্জি, তাই হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলার শক্তি ব্যতীত কোনো শক্তি নেই। এভাবে প্রতিটি মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো প্রাপ্ত সম্পদের জন্য দরবারে এলাহীতে শুকরগুজার থাকা। কেননা মানুষের জীবন ও জীবনের যথাসর্বস্ব এক আল্লাহ তা'আলারই দান। যদি তিনি দান করেন তবে মানুষ পায়, আর যদি তিনি কাউকে বঞ্চিত করেন তবে কেউ তাকে দিতে পারে না। এজন্য হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কোনো মানুষ যখন সুখ শান্তিতে থাকে বা কোনো সুখসামগ্রী লাভ করে তখন তার কর্তব্য হলো– مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলা। যদি সে এ কথাটি বলে, তবে তার ধন-সম্পদ সর্বপ্রকার বালা মসিবত থেকে নিরাপদ থাকে।

কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে, যদি কেউ নিজের ধন-সম্পদ বা ঘর বাড়ি দেখে এ দোয়া পাঠ করে তাহলে তা মানুষের বদ নজর থেকে নিরাপদ থাকে।

এ আয়াতের উপর বুজর্গানে দীনের আমল : আল্লামা বগভী (র.) হিশাম ইবনে ওরওয়ার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ওরওয়া যখন তার কোনো পছন্দনীয় ধন-সম্পদ দেখতেন, অথবা তার কোনো বাগানে প্রবেশ করতেন তখন বলতেন– مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

ইবনুল মুনজির এবং ইবনে আবী হাতেম বর্ণনা করেছেন, ইবনে শিহাব যখন নিজের ধন-সম্পদ দেখতেন, তখন বলতেন– مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

এমনিভাবে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.)-এর বাড়ির ফটকেও লেখা ছিল- ما شاء الله لا قوة الا بالله আর তার কারণ হলো আলোচ্য আয়াত।

বর্ণিত আছে যে হযরত মূসা (আ.) তাঁর কোনো প্রয়োজনের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরজি পেশ করেছেন, কিন্তু সেই প্রয়োজনের আয়োজন পূরণ হয় না। তখন হযরত মূসা (আ.) বললেন- مَا شَاءَ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ পাকের যা মর্জি তাই হয়। সঙ্গে সঙ্গে হযরত মূসা (আ.)-এর সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো। তখন হযরত মূসা (আ.) আরজ করলেন, আমি অনেক আগে এ প্রয়োজনের আরজি পেশ করেছিলাম, আর ঠিক এ মুহূর্তে আমার আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ হলো তখন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন, হে মূসা ! তুমি যে مَا شَاءَ اللّٰهُ বলেছ তা তোমার কাম্য বস্তু পাওয়ার ব্যাপারে সর্বাধিক উপকারী হয়েছে।

হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল (রা.) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমি কি জান্নাতের একটি দ্বারের কথা বলব না? তখন তিনি বললেন, কোন দ্বার? হযরত রাসূলে কারীম ﷺ তখন বললেন-

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

হযরত আবূ ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূযর (রা.)-কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন, আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডার থেকে একটি বাক্য শিখাবো না? তখন তিনি বললেন, জী-হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন- لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) বলেছেন, আমাকে প্রিয়নবী ﷺ আদেশ দিয়েছেন, যেন আমি অধিক পরিমাণে পাঠ করি- لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

মুসনাদে আহমদে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, আমি কি জান্নাতের একটি ভাণ্ডারের কথা তোমাদেরকে বলে দিব? সেই ভাণ্ডার হলো لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলা। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- আমার এই বান্দা মেনে নিয়েছে এবং আত্মসমর্পণ করেছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দেন, শুধু مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ-ই নয়; বরং তা-ও যা সূরা কাহফে আছে। অর্থাৎ- لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ -[তাফসীরে নূরুল কুরআন, খ. ১৫, পৃষ্ঠা. ৪২১-৪২৪]

قَوْلُهُ وَهُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا .... الخ আয়াতের মর্মকথা :

এই আয়াতের দ্বারা কয়েকটি সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো-

১. সর্বময় ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী আল্লাহ তা'আলা, আর কেউ নয়।

২. বিপদের মুহূর্তে সাহায্যকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, আর কেউ নয়।

৩. অতএব এক আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তার পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করাই বুদ্ধিমান মানুষের একান্ত কর্তব্য।

৪. যারা ঈমানদার ও নেককার তাদের কর্মফল বা ছওয়াব কখনো বাতিল হয় না; বরং আল্লাহ তা'আলা সর্বোত্তম বদলা দিয়ে থাকেন।

৫. এই ক্ষণস্থায়ী জগতের কোনো সম্পদ বা ক্ষমতার কারণে গর্ব করা উচিত নয়। কেননা এখানকার সবকিছুই নিতান্ত সাময়িক এবং ক্ষণ-ভঙ্গুর; যে কোনো সময় সম্পদ বা শক্তি বিদায় নিতে পারে। যদি সম্পদ ও শক্তি থাকেও, তবু যে ব্যক্তিকে এই সম্পদ ও শক্তি প্রদান করা হয় তাকে সবকিছু ফেলে নির্ধারিত সময়ে এই পৃথিবী থেকে অবশ্যই বিদায় নিতে হয়।

৬. অতএব মনো-ভূবনে স্থান থাকবে এক আল্লাহ তা'আলার আর কারো নয়, আর কোনো কিছুরও নয়। যদি দুনিয়ার সম্পদ থাকে তবে আলহামদুলিল্লাহ, যদি না থাকে তবুও আলহামদুলিল্লাহ। কেননা আল্লাহ তা'আলা নেককারদের জন্য পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে অনন্ত অসীম নিয়ামত রেখে দিয়েছেন।

৭. কোনো লোককে দুনিয়ার সম্পদ বা ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি দান করা হলেই একথা প্রমাণিত হয় না যে, সে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করেছে। কেননা হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- দুনিয়ার সম্পদ আল্লাহ তা'আলা তাকেও দান করেন, যাকে তিনি পছন্দ করেন না। কিন্তু আখেরাতের নিয়ামত শুধু তাকেই দান করেন যাকে তিনি পছন্দ করেন।

وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ মুসনাদে আহমদ, ইবনে হাইয়্যান ও হাকিম হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.)-এর বাচনিক রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন- যত বেশি সম্ভব بَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ অর্জন কর। নিবেদন করা হলো- بَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ কি? তিনি বললেন, سُبْحَانَ اللّٰهِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পাঠ করা। হাকিম (র.) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ওকায়লী নো'মান ইবনে বশীরের উদ্ধৃতি দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ- এগুলোই হচ্ছে بَاقِيَاتُ الصَّالِحَات এ বিষয়বস্তুই তাবারানী হযরত সা'দ ইবনে ওবাদার বারাতে বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিম ও তিরমিযী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ উক্তি বর্ণনা করেছেন যে- سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ কালেমাটি আমার কাছে সেসব বস্তুর চেয়ে অধিক প্রিয় যেগুলোর উপর সূর্যকিরণ পতিত হয় অর্থাৎ সারাবিশ্বের চেয়ে অধিক প্রিয়।

হযরত জাবের (রা.) বলেন- لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ কালেমাটি অধিক পরিমাণে পাঠ কর। কেননা এটি রোগ ও কষ্টের নিরানব্বইটি অধ্যায় দূর করে দেয়। তন্মধ্যে সবচেয়ে নিম্নস্তরের কষ্ট হচ্ছে চিন্তাভাবনা।

এ কারণেই হযরত ইবনে আব্বাস, ইকরামা ও মুজাহিদ (র.) আলোচ্য আয়াতের بَاقِيَات صَالِحَاتُ শব্দটির তাফসীর তাই করেছেন যে, এর দ্বারা উপরিউক্ত কালেমাসমূহ পাঠ করা বুঝানো হয়েছে। সাইদ ইবনে জুবায়ের, মাসরূক ও ইবরাহীম (র.) বলেন যে, بَاقِيَاتٌ صَالِحَاتٌ-এর অর্থ পাঞ্জেগানা নামাজ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অপর এক রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, بَاقِيَات صَالِحَاتٌ বলে উপরিউক্ত কলেমাসহ সাধারণ সৎ কর্ম বুঝানো হয়েছে। তা পাঞ্জেগানা নামাজই হোক অথবা অন্যান্য সৎকর্মই হোক, সবই এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত কাতাদা (রা.) থেকে এ তাফসীরই বর্ণিত হয়েছে। -[মাযহারী]

এ তাফসীর কুরআনের শব্দাবলিরও অনুকূল বটে। কেননা بَاقِيَات صَالِحَاتٌ-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে স্থায়ী সৎকর্মসমূহ। বলাবাহুল্য সব সৎকর্মই আল্লাহ তা'আলার কাছে স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত। ইবনে জারীর, তাবারী ও কুরতুবী (র.) এ তাফসীরই পছন্দ করেছেন।

হযরত আলী (রা.) বলেন, শস্যক্ষেত্র দু'রকম। দুনিয়ার ও পরকালের। দুনিয়ার শস্যক্ষেত্র হচ্ছে অর্থ সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আর পরকালের শস্যক্ষেত্র হচ্ছে স্থায়ী সৎকর্মসমূহ। হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, بَاقِيَات صَالِحَاتٌ হচ্ছে মানুষের নিয়ত ও ইচ্ছা। এর উপরই সৎকর্মসমূহের গ্রহণ যোগ্যতা নির্ভরশীল।

ওবায়দা ইবনে ওমর (রা.) বলেন- بَاقِيَات صَالِحَات হচ্ছে- নেক কন্যা সন্তান। তারা পিতামাতার জন্য সর্ববৃহৎ ছওয়াবের ভাণ্ডার। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে এর সমর্থন করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি উম্মতের এক ব্যক্তিকে দেখেছি, তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আদেশ হয়েছে। তখন তার নেক কন্যারা তাকে জড়িয়ে ধরল এবং কান্নাকাটি ও শোরগোল করতে লাগল। তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে ফরিয়াদ করল, হে আল্লাহ তিনি দুনিয়াতে আমাদের প্রতি খুবই অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদের লালন পালনে শ্রম স্বীকার করেছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা দয়া করে তাকে ক্ষমা করে দিলেন। -[কুরতুবী]

তবে بَاقِيَاتُ صَالِحَاتُ দ্বারা কি উদ্দেশ্য? এ ব্যাপারে সবচেয়ে বিশুদ্ধ অভিমত হলো- بَاقِيَاتُ صَالِحَاتُ দ্বারা সে সকল ভালো কর্মসমূহ উদ্দেশ্য যার ফলাফল সর্বদা অব্যাহত থাকে। যেমন- কাউকে ইলম শিক্ষা দিল, যা সর্বদাই চলতে থাকে বা কোনো ভালো নীতি ও পদ্ধতির প্রচলন করল বা মসজিদ, বা কূপ বা সরাইখানা বা বাগান বা ক্ষেত আল্লাহ তা'আলার জন্য ওয়াকফ করে দিল অথবা স্বীয় সন্তানকে সৎকর্মপরায়ণ আলেমরূপে গঠন করে গেল। এগুলো সবই সদকায়ে জারিয়া। যার বিনিময় ব্যক্তির মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে।

এ অভিমতটি বিশুদ্ধ হওয়ার কারণ হলো এই যে, এটা পূর্বোক্ত সবগুলোকেই অন্তর্ভুক্ত করে। যাতে নামাজ, রোজা হজ এবং হাদীসে বর্ণিত দোয়াসমূহ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ইত্যাদি ইত্যাদি সকল পবিত্র উক্তি ও কর্ম যার ফলাফল পরকালের জন্য অবশিষ্ট থাকে এই সবগুলোই بَاقِيَاتُ صَالِحَاتُ-এর অন্তর্ভুক্ত। এই অভিমতকে ইমাম তাবারী ও হাফেজ ইবনে কাছীর (র.) পছন্দ করেছেন। -[মা'আরিফুল কুরআন : আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী (র.) খ.৪, পৃষ্ঠা.৬০৮]

শব্দবিশ্লেষণ :

اَنْ يُّؤْتِيَنِ : اَنْ নাসেবা। يُؤْتِي সীগাহ واحد مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِيْتَاءُ মূলবর্ণ (أ . ت . ى) জিনস مركب (مهموز فاء ও ناقص يائى) অর্থ- দেওয়া।

لَنْ تَسْتَطِيْعَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نفى جحد بلن درفعل مستقبل معروف বাব اِسْتِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِسْتِطَاعَةُ মূলবর্ণ (ط . و . ع) জিনস اجوف واوى অর্থ- শক্তি-সামর্থ্য রাখা।

خَاوِيَةٌ : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْخَوَاءُ মূলবর্ণ (خ . و . ى) জিনস لفيف مقرون অর্থ- পতিত, উজাড়, খালি, শূন্য, নির্জন, জনশূন্য, ঘর খালি হওয়া।

لَمْ تَكُنْ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْكَوْنُ মূলবর্ণ (ك . و . ن) জিনস اجوف واوى অর্থ- হওয়া।

مُنْتَصِرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِنْتِصَارُ মূলবর্ণ (ن . ص . ر) জিনস صحيح অর্থ- প্রতিশোধ গ্রহণকারী, বিজয়ী। সাহায্য প্রার্থনা করা, অত্যাচারী থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের অর্থে শাস্তি দেওয়া।

تَذْرُوْهُ : সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার اَلذَّرْوُ মূলবর্ণ (ذ . ر . و) জিনস ناقص واوى অর্থ- উঁচু করা, উড়া, উড়ানো।

مُقْتَدِرًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِقْتِدَارُ মূলবর্ণ (ق . د . ر) জিনস صحيح অর্থ- শক্তি, সামর্থ্য ও ক্ষমতা রাখা।

بَارِزَةً : সীগাহ واحد مؤنث বহছ اسم فاعل বাব نَصَرَ মাসদার اَلْبُرُوْزُ মূলবর্ণ (ب . ر . ز) জিনস صحيح অর্থ- উন্মুক্ত স্থানে বের করা, প্রকাশ হওয়া।

فَلَمْ نُغَادِرْ : فاء হরফে আতফ, তাকিদের জন্য। لَمْ نُغَادِرْ সীগাহ جمع متكلم বহছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব مُفَاعَلَه মাসদার اَلْمُغَادَرَةُ মূলবর্ণ (غ . د . ر) জিনস صحيح অর্থ- ছাড়া।

৪৮. অনন্তর সকলকেই সারিবদ্ধভাবে আপনার প্রভুর সম্মুখীন করা হবে, দেখ শেষ পর্যন্ত তোমরা আমার সম্মুখে আসলেই, যেরূপে আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম; বরং তোমরা মনে করছিলে যে, আমি তোমাদের জন্য কোনো প্রতিশ্রুতকাল উপস্থিত করব না।	وَعُرِضُوا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ۗ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا (٤٨)
৪৯. আর [প্রত্যেকের সম্মুখে] আমলনামা রেখে দেওয়া হবে, অতঃপর আপনি অপরাধীদেরকে দেখবেন, তাতে যা কিছু আছে, তদহেতু ভয় করতে থাকবে এবং বলতে থাকবে, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! এটা কি আশ্চর্য আমলনামা! লিপিবদ্ধ না করে কোনো ক্ষুদ্র পাপও ছাড়েনি আর না কোনো বাড় পাপ, আর যা কিছু করেছিল, সমস্তই বিদ্যমান পাবে এবং আপনার প্রতিপালক কারো প্রতি অবিচার করবেন না।	وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّاۤ اَحْصٰهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا (٤٩)
৫০. আর যখন আমি ফেরেশতাদেরকে আদেশ করলাম, আদমের সম্মুখে সেজদা কর, তখন সকলেই সেজদা করল ইবলিস ব্যতীত, সে জিন জাতীয় ছিল, কাজেই সে তার প্রতিপালকের আদেশ লঙ্ঘন করল, সুতরাং তবুও কি তোমরা তাকে এবং তার বংশধরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ আমাকে ছেড়ে? অথচ তারা তোমাদের শত্রু; এটা অনাচারীদের জন্য অতি নিকৃষ্ট বদল।	وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ۗ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ۗ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗۤ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۗ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا (٥٠)

ع ١٨

শাব্দিক অনুবাদ :

৪৮. وَعُرِضُوا অনন্তর সকলকেই সম্মুখীন করা হবে عَلٰى رَبِّكَ আপনার প্রভুর صَفًّا সারিবদ্ধভাবে لَقَدْ جِئْتُمُونَا দেখ! শেষ পর্যন্ত তোমরা আমার সম্মুখে আসলেই كَمَا خَلَقْنٰكُمْ যেরূপে আমি তোমাদের কে সৃষ্টি করেছিলাম اَوَّلَ مَرَّةٍ প্রথম বার بَلْ زَعَمْتُمْ বরং তোমরা এটাই মনে করছিলে যে اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا আমি তোমাদের জন্য কোনো প্রতিশ্রুতিকাল উপস্থিত করব না।

৪৯. وَوُضِعَ الْكِتٰبُ আর (প্রত্যেকের সম্মুখে) আমলনামা রেখে দেওয়া হবে فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ অতঃপর আপনি অপরাধীদেরকে দেখবেন مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ তাতে যা কিছু আছে তদহেতু ভয় করতে থাকবে وَيَقُوْلُوْنَ এবং বলতে থাকবে يٰوَيْلَتَنَا হায় আমাদের দূরদৃষ্ট مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ এটা কি আশ্চর্য আমলনামা لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً কোনো ক্ষুদ্র পাপ ও ছাড়েনি وَلَا كَبِيْرَةً আর না কোনো বড় পাপ اِلَّاۤ اَحْصٰهَا লিপিবদ্ধ না করে। وَوَجَدُوْا আর পাবে مَا عَمِلُوْا যা কিছু করেছিল। حَاضِرًا বিদ্যমান। وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا এবং আপনার রব কারো প্রতি অবিচার করবেন না।

৫০. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ আর যখন আমি ফেরেশতাদেরকে আদেশ করলাম اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ আদমের সম্মুখে সেজদা কর فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ তখন সকলেই সেজদা করল ইবলীস ব্যতীত كَانَ مِنَ الْجِنِّ সে জিন জাতীয় ছিল فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ কাজেই সে তার রবের আদেশ লঙ্ঘন করল اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗ সুতরাং তবুও কি তোমরা তাকে এবং তার চেলাদেরকে গ্রহণ করছ اَوْلِيَآءَ বন্ধুরূপে مِنْ دُوْنِيْ আমাকে ছেড়ে وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ অথচ তারা তোমাদের শত্রু بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا এটা অনাচারীদের অতি নিকৃষ্ট বদল।

৫১. আমি তো না তাদেরকে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করার সময় ডেকেছি আর না তাদেরকে তাদের সৃষ্টি করার সময়, আর আমি এমন ছিলাম না যে, পথভ্রষ্টকারীদেরকে নিজের সাহায্যকারী করতাম।	مَآ اَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ ۖ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا (٥١)
৫২. আর সে দিনটি স্মরণ করুন, যেদিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যাদেরকে তোমরা আমার শরিক মনে করতে, তাদেরকে ডাক, তখন তারা তাদেরকে ডাকবে; কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না, আর আমি তাদের মাঝে এক অন্তরায় সৃষ্টি করে দিব।	وَيَوْمَ يَقُوْلُ نَادُوْا شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا (٥٢)
৫৩. আর অপরাধীরা দোজখ দেখবে, অতঃপর তারা নিঃসন্দেহে বুঝবে যে, তাতে তাদের নিক্ষিপ্ত হতে হবে এবং তথা হতে নিস্তারের কোনো পথ পাবে না।	وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا (٥٣)
৫৪. আর আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য প্রত্যেক প্রকারের উত্তম বিষয়সমূহ বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছি এবং মানুষই ঝগড়া করতে সবচেয়ে অগ্রণী।	وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (٥٤)

শাব্দিক অনুবাদ :

৫১. مَآ اَشْهَدْتُّهُمْ আমি তো না তাদেরকে ডেকেছি خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করার সময় وَلَا خَلْقَ اَنْفُسِهِمْ আর না তাদেরকে তাদের সৃষ্টি করার সময় وَمَا كُنْتُ আর আমি এমন ছিলাম না যে مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا পথভ্রষ্টকারীদেরকে নিজের সাহায্যকারী করতাম।

৫২. وَيَوْمَ يَقُوْلُ আর সেদিনটি স্মরণ করুন যেদিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন। نَادُوْا তোমরা তাদেরকে ডাক شُرَكَآءِيَ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ যাদেরকে আমার শরিক মনে করতে فَدَعَوْهُمْ তখন তারা তাদেরকে ডাকবে فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُمْ কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে না وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا আর আমি তাদের মাঝে এক অন্তরায় সৃষ্টি করে দিব।

৫৩. وَرَاَ الْمُجْرِمُوْنَ আর অপরাধীরা দেখবে النَّارَ দোজখ فَظَنُّوْٓا অতঃপর তারা নিঃসন্দেহে বুঝবে যে اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا তাতে তাদের নিক্ষিপ্ত হতে হবে وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِفًا এবং তথা হতে নিস্তারের কোনো পথ পাবে না।

৫৪. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا আর আমি বর্ণনা করেছি فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ এই কুরআনে لِلنَّاسِ মানুষের জন্য مِنْ كُلِّ مَثَلٍ প্রত্যেক প্রকারের উত্তম বিষয়সমূহ বিভিন্ন ভঙ্গিতে وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا এবং মানুষই ঝগড়া করতে সবচেয়ে অগ্রণী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

مَا أَشْهَدْتُّهُمْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضُدًا.

শানে নুযূল : কাফের মুশরিকদের আকিদা বিশ্বাস ছিল যে, জিন জাতির ইলমে গায়েব বা অদৃশ্য ইলম রয়েছে। তাদের এ আকীদা তাওহীদের বিপরীত ও ভিত্তিহীন। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট ইলমে গায়েব নেই যে, তার ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াত নজিল করেন।

لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ কিয়ামতের দিন সবাইকে বলা হবে : আজ তোমরা এমনিভাবে খালি হাতে কোনো আসবাবপত্র না নিয়ে আমার সামনে এসেছ, যেমন আমি প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বাচনিক বর্ণিত রয়েছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এক ভাষণ প্রসঙ্গে বললেন: লোকসকল! তোমরা কিয়ামতে তোমাদের পালনকর্তার সামনে খালি পায়ে, খালি গায়ে, পায়ে হেঁটে উপস্থিত হবে। সেদিন সর্বপ্রথম যাকে পোশাক পরানো হবে, তিনি হবেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। একথা শুনে হযরত আয়েশা (রা.) প্রশ্ন করলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্, সব নারী-পুরুষই কি উলঙ্গ হবে এবং একে অপরকে দেখবে? তিনি বললেন : সেদিন প্রত্যেককেই এমন ব্যস্ততা ও চিন্তায় ঘিরে রাখবে যে, কেউ কারো প্রতি দেখার সুযোগই পাবে না। সবার দৃষ্টিই থাকবে উপরের দিকে।

কুরতুবী (র.) বলেন : এক হাদীসে বলা হয়েছে, মৃতরা বরযখে একে অপরের সাথে নিজ নিজ কাফন পরিহিত অবস্থায় মোলাকাত করবে। এই হাদীসটি উপরিউক্ত হাদীসের পরিপন্থি নয়। কেননা এ হাদীসে কবর ও বরযখের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে; আর উপরিউক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে হাশরের ময়দানের অবস্থা। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, মৃত ব্যক্তি সে পোশাকেই হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে, যাতে তাকে দাফন করা হয়েছিল। হযরত ওমর (রা.) বলেন : মৃতদেরকে ভালো কাফন দিও। কেননা তারা কিয়ামতের দিন এ কাফন পরিহিত হয়েই উত্থিত হবে। কেউ কেউ এ হাদীসটিকে শহীদদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেছেন। কেউ কেউ বলেন : এটা সম্ভব যে, হাশরের ময়দানে কিছু লোক পোশাক পরিহিত অবস্থায় এবং কিছু লোক উলঙ্গ অবস্থায় উত্থিত হবে। এভাবে উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়ে যায়। -[মাযহারী]

وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا অর্থাৎ হাশরবাসীরা তাদের কৃতকর্মকে উপস্থিত পাবে। তাফসীরবিদগণ এর অর্থ সাধারণভাবে এরূপ বর্ণনা করেন যে, নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদানকে উপস্থিত পাবে। হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (র.) বলতেন : এরূপ অর্থ বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। বহু হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, এসব কৃতকর্মই ইহকাল ও পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির রূপ পরিগ্রহ করবে। তাদের আকার-আকৃতি সেখানে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। সৎকর্মসমূহ জান্নাতের নিয়ামতের আকার ধারণ করবে আর মন্দ কর্মসমূহ জাহান্নামের আগুন ও সাপ-বিচ্ছু হয়ে যাবে।

হাদীসে আছে, যারা জাকাত দেয় না, তাদের মাল কবরে একটি বড় সাপের আকার ধারণ করে তাদেরকে দংশন করবে এবং বলবে أَنَا مَالُكَ আমি তোমার মাল। সৎকর্ম সুশ্রী মানুষের আকারে কবরের নিঃসঙ্গ অবস্থায় আতঙ্ক দূর করার জন্য আগমন করবে। কোরবানির জন্তু পুলসিরাতের সওয়ারী হবে। মানুষের গোনাহ্ বোঝার আকরে প্রত্যেকের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হবে।

কুরআনে এতিমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারীদের সম্পর্কে إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا বলা হয়েছে। অর্থাৎ, তারা উদরে আগুন ভর্তি করছে। এসব আয়াত ও রেওয়ায়েতকে সাধারণত রূপক অর্থে ধরা হয়।

ইবলীসের সন্তান-সন্তুতি : وَذُرِّيَّتَهُ এ শব্দ থেকে বুঝা যায় যে, শয়তানের সন্তান-সন্ততি ও বংশধর আছে। কেউ কেউ বলেন : এখানে ذُرِّيَّة অর্থাৎ, বংশধর বলে সাহায্যকারী দল বুঝানো হয়েছে। কাজেই শয়তানের ঔরসজাত সন্তানাদি হওয়া জরুরি নয়। কিন্তু হুমায়দী রচিত 'কিতাবুল জমায়ে বাইনাস-সহীহাইন' গ্রন্থে হযরত সালমান ফারেসীর (রা.) রেওয়ায়েতে উল্লিখিত একটি সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে উপদেশ দিয়ে বলেন : তুমি তাদের মধ্য থেকে হয়ো না, যারা সবার আগে বাজারে প্রবেশ করে অথবা যারা সবার শেষে বাজার থেকে বের হয়। কেননা বাজার এমন জায়গা, যেখানে শয়তান ডিম-বাচ্চা প্রসব করে রেখেছে। এ থেকে জানা যায় যে, ডিম থেকে শয়তানের বংশধর বৃদ্ধি পায়। এই হাদীসটি উদ্ধৃত করে কুরতুবী বলেন : শয়তানের যে সাহায্যকারী বাহিনী আছে, এ কথা তো অকাট্যরূপেই প্রমাণিত আছে; ঔরসজাত সন্তান হওয়া সম্পর্কেও হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল।

وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে মানুষ সর্বাধিক তর্কপ্রিয়। এর সমর্থনে হযরত আনাস (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : কিয়ামতের দিন কাফেরদের মধ্য থেকে এক

ব্যক্তিকে পেশ করা হবে। তাকে প্রশ্ন করা হবে : আমার প্রেরিত রাসূল সম্পর্কে তোমার কর্মপন্থা কেমন ছিল? সে বলবে : পরওয়ারদেগার, আমি তো আপনার প্রতি, আপনার রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম এবং তাঁদের আনুগত্য করেছিলাম। আল্লাহ তা'আলা বলবেন : তোমার আমলনামা সামনে রাখা হয়েছে। এতে তো এমন কিছুই নেই। লোকটি বলবে ; আমি এই আমলনামা মানি না। আল্লাহ তা'আলা বলবেন : আমার ফেরেশতারা তোমার দেখাশুনা করত। তারা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। লোকটি বলবে : আমি তাদের সাক্ষ্য মানি না। আমি তাদেরকে চিনি না এবং আমল করার সময় তাদেরকে দেখিনি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন : সামনে লওহে-মাহফূয রয়েছে। এতেও তোমার অবস্থা এরূপই লিখিত রয়েছে। সে বলবে : পরওয়ারদেগার, আপনি আমাকে জুলুম থেকে আশ্রয় দিয়েছেন কি না? আল্লাহ তা'আলা বলবেন : নিশ্চয় জুলুম থেকে তুমি আমার আশ্রয়ে রয়েছে। সে বলবে : পরওয়ারদেগার, যেসব সাক্ষ্য আমি দেখিনি সেগুলো কিরূপে আমি মানতে পারি? আমার নিজের পক্ষ থেকে যে সাক্ষ্য হবে, আমি তাই মানতে পারি। তখন তার মুখ সীল করে দেওয়া হবে এবং তার হাত-পা তার তার শিরক ও কুফর সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। এরপর তাকে মুক্ত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এই হাদীসের বিষয়বস্তু সহীহ্ মুসলিমে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

عُرِضُوْا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى مجهول বাব سَمِعَ মাসদার اَلْعَرْضُ মূলবর্ণ (ع ـ ر ـ ض) জিনস صحيح অর্থ- মুখোমুখি করা, পেশ করা, উপস্থাপন করা। এটা লাযেম-ও মুতা'আদ্দী উভয়ভাবে ব্যবহৃত হয়। পেশ হওয়া, উপস্থাপন করা। এখানে মুতা'আদ্দী।

جِئْتُمُوْنَا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْمَجِيْئَةُ মূলবর্ণ (ج ـ ى ـ أ) জিনস مركب (اجوف يائى و مهموز لام) অর্থ- আসা।

مُشْفِقِيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِشْفَاقُ মূলবর্ণ (ش ـ ف ـ ق) জিনস صحيح অর্থ- এমন মহব্বত করা, যায় মধ্যে ভয় বিদ্যমান থাকে। এর অর্থে দু'টি অংশ আছে। ১. মহব্বত ২. ভয়।

اُسْجُدُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلسُّجُوْدُ মূলবর্ণ (س ـ ج ـ د) জিনস صحيح অর্থ- বিনয়ী হওয়া এবং ঝুঁকা।

اَلْمُضِلِّيْنَ : সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِضْلَالُ মূলবর্ণ (ض ـ ل ـ ل) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- পথভ্রষ্ট করা।

نَادُوْا : সীগাহ جمع مذكر حاضر বহছ امر حاضر معروف মাসদার اَلنِّدَاءُ ও اَلْمُنَادَاةُ বাব مُفَاعَلَه মূলবর্ণ (ن ـ د ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- ডাকা, আহবান করা।

فَدَعَوْهُمْ : فاء হরফে আতফ। دَعَوْا সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلدُّعَاءُ মূলবর্ণ (د ـ ع ـ و) জিনস ناقص واوى অর্থ- ডাকা।

مَوْبِقًا : সীগাহ واحد مذكر বহছ اسم ظرف مكان বাব ضَرَبَ ও سَمِعَ মাসদার اَلْمَوْبِقُ ও اَلْبَوْقُ মূলবর্ণ (و ـ ب ـ ق) জিনস مثال واوى অর্থ- ধ্বংস হওয়া।

مُوَاقِعُوْهَا : مُوَاقِعُوْا সীগাহ جمع مذكر বহছ اسم فاعل বাব مُفَاعَلَه মাসদার اَلْمُوَاقَعَةُ মূলবর্ণ (و ـ ق ـ ع) জিনস مثال واوى অর্থ- পতিত হওয়া। মূলতঃ مواقعون ছিল। ইযাফতের কারণে নূন পড়ে গেছে।

صَرَّفْنَا : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى معروف বাব تفعيل মাসদার اَلتَّصْرِيْفُ মূলবর্ণ (ص ـ ر ـ ف) জিনস صحيح অর্থ- পরিবর্তন করা, প্রকাশ করা। ইমাম রাগেব (র.) বলেন, صَرْف ـ تَصْرِيْف এর মতোই। তবে আধিক্যের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। تَصْرِيْف অধিক পরিবর্তন করা। صَرْف অর্থ- শুধু পরিবর্তন করা।

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُّؤْمِنُوْٓا اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا (٥٥)

৫৫. আর মানুষের নিকট যখন হেদায়েত পৌছল, তখন তাদেরকে ঈমান আনয়ন করতে ও নিজের প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে এতদ্ব্যতীত আর কিছুই প্রতিবন্ধক হয়নি যে, তারা এর প্রতীক্ষায় ছিল যে, তাদের সাথেও পূর্ববর্তীদের ন্যায় আচরণ করা হয় কিংবা আজাব তাদের উপর সরাসরি এসে পড়ে।

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَمَآ اُنْذِرُوْا هُزُوًا (٥٦)

৫৬. আর আমি রাসূলদেরকে শুধু সুসংবাদ প্রদানকারী এবং ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করে থাকি, আর কাফেররা অনর্থক কথা নিয়ে ঝগড়া সৃষ্টি করে, যেন এ উপায়ে সত্যকে টলিয়ে দিতে পারে এবং তারা আমার আয়াতসমূহকে এবং যা দ্বারা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল তাকে বিদ্রূপের সামগ্রী করে রেখেছে।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ ؕ اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ؕ وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا (٥٧)

৫৭. আর সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক জালিম কে হবে? যাকে তার প্রভুর আয়াতসমূহ দ্বারা নসিহত করা হয়, অতঃপর সে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এবং তার হস্তদ্বয় যে সমস্ত পাপ অর্জন করছে তা ভুলে যায়, আমি সে বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা হতে তাদের অন্তরের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছি এবং তাদের কর্ণসমূহে ছিপি দিয়ে রেখেছি, আর যদি আপনি তাদেরকে সৎপথের দিকে আহ্বান করেন, তবে তারা কখনো সৎপথে আসবে না।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৫. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ আর কিছুই প্রতিবন্ধক হয়নি اَنْ يُّؤْمِنُوْا তখন তাদেরকে ঈমান আনয়ন করতে اِذْ جَآءَهُمُ الْهُدٰى যখন মানুষের নিকট হেদায়েত পৌছল وَيَسْتَغْفِرُوْا رَبَّهُمْ ও নিজ রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে اِلَّا اَنْ تَاْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِيْنَ তারা এর প্রতীক্ষায় ছিল যে, তাদের সাথেও পূর্ববর্তীদের ন্যায় আচরণ করা হয় اَوْ يَاْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا কিংবা আজাব তাদের উপর সরাসরি এসে পড়ে।

৫৬. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا আর আমি রাসূলগণকে শুধু প্রেরণ করে থাকি مُبَشِّرِيْنَ সুসংবাদ প্রদর্শনকারী وَمُنْذِرِيْنَ এবং ভয় প্রদর্শনকারী রূপে وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا আর কাফেররা ঝগড়ার সৃষ্টি করে بِالْبَاطِلِ অনর্থক কথা নিয়ে لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ যেন এ উপায়ে সত্যকে টলিয়ে দিতে পারে وَاتَّخَذُوْا আর তারা করে রেখেছে اٰيٰتِيْ আমার আয়াত সমূহকে وَمَا اُنْذِرُوْا এবং যা দ্বারা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল তাকে هُزُوًا বিদ্রূপের সামগ্রী।

৫৭. وَمَنْ اَظْلَمُ আর সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অনাচারী কে হবে مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ যাকে তার রবের আয়াতসমূহ দ্বারা নসিহত করা হয় فَاَعْرَضَ عَنْهَا অতঃপর সে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় وَنَسِيَ এবং ভুলে যায় مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ তার হস্তদ্বয় যে সমস্ত পাপ অর্জন করেছে তা اِنَّا جَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً আমি তাদের অন্তরের উপর পর্দা ফেলে দিয়েছি اَنْ يَّفْقَهُوْهُ সে বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা হতে وَفِيْ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا এবং তাদের কর্ণসমূহে ছিপি দিয়ে রেখেছি وَاِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى আর যদি আপনি তাদেরকে সৎপথের দিকে আহ্বান করেন فَلَنْ يَّهْتَدُوْٓا اِذًا اَبَدًا তবে তারা কখনো সৎ পথে আসবে না।

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ۚ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا (٥٨)

৫৮. আর আপনার প্রতিপালক অতিশয় ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু, যদি তিনি তাদের কাজের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করতেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাদের প্রতি আজাব নাজিল করে দিতেন; বরং তাদের [শাস্তির] জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, এর পূর্বে কোনো আশ্রয়স্থল [খুঁজে] পাবে না।

وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا (٥٩)

৫৯. আর এ সকল জনপদ [-এর অধিবাসীরা] যখন দুষ্কর্ম করল, তখন আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম, এবং আমি তাদের ধ্বংসের জন্য সময় নির্ধারণ করেছিলাম।

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا (٦٠)

৬০. আর সে সময়টিও স্মরণীয়, যখন মূসা স্বীয় খাদেমকে বললেন, আমি অনবরত চলতে থাকব যে পর্যন্ত না দুটি সাগরের সঙ্গমস্থলে পৌছি, অথবা এভাবে দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতে থাকব।

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (٦١)

৬১. অতঃপর যখন [চলতে চলতে] তাঁরা সাগরদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে পৌছলেন, তখন তাঁরা নিজেদের মৎসটির কথা ভুলে গেলেন এবং মৎসটি সাগরের মধ্যে সুড়ঙ্গের মতো নিজের পথ ধরে চলে গেল।

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا (٦٢)

৬২. অতঃপর যখন তাঁরা উভয়ে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলেন, তখন মূসা তাঁর খাদেমকে বললেন, আমাদের নাশতা আন, আমাদের তো এ সফরে যথেষ্ট কষ্ট হয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ :

৫৮. وَرَبُّكَ আর আপনার রব الْغَفُورُ অতিশয় ক্ষমাশীল ذُو الرَّحْمَةِ বড়ই দয়ালু لَوْ يُؤَاخِذُهُم যদি তিনি তাদেরকে পাকড়াও করতেন। بِمَا كَسَبُوا তাদের কাজের জন্য لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ তবে তৎক্ষণাৎ তাদের প্রতি আজাব নাজিল করতেন بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ বরং তাদের (শাস্তির) জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا এর পূর্বে কোনো আশ্রয় স্থল (খুজে) পাবে না।

৫৯. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ আর এই সকল জনপদ أَهْلَكْنَاهُمْ আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম لَمَّا ظَلَمُوا যখন দুষ্কর্ম করল তখন। وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا এবং আমি তাদের ধ্বংসের জন্য সময় নির্ধারণ করেছিলাম।

৬০. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ আর সে সময়টিও স্মরণীয় যখন মূসা স্বীয় খাদেম কে বললেন لَا أَبْرَحُ আমি অনবরত চলতে থাকব حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ যে পর্যন্ত না দু'টি সাগরের সঙ্গম স্থলে পৌছি أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا অথবা এভাবে দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতে থাকব।

৬১. فَلَمَّا بَلَغَا অতঃপর যখন তারা পৌছলেন مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا সাগরদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে نَسِيَا حُوتَهُمَا তখন তারা নিজেদের মৎসটির কথা ভুলে গেলেন فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا এবং মৎসটি সাগরের মধ্যে নিজের পথ ধরে চলে গেল।

৬২. فَلَمَّا جَاوَزَا অতঃপর যখন তারা উভয়ে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলেন قَالَ لِفَتَاهُ তখন মূসা তাঁর খাদেমকে বললেন آتِنَا غَدَاءَنَا আমাদের নাশতা আন لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا আমাদের তো এ সফরে যথেষ্ট কষ্ট হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰـهُ এ ঘটনায় 'মূসা' বলে প্রসিদ্ধ পয়গম্বর হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে। فَتٰى -এর শাব্দিক অর্থ যুবক। শব্দটিকে কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে সম্বন্ধ করা হলে অর্থ হয় খাদেম। কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শক্তিশালী যুবক দেখে খাদেম রাখা হয়, যেন সব রকম কাজ সম্পন্ন করতে পারে। ভৃত্য ও খাদেমকে যুবক বলে ডাকা একটি ইসলামি শিষ্টাচার। ইসলামের শিক্ষা এই যে, চাকরদেরকেও গোলাম অথবা চাকর বলে সম্বোধন করো না; বরং ভালো খেতাব দ্বারা ডাক। এখানে فَتٰى শব্দটিকে হযরত মূসা (আ.)-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। তাই অর্থ হবে হযরত মূসা (আ.)-এর খাদেম।

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, এই খাদেম ছিল ইউশা' ইবনে নূন ইবনে ইফারায়ীম ইবনে ইউসুফ (আ)। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, সে হযরত মূসা (আ.)-এর ভাগ্নেয় ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে কোনো চূড়ান্ত ফয়সালা করা যায় না। সহীহ রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তার নাম ছিল ইউশা' ইবনে নূন। অবশিষ্ট অবস্থার প্রমাণ নেই। –[কুরতুবী]

مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ -এর শব্দিক অর্থ দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থল। বলাবাহুল্য, এ ধরনের স্থান দুনিয়াতে অসংখ্য আছে। এখানে কোন জায়গা বুঝানো হয়েছে, কুরআন ও হাদীসে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। তাই ইঙ্গিত ও লক্ষণাদি দৃষ্টে তাফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কাতাদা বলেন : পারস্য উপসাগর ও রোম সাগরের সঙ্গমস্থল বুঝানো হয়েছে। ইবনে আতিয়্যার মতে আজারবাইজানের নিকটে একটি স্থান, কেউ কেউ জর্দান নদী ও ভূমধ্যসাগরের মিলনস্থলের কথা বলেছেন। কেউ বলেন; এ স্থানটি তুঞ্জায় অবস্থিত। ইবনে আবী কা'বের মতে এটি আফ্রিকায় অবস্থিত। সুদ্দীর মতে এটি আর্মেনিয়ায় অবস্থিত। অনেকের মতে বাহরে-আন্দালুস ও বাহরে মুহীতের সঙ্গমস্থলই হচ্ছে এ স্থান। মোটকথা, এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে সে স্থানটি নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন। –[কুরতুবী]

হযরত মূসা (আ.) ও খিযির (আ.)-এর কাহিনী : সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে হযরত উবাই ইবনে কা'বের রেওয়ায়েতে ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: একদিন হযরত মূসা (আ.) বনী-ইসরাঈলের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল : সব মানুষের মধ্যে অধিক জ্ঞানী কে? হযরত মূসা (আ.)-এর জানামতে তাঁর চাইতে অধিক জ্ঞানী আর কেউ ছিল না। তাই বললেন : আমিই সবার চাইতে অধিক জ্ঞানী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নৈকট্যশীল বন্দাদেরকে বিশেষভাবে গড়ে তোলেন। তাই এ জবাব তিনি পছন্দ করলেন না। এখানে বিষয়টি আল্লাহর উপর ছেড়ে দেওয়াই ছিল আদব। অর্থাৎ, একথা বলে দেওয়া উচিত ছিল যে, আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন, কে অধিক জ্ঞানী। এ জবাবের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত মূসা (আ.)-কে তিরস্কার করে ওহী নাজিল হলো যে, দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আপনার চাইতে অধিক জ্ঞানী। একথা শুনে হযরত মূসা (আ.) প্রার্থনা জানালেন যে, তিনি অধিক জ্ঞানী হলে তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান লাভের জন্য আমার সফর করা উচিত। তাই বললেন : ইয়া আল্লাহ! আমাকে তাঁর ঠিকানা বলে দিন। আল্লাহ তা'আলা বললেন : থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নিন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলের দিকে সফর করুন। যেখানে পৌঁছার পর মাছটি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই আমার এই বান্দার সাক্ষাৎ পাবেন। হযরত মূসা (আ.) নির্দেশ মতো থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁর সাথে তাঁর খাদেম ইউশা' ইবনে নূনও ছিল। পথিমধ্যে একটি প্রস্তর খণ্ডের উপর মাথা রেখে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন। এখানে হঠাৎ মাছটি নড়াচড়া করতে লাগল এবং থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। (মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়ার সাথে সাথে আরো একটি মু'জিযা প্রকাশ পেল যে,) মাছটি সমুদ্রের যে পথ দিয়ে চলে গেল, আল্লাহ তা'আলা সে পথে পানির স্রোত বন্ধ করে দিলেন। ফলে, সেখানে পানির মধ্যে একটি সুড়ঙ্গের মতো হয়ে গেল। ইউশা' ইবনে নূন এ আশ্চর্যজনক

ঘটনা নিরীক্ষণ করছিল। হযরত মূসা (আ.) নিদ্রিত ছিলেন। যখন জাগ্রত হলেন, তখন ইউশা' ইবনে নূন মাছের এ আশ্চর্যজনক ঘটনা তাঁর কাছে বলতে ভুলে গেলেন এবং সেখান থেকে সামনে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফর করার পর সকাল বেলায় হযরত মূসা (আ.) খাদেমকে বললেন : আমাদের নাশতা আন। এই সফরে যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। নাশতা চাওয়ার পর ইউশা ইবনে নূনের মাছের ঘটনা মনে পড়ল। সে ভুলে যাওয়ার ওজর পেশ করে বলল : শয়তান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। অতঃপর বলল : মৃত মাছটি জীবিত হয়ে আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে চলে গেছে। তখন হযরত মূসা (আ.) বললেন : সে স্থানটিই তো আমাদের লক্ষ্য ছিল। অর্থাৎ, মাছের জীবিত হয়ে নিরুদ্দেশ হওয়ার স্থানটিই ছিল আমাদের গন্তব্যস্থল।

সে মতে তৎক্ষণাৎ তাঁরা ফিরে চললেন এবং স্থানটি পাওয়ার জন্য পূর্বের পথ ধরেই চললেন। প্রস্তর খণ্ডের নিকটে পৌঁছে দেখলেন, এক ব্যক্তি আপদমস্তক চাদরে আবৃত হয়ে শুয়ে আছে। হযরত মূসা (আ.) তদবস্থায়ই সালাম করলে হযরত খিযির (আ.) বললেন : এই (জনমানবহীন) প্রান্তরে সালাম কোথা থেকে এলো? হযরত মূসা (আ.) বললেন : আমি মূসা! হযরত খিযির (আ.) প্রশ্ন করলেন : বনী -ইসরাঈলের মূসা? তিনি জবাব দিলেন : হ্যাঁ, আমিই বনী ইসরাঈলের মূসা। আমি আপনার কাছ থেকে ঐ বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি, যা আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

হযরত খিযির (আ.) বললেন : আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। হে মূসা! আমাকে আল্লাহ তা'আলা এমন এক জ্ঞান দান করেছেন, যা আপনার কাছে নেই; পক্ষান্তরে আপনাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা আমি জানি না। হযরত মূসা (আ.) বললেন : ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আমি কোনো কাজে আপনার বিরোধিতা করব না?

হযরত খিযির (আ.) বললেন : যদি আপনি আমার সাথে থাকতেই চান তবে কোনো বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে তার স্বরূপ বলে দেই।

একথা বলার পর উভয়ে সমুদ্রের পাড় ধরে চলতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে একটি নৌকা এসে গেলে তাঁরা নৌকায় আরোহণের ব্যাপারে কথাবার্তা বললেন। মাঝিরা হযরত খিযির (আ.)-কে চিনে ফেলল এবং কোনো রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই তাঁদেরকে নৌকায় তুলে নিল। নৌকায় চড়েই হযরত খিযির (আ.) কুড়ালের সাহায্যে নৌকার একটি তক্তা তুলে ফেললেন। এতে হযরত মূসা (আ.) (স্থির থাকতে পারলেন না–) বললেন : তারা কোনো প্রকার পারিশ্রমিক ছাড়াই আমাদেরকে নৌকায় তুলে নিয়েছে। আপনি কি এরই প্রতিদানে তাদের নৌকা ভেঙ্গে দিলেন যাতে সবাই ডুবে যায়? এতে আপনি অতি মন্দ কাজ করলেন। হযরত খিযির (আ.) বললেন : আমি পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। তখন হযরত মূসা (আ.) ওজর পেশ করে বললেন: আমি আমার ওয়াদার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমার প্রতি রুষ্ট হবেন না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন : হযরত মূসা (আ.) -এর প্রথম আপত্তি ভুলক্রমে, দ্বিতীয় আপত্তি শর্ত হিসেবে এবং তৃতীয় আপত্তি ইচ্ছাক্রমে হয়ে ছিল (ইতোমধ্যে) একটি পাখী এসে নৌকার এক প্রান্তে বসল এবং সমুদ্র থেকে এক চঞ্চু পানি তুলে নিল। হযরত খিযির (আ.) হযরত মূসা (আ.)-কে বললেন : আমার জ্ঞান এবং আপনার জ্ঞান উভয়ে মিলে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের মোকাবিলায় এমন তুলনাও হয় না, যেমনটি এ পাখীর চঞ্চুর পানির সাথে রয়েছে সমুদ্রের পানি।

অতঃপর তাঁরা নৌকা থেকে নেমে সমুদ্রের কূল ধরে চলতে লাগলেন। হঠাৎ হযরত খিযির (আ.) একটি বালককে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলা করতে দেখলেন। হযরত খিযির (আ.) স্বহস্তে বালকটির মস্তক তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। বালকটি মরে গেল। হযরত মূসা (আ.) বললেন : আপনি একটি নিষ্পাপ প্রাণকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছেন। এ যে বিরাট গুনাহ্র কাজ করলেন! হযরত খিযির (রা.) বললেন : আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। হযরত মূসা (আ.) দেখলেন, এ ব্যাপারটি পূর্বাপেক্ষা গুরুতর। তাই বললেন : এরপর যদি কোনো প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে পৃথক করে দিবেন। আমার ওজর-আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

অতঃপর আবার চলতে লাগলেন। এক গ্রামের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় তারা গ্রামবাসীদের কাছে খাবার চাইলেন। ওরা সোজা অস্বীকার করে দিল। হযরত খিযির (আ.) এই গ্রামে একটি প্রাচীরকে পতনোন্মুখ দেখতে পেলেন। তিনি নিজ হাতে প্রাচীরটি সোজা করে দিলেন। হযরত মূসা (আ.) বিস্মিত হয়ে বললেন : আমরা তাদের কাছে খাবার চাইলে তারা দিতে অস্বীকার করল অথচ আপনি তাদের এত বড় কাজ করে দিলেন; ইচ্ছা করলে এর পারিশ্রমিক তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারতেন। হযরত খিযির (আ.) বললেন : هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ অর্থাৎ, এখন শর্ত পূর্ণ হয়ে গেছে। এটাই আমার ও আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের সময়।

এরপর হযরত খিযির (আ.) উপরিউক্ত ঘটনাত্রয়ের স্বরূপ হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে বর্ণনা করে বললেন : ذٰلِكَ تَاوِيْلُ مَالَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا অর্থাৎ, এ হচ্ছে সেসব ঘটনার স্বরূপ; যেগুলো দেখে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করে বললেন; হযরত মূসা (আ.) যদি আরো কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরতেন, তবে আরো কিছু জানা যেত।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত এই দীর্ঘ হাদীসে পরিস্কার উল্লেখ রয়েছে যে, মূসা বলতে বনী-ইসরাঈলের পয়গাম্বর হযরত মূসা (আ.) এবং তাঁর যুবক সঙ্গীর নাম ইউশা' ইবনে নূন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে যে বান্দার কাছে হযরত মূসা (আ.)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল, তিনি ছিলেন হযরত খিযির (আ.)। অতঃপর আয়াতসমূহের তাফসীর দেখুন।

সফরের কতিপয় আদব এবং পয়গম্বরসুলভ সংকল্পের একটি নমুনা : لَا اَبْرَحُ حَتّٰى اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِىَ حُقُبًا এ বাক্যটি হযরত মূসা (আ.) তাঁর সফরসঙ্গি ইউশা' ইবনে নূনকে বলেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল সফরের দিক ও গন্তব্যস্থল সম্পর্কে তাঁর সঙ্গিকে অবহিত করা। সফরের জরুরি বিষয়াদি সম্পর্কে সঙ্গিকে অবহিত করাও একটি আদব। অহংকারীরা তাদের খাদেম ও পরিচালিকাদেরকে সম্বোধনেরই যোগ্য মনে করে না এবং নিজের সফর সম্পর্কে কোনো কিছুই বলে না।

حُقُبًا শব্দটি حُقْبَةٌ-এর বহুবচন। আভিধানিক অর্থে আশি বছরে এক হুকবা। কারো কারো মতে আরো বেশি সময়ে এক হুকবা হয়। এর কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই। হযরত মূসা (আ.) সঙ্গিকে বলে দিলেন যে, আল্লাহর নির্দেশ আনুযায়ী আমাকে দুই সমূদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌছতে হবে। আমার সংকল্প এই যে, যতদিনই লাগুক, গন্তব্যস্থলে না পৌছা পর্যন্ত সফর অব্যাহত রাখব। আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনে পয়গম্বরদের সংকল্প এমনি দৃঢ় হয়ে থাকে।

খিযিরের চাইতে হযরত মূসা (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব, তার বিশেষ প্রশিক্ষণ ও মু'জিযা : فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ سَرَبًا কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত মূসা (আ.) পয়গম্বরকূলের মধ্যেও বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তা'আলার সাথে কথোপকথনের বিশেষ মর্যাদা তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য। হযরত খিযিরের নবুয়ত সম্পর্কেও মতেভেদ রয়েছে। যদি নবী মেনেও নেওয়া যায়, তবে তিনি রাসূল ছিলেন না। তাঁর কোনো গ্রন্থ নেই এবং কোনো বিশেষ উম্মতও নেই। তাই হযরত মূসা (আ.) হযরত খিযিরের চাইতে সর্বাবস্থায় বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নৈকট্যশীলদের সামান্যতম ত্রুটিও সংশোধন করেন। তাঁদের প্রশিক্ষণের খাতিরে সামান্যতম ত্রুটির জন্য ও তিরস্কার করা হয় এবং সে মাপ কাঠিতেই তাঁদের দ্বারা ত্রুটি পূরণ করিয়ে নেওয়া হয়। আগাগোড়া কাহিনীটি এই বিশেষ প্রশিক্ষণেরই বহিঃপ্রকাশ। 'আমি সর্বাধিক জ্ঞানী' হযরত মূসা (আ.)-এর মুখ থেকে অসতর্ক মুহূর্তে এ কথাটি বের হয়ে গেলে আল্লাহ তা'আলা তা অপছন্দ করেন। তাঁকে হুশিয়ার করার জন্য এমন এক বান্দার ঠিকানা তাঁকে দিলেন, যার কাছে আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান ছিল। সেই জ্ঞান হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে ছিল না। যদিও হযরত মূসা (আ.)-এর জ্ঞান মর্তবার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল, কিন্তু তিনি সেই বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না। এদিকে আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আ.)-কে জ্ঞানার্জনের অসীম প্রেরণা দান করেছিলেন। ফলে নতুন জ্ঞানের

কথা শুনেই তিনি তা অর্জন করার জন্য শিক্ষার্থীর বেশে সফর করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং আল্লাহ তা'আলার কাছেই খিযিরের ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে এখানেই খিযিরের সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর সাক্ষাৎ অনায়াসে ঘটাতে পারতেন অথবা হযরত মূসা (আ.) কেই পরিষ্কার ঠিকানা বলে দিতে পারতেন। ফলে সেখানে পৌঁছা কষ্টকর হতো না। কিন্তু ঠিকানা অস্পষ্ট রেখে বলা হয়েছে যে, যেখানে মৃত মাছ জীবিত হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই খিযিরকে পাওয়া যাবে।

বুখারীর হাদীস থেকে মাছ সম্পর্কে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই থলেতে মাছ রেখে দেওয়ার নির্দেশ হয়েছিল। তবে তা খাবার হিসেবে রাখার আদেশ হয়েছিল, না অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তা জানা যায় না। তবে উভয় সম্ভাবনাই রয়েছে। তাই কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন যে, এই ভাজা মাছটি খাওয়ার জন্য রাখা হয়েছিল এবং তারা তা থেকে কিছু অংশ খেয়েও ছিলেন। মাছটির অবশিষ্ট অংশই জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যায়। -[কুরতুবী]

মাছের বিষয়টি ভুলে না গেলে অবশ্য ব্যাপার সেখানেই শেষ হয়ে যেত। অথচ হযরত মূসা (আ.)-এর দ্বিতীয় পরীক্ষা নেওয়া ছিল এর উদ্দেশ্য। তাই উভয়েই মাছের কথা ভুলে গেলেন এবং পূর্ণ একদিন ও একরাত্রির পথ অতিক্রম করার পর ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভব করলেন। এটা ছিল তৃতীয় পরীক্ষা। কেননা এর আগেও ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভব করতে পারতেন। ফলে সেখানেই মাছের কথা স্মরণ হয়ে যেত এবং এত দূরবর্তী সফরের প্রয়োজন ও হতো না; কিন্তু হযরত মূসা (আ.) আরো একটু কষ্ট করুক সম্ভবত: এটাই ছিল আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায়। তাই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভূত হয় এবং মাছের কথা মনে পড়ে। অতঃপর সেখান থেকেই তাঁরা পথচিহ্ন অনুসরণ করে ফিরে চলেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

أَنْ تَأْتِيَهُمْ : أَنْ নাসেবা। تَأْتِيَ সীগাহ واحد مؤنث غائب বহছ مضارع معروف বাব ضَرَبَ মাসদার الْإِتْيَانُ মূলবর্ণ (أ . ت . ى) জিনস مركب (مهموز فاء ও ناقص يائي) অর্থ- আসা।

لِيُدْحِضُوا : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব إِفْعَالٌ মাসদার الْإِدْحَاضُ মূলবর্ণ (د . ح . ض) জিনস صحيح অর্থ- হোঁচট খাওয়ানো। ব্যর্থ করে দেওয়া।

أَنْ يَفْقَهُوهُ : সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার الْفِقْهُ মূলবর্ণ (ف . ق . ه) জিনস صحيح অর্থ- বুঝা।

فَلَنْ يَهْتَدُوا : فاء জাযাইয়্যাহ। لَنْ يَهْتَدُوا সীগাহ جمع مذكر غائب বহছ نفي جحد بلن در فعل مستقبل معروف বাব افتعال মাসদার الْاِهْتِدَاءُ মূলবর্ণ (ه . د . ى) জিনস ناقص يائي
অর্থ- হেদায়েত পাওয়া, সৎপথ পাওয়া।

مَوْئِلًا : সীগাহ واحدمذكر বহছ اسم ظرف বাব ضَرَبَ মাসদার الْوَأْلُ মূলবর্ণ (و . أ . ل) জিনস مهموز مركب (مثال واوى ও عين) অর্থ- আশ্রয় নেওয়া, দৌড়ানো, আশ্রয় খোঁজা।

لَا أَبْرَحُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ نفي فعل مضارع معروف বাব سَمِعَ মাসদার البرح মূলবর্ণ (ب . ر . ح) জিনস صحيح অর্থ- কোনো স্থান থেকে সরা, স্থানচ্যুত হওয়া এবং পরিবর্তন হওয়া।

نَسِيَا : সীগাহ تثنيه مذكر غائب বহছ ماضي معروف বাব سَمِعَ মাসদার النِّسْيَانُ মূলবর্ণ (ن . س . ى) জিনস ناقص يائي অর্থ- ভুলে যাওয়া।

سَرَبًا : একবচন, বহুবচন أَسْرَابٌ। অর্থ- সুরঙ্গ; গিরিপথ।

قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَآ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَآ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ ۖ عَجَبًا (٦٣)

৬৩. খাদেম বলল, আপনি কি লক্ষ্য করেননি! যখন আমরা প্রস্তরটির নিকটে অবস্থান করেছিলাম, তখন আমি উক্ত মৎসের কথা ভুলে যাই, এবং শয়তানই আমাকে তার কথা উল্লেখ করতে ভুলিয়ে দিয়েছিল এবং সে মৎসটি আশ্চর্যরূপে সাগরের মধ্যে নিজের পথ ধরল।

قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۖ فَارْتَدَّا عَلٰٓى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا (٦٤)

৬৪. মূসা বললেন, এটাই সে স্থান, আমি যার অনুসন্ধান করছিলাম, অতঃপর তাঁরা উভয়ে নিজেদের পদচিহ্ন লক্ষ্য করে ফিরে চললেন।

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا (٦٥)

৬৫. অনন্তর তাঁরা আমার বান্দাদের মধ্য হতে জনৈক বান্দাকে পেলেন, যাঁকে আমি আমার খাস রহমত দান করেছিলাম এবং আমি তাঁকে স্বীয় সন্নিধান হতে এক বিশেষ ইলম শিখিয়েছিলাম।

قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا (٦٦)

৬৬. মূসা তাঁকে বললেন, আমি আপনার সঙ্গে থাকতে পারি কি এ শর্তে যে, আপনাকে যে হিতকর ইলম শিখানো হয়েছে, তা হতে আপনি আমাকেও শিখাবেন?

قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا (٦٧)

৬৭. তিনি বললেন, আপনি আমার সঙ্গে থেকে ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৩. قَالَ খাদেম বলল اَرَءَيْتَ আপনি কি লক্ষ্য করেননি اِذْ اَوَيْنَآ اِلَى الصَّخْرَةِ যখন আমরা প্রস্তরটির নিকটে অবস্থান করেছিলাম فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ তখন আমি উক্ত মৎসের কথা ভুলে যাই وَمَآ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ, এবং শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল اَنْ اَذْكُرَهٗ তার কথা উল্লেখ করতে وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ, সেই মৎসটি নিজের পথ ধরল فِى الْبَحْرِ সাগরের মধ্যে عَجَبًا আশ্চর্যরূপে।

৬৪. قَالَ মূসা বললেন ذٰلِكَ এটাই সেই স্থান مَا كُنَّا نَبْغِ আমি যার অনুসন্ধান করছিলাম فَارْتَدَّا অতঃপর তারা উভয়ে ফিরে চললেন عَلٰٓى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا নিজেদের পদচিহ্ন লক্ষ্য করে।

৬৫. فَوَجَدَا অনন্তর তারা পেলেন عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ আমার বান্দাগণের জনৈক বান্দাকে اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا যাকে আমি আমার খাছ রহমত দান করেছিলাম وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا, এবং আমি তাকে স্বীয় সন্নিধান হতে এক বিশেষ ইলম শিখিয়ে ছিলাম।

৬৬. قَالَ لَهٗ مُوْسٰى মূসা তাকে বললেন هَلْ اَتَّبِعُكَ আমি আপনার সঙ্গে থাকতে পারি কি عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِ এ শর্তে যে, আপনি আমাকে শিখাবেন। مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا আপনাকে যে হিতকর ইলম শিখানো হয়েছে তা হতে।

৬৭. قَالَ তিনি বললেন اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ আপনি পারবেন না। مَعِىَ صَبْرًا আমার সঙ্গে থেকে ধৈর্য ধারণ করতে।

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا (٦٨)	৬৮. এবং আপনি কিরূপে ধৈর্যধারণ করবেন এমন বিষয়ে যা আপনার জ্ঞান-সীমার বাইরে?
قَالَ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا (٦٩)	৬৯. মূসা বললেন, ইনশাআল্লাহ, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন, আর আমি কোনো কাজেই আপনার আদেশের ব্যতিক্রম করব না।
قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْـَٔلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰٓى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (٧٠)	৭০. তিনি বললেন, যদি আপনি আমার সাথে থাকতেই চান, তবে কোনো বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত আমি স্বয়ং সে সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ না করি।
فَانْطَلَقَا حَتّٰٓى اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا ۗ قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا اِمْرًا (٧١)	৭১. অতঃপর উভয়ে চলতে লাগলেন। এ পর্যন্ত যে, যখন [চলতে চলতে] উভয়ে নৌকায় আরোহণ করলেন, তখন তিনি নৌকাটিতে ছিদ্র করে দিলেন, মূসা বললেন, আপনি কি নৌকাটিকে ছিদ্র করে দিলেন এ উদ্দেশ্যে যে, এর আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দিবেন? আপনি বড় অন্যায় কাজ করেছেন।
قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا (٧٢)	৭২. তিনি বললেন, আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না।

শাব্দিক অনুবাদ :

৬৮. وَكَيْفَ تَصْبِرُ এবং আপনি কিরূপে ধৈর্য ধারণ করবেন। عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا এমন বিষয়ে যা আপনার জ্ঞান সীমার বাইরে।

৬৯. قَالَ মূসা বললেন سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে পাবেন। صَابِرًا ধৈর্যশীল। وَّلَآ اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا আর আমি কোনো কাজেই আপনার আদেশের ব্যতিক্রম করব না।

৭০. قَالَ তিনি বললেন فَاِنِ اتَّبَعْتَنِيْ যদি আপনি আমার সাথে থাকতেই চান فَلَا تَسْـَٔلْنِيْ عَنْ شَيْءٍ আমাকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না। حَتّٰٓى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا যে পর্যন্ত আমি স্বয়ং তৎসম্বন্ধে কিছু উল্লেখ না করি।

৭১. فَانْطَلَقَا অতঃপর উভয়ে চলতে লাগলেন حَتّٰٓى اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ এ পর্যন্ত যে, যখন (চলতে চলতে) উভয়ে নৌকায় আরোহণ করলেন خَرَقَهَا তখন তিনি নৌকাটিকে ছিদ্র করে দিলেন قَالَ মূসা বললেন اَخَرَقْتَهَا আপনি কি নৌকাটিকে ছিদ্র করে দিলেন لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا এ উদ্দেশ্যে যে, এর আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দিবেন। لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا اِمْرًا আপনি বড় গুরুতর কাজ করেছেন।

৭২. قَالَ তিনি বললেন اَلَمْ اَقُلْ আমি কি বলিনি। اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا আপনি আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না।

৭৩. মূসা বললেন, যা ভুলবশত করে ফেলেছি, তজ্জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না এবং আমার এ ব্যাপারে আমার প্রতি অধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।	قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا (٧٣)
৭৪. অতঃপর উভয়ে চলতে লাগলেন, চলতে চলতে তাঁদের সাথে এক বালকের সাক্ষাৎ হলো, তখন তিনি তাকে মেরে ফেললেন, মূসা বললেন, আপনি কি একটি নিষ্পাপ প্রাণকে কোনো প্রাণের বিনিময় ব্যতীত মেরে ফেললেন? নিঃসন্দেহে আপনি বড় অন্যায় কাজ করেছেন।	فَانْطَلَقَا ٭ حَتّٰۤى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ ۙ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ ؕ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا (٧٤)

শাব্দিক অনুবাদ :

৭৩. قَالَ মূসা বললেন لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ যা ভুলবশতঃ করে ফেলেছি তজ্জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন না وَلَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ اَمْرِيْ عُسْرًا এবং আমার এ ব্যাপারে আমার প্রতি অধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।

৭৪. فَانْطَلَقَا অতঃপর উভয়ে চলতে লাগলেন حَتّٰۤى اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا এ পর্যন্ত যে, যখন একটি বালকের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হলো فَقَتَلَهٗ তখন তিনি তাকে মেরে ফেললেন قَالَ মূসা বললেন اَقَتَلْتَ আপনি কি মেরে ফেললেন نَفْسًا زَكِيَّةً একটি নিষ্পাপ প্রাণকে بِغَيْرِ نَفْسٍ কোনো প্রাণের বিনিময় ব্যতীত لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا নিঃসন্দেহে আপনি বড় অন্যায় কাজ করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাছের সমুদ্রে চলে যাওয়ার কথাটি প্রথমবার سَرَبًا শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ সুড়ঙ্গ। পাহাড়ে রাস্তা তৈরি করার জন্য অথবা শহরে ভূগর্ভস্থপথ তৈরি করার উদ্দেশ্য সুড়ঙ্গ খনন করা হয়। এ থেকে জানা গেল যে, মাছটি সমুদ্রে যেদিকে যেত, সেদিকে একটি সুড়ঙ্গের মতো পথ তৈরি হয়ে যেত। বুখারীর হাদীস থেকে তাই জানা যায়। দ্বিতীয়বার যখন ইউশা' ইবনে নূন দীর্ঘ সফরের পর এ ঘটনাটি উল্লেখ করেন, তখন وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا। শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় বর্ণনার মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কেননা পানিতে সুড়ঙ্গ তৈরি হওয়া স্বয়ং একটি অভ্যাসবিরুদ্ধ আশ্চর্য ঘটনা।

হযরত খিযিরের সাথে সাক্ষাত এবং তাঁর নবুয়তের প্রশ্ন : কুরআন পাকে ঘটনার মূল ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়নি; বরং عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا (আমার বন্দাদের একজন) বলা হয়েছে। বুখারীর হাদীসে তাঁর নাম খিযির উল্লেখ করা হয়েছে। খিযির অর্থ সবুজ-শ্যামল। সাধারণ তাফসীরবিদগণ তাঁর এই নামকরণের কারণ প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি যেখানে বসতেন, সেখানেই ঘাস উৎপন্ন হয়ে যেত, মাটি যেরূপই হোক না কেন। কুরআন পাক একথাও বর্ণনা করে যে, খিযির পয়গম্বর ছিলেন না, একজন ওলী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ আলেমদের মতে তিনি যে নবী ছিলেন, একথা কুরআনে বর্ণিত ঘটনাবলি দ্বারা প্রমাণিত হয়। কেননা এই সফরে যে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে, অন্যধ্যে কয়েকটি নিশ্চিতরূপেই প্রচলিত শরিয়ত বিরোধী। আল্লাহর ওহী ব্যতীত শরিয়তের নির্দেশের কোনো রূপ ব্যতিক্রম হতে পারে না। নবী ও পয়গম্বর ব্যতীত আল্লাহর ওহী কেউ পেতে পারে না। ওলী ব্যক্তিও কাশফ ও এলহামের মাধ্যমে কোনো কোনো বিষয় জানতে পারেন, কিন্তু তা এমন প্রমাণ নয়, যার ভিত্তিতে শরিয়তের কোনো

নির্দেশ পরিবর্তন করা যায়। অতএব, প্রমাণিত হয় যে, হযরত খিযির (আ.) আল্লাহর নবী ছিলেন। তাঁকে ওহীর মাধ্যমে কিছুসংখ্যক প্রচলিত শরিয়ত বিরোধী বিশেষ বিধান দান করা হয়েছে। তিনি যা কিছু করেছেন, তা এই ব্যতিক্রমী বিধানের অনুসরণেই করেছেন। কুরআনের নিম্নোক্ত বাক্যে তার পক্ষ থেকেও এ বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে : وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي অর্থাৎ, আমি নিজের পক্ষ থেকে কোনো কিছু করিনি; বরং আল্লাহর নির্দেশেই করেছি।

মোটকথা, সাধারণ আলেমদের মতে হযরত খিযির (আ.) ও একজন নবী। তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে কিছু অপার্থিব দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল এবং এ সম্পর্কিত জ্ঞানও দান করা হয়েছিল। হযরত মূসা (আ.) এগুলো জানতেন না। তাই তিনি আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন। তাফসীরে কুরতুবী, বাহরে-মুহীত, আবূ হাইয়্যান প্রভৃতি গ্রন্থে এই বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে।

কোনো ওলীর পক্ষে শরিয়তের বাহ্যিক নির্দেশ অমান্য করা জায়েজ নয় : অনেক মূর্খ, পথভ্রষ্ট, সুফীবাদের কলঙ্ক লোক একথা বলে বেড়ায় যে, শরিয়ত ভিন্ন জিনিস আর তরিকত ভিন্ন জিনিস। অনেক বিষয় শরিয়তে হারাম, কিন্তু তরিকতে হালাল। কাজেই কোনো ওলীকে প্রকাশ্য কবীরা গোনাহে লিপ্ত দেখেও আপত্তি করা ঠিক নয়। উপরিউক্ত আলোচনা থেকেই জানা গেল যে, তাদের এসব কথা পরিষ্কার ধর্মদ্রোহিতা ও বাতিল। হযরত খিযির (আ.)-কে দুনিয়ার কোনো ওলীর মাপকাঠিতে বিচার করা যায় না এবং তাঁর কোনো শরিয়তের বিরুদ্ধ কাজকে বৈধ বলা যায় না।

সাগরেদের পক্ষে উস্তাদের অনুসরণ অপরিহার্য : هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا এখানে হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর নবী ও শীর্ষস্থানীয় রাসূল হওয়া সত্ত্বেও হযরত খিযির (আ.)-এর কাছে সবিনয় প্রার্থনা করেছেন যে, আমি আপনার জ্ঞান শিক্ষা করার জন্য আপনার সাহচর্য কামনা করি। এ থেকে বুঝা গেল যে, সাগরেদ গুণে ওস্তাদ অপেক্ষা অনেক বড় হলেও উস্তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তাঁর অনুসরণ করা ওয়াজিব। এটাই জ্ঞানার্জনের আদব। –[কুরতুবী, মাযহারী]

শরিয়ত বিরুদ্ধ কাজে নির্বিকার থাকা আলেমের পক্ষে জায়েজ নয় : إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا - وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا হযরত খিযির (আ.) হযরত মূসা (আ.)-কে বললেন, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। আসল তথ্য যখন আপনার জানা নেই, তখন ধৈর্য ধরবেনই বা কেমন করে? উদ্দেশ্য এই যে, আমি যে জ্ঞানলাভ করেছি, তা আপনার জ্ঞান থেকে ভিন্ন ধরনের। তাই আমার কাজকর্ম আপনার কাছে আপত্তিকর ঠেকবে। আসল তথ্য আপনাকে না বলা পর্যন্ত আপনি নিজ কর্তব্যের খাতিরে আপত্তি করবেন।

হযরত মূসা (আ.) স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে গমনের এবং তাঁর কাছ থেকে জ্ঞানার্জনের নির্দেশ পেয়েছিলেন। তাই তাঁর কোনো কাজ প্রকৃতপক্ষে শরিয়ত বিরোধী হবে না, এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। তাই তিনি ধৈর্যধারণের ওয়াদা করে নিলেন। নতুবা এরূপ ওয়াদা করাও কোনো আলেমের জন্য জায়েজ নয়। কিন্তু পরে শরিয়ত সম্পর্কে ধর্মীয় মর্যাদাবোধের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে কৃত ওয়াদা ভুলে গেলেন।

প্রথম ঘটনাটি তেমন গুরুতরও ছিল না। শুধু নৌকাওয়ালাদের আর্থিক ক্ষতি অথবা পানিতে ডুবে যাওয়ার নিছক সম্ভাবনাই ছিল, যা পরে বাস্তবে পরিণত হয়নি। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলিতে হযরত মূসা (আ.) আপত্তি না করার ওয়াদাও করেননি। বালক হত্যার ঘটনা দেখে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং এ প্রতিবাদের জন্য কোনো ওজরও পেশ করেননি। শুধু এতটুকু বললেন যে, ভবিষ্যতে প্রতিবাদ করলে আমাকে সাহচর্য দান না করার অধিকার আপনার থাকবে। কেননা শরিয়তবিরুদ্ধ কাজ বরদাশত করা কোনো নবী ও রাসূলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তবে প্রকৃতপক্ষেও যেহেতু তিনি পয়গম্বর ছিলেন, তাই অবশেষে এই রহস্য উদঘাটিত হয় যে, এসব ঘটনা হযরত খিযির (আ.) -এর জন্য শরিয়তের সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত করে দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি ওহীর প্রত্যাদেশ অনুযায়ীই এগুলো সম্পাদন করেছিলেন। –[মাযহারী]

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন হয় যে, হযরত খিযির (আ.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর জ্ঞান হযরত মূসা (আ.)-এর জ্ঞান থেকে ভিন্ন ধরনের ছিল। কিন্তু উভয় জ্ঞানই যখন আল্লাহ প্রদত্ত, তখন উভয়ের বিধি-বিধানে বৈপরীত্য ও বিরোধ কেন? এ সম্পর্কে তাফসীরে মাযহারীতে হযরত কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথীর বক্তব্য সত্যের অধিক নিকটবর্তী এবং আকর্ষণীয়। আমি তাঁর বক্তব্যের যে মর্ম বুঝতে পেরেছি, তার সার-সংক্ষেপ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো–

আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে ওহী ও নবুয়তের মর্যাদায় ভূষিত করেন, সাধারণত ঃ তাঁদেরকে জ্ঞান-সংস্কারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তাঁদের প্রতি গ্রন্থ ও শরিয়ত নাজিল করা হয়। এগুলোতে জনগণের হেদায়েত ও সংশোধনের নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ থাকে। কুরআন পাকে যত নবী-রাসূলের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের সবার উপরই শরিয়তের আইন প্রয়োগ ও সংশোধনের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। তাঁদের কাছে আগত ওহীও ছিল এই দায়িত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু অপরদিকে কিছু সৃষ্টির রহস্য সম্পকির্ত দায়িত্ব ও তাঁদের উপর রয়েছে। সেসবের জন্য সাধারণ ভাবে ফেরেশতাগণ নিয়োজিত রয়েছেন। কিন্তু কোনো কোনো পয়গম্বরকেও আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত করেছেন। হযরত খিযির (আ.) তাঁদেরই একজন। সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কিত দায়িত্ব আনুষঙ্গিক ঘটনাবলির সাথে সম্পৃক্ত, যেমন অমুক ডুবন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হোক অথবা অমুককে নিপাত করা হোক অথবা অমুককে উন্নতি দান করা হোক। এগুলোর বিধি-বিধানও সাধারণ মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এসব আনুষঙ্গিক ঘটনার মধ্যে কিছুসংখ্যক এমনও থাকে যে, এক ব্যক্তিকে নিপাত করা শরিয়তের আইন বিরুদ্ধ, কিন্তু অপার্থিব আইনে এই বিশেষ ব্যাপারটিকে শরিয়তের সাধারণ আইনের আওতার বাইরে রেখে ঐ পয়গম্বরের জন্য বৈধ করে দেওয়া হয়, যার জিম্মায় সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কিত এই বিশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। এমতাবস্থায় শরিয়তের আওতা বর্হিভূত বিশেষ পরিস্থিতি জনিত এই নির্দেশটি শরিয়তের আইন-বিশেষজ্ঞদের জানা থাকে না। ফলে তারা একে হারাম বলতে বাধ্য হন এবং যাকে এই আইন থেকে পৃথক রাখা হয়, তিনি যথাস্থানে সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

মোটকথা, যেখানে বৈপরীত্য দেখা যায়, সেখানে প্রকৃত প্রস্তাবে বিপরীত নয় বরং আনুষঙ্গিক ঘটনা শরিয়তের সাধারণ আইন থেকে ব্যতিক্রম থাকে মাত্র।

তাই এই ব্যতিক্রমটি নবুয়ত সম্পর্কিত ওহীর মাধ্যমে হওয়া জরুরি। কোনো কাশফ ও এলহাম এই ব্যতিক্রমের জন্য যথেষ্ট নয়। হযরত খিযির (আ.) কর্তৃক বালক হত্যা শরিয়তের দৃষ্টিতে হারাম ছিল, কিন্তু তাঁকে সৃষ্টিগতভাবে শরিয়তের এই আইনের উর্ধ্বে রেখে এ কাজের জন্য আদেশ করা হয়েছিল। নবী নয়– এমন কোনো ব্যক্তিকে তাঁর মাপকাঠিতে বিচার করে কোনো হারামকে হালাল মনে করা যেমন ভণ্ড সূফীদের মধ্যে প্রচলিত আছে– তেমনি ভাবে সম্পূর্ণ ধর্মদ্রোহিতা ও ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার নামান্তর।

ইবনে আবী শায়বা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) -এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার নাজদাহ্ হারুরী (খারেজী) হযরত ইবনে আব্বাসে (রা.)-এর নিকট পত্র লিখল যে, হযরত খিযির (আ.) নাবালেগ বালককে কিরূপে হত্যা করলেন, অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ নাবালেগ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন? হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) জবাবে লিখলেন : কোনো বালক সম্পর্কে যদি তোমার ঐ জ্ঞান অর্জিত হয়ে যায়, যা হযরত খিযির (আ.)-এর অর্জিত হয়েছিল, তবে তোমার জন্যও নাবালেগ হত্যা করা জায়েজ হবে। উদ্দেশ্য এই যে, হযরত খিযির (আ.) নবুয়তের ওহীর মাধ্যমে এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পর নবুয়ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে এখন এই জ্ঞান আর কেউ লাভ করতে পারবে না। –[মাযহারী]

এ ঘটনা থেকে জানা গেল যে, কোনো ব্যক্তিকে শরিয়তের আইনের উর্ধ্বে সাব্যস্ত করার অধিকার একমাত্র ওহীর অধিকারী পয়গম্বরেরই রয়েছে।

أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, হযরত খিযির (আ.) কুড়াল দ্বারা নৌকার একটি তক্তা বের করে দেন। ফলে নৌকায় পানি ঢুকে নিমজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এ কারণেই হযরত মূসা (আ.) প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেন। কিন্তু ঐতিহাসিক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, পানি নৌকায় প্রবেশ করেনি- মু'জিযার কারণে হোক কিংবা খিযির (আ.) কর্তৃক এর কিছুটা মেরামত করার কারণে হোক। বগভীর রেওয়ায়েতে আছে যে, এই তক্তার জায়গায় খিযির (আ.) একটি কাঁচ লাগিয়ে দেন। কুরআনের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, নৌকা ডুবে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। এর দ্বারা উপরিউক্ত রেওয়ায়েতগুলো সমর্থিত হয়।

حَتّٰى إِذَا لَقِيَا غُلٰمًا আরবি ভাষায় غُلَامٌ শব্দের অর্থ নাবালেগ বালক। যে বালককে হযরত খিযির (আ.) হত্যা করেন, তার সম্পর্কে অধিকাংশ তাফসীরবিদ বলেন যে, সে নাবালেগ ছিল। পরবর্তী বাক্যে نَفْسًا زَكِيَّةً শব্দ থেকেও তার নাবালকত্বের সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা زَكِيَّةً শব্দের অর্থ গোনাহ্ থেকে পবিত্র। এ গুণটি হয় পয়গম্বরদের মধ্যে পাওয়া যায়, না হয় নাবালেগ বাচ্চাদের মধ্যে পাওয়া যায়। নাবালেগদের আমলনামায় কোনো গুনাহ্ লিপিবদ্ধ করা হয় না।

শব্দবিশ্লেষণ :

نَسِيْتُ : সীগাহ واحد متكلم বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلنِّسْيَانُ মূলবর্ণ (ن ـ س ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- ভুলে যাওয়া।

كُنَّا نَبْغِ : সীগাহ جمع متكلم বহছ ماضى استمرارى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْبَغْىُ মূলবর্ণ (ب ـ غ ـ ى) জিনস ناقص يائى অর্থ- তালাশ করা।

فَارْتَدَّا : সীগাহ تثنيه مذكر غائب বহছ ماضى معروف বাব اِفْتِعَالٌ মাসদার اَلْاِرْتِدَادُ মূলবর্ণ (ر ـ د ـ د) জিনস مضاعف ثلاثى অর্থ- যে রাস্তায় এসেছে, সে রাস্তায় ফিরে যাওয়া।

لَمْ تُحِطْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِحَاطَةُ মূলবর্ণ (ح ـ و ـ ط) জিনস اجوف واوى অর্থ- বেষ্টন করে নেওয়া।

أَخَرَقْتَهَا : أ হামযায়ে ইস্তেফহাম। خَرَقْتَ সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ ماضى معروف বাব ضَرَبَ মাসদার اَلْخَرْقُ মূলবর্ণ (خ ـ ر ـ ق) জিনস صحيح অর্থ- ছিদ্রকরা, গর্ত করা।

لِتُغْرِقَ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ مضارع معروف বাব اِفْعَالٌ মাসদার اَلْاِغْرَاقُ মূলবর্ণ (غ ـ ر ـ ق) জিনস صحيح অর্থ- ডুবিয়ে দেওয়া।

لَمْ اَقُلْ : সীগাহ واحد متكلم বহছ نفى جحد بلم در فعل مستقبل معروف বাব نَصَرَ মাসদার اَلْقَوْلُ মূলবর্ণ (ق ـ و ـ ل) জিনস اجوف واوى অর্থ- বলা।

لَا تُوَاخِذْنِىْ : সীগাহ واحد مذكر حاضر বহছ نهى حاضر معروف বাব اَلْمُفَاعَلَةُ মাসদার اَلْمُوَاخَذَةُ মূলবর্ণ (أ ـ خ ـ ذ) জিনস مهموز فاء অর্থ- গুনাহ এবং ভুলের জন্য পাকড়াও করা, জবাবদিহি করা।

সমাপ্ত